

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ ।

মহাপুরাণম্ ।

The Ramakrishna Mission
of Culture, Calcutta

শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা-

টিপ্পনী-বঙ্গানুবাদ-সম্মেতঃ ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাশ্রমাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নেন

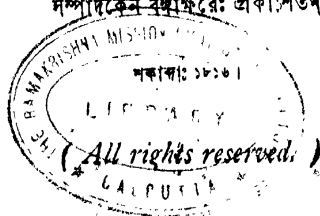
শ্রীহরিচরণ বসুনা

সম্পাদিতম্ ।

কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়ালাটা ষ্ট্রীট ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্যালয়াং

সম্পাদকেন বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্ ।



PRINTED BY
K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PR
71, PATHURIAHATA STREET,
CALCUTTA.

RMIC LIBRARY	
Acc. No.	32595
Class No.	294.1765
Date	25.6.64
St. Card	
Class.	✓
Cat.	✓
Bk Card	✓
Chk. Card	✓

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র ।

নবম স্কন্ধ ।

[১—৫৭৪ পৃষ্ঠা । ৫০ অধ্যায় ।]

প্রথম অধ্যায় । ১—৩০ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
পরবন্ধরূপিনী প্রকৃতি, সৃষ্টি বিষয়ে গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেন তদ্বিষয়ক বর্ণন	১
মাতা প্রকৃতি বর্ণন	৩
গণেশজননী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকৃতির বর্ণন ...	৭
প্রকৃতির (অংশরূপিনী) গঙ্গা, তুলসী, মনসা, যমুনা, মঙ্গলচণ্ডিকা, কালী ও বহুব্রহ্মাদির বর্ণন	১৫
প্রকৃতির (কলারূপিনী) বর্জিপত্নী স্বাহা, যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা, দীক্ষা, স্বধা, স্বস্তি, পুষ্টি, তৃষ্ণা, সম্পত্তি, বৃষ্টি, মতী, দয়া, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, মিথ্যা, শাস্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, মূর্ত্তি, শোভারূপা লক্ষ্মী ও নিজাদির বর্ণন	২১
দুর্গা, সাবিত্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতির প্রথমপূজা বিধি	২৮
গ্রাম্যদেবী গণেশের পূজাকথন	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩১—৪৭ পৃষ্ঠা ।

মূলপ্রকৃতির বিষয় ও তিনি যেক্ষেপে পঞ্চপ্রকৃতির রূপ ধারণ করেন তদ্বিষয় বর্ণন	৩১
গোলোকস্থিত প্রকৃতি পুরুষ বর্ণন	৩২
প্রকৃতিতে ঐক্যের বীৰ্য্যাধান	৩৯
মুলা ও রাধিকার (উৎপত্তি)	৪১
গৌর (সাবিত্রাব)	৪৩
ঐক্যের গোপিকাপতি ও মহাদেব মূর্ত্তি ধারণ	৪৬

তৃতীয় অধ্যায় । ৪৮—৫৯ পৃষ্ঠা ।

লোকস্থিত ঐহতভিষ্মের বিবরণ ও মহাবিরাতের (উৎপত্তি)	৪৮
ব্রহ্ম ও মহাদেবের (উৎপত্তি)	৫৬

চতুর্থ অধ্যায় । ৬০—৭৩ পৃষ্ঠা ।

গণেশের দুর্গাদি পঞ্চপ্রকৃতি ও কলাপ্রকৃতি বিষয়ক প্রশ্ন	৬০
---	----

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
সরস্বতীর পূজা, স্তোত্র ও কবচাদি বর্ণন ...	৬৫
বিশ্বজয় নামক সরস্বতী কবচ ধারণের ফল ...	৭২

প্রথম অধ্যায়। ৭৪—৮৯ পৃষ্ঠা।

যাক্সবদ্ধাকৃত সরস্বতীমহাস্তোত্র ...	৭৪
-------------------------------------	----

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৮০—৯০ পৃষ্ঠা।

গঙ্গাশাপে সরস্বতীর নদীরূপে পৃথিবীতে অবতরণ ও সেই নদীর মহাত্মা বর্ণন ...	৮০
বিস্তারিতরূপে সরস্বতীর অবতরণ বর্ণন ...	৮২
পদ্মার প্রতি বাণীর অভিলাষ ...	৮৫
লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভুলোকে পরিদর্শনরূপে অবতরণ ...	৮৭

সপ্তম অধ্যায়। ৯১—৯৯ পৃষ্ঠা।

শাপোদ্ধারার্থ নারায়ণের নিকট সরস্বতী, গঙ্গা ও কলঙ্গার নিবেদন ...	৯১
সরস্বতী, গঙ্গা ও লক্ষ্মীর শাপ মোচন বর্ণন ...	৯৪
ভক্তগুণ কথন ...	৯৭

অষ্টম অধ্যায়। ১০০—১১৮ পৃষ্ঠা।

সরস্বতী প্রভৃতির ভারতে গমন ...	১০০
কলির বিবরণ ...	১০২
কদ্রির অবতার বর্ণন ...	১০৮
পুনঃ সত্যযুগ প্রবৃত্তি বর্ণন ...	১০৯
প্রাকৃত প্রলয় বর্ণন ...	১১১
সচ্চিদানন্দ পরমাশ্রয় হইতে ব্রহ্মাদির ও সমস্ত শক্তির উৎপত্তি ...	১১৩

নবম অধ্যায়। ১১৯—১২৯ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মজ্ঞানর(উৎপত্তি)বিবরণ ...	১১৯
বরাহ কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার কথন ...	১২৪
পৃথিবীর পূজা বিবরণ ...	১২৫
পৃথিবীর ধ্যান, স্তব ও মন্ত্রাদি কথন ...	১২৭

দশম অধ্যায়। ১৩০—১৩৪ পৃষ্ঠা।

পৃথিবীর প্রতি অপরাধ করিলে তাহার নরকাদি ফল প্রাপ্তি ...	১৩০
ভূমি ও পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ...	১৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩৫—১৪৭ পৃষ্ঠা।

গঙ্গার উৎপত্তি ও তাহার মহাত্মা বর্ণন ...	১৩৫
ভগীরথের গঙ্গাপূজা ...	১৪৫

ষাদশ অধ্যায় । ১৪৮—১৬০ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
কণ্ঠশাখোক্ত গঙ্গার ধান	১৪৮
বিষ্ণুপদী নাম গঙ্গাস্তোত্র	১৫০
গোলোক হইতে গঙ্গার প্রথমোৎপত্তি বর্ণন	১৫৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৬০—১৮০ ।

গঙ্গাদেবী কিরূপে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং কিরূপে বা ব্রহ্মার

কমণ্ডলুতে অবস্থিতি করিলেন এবং কিরূপেই বা শিবের প্রেমস্নী হইলেন

তদ্বিবরে নারদের প্রশ্ন ১৬০

গঙ্গা কিরূপে নারায়ণ প্রিয় হইলেন তদ্বিবরক বৃত্তান্ত বর্ণন ১৬১

কৃষ্ণের প্রতি রাধার তিরস্কার ১৬৭

রাধিকার ভয়ে গঙ্গার কৃষ্ণচরণে প্রবেশ ১৭২

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির গোলোকে গমন ১৭৩

ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ১৭৬

কৃষ্ণ পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার বহির্গমন ও সেই গঙ্গা বারির কিয়দংশ ব্রহ্মার স্বীয়-

কমণ্ডলুতে ও কিয়দংশ শিবের স্বীয় মন্তকে ধারণ ১৭৭

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৮১—১৮৪ পৃষ্ঠা ।

জাহ্নবী ষেক্ষপে নারায়ণের পত্নী হইলেন তদ্বিবরক বর্ণন ১৮১

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৮৫—১৯২ পৃষ্ঠা ।

তুলসীর উপাখ্যান জানিবার নিমিত্ত নারদের প্রশ্ন ১৮৫

বৃন্দাবনের উপাখ্যান ১৮৬

ষোড়শ অধ্যায় । ১৯৩—২০২ পৃষ্ঠা ।

কুশধ্বজপদী মালাবতীর গর্ভে গঙ্গার বেদবতীরূপে জন্ম গ্রহণ ১৯৩

বেদবতীর তপস্বী ১৯৪

রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিলাষ ১৯৫

বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণ ও রামের বনগমন ১৯৬

নায়ায়িতার উৎপত্তি ১৯৭

রাবণের মায়ী সীতা হরণ ১৯৮

সীতার দ্রৌপদীরূপে জন্মগ্রহণ ২০০

দ্রৌপদীর পঞ্চপতি হইবার কারণ ২০১

সপ্তদশ অধ্যায় । ২০৩—২১০ পৃষ্ঠা ।

ধর্মধ্বজের নিজপত্নী মাধবীর সহিত বিহার ২০৩

ধর্মধ্বজের ঔরসে তুলসীর উৎপত্তি ও তাঁহার নাম নিরুক্তি ২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা।
তুলসীর তপস্তা	২০৫
তুলসীর বৃক্ষরূপক বর্ণন	২০৮
অষ্টাদশ অধ্যায়। ২১১—২২৫ পৃষ্ঠা।	
তুলসীর মদনানুষ্ঠান বর্ণন	২১১
শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর সাক্ষাৎ ও কথোপকথন	২১৩
তুলসীকে গ্রহবার্ষ শঙ্খচূড়ের প্রতি ব্রজার উপদেশ	২২৩
ঊনবিংশ অধ্যায়। ২২৬—২৩৮ পৃষ্ঠা।	
শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর বিহার	২২৬
দেবগণের প্রতি শঙ্খচূড়ের উপদ্রব	২৩১
দেবগণের বৈকুণ্ঠে গমন	২৩২
শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত কথন	২৩৫
বিংশ অধ্যায়। ২৩৯—২৫০ পৃষ্ঠা।	
মহাদেব চিত্তব্রথাকে দূত করিয়া শঙ্খচূড়ের নিকট প্রেরণ করেন	২৩৯
মহাদেবের সহিত স্থল বীরভদ্রাদি, ইন্দ্র-মমাদি ও শক্রিগণের সম্মিলন	২৪৩
তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের কথোপকথন	২৪৫
একবিংশ অধ্যায়। ২৫১—২৬২ পৃষ্ঠা।	
শঙ্খচূড়ের যুদ্ধোদ্যোগ	২৫১
শঙ্খচূড়ের মহাদেবের নিকট গমন	২৫৩
শঙ্খচূড়ের প্রতি মহাদেবের উক্তি	২৫৫
মহাদেবের প্রতি শঙ্খচূড়ের উক্তি	২৬০
শিবের পুনঃকথন	২৬১
দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২৬৩—২৭২ পৃষ্ঠা।	
দেবগণের সহিত অম্বরগণের পরস্পর যুদ্ধারম্ভ	২৬২
জ্ঞানীর সহিত অম্বরগণের যুদ্ধ	২৬৫
কালীর সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ	২৬৮
মহাদেবের নিকট কালীর সংগ্রামের সংবাদ প্রদান	২৭২
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ২৭৩—২৭৭ পৃষ্ঠা।	
শিবের সহিত শঙ্খচূড়ের সংগ্রাম	২৭৩
হরির বৃক্ষরূপ বেষ্ট শঙ্খচূড়ের কবচ হরণ ও তুলসীর নিকট গমন	২৭৪
শঙ্খচূড় বধ	২৭৫
চতুর্বিংশ অধ্যায়। ২৭৮—২৯২ পৃষ্ঠা।	
নারায়ণের শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ পূর্বক তুলসীর নিকট গমন	২৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
তুলসীর সহিত নারায়ণের সহবাস	২৮৯
নারায়ণের প্রতি তুলসীর অভিশাপ	২৮৯
তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণন	২৮৩
গণ্ডকীজাত শালগ্রাম শিলা সমূহের বিবরণ ও তন্মাহাত্ম্য বর্ণন	২৮৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ২৯৩—২৯৯ পৃষ্ঠা ।

মহামন্ত্র সহিত তুলসী পূজা	২৯৩
----------------------------------	-----

ষড়্বিংশ অধ্যায় । ৩০০—৩১২ পৃষ্ঠা ।

সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ নিমিত্ত নারায়ণের নিকট নারদের প্রশ্ন	৩০০
অশ্বপতির বৃত্তান্ত কথন	৩০১
গাওত্ৰী জপের ফল ও জপপ্রকার	৩০২
সাবিত্রী ব্রত কথন	৩০৬
সাবিত্রীর ধ্যান	৩০৭
সাবিত্রীর স্তব	৩১১

সপ্তবিংশ অধ্যায় । ১১৩—৩১৭ পৃষ্ঠা ।

অশ্বপতির কথারূপে সাবিত্রীর জন্মগ্রহণ	৩১৩
যমসাবিত্রী সংবাদ	৩১৫

অষ্টবিংশ অধ্যায় । ৩১৮—৩২৪ পৃষ্ঠা ।

যমের নিকট সাবিত্রীর ধর্মকর্মাদি বিষয়ে প্রশ্ন	৩১৮
ধর্মকর্মাদি বিষয়ে যমের উত্তর প্রদান	৩১৯
কোন কোন কর্ম করিলে জীবগণ কিরূপ যতি প্রাপ্ত হয় তাহা বিষয়ে ধর্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন	৩২৩

ঊনত্রিংশ অধ্যায় । ৩২৫—৩৩৫ পৃষ্ঠা ।

সাবিত্রীর প্রতি ধর্মের বরদানের অভিপ্রায় প্রকাশ	৩২৫
ধর্মের নিকট সাবিত্রীর সত্যবানের গুণসে শতপুত্রাদিপ্রাপ্তি ও জীবের কর্মবিপাক শ্রবণের প্রার্থনা	৩২৬
সাবিত্রীর প্রতি ধর্মের বরদান ও জীবের কর্মবিপাক ও দানধর্মাদির ফল কথন	৩২৭

ত্রিংশ অধ্যায় । ৩৩৬—৩৫৩ পৃষ্ঠা ।

কোন কোন কর্মদ্বারা অর্গলভ ও অজ্ঞাত কোন কোন কর্ম দ্বারা মানবগণের পুণ্য লাভ হয় তাহা বিষয়ে ধর্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন ও যমের তাহা বিষয়ক উত্তরে দানাদির ফল কথন	৩৩৬
জন্মষ্টমী ও শিবত্রয়োদশি প্রভৃতি ব্রত ফল কথন	৩৪৪
হরিপূজা শিবপূজাদির ফল কথন	৩৪৯

একত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৫—৩৫৭ পৃষ্ঠা।

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক।

যমের সাবিত্রীকে শক্তিমন্ত্র প্রদান... ৩৫৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৮—৩৬২ পৃষ্ঠা।

পাপিগণের পাপের ফল ভোগার্থ নরক কুণ্ড কথন ... ৩৫৮

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৬৩—৩৮১ পৃষ্ঠা।

ভিন্ন ভিন্ন পাতকিগণের ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডপাত বর্ণন ... ৩৬৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৮২—৩৯৫ পৃষ্ঠা।

বিবিধ পাপফল কথন ও বিবিধ নরক কুণ্ড বর্ণন ... ৩৮২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ৩৯৬—৪০৪ পৃষ্ঠা।

পাপিগণের নিমিত্ত অবশিষ্ট কুণ্ড বর্ণন ... ৩৯৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়। ৪০৫—৪১০ পৃষ্ঠা।

কুণ্ড কীরূপ, পাপিগণ তাহাতে কীরূপে অবস্থিতি করে তদ্বিষয়ে যমের প্রতি
সাবিত্রীর প্রশ্ন... ৪০৫

কিরূপে কর্ণবন্ধন বিনষ্ট হয় ও যমপুরীর ভয় হয় না ধর্মের তদ্বিষয় বর্ণন ... ৪০৬

আবের ভোগমোহ কথন ... ৪০৯

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ৪১১—৪২৯ পৃষ্ঠা।

৮৬ ষড়্‌ভূতীতি কুণ্ডসংখ্যা ও সেই সকলের লক্ষণ নির্দেশ ... ৪১১

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ৪৩০—৪৪৫ পৃষ্ঠা।

যমের নিকট সাবিত্রীর দেবীভক্তি প্রার্থনা ... ৪৩০

যমের সাবিত্রীকে শক্তিতত্ত্বের বরপ্রদান ... ৪৩১

দেবীর গুণকীর্তন ও দেবীর উৎকর্ষ বর্ণন ... ৪৩২

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৪৬—৪৫০ পৃষ্ঠা।

মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান... ৪৪৬

চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৫১—৪৬৪ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীর সমুদ্রকঙ্কা হইবার বিষয়ে নারদের প্রশ্ন ও নারায়ণের
উত্তর ... ৪৫১

ইন্ড্রের প্রতি দুর্জাসার অভিষাপ বর্ণন ... ৪৫৩

ইন্ড্রের স্বর্গরাজ্য ভ্রংশ... ৪৫৯

ইন্ড্রের প্রতি বৃহস্পতির উপদেশ... ৪৬০

রাজ্যভ্রংশ নিবেদনার্থ ইন্ড্রের ব্রহ্মার নিকট গমন ... ৪৬৫

একচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৬৫—৪৭৩ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মার বিষ্ণুসন্নিধ্যানে গমন	৪৬৭
লক্ষ্মীর পরিভাষ্যস্থান সমূহ	৪৬৯
সমুদ্রে জন্মগ্রহণার্থ লক্ষ্মীর প্রতি বিষ্ণুর আদেশ, সাগর মন্ডন ও লক্ষ্মীর (উৎপত্তি)	৪৭২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৭৪—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

মহালক্ষ্মীর অর্চনার ক্রম	৪৭৪
মহালক্ষ্মীর ধ্যান	৪৭৫
মহালক্ষ্মীর স্তোত্র	৪৮১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৮৫—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

আহার উপাখ্যান	৪৮৫
---------------	-----

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৯৪—৪৯৯ পৃষ্ঠা।

স্বধার উপাখ্যান	৪৯৪
-----------------	-----

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫০০—৫১৩ পৃষ্ঠা।

দক্ষিণার উপাখ্যান	৫০০
রাধার ভগ্নে কৃষ্ণের পলায়ন	৫০১
দক্ষিণার প্রতি রাধার অভিষাপ	৫০২
কৃষ্ণবিরহে রাধার খেদোক্তি	৫০৩
লক্ষ্মীর অঙ্গ ইহাতে দক্ষিণার উৎপত্তি	৫০৫
দক্ষিণার স্তব	৫১১
দক্ষিণার ধ্যান ও পূজাবিধি	৫১২

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৫১৪—৫২৪ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট নারদের ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার বিবরণ জিজ্ঞাসা	৫১৪
প্রিয়ব্রতের সহিত ষষ্ঠীদেবীর সাক্ষাৎ	৫১৭
ষষ্ঠীদেবী প্রিয়ব্রতের মৃত পুত্রের জীবনদান করেন	৫১৮
ষষ্ঠীর পূজাবিধি	৫২০
ষষ্ঠীস্তোত্র	৫২১

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫২৫—৫৩৩ পৃষ্ঠা।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কথ্য	৫২৫
মনসার উপাখ্যান	৫৩০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫৩৪—৫৫৩ পৃষ্ঠা।

মনসার ধ্যান ও পূজাবিধি	৫৩৪
------------------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
অরুৎকার ও মনসার বিবরণ	৫৩৭
অন্তীকের কন্ম	৫৪৬
মনসার মাহাত্ম্য ও পূজাদি	৫৫১

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫৪—৫৫৮ পৃষ্ঠা ।

অরুতির উপাখ্যান	৫৫৪
অরুতির পূজা	৫৫৬
অরুতির স্তোত্র	৫৫৭

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫৯—৫৭৪ পৃষ্ঠা ।

রাধার ও হর্গার মাহাত্ম্য বর্ণন	৫৫৯
রাধার বীজমুদ্রাদি	৫৬০
রাধার স্তোত্র	৫৬৫
হর্গাদেবীর মাহাত্ম্য ও তাঁহার পূজাদির বিবরণ	৫৬৬

দশম স্কন্ধ ।

[৫৭৫—৬৫৯ পৃষ্ঠা । ১০ অধ্যায় ।]

প্রথম অধ্যায় । ৫৭৫—৫৭৯ পৃষ্ঠা ।

স্বায়ম্ভুব মহুর বৃত্তান্ত কথনে দেবীর মাহাত্ম্য কথন	৫৭৫
স্বায়ম্ভুবমহুর উৎপত্তি ও তাঁহার দেবী-আরাধনা	৫৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৫৮০—৫৮৪ পৃষ্ঠা ।

স্বায়ম্ভুব মহুর প্রতি দেবীর বরদান ও দেবীর বিদ্যাপরীক্ষিতে গমন	৫৮০
বিদ্যাচলের বৃত্তান্ত কথন	৫৮১

তৃতীয় অধ্যায় । ৫৮৫—৫৮৯ পৃষ্ঠা ।

বিদ্যাচলের স্বর্ধ্যগতি নিরোধ,	৫৮৫
--------------------------------------	-----

চতুর্থ অধ্যায় । ৫৯০—৫৯৩ পৃষ্ঠা ।

দেবগণের শিবসন্নিধানে গমন ও স্বর্ধ্যগতিনিরোধ কথন	৫৯০
--	-----

পঞ্চম অধ্যায় । ৫৯৪—৫৯৮ পৃষ্ঠা ।

দেবগণের বিষ্ণুর নিকট গমন ও বিষ্ণু স্তুতি	৫৯৪
দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর অভয় প্রদান	৫৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৫৯৯—৬০৩ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
দেবগণের বিষ্ণুর নিকট বিষ্ণুর স্বর্গাগতি নিরোধ কথন	৫৯৯
অগস্ত্যের নিকট গমনার্থ দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ ও দেবগণের বারাদসী গমন	৬০০
কার্যসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অগস্ত্যের অঙ্গীকার	৬০২

সপ্তম অধ্যায় । ৬০৪—৬০৮ পৃষ্ঠা ।

অগস্ত্যদ্বারা বিদ্যাচলের উন্নতিকূঠন	৬০৪
--	-----

অষ্টম অধ্যায় । ৬০৯—৬১২ পৃষ্ঠা ।

স্বারোচিষ মহুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত কথন	৬০৯
---	-----

নবম অধ্যায় । ৬১৩—৬১৭ পৃষ্ঠা ।

চাক্ষুষ মহুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত কথন	৬১৩
চাক্ষুষ মহুরকে দেবীর রাজ্য প্রদান	৬১৬

দশম অধ্যায় । ৬১৮—৬২২ পৃষ্ঠা ।

বৈবস্বতমহুর ও সাবর্ণি মহুর বৃত্তান্ত কথন	৬১৮
স্বরথ নৃপতির বৃত্তান্ত বর্ণনা	৬১৯

একাদশ অধ্যায় । ৬২৩—৬২৮ পৃষ্ঠা ।

মহাকাণ্বীর চরিত্র কথন	৬২৩
মধুকৈটভবদার্থ ব্রহ্মার মহামায়ার স্তব	৬২৪
মধুকৈটভ বধ	৬২৭

দ্বাদশ অধ্যায় । ৬২৯—৬৪১ পৃষ্ঠা ।

সাবর্ণি মহুর বৃত্তান্ত কথনে মহিষাসুর বধ ও শুক্লনিমিত্ত বধ বর্ণন	৬২৯
--	-----

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৬৪২—৬৫৯ পৃষ্ঠা ।

অবশিষ্ট ছয় মহুর বৃত্তান্ত কথনে করুণ, পুষ্প, নাভাগ, দিষ্ট, শর্বাতি ও ত্রিণকু এই ছয় রাজার ভ্রামরীশক্তির আরাধনা	৬৪২
উক্ত ছয় রাজাকে মনস্তরাপিপত্য প্রাপ্তির বর প্রদান পূর্বক ভ্রামরীদেবীর অন্তর্ধান	৬৪৫
ভ্রামরীদেবীর বৃত্তান্ত কথন	৬৪৬
ভ্রামরী বৃত্তান্ত অবশেষের রূপ প্রতি	৬৫৯

একাদশ স্কন্ধ ।

[৬৬১—৮৬০ পৃষ্ঠা । ২৪ অধ্যায় ।]

প্রথম অধ্যায় । ৬৬১—৬৭৩ পৃষ্ঠা ।

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক ।

নদাচার কথনে প্রাতঃকৃত্য বর্ণন ... ৬৬২

প্রাণায়াম বিবরণ ... ৬৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৬৭৪—৬৮০ পৃষ্ঠা ।

শৌচাদি বিধি ... ৬৭৪

তৃতীয় অধ্যায় । ৬৮১—৬৮৬ পৃষ্ঠা ।

হানবিধি ... ৬৮১

রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য ও রুদ্রাক্ষ ধারণ বিধি ... ৬৮৩

চতুর্থ অধ্যায় । ৬৮৭—৬৯২ পৃষ্ঠা ।

একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ ও পঞ্চমুখাদি চতুর্দশ মুখ পর্যন্ত রুদ্রাক্ষ ধারণের

কল ... ৬৮৮

দেহের কোন্ কোন্ স্থানে কতসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হইবে তাহা বিবরণ ... ৬৯১

পঞ্চম অধ্যায় । ৬৯৩—৬৯৮ পৃষ্ঠা ।

জপমালার বিধান ... ৬৯৩

রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য বর্ণন ... ৬৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬৯৮—৭০৫ পৃষ্ঠা ।

রুদ্রাক্ষের আত্মান্তিক মাহাত্ম্য বর্ণন ... ৬৯৮

সপ্তম অধ্যায় । ৭০৬—৭১১ পৃষ্ঠা ।

একমুখাদি রুদ্রাক্ষধারণের মাহাত্ম্য ... ৭০৬

অষ্টম অধ্যায় । ৭১১—৭১৬ পৃষ্ঠা ।

ছতস্তম্ভের বিবরণ ... ৭১২

নবম অধ্যায় । ৭১৭—৭২৩ পৃষ্ঠা ।

শিরোব্রত বিধান বর্ণন ... ৭১৭

দশম অধ্যায় । ৭২৪—৭২৯ পৃষ্ঠা ।

গৌণভস্মের বিবরণ ... ৭২৪

একাদশ অধ্যায় । ৭৩০—৭৩৪ পৃষ্ঠা ।

গৌণভস্মের ত্রিবিধ হইবার কারণ ... ৭৩০

ঐপুণ্ড্র ধারণের বিবরণ ... ৭৩২

দ্বাদশ অধ্যায়। ৭৩৫—৭৪০ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ভাস্মধারণ মাহাত্ম্য বর্ণন	৭৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৭৪১—৭৪৫ পৃষ্ঠা।

ভাস্ম মাহাত্ম্য বর্ণন	৪৪১
------------------------------	-----

চতুর্দশ অধ্যায়। ৭৪৬—৭৫৩ পৃষ্ঠা।

বিভূতি ধারণ মাহাত্ম্য	৭৪৬
------------------------------	-----

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৭৫৪—৭৭০ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুরা ধারণ মাহাত্ম্য	৭৫৪
ছর্যাসার ললাট হইতে ভাস্ম পতন হেতু কুস্তীপাক নরকস্থ পাপিগণের মৃত্যু ও আনন্দ প্রাপ্তি	৭৬০
কুস্তীপাকের পুণ্যতীর্থ কথন	৭৬৩
পুনর্ব্বার অস্ত্র কুস্তীপাক নিৰ্ম্মাণ	৭৬৪
উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ মাহাত্ম্য	৭৬৭

ষোড়শ অধ্যায়। ৭৭১—৭৮৮ পৃষ্ঠা।

সঙ্ক্যাবিধি	৭৭১
গায়ত্রীর উপাসনা	৭৭৫
আচমন বিধি	৭৭৫
বেচক, পুরক ও কুন্তক কালে যে যে দেবতা ধোয় তদ্বিবরণ	৭৭৬
সঙ্ক্যোপাসনা দ্বারা সূর্য্যভক্ষক মনেহ নামক ত্রিংশৎকোটি রাক্ষস দাহন বিবরণ	৭৭৯
সিদ্ধাসন বর্ণন	৭৮১
জ্ঞানবিধি	৭৮৩
গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি মুদ্রা	৭৮৬

সপ্তদশ অধ্যায়। ৭৮৯—৭৯৬ পৃষ্ঠা।

ত্রিবিধা গায়ত্রীর বিবরণ	৭৮৯
গায়ত্রীর আরাধনা	৭৯১
যে যে পুষ্প যে যে দেবদেবীর প্রিয়	৭৯৫

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৯৯৭—৮০৬ পৃষ্ঠা।

দেবী পূজার বিশেষ বিধান	৭৯৭
যতসম্ভ্যক পুষ্পাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলে যে যে ফললাভ হয়	৮০০
দেবীপূজার মাহাত্ম্য	৮০৫

উনবিংশ অধ্যায়। ৮০৭—৮১০ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা কথন	৮০৭

বিংশ অধ্যায়। ৮১১—৮১৮ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মজ্ঞাদি কীর্তন	৮১১
সায়াহ্ন সন্ধ্যা বর্ণন	৮১৫

একবিংশ অধ্যায়। ৮১৯—২২৭ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর পুরস্চরণ	৮১৯
---------------------------	-----

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮২৮—৮৩৪ পৃষ্ঠা।

বৈশ্বদেবাদি পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ	৮২৮
প্রাণায়ামহোত্র	৮৩১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৮৩৫—৮৪৪ পৃষ্ঠা।

ভোজনান্তে পাত্যম প্রদান	৮৩৫
প্রোজাপত্য, কচ্ছ, সান্তপনাদি, পারক ও চাক্সায়ণাদির লক্ষণ বর্ণন ...	৮৪১

চতুর্বিংশ অধ্যায়। ৮৪৫—৮৬০ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর শাস্তি কথন	৮৪৫
দোষ ও রোগাদি শাস্তি	৮৪৬
হোম ও জপাদি দ্বারা জয় ও বৃষ্টাদি, লাভ	৮৫৩
গায়ত্রী জপ দ্বারা অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্র ও ব্রহ্মবাদি প্রাপ্তি ...	৮৫৬
গায়ত্রী জপদ্বারা পঞ্চ মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ	৮৫৭

দ্বাদশ স্কন্ধ।

[৮৬১—১০২৪ পৃষ্ঠা। ১৪ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৮৬১—৮৬৫ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট নারদের স্বপ্নসম্বাদে পুণ্যকর্মসমূহের ও গায়ত্রীর মধ্যে অধিক	
পুণ্যপ্রদ মুখ্যতম কি ও গায়ত্রীর স্ববি ও ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন ...	৮৬১
গায়ত্রীজপের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন	৮৬৫
গায়ত্রীর ছন্দ ও দেবতাদি কথন	৮৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৮৬৬—৮৬৮ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর প্রত্যেক বর্ণের শক্তি কথন	৮৬৬
--	-----

সূচীপত্র ।

৮০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
গায়ত্রীর বর্ণসমূহের তত্ত্ব কথন ...	৮৬৭
গায়ত্রীর বর্ণের মুদ্রা ...	৮৬৮
তৃতীয় অধ্যায় । ৮৬৯—৮৭২ পৃষ্ঠা ।	
গায়ত্রী কবচ ...	৮৬৯
চতুর্থ অধ্যায় । ৮৭৩—৮৭৬ পৃষ্ঠা ।	
অথর্ব বেদোক্ত গায়ত্রী হ্রদয় ...	৮৭৩
পঞ্চম অধ্যায় । ৮৭৭—৮৮১ পৃষ্ঠা ।	
গায়ত্রী স্তোত্র ...	৮৭৭
ষষ্ঠ অধ্যায় । ৮৮২—৯০৭ পৃষ্ঠা ।	
গায়ত্রীর সহস্রনাম স্তোত্র ...	৮৮২
সপ্তম অধ্যায় । ৯০৮—৯৩৩ পৃষ্ঠা ।	
দীক্ষাবিষয়ে নারদের প্রশ্ন ...	৯০৮
দীক্ষাশব্দের ব্যুৎপত্তি ও দীক্ষাবিধি কথন ...	৯০৯
তত্র ভূতশুদ্ধাদি কথন ...	৯১৫
মণ্ডল লিখন ...	৯১৬
সর্কতোভদ্রমণ্ডল ...	৯১৭
কুণ্ডলংকরণ ...	৯২১
ঐক্যবাদি ও আজ্য সংস্কার ...	৯২৫
হোমবিধি ...	৯২৬
পূর্ণাহুতি ...	৯২৯
মন্ত্রগ্রহণ ...	৯৩১
অষ্টম অধ্যায় । ৯৩৪—৯৫৩ পৃষ্ঠা ।	
শক্তি ছাড়িয়া বিজগণের অন্তরে উপাসক হইবার কারণ ...	৯৩৪
দেবগণকে রূপা করিবার নিমিত্ত জগদম্বিকার বন্ধুরূপে আবির্ভাব ...	৯৩৮
ইন্দ্র যক্ষের নিকট বহ্নিকে প্রেরণ করেন ...	৯৩৯
যক্ষের নিকট বহ্নির তৃণদাহনে অসামর্থ্য কথন ...	৯৪০
ইন্দ্রাজায় যক্ষের নিকট বায়ুর গমন ...	৯৪১
যক্ষের নিকট বায়ুর তৃণচালনে অসামর্থ্য কথন ...	৯৪২
যক্ষের নিকট ইন্দ্রের গমন ও যক্ষের অন্তর্ধান ...	৯৪৩
ইন্দ্রের পুতি মায়াবীক রূপের নিমিত্ত আকাশরাণী ...	৯৪৪
ইন্দ্রের উদ্যমুত্তি দর্শন ...	৯৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ইশ্বের নিকট ভগবতীর (মায়াধিষ্ঠিত ব্রহ্মমূর্তির) সৰ্ববিষয়ের কাগ্নপত্র বর্ণন ...	৯৪৬
শঙ্কুপাসনার নিত্য বর্ণন ...	৯৫২

নবম অধ্যায় । ৯৫৪—৯৬৮ পৃষ্ঠা ।

গৌতম শাপে ব্রাহ্মণগণের অস্ত্র দেবতার উপাসনায় প্রজ্ঞাক্ষয়ে তদ্বিষয় বর্ণনারান্ত ...	৯৫৪
ছত্রিকাংকত ব্রাহ্মণগণের গৌতমের নিকট গমন ...	৯৫৫
গৌতমস্তবে সম্ভট্টা গায়ত্রীর গৌতমকে পূর্ণপাত্র প্রদান ...	৯৫৭
পূর্ণপাত্র দ্বারা গৌতমের সমস্ত লোককে অন্নদান ...	৯৫৮
নারদের গৌতম সভায় আগমন ...	৯৬০
ব্রাহ্মণগণের প্রতি গৌতমের গায়ত্রী শক্তি দহিত করিবার নিমিত্ত অভিষাপ প্রদান ...	৯৬২
ব্রাহ্মণগণের বেদ ও গায়ত্র্যাঙ্গাদি বিস্মরণ ...	৯৬৬

দশম অধ্যায় । ৯৬৯—৯৮৪ পৃষ্ঠা ।

মণিধ্বীপ বর্ণন ...	৯৬৯
--------------------	-----

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৯৮৫—১০০০ পৃষ্ঠা ।

পদ্মরাগাদি প্রাকার ও তন্নামো দেবী ও শক্তি প্রভৃতির সম্মিলন বর্ণন ...	৯৮৫
--	-----

দ্বাদশ অধ্যায় । ১০০১—১০১২ পৃষ্ঠা ।

চিন্তামণি গৃহাদি বর্ণন ...	১০০১
দেবীর ধ্যান ...	১০০৪
চিন্তামণি গৃহের পরিমাণাদি ...	১০০৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১০১৩—১০১৮ পৃষ্ঠা ।

জনমেজয় কৃত দেবীমন্ত্রবর্ণন ...	১০১৩
---------------------------------	------

চতুর্দশ অধ্যায় । ১০১৯—১০২৪ পৃষ্ঠা ।

দেবীভাগবত পুরাণ পাঠের ফল বর্ণন ...	১০১৯
মুনিগণের নিকট হইতে স্তবের পূজাপ্রাপ্তি ...	১০২৩
নৈমিষারণ্য হইতে স্তবের নির্গমন ...	১০২৪

দেবীভাগবতের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

নবমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।

সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমা স্মৃতা ॥ ১ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কান্নীরবিন্দুভালাঙ্করণীপূজারসারসীমাত্ম।

সীমন্তবন্ধুচন্দ্রাশ্রিত্রাজ্যোত্তরধামনাং যশে।

কঙ্কেহস্মিন্নবমে পঞ্চপ্রকৃতীনাং প্রপঞ্চম।

তৎপ্রসঙ্গেন চান্তানাং ক্রিতে বিস্তরণ চ।

অর্দ্ধাধিকাষ্টপকাশংসংস্থিতৈঃ শতপদ্যকৈঃ।

সঙ্ক্ষেপেণ চ শক্তীনাং বর্ণনং তাবদ্রুচ্যতে।

নহু সর্কোহপ্যয়ং নবমস্কন্ধোহধ্যায়তো। গ্রাহ্যপূর্কীতশ্চ বুদ্ধবৈবর্ত্তান্তর্গতপ্রকৃতিখণ্ডেন
সমান এব। কচিং কচিহেদোহপি প্রারশঃ কথং জাত ইতি চেৎ সত্যং কিস্তাবদ্রাক্ষ্যে
কারণং কুজচিদেতাভূশং সমানাহুপূর্কীকতেন ন দৃষ্টেমিতি চেত্তদসৎ। শিবরহস্যোক্তপ্রদোব-
পূজাধ্যায়ত বুদ্ধোক্তরূপঙহপ্রদোবপূজাধ্যায়েনু সমানাহুপূর্কীকত্বদর্শনাৎ। তথা নারদ-
পুরাণীয়মন্ত্রপঙহবচনানাতং তত্র রাজহুচটনৈঃ সমানত্বাৎ। তথা তন্ত্রেণ বহু তন্ত্রান্তর-
পটলানাং সমানানাহুপলভ্যৎ তথা বেদেহপি কজাধ্যায়ত শতশাখাহু সমানত্বাৎ। পুরুষ-
হস্তাহুহস্তানাং শাখান্তরেণ সমানাহুপূর্কীকত্বত স্পষ্টমূলতামানত্বাৎ। তথাচ যথা
সর্কজ-সমানাহুপূর্কীকত্বমন্তত্ব দৃষ্টং তথা দেবীভাগবতেহপি নবমস্কন্ধত প্রকৃতিখণ্ডসমানাহু-
পূর্কীকত্বমন্ত কিসাশ্চর্যম্। নহু তথাপ্যত্র পূর্ক্যপরিবোধঃ স্পষ্ট এব। তথাহি। পূর্কজ
তৃতীয়স্কন্ধে বুদ্ধবিক্রমপ্রাণং সাম্যাবস্থায়োপাধিকবন্ধুণৌ তপ্তব্রতীপদবাচ্যহুপত্তিরজি-
হিতা। তথা গোবীন্দসীমন্তবর্ত্তীনাং ভগবতীসকাশায়েবোৎপত্তিরকতা। ভগবতৈব্য তাঃ
শতরত্তেভ্যো মতা ইত্যুক্তম্। নবমস্কন্ধে হু গোপালহুস্বরীপুত্রীহুস্বরৈব স্মারীনাং
পত্তি তথা গোবীন্দসীমন্তপত্তিভ্যশ্চ শক্তয়ো বুদ্ধাদিত্যো মতা ঐক্যেনৈবেত্যাধিকমুক্তম্।
অন্ততঃ কচিদস্মিন স্কন্ধে পূর্ক্যবিক্রমবোক্তম্। তথাচ পূর্ক্যপরিবোধঃ স্পষ্ট এবতিচেৎ।
তিরবজ্জকত্বাৎ। পূর্ক্যগ্রহত বক্তা ব্যাসো নবমস্কন্ধত বক্তা নারায়ণ ইতি তিরবজ্জকত্বাৎ।

তপ্তব্রত নারায়ণ নারায়ণক সন্ধান করিয়া কহিলেন, বৎস! যিনি বেদাদি সর্ক
শাস্ত্রেই (ত্রিগুণসাম্যরত সাম্যপত্তির পূর্ক্যবিক্রমপত্তি প্রকৃতি' নামে ব্যাচ, সেই পূর্ক্য-

নারদ উবাচ ।

আবির্ভূতস্য পঞ্চকনকাস্য স্যাদ্ভিমানঃ ।

কিস্মা তল্লক্ষণং সাধো ! বভূব পঞ্চধা কথং ॥ ২ ॥

কল্পভেদেনোত্তমমুপপদ্যতে । যথা পুরাণেষু কচিচ্ছিবাদবুদ্ধিবিক্ৰোদপত্তিঃ কচিৎ
বুদ্ধগঃ সকাশাচ্ছিববিক্ৰোঃ কচিপণেশাধেতেষাং জ্ঞানগাম্ । তথা স্বর্ঘ্যান্মেতেষাং জ্ঞানগাং
কল্পভেদেনোৎপত্তিরভিহিতা । তথৈবাভ্যপি কল্পভেদেন উত্তরার্থভ্যপি সম্ভবাৎ । নমু
পুরাণভেদেন ভিন্নাভিন্না সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অভিহিতা । অত্র যেকস্মিন্নেব পুরাণে ভিন্নাপ্রক্রিয়া-
ভিহিতেতি জনমেজয়স্তৈকন্ত শ্রোতৃব্রাহ্মণোহঃ স্তাদিত্যেচেন । মহাভারতে শিবমাহাত্ম্য-
প্রকরণে শিবস্ত বুদ্ধবিস্ময়কারণম্ । বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রকরণে বিষ্ণোরৈব বুদ্ধকল্পকারণভূমিতি
মহাভারতস্য একস্মিন্নপি পুরাণে দৃষ্টম্ । এবমেবকুর্ষুপুরাণাদিসু কল্পভেদেন সৃষ্টিভেদৈক
পুরাণে এব দৃষ্টম্ । নমু তথাপি শ্রোতৃব্রাহ্মণোহঃ কথং ন ভবতীতি চেন । উত্তরোক্ত-
কল্পোঃ প্রতিপাদনেন সৃষ্টেমারিক্ষেন মিথ্যাবাস্তব্যাংপদার্থে ক্রতেঃ পুরাণানীনাঞ্চ নাগ্রহ-
ইতি শ্রোতৃবোধসম্ভবাৎ । যথেন্দ্রজালং কন্মাস্তংপরমিতি বিমর্শে ন তত্র কিঞ্চিংকারণং
মায়াতিরিক্তং লভ্যতে । তথাভ্যপি সৃষ্টৌ মাতৈব সৃষ্টিং কারণমিতি বোধনর্থমেব ব্যাশ্রয়-
তথোক্তম্ । যদোকবিধৈব সৃষ্টিস্তদাশ্চ কারণমেকবিধমেব প্রতিপাদ্যত তদা জগতঃ
সত্যবশত্वाপি হ্যং সা মা ভবতু কিম্বনির্কটনীরমেব জগত্তবতীত্যনির্কটনীরমজ্ঞানার্থং
বিবিধসৃষ্টিপ্রতিপাদনস্ত বিবিধকারণপ্রতিপাদনস্তাবশ্যকম্ । তদ্বৎ গোড়পাদ্যাদিভ্যঃ
মুঃস্নাহবিক্ৰলিঙ্গাদিভ্যঃ সৃষ্টির্বা চোদিতাভ্যথা । উপায়ঃ সোহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঙ্ক-
নেতি । বাখ্যাতক ভগবত্তির্ভাষ্যাকারমুঃস্নাহবিক্ৰলিঙ্গাদিদৃষ্টোক্তোপজ্ঞানৈঃ । সৃষ্টির্বা
চোদিতা প্রকাশিতাভ্যথা চ স সর্বসৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকবুদ্ধবতারারোপারো-
হম্মাকম্ । যথা প্রাণসংবাদে বাগদ্যা সুরপাপুবেদাধ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণমুখ্যবোধনায় ।
তদপাদিমিতি চেন । শাখাভেদেষুভ্যথা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণং । যদি সংবাদঃ পর-
মার্থ এবাত্মৈকরূপ এব সংবাদঃ সর্বশাখাশ্রোবাধিক্ৰদ্বানেকপ্রকারেণ নাস্রোবাৎ । ক্রমেণ
তু তস্মাত্তদার্থং সংবাদক্ৰতীনাং তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেভব্যানীতি । তদাষ্টমম্বদ্বাদে
নারায়ণেন অণাভ্যপি বক্ষ্যামি প্রকৃত্যেঃ পঞ্চকং পরমিতি প্রতিজ্ঞাতং প্রকৃতিপঞ্চকং
নির্দিশতি । নারায়ণ উবাচ গণেশজননীহর্গেছি । গণেশজননীহর্গেত্যেকাদেবত । প্রকৃতিঃ
পঞ্চাধেতি গুণত্রয়সাম্যাবস্থায়কমায়শবলবুদ্ধরূপা প্রকৃতিঃ । প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদষ্টাভ্য-
রোধানিতি বৃহস্পতিপ্রতিপাদিতা । (অপরেহর্যমিতম্বদ্ব্যং বিদ্বি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীব-
রূপাঃ মহাবাহো ! বস্রেদং ধার্যতে জগদিত) সৃষ্টিপ্রতিপাদ্য চ । সৈব পঞ্চধা পঞ্চবিধচর্যাদি-
বিগ্রহরূপেণ সৃতা । একতা ভগবত্যা মূলপ্রকৃত্তেরেবৈতে চর্যাদয়ঃ পঞ্চাবতারা ইত্যর্থঃ ।
সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিবিধানে সৃষ্টিসময়ে ইত্যর্থঃ । সৃষ্ট্যপকারার্থমিতি বার্থঃ তথা চৈতান্যং পূ-
নেষপি মূলপ্রকৃত্যেঃ শ্রীভবেনৈবর্ঘ্যা এব পূজা জায়ত ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১ ॥

প্রকৃতিপঞ্চকনামশ্রবণমাত্রেণ সম্ভবতঃস্বর্ঘ্যঃ নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ আবির্ভূতস্য
কেন নিমিত্তেন সা পঞ্চধা আবির্ভূতা বাচাবির্ভূতা সা কা বা জড়া বা তেনতা বা । জড়ায়

প্রকৃতিই সৃষ্টিসময়ে গণেশজননী চূর্ণা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সার্বভৌম এই পঞ্চমূর্তিতে
আবির্ভূতজন ॥ ১ ॥

নারায়ণপ্রসূত্যাং এই কথা শ্রবণমাত্রই নারদ কহিলেন, ভগবন্ত ! এই জগতে বাহ্যিক
জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কাশ্মিনী উদাহরণের সকলেরই অগ্রগণ্য । (সামুদ্র/বা জ্ঞানবতাদি)

সর্বাসাং চরিতং পূজাবিধানং তদ্ব্যবহিতং ।

অবতারঃ কৃত্ব লক্ষ্যং কৃত্বৈব পূজাং কৃত্বৈব । ৭ ॥

প্রকারীরণউবাচ ।

{ প্রকৃতেলক্ষণং বৎস ! কোবা বক্তৃ ক্রমোভবেৎ ।
কিকিঁতথাপি বক্ষ্যামি বহুতং ধর্মবক্তৃতঃ ॥ ৪ ॥

প্রকৃৎবাচকঃপ্রশ্ন কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ ৫ ॥

নারায়ণ ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতিবস্ত্র শায়ে অবগাদাশঙ্কায়ুর্জৈব । যদি জড়া যদি বা চেতনা কিংবা তত্ত্বালক্ষণং জ্ঞাপকম্ । সা চ পঞ্চবা কথং কেন প্রকারেণ বক্তব্যং । সাকাদেব পূজাবতারা গৃহীতা উক্ত রূপান্তরধারেণেতি প্রশ্নার্থঃ । তদেতৎ সংশয়চতুষ্টয়ং ব্যাখ্যাতু মর্হসীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
শকিঞ্চ সর্বাসাং হৃগাদীনাং চরিতমবতারচরিতং পূজাবিধানং পূজাপ্রকারঃ ক্রিয়তো গুণো যস্তা দেবতারা উপাসনে যো যো গুণঃ কলং ভবতি স গুণঃ কস্তা অবতারঃ কৃত্ব কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠে বা তিষ্ঠতি তচ্চ ব্যাখ্যাতু মর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উত্তরমাহ নারায়ণ উবাচ প্রকৃতেরিতি । ক্রমো ভবেত্ততা অনাদিষাদনির্কচমীরষা-
ত্তত্ত্বতরং জায়মানানাং পরিচ্ছিন্নানামন্যাকমরপরিচ্ছিন্নবুদ্ধেরবিষয়বাক্যেত্ততা । লক্ষণং বৎস-
বহুত্বং ন কোহপি সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র প্রথমতস্তটস্থলক্ষণমাহ প্রকৃৎবাচক ইতি । প্রাপুন্ন ইতি বাতোঃ পটাদ্যচিনিপ্পরঃ
প্রশ্নকঃ । কৃতিশ্চক্স্ত ব্যাপারসামাজ্যার্থকবাৎসৃষ্টিব্যাপারার্থকবদ্বম্ । তথাচ প্রকৃষ্টা মুখ্যা
কৃতৌ সৃষ্টৌ বা সা প্রকৃতিরিতি ব্যাখ্যায়ণপদবহুব্রীহিগাণ্ডেতত্বার্থস্ত লাভঃ । পূর্বোদারদি-
ষাৎ প্রা শব্দস্ত ব্রহ্মবদ্বম্ । তথাচ মুখ্যেণ সৃষ্টিকর্ত্রী বা সা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সমস্তই আপনাতে জাজ্ঞান্যমান রহিয়াছে ; অতএব আপনি অহংপ্রকৃৎক বলুন, (সেই মুখা

প্রকৃতি কে ?) অর্থাৎ তিনি চৈতন্তরূপিনী, না জড়াত্মিকা ? কেননা, আমি ভূমিরাজি (নারা-
শব্দিত বহুই প্রকৃতি নামে অভিহিত হইলেন) ; বাহা হউক, আপনি তাঁহার লক্ষণ প্রকাশ

করিয়া বলুন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিব । আর এক কথা এই যে, সেই মূল-

প্রকৃতির আবির্ভাবের কারণ কি ? বিশেষতঃ তিনি পীত সৃষ্টিতেই বা আবির্ভূত হইলেন

কেন ? ৭ ॥ ২ ॥ বিশেষতঃ সেই অবতীর্ণ হুগী প্রকৃতি পঞ্চমূর্তির প্রত্যেকের চরিত্রাধা,

অর্জুনাবিধি এবং তাঁহারিগের অর্জুনাব কলুই বা কি ? আর তাঁহারিগের মধ্যে কোন্

কোন্ সৃষ্টিই বা কোন্ কোন্ মূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন ॥ ৩ ॥

নারায়ণ করিলেন, বৎস ! (এই বিশ্ব-সংসার মধ্যে এমন কে আছে যে, সম্পূর্ণরূপে

প্রকৃতির লক্ষণ বহির্ভূত সমর্থ হয় ?) তথাপি (আমি নিম্নলিখিত ধর্মবক্তৃত) মুখে বার

কিছু ভূমিরাজি, তাহা হইল কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ 'প্র' এই উপসর্গটি

প্রকৃৎবাচক, আর কৃতিঃ এই পদটি সৃষ্টিবাচক, অতএব যিনি সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃৎবক্তা সেই

গুণে সৰ্বে একুটে চ প্রশঙ্কো বর্ততে ক্রতঃ ।

মধ্যমে রজসি কৃষ্ণ তিশঙ্কস্তমসি স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্তিসমরহিতা ।

প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেনকথ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টেরাদৌ চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৮ ॥

যোগেনান্ধা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৯ ॥

স্বরূপলক্ষণমাহ গুণে সৰ্বে ইতি । একুটে সৰ্বে গুণে প্রশঙ্কো বর্ততে । ব্যুৎপত্তিস্ত পূৰ্ব্বদেব । মধ্যমে রজসি মধ্যমঃ কৃষ্ণো বর্ততে মধ্যমত্বসানুভাৱে । তমসি তমোগুণে চরমে চরমত্বিশঙ্কো বর্ততে চরমত্বানিচ্ছসাদুভ্রান্তিতার্থঃ ॥ ৬ ॥

পদার্থমুক্তা বিশিষ্টার্থমাহ ত্রিগুণাশ্চেতি । নিরতিশয়াবরণবিক্ষেপাদিশক্তিরহিতা গুণ-
ত্রয়স্যাম্যাবহাষিকা সৃষ্টিকরণে প্রধানা যা সা প্রকৃতিশঙ্কেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । তথাচ প্রশং-
যুক্তঃ কৃঃ প্রকৃঃ সৰ্ব্বেন গুণেন সহিতো রজো গুণ ইত্যর্থঃ । শাকপাখিবাদিস্বাৎ সংযুক্তপদ-
শোপঃ । পুনঃ প্রকৃৎকৃতিঃ সৰ্ব্বগুণরজোগুণেন যুক্ত স্তি তমোগুণো বস্তাং বর্ততে ইতি
বহুব্রীহিণা গুণস্বরূপিকৈত্যর্থঃ । পূৰ্বোদরাদিস্বাৎ সাধুত্বম্ ॥ ৭ ॥

পুনর্লক্ষণান্তরমাহ প্রথমে বর্ততে ইতি । প্রশঙ্কব্যুৎপত্তিঃ পূৰ্ব্ববৎ । তথাচ প্রা প্রথম-
সৃষ্টার্থো সা প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিত্যর্থঃ । বাধিকরণবহুব্রীহিঃ পূৰ্বোদরাদিস্বাৎ সাধুত্বম্ ॥ ৮ ॥

এতেন কিংবা তল্লক্ষণং সাধো ইতি প্রশ্নস্তোত্তরমুক্তম্ । গুণত্রয়স্যাম্যাবহাষিকা বর্তত
ইতি লক্ষণেন জড়া বর্তত ইত্যুক্তম্ । তেন কা বা সেতি প্রশ্নস্তোত্তরমুক্তম্ । ইতঃ পরমা-

মহাদেবীই প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধা ॥ ৫ ॥ বৎস ! তোমাকে প্রকৃতি শব্দের এই যে ব্যুৎপত্তি

লক্ষণ বলিলাম ইহা (তটস্থ লক্ষণ)মাত্র ; একপ্রো উহার (স্বরূপ লক্ষণ) বলিতেছি অবহিত

হও । গুণত্রয়ের মধ্যে সৰ্ব্বগুণটি (বিমলত্ব) এবং জ্ঞানপ্রকাশতাপ্রযুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া

জানিবে ; হুতরাং প্র শব্দটি প্রকৃষ্টার্থবোধক সৰ্ব্বগুণে অবস্থিত (বিক্ষেপকতা দোষপ্রযুক্ত)

রজোগুণটি মধ্যম, অতএব কৃ শব্দ রজোগুণে অবস্থিত বলিয়া মধ্যম জানিবে ; তমোগুণ

(জোমের আবরণ) বলিয়া অধম নামে বিখ্যাত, তি শব্দটি তমোগুণবোধক ; অতএব নিরতি-

শরূপে আবরণ বিক্ষেপাদি দোষবিরহিতা সেই (গুণাতীতা চিন্ময়ী বস্তুরূপিণী) যখন উল্লি-

খিত লক্ষণাক্রান্ত (গুণত্রয়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া) সৰ্ব্বশক্তিসমমিত্ত হইয়েন, তখনই সৃষ্টিকার্য্যে

প্রধানা ; সেই জন্তই তাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায় । বৎস নারদ ! প্রকৃতি শব্দের সলক্ষণ

ব্যুৎপত্তি পুনরায় বলিতেছি প্রবণ কর, সৃষ্টির পূৰ্ব্বাবস্থার নাম প্র আর কৃতি শব্দটি সৃষ্টি-

বাচক, অতএব (যিনি সৃষ্টির পূৰ্ব্বও দেবীপূৰ্ব্বান থাকেন) সেই মহাদেবীই প্রকৃতি নামে

পরিচীকৃষ্ট হইবেন ॥ ৬-৮ ॥

ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, সেই নিরঞ্জনদেব পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত নিম্নযোগ-

দায়ীভাবে দুই প্রকারে আবর্তিত হন । তাঁহারই দক্ষিণার্দ্ধ ভাগের নাম পূৰ্ব্ব, আর

সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ বিজ্ঞা সা চ সনাতনী ।

যথাস্থা চ তথাশক্তির্ধর্মো দাহিকা হিতা ॥ ১০ ॥

অত এব হি যোগীশ্রেয়ঃ জীপুংভেদো ন মন্ততে ।

সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মস্বংসদপি নারদ ॥ ১১ ॥

বিবর্ত্ত্ব সা কেন বভূব পঞ্চা কথমিত্যন্তোত্তরমাহ যোগেনাশ্চেতি । হৃষ্টবিধৌ হৃষ্টবিধান-
নিমিত্তঃ যোগেন মারশক্ত্যা পুর্নোক্তলক্ষণা একত্যা বৃত্ত আত্মা পরমাত্মা বিধারপোহুর্-
নারীশ্বররূপো বভূবেত্যর্থঃ । তস্মিন্ দেহে পুরুষভাগজ্ঞাতাগরোদেশমাহ পুমাংশ্চেতি ।
মারশবলবন্ধণৌ ভগবতীপদবাচ্যাদুর্দনারীশ্বরঃ কৃত্যঃ সমুৎপন্ন ইতি বক্ষ্যমাণগ্রহাদব-
সেয়ম্ ॥ ৯ ॥

নহু মারশক্তির্জ্ঞা নির্জিকার পরমাত্মাপি নির্জিকার ইত্যনরোবিত্তিরয়োযোগঃ কথং
ঘটেতেত্যশঙ্ক্যাহ সা চ ব্রহ্মস্বরূপাচেতি । 'যথা বহুর্দাহিকাশক্তি ন বহুর্ভিমা তিষ্ঠতি
কিন্তু বহুভেদেনৈব তিষ্ঠতি । তথেরমপি ব্রহ্মশক্তি ন ততো ভিন্না তিষ্ঠতি কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপা
ব্রহ্মভেদেনৈব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তথাচ নিত্যসব্রহ্মস্বাহুভয়োযোগঃ কথং ঘটেতেতি ন শক-
নীয়ম্ । শক্তেঃ কেবলারা অভ্যুত্তারিক্যকারণেপি চৈতন্যব্রহ্মাদ্রোহাঃ সবিচারব্রহ্ম সর্ব-
জ্ঞতিশত্বাপগমাল্লোহচূষকবহুতাস্তসম্ভবাচ্চ মাহাশক্তিনির্জিকারকঃ ন সম্ভাবনীয়মিতি ভাবঃ ।
নিত্যা মোক্ষপদ্যন্ত্যস্মিনী । সনাতনী অনাদিরিত্যর্থঃ । তেন চানাদিসানন্তেতি বোধিতম্ ।
ব্রহ্মাদনয়োনিত্যাসব্রহ্মস্বাদ্ব্যাপ্যপাসনায়াং শক্তেরূপাসনা জাতিব । তথা শক্ত্যুপাসনায়া-
প্যাত্মপূজা জাতিবতি যথাস্থেনো মহিমা সর্গোত্তরতথৈব তচ্ছক্তেরপীতাহ বহুত্যা চ তত্র
শক্তিরিতি । যথা বহৌ হোমে বহিশক্তৌ হোমোহর্থসিদ্ধৌ ভবতি । তথা বহিশক্তৌ
হোমেহপি বহৌ হোমার্থসিদ্ধ ইতি শক্তিশাক্তমতৌরীতরপি ন কিকিৎসেদকমতীতি
ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অতএবেতি । যতঃ শক্তেঃ শক্তিমতশ্চ ন ভেদোহিতএব যোগীশ্রেণিবৈকিতিঃ জীপু-
ভেদ ইয়ং জী অয়ং পুমানিতি ভেদো ন মন্ততে । কিন্তু জী বা পুরুষো বা যমুপনি শ্রায়া-
বিশিষ্টঃ বুদ্ধিবাত্তীতি মন্তত ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । মার্যাবিশিষ্টং বুদ্ধিব ব্রহ্মবন্ধুপিপুরুষ-
রূপেণ গৌরীলক্ষ্যাদিহীর্ষণেণ চ ভাসতে । তথা চোত্তরোরপি মার্যাবিশিষ্টব্রহ্মস্বকথমবি-
শিষ্টমিতি ন তেবাং জীপুরুষেহপি তত্বতঃ কশিৎসেদ ইত্যর্থঃ । এতেন গৌরীলক্ষ্যাদি-
শক্তানামুপাসনায়াং কেবলমার্যশক্তেরেবেপোত্তমং ব্রহ্মবিক্কাহ্যুপাসনাস্তম্ মার্যাবিশিষ্ট-
ব্রহ্মণ উপাস্তবমিতি বদন্তঃপরাস্তাঃ । শক্ত্যুপাসনামপি শক্তেব্রহ্মানতিরেকাৎ কেবলারা
উপাসনায়া অসম্ভবেন মার্যাবিশিষ্টব্রহ্মণ এব তত্রোপাস্তব্যং । তদেবাহ সর্বং ব্রহ্মস্বমিতি ।
মার্যাবিশিষ্টব্রহ্মস্বমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মমিতি সর্বোদনম্ ॥ ১১ ॥

বার্হর্ষভাঙ্গের নাম প্রকৃতি ॥৯॥ অতএব বৎস ! সেই প্রকৃতিদেবীকে নিত্য ব্রহ্মরূপ সনাতনী
বলিয়া জানিবে । বস্তুতঃ যেন অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তি দুইট বস্তুই পৃথক নহে,
সেইরূপ পুরুষ আর প্রকৃতি অজিত বলিয়া হির করিবে । বৎস সারদ ! তুমি ব্রহ্মার মানস-
পুত্র, স্তত্যাং তোমাকে ব্রহ্মাইবার লজ্জা আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এই লজ্জাই
যোগেন্দ্র পুরুষেরা প্রকৃতি পুরুষকে অজিতরূপে গর্বন করেন । বলতঃ (একমাত্র সেই
নিত্য সিরজন চিগানন্দরূপ ব্রহ্মই) নিরন্তর প্রকৃতি পুরুষরূপে সর্বত্র বিরাজমান । এই অনন্ত

সেচ্ছাময়ন্তেচ্ছরা চ শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুকরা ।

সাবিকর্ষভুবনহসা শূলপ্রকৃতিসীমারী ॥ ১২ ॥

তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্মবিভেদিকা ।

অথ ভক্তানুরোধাচ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা ॥ ১৩ ॥

কেন নিমিত্তেন পঞ্চা জাত তদাহ সেচ্ছাময়ন্তেতি । স্বং প্রকৃতিতত্ত্বা বা ইচ্ছা
সেবেচ্ছা পরমাখ্যানোহপি ভবত্ব্যভ্যাসেরাভিন্নব্যাৎ । ততঃ সেচ্ছাময়ন্ত শ্রীকৃষ্ণ পরমাখ্যান ইচ্ছা
কিমাখিকরা সিন্ধুকরা সর্জনেচ্ছাখিকরা সা পরাশক্তিঃ পঞ্চমহাত্মতোৎপত্তানন্তরং পঞ্চ-
হুতাংশান্ গ্রহীত্বা প্রথমঃ কুরুক্ষেত্রপাণ্ডবিকৃতভূতার্থঃ । নহি পঞ্চভূতোৎপত্তিঃ বিনা দেহ-
গারুণং সম্ভবতি তস্মাত্তদুৎপত্তানন্তরমেব কৃষ্ণতোৎপত্তিঃ শ্রীভগবত্যা কৃতেতি বোধ্যম্ ।
দয়াকোঃপরঃ কৃষ্ণো গোপালস্বরূপ ইতি বধ্যতি । ততো ন বৈষ্ণবমতঃপ্রবেশ ইতি
বোধ্যম্ । নহু শ্রীকৃষ্ণপদং যোগক্লট্যা গোদোকবাসিদেবতাপরমুতি তৎকথং শ্রীকৃষ্ণ
সিন্ধুকরেত্যত্র পরমাখ্যপদং জাতমিতি চেন্ন । কেবলযোগত্ব তত্র স্বীকার্যং । যোগেন ভূ-
দর্শক শব্দাঃ পরমাখ্যগ্রন্থাঃ সম্ভবন্তীতি দোষাত্ভাব্যং । বহা সেচ্ছাময়ন্ত পরমাখ্যান ইচ্ছা-
ভাব্যঃ । কিমাখিকরা শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুকরা শ্রীকৃষ্ণকর্মকসর্জনখিকরত্বার্থঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তরং তদাজ্ঞয়া পরমাখ্যাজ্ঞয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন গ্রহীতাবতারন্ত শরীরংপঞ্চবিধা পঞ্চ-
প্রকারা দ্রুগাদিভেদেন সৃষ্টিকর্মবিভেদিকা তৎকর্মণো নানাভেদেন কর্তী প্রাদুর্ভূতব্যাৎ ।
শ্রীকৃষ্ণশরীরে বঃ স্বকীয়ঃশঃ স্থিতত্বমংশঃ সৃষ্ট্যপযোগার্থং পঞ্চা দ্রুগাদিভেদেনাকরোদিতি
পিত্তিত্বার্থঃ । তত্র বিকল্পমাহ অথ ভক্তানুরোধাৎ ১ ভক্তানুরোধং বা পঞ্চবিধা
জাতত্বার্থঃ । অত্র বদ্যপি স্বাজ্ঞস্বৈব স্বয়ং প্রকৃতিঃ পঞ্চা জাতা নতু পরমাখ্যাজ্ঞয়া তত্ত্ব
নির্জ্ঞানব্যাৎ । তথাপি সা স্বকীয়াজ্ঞেব পরমাখ্যানোহপি ভবতি দ্ব্যায়রপ্যকভ্যাস্তস্য
ভদ্রাজ্ঞয়েত্যুক্তম্ । তত্র পঞ্চবিধরূপধারণে সেচ্ছাক্রপং নিমিত্তঃ ভক্তানুগ্রহবিধাব্যবহারম
নিমিত্তঃ সৃষ্ট্যপযোগরূপং নিমিত্তঃ চোক্তং ভবতি । কৃষ্ণাবতারার্থা পঞ্চবিধা জাতোত্যানেন
ভূব পঞ্চা কথমিতি প্রশ্নোত্তরকোক্তং ভবতি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাহা কিছু দেখিতেছ এ সমস্তই ব্রহ্মময়; এ বিশ্বসংসারমধ্যে এমন কোন
পদার্থই নাই, যাহা সেই প্রকৃতিপুরুষাখ্যক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কণকালের অন্তও প্রকাশ
পাইতে পারে ॥ ১০—১১ ॥

বৎস ! সেই পরব্রহ্ম অনির্কটনীর মহিমাপ্রতি সম্পন্ন হইলেও আমি তোমার শক্তি ও
জ্ঞানোজ্জ্বলের নিমিত্ত তাঁহার কিছুমাত্র তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম । ঈদৃশ সেচ্ছাময় সর্গ-
জ্ঞানৈববা শক্তিমান সেই কৃষ্ণের (পরমাখ্যার) স্বভাবজিলাবাখিক। ইচ্ছার উদ্দেশ্য মাজেই
মহা সেই শূলপ্রকৃতি (স্বরূপা পরাশক্তি) প্রথমে সর্গনিয়ন্ত্রী ভগবতীরূপে (সাম্যাবস্থ
দায়োপহিত ব্রহ্মরূপিনী হইয়া) প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ১২ ॥ তদনন্তর, সৃষ্টি বিষয়ক ক্রিয়াক্রিয়
সংসারের সম্পাদন করাই হউক, আর ভক্তদিগের অনুরোধ নিমিত্তই হউক, বাই শরীর হইতে
নিকট ইচ্ছামত ভক্তানুরোধ পাঠে শক্তিসম্পন্ন উৎপাদন করিলেন; যদিও এই পঞ্চশক্তিই
প্রভেদের সর্গপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানার দ্রুগাদি
দাখ্যাত, ইনিই সর্গমঙ্গলময়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিনী । কারণ, (পরমাখ্য কৃষ্ণ) স্বীকৃতের মঙ্গল সাধনার্থ

গণেশমাতা দুর্গা বা শিবরূপা শিবপ্রিয়া ।

নারায়ণী বিষ্ণুমাতা পূর্ণব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাদিদেবৈর্গুণিভিঃপুণ্ডিত্যঃ পুজিতা ভূতা ।

সর্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা শর্ব্বরূপা সনাতনী ॥ ১৫ ॥

ধর্মসত্য। পুণ্যকীর্তিবিশো মঙ্গলদায়িনী ।

স্বখমোক্ষহর্বদাত্রী শোকার্তিহুঃখনাশিনী ॥ ১৬ ॥

শরণাগতদীনার্ভপরিজ্ঞাপপরায়ণা ।

তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা ॥ ১৭ ॥

সর্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশস্য সমুত্তম ।

সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিরীশ্বরী ॥ ১৮ ॥

পঞ্চমো দুর্গাবতারমহিমানমাহ গণেশমাতোতি । কক্ষো গণেশরূপেণ জনিতস্তত মাতা
পূর্ণব্রহ্মরূপিণীমায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী দুর্গামাঃ স্বরূপাবরণাভাবাৎ পূর্ণত্বম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

ধর্মসত্য। ধর্মঃ প্রজাপালনাদিরূপঃ সত্যত্যা ব্যভিচাররহিতো বস্তুঃ সা ॥ ১৬ ॥

তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা তচ্ছবেন কৃষ্ণত অন্তঃকরণরূপঃ ভোক্তা গৃহতে তত্কাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।
তচ্ছবেন মৃত্যুত্রয়িতীয়াধারে । ব্রহ্মাধিষ্ঠাত্রীদেবী সা কৃষ্ণত পরমাত্মন ইতি । তত্রাপি বুদ্ধি-
শব্দেনান্নঃকরণম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

এই দুর্গশক্তিগর্ভেই গণেশরূপে আবির্ভূত হইলেন ; অতএব, ইনিই বিধ জগতে বিষ্ণুমাত্র
নারায়ণী (সর্ব জীবের আশ্রয়রূপা) বলিয়া পরিকীর্ণিত হইয়া থাকেন । বস্তুত এই দুর্গা-
শক্তিই পরম মঙ্গলময় (পরব্রহ্ম রূপের) প্রিয়তমা স্বরূপা শক্তি ॥ ১৩—১৪ ॥ বৎস ! তোমার
অধিক আর কি বলিব, ইহাই হির আনিওঁ যে, এই সর্বমঙ্গলরূপা সনাতনী ভগবতী
দুর্গা দেবীই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই অস্ত্রই কি ব্রহ্মাদি দেবগণ, কি মুনিগণ, কি
মহাগণ, সকলেই ইহার অর্চনা ও স্তুবাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

এই ভগবতী দুর্গা ভাগ্যরূপত একবার প্রেরণ হইলে, শরণাগত ভোক্তার সমস্ত শোক
হুংখারি বিনাশ করিয়া ধর্ম, চিরস্থায়িনী কীর্তি, পরম পবিত্র মঙ্গলদায়ক এবং আনন্দাদি
সমস্ত সুখ, এমন কি বোদ্ধা পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ ইনি নিত্যত শরণা-
গত দীন ভক্তজনের পরম আশ্রয়স্বরূপা হইয়া তত্কাহ্নিকগে সমস্ত বিপদাশঙ্কা হইতে
পরিজ্ঞাপ করিয়া থাকেন । কলতঃ ইহঁকেই পরমাত্মা রূপের অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রীরূপা
ভোক্তাবতী পরাশক্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥ এই সর্বশক্তিস্বরূপা ভগবতী দুর্গাই পর-
মাত্মা পরমেশ্বরের নিত্যসঙ্গিনী পরাশক্তি । ইনিই সমস্ত সিদ্ধপুরুষদিগের পরমাত্মাধা,
অষ্টমুখ সিদ্ধি ইহারই কার্যভূমি ; ইনিই আরাধনার পরিভূমি হইয়া ভক্তদিগকে অভিলষিত
সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধিনিজা কুং পিপাসা ছান্না তস্তা দয়াঃ স্মৃতিঃ ।

জাতিঃ কান্তিঃ জ্ঞানিঃ শান্তিঃ কান্তিঃ চেতনা ॥ ১৯ ॥

ভূষ্টিঃ পুষ্টিস্থা লক্ষ্মী ধৃতির্লক্ষ্মী তথৈব চ ।

সর্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণা পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

উক্তঃ ঐতৌ ঐতত্ত্বশ্চাতিশ্রো যথাগমম্ ।

গুণোহন্ত্যানন্তোহনন্তায়্য অপরাধ নিশাময় ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসত্ত্বরূপা যা পদ্মা সা পরমাত্মনঃ ।

সর্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২২ ॥

সর্বশক্তিস্বরূপেতি । বুদ্ধে: সর্বশক্তিময়ং কৃষ্ণা বুদ্ধেরিষ্ঠাতা হুর্গায়া: সর্বশক্তি-
রূপং যুক্তমেব ॥ ২০ ॥

উক্তঃ ঐতৌ ঐতত্ত্বং ইতি । ঐতৌ বেদে যঃ ঐতত্ত্বং ঐসিদ্ধৌ গুণোহন্তি হুর্গায়া:
সমুগো যথাগমমাগমাননতিক্রম্যাতিশ্রো ময়োক্তঃ বেদোক্তা গুণা: সর্বো ময়া নোক্তা
ইত্যর্থঃ । কৃত ইতি চেদহুর্গায়া অনন্তগুণবস্ত্র বেদে প্রতিপাদনাৎ । তাবৎগুণপ্রতিপা-
দনে শক্ত্যভাবাদিত্যাহ গুণোহন্ত্যানন্ত ইতি । গুণ ইতি জাতৈতাকুবচনম্ । অপরাধমিতি
পঞ্চপ্রকৃত্যবতারमध्ये একোহবতার উক্তে দ্বিতীয়াবতারং নিশাময় শ্রুতিার্থঃ ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসত্ত্বোতি । যা শুদ্ধসত্ত্বরূপা পদ্মা লক্ষ্মী: সা পরমাত্মনো বিতীয়া শক্তি: দ্বিতীয়শক্ত্য-
বতাররূপা সর্বসম্পৎস্বরূপা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা পরমেশ্বরসম্পত্তেরিষ্ঠাত্রীত্যার্থঃ । ইদমপ্যগ্রে
বক্ষ্যতি ॥ ২২—২৪ ॥

এই মহাদেবীই অগতীহ জীবনিবহের (বুদ্ধি, নিজা, কুখা, পিপাসা, ছান্না, তস্তা, দয়া,
স্মৃতি, জাতি, কান্তি, জ্ঞানি, শান্তি, কান্তি, চেতনা, ভূষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী ও ধৃতিরূপা) ইনিই
'বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বরূপিণী মহামায়া বলিয়া কীর্তিত হইরাছেন । ফলকথা, এই অগরাধা
শক্তিই পরমায়া কৃষ্ণের স্বরূপা শক্তি ॥ ১৯—২০ ॥ বৎস! আমি সেই অনন্তগুণময়ী
ভগবতী হুর্গার যে সমস্ত গুণগাথা বর্ণন করিলাম ইহা প্রতিবর্ণিত ঐসিদ্ধ গুণরাশির মধ্যে
কিয়ৎংশ মাত্র । কেননা, বেদই বখন তাঁহার অনন্ত গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে
পারে নাই, তখন 'এ বিশ্বमध्ये কাহার একুশ শক্তি আছে বে, তাঁহার সমস্ত গুণমহিমা
বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়? তবে এইমাত্র জানিও যে, আমি বাহা কিছু বলিয়াছি, তাহার
কোন ফলেই (শাস্ত্রের মত অতিক্রম করিয়া) বসি নাই । সে বাহা হউক, সেই পরম-
েশ্বরের পরাশক্তির পঞ্চা অবতারের মধ্যে হুর্গারূপা প্রথম শক্তির মাহাত্ম্য বৎকিঞ্চিৎ প্রবণ
করিলে, এক্ষণে তাঁহার শক্তির অবতার মাহাত্ম্যের বিবরণ কিঞ্চিৎ বলিতেছি প্রবণ
কর ॥ ২১ ॥

পরমাত্মার দ্বিতীয় অবতাররূপা শক্তির নাম পদ্মা (লক্ষ্মী) । ইনি বিত্ত সত্ত্বরূপা এবং
এই বহাশক্তিই (পরমায়া কৃষ্ণের) সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ২২ ॥ এই পরম

কাত্যভিষক্তা শাস্তা চ স্থীলা সর্বস্বরূপা ।
 গোভিমোহিকাসিঁদারসকাহকারকিত্তা ॥ ২৩ ॥
 ততানুরক্তা পঙ্কজ সর্বিভাষ্য পতিভক্তা ।
 প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমসাজ্জগদ্রিষতা ॥ ২৪ ॥
 সর্বশস্তাঙ্গিকা দেবী জীবনোপায়রূপিণী ।
 মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবারজা সতী ॥ ২৫ ॥
 স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজত্ম ।
 গৃহেষু গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৬ ॥
 সর্বপ্রাণিষু জ্যেষ্ঠে শোভারূপা মনোহরা ।
 কীর্তিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপী নৃপেষু চ ॥ ২৭ ॥
 বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাকুরা ।
 দয়ারূপা চ কথিতা বেদোক্তা সর্বসম্মতা ॥ ২৮ ॥

সর্বশস্তাঙ্গিকা সর্বশস্তাঙ্গিক্যার্থঃ । সর্বশস্তাঙ্গিক্যেতি পাঠে সর্বপ্রশস্তপদার্থরূপে-
 ত্যর্থঃ । বৈকুণ্ঠে ইতি । ইয়ং বৈকুণ্ঠবাসিনীত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

সেব সন্তীঃ পুণ্যবতাং ধর্ম্মায় ভবতি পাপিনাং পাপায় ভবতীত্যাহ পাপিনামিতি ॥ ২৮ ॥

কমলীরমূর্ত্তি লক্ষ্মীরূপা মহাদেবী নিরতিশয় জিতেন্দ্রিয়া ; স্ততরাং ইনি অতীব শাস্ত্রপ্রতি-
 স্থাশীলা এবং সমস্ত মঙ্গলের আধারভূমি । আশ্রয়ের বিষয় এই যে, এতাদৃশ অসামান্য
 গুণরাশি সবেও লোভ, মোহ, ক্রোধ, অহংকার, কোন রিপুই ইচ্ছা করে লক্ষ্য করিতেও
 সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ এই মহাদেবী নিজ পতি এবং ভক্তগণের প্রতি নিত্যত অনুরক্তা ;
 বিশেষতঃ ইনি নিরন্তর প্রিয়বদা বলিয়া ভগবানের প্রাণ সম প্রীতিভাজন হইয়াছেন ;
 এই সকল অসামান্য গুণগরিমায় ইনি পতিভক্তাদিগের মধ্যে প্রথম আসন পরিগ্রহ
 করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ এই মহাশক্তিই জীবনবিহের জীবনোপায়ার্থ একান্ত শক্তরূপিণী ;
 কিন্তু, বহুশত ইনি অগতে সতীধর্ম্মের আদর্শরূপা হইয়া মহালক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠধামে নিরন্তর
 নিজপতি ইন্দ্রকীর্তনারের পদসেবার দ্বিত্য থাকেন ॥ ২৫ ॥

বৎস! এই মহাশক্তিরূপিণী স্বর্গধামের স্বর্গলক্ষ্মী, রাজ্যধামের রাজলক্ষ্মী, শাস্ত্রের
 মর্ত্যলোকে কীর্ত্তিনন্দী, মানবগণের গৃহলক্ষ্মী ॥ ২৬ ॥ আরও । সমস্ত প্রাণিকর্ষ বা বা-
 জীর আকর্ষণের যে সর্বশক্তি সর্বোত্তম শোভা হইয়াছে, সে সমস্তই ইনি, ইনিই পুণ্যভা-
 য়বের কীর্ত্তিরূপা এবং পদ্মজাত মরণভক্তিগণের প্রভাবরূপা ॥ ২৭ ॥ অধিক কি
 বলিব, ইহা হিন্দু জাতিতে যে ইনি নিরন্তর পদসেবক কর্ত্তব্য সাধিগণের সমস্ত দয়ারূপে
 বশিষ্ঠজিগের দ্বারা বসিবার্থক এবং পাপাত্মাভিগণের গৃহে কলহের অনুরূপে বিরাম

সর্বপুজ্য সর্বসম্যাক্তাঃ সন্তোঃশিশাশ্রয় ।

বাগ্মুদ্বিবিদ্যাক্ষরাদিত্যাদীঃ ৮ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥

সর্ববিদ্যারূপা বা বা ৮ মেবীশ্বরভূতী ।

না বুদ্ধিঃ কবিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রতিভাঃ বৃত্তিহাঃ শৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

নানাপ্রকারলিঙ্গাত্তেজস্বার্কলনাঃ সন্তাঃ ।

ব্যাক্যাদিপ্রাণরূপাঃ ৮ সর্বসদেহভূতানী ॥ ৩১ ॥

বিচারকারিণী প্রেক্ষকারিণী শক্তিরূপিণী ।

স্বরসদীভসক্কানতালকারূপাশিণী ॥ ৩২ ॥

বিষয়জ্ঞানবাগ্মুপাঃ প্রতিবিম্বোপজীবিনী ।

ব্যাক্যাবাসকরী শাক্তাঃ বীণাপুত্ৰকধারিণী ॥ ৩৩ ॥

অন্তঃ পঞ্চম মধ্য তৃতীয়াং জ্ঞানাদিত্যাদীঃ তচ্চ জ্ঞানং পরমেশ্বরঃ পরমেশ্বরত্ব বুদ্ধি-
রূপঃ গৃহ্যতে । পরমত্যা বিদ্যাাদিত্যাদীঃ ॥ ২৯ ॥

তদেবাহ সর্ববিদ্যারূপেতি । কবিতাপদরচনারূপকবিতাকারিণী কবিতারূপা বা
যেথা প্রাণধারণার্থম্ । প্রতিভা বিম্বরূপম্ ॥ ৩০ ॥

নানাপ্রকারা য়ে লিঙ্গাত্তেজস্বাঃ সন্তাঃ । বিষয়ভূতবাঃ কলনাঃ আকুলনরূপে-
জ্যার্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বরাঃ শব্দস্বরাঃ রক্তজারহত্বিনিষ্টঃ সঙ্গীতঃ গানঃ তত্চ সঙ্কানেনাহুসঙ্কানেন বৃত্তালতত্ব
কারুণ্যঃ তৎপ্রতিপাদকঃ শাক্তাঃ তত্ব কারিণী ॥ ৩২ ॥

বিষয়জ্ঞানরূপা বাগ্মুপা চেত্যর্থঃ । প্রতিবিম্বোপজীবিনী সর্বজীবসঞ্জীবিনী-
ত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

করিতেছেন ॥ ২৯ ॥ ফলতঃ এই সঙ্গীতরূপা দ্বিতীয় শক্তিকে সর্বভৌতাবে অপভের পূজনীয়
এবং বন্দনীয় বলিয়া জানিবে । এক্ষণে পরমেশ্বরের জ্ঞানাদিত্যাদী, বাবা বুদ্ধি ও বিদ্যা-
রূপা তৃতীয় শক্তি অবতারের বিবরণ ক্রিষ্ণঃ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

মিহি এই ক্ষমতঃ বিবরণ সমস্ত বিশদরূপে, যে সঙ্কলিত পবিত্রায়া নামের জগদে
বুদ্ধিরূপে অবস্থিত হইয়া য়েথা (এই ধারণার্থক), কবিতাশক্তি, বৃত্তিশক্তি ও প্রতিভাশক্তি
(কার্যকালে তত্ত্ব বিবরের ক্ষুণ্ণ) এতান কবিতা থাকেন, সেই তৃতীয় অবতার শক্তির
নাম পরমভূতী ॥ ৩০ ॥ অকীরকর্ষের কোন বিষয় লক্ষ্য হইলে ইমিই তাঁহাধিকার সেই
লক্ষ্যে ব্যাক্যার্থ বোধকর করাইয়া গম্যতঃ লক্ষ্যঃ এবং আকামিষ্যকলিঙ্গিতমক-
তত্ত্ব তির তিরূপ সর্ব সঙ্কলন করিয়া যেনঃ ৩১ ॥ ৩২ ॥ প্রতিভাশক্তির প্রকৃতিঃ শক্তি,
কি কীরশক্তি, অথবা সামান্য ব্যাক্যাদিসংখ্যে স্বর-সঙ্গীতরূপে সঙ্কলন, কি আক করণি,
এই যথাসম্মতঃ এই বিষয়েই তারণ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥ এই সকলবিধই সমস্ত
শাক্তাঃ জ্ঞান্য ও জ্ঞান অর্থঃ কিত্তরূপা, ইহাকেই ব্রহ্মাত্ম জীবত্বের স্বক বিবরণ

শুকসবরূপাঃ শুকীনাঃ ত্রিবিধাঃ ।

হিমচন্দনকুন্দলকুন্দুলাভাসমিতিঃ ।

যজ্ঞতী পদ্মাস্ত্রীয়াঃ ত্রিবিধাঃ কুন্দলাভাসমিতিঃ ৩৫ ॥

তপাঃকরুণাঃ তপাঃমাং যজ্ঞদ্বীপীঃ তপস্বিনীঃ ৩৬ ॥

সিদ্ধিবিদ্যাঃকরুণাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদাঃ সঙ্গাঃ ।

কয়ঃ বিদ্যাঃ তু মিথোদেহাঃ সূহৃদাঃ সঙ্গাঃ ৩৭ ॥

দেবী তৃতীয়াঃ পতিভাঃ প্রভুভাঃ অগ্ন্যধিকারীঃ ।

যথাগমঃ যথাকিঞ্চিদগ্ন্যধিকারঃ নিবেদকঃ স্যে ৩৮ ॥

মাতা চতুর্থীঃ বর্ণীনাং বেদান্তানাম্ ছন্দসাম্ ।

সম্ভাঃকন্দনমজ্জাণাং তন্ত্রাণাম্ কিতকণাঃ ৩৯ ॥

বিভ্রাতিভ্রাতীকরুণাঃ চ অপিরুণাঃ তপস্বিনীঃ ।

ব্রহ্মণ্যতেজোরুপাঃ চ সর্বসংস্কাররূপিণীঃ ৪০ ॥

পবিত্ররুপাঃ সাবিত্রীঃ গায়ত্রীঃ ব্রহ্মণঃ প্রিয়াঃ ।

তীর্থানি যজ্ঞাঃ সংস্পৃশ্যঃ বাক্তিঃ সাক্ষ্যশুদ্ধয়ে ৪১ ॥

ব্রহ্মণঃ প্রিয়েত্যনেন গায়ত্রী ব্রহ্মযোকবৎসিনীকৃতম্ ৪২-৪৩ ॥

জ্ঞানরূপা এবং বাক্যরূপা জানিবে। অধিক কি, এই মহাশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই জীবগণ নিজ নিজ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। ‘আসিত্য সমস্ত বিদ্যাঃ অথবা ত্রিবিদ্যঃ’ সর্বভীমা জীবকে এইটী জানাইবার অঙ্গই এই মহাদেবী সর্বভীমা একান্তে বীণা, অশ্বই হস্তে পুস্তক ধারণ করিয়া বহিরাগমন ৩৩ ॥ ইনি শুকসবরূপা, শুকীনা ও ত্রিবিধা একাক্ষর ত্রিবিধাঃ । ইহার বর্ণ হিমশিলা, চন্দন, কুন্দ, চন্দ্র, কুন্দুলা ও বেত সমাজে সঙ্গ সৌর ॥ ইনি নিরস্ত্র কেবল কুন্দলাগীরা পদ্মাস্ত্রীয়া ত্রিবিধা নামে জ্ঞান করিতেছেন ৩৪ ॥ ইনি সর্বসংস্কার-বিধি ও বিধায়করূপা, ইনি সর্বদা সত্যকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ইনি না থাকিলে অগ্নের যাবতীর বিগ্রহের সত্য সত্য ব্যক্তিভাব মুক হইয়া থাকিত ৩৫ ৩৬ ॥ যেকোনো কল্পনাকৃতকে তৃতীয়া দেবী করিয়া কীর্তন করিয়াছে, ইনিই সেই তৃতীয়া দেবী সর্বভীমা ॥ এই আমি তাঁহার কণা-বর্ণন করিলাম, একেবারে প্রাচীনাচারে অগ্ন্যধিকারী সর্বভীমা বাক্তি করিতেছি প্রকাশ কর ৩৭ ॥

‘মিনী চতুর্থীঃ বর্ণীনাং বেদান্তানাম্ ছন্দসাম্’ ইনি পদ্মার সৌন্দর্য ও পদ্মার হৃদয়ে উপজন্মিনী, মিনী সম্ভাঃকন্দনমজ্জা ও তন্ত্রাণাম্ কিতকণীঃ মিনী অমং পদ্মার বিধেয় পতিভাঃ ৩৮ ॥ মিনী বসন্তসমিতি হইয়াছে ব্রহ্মণ্যতেজোরূপা ইনি ও তপাঃকরুণাঃ মিনী ব্রহ্মণঃ তপাঃকরুণাঃ সাক্ষ্যশুদ্ধয়ে ৩৯ ॥ মিনী ব্রহ্মণঃ পবিত্ররূপাঃ সাবিত্রীঃ গায়ত্রী নামক অতিমিত্র

শুদ্ধাচারিকসংসারীঃ শুদ্ধসংসারীঃ ॥ ৮১ ॥

পরমানন্দরূপা চ প্রিয়মা চ সনাতনী ॥ ৮২ ॥

পরব্রহ্মস্বরূপা চ মিবর্গাপ্রসঙ্গমায়িনী ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিভূতমিচ্ছাদেবতা ॥ ৮৪ ॥

যৎপাদমরুতা পুতঃ সর্বং সর্বক নারদ ॥ ৮৫ ॥

দেবী চতুর্থী কথিতা পঞ্চমী বর্ণনানি তে ॥ ৮৬ ॥

পঞ্চপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী ॥ ৮৭ ॥

প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্বাভ্যুৎসাহিনী পরা ॥ ৮৮ ॥

সর্বযুক্তা চ সৌভাগ্যমায়িনী গৌরবাধিতা ॥ ৮৯ ॥

বামাদ্বার্দ্ব্যস্বরূপা চ শুণেন তেজসা সমা ॥ ৯০ ॥

পরাবরা সারস্বতা পরমাদ্যা সনাতনী ॥ ৯১ ॥

পরমানন্দরূপা চ ধৃতা মাধ্বা চ পূজিতা ॥ ৯২ ॥

রাসক্ৰীড়াধিদেবী শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৯৩ ॥

রাসমণ্ডলসমুত্তা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ৯৪ ॥

তদমিচ্ছাদেবতা ব্রহ্মতেজো জীবরূপশ্চিদাতাস্তদমিচ্ছাদীত্যর্থঃ ॥ ৮২—৮৩ ॥

পঞ্চপ্রাণাধিদেবী রাগা । পঞ্চপ্রাণাধিত্যর্থঃ ॥ ৮৪—৮৭ ॥

হইয়া থাকেন, যিনি সত্য (ব্রহ্মলোকে) অবস্থান করেন, সন্যাসের তীর্থ, পবিত্র হইবার নিমিত্ত
বাহার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিয়া থাকে ॥ ৮০ ॥ বাহার বর্ণ বিতম্ব ক্ষতিকেৱ ভ্রাতৃ ওজ্রবর্ণ, যিনি
স্বয়ং শুদ্ধসংসারী, পরমানন্দরূপা, সর্ব প্রেতা ও সনাতনী ॥ ৮১ ॥ যিনি পরব্রহ্মরূপিণী ও
মোক্ষমায়িনী, যিনি ব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও ব্রহ্মতেজের অধিত্যজী দেবতা ॥ ৮২ ॥ বাহার
চরৎ-রূপে সংস্পর্শে সসজ্জ অগৎ পুত হইতেছে, সেই দেবী সাবিত্রীই চতুর্থী প্রকৃতি । বৎস
নারদ ॥ এক্ষণে তোমার পঞ্চমী শক্তি দেবী রাধিকার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ
কর ॥ ৮৩ ॥

যিনি পঞ্চপ্রাণের অধিত্যজী দেবী, যিনি স্রবঃ সকলের জীবনরূপা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, যিনি সন্যাসের প্রকৃতি দেবী অপেক্ষা অধিকতর সন্যাসী ও
সর্বপ্রেতা ॥ ৮৪ ॥ যিনি সর্বমুখ পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সৌভাগ্যের একান্ত
পরিচয়, বাহার গৌরবের সীমা নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থানরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিতম্ব
কিছুতেই তাঁহার অপেক্ষা উন্নত নহে ॥ ৮৫ ॥ যিনি প্রেতা হইতেও প্রকৃতির, সকলের সার-
স্বত্ব, সর্বোৎকৃষ্ট, সকলের আদি, সনাতনী, পরমানন্দরূপা এবং ধৃতা, মাধ্বা ও সকলের
পূজিতা ॥ ৮৬ ॥ যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্ৰীড়ার পরিচয় দিয়াছেন হইতে বাসমণ্ডলের

রাসেশ্বরী হুয়সিকা স্নানার্থনিবাসিনী ।

গোলোকবাসিনী মেধী গোপীবেশবিধারিকা ॥ ৪৮ ॥

পরমাহ্বানরূপা চ সন্তোষবৎকলিঙ্গী ।

নিষ্ঠুৰা চ নিরাকারা নিলিঙাশ্রমরূপিণী ॥ ৪৯ ॥

নিরীহা নিরহকারা ততানুগ্রহবিগ্রহা ।

বেদানুসারিধানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ৰণৈঃ ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টিদৃষ্টা ন সা চৈশঃস্বরৈশ্চৈশ্বনিপুন্দবৈঃ ।

বহিঃশৃঙ্গাংশুকধরা নানালকারভূষিতা ॥ ৫১ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভাপুটসর্কশ্রীযুক্তবিগ্রহা ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাশ্রয়করা চ সর্বসম্পদাম্বু ॥ ৫২ ॥

অবতারে চ বারাহে বৃষভানুভূতা চ য়া ।

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিত্রা চ বহুঙ্করা ॥ ৫৩ ॥

গোপীবেশবিধারিকা গোপিকারূপাণাং জনরিজীত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

বেদানুসারিধানেন বেদোক্তধানেন বিজ্ঞাতা ধাত্তেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টিদৃষ্টেতি । ঈশ্বরীশ্বরৈরপি স্বরৈশ্চৈশ্বনিপুন্দবৈশ্চ সা দৃষ্টিদৃষ্টা চক্ষুঃ দৃষ্টা ন তবতী-
ত্যর্থঃ । বহিঃশৃঙ্গাংশুকধরা বহোত্যাক্ষমণি ন মধ্যঃ তবত্যোতামুখঃ যতঃশিশেবতাংকঃ
বস্ত্রং তল্লিঃশৃঙ্গাংকমিত্যুচ্যেতে তৎপরিধানকর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৫১ ॥

পুটী পূর্ণা বা সর্কশ্রী । শ্রীকৃষ্ণত্বং তত্তক্তিত্যন্তে তয়োঃ করা সম্পাদক করা কর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৫২ ॥

অবতারে চ বারাহে ইতি । বরাহাবতারে বারাহকরে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্ করে বৃষ-
ভানুগ্রহঃ কখন গোপততঃস্বতা চ বা তবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

উৎপত্তি হইরাছে, যিনি রাসমণ্ডলের ভূষণ স্বরূপা ॥ ৪৭ ॥ যিনি রাসেশ্বরী, রমিকার

অগ্রগণ্যা এবং নিম্নত রাসাবাসে অবস্থান করিতেছেন, গোপোক্তধার বাহার নিবাস হান,

বারাহ ইহঁতে সমস্ত গোপীধন সম্বৃত হইরাছেন ॥ ৪৮ ॥ যিনি পরমানন্দ, পরম সন্তোষ ও

পরম হর্বরূপা, যিনি সন্ধানি গুণত্রয়ের অতীত পদার্থ ও নিরাকার ; কিন্তু নিলিঙাভায়ে

সর্বজন অবস্থান করিতেছেন, যিনি সন্তোষের আভা স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥ যিনি সকল বিষয়েই

নিষ্ঠে ও অহঙ্কারমুক্ত, যিনি ভক্ত-জনের প্রতি অহঙ্কর প্রকাশার্থই কেবল বিগ্রহ ধারণ

করেন, নিচক্ৰণ পতিতলপ কেবল বেদোক্ত ধ্যান দ্বারা বাহার পরিচয় প্রাপ্ত করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

হুয়সিকা ও বনোক্তপদ বাহারি কেবল চক্রে বেদেই নাই ; বাহার পরিচয় অগ্নিপ্রদীপিত সন্-
জ্ঞান পটভিত্ত এবং সর্কশ্রী সন্ধানিধি অহঙ্কারে বিভূষিত ॥ ৫১ ॥ বাহার পরীক্ষাতি সন্দর্শন

করিলে, যাহা হক্বেন প্রকাশনে কেহোই প্রাপ্ত হইরাছে, যিনি কৃষ্ণদাত, কৃষ্ণভক্তি ও

সমস্তায় সম্পত্তির দানকর্তা ॥ ৫২ ॥ যিনি বহুঙ্কর অর্থাৎ বারাহাবতার সময়ে বহুবারী

ব্রহ্মাদিত্তিরদৃষ্টা সা সর্বেকৃত্যে চ ভাষ্যতে ।

শ্রীরত্নসারসঙ্কতা কৃত্তবকঃস্থলেন হিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

যথায়রে নবযনে কোলা সৌদামনী মূনে ।

যষ্টিবর্ষসহস্রাণি প্রত্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরা ॥ ৫৫ ॥

যৎপাদপদানধরদৃক্যে চান্ধবধরে ।

নচ দৃষ্টঞ্চ হৃদয়েহপি প্রত্যক্ষস্তাপি কা কথা ॥ ৫৬ ॥

তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভূবি ব্রহ্মাবসে বনে ।

কথিতা পঞ্চমী দেবী সা রাধা চ প্রকীৰ্তিতা ॥ ৫৭ ॥

যা ব্রহ্মাদিত্তিরপ্যদৃষ্টা সা সর্বেকৃত্যে চ ভাষ্যতে ॥ ৫৪ ॥

যথায়রে ইতি । অমরে বিদ্যামানো যো নবযনস্তরুণযনো নিবিড়যনস্তমিন্ বা সৌদা-
মিনী বিদ্যারতা তথচ্ছোভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

অয়ং ভাবঃ মূলপ্রকৃতিস্তাবৎ সর্কেষুরীমার্যাবিশিষ্টবুদ্ধরূপিণী । যথা সমষ্টিব্যাপ্তিরাণা-
মধিষ্ঠাতৃদেবতাদিখাতার্ক্যপ্রচেতোহম্বিবলীক্সোপেক্ষমিত্ররূপা বিনির্ময়ঃ তথৈব সমষ্টিব্যাপ্তাঃ-
করণানামধিষ্ঠাতৃঃ হুর্গাঃ সমষ্টিব্যাপ্তিসম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃঃ লক্ষ্মীঃ সমষ্টিব্যাপ্তিব্যুৎপাদ্যধিষ্ঠাতৃঃ জ্ঞানা-
ধিষ্ঠাতৃঃ সরস্বতীঃ সমষ্টিব্যাপ্ত্যবুদ্ধতেজোরূপজ্ঞাধিষ্ঠাতৃঃ সাবিত্রীঃ তথৈব পঞ্চপ্রাণা-
ধিষ্ঠাতৃঃ রাধাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণরূপং হুবা তৎস্বরূপবিত্তশক্তিতো নির্ময়ঃ । আসাঞ্চ পঞ্চদেবীনাং
মূলপ্রকৃত্যবতারখ্যাং সর্বব্যাপকং মূলপ্রকৃতিসমানমহিময়ং চাত্তীতি । মূলপ্রকৃতেমার্য-
বিশিষ্টবুদ্ধরূপিণ্যা অধিষ্ঠাত্বরূপং জীবনেশ্বরীতি তৃতীয়ক্কে উক্তং ন বিস্মর্তব্যম্ । যদ্যপি
পদার্থমাত্রেয় মূলপ্রকৃতিরূপখ্যাং বুদ্ধবিকৃতিপূরুবা অপি মূলপ্রকৃতিরূপাত্তরংসা এব ।
তথাপি জীব-এসবপরিষরপত্ত বিশেষগুণতাদিক্ত সবাদত এব জীলিগপ্রায়গত তজ্জৈব
সবাক্ত জীজৈব তদংশবাবহিতিক্তা । পরমার্থতত্ত্ব পূরুবা অপি মূলপ্রকৃতাঃশরুপা এব ।
তদ্বক্তব্যচাৰ্য্যোঃ প্রপঞ্চমারে প্রথমপটলে । পূরণংসকয়োজ্ঞাপ্যাদনাম বিশিষাতে ঠিতি ।
সর্কে দেবীময়ঃ জগদিত চ । ঐতিশ্য মায়াক্ত প্রকৃতিঃ বিদ্যামারিনন্ত মহেশ্বরম্ । তয়ো-
বিকৃতিসেপো ঠৈ জগদেতচ্চরাত্তমিত ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানং সাক্ষাৎ কটনক পোষণক নন্দিনীজগে অমরীণ ইত্যাহিলেন, বহুদর্য ইত্যাহ পাদপদ
সংস্পর্শে পরিমিত ইত্যাহিলেন ॥ ৫০ ॥ যিনি ব্রহ্মজ্ঞানি দেবমণের জ্যোতিষ প্রমাণ, অথচ ভারতে
অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে সকলে ইত্যাহিলেন জ্ঞেয় নবর্ণন করিয়াছে; যিনি জীবিত ইত্যাহ উৎকৃষ্ট ইত্যাহ
যিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুহলে অবস্থান করিতে যোগ ইত্যাহ বৈক অবস্থানিত "মিদ-জগদবশটনে
দেবীময়ী বিদ্যায় করিতেছে; পূরুবা ব্রহ্মা ইত্যাহ চরিত্রক-এসবন করিয়া আচার্য্যকে
পূজা করিয়া নিমিত্ত মতী সহজ বৎসর্য্য দেবদত্তর জগদবশ করিয়াহিলেন; যিনি চরণ
নন্দন-জগদক কহা হুয়াখাৎ, বহুত ইত্যাহ করণক সাতে পদব-ইত্যাহ ৫০-৫৩
হিত পণ্ডিতের জগদবশে ব্রহ্মজ্ঞান করেন ইত্যাহ করি যাহা করিয়াহিলেন বহু-বৎস
দুরত ইত্যাহ সর্কে পঞ্চমী প্রকৃতি, ইত্যাহ ইত্যাহ জগদ-করিয়া থাকে

अंशरूपाः कनारूपाः कनारूपाः भगवताः ।

ଅକ୍ରତେ: ଅଭିଧିବେଦୁ ମେଦାନ୍ତ ମୁକ୍ତାଦାୟିତ: ॥ ୧୪ ॥

परिपूर्णतयाः पञ्च विद्यादेव्याः प्रकीर्तिताः ।

या याः अश्विनानां च नक्षत्राणि विनायकः ॥ ५९ ॥

अध्यानाः शयनक्रियाः मां गन्तां सुखमवाप्स्यमीति ।

विष्णुविग्रहसंस्कृतां प्रथमरूपां मनातनी ॥ ७० ॥

पाणिपादेष्वनाहारं कलमयिष्वरूपिणी ।

सुखल्लभार्थं ज्ञानपादैर्निर्वाणपद्मायिनी ॥ ७१ ॥

গোলোকস্থানপ্রস্থানসুখমোক্ষানরূপিণী ।

পবিত্ররূপা তীর্থীনাং সরিতাঞ্চ পরাবদ্যা-॥ ৬২ ॥

- নম্ব কিমেত্যবতাহ এব দেবোনেত্যাহ অংশরূপা ইতি । কাশিক্বেবতা আভ্যোহস্তাঃ
 প্রকৃতেরংশুভা অর্থাৎশুভা ইহলোঃ সন্তি । তথা কাশিৎ কলারূপা অর্থাৎশার্ভাংশরূপাঃ ।
 তথা কাশিৎ কলাংশরূপাঃ কাশিৎ কলাংশাংশরূপাঃ । কাশিৎ কলাংশাংশাংশরূপবল্যঃ
 সন্তীত্যর্থঃ । তাঃ ক সন্তীতি চেৎ প্রতিবিষেয় সৰ্বলোকেষু বা দেবেষা বা ন সৰ্বযোষিত-
 • শুক্রপেণ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

তর্হি পট্টকবেতি কথ্যকুমিতি চেৎ পঞ্চদেব্যো প্রকৃত্তে: পূর্ণা অবতারা: সতীতাভিপ্রা-
 স্তেণোকমিত্যাহ পরিপূর্ণতয়া ইতি । পঞ্চদেব্যো হর্ষান্বয়: । তত্র কাচিনৎসম্রপাদেবীর্ন-
 ভক্তি প্রকটয়ামেতি । এবানং ব্রহ্মপ্রকৃতিভূতংসকৃতা বা যাতাবর্ধনীভীত্য: ॥ ৫০ ॥

প্রধানাংশেতি। অত্র প্রধানশব্দেন মূলপ্রকৃতিসংস্কৃত্য নৃপত্যাঃ। যা প্রধানংশ-
সম্ভূতা সা প্রধানান্তিহ্নিবৃষিগ্রহসম্ভূতা। জাটভেদোক্তিপ্রায়োহা বিহুবৃষিগ্রহেতি। অমেন
চ সর্বদেবভাবনা ন কেবলশক্তিগ্রহণং কিন্তু শক্তিবিশিষ্টস্বরূপব্রহ্মি পট্টমেবেভ্যবহিত
বোধায় ॥ ৬০ ॥

পাপরূপকাঠদাহঃ কৰ্ত্ত্বঃ জগদ্বিদ্বেষেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

अस्नानं गमनं शोषणं निश्चेष्टिका । परं भिन्नं तीर्थमवरं कनिष्ठं वक्ता ॥ ७२ ॥

१५३३ । अति बलवत् । पानकीन । पानी विनाश । रजितकाम । तीक्ष्ण । नरुण । विनाश । पान,
पान । कर्मात् । ७ । पानात् । रजितकाम । ६१—६२ ।

[illegible]

শঙ্করোনিজটামেরমুতাংগতিব্রহ্মণি ।

তপঃসম্পাদিনী সদ্যো ভারতেবুতপাষিনাম্ ॥ ৬৩ ॥

চন্দ্রপদ্মকীরমিতা শুকসম্ভবব্রহ্মণি ।

নির্মলা নিরহকারা সাধ্বী নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৬৪ ॥

প্রধানাংশব্রহ্মণা চ তুলসী বিষ্ণুকামিনী ।

বিষ্ণুভূষণরূপা চ বিষ্ণুপাদস্বিতা সতী ॥ ৬৫ ॥

তপঃসম্ভ্রমপূজাদিসম্ভ্রমসম্পাদিনী যুনে ।

সারভূতা চ পুষ্পাংগাঃ পবিত্রা পুণ্যদা সদা ॥ ৬৬ ॥

দর্শনস্পর্শনাভ্যাক্ষ সদ্যো নিক্ষিপদারিনী ।

কলৌ কল্মষশুক্ষেপদহনা যামিরূপিণী ॥ ৬৭ ॥

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বহুধরা ।

যৎস্পর্শদর্শনে চৈবেচ্ছন্তি তীর্থানি শুদ্ধয়ে ॥ ৬৮ ॥

যয়া বিনা চ বিশেষু সর্বকর্মে চ নিষ্ফলম্ ।

মোকদা বা মুমুক্শাং কামিনী সর্বকামদা ॥ ৬৯ ॥

অটরুগো মেরুঃ । মুতাংগতিব্রহ্মণি বৈতবর্ণবাৎ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

প্রধানাংশব্রহ্মণা তুলসীমাং প্রধানাংশেতি । ইয়ং তুলসীমুকাখিটাজী জীর্জ্বিবর্ততে
এবং গদ্যপি জীর্জ্বিত্বীতি বোধ্যম্ ॥ ৬৫—৭০ ॥

যিনি এই কর্মক্ষেত্রে ভারত-বাসী তপস্বিগণের সম্যকভূত তপস্বী ॥ ৬০—৬৩ ॥ বাহার প্রভা
পূর্ণচন্দ্ৰের ভায়, যেতসরোলের ভায় ও চুধের ভায় ধবল বর্ণ, যিনি বিদ্বৎ সমুদ্রস্রপিনী,
নির্মলা নিরহকারা সাধ্বী ও নারায়ণপ্রিয়া, সেই ত্রিভুবনপাবনী গঙ্গা মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ৬৪ ॥

বিষ্ণুকামিনী দেবী তুলসী, যিনি নারায়ণের অলঙ্কারিণী, যিনি নিরত নারায়ণের
পাদপদ্মে অবস্থান করিতেছেন ; কি তপস্বী, কি সন্ন্যাসী, কি পূজাদি কার্য সমুদয়ে বাহা
বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, যিনি পুষ্পের মধ্যে প্রধানা, পবিত্রা ও পুণ্যদায়িনী,
বাহার দর্শনে ও স্পর্শনে সদা নিক্ষিপদ লাভ হইয়া থাকে, যিনি তির কলিযুগে পাপ
কাঠ দহনের আর বিতীর্ণ অগ্নি নাই, যিনি অসংখ্যব্রহ্মণি, বাহার পাদপদ্ম সংস্পর্শে
বহুধরা পূত হইয়াছেন, তীর্থ সকল বা বৈষ্ণবভক্তদের মিসিত বাহার দর্শন ও স্পর্শন
কার্য্য করিয়া থাকে, বাহারকে ব্যতীত বিশ্বের সমুদায় কার্য্য নিষ্ফল হয়, যিনি মুমুক-
শগণের লোকদায়িনী, যিনি সকলের সর্বপ্রকার মঙ্গলপ্রদ হুলেশ্বর করিয়া থাকেন, যিনি
অসংখ্যকল্প ব্রহ্মণা, যিনি ভারতের বাবতীত বৃক্কের অখিটাজী বৈষ্ণভা, ভারতবাসিনী
কামিনীগণের জীতিসম্পাদনের মিসিত বাহার উপপতি হইয়াছেন ত যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ দেবতা

কল্পবৃক্সরূপা বা ভারতে বৃক্সগিণী।

ভারতীনাং প্রাণনারাজ্ঞা বা পরমেশ্বরা ॥ ৭০ ॥

প্রধানাংশরূপা বা মনসা কল্পপাক্ষজা।

শঙ্করপ্রিয়শিষ্যা চ মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১ ॥

নাগেশ্বরস্তানন্তস্ত ভগিনী নাগপুঞ্জিতা।

নাগেশ্বরী নাগমাতা স্তম্বরী নাগবাহিনী ॥ ৭২ ॥

নাগেশ্বরগণসংযুক্তা নাগভূষণভূষিতা।

নাগেশ্বরবন্দিতা সিদ্ধা যোগিনী নাগশায়িনী ॥ ৭৩ ॥

বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা।

তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী ॥ ৭৪ ॥

দিব্যাং ত্রিলোকবর্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা চ যা হরেঃ।

তপস্বিনীষু পূজ্যা চ তপস্বিষু চ ভারতে ॥ ৭৫ ॥

সর্বমজ্ঞাধিদেবী চ জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ব্রহ্মভাবনতৎপরা ॥ ৭৬ ॥

জরৎকারমুনেঃ পত্নী কৃষ্ণাংশস্ত পতিব্রতা।

আস্তিকস্ত মুনেশ্বরী প্রবরস্ত তপস্বিনাম্ ॥ ৭৭ ॥

প্রধানাংশস্বভাঃ মনসাদেবীঃ বর্ণয়তি। মনসা কল্পপাক্ষজৈঃ শঙ্করপ্রিয়শিষ্যভূতৈঃ
তার্থঃ। শঙ্করগোপদেশো মনসাদেবী নত্ব ইত্যর্থঃ। অতএব মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১—৭৩ ॥
কৃষ্ণাংশস্ত জরৎকারমুনেঃ পত্নীত্যর্থঃ। ইয়ং কথা পূর্বমুক্তা সর্পসজ্জপ্রসঙ্গে ॥ ৭৭ ॥

বলিয়া ভারতের সর্বত্র পরিপূরিত হইয়া থাকেন, সেই তুলসী দেবী মূলপ্রকৃতির প্রধান
অংশ ॥ ৬৫—৭০ ॥

কল্পপুঞ্জিতা 'মনসা'—যিনি শঙ্করের প্রিয়শিষ্যা; হস্তরাং শাস্ত্রজ্ঞানবিদ্যুরে মহাপণ্ডিতা,
যিনি নাগেশ্বর অনন্তদেবের ভগিনী ও সমস্ত নাগগণ কর্তৃক সংযুক্তা, যিনি স্বয়ং স্তম্বরী,
নাগেশ্বরী, নাগজননী ও নাগগণের বাহিনী, যিনি সমস্ত নাগেশ্বরগণে পরিবেষ্টিত, নাগভূষণে
বিকৃষিত নাগেশ্বরগণ কর্তৃক বন্দিত ও নাগশয্যার শয়ন হইয়া থাকেন, যিনি সিদ্ধযোগিনী,
বিষ্ণুরূপিনী বিষ্ণুভক্তা ও বিষ্ণুপূজার তৎপরা, যিনি তপঃস্বরূপা ও তপস্কার ফলদাত্রী
হইয়াও স্বয়ং তপস্বিনী, যিনি দেবভাসুর ত্রিলোকবর্ষস্ত্রয় পর্য্যন্ত প্রহরির আরাধনা
করিয়া ভারতে তপস্বী ও তপস্বিনীসঙ্গে আধাবনতর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যিনি
সমুদায় জন্মের অনিবেদী, বাগ্যার পরীক্ষ ব্রহ্মভেদে স্বাভাব্যবাস হইতেছে, যিনি স্বয়ং
ব্রহ্মকণিণী হইয়াও জ্ঞানার ব্রহ্মভাব্য ভাবনা করিতেছেন, যিনি ঐক্যকর অংশস্বভূত

প্রধানাংশস্বরূপা বা দেবসেনা চ নারদা ।

মাতৃকাস্থ পূজাতমা সা যজী চ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৭৮ ॥

পুত্রপৌত্রাদিদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী ।

যষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেন্তেন যজী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৭৯ ॥

স্থানে শিশুনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী ।

পূজাষাদশমাসেষু যত্র বিধেষু সন্ততম্ ॥ ৮০ ॥

পূজা চ সূতিকাগারে পুরা যষ্ঠদিনে শিশোঃ ।

একবিংশতিমে চৈব পূজাকল্যাণহেতুকী ॥ ৮১ ॥

মুনিভিন্নমিতা চৈবা নিত্যকামাপ্যতঃ পরা ।

মাতৃকা চ দয়ারূপা শিশুদ্রক্ষণকারিণী ॥ ৮২ ॥

জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে শিশুনাং সন্মগোচরে ।

প্রধানাংশস্বরূপা চ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৮৩ ॥

প্রধানাংশসমুত্তাং দেবসেনাং বর্ণয়তি প্রধানাংশেতি ॥ ৭৮ ॥

যজ্ঞিনায়ো হেতুমাহ যষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেরিতি । দেবসেনেতি যজীতি চ নামদ্বয়মন্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

বৃদ্ধরূপা নতু তরুণী । পূজাষাদশমাসেযুতি । প্রতীকালমারম্ভা দশমাসপর্যন্তং প্রতিমাসমিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

অত্রাশঙ্ক্য প্রত্যাহ যষ্ঠদিনে শিশোরিতি । তত্রাপ্যসম্ভবে আহ একবিংশতিমে ইতি ॥ ৮১-৮২ ॥ সন্মগোচরে গৃহস্থানে প্রধানাংশসমুত্তাং মঙ্গলচণ্ডিকাং বর্ণয়তি প্রধানাংশেতি ॥ ৮৩ ॥

অনংকাক ঋষির পতিব্রতা পত্নী, যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ আশ্রিত মুনির মাতা, তিনিও মূল প্রকৃতির অংশ ॥ ৭১—৭৭ ॥

৭৭স নারদ । বাহার নাম দেবসেনা, তিনিই যজী । যজীদেবী—যিনি গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাতৃকা, যে পতিব্রতা ত্রিজগতের পুত্রপৌত্রাদি দাত্রী ও স্কুলের ধাত্রী, যিনি মূলপ্রকৃতির যষ্ঠাংশস্বরূপা বলিয়া যজী নামে কীর্ত্তিত হইরাছেন, যিনি বৃদ্ধ ভাবে যোগিনীবেশে সমুদায় শিশুদিগের নিকট বিদ্যমান থাকেন, বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে বাহার পূজা সর্বত্র প্রচারিত হইরাছে, শিশু কুর্ষিত হইলে যষ্ঠদিনে সূতিকাগৃহে বাহার পূজা হইয়া থাকে, আবার বিংশতি দিবস অতীত হইলে একবিংশতিব্রসে বাহার শুভকরী পূজা বিধান করিতে হয়, মুনিগণ অবনতমস্তকে বাহাকে প্রণাম এবং ঐষ্টিনিয়ত বাহার দর্শন কামনা করেন, যিনি জননীর ভ্রাতৃ দেহান্তে কর্তব্য বালকদগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই যজীদেবী মূলপ্রকৃতির যষ্ঠাংশ ॥ ৭৮—৮২ ॥

দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা—যিনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও শিশুগণের গৃহে গৃহে মঙ্গলবিধান করিয়া পরিত্রাণ করেন, যিনি প্রকৃতিদেবীর সুখমণ্ডল চাইতে সন্তুষ্ট হইরাছেন ও সর্বদা

ଏକତେନୁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ନାହିଁ ।

স্বর্গে মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপকুণিণী ॥ ৮৪ ॥

তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্তিত।

अतिमङ्गलवारेण अतिविशेषं पूजिता ॥ ८५ ॥

পুত্রপৌত্রধনৈশ্বৰ্য্যবশোমঙ্গলদায়িনী ।

পরিভূষ্টা সর্ববাহ্যা প্রদাত্রী সর্বযোষিতায় ॥ ৮৬ ॥

ਰੂਪਾ ਕਰਮੇਨ ਸੰਹਤੁੰ ਭਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ।

প্রধানাংশস্বরূপা সা কালী কমললোচনা ॥ ৮৭ ॥

दुर्गाललाटसङ्गता रणे शुद्धनिशुद्धयोः ।

ଦୁର୍ଗାଦ୍ବିଂଶସ୍ବରୂପା ମା ଶୃଣେନ ତେଜସା ସ୍ବୟା ॥ ୮୮ ॥

কোটী সূর্য্যসমাজুষ্টিপুষ্টজোজ্জ্বলবিগ্রহ।

প্রধানা সৰ্বশক্তিীনাং বলাবলবতী পরা ॥ ৮৯ ॥

প্রকৃতেষু বদন্ত্যেতি । প্রকৃতেষ্যাপিকাণী মুখ্যভাসন্তবেষণি প্রকৃতে: পূর্ণাবতারকৃত্যায়
 তুর্ণায় মুখং গ্রাহম্ । মঙ্গলচণ্ডীতি নাম নিকৃতিবাহ স্বষ্টাবিতি । চণ্ডীকোপ ইত্যন্ত
 চণ্ডীতি রূপম্ । স্বষ্টিময়য়ে মঙ্গলরূপবাদতিশাস্তরূপবাৎ সংহারকালে কোপনব্যাৎ মঙ্গল-
 চণ্ডীতি নাম মঙ্গলাচাসৌ চণ্ডী চ মঙ্গলচণ্ডী ॥ ৮৪—৮৬ ॥

अधानांशसङ्गतां कालीं वर्णयति कालाति ॥ ८१ ॥

হুর্গানলাটেতি। যথা বুদ্ধণো লগাটাক্স উৎপন্নত্বা হুর্গানলাটাং প্রধানমূলপ্রকৃ-
 ত্যাম্ভূতা কালী উৎপন্নত্বার্থঃ। হুর্গাদ্বাংশেতি। হুর্গায়াঃ পূণ্যবতারবাস্ততা অর্দ্ধাংশ-
 ষোক্তো মূলপ্রকৃত্যা অপি অর্দ্ধাংশমুক্তম্বিত্তি বোধাম্। হুর্গায়া গুণেন তেজসা চেত্য-
 স্বয়ঃ ॥ ৮৮-৯৯ ॥

সকলের সৰ্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, স্বষ্টিকালে মঙ্গলময়ী এবং সংহারসময়ে
প্রচণ্ড রোষরূপিণী মূর্তি ধারণ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ষাঠ্যাকে মঙ্গলচণ্ডী নাম প্রদান
করিয়াছেন। প্রতিবিশ্বে প্রতিমঙ্গলবারে ষাঠ্যার পূজা হইয়া থাকে, যিনি পরিতুষ্ট হইয়া
যোষিংগ্যকে পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য, বশ ও সৰ্ব্বপ্রকার মঙ্গল এবং সৰ্ব্বপ্রকার অতীত
প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলচণ্ডীও মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ৮৩—৮৬ ॥

কমললোচনা। মহেশ্বরী কান্দী—যিনি রুট হইলে কণকালের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব সংহার করিতে সক্ষম হন, যিনি সমস্ত গুণ ও নিগুণ দৈত্যকে নিপাত করিবার নিমিত্ত মূলপ্রকৃতি হুর্গারী লগাদিগণ হইতে আকর্ষিত হইয়াছেন, যিনি হুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা এবং তাঁহার সমুদ্র গুণবতী ও তেজস্বিনী, তাঁহার শরীরকান্তি সন্ধান করিলে বোধ হয় যেন এককালে কোটি স্বর্গা সমুদ্ভূত হইয়াকে, যিনি সমুদ্রার সন্ধিক্ষেত্রে প্রোয়ান এবং সর্গাপেক্ষা সমধিক বলবতী, যিনি সমুদ্রার লোকের সর্বপ্রকার দ্বিধা প্রোয়ান করেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও গোপনস্বরূপা, যিনি

সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী ।

কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণভূত্যা তেজসা বিক্রমৈর্দৈত্যৈঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী ।

সংহর্তুং সর্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিধাসমাজিতঃ ॥ ১১ ॥

রণং দৈত্যৈঃ সমং তন্ত্যাঃ ক্রীড়য়া লোকশিক্ষয়া ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দাতুং শক্তা চ পূজিতা ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানা মুনিভির্মহুভিন্ রৈঃ ।

প্রধানাংশ্বরূপা সা প্রকৃতেশ্চ বহুধরা ॥ ১৩ ॥

আধাররূপা সর্বেষাং সর্বশস্তা প্রকীর্তিতা ।

রত্নাকরা রত্নগর্তা সর্বরত্নাকরাশ্রয়া ॥ ১৪ ॥

প্রজাভিষ্চ প্রজেশৈশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা ।

সর্বোপজীব্যরূপা চ সর্বসম্পদ্বিধায়িনী ।

যয়া বিনা জগৎ সর্বং নিরাধারং চরাচরম্ ॥ ১৫ ॥

পরমা যোগরূপিণীত্যত্র পরমা সিদ্ধযোগিনীত্যপি পাঠঃ ॥ ১০—১১ ॥

নহু নিধাসমাজেণ যদি ব্রহ্মাণ্ডসংহর্তী তদা পামরৈর্দৈত্যৈঃ সহ কিমর্থঃ যুদ্ধং কৃতবতীতি চেত্তদাহ রণমিতি । লোকাশক্ষরৈত্যত্র লোকরঞ্জরৈত্যপি পাঠঃ । লোকরঞ্জনার্থঃ যুদ্ধং দৈত্যৈঃ সমং কৃতবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

প্রধানাংশ্বরূপাং বহুধরাং বর্ণয়তি বহুধরৈতি ॥ ১৩ ॥

সর্বশস্তপ্রস্থিতিকৈত্যপি পাঠঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

নিরতিশয় কৃষ্ণভক্ত এবং তেজঃ শশ্বৎ ও বিক্রমে ক্রমের সমৃদ্ধ, (নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বাহ্যর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে) যে সনাতনী এক নিখাসে সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বংস করিতে পারেন, যিনি কেবল ক্রীড়া ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈত্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইরাছিলেন, যিনি পুন্ডর পরিভূট হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্ণ কল প্রদান করিতে পারেন, সেই কালীও প্রকৃতির অংশ ॥ ১১—১২ ॥

বহুধরা দেবী, বাহ্যকে ব্রহ্মাদিবেবগণ, সমস্ত মুনিমণ্ডল, চতুর্দশ মনু ও সমস্ত মনুষ্য-লোক স্তব করে, যিনি সকলের আধাররূপা এবং সর্বপ্রকার শক্তে পরিপূর্ণা, যিনি রত্নাকরা রত্নগর্তা এবং সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠতম বস্তুর প্রস্থিতি ও আশ্রয়স্থান, প্রজামণ্ডল ও রাজমণ্ডল নিয়ত বাহ্যর পূজা ও স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, যিনি জীবনাজেরই উপজীব্যা এবং সকলের সর্বপ্রকার সম্পদদাত্রী, যিনি ব্যতীত হাবর লক্ষ্যাত্মক সমুদ্রায় জগৎ নিরাধার হইয়া উঠে, সেই বহুধরাও মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ১৩—১৫ ॥

প্রকৃতেষ্ঠ কলা যা যান্ত্রা নিবোধ মুনিশ্বর ।।

যন্ত যন্ত চ যা পত্নী তৎ সর্বং বর্ণয়ামি তে ॥ ৯৬ ॥

স্বাহা দেবী বহিঃপত্নী প্রতিবিম্বেষু পূজিতা ।

যয়া বিনা হবির্দানং ন গ্রহীতুং ভ্রূয়াঃ ক্রমাঃ ॥ ৯৭ ॥

দক্ষিণা যজ্ঞপত্নী চ দীক্ষা সর্বত্র পূজিতা ।

যয়া বিনা হি বিম্বেষু সর্বকর্ম হি নিষ্ফলম্ ॥ ৯৮ ॥

স্বধা পিতৃগণং পত্নী চ মুনিভির্মমুভির্নরৈঃ ।

পূজিতা পিতৃদানং হি নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৯ ॥

অস্তি দেবী বায়ুপত্নী প্রতিবিম্বেষু পূজিতা ।

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ১০০ ॥

পুষ্টিগণপতেঃ পত্নী পূজিতা জগতীতলে ।

যয়া বিনা পরিক্ষীণাঃ পুমাংসো যোষিতোহপি চ ॥ ১০১ ॥

অনন্তপত্নী তুষ্টিশ্চ পূজিতা বন্দিতা ভবেৎ ।

যয়া বিনা ন সম্ভৃতাঃ সর্বলোকাশ্চ সর্বতঃ ॥ ১০২ ॥

অথ প্রকৃতে কলাবতারানাং কলা যা যা ইতি ॥ ৯৬—৯৭ ॥

দায়তে বিমলং জ্ঞানং কীরতে কর্মবাসনা । তেন দীক্ষেতি সা প্রোক্তেত্যুক্তলক্ষণা দীক্ষা-
পদবাচ্যা সা যজ্ঞস্ত পত্নীতার্থঃ । দক্ষিণা যজ্ঞপত্নীতি প্রোক্তেদক্ষিণা দীক্ষা চ যজ্ঞপত্নীতার্থঃ ।
যজ্ঞপুরুষো মৃগিয়ান্ দক্ষিণা চ মৃগিয়তাতি বোধ্যম্ । এবমেব সর্বত্র ॥ ৯৮—১০০ ॥

আদানং প্রতিগ্রহঃ প্রদানং অব্যক্ত-দানং উক্তে অপি স্বতীত্যুক্তে সকলে ভবত
ইত্যর্থঃ ॥ ১০১—১০২ ॥

বৎস নারদ ! বাহার প্রকৃতির কলা হইতে উৎপন্ন, এবং যিনি বাহার পত্নী, সম্ভ্রুতি
একাদিক্রমে তৎ সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯৬ ॥ দেবী স্বাহা, অগ্নির পত্নী ।
সমস্ত বিম্বেষেই উহাকে পূজা করে । উনি ভিন্ন দেবগণ কখনই আহুতি গ্রহণ করিতে
সমর্থ হন না ॥ ৯৭ ॥ দক্ষিণা ও দীক্ষা ইহারা উভয়েই যজ্ঞপত্নী । উহারা সর্বত্র সমাদৃত
হইয়া থাকেন । এমন কি দক্ষিণাভিন্ন কোন কার্যই সকল হইতে পারে না ॥ ৯৮ ॥ দেবী
স্বধা পিতৃগণের পত্নী । কি মুনিগণ, কি ময়গণ, কি মানবগণ, সকলেই স্বধা দেবীকে
পূজা করিয়া থাকে । স্বধা ময় ভিন্ন পিতৃগণকে বাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই
নির্ভল ॥ ৯৯ ॥ দেবী অস্তি বায়ুদেবের পত্নী, ইনি সমস্ত বিম্বেষেই সমাদৃত হইয়া থাকেন ।
অস্তি দেবী ভিন্ন কি আদান, কি প্রদান, কোন কার্যই কলদায়ক হইতে পারে
না ॥ ১০০ ॥ গণপতির পত্নীর নাম পুষ্টি । জগতে সকলেই পুষ্টি দেবীকে পূজা করিয়া থাকে ।
জগতে পুষ্টিভিন্ন কি জী, কি পুষ্টি সকলেই বাজিনয় কীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ তুষ্টি

ঈশানপত্নী সম্পত্তিঃ পূজিতা চ সুরৈর্নরৈঃ ।
 সর্বৈ লোকা দরিদ্রাশ্চ বিশ্বেষু চ যয়া বিনা ॥ ১০৩ ॥
 ধৃতিঃ কপিলপত্নী চ মর্কটৈঃ সর্বত্র পূজিতা ।
 সর্বৈ লোকা অধৈর্যাশ্চ জগৎস্ব চ যয়া বিনা ॥ ১০৪ ॥
 সত্যপত্নী সতী মূর্ত্তেঃ পূজিতা জগতীপ্রিয়া ।
 যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা ॥ ১০৫ ॥
 মোহপত্নী দয়া সাক্ষী পূজিতা চ জগৎপ্রিয়া ।
 সর্বৈ লোকাশ্চ সর্বত্র নিষ্ফলাশ্চ যয়া বিনা ॥ ১০৬ ॥
 পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পূজিতা পুণ্যদা সদা ।
 যয়া বিনা জগৎসর্বং জীবন্মৃতসমং যুনে ! ॥ ১০৭ ॥
 স্কন্ধপত্নী সংসিদ্ধা কীর্ত্তিধৈর্যশ্চ পূজিতা ।
 যয়া বিনা জগৎসর্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥ ১০৮ ॥

যত্র সত্যশক্তির্নাস্তি তত্রাবিশ্বাসান্ধম্ভয়াঃ শ্বেহং ন করোতীতি বন্ধুতারহিতো ভবতীতি
 যুক্তমেব। মোহপত্নীতি। যত্র মোহোহস্তি তত্র দয়ায়াঃ সৎসাদয়ামোহপত্নী ॥ ১০৬—১০৭ ॥
 জীবন্মৃতসমং প্রাতিষ্ঠাতাবে আবতোহপি মৃতপ্রায়ত্বাৎ ॥ ১০৮ ॥

জনস্তুদেবের পত্নী। পৃথিবীর সর্বত্রই তিনি সংকৃত ও বশিত হইয়া থাকেন। যাহার
 অসম্ভাবে পৃথিবীর কোন স্থানেই কোন লোক সুখী হইতে পারে না ॥ ১০২ ॥ সম্পত্তি
 দেব ঈশানের পত্নী। কি সুরগণ, কি নরগণ সকলেই উহাকে সমান সমাদর করিয়া
 থাকে ॥ উনি না থাকিলে জগতের সকলেই দারিদ্র্যদোষে নিতান্ত নিপীড়িত
 হইত ॥ ১০৩ ॥ দেবী ধৃতি কপিল দেবের সহধর্ম্মিণী। জগতের সকল স্থানেই সকলেই
 উহাকে সমান সমাদর করিয়া থাকেন। এমন কি ইনি না থাকিলে জগতের সকল লোকই
 একান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিত ॥ ১০৪ ॥ দেবী সতী সত্যদেবের পত্নী, ইনি জগৎপ্রিয়া।
 মৃতগণ সর্বদাই উহাকে পূজা করিয়া থাকে। সত্যপ্রিয়া সত্য বিন্যাসন না থাকিলে
 একেবারে সমুদায় জগৎ বন্ধুত্বহীন বাক্ত হইত ॥ ১০৫ ॥ পতিপরায়ণা জগৎপ্রিয়া দয়া,
 মোহদেবের পত্নী। সকলেই উহাকে সমাদর করিয়া থাকে। ইনি না থাকিলে পৃথিবীর
 সমুদায় লোক সকল বিষয়েই হতাশ হইয়া পড়িত ॥ ১০৬ ॥ দেবী প্রতিষ্ঠা পুণ্যদেবের পত্নী।
 লোকে উহাকে যেমন যত্ন করে ইনি লোকদিগকে সেইরূপ পুণ্য প্রদান করিয়া থাকেন।
 এমন কি, ইনি ভিন্ন পৃথিবীর সমুদায় লোককেই জীবন্মৃতের ভায় অবস্থান করিতে
 হইত ॥ ১০৭ ॥ দেবী কীর্ত্তি স্কন্ধের পত্নী। ইনি সৎসিদ্ধা এবং কৃতার্থলোক সকল
 উহাকে পরম সমাদর করেন। ইতি না থাকিলে জগতের সমুদায় লোক মৃতবৎ যশোহীন

ক্রিয়া তুদ্যোগপত্নী চ পূজিতা সর্বসম্মতা।
 যয়া বিনা জগৎ সর্বং বিধিহীনং চ নারদ ! ॥ ১০৯ ॥
 অধর্মপত্নী মিথ্যা সা সর্বধূর্তৈশ্চ পূজিতা।
 যয়া বিনা জগৎ সর্বমুচ্ছিন্নং বিধিনির্মিতম্ ॥ ১১০ ॥
 সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াঃ সূক্ষ্মরূপিণী।
 অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে চৈব সংবৃত্তা ॥ ১১১ ॥
 কলৌ মহাপ্রগলভা চ সর্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ।
 কপটেন সমং ভ্রাত্ৰা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে ॥ ১১২ ॥
 শাস্তির্লজ্জা চ ভার্য্যে দ্বৈতশীলশ্চ চ পূজিতে।
 যাভ্যাং বিনা জগৎ সর্বমুন্মত্তমিব নারদ ! ॥ ১১৩ ॥
 জ্ঞানশ্চ তিস্রো ভার্য্যাশ্চ বুদ্ধিধ্বংসা ধৃতিস্তথা।
 যাভির্বিনা জগৎ সর্বং মূঢ়ং মত্তসমং সদা ॥ ১১৪ ॥

উদ্যোগো যত্নঃ ॥ ১০৯ ॥

• বিধিহীনং ক্রিয়াভাবে তৎস্বরূপবিধেরপাভাবঃ ॥ ১১০ ॥

বিধিনির্মিতম্ ঈশ্বরনির্মিতং সর্বজগৎকর্তৃগমুদাররূপমুচ্ছিন্নং ভবতি। মিথ্যাভাষণাভাবে
 ধূর্ত্বস্বভাবান্মিথ্যা বক্তাহি ধূর্তঃ। যুগভেদেনাস্তাঃ স্থিতিমাহ সত্য ইতি ॥ ১১১—১১২ ॥

ইয়ং মিথ্যা কপটেন ভ্রাত্ৰা সহিতা প্রতিগৃহং ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩—১১৪ ॥

হইয়া থাকিত ॥ ১০৮ ॥ ক্রিয়া উদ্যোগের পত্নী। ইহাকে সকলেই সম্মান ও মহা সমাদর
 করিয়া থাকে। মুনবর নারদ! জগতে উদ্যোগপত্নী ক্রিয়া বিদ্যমান না থাকিলে মানব-
 গণ একেবারেই বিধিহীন হইয়া পড়িত ॥ ১০৯ ॥ মিথ্যা অধর্মের পত্নী। এই জগতে
 যাবতীয় ধূর্ত বিদ্যমান আছে, সকলেই উহাকে সত্যিশয় সমাদর করিয়া থাকে। মিথ্যার
 সত্তাব না থাকিলে মিথ্যাক্রিয়বিত্ত সমুদায় ধূর্ত জগৎ উৎসন্ন হইত ॥ ১১০ ॥ সত্যযুগে ইনি
 কখনও কাহারও নেত্রপথে নিপতিত হন নাই। ত্রেতা হইতেই ইহার প্রকৃত শরীরের
 সঞ্চার হইয়াছে। যখন দ্বাপর যুগ উপস্থিত, তখন ইহার অবয়ব, প্রায় অর্ধপুষ্ট।
 তাহার পর যখন কলি প্রবৃত্ত। তখন ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সর্বাবয়বে পরিপুষ্ট হইয়া
 উঠিয়াছে। তৎকালে ইহার মত্ত প্রগলভা ও ব্যাপিকা আর বিদ্যমান নাই। সে সময়
 ইনি শীঘ্রমাত্রা কাপট্যক সম্ভিৎসাহারে গইয়া লোকের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিয়া
 থাকেন ॥ ১১১—১১২ ॥ শাস্তি ও লজ্জা ইহারা উভয়েই দ্বৈতশীলের ভার্য্যা। হইয়া দুই
 জনে বিদ্যমান না থাকিলে জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উন্মত্তের দায় হইয়া
 উঠিত ॥ ১১৩ ॥ বুদ্ধি, মেধা ও ধৃতি ইহারা তিনজন জ্ঞানের ভার্য্যা, ইহারা না থাকিলে
 জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উন্মত্ত হইয়া উঠিত ॥ ১১৪ ॥ মূর্ত্তি ধর্ম্মধেবের পত্নী।

মূর্তিশ্চ ধর্মপত্নী সা কান্তিরূপা মনোহরা ।

পরমাত্মা চ বিশ্বোদ্যো নিরাধারো যয়া বিনা ॥ ১১৫ ॥

সর্বত্র শোভারূপা চ লক্ষ্যমূর্তিমতী সতী ।

শ্রীরূপা মূর্তিরূপা চ মাত্মা ধাত্তাপূজিতা ॥ ১১৬ ॥

কালান্বীরূদ্রপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী ।

সর্বৈ লোকাঃ সমাচ্ছমা যয়া যোগেন রাজিষু ॥ ১১৭ ॥

কালস্ত তিস্রো ভাষ্যাশ্চ সঙ্খ্যারাত্রিদিনানি চ ।

যাভির্বিনা বিধাত্ৰা চ সঙ্খ্যাং কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১৮ ॥

ক্ষুৎপিপাসে লোভভাৰ্যে ধৃত্তে মাৰ্যে চ পূজিতে ।

যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সৰ্বং নিত্যং চিন্তাতুরং ভবেৎ ॥ ১১৯ ॥

প্রভা চ দাহিকা চৈব হে ভাৰ্যে তেজসন্তথা ।

যাভ্যাং বিনা জগৎ অক্ষুং বিধাতুং চ নহীশ্বরঃ ॥ ১২০ ॥

কালকন্ঠে মৃত্যুজরে প্রজ্বারিত প্রিয়াপ্রিয়ে ।

যাভ্যাং জগৎসমুচ্ছিন্নং বিধাত্ৰা নিশ্চিতং বিধৌ ॥ ১২১ ॥

ধর্মপত্নীমূর্তিঃ সা চ কান্তিরূপা শোভারূপেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

শোভাং বিনা পরমাত্মাপি নিরাধারো নিরর্থকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৬—১১৭ ॥

রাজিষু যোগেন সমাচ্ছেন সঙ্খ্যারাত্রিবিদ্বিনানামপি কালান্বীনদ্বাং । শ্রীসদৃশদ্বাং
শ্রীমদ্ ॥ ১১৮—১১৯ ॥

চিন্তাতুরম্ । ক্ষুৎপিপাসানাম্ভকারজলচিন্তাতুরমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

জরাবন্মৃত্যোরপি কালজুৎপন্নদ্বাং কন্ঠা সদৃশদ্বাং কন্ঠাশ্চম্ । তে মৃত্যুজরে কালস্ত
কন্ঠে । প্রজ্বারিত প্রকটজ্বর প্রিয়াপ্রিয়ে পত্নৌ ভবতঃ প্রিয়াতোহপি প্রিয়ে অতিশয়িত
প্রিয়ে ইত্যর্থঃ । সমুচ্ছিন্নং নষ্টম্ ॥ ১২১ ॥

ইনি সকলের কান্তিরূপিণী ও অতীব মনোহারিণী । ইহাঁর অসঙ্খ্যে পরমাত্মা আশ্রয়
স্থান লাভ করিতে পারিতেন না ; সুতরাং সমুদায় বিশ্ব নিরাশ্রয় হইয়া উঠিত । এই
পতিব্রতা মূর্তি শোভারূপা লক্ষ্যরূপা এবং সর্বত্র মাত্মা, ধাত্তা ও পূজিতা ॥ ১১৫—১১৬ ॥

সিদ্ধযোগিনী নিদ্রা কালান্বীরূপ ক্রুদ্ধদেবের পত্নী । বাহার সহযোগে জীবগণ রাজি-
কালে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥ সঙ্খ্যা-রাত্রি ও দিব্য এই তিনটি কালের ভাষ্যা ।
এমন কি ইহাঁরা না থাকিলে, বিধাত্তাও সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১১৮ ॥

ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়েই লোভপত্নী । ইহাঁরা ধন্থ মাত্ত ও অগ্নঃপুখ্য । ইহাঁরা উভয়ে
বিধায়মান না থাকিলে অগতের সমুদায় জীব একেবারে চিন্তামগ্নের মত হইত ॥ ১১৯ ॥

প্রভা ও দাহিকা উভয়েই তেজের ভাষ্যা । ঐ উভয়ের অসঙ্খ্যে অগ্নীশ্বর কখনই অগতের
নষ্ট ও নিরশিত ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিতে পারিতেন না ॥ ১২০ ॥ মৃত্যু ও জরা উভয়েই

নিজাকৃতা চ তস্তা সা প্রীতিরতা হৃদপ্রিয়ে ॥ ১২২ ॥
 যাত্যাং ব্যাপ্তং লগৎ সর্বং বিশিষ্ট্যুত্ববিধেব্বিধৌ ।
 বৈরাগ্যন্ত চ যে ভাষ্যে প্রজ্ঞা ভক্তিশ্চ পুঞ্জিতে ।
 যাত্যাং শব্দজগৎ সর্বং যজ্ঞীবন্তুস্তিমস্মুনে ॥ ১২৩ ॥
 অদিতির্দেবমাতা চ সুরভী চ গবাং প্রসূঃ ॥ ১২৪ ॥
 দিতিশ্চ দৈত্যজ্ঞননী কঙ্কশ্চ বিনতা দম্বুঃ ।
 উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাস্ত কীর্তিতাঃ কলাঃ ॥ ১২৫ ॥
 কলা অন্তাঃ সন্তি বহুব্যস্তাস্থ কান্টিমিবোধ মে ।
 রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ সংজ্ঞা সূর্য্যন্ত কামিনী ॥ ১২৬ ॥
 শতরূপা মনোভার্যা শচীন্দ্র্যন্ত চ গেহিনী ।
 তারা বৃহস্পতেভার্যা বশিষ্ঠস্তাপ্যরুদ্রভী ॥ ১২৭ ॥
 অহল্যা গোতমজ্ঞী সাপ্যনুসূয়াত্রিকামিনী ।
 দেবহুতী কর্দমন্ত প্রসূতির্দক্ষকামিনী ॥ ১২৮ ॥
 পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকা প্রসূঃ ।
 লোপামুদ্রা তথা কুন্তী কুবেরকামিনী তথা ॥ ১২৯ ॥

নিজাকৃতিঃ । নিজায়াঃ কন্যা একা তস্তা অস্তা দ্বিতীয়া কন্যা প্রীতিঃ । উভে অপি
 লুপ্তস্ত পুরুষদ্বানীয়ন্ত প্রিয়ে পছৌ ভবতঃ ॥ ১২২—১২৪ ॥

উপযুক্তা ইতি । এতঃ কলাঃ সৃষ্টাব্যপেক্ষা ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫—১২৮ ॥

সাম্বিকা প্রসূঃ পার্শ্বতীমাতা মেনকা ॥ ১২৯—১৩০ ॥

কালের কন্যা, কিন্তু অরের প্রিয়তমা পত্নী । ইহাদিগের অন্তর্ভাবে বিধাতৃবিহিত সমুদায়
 সৃষ্টি উৎসর হইয়া যায় ॥ ১২১ ॥ দেবী তস্তা ও প্রীতি উভয়ে নিজার কন্যা । ইহারা উভয়েই
 সৃষ্ণের প্রিয়তমা ভার্যা । ইহারা উভয়ে সমুদায় লগৎ ব্যাপিরা অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২২ ॥
 মনিবর ! লগৎপূজা প্রজ্ঞা ও ভক্তি বৈরাগ্যের ভার্যা । ইহারা উভয়ে বিদ্যমান
 আছেন বলিয়া বিশ্বের সমুদায় লোক জীবন্তুজের দ্বারা অবস্থান করিতে পারে ॥ ১২৩ ॥
 তত্তির দেবমাতা অদিতি, গোজ্ঞননী সুরভী, দৈত্যজ্ঞননী দিতি, নাগমাতা কঙ্ক, খগেন্দ্র
 জ্ঞননী বিনতা এবং দানবমাতা দম্বু ইহারা সকলেই সৃষ্টিকার্যের বিশেষ উপযোগিনী,
 কিন্তু সীকলেই-মূল প্রকৃতির কলা ॥ ১২৪—১২৫ ॥ এততির অন্তান্ত যে সকল প্রকৃতির কলা
 বিদ্যমান রহিয়াছেন ঐচ্ছাসিগের মধ্যে কতকগুলির নাম নির্দিষ্ট করিতেছি, শ্রবণ কর ।
 চন্দ্রের পত্নী রোহিণী, সূর্য্যভার্যা সংজ্ঞা, বহুপত্নী শতরূপা, ইন্দ্রপত্নী শচী, বৃহস্পতির
 ভার্যা তারা, বশিষ্ঠপত্নী অরুদ্রভী, গোতমপত্নী অহল্যা, অত্রিকার্যা মনসুয়া, কর্দমকামিনী

বরুণানী প্রসিদ্ধা চ বশেদ্বিন্দ্যাবসিদ্ধতা ।

কান্তা চ ভয়মুদী চ বশোনা দেবকী তথা ॥ ১৬০ ॥

গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা সা চ সত্যবতী প্রিয়া ।

বৃষভানুজিরা সাধ্বী রাধামাতা কুলোদ্ভবা ॥ ১৬১ ॥

মন্দোদরী চ কৌশল্যা হৃতদ্রা কৌরবী তথা ।

রেবতী সত্যভামা চ কালিন্দী লক্ষণা তথা ॥ ১৬২ ॥

জাম্ববতী নারজিতিমিত্রবিন্দা তথাপর।

লক্ষণা কুঞ্জিগী সীতা স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা ॥ ১৬৩ ॥

কালী যোজনগন্ধা চ ব্যাসমাতা মহাসতী ।

বাণপুত্রী তুধোঘা চ চিত্রলেখা চ তৎসখী ॥ ১৬৪ ॥

প্রভাবতী ভানুষতী তথা মায়াবতী সতী ।

রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা রামমাতা চ রোহিণী ॥ ১৬৫ ॥

একনন্দা চ দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী ।

বহ্ন্যঃ সত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকৃতেষ্যেব ভারতে ।

যা যাশ্চ আমদেব্যঃ স্ত্যস্তাঃ সর্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ১৬৬ ॥

✓ কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশেষু যোষিতঃ ।

যোষিতামবমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥ ১৬৭ ॥

বৃষভানোঃ পত্নীরাধায়া মাতা ॥ ১৬১—১৬৪ ॥

ভৃগোঃ পরশুরামস্ত। রামো বলরামমুস্ত মাতা ॥ ১৬৫ ॥

কৃষ্ণভগিনী দুর্গা বিদ্যাবাসিনীতার্থঃ । একনন্দা চ সৈব একনন্দা চ কাচিদন্তা বা । এব-
মন্তা অপি কলাঃ সন্তীত্যাহ বহ্ন্য ইতি ॥ ১৬৬ ॥

এবং কলাবতারদেবতাংস্বরূপমুক্তা কলাংশাংশাবতারদেবতাংস্বরূপমাহ প্রতিবিশেষু
যোষিত ইতি । প্রতিজ্ঞোকেষু বাঃ স্ত্রিয়ঃ সন্তি তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৭ ॥

দেবহুতী, দক্ষভার্যা প্রহতি, পিতৃগণের মামনী কন্তা এবং অধিকার জননী মৈনক,
লোপামুদ্রা, সুতী, কুবেরপত্নী, বরুণপত্নী, বলিরাজার পত্নী বিদ্যাবলি, মমরুতী, বশোনা,
দেবকী ॥ ১২৬—১৩০ ॥ গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, সত্যবতী, বৃষভানুপত্নী কুলীনী
রাধাজননী, মন্দোদরী, কৌশল্যা, কৌরবী, হৃতদ্রা, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষণা,
জাম্ববতী, নারজিতি, মিত্রবিন্দা, লক্ষণা, কুঞ্জিগী, স্বয়ংলক্ষ্মী সীতা, কালী, যোজনগন্ধা,
পতিব্রতা ব্যাসজননী, বাণপুত্রী উবা, তাহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, ভানুষতী, সতী
মায়াবতী, পরশুরামের জননী রেণুকা, বলরামজননী রোহিণী, একনন্দা এক শ্রীকৃষ্ণের
ভগিনী সতী দুর্গা প্রহতি অস্তিত্ব বহুতর কামিনীরা প্রকৃতির স্বয়ংবৎসব্যাঃ ॥ ১৬১—১৬৬ ॥

ব্রাহ্মী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী ।

প্রকৃতিঃ পূজিতা যেন কস্তুরকরচন্দনৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

কুমারী চাক্ষুবর্ষা বা মস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।

পূজিতা যেন বিপ্রস্ত প্রকৃতিস্তুত পূজিতা ॥ ১৩৯ ॥

সর্বাঃ প্রকৃতিসন্ত তা উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ১৪০ ॥

স্বাংশাশ্চোত্তমা জ্যোতাঃ স্থীলাশ্চ পতিব্রতাঃ ।

মধ্যমা রজসশ্চাংশান্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৪১ ॥

অধমস্তোগবশ্চাশ্চ স্বকর্ষাতংপরাঃ সদা ।

অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসন্তবাঃ ॥ ১৪২ ॥

দুশ্মুখাঃ কুলহা ধূর্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ ।

পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চান্দ্রসং গণাঃ ।

প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৪৩ ॥

যন্মাং সর্বা অপি দ্বিঃ প্রকৃৎপ্রকৃতাশ্চাত্তাসামবমানে প্রকৃতেবাবমান ইত্যাহ
যৌষিতামবমানে ইতি । পরাভবোহবমানঃ । তাগাং পুত্রেণ প্রকৃতে: পূজা ভবতীত্যাহ
ব্রাহ্মণীতি ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

স্বাংশানাং লক্ষণং পতিব্রতা ইতি । রজোহংশানাং লক্ষণং ভোগ্যা ইতি । বিষয়াসক্তা
ইত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

তাঃ পুঞ্জমানবশ্চাঃ স্ত্রাঃ । কিন্তু ভোগেনেবেত্যাহ অধমস্তোগৈতি । অজ্ঞাতকুলসন্ত-
বাস্তাশ্চাধমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪২—১৪৩ ॥

এতদ্বিঃ গ্রাম্যদেবীরাও প্রকৃতির অংশ । আর প্রতিবর্ষে বাবতীর মহিলা বিনামান
আছেন, তাহারা সকলেই প্রকৃতির অংশ হইতে সন্ত হইরাছেন । অতএব যোগগণের
অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয় ॥ ১৩৭ ॥ পতিপুত্রবতী পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে
বক্ত, অলঙ্কার ও চন্দ্রনাভি দ্বারা পূজা করিলে প্রকৃতিকে পূজা করা হয় । এমন কি
বজ্রালঙ্কার ও চন্দ্রনাভি দ্বারা অষ্টবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারীকে পূজা করিলেও প্রকৃতিদেবী পূজিত
হইয়া থাকেন । উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্তই প্রকৃতিসন্ত ॥ ১৩৮—১৪০ ॥ যে সকল
রমণীরা সমস্তগণের অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারা ই উত্তম স্থীল ও পতিব্রতা, বাহারা
রজোগণের অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারা মধ্যমা এবং ভোগবিষয়ে একান্ত অহরক্ত হইয়া
স্বকর্ষাসামনে তৎপর হইয়া থাকেন । আর বাহারা অযোগগণসমূহ, তাহারা ই অজ্ঞাত
কুলসীল অধম বলিয়া গণিত হইয়া থাকে । তাহাদিগের মত দুশ্মুখ, কুলনাশক দুর্ভ,
হাধীনভাগিণী ও কলহপ্রিয়া আর দ্বিতীয় যেরূপে পাণ্ডুরা দ্বারা । তাহা কামিনীরা
ভোগসৌন্দর্য কুলটা এবং স্বর্গলোকে অসংস্রমদ্বারা হইয়া থাকে । পুংশ্চলীরা প্রকৃতির
অংশ হইতে, কিন্তু তাহারা স্তন্যপায়ক ॥ ১৪১—১৪৩ ॥

এবং নিগদিতং সৰ্বাং প্রকৃতেঃ সৰ্ববর্ণম্ ॥ ১৪৪ ॥

তাঃ সৰ্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্যাং পৃথ্যাক্ষেত্রে চ ভারতে ।

পূজিতা হরথেনাকৌ দুৰ্গা দুৰ্গাভিনাশিনী ॥ ১৪৫ ॥

✓ ততঃ শ্রীরামচন্দ্রেণ রাবণস্ত বধাৰ্হিমা ।

তৎপশ্চাৎসংগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ॥ ১৪৬ ॥

জাতাদৌ দক্ষকন্যা যা নিহত্য দৈত্যদানবান্ ।

ততো দেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞে ভৰ্তৃশ্চ নিন্দয়া ॥ ১৪৭ ॥

জজ্ঞে হিমবতঃ পত্ন্যাং লেভে পশুপতিং পতিম্ ।

গণেশশ্চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্কন্দো বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ ॥ ১৪৮ ॥

বভূবতুস্তৌ তনয়ৌ পশ্চাত্ত্যাশ্চ নারদ ! ।

লক্ষ্মীমঙ্গলভূপেন প্রথমং পরিপূজিতা ।

ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্ভবতামুনিমানবৈঃ ॥ ১৪৯ ॥

এবং ত্রৈবিধ্যোহপি পূজার্থী এবতাঃ । সৰ্বা ইতি ফলভারতমাস্ত সাত্বিকাদিপূজা-
মন্তব্য । অধুনা পঞ্চপ্রকৃতীনাং সৰ্বৈঃ পূজ্যমাহ পূজিতেতি । পৃথ্যাং হরথেনাদৌ
পূজিতা তেন দেবাধিভির্দৈবলোকে নিরন্তরং কৃত্যং পূজ্যামপি ন দোষঃ । হরথো নাম
রাজা ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

দুর্গৈব দক্ষকন্যারূপেণোৎপন্নত্যা হ জাতাদাবিতি ॥ ১৪৭ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি । শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ণাবতারঃ পার্শ্বতাঃ পুত্রো গণেশরূপেণ জাতঃ । স্কন্দস্ত
বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ । বিষ্ণুঃ পশুভ্যো ন তু পূর্ণাবতারঃ ॥ ১৪৮ ॥

মঙ্গলভূপেন মঙ্গলাভিধরাজ্য ॥ ১৪৯ ॥

এইত প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণন করিলাম, অতএব পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে সমুদায় প্রকৃতি
দেবীকে পূজা করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় । পূৰ্বে হরপরাজা দুর্গাভিনাশিনী মূলপ্রকৃতি দুর্গার
পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৪৪—১৪৫ ॥ তাহার পর রামচন্দ্র রাবণবধাকাজ্ঞী হইয়া তাঁহার পূজা
করেন । তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥ উনিই প্রথমে
দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, উনিই দৈত্যকুল ও দানবকুল সংহার করিয়াছিলেন ।
উনিই দক্ষযজ্ঞকালে পতিনিলা প্রবণে স্বীয় দেহ বিসর্জন দিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন ॥ ১৪৭ ॥ উনিই হিমাদয়পত্নী সেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্বার পশুপতিকে
পতিলাভ করিয়াছিলেন । তাহার পর কাশ্মিক ও গণেশনামে পার্শ্বতীর যে পুত্রদ্বয়
সমুৎপন্ন, তন্মধ্যে কাশ্মিক নারায়নের জ্যেষ্ঠ এবং গণেশপতি স্বয়ং রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৪৮ ॥
দেখিবে ! এই দুই পুত্রের পর দুর্গা হইতে যে লক্ষ্মী কেশবের উৎপত্তি হয়, (মঙ্গলভূজ) প্রথমতঃ
তাঁহার পূজা করেন, তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেই তাঁহার

সাবিজী চাষপতিনা প্রথমং পরিপূজিতা ।

তৎপশ্চাদ্ভিষ্ম লোকেষু দেবতাযুনিপূজ্যৈঃ ॥ ১৫০ ॥

আদৌ সরস্বতী দেবী ব্রহ্মণা পরিপূজিতা ।

তৎপশ্চাদ্ভিষ্ম লোকেষু দেবতাযুনিপূজ্যৈঃ ॥ ১৫১ ॥

প্রথমং পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে ।

পৌর্ণমাশ্চাং কার্তিকশ্চ কৃষ্ণেন পরমাজ্ঞনা ॥ ১৫২ ॥

গোপিকাভিষ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিষ্চ বালকৈঃ ।

গবান্ধনৈঃ সুরভ্যা চ তৎপশ্চাদ্ভ্যাজয়া হরৈঃ ॥ ১৫৩ ॥

তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভিঃ পরয়া মুদা ।

পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সदा ॥ ১৫৪ ॥

পৃথিব্যাং প্রথমং দেবী স্ন্যজ্ঞেনৈব পূজিতা ।

শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১৫৫ ॥

ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্ভ্যাজয়া পরমাজ্ঞনঃ ।

পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সদা ॥ ১৫৬ ॥

অশ্বপতিনা রাজ্ঞা । কচিং সাবিজী চ সরস্বত্যা ইতাপি পাঠঃ ॥ ১৫০—১৫৪ ॥

প্রথমং দেবীতি । ভূতলে প্রথমং রাধাদেবী স্ন্যজ্ঞেন রাজ্ঞা পূজিতেত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

উপদিষ্টেন বিধিনেতি শেষঃ ॥ ১৫৬—১৫৮ ॥

পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥ প্রথমতঃ রাজ্ঞা অশ্বপতি সাবিজী দেবীর পূজা করেন, তাহার পর ত্রিভুবনে কি দেবগণ, কি মুনিগণ, সকলেই তাঁহার অর্চনা করিতেছেন ॥ ১৫০ ॥ দেবী সরস্বতী সমুৎপন্ন হইলে সর্বাঙ্গে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার পূজা করেন, তাহার পর কি শ্রেষ্ঠতম মুনিগণ, কি দেবগণ, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥ কার্তিকী পৌর্ণমাসী রজনীতে পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে দেবী রাধার অর্চনা করেন । তাহার পর কৃষ্ণের অন্তর্যতীক্ৰমে সমস্ত গোপ, সমস্ত গোপিকা, সমস্ত বালক বালিকা, গোপিনী সুরভী ও অন্যান্য দেহগণ তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন । এমন কি, সেই অবধি ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনিগণপর্যন্ত একবার তত্ত্বগতভাবে ধূপ দীপাদি বিবিধ উপহারে পরমানন্দে শ্রীরাধার পূজায় প্রযুক্ত হইয়াছেন ॥ ১৫২—১৫৪ ॥ তাহার পর ভগবান্ শঙ্করের উপদেশানুসারে এই পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে প্রথমতঃ (রাজা স্ন্যজ্ঞাই) তাঁহার পূজা করেন । তাহার পর পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় লোকজগতের সর্বত্রই তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে । মুনিগণ তত্ত্বযোগে ধূপ ধূপাদি বিবিধ উপহারে

কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাভ্যশ্চ ভায়তে ॥ ১৫৭ ॥

পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে দুনে ! ।

এবং তে কথিতং সর্বং প্রকৃতিশ্চরিতং শুভম্ ॥ ১৫৮ ॥

যথাগমং লক্ষণক কিং ভূতঃ প্রোক্তুমিচ্ছসি ॥ ১৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে

প্রকৃতিবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

32595

বন্দ্যাদেবং তন্দ্বাদেতা দেবতা নিয়মেন পূজ্যা ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ১৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সর্বদা দেবী রাখার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫৫—১৫৬ ॥ বৎস নারদ ! এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির
অংশ হইতে যে সকল দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ভারতে সে সমস্তই পূজিত হইয়া থাকেন ।
এমন কি, গ্রামে গ্রাম্যদেবী, বনে বনদেবী এবং নগরে নগরদেবীগণের পূজা হইয়া
থাকে । বৎস নারদ ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে সমস্ত প্রকৃতিদেবীর শুভ
চরিত কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি প্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর ॥ ১৫৭—১৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্নক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতি বর্ণন নামক

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

সমাসেন জ্ঞাতং সৰ্বং দেবীনাং চরিতং প্রভো ! ।

বিবোধনার বোধন্ত ব্যাসেন বক্তু মইসি ॥ ১ ॥

স্বকৈরাধ্যা সৃষ্টিবিধৌ কথমাবিৰ্ভূষ হ ।

কথং বা পঞ্চধা ভূতা বদ বেদবিদাশ্রয় ! ॥ ২ ॥

ভূতা যা যাঃশকলয়ঃ যত্র ত্রিগুণয়া ভবে ।

ব্যাসেন তাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাশ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

তাসাং জন্মানুকথনং পূজাধ্যানবিধিঃ বুধ ! ।

স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্যং শৌর্য্যং বর্ষণ মঙ্গলম্ ॥ ৪ ॥

অষ্টাশীতিমহাপদৈঃ পঞ্চপ্রকৃতিসম্বৎ ।

প্রোচ্যতে বিত্তরংগৈব তত্ত্বগুণক সম্বৎ ।

পৃষ্টবতে নারদার সর্কোহপি নবমস্কন্ধোক্তোহর্থঃ সজ্জপেণ ভূতবাতৈক্যগুণতাবর্ণিত-
তমর্থং সামান্তরূপেণ জ্ঞাতং বিশেষাকারেণ জ্ঞাতুং পুনর্নারদঃ পৃচ্ছতি । নারদ উবাচ সমা-
সেনেতি সমাসেন সজ্জপেণ বোধন্ত সামান্তাকারেণ বোধবিষয়ন্ত পূর্কোক্তার্থন্ত বিবোধনাস্ত
ব্যাসেন বিত্তরংগে ॥ ১ ॥

বিশেষার্থবিষয়ং প্রমুং স্বয়মেব করোতি সৃষ্টৈরিতি । সৃষ্টৈবৈতপ্রপঞ্চত কার্যভূত-
তাদ্যাকারগুণরূপা মূলপ্রকৃতিমারাদিক্তিপরাদিশব্দবাচ্যা সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিক্রিয়ায়াঃ প্রথমতঃ
কথমাবিৰ্ভূষোংপরা । পশ্চাচ্চ কথং পঞ্চধা ভূতা পঞ্চপ্রকারেণ দুর্গাদিরূপেণ ভিন্না কথং বা
জাতা তদ্বদৈতার্থঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ ভূতেতি । ভবে সংসারে তত্র ত্রিগুণয়া প্রকৃতেঃশকলয়া বা ভূতা সম্ভূতা শক্তি-
গর্ভাত্মসত্যাদিরূপিত্বাঃ তাসাং চরিতমিতিার্থঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ তাগামিতি । তাগাং জুলতানীনাম্ ॥ ৪ ॥

দেবর্ষি নারদ নারায়ণকে সোধোন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি সংক্ষেপে পঞ্চ
প্রকৃতিদেবীর চরিত বিবর বাহা কীর্তন করিলেন, তনিনাম । আপনি বেদবেত্তাদিগের
প্রশংসা, অতএব কিজালা করি, এই জগৎপ্রসেকের প্রথমেই মূলপ্রকৃতি আদ্যাশক্তির
সৃষ্টি হইল কেন ? কিহুগেই বা তিনি ত্রিগুণরূপিত্ব হইয়া পাদেতাসে বিব্রক্ত হইলেন ?
আত্মপুত্রিক সহস্র অবধ কতিবার বালন্য কবি । অতএব সজ্জতি আপদি ভীহাদিগের
সঙ্গদায়ক অন্তর্যাত্ত, পূজাপ্রকরণ, বাসবিধি, স্তোত্র, কবচ, মহিমা ও প্রস্তাববিবর সমস্ত
বিত্তারিগ্রন্থে কীর্তন করহ ॥ ১-৪ ॥

શ્રીવાત્સાવન ટેવાઈ

নিত্য আত্মা নন্তো নিত্যং কালো নিত্যো দিশো যথা ।

বিশ্বানাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এব চ ॥ ৫ ॥

তদেকদেশো বৈকুণ্ঠে। নব্রভাগানুসারকঃ।

তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মলীলা সনাতনী ॥ ৬ ॥

যথার্থো নাহিকা চক্রে পদ্যে শোভা প্রভা রবো :

शब्दयुक्ता न विद्मः सा तथा प्रकृतिराग्निः ॥ १ ॥

নারায়ণঃ প্রথমঃ প্রকৃতেঃ স্বরূপমাহ নরায়ণ উবাচ নিত্যোতি । নিত্য আত্মা যথা তথা
প্রকৃতি নিত্যতর্যং । আত্মাচ্চিদাত্মাসৌজ্যবঃ । অস্ত্র যৌক্ষপৰ্য্যস্তমবস্থান্নিত্যত্বম্ । ন
স্বজ্ঞানশব্দেন পরমাত্মা উক্ত গ্রহণে তন্মি ন পরমাত্মনি ত্রিকালাব্যাহাররূপনিত্যত্বস্ত সূক্ষ্ম-
ত্বদেব নিত্যত্বং মায়ারায়ং বোধিতং ভবেৎ তচ্চ মায়ারায়ং ন সম্ভবতি । অসম্ভবরূপতমতম-
মমায়মিতি তাপনীয়শ্রুত্যা যৌক্ষপদশায়ং মায়ারায়ানাশাভাপগমাৎ তন্মাজ্জীব এবাশ্রয়শব্দেন
গ্রাহ্যঃ । তদগ্রহণে তস্ত্র যৌক্ষপৰ্য্যস্তমবস্থানামায়ায় যাস্ত্র যৌক্ষপৰ্য্যস্তমবস্থানানুভবো-
সমানযোগক্ষেমং নিত্যত্বং সিধ্যতীতি নভঃ 'কালদিশাদীনামপি প্রাকৃততপ্রশ্লগপৰ্য্যস্তমব-
স্থান্নিত্যত্বমাপেক্ষিকমেব বোদ্ধব্যম্ । বিখ্যানাং ভূরদিলোকানানাং গোলকং ব্রহ্মাণ্ড-
মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তদেবদেশ ইতি । তদেবদেশো গোলোকৈবদেশঃ । নম্রভাগাসারকো গোলোকাৎ
নম্রদেশে স্থিতো বৈকুণ্ঠ ইত্যর্থঃ । পরমার্থতো নিত্যস্ত পরমায়ৈব । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম
নেহ নানান্তি কিঞ্জনৈত্যাदि श्रुतेः ॥ ६ ॥

নম্র সা' প্রকৃতি: সাধ্যাশাস্ত্রোক্তপ্রধানবদ্যন্তনো ভিন্না স্বতন্ত্রা বাস্তি কিং তত্রাহ
যথাম্বে দাহিকেন্দি। যথা বহৌ দাহিকাশক্তি: শখ্মিরন্তরং যুক্তা নংযুক্তৈব বহিনা ন
ভিন্না বহু: কদাপি। যথা বা চত্রে পথে চ শোভা নিত্যং সমবেতৈব ন ভিন্না। যথা বা
রবো প্রভা তদভিন্নৈব ন ভিন্না কদাচিদপি। তথৈবেয়ং শক্তি: পরমাশ্মনি তদভেদেনৈব
তিষ্ঠতি। শক্তে: শক্ত্যবাস্তিরেকোদর্শনাং। তথাচ স্বোক্তস্বতন্ত্রকৃতি:। পরাত শক্তিবিব-
ধৈব প্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি। তদ্ব্যপ্য শক্তিশ্চ শক্তিমজ্ঞপাধ্যতিরেকং ন
বাহুতি। তাদাশ্মানময়োর্নিত্যং বহিদাহিকগোরিবাতি। তন্মাত্র ভিন্না স্বভা স্বতন্ত্রা। 'কিন্ত
চেতনাস্থিতিত। 'চেতনৈব ভবভীতি ভাব:। তদ্বুক্তম্। চিহ্নাব্যবেশত: শক্তিশ্চেতনৈব
বিভাতি সেতি স্মৃতসংহিতায়াম্ ॥ ৭ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দৈবর্ষে! আত্মা, নভোমণ্ডল, কাল, বশদিক্, বিশ্বমৌলিক, কোলোক এবং তদপেকা নিরভাগহিত বৈকুণ্ঠধাম যেমন নিতাপদার্থ, পরমব্রহ্মের ষায়া-
 ক্ষণিশী মূলপ্রকৃতিও সেইরূপ নিতাপদার্থ ॥ ৩৬—৩৭ অগ্নি ও বাহিকার্শিক, চক্স ও ব্রহ্মণীরতা।
 সত্ত্ব ও শোভা, রবি ও প্রভা যেমন অভিন্নভাবে নিরত পরস্পর পরস্পরে মঙ্গল সুহিরাহে,
 আত্মা ও প্রকৃতিও সেইরূপ অভিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরে দ্বিতিকৃতমিহাও ঐক্যে যেমন

বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্তৃমক্ষমঃ ।

বিনা মৃদা ঘটং কর্তৃং কুম্বানোহি নহীশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

নহি ক্ষমন্তথাত্মা চ সৃষ্টিং প্রকৃত্য তস্মাৎ বিনা ।

সর্বশক্তিস্বরূপা সা যস্মা চ শক্তিমান্ সদা ॥ ৯ ॥

ঐশ্বর্য্যবচনঃ শশ্চ ক্তিঃ পরাক্রম এব চ ।

তৎস্বরূপা তয়োর্দ্বিতী সা শক্তিঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

জ্ঞানং সমৃদ্ধিঃ সম্পত্তির্যশশ্চৈব বলং ভগঃ ।

তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা ॥ ১১ ॥

যস্মা যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে ।

স চ স্বেচ্ছাময়োদেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥

নহু সা শক্তির্বাদি পরমাত্মনো ন ভিন্না কিন্তু তদভিন্না তদা পরমাত্মৈব জগৎ করোতু
কিমর্থং শক্তিস্তদেতি চেত্তদাহ বিনা স্বর্ণমিতি ॥ ৮ ॥

নহি ক্ষম ইতি । শক্তিরহিতস্ত নিগুণস্ত নিরীকারস্ত নিরবয়বস্তাত্মনো ন জগৎকর্তৃত্ব-
মুপপদ্যতে । তস্মাৎ সর্বজননকর্তৃসাপেক্ষিতৈবতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শক্তিশব্দস্ত নিরুচনমাহ ঐশ্বর্য্যেতি । শব্দো মঙ্গলবাচকত্বাদৈশ্বর্য্যবচনঃ । কৃতিশব্দস্ত
পুৰোদারাদিষ্মাদৃকারলোপে ক্তিশব্দঃ পরাক্রমবাচকঃ । শযুক্তাক্তির্ভূতামিতি ব্যুৎপত্ত্যা শক্তি-
শব্দঃ প্রকৃতিরাক্রমঃ । পুৰোদারাদিষ্মাদৃযুক্তপদলোপঃ । তৎফলিতমাহ তৎস্বরূপেতি ॥ ১০ ॥

ভগবতীপদব্যুৎপত্তিমাহ জ্ঞানমিতি । জ্ঞানাদিবলান্তানাং পদার্থানাং বাচকো ভগশব্দঃ
তেন কারণেন শক্তির্ভগবতীপদেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । ভগানি সন্ত্যস্তামিতি ব্যুৎপত্তেঃ । নহু
ভগানি পরাশক্তেভির্জ্ঞানি কস্মাদাগতানি তত্রাহ ভগরূপা চ সতি । ভগান্তপি তস্তা এব
বিকারা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নহু তর্হি পরমাত্মা কথং ভগবচ্ছেনোচ্যতে ইতি চেত্তাদৃশভগবতীশক্তিযোগাদেব-
ত্যাহ যস্মা যুক্ত ইতি । তস্তা গুণা এব পরমাত্মনো গুণা ভবন্তি পরম্পরাধারাদিত্যর্থঃ ।
ইখং পরাশক্তিং বর্ণয়িত্বা তদবচ্ছিন্নং চৈতন্তরূপং পরমাত্মানং বর্ণয়তি স চ স্বেচ্ছাময় ইতি ।
প্রকৃতেরিচ্ছৈবৈতত্ত্বেচ্ছা ন ভিন্নেতি । প্রকৃতীচ্ছ্যৈব স্বেচ্ছাময় ইত্যুচ্যতে । অয়ঞ্চ পরমাত্মা
নিরাকারঃ সাকারশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল এবং কুম্বকার মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট সম্পাদন করিতে সক্ষম
নহে ॥ ৮ ॥ তদ্রূপ আত্মা সর্বশক্তিস্বরূপা প্রকৃতি ভিন্ন কোন কার্য্যই নিম্পন্ন করিতে
সক্ষম নহেন । বলতঃ আত্মা, প্রকৃতি সাহায্যেই সর্বশক্তিমান ॥ ৯ ॥ 'শ' ঐশ্বর্য্যবাচক
এব 'ক্তি' পরাক্রমবাচক, সুতরাং ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমস্বরূপা এবং ঐ উভয়ের রাজী বলিয়া
মূলপ্রকৃতি শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভগ শব্দ জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, বল ও
বল বাচক, সুতরাং ইহা প্রকৃতির ঐ সকল জ্ঞানাদি শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া
উহাকে ভগবতী বলিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ আত্মা সূক্ত শক্তিরূপা ভগবতীর সহিত সম্বি-
লিত রহিয়াছেন বলিয়া ভগবান নামে অভিহিত হইয়াছেন । ভগবান বয়ং স্বেচ্ছাময়

তেজোরূপং নিরাকারং ব্যায়ত্বে যোগিনঃ সদা ।

বদন্তি চ পরং ব্রহ্ম পরমানন্দমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥

অদৃশং সর্বত্রৈক্যং সর্বত্র সর্বকারিণম্ ।

সর্বদং সর্বরূপং ত্বং বৈষ্ণবাত্মন মনতে ॥ ১৪ ॥

বদন্তি চৈব তে কস্ত তেজস্তেজস্বিনা বিনা ।

তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্ম তেজস্বিনং পরম্ ॥ ১৫ ॥

স্বচ্ছাময়ং সর্বরূপং সর্বকারিণকারিণম্ ।

অতীবিস্ময়ং রূপং বিজ্ঞাতং হৃদনোহিরম্ ॥ ১৬ ॥

কিশোরবয়সং শান্তং সর্বকান্তং পরাংপরম্ ।

নবীননীরদাভাসধাত্মকং শ্যামবিগ্রহম্ ॥ ১৭ ॥

শরমধ্যাক্ষপমৌঘশোভামোচনলোচনম্ ।

মুক্তাছবিবিনিম্ভ্যকদন্তপংক্তিমনোরমম্ ॥ ১৮ ॥

নিরাকাররূপং বর্ণয়তি তেজোরূপমিতি । চিত্ররূপং স্বপ্রকাশং তেজোরূপমিত্যর্থঃ । ইদমেব পরং ব্রহ্মেতি বদন্তি ॥ ১৩ ॥

ইখং নিরাকারং পরমানন্দরূপং যোগিনো জ্ঞানিনো বেদান্তান্চ যদ্যপি বদন্তি তথাপি তজ্রূপং বৈষ্ণবাঃ স্থলমূর্ত্যতিমানিনো ন মনতে ইত্যুক্তিপূর্বকমাহ বৈষ্ণবাত্মন মনত ইতি ॥ ১৪ ॥

তে কিং বদন্তি তজ্জাহ বদন্তীতি । ভবন্তির্বৈষ্ণবঃ স্বীকিয়তে তত্তেজস্তেজস্বিনা বিনা কস্ত সম্ভবেৎ ন কতাপি । নহি চিত্তিকাপ্রভাঙ্গীনি চিত্তস্বৰূপাদ্যভ্রয়রহিতানি কচিৎপলভান্তে ততোহন্তথাহুপপত্ত্যা কাচন নিত্য সাবয়বা মূর্তিঃ স্বীকর্তব্যোতি তে বদন্তীত্যর্থঃ । কীদৃশী মূর্তিঃ স্বীকর্তব্যোতি তাং দর্শয়তি তেজোমণ্ডলমিতি ॥ ১৫—১৬ ॥

কিশোরো বালঃ ॥ ১৭ ॥

শোভায়া মোচনে নাশনে লোচনে বস্ত । মুক্তাছবির্কিনিক্যা বরা এতাদৃশী বা একা বিরলা মধ্যে ব্যবধানরহিতা দন্তপক্তিস্তয়া মনোরমম্ ॥ ১৮—১৯ ॥

দেব ; এই নিমিত্ত উনি কখন স্বাকার, কখনবা নিরাকার ॥ ১২ ॥ যোগিগণ নিমিত্ত ঐ নিরাকার ভগবানের তেজোরূপিত্তি তাঁরনা এবং তাঁহাকেই পরমানন্দরূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ বহিঃ(তিনি অদৃশ, সর্বত্রোপী, সর্বত্র, সর্বকার, সর্বরূপ ও সর্বরূপী) কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না ॥ ১৪ ॥ তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তেজস্বিত্তি 'চিত্ররূপে' তেজের উৎপত্তি হইবে ? সুতরাং তিনি স্রোতস্বিত্তির মধ্যভাগে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই তেজস্বী পুরুষ, তিনিই পরাংপর ॥ ১৫ ॥ তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্বরূপী এবং তিনিই সন্তোষকারের কারণ, তাঁহার রূপ অতি মনোহর ॥ ১৬ ॥ তিনি বয়সে কিশোর, তাঁহার মুক্তি অতি শান্ত ও মঙ্গলের স্বরূপী । তিনি পরমেশ্বর, তাঁহার শ্রমিক নবকলধরই তাঁর আত্মপদ ॥ ১৭ ॥

ময়ূরপিচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমধিতম্ ॥
 জনসং সন্নিহিতং কান্তং তত্পদং প্রাহকারণম্ ॥ ১৯ ॥
 জলদগ্নিরিণ্ডকৈকপীতাং শুকহশোভিতম্ ।
 দ্বিভূজং মুরঙ্গীহন্তং রত্নকুঙ্গকুণ্ডলিতম্ ॥ ২০ ॥
 সর্বাধারক সর্বেশং সর্বশক্তিযুতং বিভূম্ ।
 সর্বেশ্বর্য্যপ্রদং সর্বং স্বতন্ত্রং সর্বমঙ্গলম্ ॥ ২১ ॥
 পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধেশং সিদ্ধিকারকম্ ।
 ধ্যায়ন্তে রৈক্ষবাঃ শশ্বদেবদেবং জনাতনম্ ॥ ২২ ॥
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিশোকভীতিহরং পরম্ ।
 ব্রহ্মণো বরসা যন্ত নিমেষ উপচর্য্যতে ॥ ২৩ ॥
 স চাত্মা স পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।
 কৃষিত্তন্তুজিহ্বচনো নশ্চ তদাস্তবাচকঃ ॥ ২৪ ॥

• নিমেষো নেত্রমীলনম্ ॥ ২৩ ॥ •

কৃষ্ণপদং নির্মুক্তি কৃষিত্তন্তুজিহ্বাতি । কৃষধাতোর্বজনবাচকাত্মাবে কিপ্প্রত্যয়ে কৃষ্ণশব্দো
 নিষ্পদঃ সঃ তন্তুজিহ্বচনঃ কৃষ্ণভক্তিবাচক ইত্যর্থঃ । গমধাতোরপি প্রহস্ববাচকাত্মাবে ভপ্র-
 ত্যয়ে কৃষ্ণদাত্তবাচকো ন শব্দঃ । তথাচ কুট্ট নঞ্চ কৃষ্ণে তে দাত্ত্বেন বর্ত্তেতে যন্মিত্য-
 থেহর্শ আদ্যচ্ প্ৰবোধরাধিভ্যাং বকারশ্রবণম্ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার নরনবুগল যথাক্ পঙ্কজ-নিচয়ের শোভাকে তিরস্কৃত করিয়াছে, তাঁহার দন্তপংক্তি
 দর্শনে মুক্তাপংক্তিও লজ্জিত হয় ॥ ১৮ ॥ তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, গলদেশে মালতীমাল্য,
 নাসিকা অতি মনোহর, আভদেশে হাত সতত বিরাজমান । তত্পদের অতি মনোহর
 করিতে তাঁহার কুলা আর দ্বিতীয় নাই ॥ ১৯ ॥ পরিধান শীতাহর, যেন প্রজ্বলিত অনলের
 জ্বালায় জ্বলি ধারণ করিয়াছে, আভ্রাঙ্গলবিত হই স্বত্তে মুরঙ্গী বিরাজমান এবং সর্বাঙ্গ
 রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ॥ ২০ ॥ তিনি জগতের একমাত্র আধার, সকলের প্রভু ও সর্বশক্তি-
 মান বিভূ । তিনি সকলকে সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও স্বতন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি
 কাহারও স্বধীন নহেন ॥ ২১ ॥ তাঁহারে কল্পকুণ্ডল দেখে স্নানও নাই । তিনি পরম সিদ্ধ
 পুরুষ ও সবল সিদ্ধপুরুষের প্রদান, সকলকেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ
 নিরন্তর সেই সনাতন দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ তাঁহার প্রসাদে
 লোকের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়ের দেশমাত্রও থাকে না । তাঁহার এক
 নিমেষ ব্রহ্মার রসঃপরিমাণ ॥ ২৩ ॥ সেই পরমাত্মা, সেই পরব্রহ্ম, কৃষ্ণরূপে অভিহিত হইয়া
 থাকেন । ‘কৃষ্ণ’ শব্দ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবাচক এবং ‘ন’ তাঁহার দাত্ত্ববাচক ॥ ২৪ ॥ স্তবরাং

ভক্তিদাস্তপ্রদাতা যঃ স চ কৃষ্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ।

কৃষিচ সর্ববচনো নকারো বীজমেব চ ॥ ২৫ ॥

স কৃষ্ণঃ সর্বঅক্ষৌদ্রো সিস্কস্নেহএব চ ।

স্বচ্যুসুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

তৎকলিতমাহ ভক্তিদাস্তেতি । ব্যুৎপত্তান্তরমাহ কৃষিচেতি । কৃষাতে আকৃষ্যতে কারণাদ্ব্যুৎপত্তিকালে ইতি কুট সর্গঃ জগৎ । কৃষিঃ কিং বাহুল্যক্যং । গীঞপ্রাপণে ইত্যন্ত্যং উপ্রত্যয়েন যতিকাৰ্য্যাত্মতাং প্রাপয়তি স নো বীজঃ কারণমিত্যর্থঃ । কৃষঃ সর্ককাৰ্য্যাপ্রণকন্ত নঃ বীজমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ফলিতমাহ । স কৃষ্ণ ইতি । স কৃষ্ণ ইত্যজ্যীয়ত ইতি শেষঃ । এতাবৎপর্য্যন্তং বৈষ্ণবং মতমুপপাদিতম্ । তত্রাবৈষ্ণবাস্তম্ মমত ইত্যনেন বোধিতম্ । কুট্যেবমততিরস্বারো দশিতঃ । তত্র যুক্তিষিখম্ । ন হ্যম্মাভিচ্ছিন্ন্যাত্তেজোবদ্বন্দ্বতেজঃ স্বীক্ৰিয়তে যেন তদাশ্রয়স্তা-
কাঙ্ক্ষা হ্যাত্ । কিন্তু তদ্ব্যাত্তেজঃ সদৃশং স্বরং প্রকাশং জ্ঞানরূপমেব তেজঃ পদেনোচ্যতে নহি তত্ত সর্কসাধারস্তাধারাপেক্ষান্তি । অবনব্বাপস্তেঃ কদ্বিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ যে মহিম্বীতি শ্রুত্যা চ নিরাধারস্তেবাজ্ঞানঃ প্রতিপাদনাৎ । কিঞ্চ যা মুক্তিঃ সাবয়বা ভবত্তি স্বীক্ৰিয়তে তত্তা-
নিত্যত্বং ন হ্যাত্ যদ্যৎ সাবয়বং তত্তত্ত্বস্বরমিতি ব্যাপ্তেঃ । কিঞ্চ যা ভবতামভিমতা মুক্তি সা কিং পাক্ভৌতিকী বা তদ্রহিতা বা । যদি পাক্ভৌতিকী তদানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । যদি তদ্রহিতা তর্হি তত্তাদ্ভূতভাবঃ হ্যাত্ । তথাচ তত্তাঃ সবে প্রমাণাভাবঃ । ন চ বেদ এব কৃষ্ণমূর্তে-
ব্রুজ্ঞতপ্রতিপাদকঃ প্রমাণমিতি চেন্ন । কৃষ্ণমূর্ত্যন্তর্গতব্রুজ্ঞরূপপ্রতিপাদকত্বেনাপি বেদ-
বাক্যস্ত বিষয়লাভেন চারিতার্থ্যত্ । অতএব সর্গঃ খবিদং ব্রুজ্ঞেতি সামান্যাদিকরণ্যপ্রতি-
পাদকশ্রুতিশ্চরিতার্থা । কিঞ্চ ভবত্তিঃ কৃষ্ণমূর্তিপ্রতিপাদকা যা শ্রুতিক্র্যতে সা কিমুপাসনা-
কাণ্ডস্থা বা জ্ঞানকাণ্ডস্থা । যদ্যুপাসনাকাণ্ডস্থা তর্হি সর্কশ্রুতীনাংমুপক্ৰমোপসংহারাদিষড়্-
বিধতাৎপর্য্যনির্দেশনারৈতে ব্রুজ্ঞি সমম্বয়ান্নিগুণব্রুজ্ঞপ্রতিপাদকশ্রুতিভ্যো হুপাসনাকাণ্ডস্থ-
শ্রুতীনাং দূর্বগতান্নমূর্ত্যন্তর্গতব্রুজ্ঞবর্ণনপ্রতিপাদনেনাপি তাঙ্গং শ্রুতীনাং সার্থকাচ্চ ন তদ্ব-
ক্তার্থে প্রামাণ্যম্ । যদি জ্ঞানকাণ্ডস্থা তদপি ন সম্ভবতি মহি জ্ঞানকাণ্ডে ব্রুজ্ঞরূপং নিগুণং
বিহায় কচিদপি সত্ত্বং রূপং সাবয়বং পরিচ্ছিন্নং প্রতিপাদিতমন্তি । তন্মাত্মলপ্রকৃত-
হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিহারা পঞ্চমহাভূতস্ট্যন্তরং পঞ্চমহাভূতাংশমাদার হিরণ্যগর্ভরূপা ভগবতী
নানারূপাণি ধারয়ামাসেত্যেব সর্কশ্রুতিসিদ্ধান্তঃ । তদ্বক্তং নুসিংহতাপনীয়েহন্তিমং খণ্ডে ।
উপদ্রষ্টাহুমন্তেব আত্মা সিংহশ্চক্রপ এবাবিকারো হুপলকাসর্কত্র নহতি বৈতদিদ্বিরাষ্ট্রাব
দিক্কো দ্বিতীয়ে মায়ায় হুতদিব স বা এব আত্মাপর এতৈব সর্কং তথাহি প্রোক্তে সৈবা বিদ্যা
জগৎসর্কমাআপরমাত্মেব স্বপ্রকাশোহুপাবিষয়জ্ঞানস্বাজ্ঞানয়েব হুত্র ন বিজ্ঞানাত্যভূত-
শ্চায়া চ তমোরূপাহুভূতেরিত্যাদি । এবমেবৈবা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি ক্ষেত্রানি দর্শয়িত্বা
জীবেশাবাদাসেন কয়োতি মায়াচাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি সৈবা চিত্তা হুদ্রা বহুব্রাহ্মণ-
ভিন্নাহুরেবপি গুণভিন্না সর্কত্র ব্রুজ্ঞবিশুব্রুপিণী চৈতন্ত্রনীশা তন্মাদাত্মন এব ত্রৈবিধ্যং
সর্কত্র বোদিত্বম্যভিমন্তা জীবো নিরন্তেষ্বরঃ । সর্কাহমানী হিরণ্যগর্ভস্ত্রিরূপ ঈশ্বরবৎ ব্যক্ত-
চৈতন্ত্রঃ সর্কগো হেব ঈশ্বরঃ । ক্রিয়াজ্ঞানাত্মা সর্কঃ সর্কময়ঃ সর্ক জীবাঃ সর্কময়াঃ সর্কা-
বহুত্ব তণাপ্যনাঃ স বা এব তৃতানীশ্রিয়াণি বিরাজঃ দেবতাঃ কোশাংচ স্টা এবিত্তা-

বিনি ভক্তি ও দাস্তের প্রদাতা, তিনিই কৃষ্ণ । প্রকারান্তরে 'কৃষি' শব্দের অর্থ সঞ্জন এবং 'স' শব্দের অর্থ বীজ ॥ ২৫ ॥ সুতরাং বিনি সকলের বীজ অর্থাৎ সকলের স্রষ্টা, তিনিই

স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছায় চ দ্বিধাক্রপো বভূব হ।

ত্রীকরপো বামভাগাংশে দক্ষিণাংশঃ পূমান্ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥

মূঢ়ো মূঢ় ইব বাহরস্মান্তে মায়ৈব তন্মাদিষয় এবাস্মেতি। নহু তর্হি প্রথমাধারে স্বেচ্ছাময়-
স্বেচ্ছয়া চ ত্রীকরপ্ত সিন্ধুকরা। সাবিবর্ত্ত্বব সর্বসা মূলপ্রকৃতিবীজরীতি বাক্যে ত্রীকরপ্তেচ্ছ-
য়েতি কথমুক্তম্। পরমাশ্রয় ইচ্ছয়েতি বক্তব্যমিতি চেচ্ছু। কৃষ্ণকোহি যোগরূঢ়া
গোলোকবাসিনেবতারাঃ রূঢ়ঃ। কেবলযোগার্থমাদায় তু পরমাশ্রয় প্রযুক্তঃ। এবমেব
সর্বেইপি শব্দা যোগরূঢ়া তত্ত্ববিশেষবস্তুার্থবাচকা অপি যোগার্থমাদায় সর্বে ব্রহ্মবাচকা
অপি ভবন্তীতি ন দোষঃ। নহু তর্হি সাম্যাবস্থামারোপাদিকসর্বকারণব্রহ্মণঃ কিং মুখ্যং
যোগরূঢ়ং নামেতি চেচ্ছ্যতে। কেবলব্রহ্মণো নিগুণব্রহ্মপ্রতিপাদকশ্রুতিষু সত্যং জ্ঞান-
মনস্তঃ ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যেবু প্রতাপাদিত্তানি সত্যং, জ্ঞানমিত্যাদীনানি নামানি মুখ্যানি তদ-
ভিরিক্তনামানি শিববিক্তব্রহ্মেত্যাদীনানি যোগিকানি তেবাং তত্ত্বদৃশোপাধিচৈতন্তে রূঢ়-
নৈকত্রকশৃণ্ডশক্ত্যানির্বাহেহু শক্তিকল্পনে প্রমাণাভাবান্গোরবাচ। তদৃশব্রহ্মণোপাধিষু
শিববিক্তাদিনারাং শক্তিত্ব মৈজারগীযশ্রুতাবতিহিতা। বোহুত্ব বা বাস্ত সাধিকোহংশঃ স
বিক্তবোহুত্ব বা বাস্ত তামসোহংশঃ স যোহুয়ং রূঢ় ইত্যাদিবাক্যেঃ। কৃষ্ণাদিশব্দান্ত
রূঢ়া বিকৃতবস্ত্রৈব বাচকাঃ। তত্ত্বরূপনিবৎ তথৈব প্রতাপাদনাং। সগুণশবলকারণব্রহ্মণঃ
সাম্যাবস্থামারোপেইষ্ট তু মুখ্যঃ শব্দা মায়াক্তিকপ্রকৃতিপরা ভগবতী দেবীত্যাদয়ঃ। যথা
গজাদিশরীরে ইষ্টিত্ব চৈতন্ত গজাদিসংজ্ঞা মুখ্যান্তবৎ। তদৃশং খেতান্ততরে। দেবাস-
শক্তিং স্বগুণৈনিগুণামিতি। আশ্রয়ঃ শক্তিমিত্যর্থঃ। স্মৃতসংহিতারাং সৌরসংহিতারাং
কুর্নুপুণে চ। চিত্রাত্মপ্রথমায়ারাঃ শক্ত্যকারে বিজ্ঞানমাঃ। অহুপ্রতিষ্ঠা বা সন্নিহিত-
করা স্বয়ং প্রভা। সা শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবরীতি। তন্মাং কারণব্রহ্মণোহপি
মায়াক্ত্যাদিসংজ্ঞা এব মুখ্যঃ ব্রহ্মবিক্তাদিসংজ্ঞাস্ত গোণাঃ। তত্ত্বদৃশোপাধিষু তেবাং
শক্তেঃ কৃষ্ণপ্তেহনাত্ত্ব শক্তিকল্পনে প্রমাণাভাবান্গোরবাচ। তন্মাং কারণব্রহ্মণোপাসকেন
মায়াক্তিপরা মূলপ্রকৃতিভগবতী দেবীত্যাদিমুখ্যশব্দৈরেব কারণঃ ব্রহ্মোপাত্তম্ নহু ব্রহ্ম-
বিক্তাদিশব্দৈরিত্যেব ভবত্বম্। অতএব কারণব্রহ্মণঃ শক্তিতত্ত্বমিতি সংজ্ঞা শৈবসিদ্ধান্তে
প্রসিদ্ধা শাক্তদর্শনে চেতালমপ্রসক্তাহুপ্রসক্তা। বস্ততস্ত পূর্ষত্র পরমাশ্রয় ইচ্ছয়েত্যেব
পূর্ববচনার্থঃ। ত্রীকরপ্তেতাত্ত সিন্ধুকরেত্যেনাবয় ইতি পূর্বে ব্যাখ্যাতং তদা ন কোহপি
দোষঃ। ইথং বৈকবমতমরূঢ়া বিনিম্ব্যাখিষ্টাত্তদেবীনাং দেবানাঞ্চ সাকারমূর্ত্তীনাং নিরা-
কারব্রহ্মণো মায়াবিশিষ্টাহুপত্তিমাং সর্বঐষ্টানাবিতি। আদৌ প্রথমং সর্বঐষ্টা মায়াক্তবলঃ
পরমেশ্বরেইপকীকৃতভূতাত্ত্বকহিরণ্যগর্ভোপত্তিবারা পঞ্চমহাত্তাত্ত্বকব্রহ্মোপোৎপত্তানন্তর-
মিত্যর্থবোধ্যম্। সিন্ধুকন সৃষ্টানাং পদার্থানামখিষ্টাত্তদেবতাঃ ঐষ্টমিচ্ছন পরমাশ্রয়নোহংশ
ইব তস্মিন্ বিদ্যমানেন কালেন প্রেরিতঃ সন ॥ ২৬ ॥

স্বেচ্ছাময়ো বতো ভবতি ততো হেতোঃ স্বেচ্ছয়া শক্ত্যাচ্ছিন্নারীষররূপেণ দ্বিধা বভূবে-
ত্যর্থঃ। তত্র স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়েতি পদধয়েন দ্বিধা ভবনং প্রকৃতেরেব কার্যম্। তৎপ্রকৃতেঃ
কার্যমায়াক্তারোপেণ ভাসত ইত্যুক্তং ভবতি। তথা চার্ছিন্নারীষররূপেণ মূলপ্রকৃতিরেব
পুণিগাম প্রোষ্টা ইত্যর্থঃ। সা চ প্রকৃতিচৈতন্তরহিতা নৈব তিষ্ঠতীতি তদখিষ্টানং বিবর্ত্ত-
কারণং সর্বজ্ঞায়িকরূপে ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ। যখন সর্বপ্রথমে তিনি এই বিষয়ের সৃষ্টি করিতে বাসনা করেন, তখন একমাত্র
ত্রীকরপ্তির আর কেহই বিদ্যমান ছিল না, পরিশেষে সেই প্রভুই কামপ্রেরিত হইয়া অংশে
সৃষ্টিকার্যে উদ্যোগী হন ॥ ২৬ ॥ পরে সেই স্বেচ্ছাময় বীর ইচ্ছাহুসারে দ্বিধা রিক্ত হইলে

তাং দদর্শ মহাকানী কামাধারাঃ শনাতনঃ ।
 অতীবকমনীয়াঃ চারুপঙ্কজমলিতাঃ ॥ ২৮ ॥
 চন্দ্রবিম্ববিনিম্যৈকনিতমযুগলাঃ পরাম্ ।
 সুচারুপদলীলভূমিস্থিতশ্রোণিসুন্দরীম্ ॥ ২৯ ॥
 শ্রীযুক্ত শ্রীফলাকারস্তনযুগ্মমনোরমাম্ ।
 পুষ্পজুষ্ঠাং সুবলিতাং মধ্যকীপাং মনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥
 অতীবসুন্দরীং শাস্ত্রাং সন্নিতাং বক্রলোচনাম্ ।
 বহিঃশৃঙ্গাং শুকাধারাং রত্নভূষণম্বিতাম্ ॥ ৩১ ॥
 শঙ্খচক্ৰকোরাভ্যাং পিষতীং সততং মুদা ।
 কৃষ্ণাং মুখচন্দ্রাং চন্দ্রকোটিবিনিম্বিতাম্ ॥ ৩২ ॥
 কস্তুরীবিম্বুনা সার্কমধশ্চন্দনবিম্বুনা ।
 সমং সিন্দূরবিম্বুঞ্চ ভালমাধ্যে চ বিপ্রতীম্ ॥ ৩৩ ॥
 বক্রিমং কবরীভারং মালতীমালাভূষিতম্ ।
 রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকানুর্কীম্ ॥ ৩৪ ॥

উৎপত্ত্যানন্তরং বৃত্তমাহ তাং দদর্শতি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রবিম্বং বিনিম্যং যন্ত তাদৃশমেকং মিলিতং নিতমযুগলং যভাঃ । কদলীভূজো
 মলিতো বরা তয়া শ্রোণা লক্ষণা শ্রোণ্যপোভাগেন সুন্দরী ॥ ২৯ ॥

শ্রীকলং বিষকলম্ । মৌলৌ পুষ্পজুষ্ঠাং দেবিতাম্ ॥ ৩০ ॥

বক্রলোচনাং কটাকবতীম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

কস্তুরীবিম্বুনেতি । সীমন্তসন্নিধৌ সিন্দূরবিম্বুস্তদধঃ কামীরচন্দনবিম্বুস্তদধঃ কস্তুরীতি
 মিলিতোৎসর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

বক্রিমং কুটিলম্ । কবরী কেশসন্নিবেশঃ ॥ ৩৪ ॥

তাহার বামভাগ দ্বী এবং দক্ষিণাংশ পুরুষরূপে পরিগত হয় ॥ ২৭ ॥ তখন সেই লম্বাভন
 হাকরাই, স্নায়ের, একমাত্র আধার লোচনলোভনীরা সুচারুপঙ্কজমিতা বাবলসমুদ্র
 বদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ২৮ ॥

ঐ কামিনীর নিতমযুগল চন্দ্রমণ্ডলকে তিরঙ্কৃত করিয়াছে, তাহার উরুযুগল বর্ণন
 করিলে কদলী ভক্ত ভক্তিত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥ তাহার স্তনবদে সুচারু শ্রীমলযুগলের আভি
 রাহে, কবরীরবদে পুষ্প বকল নিভৃত, মধ্যদেশে অতি কীর্ণ, দেখিতে অতি মনোহর ॥ ৩০ ॥
 দণ্ডব সুন্দরী, নৃত্তি অতি প্রশান্ত, আভরণে হাত সংলগ্নই রহিয়াছে, দুই অঙ্গাঙ্কে সংলগ্ন,
 স্নিগ্ধাঙ্গ অনল বিকৃত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, সর্বাঙ্গ সুসমর সুরবে বিভূষিত ॥ ৩১ ॥

তাহারও সননচকোর আনবে নিরন্তর শ্রীকেশের কোটিটুকুরিনিমিত্ত মুখচক্রে পান
 করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ তাহার ললাটে সিন্দূর বিম্বু, তদুপরি চন্দন বিম্বু এবং তাহার উপর

কোটি চন্দ্রপ্রভাসু পুণ্ড্রোদয়গণিতম্ ।
 গমনেন রাজহংসগজসর্পমিনাশিনীম্ ॥ ৩৫ ॥
 দৃষ্টা তাং তু তরা সার্কঃ রাশেন্দো রাশমণ্ডলে ।
 রাশেন্দোরাশেবু রসিকো রাগক্রীড়াং চকার হ ॥ ৩৬ ॥
 নানাশ্রকারশৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারো বৃষ্টিমানিব ।
 চকার হৃৎসঙ্কোপং বাধবৈ ব্রহ্মণোদিনম্ ॥ ৩৭ ॥
 ততঃ স চ পরিপ্রান্তস্ততা যোনৌ জগৎপিতা ।
 চকার বীৰ্য্যাধানঞ্চ ন্তিত্যানন্দে শুভকর্ণে ॥ ৩৮ ॥
 গাত্রতো বোধিতস্ততাঃ সুরতাস্তে চ সুরত ! ।
 নিঃসার অমজলং প্রান্তার্যাস্তেজসা হরেঃ ॥ ৩৯ ॥
 মহাক্রমগন্ধিকায়ী মিঃখাসচ্চ বভূব হ ।
 তদা বত্রে অমজলং তৎসর্বং বিশ্বগোলিকম্ ॥ ৪০ ॥

পুণ্ড্রোদয়া পুণ্ড্রোদয়া রাজহংসগজসর্পকর্তৃ গমনাতিমানন্ত বিনাশিনীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

শৃঙ্গারঃ কুর্কমিত্তি শেষঃ । আব্রহ্মণো দিনপরিমিতকালপর্যন্তম্ ॥ ৩৭ ॥

শুভকর্ণে শুভকালে ॥ ৩৮ ॥

অমজলং বর্ষজলম্ ॥ ৩৯ ॥

মহাক্রমং মহালিঙ্গনং পঙ্কীকৃতপঙ্কসহাড়ভাঙ্গকং বিশ্বগোলকং পূর্বমেব জাতং তৎ-
 সর্বং অমজলং বত্রে আব্রহ্মণোদিতার্থঃ । অতোহপি জাপকাং পঞ্চমহাত্মোৎপত্তাস্তর-
 মেবেমমধিতাত্তদেবতানাশুৎপত্তিরিত্তি বোধ্যম্ ॥ ৪০ ॥

কতুরী প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার মস্তকেয় কবরীভার ঈষৎ বক্র, তাহাও আবার
 মালতীমালায় বিতুষিত, গলদেশে সর্কোৎকৃষ্ট রত্নহার বিরাজিত এবং তিনি নিরতই কেবল
 কান্তের প্রতি স্মৃতিবর্তী ॥ ৩৭ ॥ তাঁহার রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন একেবারে কোটিচক্র
 সমুদিত হইয়াছে, তাঁহার গমন দর্শনে রাজহংস ও মাতঙ্গের গর্জ বর্ধ হইয়া যায় ॥ ৩৮ ॥

হুবির ! রাশেন্দো রাশক্রীড়া-রসিক ক্রীড়ক কলকাল তাঁহাকে অপারে বিভ্রান্তক
 করিবার পর তাঁহার হৃৎ পরপশুকে রাসমণ্ডলে গমন করিয়া রাগক্রীড়া আভাস করি-
 লেন ॥ ৩৬ ॥ যেন পুণ্ড্রোদয়ে পরঃ বৃষ্টিমান হইল বিবিধ পুণ্ড্রোদয় সমুদয়ে সন্নিবে
 লানিলেন । এবং কি, এই ক্রীড়ার ব্রহ্মার এক দিবস হইল ॥ ৩৭ ॥ তখন জগৎপিতা
 প্রান্ত হইল শুভকর্ণে সেই নামাধিসূতা সমধিবোধিতে বীজাভাস করিলেন ॥ ৩৮ ॥
 প্রকৃতিদেবী কৃষ্ণসিঁড়কে নিভৃত প্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সুরতাস্তে তাঁহার পাত্র হইতে
 বর্ষজল নিগলিত এক লবঙ্গম নিবাল নিগলিত হইতে লাগিল । তাঁহারই বর্ষজলমণ্ডলে
 পরিণত হইল সবল বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করিল, এবং সেই সিংহাসনবাহী বাহুরূপধারণ করিয়া

স চ নিশ্বাসবায়ুশ্চ সৰ্ব্বাধারো বভূব হ ।
 নিশ্বাসবায়ুঃ সৰ্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেষু চ ॥ ৪১ ॥
 বভূব মৃতিমম্বায়োৰ্ব্যাক্রাণ্ডে প্রাণবল্লভা ।
 তৎপত্নী সা চ তৎপুত্রাঃপ্রাণাঃ পঞ্চ চ জীবিনাম্ ॥ ৪২ ॥
 প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ।
 বভূবুরেষ তৎপুত্রা অধঃপ্রাণাশ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৩ ॥
 ঘৰ্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্ ।
 তন্মামাক্রাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা ॥ ৪৪ ॥
 অথ সা কৃষ্ণচিহ্নস্তিঃ কৃষ্ণগৰ্ভং দধার হ ।
 শতমম্বস্তুরং যাবম্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৫ ॥
 কৃষ্ণপ্রাণা হি দেবী সা কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়া ।
 কৃষ্ণস্তা সঙ্গিনী শশ্বৎকৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৪৬ ॥
 শতমম্বস্তুরাস্তে চ কালেহতীতেহপি স্তন্দরী ।
 স্ত্যাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্ ॥ ৪৭ ॥

জীবিনাং প্রাণিনাম্ ॥ ৪১ ॥

মৃতিমম্বায়োরিত্যনেন তন্নিবেশন সময়ে প্রকৃত্য। সৰ্ব্বপ্রাণিনাং নিশ্বাসবায়োরধিষ্ঠাত্রী মৃতি-
 রপি প্রকটীকৃত্যেতি বোধ্যম্ । পত্নী চ মৃতিমতী প্রাণাঃ পঞ্চপুত্রা অপি পঞ্চপ্রাণানামধি-
 দেবতারূপা এব ॥ ৪২ ॥

অধঃপ্রাণাঃ কনিষ্ঠা যে প্রাণাঃ নাগাদয়ঃ পঞ্চ তেষামপ্যধিদেবঃ পঞ্চ তদৈবোৎপাদিতা
 ইত্যাহ বভূবুরেবেতি । এতে দশপ্রাণাধিদেবা বায়ুপত্নীত উৎপন্ন। ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ঘৰ্ম্মত ভোমস্ত চাধিদেবো বরুণো বভূব প্রকৃত্য। উৎপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ডিম্বং বালকম্ ॥ ৪৭ ॥

জগতস্থ জীবনিবহের জীবনরূপে পরিণত হইল ॥ ৩৯—৪১ ॥ বায়ুদেবের বায়াক্র হইতে যে
 রমণীর উৎপত্তি হয়, তিনিই ঐ বায়ুদেবের পত্নী এবং তৎসংসর্গে প্রাণ, অগ্নি, সমান,
 উদান ও ব্যান নামে যে পঞ্চ পুত্রের উৎপত্তি হয়, উহারাই জীবগণের পঞ্চপ্রাণ । তন্নি
 বায়ুপত্নী গর্ভে নাগাদি আর পাঁচটি অধঃপ্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৩ ॥ ঘর্ষবারি হইতে যে
 বেলের উৎপত্তি হয়, বরুণদেব উহার অধিষ্ঠাতা এবং বরুণদেবের বায়াক্র হইতে যে
 রমণীর উৎপত্তি হয়, তিনিই বরুণপত্নী বরুণানী ॥ ৪৪ ॥ এদিকে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপা শক্তি
 শ্রীকৃষ্ণ সহবাসে শত মম্বস্তুর পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিলেন । ব্রহ্মতেজ-উদার পত্নীর উৎপ
 ত্ত্যেতি বারণ করিল ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণই উদার জীবন, আবার তিনিই কৃষ্ণকর প্রাণ অগ্নেষ্ণাও
 প্রিয়তর পরার্থ । নিরভয় কৃষ্ণ সংসর্গে অবস্থিত, এমন কি সত্ত্ব-রূপকর রূপসুল আশ্রয়
 করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর শত মম্বস্তুর কর্তৃক সযতীত হইলে সেই

দৃষ্টা ভিস্তক সা দেবী হৃদয়েন ব্যদ্যত ।
 উৎসসর্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ॥ ৪৮ ॥
 দৃষ্টা কৃষ্ণচ তজ্যাগং হাহাকারককার হ ।
 শশাপ দেবীং দেবেশস্তৎক্ষণঞ্চ যথোচিতম্ ॥ ৪৯ ॥
 যতোহপত্যং জয়া ত্যক্তং কোপশীলে । চ নিষ্ঠুরে ! ।
 ভব স্বমনপত্যাপি চাদ্যপ্রভৃতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥
 যা যাস্তদংশরূপাশ্চ ভবিষ্যন্তি হুরদ্রিয়ঃ ।
 অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্বাস্তৎসমা নিত্য্যোবনাঃ ॥ ৫১ ॥
 এতন্নিম্নস্তরে দেবীজিহ্বাগ্রাং সঁহসা ততঃ ।
 আবিস্কৃত্ব কঠৈকা শুক্রবর্ণা মনোহরা ॥ ৫২ ॥
 খেতবস্ত্রপরিধানা বীণাপুস্তকধারিণী ।
 রত্নভূষণভূষাঢ্যা সর্বশাস্ত্রাধিদেবতা ॥ ৫৩ ॥
 অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধ্যরূপা বভূব হ ।
 বামার্দ্ধাঙ্গাচ্চ কমলা দক্ষিণার্দ্ধাচ্চ রাধিকা ॥ ৫৪ ॥

বাদ্যরত ভয়ঙ্করং মহাস্তং বালকং দৃষ্টা হৃদয়েনাস্তঃকরণাবচ্ছেদেন চক্ক্ষেপ ইত্যর্থঃ ।
 যথাতিলবিতসুকুমারবালকাতাবপ্রযুক্তসজাতকোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে যজ্ঞলং তন্নিম্নস-
 সর্জ ॥ ৪৮—৫১ ॥

জিহ্বাগ্রাং কৃষ্ণবর্ণজিহ্বাগ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

সা চেতি । কৃষ্ণস্ত্রীত্যার্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

সুন্দরী সুবর্ণবর্ণ এক ডিঘ প্রসব করিলেন । ঐ ডিঘই বিশ্বাধারের একমাত্র আধার ॥ ৪৭ ॥
 তখন কৃষ্ণকান্তা সেই ডিঘ দর্শনে মনে মনে সাতিশয় ছঃখিত হইলেন এবং রোষভরে সেই
 ডিঘ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮ ॥ তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাহাকার শব্দ
 করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যথোচিত শাপ প্রদানপূর্বক কহিলেন, কোপনে !
 নিষ্ঠুরে ! তুমি যখন রোষভরে অপ্রহত অপত্যটি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমি
 বলিতেছি, তুমি নিশ্চয়ই আজি অবধি অপত্যধনে বঞ্চিত হইবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ তন্নিম্ন যে
 সমস্ত দিব্যদেবতা তোমার অংশ হইতে লুপ্ত হইবেন, তাঁহারাও সকলে স্থিরযোবনা হইয়া
 তোমার জ্ঞান অপত্যধনে বঞ্চিত হইবেন ॥ ৫১ ॥

মুসিবরঃ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিতেছেন, ইত্যরসরে সহসা সেই কৃষ্ণ-
 প্রিয়াক্ষ জিহ্বাগ্রভাগ হইতে কেতবর্ণা পতি বনোরমা এক কস্তুর উৎপত্তি হইল ॥ ৫২ ॥
 তাঁহার পঙ্কজবান ভক্তবসন, অঙ্গের বীণা ও পুস্তক এবং সর্বদা হৃদয়মন ভূষণে বিভূষিত ।
 তিনিই সমুদ্র শাস্ত্রের অনিন্দিতা ॥ ৫৩ ॥ কিছুকাল পরে সেই কৃষ্ণপ্রিয়া মূলপ্রভৃতি হই

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

দক্ষিণার্দ্ধাচ্চ দ্বিভূজো বামাৰ্দ্ধাচ্চ চতুর্ভূজঃ ॥ ৫৫ ॥

উবাচ বাণীং কৃষ্ণস্তাং স্বমস্ত কামিনী ভব ॥

অত্রৈব মানিনী রাধা তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

এবং লক্ষ্মীঞ্চ প্রদদৌ ভূক্তো নারায়ণায় চ ।

স জগাম চ বৈকুণ্ঠে তাভ্যাং সার্কং জগৎপতিঃ ॥ ৫৭ ॥

অনপত্যে চ তে হে চ জাতে রাধাংশসম্ভবে ।

ভূতা নারায়ণাঙ্গাচ্চ পার্শ্বাঙ্গাচ্চ চতুর্ভূজাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেজসা বয়সা রূপগুণাভ্যাঞ্চ সমা হরেঃ ।

বভূবুঃ কমলাঙ্গাচ্চ দাসীকোট্যাচ্চ তৎসমাঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ গোলোকনাথস্ত লোম্বাং বিবরতো যুনে ! ।

ভূতাশ্চাসম্ব্যাগোপাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ ॥ ৬০ ॥

বাণীং জিহ্বাগ্রাজ্জাতাং কৃষ্ণো দ্বিভূজঃ । অস্ত চতুর্ভূজনারায়ণস্ত মানিনী রাধা অত্রৈব ময়িকটে এব স্থাস্তি মম পত্নী ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । যতো মানিনী ততস্তবৈতত্তাত্শৈকপতিভে সামানাদিকরণ্যং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তাভ্যাং লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাম্ ॥ ৫৭ ॥

অনপত্যে পূর্বেক্তশাপাদ্যতো রাধাংশসম্ভবে ততঃ । নারায়ণাঙ্গাবৈকুণ্ঠাধিপতেশ্চতুর্ভূজাং ॥ ৫৮—৫৯ ॥

গোলোকনাথস্ত দ্বিভূজকৃষ্ণস্ত ভূতা জাতাঃ ॥ ৬০—৬০ ॥

ভাগে বিভক্ত হইলেন । তাঁহার বামার্দ্ধ হইতে কমলা এবং দক্ষিণার্দ্ধ হইতে রাধিকার উৎপত্তি হইল ॥৫৪॥ এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন । তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ হইতে দ্বিভূজ এবং বামাৰ্দ্ধ হইতে চতুর্ভূজ মূর্তির আবির্ভাব হইল । তখন শ্রীকৃষ্ণ বীণাধারিণী বাণীকে কহিলেন, দেবি ! তুমি এই দ্বিভূজ পুরুষের কামিনী হও এবং রাধাকে কহিলেন, রাধে ! তুমি অভিমানবতী, অতএব তুমি আমার পত্নী হও, তোমার মঙ্গল হইবে ॥৫৫-৫৬॥ শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকেও দ্বিভূজ নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন । তখন জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন ॥৫৭॥

যুনিবর ! শ্রীকৃষ্ণের অতিসম্পাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই অপকৃত্যধনে বর্জিত । চতুর্ভূজ নারায়ণের অঙ্গ হইতে তাঁহার অঙ্গরূপ কতকগুলি পার্শ্বদেহের উৎপত্তি হইল ॥৫৮॥ তাঁহার সকলেই রূপে, ভাবে, তেজে ও বরনে তাঁহার তুল্য । এখানে কমলার সরীর হইতেও, তাঁহার তুল্য রূপগুণশালিনী কোটি কোটি পার্শ্বদেহের উৎপত্তি হইল ॥৫৯॥ অনন্তর গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের লোমরূপ হইতে অসংখ্য গোপেশ উৎপত্তি হইল । তাঁহার

রূপেণ চ গুণেনৈব বলেন বিজ্ঞমেণ চ ।

প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সর্বৈ বহুবুঃ পার্দিদা বিভোঃ ॥ ৬১ ॥

রাধাঙ্গলোমরূপেভ্যো বহুবুর্গোপকল্পকাঃ ।

রাধাতুল্যাশ্চ তাঃ সর্বা রাধাদাশ্চ প্রিয়দাঃ ॥ ৬২ ॥

রত্নভূষণভূষাভ্যাঃ শশ্বৎস্থিরবৌবনাঃ ।

অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্বাঃ পুংসঃ শাপেন সন্ততম্ ॥ ৬৩ ॥

এতস্মিন্নস্তরে বিপ্র ! সহসা কৃষ্ণদেবতা ।

আবির্ভূব দুর্গা সা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৬৪ ॥

দেবী নারায়ণীশানা সর্বশক্তিস্বরূপিণী ।

বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কৃষ্ণা পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥

দেবীনাং বীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

পরিপূর্ণতমা তেজঃস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥

এতস্মিন্নস্তর ইতি । রাধাকৃষ্ণশরীরবিভাগসময়ে বিষ্ণোঃ পরমাখ্যনো মায়াশক্তিচূর্ণা-
রূপেণ প্রাচীরভূবেত্যর্থঃ । যথা লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ রাধাবতারৌ তথা দুর্গা ন রাধাবতারঃ । কিন্তু
মূলপ্রকৃতেঃ সাক্ষাদবতার ইতি ভাবঃ । লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ রাধাবতারাবপি মূলপ্রকৃতেঃ
পূর্ণাবতারাবেব প্রথমাধারস্থবচনাৎ । সাক্ষামূলপ্রকৃতে দুর্গা রাধাতত্ত্ব লক্ষ্মীসরস্বত্যা-
বেতাবানৈব বিশেষঃ ॥ ৬৪ ॥

সাক্ষাদবতারদ্বেনাধিকং মহিমানং দুর্গায়া বর্ণয়তি দেবীত্যাদিনা । নারায়ণী লক্ষ্মীভূত-
স্বরূপাদিহমপি নারায়ণী । বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী অত্র বুদ্ধিশব্দেনাত্তঃকরণং পরমাখ্যনো গৃহ্যতে ।
সরস্বত্যাঃ পৃথগ্বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রীত্বেনাভিধানাৎ পরমাখ্যন ইত্যুপলক্ষণং ব্যাটিকীবানামপি । তথাচ
সগতিব্যাট্যন্তঃকরণাধিষ্ঠাত্রী দুর্গেত্যর্থঃ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

সকলেই রূপে, গুণে, পরাক্রমে ও বরসে গোলোকনাথের অম্বরূপ; এমন কি তাঁহার।
সকলেই সেই বিদুর প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র ॥ ৬০—৬১ ॥ রাধিকার লোমকূপ হইতে গোপ-
কল্পাপনের উৎপত্তি হইল । গোপাদনাগণ সকলেই রাধার অম্বরূপা, সকলেই রাধার পার্শ্ব-
চরী এবং সকলেই প্রিয়দা ॥ ৬২ ॥ তাঁহাদিগের সর্ব শরীর রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা
এবং সকলেই স্থিরবৌবনা; ঐক্যের অভিশাপে তাঁহাদিগের কাহারও স্তম্ভন সম্ভতি
হয় নাই ॥ ৬৩ ॥

বিপ্রবর! এক্ষণে এইরূপ সহসা কৃষ্ণদেবতা, সনাতনী বিষ্ণুমায়া দুর্গার উৎপত্তি
হইল ॥ ৬৪ ॥ উনিই নারায়ণী, উনিই ঈশানী, উনিই সকলের শক্তিরূপিণী এবং উনিই
পরমাত্মনীর ঐক্যের বন্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৬৫ ॥ উহা হইতেই অজ্ঞাত দেবীগণের
উৎপত্তি হইয়াছে; উনিই মূলপ্রকৃতি এবং উনিই ঈশ্বরী; উহাতে অপূর্ণতার লেশমাত্র

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা কোটিসূর্য্যসমপ্রভা ॥ ৬৭ ॥
 ঈষদ্ধাত্তপ্রসন্নাস্তা সহস্রভুজসংযুতা ॥ ৬৮ ॥
 নানানশত্রান্ননিকরং বিজতী না ত্রিলোচিনা ।
 বহিঃশূক্কাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৬৯ ॥
 যন্তাশ্চাংশাংশকল্পয়া রত্নবুঃ সর্ব্বযোষিতাঃ ।
 সর্ব্বৈ বিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতাঃ স্ত্যশ্চ মায়য়া ॥ ৭০ ॥
 সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদাত্রী চ কামিনাঃ গৃহবাসিনাম্ ।
 কৃষ্ণভক্তিপ্রদা যা চ বৈষ্ণবামাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ ৭১ ॥
 মুমুক্শুং মোক্ষদাত্রী স্থখিনাং স্থখদায়িনী ।
 স্বর্গেমু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ গৃহলক্ষ্মীগৃহেষু চ ॥ ৭২ ॥
 তপস্বিষু তপস্তা চ শ্রীরূপা তু নৃপেষু চ ।
 যা বহৌ দাহিকারূপা প্রভারূপা চ ভাস্করে ॥ ৭৩ ॥
 শোভারূপা চ চন্দ্রে চ যা পদ্মেষু চ শোভনা ।
 সর্ব্বশক্তিস্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ৭৪ ॥

লোকাঃ ব্রহ্মাণ্ডঃ মায়য়া যন্তা মায়য়েত্যর্থঃ। তেন মায়্যাবিশিষ্টব্রহ্মরূপিনীরমিতী স্পষ্ট-
 মেবোক্তং ভবতি ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণভক্তিপ্রদাত্রী কৃষ্ণলক্ষ্মী যোগিকার্ধেন পরমাত্মবাচকঃ। তথা চ স্বরূপভূতপরমা-
 ত্মনো ভক্তেদাত্রীত্যর্থঃ। বৈষ্ণবানামুপাত্তা বৈষ্ণবীলক্ষ্মীভুক্তপেত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭৪ ॥

নাই। উনিই তেজঃস্বরূপা এবং উনিই ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥ উহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের
 জায় উজ্জল, সৌন্দর্য্য দর্শনে বোধ হয় যেন, একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে।
 ঈষৎ হাত্তে আশ্রদেশ সতত প্রসন্ন, হস্ত সংখ্যার সহস্র ॥ ৬৭ ॥ এবং সকল হস্তেই নানাবিধ
 অস্ত্র শস্ত্র। সেই ত্রিলোচনার পরিধান অগ্নিবিশুদ্ধ উজ্জলবর্ণ বস্ত্র, এবং অগ্নি যেরূপ
 প্রকার রত্নভূষণ তাহার আর ইয়ত্তা নাই ॥ ৬৮ ॥ উহারই অংশ এবং উহারই অংশের অংশ
 হইতে সমুদার রমণীর সমুদায় সজ্জিত হইয়াছে, উহারই মায়্যপ্রভাবে অগ্নির সমুদায় লোক
 মুগ্ধ ॥ ৬৯ ॥ গৃহভূষণ যে যে রূপ প্রার্থ্য্য কামনা করে, উনি তাহাদিগকে তাহাই প্রদান
 করেন, উনিই কৃষ্ণভক্তিদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, এমন কি উনিই বৈষ্ণব-
 গণের বৈষ্ণবী শক্তি ॥ ৭০ ॥ উনি মোক্ষাভিলাষীদিগকে মোক্ষ এবং স্থখভিলাষীদিগকে
 স্থখ প্রদান করিয়া থাকেন। উনি স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী এবং গৃহের গৃহলক্ষ্মী ॥ ৭১ ॥ উনি
 তপস্বিগণের তপ, রাজাদিগের রাজ্য, অগ্নির দাহিকশক্তি, স্বর্গের শ্রী, চন্দ্রের রমণী-
 ভূতা, পদ্মের শোভা এবং পরমাত্মনী শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা ॥ ৭২—৭৪ ॥ কি মায়্যা, কি

যয়া চ শক্তিমান্নায়া যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ ।
 যয়া বিনা জগৎসর্বং জীবদ্ভূতমিব স্থিতম্ ॥ ৭৪ ॥
 যা চ সংসারবৃক্ষস্ত বীজরূপা সনাতনী ।
 স্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপা ফলরূপা চ নারদ ! ॥ ৭৫ ॥
 কুৎপিপাসাদয়্যারূপা নিদ্রা তদ্রূপা কমা ধৃতিঃ ।
 শান্তিলজ্জাতুষ্টিপুষ্টিভ্রাস্তিকাস্ত্যাদিরূপিনী ॥ ৭৬ ॥
 সা চ সংসৃত্ব সর্বেশং তৎপুংসঃ সমুবা স হ ।
 রত্নসিংহাসনং তত্শৈ প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥
 এতন্নিম্নস্তরে তত্র সজ্জীকং চ চতুর্শুখঃ ।
 পদ্মনাভে নীতিপদ্মাস্নিঃসসার মহামুনে! ॥ ৭৮ ॥
 কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাম্বরঃ ।
 চতুর্শুখৈস্তস্তক্কাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৭৯ ॥
 সা তদা সুন্দরী সৃষ্টা শতচন্দ্রসমপ্রভা ।
 বহিঃশুক্লাঃশুকাদান্য রত্নভূষণভূষণা ॥ ৮০ ॥

সর্বেশং মূলপ্রকৃতে: পূর্ণাবতারং স্বম্বাৎ প্রথমত: প্রাহুর্ভূতং বরদাধিকং শ্রীকৃষ্ণং সংসৃত্ব-
 রেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

নিঃসসারেতি সজ্জীকঃ সাবিত্রীজিহ্বা সহিত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

তং স্বাপেক্ষয়া বরদা জ্ঞানেন চাধিকং শ্রীকৃষ্ণং ভূষ্টাবেত্যর্থঃ ॥ ৭৯—৮০ ॥

জগৎ, সমস্তই উহা। দ্বারা শক্তিণালী, উনি ভিন্ন সমুদায় জগৎ জীবদ্ভূত আর হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

নারদ ! উনি সংসার বৃক্ষের বীজ, উনিই সনাতনী, উনিই স্থিতি, উনিই বুদ্ধি, উনিই ফল, উনিই কুণ্ডা, উনিই পিপাসা, উনিই দয়া, উনিই নিদ্রা, উনিই তদ্রূপা, উনিই কমা, উনিই ধৃতি, উনিই শান্তি, উনিই লজ্জা, উনিই পুষ্টি, উনিই ভূষ্টি এবং উনিই কান্তি-
 রূপিনী ॥ ৭৫—৭৬ ॥ সেই মূলপ্রকৃতি সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভব করিয়া তাঁহার সমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকেশ্বর তাঁহাকে বসিতে সিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

সে মহামুনে! এই সন্নক-পন্ননভেদর নীতিপদ্ম হইতে অতীব রমণীয়বুধি সাবিত্রীপদী লম-
 বিত চতুর্শুখ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল ৮৮। সেই কমণ্ডলুধারী জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য তপঃপরায়ণ
 শ্রীমান্-চতুর্শুখ উৎপন্ন হইয়াবাক্য চারিযুখে শ্রীকৃষ্ণকে ভব করিতে লাগিলেন ৮৯। এদিকে
 সেই সুখসম্পূর্ণ শতচন্দ্রপ্রভা, অদ্বিবিভক্ত-বসনধারিণী বিবিধ ভূষণভূষণিতা দেবী-সাবিত্রী

রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্থ্য সৰ্বকারণম্ ।
 উবাস স্বামিনা সার্কং কৃষ্ণস্ত পুরতো মুদা ॥ ৮১ ॥
 এতশ্চিমন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।
 বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকাপতিঃ ॥ ৮২ ॥
 শুদ্ধশ্ফটিকসঙ্কাশঃ শতকোটিরবিপ্রভঃ ।
 ত্রিশূলপটিশধরো ব্যাঘ্রচৰ্ম্মাধরো হরঃ ॥ ৮৩ ॥
 তপ্তকাক্ষনবর্ণাভজটাবারধরঃ পরঃ ॥
 ভস্মভূষিতগাত্রশ্চ সশ্চিত্তশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৮৪ ॥
 দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সূৰ্পভূষণভূষিতঃ ।
 বিভ্রদক্ষিণহন্তেন রত্নমালাং স্তসংস্কৃতাম্ ॥ ৮৫ ॥
 প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
 সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮৬ ॥
 কারণং কারণানাঞ্চ সৰ্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিশোকভীতিহরং পরম্ ॥ ৮৭ ॥

এক এব কৃষ্ণো দ্বিধাত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮২—৮৪ ॥

রত্নমালাং রত্নমিহিতাং অপোগযোগিনীমক্ষমালাং স্তসংস্কৃতাম্ মালাসংস্কারোদিতবিধিনা
 স্তসংস্কৃতাম্ দক্ষিণহন্তেন বিভ্রৎ ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মজ্যোতিঃপ্রদীপবৎসৰ্বকারণমূলপ্রকৃত্যত্মকব্রহ্মজ্যোতির্মজ্জং "প্রণবমায়বীজাদিরূপং
 জপিত্যর্থঃ । সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং সংস্থ্যেত্যর্থঃ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

বিশেষ একমাত্র কারণস্বরূপ কৃষ্ণকে স্তব করিয়া পরমানন্দে স্বামি সঙ্গে রত্নময় সিংহাসনে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮০—৮১ ॥

ঐ সময় কৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধ ভাগ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ
 গোপিকাপতি রূপে পরিণত হইল ॥ ৮২ ॥ মহাদেবের শরীরপ্রভা বিস্তৃত শ্ফটিকের ভাষ
 শুভ্রবর্ণ, দেখিলে বোধ হয় যেন যুগপৎ শতকোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে । বাঁহার হস্তে
 ত্রিশূল ও পটিশ, পরিধান ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম, গিরে তপ্ত কাক্ষনের ভাষ পিঙ্গলবর্ণ জটাবার,
 সৰ্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপন, মুখে হাত্ত এবং ভালে অর্দ্ধচন্দ্র ॥ ৮৩—৮৪ ॥ বাঁহার কটিতে বজ্র
 মাই স্তব্রমাং দিগম্বর, বাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ, অঙ্গে সূৰ্প বিভূষণ, দক্ষিণ হস্তে অতি পরিপাটি
 রত্নমালা ॥ ৮৫ ॥ যিনি পঞ্চমুখে কেবল সনাতন বেদব্রহ্ম জপ করিতেছিলেন । যিনি সত্য-
 স্বরূপ পরমাত্মস্বরূপ, জীবনস্বরূপ, সমুদায় উপাদানের ও উপাদানস্বরূপ, সমুদায় মঙ্গলের ও
 মঙ্গলস্বরূপ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাদি শোক ও ভয়ভয়ন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া মৃত্যুকে জয়

সংস্কৃত্য মৃত্যোর্মৃত্যুং তং যতো মৃত্যুঞ্জয়াভিধঃ ।

রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুদাস হরঃ পুরঃ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে পঞ্চপ্রকৃতি-
তদন্তর্ভূতগুণোৎপত্তিবিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

যতঃ শ্রীকৃষ্ণো মৃত্যোরপি মৃত্যুমারকস্তত্তদভিন্নস্ত শিবস্তাপি মৃত্যুঞ্জয়েতি সংজ্ঞা
ইত্যর্থঃ । অত্র দুর্গা স্ত্রীত্বেন মহাদেবায় দত্তা শ্রীকৃষ্ণেনৈত্যেতদন্তর্ভূতমপি নারদপুরাণাদব-
গন্তব্যম্ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করত মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিয়াছেন, সেই মহাজীব শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রত্নময় সিংহাসনে
উপবেশন করিলেন ॥ ৮৮—৮৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতিপুরুষোৎপত্তি নামক দ্বিতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ • ॥

~~~~~



## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ ভিক্ষো জলে তিষ্ঠন্ যাবতৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ।

ততঃ স কালে সহসা দ্বিধাতুতো বভূব হ ॥ ১ ॥

তদ্বধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটিরবিপ্রভঃ ।

ক্ষণং রোরয়মাণশ্চ স্তনাক্ষঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ২ ॥

পিত্রা মাত্রা পরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডাসম্ম্যনাথো যো দদশৌর্ক্যমনাথবৎ ॥ ৩ ॥

স্থলাৎ স্থলতমঃ সোহপি নান্না দেবো মহাবিরাট্ ।

পরমাগুৰ্ধা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থলাতথাপ্যসৌ ॥ ৪ ॥

দ্বিধাতুত্বং স্যাদেবতাদিকম্ ।

যাবদ্বিত্তস্ত সম্যগ্ধাবদতিধীয়েত ॥

অথ ভিক্ষু ইতি । ভিক্ষোহপি বালিশে বালে ইতি মেদিনীকোষাৎ । ভিক্ষো বালো যো রাধায়া পূৰ্ণং সম্ব্রাজাতো জলে প্রক্ষিপ্তঃ স যাবদব্রহ্মণো বয়স্তাবৎপরিমিতকালপর্য্যন্তং জলে তিষ্ঠন্ ততঃ স বালকঃ কালে পরিপূৰ্ণসময়ে জাতে সতি দ্বিধাতুতো বভূব । তদন্তঃ নির্ভীয়া বহিনির্গত ইত্যর্থঃ । অনেন চ গ্রহেন পূৰ্ণং রাধায়া উদরাৎ পক্ষ্যগুবদগুরুপেণ নির্গতঃ । স চ বৃহদগুরুপো ভরাস্তরা জলে ক্ষিপ্তস্তদন্তঃ বহনা কালেন পুনর্ভিন্নং সদ্ধিধা জাতং তদ্বধ্যে পুৰুষো বালকরূপোহয়ং স্থিত ইতি প্রতিপাদিত । পুরাণান্তরে তদগুমুদকেশয়মিত্যাদিনা তথৈব প্রতিপাদনাক্ষ ॥ ১ ॥

তদেবাহ তদ্বধ্যে শিশুরেকশ্চৈতি । স্তনাক্ষ ইতি । স্তনাবেলাকো ভক্ষ্যমাণময়ং বস্ত স স্তনাক্ষঃ মাত্রা ভাতৃকথাং স্তনপানরহিতঃ । ক্ষুধা ক্ষুধা পীড়িতো রোরয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ রোদনকর্ত্তাত্তমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনাথবদিতি সর্বেষরাহুংপন্নঃ স্বয়মসংখ্যব্রহ্মাণ্ডানাথঃ সন্নপি এতাদৃশীং হৃদশাং প্রাপ্ত-  
বাংস্তদাত্ত্বাৎ কা কথামিন্ সংসারে । তদ্ব্যক্তিগয়ং সংসার ইতি সংসারাবিরজ্যোতেত্যুক্তং  
ভবতি । উৰ্দ্ধং দদশৌর্ক্যো মম পালয়িতা স্তাদিত্যতিপ্রায়েণ ॥ ৩ ॥

পরমাগুরিত্তি । যথা পরমাগুঃ সূক্ষ্মাদপি পরঃ সূক্ষ্মত্বদয়ং স্থলাৎ স্থল ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! মূলশক্তিপ্রসূত যে ডিম ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল পর্য্যন্ত  
জলে ভাসমান ছিল, সেই ডিম এক্ষণে যথোচিত সময়ে সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইল ॥ ১ ॥ ঐ  
ডিম্বধ্যে শতকোটি হর্ষের জ্বার প্রভাবান্ এক শিশু বিদ্যমান ছিল । মাতা পরিত্যাগ  
করার স্তনপান করিতে পার নাই, সুতরাং ক্ষুধার কাতর হইয়া কণকাল ভুয়োভূয় যোদন  
করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ যে বালক পরিণামে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে পরিণত,  
শিক্ষিতা হইবীন সেই বালক নিরাশ্রয় হইয়া জলমধ্য হইতে উৰ্দ্ধভাগ অবগোচন করিতে  
লাগিল ॥ ৩ ॥ পরিণেবে ঐ বালকই একেবারে স্থলতম হইয়া মহাবিরাট্ নামে অভিহিত

তেজসা বোড়শাংশোহয়ং কৃষ্ণস্ত পরমাস্ত্রনঃ ।  
 আধারঃ সৰ্ব্ববিধানাং মহাবিশ্বশ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৫ ॥  
 প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ ।  
 অস্তাপি তেযাং সন্ধ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ ॥ ৬ ॥  
 সন্ধ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন ।  
 ব্রহ্মবিশ্বশিবাদীনাং তথা সন্ধ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥  
 প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিশ্বশিবাদয়ঃ ।  
 পাতালাদব্রহ্মলোকাস্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৮ ॥  
 তত উর্দ্ধঞ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাদ্ধর্হিরেব সঃ ।  
 তত উর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ॥ ৯ ॥  
 নিত্যঃ সত্যস্বরূপশ্চ যথা কৃষ্ণস্তথাপ্যয়ম্ ।  
 সপ্তদ্বীপমিতা পৃথ্বী সপ্তসাগরসংযুতা ॥ ১০ ॥

অয়ং বিরাট্ কৃষ্ণস্ত বোড়শাংশো ভবতীত্যাহ তেজসেতি । শক্যোত্যর্থঃ । প্রাকৃতঃ  
 রাধাপ্রকৃতেকৃৎপমঃ ॥ ৫ ॥

বিরাজং বর্ণয়তি প্রত্যেকমিতি । সৰ্ব্বস্ত হুলসমষ্টিপ্রপঞ্চস্তাধিপতিত্বাদেতৎবর্ণনং যুক্তমেব ॥ ৬ ॥  
 সন্ধ্যা চেদিতি । চেদিতি নিপাতো যথা শব্দার্থকঃ । যথা বিশ্বানাং বিশ্বদশদ্বিজসং  
 যথা সন্ধ্যা ন কদাচ নাস্তি । তথাস্ত শরীরে বিদ্যমানানাং ব্রহ্মবিশ্বশিবাদীনাং সন্ধ্যা  
 ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিব্রহ্মাণ্ডেষু যতঃ সন্তি ততস্তেযাং সন্ধ্যানাং ন বিদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ।  
 প্রসঙ্গেন ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপমাক্ পাতালাদিতি ॥ ৮-৯ ॥

তথাপ্যয়ং তথৈবায়ম্ । প্রাকৃতপ্রণয়পর্য্যস্তমেতস্তাবস্থানামিত্যস্থং ন তু পরমার্থতো নিত্য-  
 যম্ । একমেবাদিতীয়ে ব্রহ্মেতি শ্রুতিবিরোধাত্ । ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপং বিশদয়তি সপ্তদ্বীপেতি ॥ ১০-১৪ ॥

হইরাছে । যেমন পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতম পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ মহাবিরাট্  
 হইতে হুলতম পদার্থও আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৪ ॥ ঐ মহাবিরাটের প্রভাব পরমাশ্রুপী  
 ত্রিক্ষের বোড়শাংশের একাংশ । কিন্তু রাধারূপা-প্রকৃতিসম্মত ঐ বালকই সমুদায় বিশ্বের  
 একমাত্র আধার এবং উনিই মহাবিশ্ব নামে অভিহিত ॥ ৫ ॥ উহার প্রতিলোমকূপে অসংখ্য  
 বিশ্ব বিরাজ করিতেছে । এমন কি কৃষ্ণও সেই সকল বিশ্বের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ  
 নহেন ॥ ৬ ॥ যদিও কখন রজঃসংখ্যা পরিগণিত হইতে পারে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা গণনা  
 সম্ভবপর নহে এবং সেইরূপ কত ব্রহ্মা, কত বিশ্ব ও কত মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন,  
 তাহারও সংখ্যা নাই ॥ ৭ ॥ প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিশ্ব ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন,  
 পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ॥ ৮ ॥ বৈকুণ্ঠধাম তাহার উর্ধ্বে  
 অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থিত । আবার গোলোকধাম ঐ বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশৎ কোটি  
 যোজন উর্ধ্বে অবস্থিত আছে ॥ ৯ ॥ ত্রিক্ষ যেমন নিত্য ও সত্যস্বরূপ এই গোলোক-

উনপঞ্চাশদুপদ্বীপাসম্ম্যশৈলবনাস্থিতা ।

উৰ্দ্ধং সপ্ত স্বৰ্গলোকা ব্রহ্মলোকসমস্থিতাঃ ॥ ১১ ॥

পাতালানি চ সপ্তাধশ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডমেব চ ।

উৰ্দ্ধং ধরায় ভূলোকো ভুবলোকস্ততঃপরম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ পরঞ্চ স্বর্লোকো জনলোকস্তথাপরঃ ।

ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোকস্ততঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ পরং ব্রহ্মলোকস্তপ্তকাঞ্চনসম্মিতঃ ।

এবং সৰ্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যভ্যন্তরমেব চ ॥ ১৪ ॥

তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্বেষামেব নারদ ! ।

জলবুদবুদবৎ সৰ্বং বিশ্বসজ্জমনিত্যকম্ ॥ ১৫ ॥

নিত্যো গোলাকবৈকুণ্ঠৌ প্রোক্তৌ শব্দকৃত্রিমৌ ।

প্রত্যেকং লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডং পরিনিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥

এযাং সম্ম্যাং ন জানাতি কৃষ্ণোহন্যস্তাপি কা কথ্য ।

প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তিত্স্রঃ কোট্যঃ স্ররাণাঞ্চ সম্ম্যা সৰ্বত্র পুঞ্জক ! ।

দিগীশাশ্চৈব দিক্‌পালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তদ্বিনাশে ব্রহ্মাণ্ডবিনাশে জলবুদবুদবদ্ব্যয়িকত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

নিত্যাবিতি প্রলয়পর্যন্তমবস্থিতত্বাৎ ॥ ১৬-১৮ ॥

ধামও সেইরূপ। সপ্তদ্বীপ-সমস্থিতা এই পৃথিবী সপ্তসাগরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ইহাতে উনপঞ্চাশৎ উপদ্বীপ বিদ্যমান, তন্নিম্ন কত যে পৰ্ব্বত এবং কত যে বন বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। ইহার উৰ্দ্ধে ব্রহ্মলোক সহিত সপ্ত স্বৰ্গ এবং অধোভাগে সপ্ত পাতাল। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নীমা। ধরায় অব্যবহিত উৰ্দ্ধে ভূলোক, তত্‌পরি ভুবলোক, তত্‌পরি স্বর্লোক, তত্‌পরি জনলোক, তত্‌পরি তপোলোক, তত্‌পরি সত্যলোক এবং তত্‌পরি ব্রহ্মলোক। ঐ ব্রহ্মলোকের প্রভা তপ্ত কাঞ্চনের স্তায় কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড বিহুতির বহির্ভাগস্থিতই হউক্‌ আর আভ্যন্তরীণই হউক্‌, সমুদায় পরার্থই কৃত্রিম অর্থাৎ অনিত্য ॥ ১১-১৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে সমস্তই বিনষ্ট হয়। সমস্ত বিশ্বই জলবিষের স্তায় অনিত্য ॥ ১৫ ॥ কেবল গোলাক ও বৈকুণ্ঠধাম নিত্য পরার্থ। মহাবিরাটের প্রতিলোমকূপেই এক এক ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ অতের ত কথাই নাই, স্বয়ং কৃষ্ণই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নহেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ বৎস নারদ! প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই

তুবি বর্ণাশ্চ চত্বারোহপ্যাধো নাগাশ্চরাচরাঃ ॥ ১৯ ॥

অথ কালেহত্র স বিরাডুর্জং দৃষ্টা পুনঃ পুনঃ ।

ভিস্তান্তরে চ শৃঙ্খল ন দ্বিতীয়ঞ্চ কিঞ্চন ।

চিস্তামবাপ ক্ষুদ্রযুক্তো রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানং প্রাপ্য তদা দধৌ কৃষ্ণং পরমপুরুষম্ ।

ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ২১ ॥

নবীনজলদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসম্ ।

সম্মিতং মুরলীহন্তং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ২২ ॥

জহাস বালকস্ত্রকৌ দৃষ্টা জনকমীশ্বরম্ ।

বরং তদা দদৌ তস্মৈ বরেশঃ সময়োচিতম্ ॥ ২৩ ॥

চরাচরাঃ । এতৎসর্বং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতমেবাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

উর্জং দৃষ্টা ভিস্তান্তরে অণ্ডান্তরে মধ্যে শৃঙ্খমেব দদর্শ দ্বিতীয়ং কিঞ্চন ন দদর্শে-  
ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানং প্রাপোতি । পূর্বকল্পে এব কশিচ্ছীবো জ্ঞানকর্মবশাৎ প্রজাপতিতাবমাপন্যত  
“ইতি । সোহবিভেৎসনৈবরে মে ইত্যাদিনা বৃহদারণ্যকে প্রতিপাদিতম্ । তথা চ স জীবো  
বালকঃ পূর্কং কৃতপ্রবণপরিপাকেন তৎসংস্কারবশাদস্তি কশিদীশ্বর ইতি শ্রুত্বা তং দধৌ  
ধ্যাতবানিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৬ ॥

দেবগণের সংখ্যা তিন কোটি । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দিক্‌পতি, কতকগুলি  
দিক্‌পাল, কতকগুলি নক্ষত্র এবং কতকগুলি গ্রহাদি । ভুলোকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং  
পাতালে নাগ । এইরূপে স্থবিরজন্মমায়ক বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । ( ইহাই ব্রহ্মাণ্ড  
বিবৃতি ) ॥ ১৮—১৯ ॥

বৎস নারদ ! এদিকে সেই বিরাট পুরুষ বারংবার উর্জদিক্ অবলোকন করিতে লাগি-  
লেন; কিন্তু সেই বিধাভিন্ন ভিন্নমধ্যে সমুদায় শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন  
না । তখন তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে নিরতিশয় চিন্তায়  
মগ্ন হইলেন ॥ ২০ ॥ ক্ষণকাল পরে পূর্বতন সংস্কারবলে তাঁহার মনে অস্তিত্ব বুদ্ধির  
উদয় হওয়াতে যেমন সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হইলেন, অমনি তখন সেই  
সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি দেখিতে পাইলেন ॥ ২১ ॥ তাঁহার রূপ নবজলধরের স্তায় স্ফাবর্ণ ।  
হৃষ্ট হস্ত, পরিধান পীতবস্ত্র, মুখে জীবৎ হাত, হস্তে মুরলী, রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন ভক্ত-  
জনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একান্ত বিব্রত ॥ ২২ ॥ বিরাটরূপী বালক সর্বোৎকর্ষ  
বীর জনককে দর্শন করিবারাত্র আনন্দে হাত করিতে লাগিলেন । তখন সেই  
বরদেব বালককে সন্মোহিত বরদান করিয়া কহিলেন, “বৎস ! তুমি আমার স্তায় জ্ঞান-  
সম্পন্ন হও, তোমার সুখা তৃষ্ণা তিরোহিত হউক, তুমি এলয়কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের



যদ্যদদাতি নৈবেদ্যং তস্মৈ দেবায় যো জনঃ ।

স চ খাদতি তৎসর্বং লক্ষ্মীনাথো বিরাট্ তথা ॥ ৩১ ॥

তঞ্চ মন্ত্রবরং দত্ত্বা তমুবাচ পুনর্বিভুঃ ।

বরমশ্রুৎ কিমিচ্ছং তে তস্মৈ ব্রুহি দদামি চ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণশ্চ বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ বিরাড্বিভুঃ ।

কৃষ্ণং তং বালকস্তাবদ্বচনং সময়োচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

বালক উবাচ ।

বরো মে হুংপদান্তোজো ভক্তির্ভবতু নির্মলা ।

সততং যাবদায়ুর্মে কৃষ্ণং বা স্তুচিরঞ্চ বা ॥ ৩৪ ॥

হৃদ্যক্তিসুক্লে লোকেহস্মিন্ জীবন্যুক্তশ্চ সন্ততম্ ।

হৃদ্যক্তিহীনো মূর্খশ্চ জীবন্নপি যতো হি সঃ ॥ ৩৫ ॥

কিং তজ্জপেন তপসা যজ্ঞেন পূজনেন চ ।

ব্রতেন চোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিহীনশ্চ মূর্খশ্চ জীবনং বৃথা ।

যেনাত্মনা জীবিতশ্চ তমেব ন হি মন্যতে ॥ ৩৭ ॥

স চেতি । স চ লক্ষ্মীনাথো বৈকুণ্ঠপতির্বিষ্ণুর্বিরাট্ চেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

যেনাত্মনাং জীবো জীবিতস্তমেবাত্মনাং ন হি মন্যতে বস্তস্ত জীবিতং কৃতদ্ব্যস্তেব বার্থ-  
মিতার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিপূর্নক তাঁহাকে যে বাহা প্রদান করে, সেই লক্ষ্মীপতি বিরাট্ পুরুষই তৎসমস্ত ভোগ  
করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই বিরাট্ পুরুষকে মন্ত্র ও বরপ্রদান করিয়া কহিলেন,  
বৎস ! তোমার আর কি অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর, এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥

সেই বিরাট্রূপী বালক শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,  
বিভো ! আমার আর কোন বাসনাই নাই, কেবল কৃপাকালিই হউক, আর দীর্ঘকালই  
হউক, যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎকাল যেন আপনার পাদপদ্মে সততই আমার বিমলা  
ভক্তি থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এই অগতে যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত, সে নিরন্তরই জীবন্তু ।  
আর যে তোমার প্রতি ভক্তিশূন্য, সেই মূঢ় জীবিত থাকিয়াও মৃতের স্থায় ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণ-  
ভক্তিবিহীন ব্যক্তির জপ তপ বজ্র পুন্ড্রা নিয়ম উপবাস পবিত্র তীর্থসেবা ও অন্ত্যস্ত  
পুণ্যকর্মের অহুষ্ঠানে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ হইতে  
জীবনধারণ করিয়া আবার তাঁহাকেই অগ্রাহ করে, তাহার কুল্য কৃত্য আর কে আছে ?

যাবদাস্মা শরীরেহস্তি তাবৎ স শক্তিসংযুতঃ ।

পশ্চাদ্যাস্তি গতে তস্মিন্ স্বতন্ত্রাঃ সর্বশক্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

স চ স্বক্ মহাভাগ ! সৰ্ব্বাস্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স্বেচ্ছাময়শ্চ সৰ্ব্বাদ্যো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতু্যন্তা বালকস্তত্র বিররাম চ নারদ ! ।

উবাচ কৃষ্ণঃ প্রতু্যক্তিং মধুরাং শ্রুতিশ্রবণীয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুচিরং স্থস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং স্বং তথা ভব ।

ব্রহ্মণোহসম্ব্যাপাতে চ পাতস্তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে স্বক্ ক্ষুদ্রবিরাড্ ভব ।

ত্বমাভিপদ্যাদব্রহ্মা চ বিশ্বশ্রুতী ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ।

শিবাংশেন ভবিষ্যস্তি সৃষ্টিসংহরণায় বৈ ॥ ৪৩ ॥

আত্মনাং জীবিতস্বমেবোপপাদয়তি যাবদাস্মেতি ॥ ৩৮ ॥

স চ স্বকৃতি । হে কৃষ্ণ ! স চাস্মা স্বমেবাসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

ব্রহ্মণোহসম্ব্যাপাতে চেতি । অনেকব্রহ্মদেবপাতে নাশেহপি তব নাশেন ভবিষ্যতী-  
ত্যর্থঃ । অনেকব্রহ্মাণ্ডাতিপ্রায়েণেয়মুক্তিঃ ॥ ৪১ ॥

অংশেনেতি । স্বং স্বাংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডঃ ক্ষুদ্রবিরাড়্রো বিরাড্ ভব প্রতিব্রহ্মাণ্ডঃ  
ভিন্নো ভিন্নো বিরাড্ রূপো ভবেত্যর্থঃ । তেন চায়ং বিরাডেনেককোটিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবিরাড্-  
রূপাণাং সমষ্টিরূপিত্তিরতীতি বোধিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

সেই কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত সূত্রের জীবন ধারণ ব্যথা ॥ ৩৭ ॥ যে পর্যন্ত দেহে আত্মা  
অধিষ্ঠান করে, তাবৎ সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলেই  
আত্মাধীন সর্গদায়ক ইন্দ্রিয়শক্তিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে মহা-  
ভাগ ! যিনি প্রকৃতির অতীত স্বেচ্ছাময় আদি পুরুষ পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন ব্রহ্ম,  
তুমিই পরম সেই বিশ্বাত্মা ॥ ৩৯ ॥

বৎস নারদ ! বিরটরূপী বালক এইমাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । অনন্তর  
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিমধুর বচনে কহিলেন, বৎস ! তুমি অনন্তকাল আমার মত স্থির-  
ভাবে অবস্থান কর, অসংখ্য ব্রহ্মা অতীত হইলেও তোমার পণ্ডন হইবে না ॥ ৪০—৪১ ॥  
তুমি স্বীয় অংশে বিভক্ত হইয়া প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরাটরূপে পরিণত হও । ব্রহ্মা  
তোমার নাতিপদ্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৪২ ॥ সৃষ্টি সংহারের  
নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে একাদশ রক্ত সন্মুত হইবে । কিন্তু তাহার

কালায়িক্রদন্তেষেকো বিশ্বসংহারকারকঃ ।

পাতা বিক্ষুণ্ণ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্তিস্বত্বঃ সততং ভবিষ্যসি বরেণ মে ।

ধ্যানেন কমনীয়াং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৫ ॥

মাতরং কমনীয়াঞ্চ মম বন্ধঃ স্থলস্থিতাম্ ।

যামি লোকং তিষ্ঠ বৎসেভ্যাক্তা সৌহৃদ্যধীয়ত ॥ ৪৬ ॥

গত্বা স্থলোকং ব্রহ্মাণং শঙ্করং সমুবাচ হ ।

অক্ষরং অক্ষুমীশঞ্চ সংহর্তুং কৈব তৎক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সৃষ্টিং অক্ষুং গচ্ছ বৎস ! নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব ।

মহাবিরাড়্ লোমকূপে ক্ষুদ্রস্ত চ বিধে ! শৃণু ॥ ৪৮ ॥

তেষু একাদশরূদ্রেষু একঃ কালায়িক্রদ ইত্যর্থঃ । বিষয়ী বিষয়ভোগবান্ ক্ষুদ্রাংশেন  
অন্ন্যাংশেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যামীতি । হে বৎস ! সমগ্র তিষ্ঠ অহং লোকং স্থলোকং গোলোকং যামি গচ্ছামীত্যুক্তা  
স কৃষ্ণোহস্তরধীরতান্তর্ধানং গতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

স্থলোকং গত্বা অষ্টারং ব্রহ্মাণং অষ্টং শঙ্করমীশং সংহর্তুং চোবাচেত্যর্থঃ । ইমৌ ব্রহ্ম-  
শঙ্করৌ যৌ পূর্ব্বং কৃষ্ণশরীরান্নির্গতো তাবতি বোধ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

কিমুবাচ তদাহ সৃষ্টিং অষ্টুমিতি । প্রতিব্রহ্মাণ্ডং যে বিরাটপুরুষা অসংখ্যা সত্ত্বি তেষাং  
নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব নাভিপদ্মাঙ্ঘ্রং পরো ভব । কিমর্থং সৃষ্টিং অষ্টুমুৎপাদয়িতুম্ । তে বিরাট-  
পুরুষাঃ ক সত্ত্বি তজ্রাহ মহাবিরাড়িতি । সর্ব্ববিরাড়্রূপাণাং সমষ্টিভূতো যো মহাবিরাট্  
তস্ত লোমকূপেযু যান্ত্রনেকানি ব্রহ্মাণ্ডানি তত্র যো যঃ ক্ষুদ্রবিরাট্ তস্ত নাভিপদ্মেহংশেন  
হে বিধে ! স্বং ভব ইদং মঘচনং স্বং শৃণুত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

সকলেই শিরাংশ ॥ ৪৩ ॥ ঐ একাদশ রূদ্রের মধ্যে যিনি কালায়ি নামক রূদ্র, তিনিই  
সমস্ত বিশ্বের সংহারকর্ত্তা । তন্ত্রির তোমার ক্ষুদ্রাংশে এক এক বিক্ষু সন্মুত হইবে এবং  
সেই ভোগবান্ বিক্ষুই বিশ্বের পালক ॥ ৪৪ ॥ আমি বলিতেছি, আমার বরদানে তুমি  
নিরন্ত আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইবে এবং তুমি ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবারাত্র আমার  
কমনীয় সৃষ্টি দেখিতে পাইবে ; তাহার আর সন্দেহ নাই । আমার বন্ধঃস্থলান্ত্রিত তোমার  
অননীর দর্শনও চূর্ণত হইবে না । বৎস । তুমি স্বচ্ছন্দে এই স্থানে অবস্থান কর । আমি  
গোলোকে চলিলাম । অগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

অনন্তর তিনি গোলোকে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি ও সংহার-কার্য্য পটু ব্রহ্মা ও  
মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস বিধাতঃ ! তুমি পিত্র বাণ্ড । বিরাট্ সৃষ্টিকার্য্যের



গচ্ছ বৎস ! মহাদেব ! ব্রহ্মভালোল্লবো ভব ।

অংশেন চ মহাভাগ ! স্বয়ঞ্চ স্রুচিরং তপ ॥ ৪৯ ॥

ইতুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম বিধেঃ স্রুত ! ।

জগাম ব্রহ্মা তং নম্রা শিবশ্চ শিবদায়কঃ ॥ ৫০ ॥

মহাবিরাড়্ লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ।

বভূব চ বিরাট্ কুদ্রো বিরাড়ংশেন সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥

শ্রামো যুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্লকে ।

ঐষদ্ধাশ্রুপ্রসম্মাশ্রো বিশ্বব্যাপী জনার্দনঃ ॥ ৫২ ॥

তন্মাভিকমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোল্লবঃ ।

সমুদ্রয় পদ্মদণ্ডে চ বভ্রাম যুগলক্ষকম্ ॥ ৫৩ ॥

শিবঃ প্রত্যাহ গচ্ছেতি । হে শিব ! বৎস ! অনেকব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানেকব্রহ্মদেবলগ্নাটী-  
মংশেন জগৎসংহত্ব মুৎপন্নো ভব । স্বয়ঞ্চ স্রুচিরং বহুকালং তপ তপশ্চর্য্যাক্ষ কুর্কি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বিধেঃ স্রুত ! হে নারদ ! ॥ ৫০ ॥

এবং ব্রহ্মকুদ্রো প্রতি যথোক্তবাঃস্তথা চতুর্ভুজমপি বিষ্ণুং পালনার্থমুক্তবানেনেদঞ্চানু-  
মপ্যর্থাদবোধাম্ । পূর্বে বিরাজাং প্রতি তথৈব প্রতিজ্ঞানাং । তদুক্তমধুনৈব পাতা বিষ্ণুশ্চ  
বিধরী কুদ্রাংশেন ভবিষ্যতীতি । ব্রহ্মকুদ্রো যাবৎকালপর্য্যন্তং তত্র ন গতো ততঃ পূর্বেমেব  
মহাবিরাট্ কুদ্রবিরাড়্রূপেণ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নো ভিন্নো বভূবেত্যাহ মহাবিরাড়িতি ।  
বিরাড়ংশেন স্বাংশেনেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তন্ম রূপমাহ শ্রাম ইতি ॥ ৫২ ॥

বভ্রাম মূলশোধনার্থম্ ॥ ৫৩ ॥

নিমিত্ত মহাবিরাটের লোমকূপ হইতে যে সকল কুদ্র বিরাট্ সমুৎপন্ন হইবে, সেই সকল  
কুদ্র বিরাটের নাভিপদ্য হইতে অংশে সমুৎপন্ন হও । বৎস মহাদেব ! তুমিও যাও, গিয়া  
স্রুতি সাংহারের নিমিত্ত প্রতিবিধে প্রত্যেক ব্রহ্মার কপালদেশ হইতে অংশে উৎপন্ন হও ।  
কিন্তু দেখিও যেন স্বয়ং স্রুদীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিতে বিন্মত হইও না ॥ ৪৭—৪৯ ॥”

হে বিধাতৃতনয় নারদ ! ত্রীকক্ষ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এইরূপ আদেশ করিয়া  
মৌনাবলম্বন করিলেন । এদিকে ব্রহ্মা ও শিবদাতা শিব উভয়ে জগৎপতিকে প্রণাম  
করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫০ ॥ ওদিকে সেই ব্রহ্মাণ্ডগোলকজলে যে মহা-  
বিরাট্ ভাসমান ছিলেন, ইতিপূর্বে তাঁহারই অংশে তাঁহারই প্রতিলোমকূপে এক এক  
কুদ্র বিরাট সমুৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥ চর্যাদলভ্যাক্রূপ পীতবর্ণধারী হস্তপ্রস্থলবদন যুবা  
বিশ্বব্যাপী যে বিরাটরূপী জনার্দন জলশয্যা শয়ান, ব্রহ্মা গিয়া তাঁহার নাভিপদ্যে জন্ম-  
গ্রহণ করিলেন । জন্মগ্রহণের পর কমলযোনি সেই নাভিপদ্যে ও তাঁহার যুগলপদে লক্ষ-

নাস্তং জগাম দশস্তু পদ্মনালস্তু পদ্মজঃ ।  
 নাভিজস্তু চ পদ্মস্তু চিন্তামাপি পিতা তব ॥ ৫৪ ॥  
 স্বস্থানং পুনরাগম্য দধৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।  
 ততোদদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ষুষা ॥ ৫৫ ॥  
 শয়ানং জলতলে চ ব্রহ্মাণ্ডগোলকানুতে ।  
 যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তঞ্চ তৎপরমীশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ত্রীকৃষ্ণকপি গোলোকং গোপগোপীসমম্বিতম্ ।  
 তং সংস্তুয় বরং প্রাপ ততঃ সৃষ্টিং চকার সঃ ॥ ৫৭ ॥  
 বভূব ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানদ্যাঃ সনকাদয়ঃ ।  
 ততোরুদ্রকলাশচাপি শিবশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥  
 বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্তু বামপার্শ্বতঃ ।  
 চতুর্ভুজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে স চাবসৎ ॥ ৫৯ ॥  
 ক্ষুদ্রস্তু নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মা বিশ্বং সসজ্জ হ ।  
 স্বর্গং মর্ত্যঞ্চ পাতালং ত্রিলোকীং সচরাচরাম্ ॥ ৬০ ॥

পিতা ভবেতি নারদং প্রভৃক্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

ক্ষুদ্রং বিরাজম্ ॥ ৫৫ ॥

মহাবিরাজঃ তঞ্চ তৎপরমীশ্বরং ক্ষুদ্রং বিরাজঞ্চ দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

ক্ষুদ্রস্ত বামপার্শ্বতঃ ক্ষুদ্রবিরাজো বামভাগ্যাদিত্যর্থঃ । স বামভাগ্যাদিগর্তো বিষ্ণুঃ শ্বেত-  
 দ্বীপেহবসরিবাসং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

যুগ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ কিন্তু কিছুতেই না পায়, না যুগালদণ্ড  
 কিছুই অন্ত পাইলেন না । বৎস নারদ ! তখন তোমার পিতা অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া  
 পুনরায় স্বস্থানে আগমনপূর্বক ত্রীকঙ্কের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন । ধ্যানযোগে  
 দিব্যচক্ষে প্রথমতঃ ক্ষুদ্রবিরাট, তৎপরে বাহ্যর লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান সেই অনন্ত  
 জলশয্যাস্থারী মহাবিরাট এবং তৎপরে গোপগোপীসমবিত্ত গোলোকবিহারী পরমেশ্বর  
 ত্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন । তখন তোমার পিতা গোলোকপুতির স্ততিবাদেরে প্রস্তুত  
 হইলেন তিনি তোমার পিতাকে বরদান করিলেন । তৎপরে তোমার পিতা সৃষ্টিকার্য্যে  
 প্রস্তুত হইলেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥ প্রথমতঃ তোমার পিতার মানস হইতে সনকাদি ত্রাত্মগণ এবং  
 তাহার পর কপালেশ্বর হইতে একাদশ কল্প সম্বৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ তাহার পর সেই সলিল  
 শয্যায় লগ্ন হইয়া ক্ষুদ্র বিরাট পুরুষের বামপার্শ্ব হইতে বিশ্বপাতা চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণুর  
 উৎপত্তি হইল । তিনি শ্বেতদ্বীপে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ এমিকে তোমার

এবং সর্বলোমকূপে বিশ্বই প্রত্যেকমেব চ ।

প্রতিবিশ্বে ক্ষুদ্রবিরাড়্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ ! কৃষ্ণসকীর্তনং শুভম্ ।

স্বথদং মোক্ষদং ব্রহ্মন্ ! কিন্তুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতাংপত্তিবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্রবিরাড়্রবিরাট্ । ৬১ ॥

অত্রোদং বোধায় প্রথমস্কন্ধে তত্ত্বান্ত সাধ্বিকী শক্তীরাজসী তামসী তথা । মহাকালী  
মহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীতি তাঃ ত্রিযঃ । ভাসাং তিস্রাং শক্তীনাং দেহাদীকারণলক্ষণঃ ।  
স্বষ্টার্থক সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ । হরিক্রহিণকৃত্রাণামুৎপত্তিস্ত ততঃ স্মৃত ।  
পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতिसর্গঃ স্মৃতে হি স ইত্যনেন প্রতিজ্ঞাতো যঃ সর্গঃ প্রতिसর্গশ্চ  
প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমস্কন্ধে চ মধুকৈটভবধমহিষাসুরগুস্তনিগুস্তবধপ্রসঙ্গেন মহাকালাভুৎপত্তি-  
কথনেন । তথা তৃতীয়স্কন্ধে গুণত্রয়েণ সমস্তজগতোহপকীকৃতভূতমহাভূতসৃষ্টিকথনোত্তরং  
ব্রহ্মবিষ্ণুহ্যুৎপত্তিকথনেন তেষাং সৃষ্টিস্থিতিসংক্ৰতিব্যাপারে আজ্ঞাকরণেন প্রতিপাদিতঃ ।  
পুনশ্চ স এব সর্গঃ প্রতিসর্গশ্চ কল্মাসুরভেদেন ভিন্নঃ প্রকারান্তরেণ নবমস্কন্ধে উচ্যতে ।  
তন্নিরূপিত্বিং প্রথমং মূলপ্রকৃতিমায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী স্বতন্ত্রা স্বচ্ছয়া প্রাণিকর্ম্মবশেনাপকী-  
কৃতপঞ্চভূতোৎপত্ত্যনন্তরং পঞ্চমহাভূতোৎপত্তিং তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারেণেত্রিয়প্রাণান্তঃকর-  
ণানামুৎপত্তিং পঞ্চমহাভূতাংশান্ গৃহীত্বানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিঞ্চ প্রথমং চকার । তত-  
স্তেষাং ব্রহ্মাণ্ডানামধিপত্যাকাঙ্কয়াং পঞ্চমহাভূতাংশান্ গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রকৃতিঃ সর্বাদি-  
পতাক্ষনারীশ্বরশ্রীকৃষ্ণরূপেণ আচুর্ভূত্ব যং গোপালমুন্দরীং বদন্তি । এবং সর্বাদি-  
পতাক্ষোহর্জননারীশ্বর উৎপাদিতঃ । তদনন্তরঞ্চ তয়াক্ষিনার্য্যা স কৃষ্ণো মিথুনীভূয় স্বদোড়-  
শাংশেনানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি যন্ত রোমকূপেষ্ হ্যন্তস্তি তাদৃশং সর্বব্রহ্মাণ্ডানামধিপতিং  
মহাবিরাজং শ্রীমূলপ্রকৃতিপ্রেরণয়েব জনয়ামাস । ততঃ শ্রীকৃষ্ণাধিপতিনি পরাশক্তিঃ  
সমষ্টিবাস্তিজ্ঞানার্থিষ্ঠাভীং সরস্বতীং স্বজিহ্বাগ্রাজ্জনয়ামাস । ততঃ কালান্তরে কৃষ্ণাধিপতিনি  
শক্তিবিধা বভূব । বামভাগেন লক্ষ্মীরূপেণ দক্ষিণভাগেন রাধারূপেণ । তত্র লক্ষ্মীঃ সমষ্টি-  
ব্যুৎপত্ত্যধিষ্ঠাতৃত্বেন কল্পিতা । রাধা তু সমষ্টিব্যুৎপত্ত্যধিষ্ঠাতৃত্বেন কল্পিতা । মূলপ্রকৃতি-  
প্রেরণয়েব ততোহর্জিতাপরূপঃ শ্রীকৃষ্ণোহপি মূলপ্রকৃতিচ্ছত্বেইব বামভাগেন বিষ্ণুরূপেণ দক্ষিণ-  
ভাগেন শ্রীকৃষ্ণরূপেণ দ্বিধা জাতঃ । তদনন্তরং বাণীং লক্ষ্মীঞ্চ চতুর্ভুজায় বিষ্ণুবেদীয়েন  
দদৌ । রাধাস্ত জীয়েন স্বয়মেব কৃষ্ণো জগ্রাহ । ততো মূলপ্রকৃতেঃ সকাশাৎ সহস্রভুজা  
ভূর্ণা দেবতা সমষ্টিবাস্ত্যস্তঃকরণার্থিষ্ঠাত্রী সমুৎপন্না । ততঃ পদ্মনাভেচ্চতুর্ভুজস্ত বিষ্ণোর্নিভি-  
কমলাং সাবিদ্রীক্সীসহিতো ব্রহ্মদেবঃ সমুৎপন্নো মূলপ্রকৃতিরূপ এব । তত্র সাবিদ্রী সর্ব-  
জীবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ততঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বিভূজোহপি পুনর্বামভাগেন মহাদেবরূপেণ

পিভা সেই ক্ষুদ্র বিরাজ পুরুষের নাভিপদ্মে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনাত্মক স্বাবর-  
জকম-সমাকীর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৎস দারদ ! এইরূপে সেই  
মহাবিরাতের লোমকূপ হইতে প্রত্যেক বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডই  
এক এক জন ক্ষুদ্র বিরাট, এক এক জন ব্রহ্মা, এক এক জন বিষ্ণু, এক এক জন শিব

দক্ষিণভাগেন ত্রীকৃষ্ণরূপেণ বিধা জাতঃ ততঃ সা হুর্গা দেবতা মহাদেবায় ত্রীবেদন দত্তেত্যো-  
তদজ্ঞানমুক্তমপি নারদপুরাণাদবগম্যম্ । এতে সর্বে কৃষ্ণানয়ঃ পুরুষাঃ হুর্গানয়ঃ পঞ্চপ্রকৃ-  
য়শ্চ মূলপ্রকৃতেঃ পূর্ণাবতারা এব । ততঃ ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া মহাবিরাট্ প্রতিব্রূহাণ্ডং ভিন্নভিন্ন  
বিরাড়্ রূপেণ বভূব । ততঃ ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া মূলভূতচতুর্মুখো ব্রূহা সজ্জীকো ভিন্নভিন্নরূপৈ-  
স্তত্তদব্রূহাণ্ডান্তর্গতবিরাটপুরুষনাতিকমলাৎ প্রাচুব্ধব মহাদেবোহপি ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া তত্তদ-  
ব্রূহাণ্ডান্তর্গতচতুর্মুখললাটাদিভিন্নভিন্নরূপৈঃ প্রাচুব্ধব । ততঃ ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া চতুর্ভুজো বিষ্ণু-  
রপি তত্তদব্রূহাণ্ডান্তর্গতবিরাটপুরুষবামভাগাদিভিন্নরূপৈঃ প্রাচুব্ধব । তদেবং প্রকারেণ  
প্রতিব্রূহাণ্ডং ব্রূহবিষ্ণুমহেশ্বরায় সজ্জীকায়ঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণো ভিন্নাঃ । বিরাট্ পুরুষোহপি  
ভিন্নো মূলভূতা বিরাড়্ ব্রূহবিষ্ণুমহেশ্বরাস্ত্বে সকলব্রূহাণ্ডান্তর্গতবিরাট্ চতুর্মুখবিষ্ণুকৃত্রাণামধি-  
পত্যন্তেষাং সর্বেষামধিপতির্ব্রূহামাণরীতা গোপালসুন্দরীরূপত্রীকৃষ্ণস্তথাপাদিপতিঃ ।  
সকলমূলভূতা মূলপ্রকৃতিশ্রীশবলব্রূহরূপিণী তদভিমানিনী দেবতা তু ত্রীভূবনেশ্বরীতি তু  
তৃতীয়স্কন্ধেহভিহিতম্ । তাঃ পঞ্চপ্রকৃতয়ন্তে কৃষ্ণব্রূহাদিপুরুষাশ্চ পরস্পরমভিন্না এব ।  
ন তত্র ন্যূনাদিকভাবঃ কেনচিৎ কর্তব্যঃ । ন্যূনাদিকভাবেন নরকপাতপ্রবণাৎ । তদেবং  
প্লুকারেণ সর্গঃ ত্রীপুরুষায়কং চেতনাচেতনায়াকঞ্চ জগদ্ব্যমূলপ্রকৃতিময়ং মূলপ্রকৃত্যধীন-  
কোতিসৈব মূলপ্রকৃতিঃ সর্গদা সর্গৈঃ সর্গরূপোপাত্তেতি তদ্ব্যমিত ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ও সনকাদি অন্ত্যস্ত সকল বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৬১ ॥ দ্বিজবর! এই ত আমি অতি সুখকর  
ও মোক্ষপ্রদ কৃষ্ণগুণ সংকীর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়,  
বল ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে ব্রূহবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতোৎপত্তি

নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং সৰ্বং ময়া পূৰ্ণং হৃৎপ্রসাদাৎ স্বধোপমম্ ।  
অধুনা প্রকৃतीনাঞ্চ ব্যস্তং বর্ণয় পূজনম্ ॥ ১ ॥  
কস্থাঃ পূজা কৃতা কেন কথং মৰ্ত্ত্যে প্রচারিতা ।  
কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা প্রভো ! ॥ ২ ॥  
তাসাং স্তোত্রঞ্চ ধ্যানঞ্চ প্রভাবং চরিতং শুভম্ ।  
কাভিঃ কেভ্যো বরোদন্তস্তম্মে ব্যাখ্যাভুমহঁসি ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

গণেশজননী চূর্ণা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।  
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ৪ ॥  
আসাং পূজা প্রসিদ্ধা চ প্রভাবঃ পরমাদ্বুতঃ ।  
স্বধোপমঞ্চ চরিতং সৰ্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ নবতিশ্লোকৈরথ সমাসতঃ ।

সরস্বতীশ্লোত্রপূজাকবচাদিকমুচ্যতে ॥

অধুনা নারদঃ পূৰ্ণোক্তানাং দেবতানাং পূজাদিকং পূছতি নারদ উবাচ শ্রুতং ১  
মিতি । ব্যস্তং ভিন্নং ভিন্নম্ ॥ ১ ॥

কস্থাঃ পূজা কেন পুরুষেণ কৃতা মৰ্ত্ত্যলোকে কথং কেন প্রচারেণ তস্তা দেবতা  
পূজা প্রচারিতা সঞ্চারিতা কেন বা মৰ্ত্ত্যেণ কা দেবতা পূজিতা কেন বা স্তোত্রেণ কা দে  
স্তুতা তৎসৰ্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ২—৪ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো ! আমি আপনার অমুগ্ৰহে স্বধাসদৃশ স্বমধুর পূৰ্ণতন বস্ত  
সকল শ্রবণ করিলাম ; সম্প্রতি পঞ্চপ্রকৃতি দেবীর মধ্যে কাহাকে কে কোন্ মন্ত্রে পূ  
করিয়াছেন ? কে কি রূপে কাহার স্তব করিয়াছেন ? কিরূপেই বা কাহার পূজা য  
লোকে প্রচারিত হইয়াছে ? তাঁহাদিগের প্রত্যেকের স্তোত্র, ধ্যান, প্রভাব ও চরিতই  
কি প্রকার ? এবং কোন্ দেবীই বা কাহাকে কিরূপ বর প্রদান করিয়াছেন ? আহু-  
পূৰ্ণিক সমস্ত পৃথক পৃথক বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস ! সৃষ্টিবিষয়ে গণেশজননী চূর্ণা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং  
সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকৃতিই মূলধার, তাহা ত তুলিলে । তন্নিম্ন তাঁহাদিগের পূজাবিধি,  
অদ্বুত প্রভাব, অপূৰ্ণ স্তোত্র এবং স্বধাসদৃশ সৰ্বমঙ্গলনিদান চরিত, বেদ পুরাণ ও তন্ত্রাদি

প্রকৃত্যংশাঃ কলা যাস্ত তাসাঞ্চ চরিতং শুভম্ ।  
 সর্বং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ ! সাবধানো নিশাময় ॥ ৬ ॥  
 কালী বহুধরা গঙ্গা যজ্ঞী মঙ্গলচণ্ডিকা ।  
 তুলসী মনসা নিজ্রা স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা ॥ ৭ ॥  
 সংক্ষিপ্তমাসাঞ্চরিতং পুণ্যদং শ্রুতিহৃন্দরম্ ।  
 জীবকৰ্ম্মবিপাকঞ্চ তচ্চ বক্ষ্যামি হৃন্দরম্ ॥ ৮ ॥  
 দুর্গায়ান্তৈব রাধায়া বিস্তীর্ণং চরিতং মহৎ ।  
 তদ্বৎপশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপক্রমতঃ শৃণু ॥ ৯ ॥  
 আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনিশ্চিতা ।  
 যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ ! যুর্ধোভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ১০ ॥  
 আবির্ভূতা যথা দেবী বক্তৃতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।  
 ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥ ১১ ॥

আসাং পূজ্যেতি । আসাং পঞ্চদেবতানাং পূজাস্তোত্রমন্ত্রচরিতাদিকং সর্বং প্রসিদ্ধমেব  
 সৰ্বত্র বেদপুরাণতন্ত্রাদিষু বিদ্যতে তত্তত্তময়া নোচ্যতে । কিন্তু বাঃ প্রকৃত্যংশভূতাঃ কলা-  
 শাসাং পূজাদিকঞ্চ সর্বং বক্ষ্যামীত্যাহ প্রকৃত্যংশা ইতি ॥ ৫-৬ ॥

কাস্তাঃ কলান্তদাহ কালীবহুধরতি ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্তমাসামিতি । আসামেতাৎপলীনাং দেবতানাং চরিতং প্রসঙ্গেন জীবকৰ্ম্মবিপাকঞ্চ  
 বৈরাগ্যার্থং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ দুর্গায়া ইতি । চরিতমুষ্ঠানবিধিং সংক্ষেপতঃ পশ্চাদন্তে প্রবক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯-১০ ॥

কৃষ্ণযোষিতো রাধায়াঃ । দেবী সরস্বতী । বক্তৃতো জিহ্বাশ্রোত্রঃ । ইয়ং কথা পূৰ্ণমুক্তা ।  
 ইয়েষ কৃষ্ণমিতি । পতিষ্ঠেন কৃষ্ণমিমেবেত্যর্থঃ ॥ ১১-১৪ ॥

সমুদায়শাস্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহা বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৪-৫ ॥

সন্মতি বাহারা প্রকৃতির অংশ ও কলা হইতে সমুত্ত তাঁহাদিগেরই শুভ চরিত বৃত্তান্ত  
 আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ কালী, বহুধরা, গঙ্গা, যজ্ঞী,  
 মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিজ্রা, স্বধা, স্বাহা ও দক্ষিণা ইহারা প্রকৃতির অংশ ॥ ৭ ॥ ইহা-  
 দিগের পুণ্যদায়ক শ্রুতিহৃৎকর চরিত, তৎপ্রসঙ্গে জীবপণের কৰ্ম্মবিপাক এবং দুর্গা ও রাধার  
 অতি বিস্তীর্ণ উদার চরিত ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণন করিব ॥ ৮-৯ ॥ সন্মতি সরস্বতীর বৃত্তান্ত  
 বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । মুনিবর ! যে বীণাপাণির প্রভাবে অজ্ঞানান্ধ মুচ অনেকও জঘনা-  
 কাশ জ্ঞানালোকে উজ্জ্বলিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সৰ্ব্বপ্রথমে সেই দেবী সরস্বতীর পূজা ভারতে অব-  
 তীর্ণ করেন ॥ ১০ ॥ কামরূপিণী কামুকী দেবী সরস্বতী রাধার জিহ্বাশ্রোত্র ভাগ হইতে আবির্ভূত  
 হইয়াই কামবশতঃ কৃষ্ণকেই পতিষে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ১১ ॥ সর্বাঙ্গধারী

স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বমাতরম্ ।

তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামে স্মৃথাবহম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভজ নারায়ণং সাক্ষিঃ । মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্ ।

যুবানং স্কন্ধরং সৰ্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমম্ ॥ ১৩ ॥

কামজ্ঞঃ কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকম্ ।

কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলালঙ্কৃতমীশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥

কাস্তে ! কাস্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্বাত্মমিহেচ্ছসি ।

ত্বন্তোবলবতী রাধা ন ভদ্রস্তু ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

যোযস্মাদ্বেলবান্ বাণি ! ততোহস্তং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ।

কথং পরাস্থাধয়তি যদি স্বয়মনীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

সৰ্ব্বেশঃ সৰ্ব্বশাস্তাহং রাধাং বাধিতুমক্ষমঃ ।

তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ১৭ ॥

কাস্তে ! হে সরস্বতি ! মম রাধা পত্নী ত্বন্তো বলবতী রাধা মানিনী ভবত্যতন্তব মৎ-  
পত্নীত্বেন সপত্নীজগদুৎপাদন ভদ্রং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নমু তাং পত্নীং শিক্ষয়েতি চেত্তত্ৰাহ যো যস্মাদিতি । হে বাণি ! যঃ পুরুষো যস্মাদ্বেলবান্  
বলবান্ ভবতি তস্মাদ্বেলবান্ স কাশাভ্রক্ষিতুমন্তং স মবলঃ ক্ষমো ভবতি । নাহং রাধাতো  
বলবাস্তত্তচ্চ রাধাতো রক্ষিতুং ত্বাং ন ক্ষমোহস্মীত্যর্থঃ । কথং ক্ষমো ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তত্র প্রসিদ্ধং জায়মাহ কথমিতি । সাধয়তি রক্ষতি ॥ ১৬ ॥

সৰ্ব্বশাস্তাহং বদ্যপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারিয়া সেই লোকমাতাকে সম্বোধনপূর্বক পরিণাম  
স্বধকর সত্য ও পথা বচনে কহিলেন ॥ ১২ ॥ পতিব্রতে ! আমার অংশসম্পন্ন চতুর্ভুজ  
নারায়ণ যুবা, স্ত্রী ও সৰ্ব্বগুণায়িত ; এমন কি, আমার সদৃশ ॥ ১৩ ॥ তিনি ঐশ্বরিক  
গুণে বিভূষিত ; স্ত্রতরাং কামিনীগণের হৃদয়বাসনা বিলক্ষণ বিদিত আছেন এবং বাসনা  
পূর্ণও করিয়া থাকেন । তাঁহার নৌদ্বর্ঘ্যের কথা কি বলিব, তাঁহার শরীরে কোটি  
কন্দর্পের লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে ॥ ১৪ ॥ কাস্তে ! আর যদি আমাকে পতিত্বে বরণ  
করিয়া আমার নিকট অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা তোমার পক্ষে ভদ্রদায়ক  
নহে । কারণ, আমার সমীপস্থা রাধা, তোমার অপেক্ষা প্রবলা ॥ ১৫ ॥ যদি কোন ব্যক্তি  
অপেক্ষাকৃত বলবান্ হয়, তাহা হইলে সে আশ্রিত ব্যক্তিকে অস্ত্র হইতে রক্ষা করিতে  
সমর্থ হইতে পারে ; কিন্তু যদি তদপেক্ষা দুর্বল হয়, তাহা হইলে স্বয়ং অর্পণমর্ষ হইয়া  
কিরূপে অস্ত্রকে রক্ষা করিতে পারিবে ? যদিও আমি সৰ্ব্বেশ্বর, সকলকে শাসন করিয়া

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঃ কঃ ক্ষমঃ ।

প্রাণতোহপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কেবাং বাস্তি চ কশ্চন ॥ ১৮ ॥

ত্বং ভদ্রে ! গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ।

পতিং তমীশ্বরং কৃষা মোদস্ব স্ত্রিরং স্ত্রণম্ ॥ ১৯ ॥

লোভমোহকামক্ৰোধমানহিংসাবিবর্জিতা ।

তেজসা ত্বৎসমা লক্ষ্মীরূপেণ চ গুণেন চ ॥ ২০ ॥

তয়া সার্কং তব প্রীত্যা শশ্বৎকালঃ প্রয়াস্রতি ।

গৌরবঞ্চ হরিস্তল্যাং করিষ্যতি স্বয়োরপি ॥ ২১ ॥

প্রতিবিশ্বেষু তাং পূজাং মহতীং গৌরবান্বিতাম্ ।

মাঘস্ত শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ জন্মরি ! ॥ ২২ ॥

প্রাণতোহপীতি । কেবামপি পুরুষাণাং কশ্চন কোহপি পুত্রঃ প্রাণতোহপি কিং প্রিয়োহস্তি নাস্ত্যত্যাঃ । তথা চ পুত্রতোহপি প্রিয়ঃ প্রাণন্তৎপ্রাণরূপাং রাধাং ত্যক্তুঃ কথমহং ক্ষম ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তর্হি মম কা গতিস্তদ্রাহ ত্বং ভদ্রে ! ইতি ॥ ১৯ ॥

নমু তত্রাপি লক্ষ্মীঃ সপত্নী বর্ত্তত ইতি চেম সা লক্ষ্মী রাধাসদৃশী মানিনী কিস্তিশাস্তা-  
স্তীতাহ লোভেতি ॥ ২০—২১ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিবৃদ্ধাণ্ডম্ । তাং পূজামিত্যস্ত করিষ্যস্তীত্যনেনাশয়ঃ । মাঘস্ত শুক্ল-  
পঞ্চম্যামিত্যনেন তদ্দিনে সরস্বত্যা মহোৎসবো বাধিতঃ । তদ্দিনস্ত বিদ্যারম্ভ ইতি বিশে-  
ষণস্ত শাস্ত্রে তদ্দিনে বিদ্যায়া আরম্ভঃ কর্তব্য ইতি শ্রবণাৎ ॥ ২২—২৪ ॥

ধাকি ; কিন্তু আমার রাধাকে শাসন করিবার সামর্থ্য নাই । কারণ, তিনি কি প্রভাব,  
কি রূপ, কি গুণ, সর্ব্বাংশেই আমার সমান ॥ ১৬—১৭ ॥ রাধাকে পরিত্যাগ করাও আমার  
সাধ্যায়ত্ত নহে ; কারণ, রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব কোন ব্যক্তি  
নিজ জীবন বিসর্জন দিতে সমর্থ হয় ? পুত্র যদিও সকলের সমাধরের সামগ্রী, তথাপি কি  
প্রাণ অপেক্ষী প্রিয়তর হইতে পারে ? ॥ ১৮ ॥ অতএব ভদ্রে ! তুমি বৈকুণ্ঠধামে গমন কর,  
তথায় তোমার প্রেয়ো লাভ হইবে । তুমি বৈকুণ্ঠনাথকে পতি লাভ করিয়া চিরকাল সুখে  
বিহার করিতে পারিবে ॥ ১৯ ॥ যদিও লক্ষ্মী তথায় বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তিনিও  
তোমার মত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্যের বশীভূত নহেন এবং কি রূপ,  
কি গুণ, কি প্রভাব, সর্ব্বাংশেই তোমার তুল্য ॥ ২০ ॥ অতএব তাঁহার সহিত পরম সুখে  
কালযাপন করিতে পারিবে । বৈকুণ্ঠমাধ হরিও তোমাদিগের উভয়কেই সমান সমাদর  
করিবেন ॥ ২১ ॥ বিশেষতঃ আমি বলিতেছি, প্রতিবৃদ্ধাণ্ডেই মাঘ মাসের যে শুক্ল পঞ্চমী  
দিনে বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনে মহোৎসবে কি মানবগণ, কি দহুগণ, কি দেবগণ, কি  
সুয়ুহু দুর্নগণ, কি বহুগণ, কি বোগিগণ, কি নাগগণ, কি সিদ্ধগণ, কি গন্ধর্ভগণ, কি রাক্ষসগণ



মানবা মনবোদেবা মুনীশ্রাশ্চ মুমুক্শবঃ ।  
 বসবোযোগিনঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধৰ্ব্বরাক্ষসাঃ ॥ ২৩ ॥  
 মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি ।  
 ভক্তিয়ুজ্জাশ্চ দত্ত্বা বৈ চোপচারাণি বোড়শ ॥ ২৪ ॥  
 কণ্ঠশাখোক্তবিধিনা ধ্যানেন স্তবনেন চ ।  
 জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটে চ পুস্তকেহপি চ ॥ ২৫ ॥  
 কৃৎস্না স্তবর্ণগুটিকাং গন্ধচন্দনচর্চিতাম্ ।  
 কবচং তে গ্রহীষ্যন্তি কণ্ঠে বা দক্ষিণে ভুজে ॥ ২৬ ॥  
 পঠিষ্যন্তি চ বিদ্বাংসঃ পূজাকালে চ পূজিতে ।।  
 ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তান্দেবীং সৰ্বপূজিতাম্ ॥ ২৭ ॥  
 ততস্তৎপূজনং চক্ৰু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।  
 অনন্তশ্চাপি ধৰ্ম্মাশ্চ মুনীশ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥  
 সৰ্ব্বৈ দেবাশ্চ মুনয়ো নৃপীশ্চ মানবাদয়ঃ ।  
 বভূব পূজিতা নিত্যা সৰ্ব্বলোকৈকঃ সরস্বতী ॥ ২৯ ॥

কণ্ঠশাখোক্তেতি । যদ্যপি স বিধিরধুনোপলক্ষ্যশাখায়াং নাস্তি তথাপ্যুচ্ছিন্নশাখায়াং বর্তত  
 ইতি বোধ্যম্ । ঘটে পুস্তকে বা আবাহ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥  
 স্তবর্ণগুটিকামিতি । ভূজগত্রে কবচমষ্টগন্ধেন সংলিখ্য স্তবর্ণগুটিকায়াং ধারয়েত্তাক্ষ  
 গুটিকাং কণ্ঠাদিষু ধারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩২ ॥

সকলেই, যাবৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত প্রতি কল্পে কল্পে ভক্তিভাবে  
 বোড়শোপচারে তোমার পূজা করিবে ॥ ২২—২৪ ॥ সকলেই জিতেজির ও সংযমী হইয়া  
 ঘটে বা পুস্তকে তোমার আবাহন করিয়া বজ্রক্ৰোধের কণ্ঠশাখোক্তবিধানে ধ্যান ও  
 স্তবপাঠ করিয়া তোমার অর্জনা করিবে ॥ ২৫ ॥ তোমার কবচ আট প্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা  
 ভূজগত্রে লিখিয়া স্তবর্ণগুটিকাং মধ্যে নিধানপূর্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ ভুজে ধারণ করিবে ।  
 বিশেষতঃ বিদ্বাংসঃ পূজাকালে তোমার স্তবপাঠে নিরত হইবে । এই কথা  
 বলিয়া পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সরস্বতী দেবীর পূজা করিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই অবধি ব্রহ্মা  
 বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অনন্তদেব, ধর্ম, সনকাদি মুনীশ্রমণ, সমস্ত দেবগণ, সমস্ত মুনিসণ,  
 সমস্ত নরপতিগণ ও সমস্ত মানব সমাজ সরস্বতী দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে । বৎস  
 নারদ ! এইরূপে সেই অমন্তকালস্থায়িনী দেবী সরস্বতীর পূজা ত্রিলোকমধ্যে প্রচারিত  
 হইয়াছে ॥ ২৮—২৯ ॥

নারদ উবাচ ।

পূজাবিধানং কবচং ধ্যানঞ্চাপি নিরন্তরম্ ।

পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকম্ ॥ ৩০ ॥

বদ বেদবিদাংশ্চৈষ্ঠ ! শ্রোতুং কৌতূহলং মম ।

বর্ততে হৃদয়ে শশং কিরিতং শ্রুতিশ্রুতম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি কণ্ঠশাখোক্তপদ্ধতিম্ ।

জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধিসম্বিতাম্ ॥ ৩২ ॥

মাঘশ্য শুক্লপক্ষমায়াং বিদ্যারম্ভে দিনেহপি চ ।

পূর্বেহহি সময়ং কৃত্বা তত্রোহি সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৩৩ ॥

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াঃ কৃত্বা ঘটং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ ।

স্বশাখোক্তবিধানেন তান্ত্রিকেষাং বা পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

গণেশং পূর্বমভ্যর্চ্য ততোহভীক্যং প্রপূজয়েৎ ।

ধ্যানেন বক্ষ্যমাণেন ধ্যানস্বাভাঘটে ধ্রুবম্ ।

ধ্যাত্বা পুনঃ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েদ্ভরতী ॥ ৩৫ ॥

পূজোপযুক্তনৈবেদ্যং যচ্চ বেদনিরূপিতম্ ।

বক্ষ্যামি সৌম্য ! তৎ কিঞ্চিদ্ব্যখাধীতং যথাগমম্ ॥ ৩৬ ॥

সময়ং সংকেতম্ ॥ ৩০—৩৪ ॥

অভীষ্টাং সরস্বতীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদাশ্রয় ! সরস্বতীপূজার শ্রবণ-মনোহর পদ্ধতি, ধ্যান, কবচ, স্তোত্র এবং পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য, পুষ্প ও চন্দনাদি উপচার বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয়ে নিরন্তর মহান্ কৌতূহল বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব আপনি সেই সমস্ত কীর্তন করুন ॥ ৩০—৩১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! বসুর্বেদেব অন্তর্গত কণ্ঠশাখার জগন্মাতা সরস্বতীর পূজাবিধিসম্বিত বৈষ্ণব পদ্ধতি প্রচলিত আছে, নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ মাঘী শুক্লা পক্ষমীর বা বিদ্যারম্ভে দিবসের পূর্ব দিনে সংযত হইয়া গণপতি-পূজা করিয়া কণ্ঠের অর্হস্তানপূর্বক কণ্ঠশাখোক্ত বিধানেই হউক, আর তন্ত্রোক্ত বিধানেই হউক, তন্ত্রিপূর্বক ঘটস্থাপন করিবে ॥ ৩৩ ॥ তৎপরে প্রথমে সেই ঘট গণপতিকে পূজা করিয়া পরে যে ধ্যান বলিতেছি সেই ধ্যানের সরস্বতীকে ভাবনা করিয়া আবার অনপূর্বক পুনরায় ধ্যান পাঠ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৩৪ ॥ তদ্র ! এক্ষণে বেদে বা তন্ত্রে

নবনীতং দধি কীরং লাজাংশ্চ তিললড্‌ডুকম্ ।

ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্লবর্ণং পকুণ্ডং মধু ॥ ৩৭ ॥

অস্তিকং শর্করা শুক্লধাত্তাক্রান্তমক্ষতম্ ॥ ৩৮ ॥

অশ্বিনশুক্লধাত্তা পৃথুকং শুক্লমোদকম্ ।

ঘৃতসৈন্ধবসংযুক্তং হবিষ্যাম্নং যথোদিতম্ ॥ ৩৯ ॥

যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকং ঘৃতসংযুতম্ ।

পিষ্টকং অস্তিকস্তাপি পকরস্তাক্ষলম্ ৮ ॥ ৪০ ॥

পরমাম্নং চ সঘৃতং মিষ্টান্নঞ্চ ত্রয়োপমম্ ।

নারিকেলং তদুদকং কসেরুং মূলমার্ককম্ ॥ ৪১ ॥

পকরস্তাক্ষলঞ্চাক্র ত্রীফলং বদরীফলম্ ।

কালদেশৌদ্ভবঞ্চাক্র ফলং শুক্লঞ্চ সংস্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥

অগন্ধং শুক্লপুষ্পঞ্চ অগন্ধং শুক্লচন্দনম্ ।

নবীনং শুক্লবস্ত্রঞ্চ শঙ্খঞ্চ অম্বরং মুনৈ ! ।

মাল্যঞ্চ শুক্লপুষ্পাণাং শুক্লহারঞ্চ ভূষণম্ ॥ ৪৩ ॥

যাদৃশঞ্চ অতীতৌ ধ্যানং প্রশস্তং অতিঅম্বরম্ ।

তমিবাধে মহাভাগ ! ভ্রমভঞ্জনকারণম্ ॥ ৪৪ ॥

ইক্ষুং সম্পূর্ণং খণ্ডং বা । অস্তিকমিতি । অস্তিকে মঙ্গলদ্রব্যচতুর্দগৃহভেদয়োরিতি  
মেদিনীকোষানুসঙ্গলব্ধব্যাং বদ্যতং সর্বং গ্রাহম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

অস্তিকস্তাপি যন্ত কস্তাপি মঙ্গলদ্রব্যস্ত পিষ্টকং ঘৃতসংযুতমিত্যর্থঃ । পকরস্তাক্ষলম্ শুক্লস্ত  
পিষ্টকমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

পরমাম্নং পায়সম্ । কসেরুঃ প্রসিদ্ধঃ । মূলং মূলকম্ ॥ ৪১—৪২ ॥

পূজার বৈরূপ নৈবেদ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, স্বীয় জ্ঞানাহসারে সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ  
কর ॥ ৩৬ ॥ নবনীত, দধি, কীর, লাজ, তিললড্‌ডুক, ইক্ষুণ্ড, ইক্ষুরস, পরিপকুণ্ড, মধু,  
অস্তিক, শর্করা, শুক্ল ধাত্তের অক্ষত তণ্ডুল, অশ্বিন শুক্ল ধাত্তের চিপটিক, শুক্লমোদক, ঘৃত-  
সৈন্ধবসংযুক্ত হবিষ্যাম্ন, যবচূর্ণ বা গোধূম চূর্ণের ঘৃতসংযুক্ত পিষ্টক, অস্তিক পিষ্টক, অস্তিক-  
যুক্ত পক রস্তাক্ষলের পিষ্টক, ঘৃতসংযুক্ত পরমায়, অমৃততুল্য মিষ্টান্ন, নারিকেল, নারি-  
কেলোদক, কসেরু (কেহুর), মূলক, আর্দ্রক, পকরস্তা, অত্যাৎমক্ট ত্রীফল, বদরীফল এবং  
বথাকাল ও বথাদেশসম্বৃত অস্তান্ত শুক্লবর্ণ অসংযুক্ত ফল মূল প্রদান করিবে ॥ ৩৭—৪২ ॥  
বৎস নারদ! অগন্ধ শুক্ল পুষ্প, অগন্ধ শুক্লচন্দন, নূতন শুক্লবস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শুভ  
পুষ্পের মাল্য, শুক্ল হার ও অম্বর ভূষণ সরস্বতীকে প্রদান করিবে ॥ ৪৩ ॥ হে মহাভাগ!  
যেদে সরস্বতী দেবীর বৈরূপ ভ্রমভঞ্জন শ্রবণমনোহর ধ্যান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কহিতেছি

“সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সন্নিতাং হ্রমনোহরাম্ ॥ ৪৫ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভামুকপুঙ্কশ্রীযুক্তবিগ্রহাম্ ।

বহিঃশুদ্ধাংশুকাধানাং বীণাপুস্তকধারিণীম্ ॥ ৪৬ ॥

রত্নসারেস্রনির্ম্মাণনবভূষণভূষিতাম্ ।

হুপূজিতাং হ্রগগৈবব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ ।

বন্দে ভক্ত্যা বন্দিতাঞ্চ মুনীন্দ্রমমুমানবৈঃ ॥ ৪৭ ॥”

এবং ধ্যান্য চ মূলেন সর্বং দত্তা বিচক্ষণঃ ।

সংস্তুয় কবচং ধ্বজা প্রদামেদগুবদুবি ॥ ৪৮ ॥

যেষাংক্ষেয়মিচ্ছদেবী তেষাং নিত্য ক্রিয়া মূনে ! ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যারস্তে চ বর্ষাস্তে সর্বেষাং পঞ্চমীদিনে ।

সর্বোপযুক্তো মূলঞ্চ বৈদিকাক্ষরঃ পরঃ ॥ ৫০ ॥

যেষাং যেনোপদেশো বা তেষাং স মূলএব চ ।

সরস্বতী চতুর্থান্তং বহিঃশাস্ত্রমেব চ ।

লক্ষ্মীমায়াদিকক্ষেপ মন্ত্রোহয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৫১ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভা মুঠা অপছতা যেন তাদৃশঃ। পৃষ্ঠশ্রীপূর্ণশ্রীযুক্তঃ যতো বিগ্রহো যন্তাঃ॥৪৬-৪৮॥  
নিত্যাক্রিয়েতি। সর্বেষাং জনানাং বিদ্যারস্তে বর্ষাস্তে পঞ্চমীদিনে মাৎসর্যপঞ্চম্যা-  
ময়ং ক্রিয়া নিত্যাবশ্যং কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

মূলঞ্চ সর্বস্ত্র মূলভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

যেষাং পুরুষাণাং যেন হেতুনোপদেশো জাতস্তেন হেতুনা তেষাং স মন্ত্র এব সর্বস্ত্র  
মূলো মূলভূত ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোহয়মিতি। শ্রীঃ হ্রীং সরস্বতৈ্যে স্বাহেতি বৈদিকো মন্ত্রঃ।  
কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৬ ॥

প্রবণ কুর ॥ ৪৪ ॥ “যাহার শরীরপ্রভার কোটি চন্ডের প্রভাও মলিনতা ধারণ করে,  
যাহার পরিধান অগ্নিপরীক্ষিত বিস্তৃত পটবস্ত্র, যাহার করে বীণাযন্ত্র ও পুস্তক, যিনি সর্বোৎ-  
কৃষ্ট-রত্নজাত-নবভূষণে বিভূষিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ নিয়ত যাহার অর্চনা  
করেন, যিনি মুনীন্দ্র, মমু ও মানবগণ কর্তৃক সর্বদা বন্দিত হন, আমি ভক্তিতাবে সেই  
শুক্লবর্ণা, হস্তাশ্রিতা হ্রমনোহরা সরস্বতীকে বন্দনা করি ॥ ৪৫—৪৭ ॥” বিচক্ষণ ব্যক্তি এই-  
রূপে ধ্যান করিয়া বাবতীর দ্রব্য মূলোচ্চারণপূর্বক প্রদান করিবে। তৎপরে স্তবপাঠ ও  
কবচ ধারণপূর্বক কৃতপ্লে নিপজিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। মুনিবর! এই দেবী  
সরস্বতী যাহাদিগের ইষ্টদেবতা, তাহাদিগের ত কথাই নাই ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তত্ত্ব সাধারণত  
সকলেরই বিদ্যারস্ত দিবসে এবং বৎসরান্তে যাবী শুক্লা পঞ্চমী দিনে সরস্বতীর পূজা  
করা কর্তব্য। বেদোক্ত অষ্টাক্ষরযুক্ত মন্ত্রই সরস্বতীর মূলমন্ত্র ॥ ৫০ ॥ অথবা যিনি যে

পুরা নারায়ণশ্চেমং বান্দ্রীকায় কৃপানিধিঃ ।  
 প্রদদৌ জাহ্নবীতীরে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫২ ॥  
 ভৃগুর্দদৌ চ শুক্রায় পুঙ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৫৩ ॥  
 চন্দ্রপর্ব্বণি মারীচো দদৌ বাক্পতয়ে মুদা ।  
 ভৃগৌশ্চৈব দদৌ তুষ্ঠো ব্রহ্মা বদয়িকাপ্রমে ॥ ৫৪ ॥  
 আস্তিকস্ত জরৎকারুর্দদৌ ক্ষীরোদসমিধৌ ।  
 বিভাণ্ডকো দদৌ মেরৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় ধীমতে ॥ ৫৫ ॥  
 শিবঃ কণাদমুনয়ে গোতমায় দদৌ মুদা ।  
 সূর্য্যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যায় তথা কাত্যায়নায় চ ॥ ৫৬ ॥  
 শেষঃ পাণিনিয়ৈ চৈব ভারত্বাজায় ধীমতে ।  
 দদৌ শাকটায়নায় স্ততলে বলিসংসদি ॥ ৫৭ ॥  
 চতুর্লক্ষজপেনৈব মন্ত্রঃ সিদ্ধো ভবেম্গাম্ ।  
 যদি স্থান্মন্ত্রসিদ্ধো হি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥  
 কবচং শৃণু বিশ্রেস্ত ! যদন্তং ব্রহ্মণা পুরা ।  
 বিশ্বশ্রুতী বিশ্বজয়ং ভূগবে গন্ধমাদনে ॥ ৫৯ ॥

বলিসংসদি বলিসভায়াম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

বিশ্বজয়ং তত্ত্বায়ামকম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥

মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহাই তাঁহার মূলমন্ত্র; অতএব নিজ মূলমন্ত্রেই হউক, বা সরস্বতী  
 শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অগ্নির পরী “স্বাহা” পর্য্যন্ত শেষ ধরিয়া তাহার  
 পূর্বে প্রণব ত্রিঃ হ্রীং বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক, সেই মন্ত্রে অর্থাৎ “ত্রিঃ হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা”  
 এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সরস্বতীকে সমস্ত বস্ত্র প্রদান করিবে। এই মন্ত্রই কল্পবৃক্ষ, অর্থাৎ  
 কল্পবৃক্ষের নিকট যেরূপ সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়; এই মন্ত্র হইতেও সেইরূপ সমস্ত অভীষ্ট  
 লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ কৃপানিধি নারায়ণ পূর্বে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জাহ্নবীতীরে  
 বান্দ্রীককে এই মন্ত্র প্রদান করুন। তাহার পর ভৃগু একদা সূর্য্যগ্রহণসময়ে পুঙ্করতীরে  
 মহর্ষি শুক্রচার্য্যকে, মারীচ চন্দ্রগ্রহণসময়ে বৃহস্পতিকে, বদয়িকাপ্রমে ব্রহ্মা ভৃগুকে,  
 ক্ষীরোদমাগরতীরে জরৎকার আস্তিককে, ঋমেকপর্ব্বতে বিভাণ্ডক ধীমান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে,  
 শিব কণাদ ও গোতমকে, সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে, অনন্তমের পাताल-  
 তলে বলিসভায় পাণিনি, ধীমান্ ভারত্বাজ ও শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৫২—৫৭ ॥ এই মন্ত্র চারিলাক্ষবার জপ করিলেই মানবগণ সিদ্ধ হইয়া থাকে।  
 মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বৃহস্পতির তুল্য ক্ষমতাশালী হইতে পারে ॥ ৫৮ ॥ পূর্বে বিশ্বশ্রুতী ব্রহ্মা

## ভৃগুর্বাচ।

ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠা ! ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ ! ।

সর্ববজ্র ! সর্বজনক ! সর্বেশ ! সর্বপূজিত ! ॥ ৬০ ॥

সরস্বত্যাশ্চ কবচং বৃহি বিশ্বজয়ং প্রভো ! ।

অযাতযামং মন্ত্রাণাং সমূহসংযুতং পরম্ ॥ ৬১ ॥

## ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু বৎস ! প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্ ।

শ্রুতিসারং শ্রুতিস্থং শ্রুত্যাঙ্কং শ্রুতিপূজিতম্ ॥ ৬২ ॥

উক্তং কৃষ্ণেণ গোলোকে মহৎ ব্রহ্মাবনে বনে ।

রাসেশ্বরেণ বিভূনা রাসে বৈ রাসমণ্ডলে ॥ ৬৩ ॥

অতীবগোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্ ।

অশ্রুতাতুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৬৪ ॥

যজ্ঞা ভগবান্ শুক্রঃ সর্বদৈতেত্যু পূজিতঃ ।

যজ্ঞা পঠনাদব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মিমাংশ্চ ব্রহ্মপতিঃ ॥ ৬৫ ॥

অযাতযামং নির্দোষম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রুতিস্থং কর্ণমধুরম্ ॥ ৬২—৭০ ॥

গন্ধমাদন পূর্বতে ভৃগুকে বিশ্বজয় নামক যে কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥

একদা ভৃগু সর্বেশ্বর সর্বপূজিত ব্রহ্মাকে সযোজন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি সমুদায় বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, বেদজ্ঞানবিষয়ে আপনার তুল্য দ্বিতীয় নাই ; এমন কি আপনার অবিস্ত কিছুই নাই, কারণ সমস্তই আপনি। হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব প্রভো ! বাহা নির্দোষ ও সমস্ত মন্ত্রগুণনিষ্ঠ, আপনি সেই সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্বজয়নামক সমস্তকবচ আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৬০—৬১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! তুমি যে শ্রবণমনোহর বেদবিহিত বেদপূজিত সর্বাভীষ্টপ্রদ সরস্বতী কবচের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব প্রথমে রাসেশ্বর বিতু ক্রীড়ক গোলোকধামে ব্রহ্মাবন নামক অরণ্যে রাসোৎসবসময়ে রাসমণ্ডলে এই সরস্বতী কবচ আমার নিকট ব্যক্ত করেন। এই কবচ অতীব গোপনীয় এবং অশ্রুত অতুত মন্ত্র সমূহে পরিপূর্ণ। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া ব্রহ্মপতি বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে অগ্রগণ্য হইরাছেন, এই কবচবলে শুক্রাচার্য্য দৈত্যপুত্রের নিকট প্রোধাত লাভ করিয়াছেন, এই কবচ পাঠে মুনিবর বাসুকি বাগ্ধিতা লাভ করিয়া কবীন্দ্রপদে আরো-

পঠনাক্ষরগাছাখ্যী কবীজ্ঞো বাস্মীকো মুনিঃ ।  
 স্বায়ত্ত্ববো মনুশ্চৈব যজ্ঞা সৰ্বপুজিতঃ ॥ ৬৬ ॥  
 কণাদো গোতমঃ কণ্ঠঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ ।  
 গ্রহ্ণকার যজ্ঞা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৭ ॥  
 ধৃষা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণানুখিলানি চ ।  
 চকার লীলামাত্রেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮ ॥  
 শাতাতপশ্চ সম্বর্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ ।  
 যজ্ঞা পঠনাদগ্নিহুং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ ॥ ৬৯ ॥  
 ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চান্তিকো দেবলস্তথা ।  
 জৈগীষবে্যো যযাতিশ্চ ধৃষা সৰ্বত্র পূজিতাঃ ॥ ৭০ ॥  
 কবচস্থাস্ত্র বিপ্রেন্দ্র ! ঋষিরেব প্রজাপতিঃ ।  
 স্বয়ং ছন্দশ্চ বৃহতী দেবতা শারদাম্বিকা ॥ ৭১ ॥  
 সৰ্ববতন্ত্বপরিজ্ঞানসৰ্বার্থসাধনেষু চ ।  
 কবিতাস্ত্ৰ চ সৰ্বাস্ত্ৰ বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৭২ ॥  
 শ্রীং হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা শিরো মে পাতু সৰ্বতঃ ।  
 শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সৰ্বদাবতু ॥ ৭৩ ॥

শারদা শারং শীর্ণং শরীরসমূহং দ্যতি খণ্ডয়তি যা সা শারদা দেবতা ॥ ৭১—৭২ ॥

প্রথমমন্ত্রে শ্রীবীজং মায়াবীজং ক্রমেণাদৌ বর্ততে শ্রীবীজাদ্যো দ্বিতীয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

হণ করিয়াছেন, স্বায়ত্ত্বব মনু ইহা ধারণ করিয়া সৰ্বত্র সমাদৃত হইয়াছেন ॥ ৬২—৬৬ ॥  
 কণাদ, গোতম, কণ্ঠ, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ ও কাত্যায়ন ইহারা সকলেই এই কবচ-  
 প্রভাবে গ্রহ্ণকারপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই কবচ ধারণ  
 পূৰ্বক বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন । শাতাতপ, সম্বর্ত, বশিষ্ঠ, পরা-  
 শর ও যাজ্ঞবল্ক্য এই সরস্বতী কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া গ্রহ্ণকার হইয়াছেন । ঋষ্যশৃঙ্গ,  
 ভরদ্বাজ, আন্তিক, দেবল, জৈগীষব্য ও যযাতি ইহারা সকলে ইহারই বলে সৰ্বত্র সমান  
 সমাদর লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৭—৭০ ॥

হে দ্বিজবর ! প্রজাপতি স্বয়ং এই কবচের ঋষি, বৃহতী ইহার ছন্দ এবং শারদা অম্বিকা  
 ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । কি তত্ত্বজ্ঞান, কি প্রয়োজনসিদ্ধি, কি সুখায় কবিতা সৰ্বত্র  
 ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৭১—৭২ ॥ শ্রীং হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা, সৰ্বতোভাবে  
 আমার শিরোদেশ, শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা আমার কণালভাগ, ওঁ হ্রীং পরস্বতৌ  
 স্বাহা সৰ্বদা আমার কর্ণধর, ওঁ শ্রীং ভগবতৌ সরস্বতৌ স্বাহা সৰ্বদা আমার নয়নধর,

ওঁ হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহেতি শ্রোত্রে পাছু নিরন্তরম্ ।  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবতৌ সরস্বতৌ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥ ৭৪ ॥  
 ঐং হ্রীং বাহাদিনৈ স্বাহা নাসাং মে সর্বদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যে স্বাহা চোষ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৫ ॥  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যে স্বাহেতি দন্তপক্তিং সদাবতু ।  
 ঐমিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৬ ॥  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং পাছু মে গ্রীবাং ক্ষক্কৌ মে শ্রীং সদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যে স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥ ৭৭ ॥  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাছু নাভিকাম্ ।  
 ওঁ হ্রীং ক্লীং বাণ্যে স্বাহেতি মম হস্তৌ সদাবতু ॥ ৭৮ ॥  
 ওঁ সর্ববর্ণাঙ্ঘ্রিকাতৈ পাদযুগ্মং সদাবতু ।  
 ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যে স্বাহা সর্বং সদাবতু ॥ ৭৯ ॥  
 ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিনৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু ।  
 ওঁ সর্বজিহ্বাগ্রবাসিনৈ স্বাহা যিদিশি রক্ষতু ॥ ৮০ ॥  
 ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বতৌ বৃধজননৈ স্বাহা ।  
 \*সততং মন্ত্ররাজোহয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ৮১ ॥

তারমারাদ্যন্তৃতীয়ঃ । তারশ্রীমারাদ্যচ্চতুর্থকঃ ॥ ৭৪ ॥

বাগ্ভবমারাদ্যঃ পঞ্চমঃ । তারমারাদ্য ষষ্ঠঃ ॥ ৭৫ ॥

তারশ্রীমারাদ্যঃ সপ্তমঃ । বাগ্ভবাদ্যোষ্টমঃ ॥ ৭৬ ॥

তারশ্রীমারাদ্যো নবমঃ । শ্রীবীজাদ্যো দশমঃ তারমারাদ্যো যত্র একাদশঃ ॥ ৭৭ ॥

তারমারাদ্যো দ্বাদশঃ । তারমারাকামবীজাদ্যত্রয়োদশঃ ॥ ৭৮ ॥

তারমারাদ্যো চতুর্দশপঞ্চদশৌ ॥ ৭৯ ॥

তারাদ্যো ষোড়শসপ্তদশৌ ॥ ৮০ ॥

তারবাগ্ভবমারাদ্যত্রিকামবীজাদ্যোহষ্টাদশঃ ॥ ৮১ ॥

ঐং হ্রীং বাহাদিষ্টে স্বাহা সর্বদা আমার নাসিকা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেব্যে স্বাহা  
 অমুক্ষণ আমার ওষ্ঠ, ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যে স্বাহা আমার দন্তপক্তি, ঐং এই একাক্ষর  
 মন্ত্র সর্বদা আমার কণ্ঠদেশ, ওঁ শ্রীং হ্রীং আমার গ্রীবদেশ, শ্রীং আমার বক্ষঃ, ওঁ হ্রীং  
 বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেব্যে স্বাহা সর্বদা আমার বক্ষঃস্থল, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা আমার  
 নাভিদেশ, ওঁ হ্রীং ক্লীং বাণ্যে স্বাহা আমার হস্তবহন, ওঁ সর্ববর্ণাঙ্ঘ্রিকাতৈ স্বাহা আমার  
 চরণযুগল এবং ওঁ বাগধিষ্ঠাত্রীদেব্যে স্বাহা আমার সর্বদ সর্বদা রক্ষা করুন ॥ ৭৩—৭৯ ॥  
 ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিনে স্বাহা আমার পূর্বদিক, ওঁ সর্বজিহ্বাগ্রবাসিনে স্বাহা আমার



ঐং হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈঋত্যাং সর্বাদাবতু ।  
 ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিস্থৈ স্বাহা মাং বারুণেহবতু ॥ ৮২ ॥  
 ওঁ সর্বাধিকারৈ স্বাহা বায়বো মাং সদাবতু ।  
 ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিস্থৈ স্বাহা মায়ুতরেহবতু ॥ ৮৩ ॥  
 ঐং সর্বশাস্ত্রবাসিস্থৈ স্বাহেশান্ত্যাং সদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্কং সদাবতু ॥ ৮৪ ॥  
 হ্রীং পুস্তকবাসিস্থৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু ।  
 ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্বতোহবতু ॥ ৮৫ ॥  
 ইতি তে কথিতং বিপ্র ! ব্রহ্মমন্ত্রোঘবিগ্রহম্ ।  
 ইদং যিগ্মজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৮৬ ॥  
 পুরা শ্রুতং ধর্মবক্তাং পর্বতে গন্ধমাদনে ।  
 তব স্নেহান্মাখ্যাতে প্রবক্তব্যং ন কশ্চিৎ ॥ ৮৭ ॥  
 গুরুমভ্যচ্য বিধিবদ্বজ্রালংকারচন্দনৈঃ ।  
 প্রণম্য দণ্ডবদ্বৃমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮ ॥  
 পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্ত কবচং ভবেৎ ।  
 যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমোভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

বাগ্ভবমায় শ্রীবিজাদ্য উনবিংশঃ । তারবাগ্ভবাদ্যো বিংশঃ ॥ ৮২ ॥  
 তারাদ্য একবিংশঃ । তারবাগ্ভবত্রীকামাদ্যো দ্বাবিংশঃ ॥ ৮৩ ॥  
 বাগ্ভবাদ্যস্ত্রয়োবিংশঃ । তারমায়াদ্যচতুর্বিংশঃ ॥ ৮৪ ॥  
 মায়াদ্যঃ পঞ্চবিংশঃ । তারাদ্যঃ ষড়্‌বিংশঃ ॥ ৮৫—৯১ ॥

অগ্নিকোণ, ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরযুতৈ বৃষজনেস্তৈ স্বাহা আমার দক্ষিণ দিক্, ঐং হ্রীং  
 শ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আমার নৈঋতকোণ, ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিস্থৈ স্বাহা আমার  
 পশ্চিম দিক্, ওঁ সর্বাধিকারৈ স্বাহা আমার বায়ুকোণ, ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিস্থৈ  
 স্বাহা আমার উত্তর দিক্, ঐং সর্বশাস্ত্রবাসিস্থৈ স্বাহা আমার ঈশানকোণ, ওঁ হ্রীং সর্ব-  
 পূজিতায়ৈ স্বাহা আমার উর্দ্ধভাগ, হ্রীং পুস্তকবাসিস্থৈ স্বাহা আমার অবোভাগ এবং  
 ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা আমার সকল দিক্ রক্ষা করুন ॥ ৮০—৮৫ ॥

বৎস নারদ ! এই মন্ত্রশরীর ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বজয় নামক কবচের কথা তোমার কহি-  
 লাম । পূর্বে আমি এই কবচ গন্ধমাদন পর্বতে ধর্মদেবের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম ।  
 সম্ভ্রুতি দেহাতিশয়াগ্রযুক্ত তোমার বলিলাম, কিন্তু ইহা কদাচ কাহারও নিকট ব্যক্ত  
 করিও না ॥ ৮৬—৮৭ ॥ বজ্র অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা যথাবিধি গুরুসেবকে অর্চনা করিয়া গুরু  
 চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক এই কবচ ধারণ করিবে । পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে এই কবচ

মহাবাণ্ধী কবীজ্ঞশ্চ ত্রৈলোক্যবিজ্ঞয়ী ভবেৎ ।

শক্নোতি সৰ্বং জ্ঞেতুঞ্চ কবচশ্চ প্রসাদতঃ ॥ ৯০ ॥

ইদঞ্চ কাণ্ণশাখোক্তং কবচং কথিতং যুনে ।।

স্তোত্রপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং শৃণু ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
সুরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

( কাণ্ণশাখোক্তসুরস্বতীকবচধারণাং তৎপঠনাত মুচ্য অব্যাখ্যাপি বিদ্বান্ বিশ্ববিজ্ঞয়ী চ  
ভবতীত্যত আহ মহাবাণ্ধীতি ॥ ৯০—৯১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সিদ্ধ হইয়া থাকে। কবচধারী ব্যক্তি কবচ সিক হইলেই বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান, বাণ্ধী,  
কবীজ্ঞ ও ত্রৈলোক্যবিজ্ঞয়ী হইয়া থাকে। ফলতঃ এই কবচপ্রভাবে সমস্ত জয় করিতে  
সমর্থ হয় ॥ ৮৮—৯০ ॥ যুনে! আমি তোমায় এই কাণ্ণশাখোক্ত কবচবিষয় কীর্ত্তন করি-  
লাম, এক্ষণে পূজাবিধি, ধ্যান ও বন্দনাদি বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের নবমস্কন্ধে সুরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদি বর্ণন  
নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

### শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

বাগ্বেদবতীয়াঃ স্তবনং শ্রয়তাং সৰ্বকামদম্ ।  
মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্ঠাব তাং পুরা ॥ ১ ॥  
গুরুশাপাচ্চ স মুনির্হিতবিদ্যো বভূব হ ।  
তদা জগাম ছুঃখার্থো রবিস্থানং স্পৃগ্যদম্ ॥ ২ ॥  
সম্প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং লোলার্কে দৃষ্টিগোচরে ।  
তুষ্ঠাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ মুহুমূহুঃ ॥ ৩ ॥  
সূর্য্যন্তস্পাঠয়ামাস বেদং বেদাদ্ভীশ্বরঃ ।  
উবাচ স্তোহি বাগ্বেদবীং ভক্ত্যা চ স্মৃতিহেতবে ॥ ৪ ॥  
তমিত্যুক্ত্বা দীননাথোহপ্যন্তর্দ্বানঙ্ককার সঃ ।  
মুনিঃ স্নাত্বা চ তুষ্ঠাব ভক্তিনত্নাত্মকঙ্করঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ দ্বাত্রিংশৎ পদৈর্ধর্মযাজ্ঞঃ পরম্ ।

সরস্বত্যা মহাস্তোত্রং নারদায়োক্তবান্ শ্রুতম্ ॥

নারায়ণ উবাচ বাগ্বেদবতীয়া ইতি ॥ ১ ॥

রবিস্থানং লোলার্কম্ ॥ ২—৩ ॥

সূর্য্যন্তমিতি । দেবঃ সূর্য্যন্তং যাজ্ঞবল্ক্যং বেদং বেদাদ্ভীশ্বরঃ পাঠয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! পূর্বে ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য যে স্তোত্র দ্বারা বাগ্বেদবী  
সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সৰ্বকামপ্রদ সেই সরস্বতীস্তব কীর্তন করিতেছি,  
শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপনিবন্ধন সমস্ত বেদাদি বিস্মৃত হইয়া সাতিশয়  
ছুঃখিতচিত্তে পুণ্যপ্রদ রবিস্থানে গমন করিলেন । তথায় কিছুকাল তপশ্চরণের পর লোলাপ্য  
বিভাকর নয়নগোচর হইলো তীব্রতর শোকে প্রপাদিত হইয়া মুহুমূহুঃ বোদন করিতে  
করিতে তাঁহার স্তম্ভিপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২-৩ ॥ তখন ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে  
সমুদায় বেদ ও বেদাদ্ভীশ্বরঃ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি এক্ষণে স্মরণশক্তি  
প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্বেদবীর স্তব কর ॥ ৪ ॥ দিবাকর এই কথা বলিয়াই তথা  
হইতে অন্তর্হিত হইলেন । এদিকে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য জান করিয়া ভক্তিবিনত মস্তকে  
বাগ্বেদবীর স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

## যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

কৃপাং কুরু জগন্মাতঃ ! মামেবং হততেজসম্ ।  
 গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ৬ ॥  
 জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং বিদ্যাং শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিনীম্ ।  
 গ্রন্থকর্তৃশক্তিশ্চ শিষ্যং স্প্রপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥  
 প্রতিভাং সংসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্ ।  
 লুপ্তং সৰ্ব্বং দৈবযোগান্নবীভূতং পুনঃ কুরু ।  
 যথাক্ষরং ভগ্নমি চ কৰোতি দেবতা পুনঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী ।  
 সৰ্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তৈশ্চ বাণৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥  
 বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থ যদধিষ্ঠানমেব চ ।  
 তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাত্রীপী ।  
 যয়া বিনা প্রসংখ্যাবান্ সংখ্যাং কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১ ॥

দুঃখিতঃ হতৌজসঞ্চ মাস্প্রতি কৃপাং কুর্কিতি অশ্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

শিষ্যং স্প্রপ্রতিষ্ঠিতং মহাং দেহীত্যশ্বয়ঃ ॥ ৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তো যথা ভগ্নম্প্যাক্ষরমেবতা সৰ্ব্বৈশ্বর্যঃ কদাচিৎ কৰোতি তদগ্নয়ি সৰ্ব্বং লুপ্তং সাধয়েত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থিতি । বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থ যদধিষ্ঠানং সৰ্ব্বাক্ষরাণি তদাশ্রয়া হি বিসর্গ-  
 বিন্দুমাত্রাঃ । তেষামক্ষরাণামধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মাতঃ ! গুরুশাপে আমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে । আমি বিদ্যাবিহীন  
 ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি । আমার দুঃখের অবধি নাই, জগজ্জননি ! আমার প্রতি  
 কৃপা কর । আমার জ্ঞান, বিদ্যা, স্মৃতি, শিষ্যবোধিনী শক্তি, গ্রন্থকর্তৃশক্তি ও প্রতিভাসম্পন্ন  
 শিষ্য প্রদান কর । যেন সজ্জনসমাজে আমারও সম্পূর্ণরূপ প্রতিভা ও বিচারশক্তি প্রদর্শিত  
 হয় । দৈব দুর্গিপাকে আগার বাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে, যেন ভগ্নরাশিসমূহগত বীজাক্ষরের  
 ভার নষ্ট হইয়া আমার উৎপাদিকাশক্তিদ্বারা চিত্তক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া পুনরায় নবীভাবধারণ  
 করে ॥ ৬—৮ ॥ মাতঃ ! তুমি ব্রহ্মস্বরূপী, তুমি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠা, তুমি স্রোতিঃস্বরূপা, তুমি  
 সনাতনী, তুমি সমুদায় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ; অতএব তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি ॥  
 মাতঃ ! অক্ষর, বিসর্গ ও চক্রেবিন্দু যে সকল বর্ণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তুমি  
 সেই বর্ণস্বরূপী ; অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ মাতঃ ! তুমিই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপা

কালসংখ্যাস্বরূপা বা তস্মৈ দেবো নমো নমঃ ।

ভ্রমসিদ্ধাস্বরূপা বা তস্মৈ দেবো নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তিৰ্ভূতশক্তিস্বরূপিণী ।

প্রতিভা কল্পনাশক্তির্বা চ তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ ।

বভূব মুকবৎ সৌহৃপি সিদ্ধান্তং কর্তৃমক্ষমঃ ॥ ১৪ ॥

তদাজগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ ।

উবাচ স চ তাং স্তৌহি বাণীমিচ্চাং প্রজাপতে ! ॥ ১৫ ॥

স চ তুচ্চাব তাং ব্রহ্মা চাক্ষুয়া পরমাত্মনঃ ।

চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বহুধরা ।

বভূব মুকবৎ সৌহৃপি সিদ্ধান্তং কর্তৃমক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥

তদা তাং স চ তুচ্চাব সন্তুষ্টঃ কশ্যপাজ্ঞয়া ।

ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্মলং ভ্রমভঞ্জনম্ ॥ ১৮ ॥

আজগামেতিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তম্ ব্রহ্মসিদ্ধান্তম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

তুমিই সমস্ত ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী, তোমা ব্যতিরেকে গণিতবিদ্যা পায়দর্শীরাও কোন বিষয়ে গণনা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি কাল গণনার সংখ্যাস্বরূপা, তুমি মানবগণের ভ্রমভঞ্জনী সিদ্ধান্তশক্তিরূপা অতএব তোমাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১১—১২ ॥

মাতঃ! তুমি স্মৃতিশক্তি, তুমি জ্ঞানশক্তি, তুমি বুদ্ধিশক্তি, তুমি প্রতিভাশক্তি, তুমিই কল্পনাশক্তি !! অতএব পুনঃ পুনঃ তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥ স্বয়ং সনৎকুমারও ভ্রমে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মুকবৎ নিরন্তর হইয়া বৃহিলেন ॥ ১৪ ॥ তখন পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রজাপতে! তুমি অভীষ্টদাত্রী বাণীশ্বরীর স্তব কর, তাহা হইলে তোমার সিদ্ধান্ত স্থির হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন চতুরানন পরমেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়া তাহার প্রসাদবলে অত্যুত্তম সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন ॥ ১৬ ॥ এক বিন বহুধরা সন্নিদ্ধতিতে অনন্তদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া মুকের ভায় নিস্তরুভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাতীত হইয়া কশ্যপের আজ্ঞানুসারে তোমার স্তব করিলে, তাঁহার ভ্রমনিরাস হইয়া সিদ্ধান্ত স্থির হয় ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাস্মীকিং যদা ।  
 মৌনীভূতশ্চ সন্মার স্বামেব জগদম্বিকাম্ ॥ ১৯ ॥  
 তদা চকার সিদ্ধান্তং স্বধ্বরেণ মুনীশ্বরঃ ।  
 সংপ্রাপ্য নির্মলং জ্ঞানং ভ্রমাক্ষধ্বংসদীপকম্ ॥ ২০ ॥  
 পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা চ ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ ।  
 স্বাং শিবাং বেদ দধৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুঙ্করে ॥ ২১ ॥  
 তদা ত্রতো বরং প্রাপ্য সংকবীন্দ্রে বভূব হ ।  
 তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ২২ ॥  
 যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং সদাশিবম্ ।  
 ক্ষণং স্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভূঃ ॥ ২৩ ॥  
 পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্ ।  
 দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স স্বাং দধৌ চ পুঙ্করে ॥ ২৪ ॥

সন্মার বাস্মীকিঃ। পুরাণসূত্ররচনাশক্ত্যর্থঃ স্মৃতবানিত্যর্থঃ। হে দেবি! স্বধ্বরেণ  
 তদা স বাস্মীকিভ্রমরূপাক্রমরূপং দীপরূপং জ্ঞানং সম্প্রাপ্য সিদ্ধান্তং পুরাণসূত্র-  
 ভূতঞ্চকার ॥ ১৯ ॥

তৎ পুরাণসূত্রং ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ শ্রুত্বা তদর্থং কবিতারূপেণ স্পষ্টী-  
 কর্ত্ত্বং স্বাং শিবাং বেদ দধৌ ধাতবাস্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ২০—২২ ॥

সদাশিবং পপ্রচ্ছ কিং পপ্রচ্ছ তত্রাহ তত্ত্বজ্ঞানমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

বেদব্যাস বাস্মীকির নিকট গমন পূর্বক পুরাণসূত্র বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর  
 বাস্মীকি হতবুদ্ধি হইয়া জগন্নাভরূপা তোমাকে অরণ করিলেন। তোমার প্রসাদে জ্ঞান-  
 জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে স্বধিবরের ভ্রমাক্ষকাব দূর হইল। তখন তিনি বেদব্যাসকৃত  
 প্রশ্ন দ্বিধয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তখন কৃষ্ণাংশসম্বৃত ব্যাস-  
 দেব বাস্মীকিমুখে পুরাণসূত্র বিষয় শ্রবণ করিয়া তোমার মহিমা জানিতে পারিলেন এবং  
 পুঙ্করতীর্থে গমন করিয়া শতবর্ষকাল শাস্তিদাত্রীস্বরূপা তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই-  
 লেন ॥ ২১ ॥ তাহার পর ভূমি প্রশ্ন হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলে, তিনি কবীন্দ্রপদবীতে  
 আকৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিতে সমর্থ  
 হইলেন ॥ ২২ ॥

যখন মহেন্দ্র সদাশিবকে তত্ত্বজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন সদাশিব ক্ষণকাল  
 তোমার চিন্তা করিয়া তৎপরে মহেন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর  
 একদা দেবীরা জরগুরু বৃহস্পতির নিকট শব্দশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি  
 তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পুঙ্করতীর্থে বাইয়া দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত



যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রমেতত্ত্ব যঃ পঠেৎ ।

স কবীন্দ্রো মহাবাণী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

মহামূৰ্খশ্চ ছুৰ্দ্ধিৰ্ব্বৰ্ষমেকং যদা পঠেৎ ।

স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী স্কবীন্দ্রো ভবেদ্ধুবম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতসরস্বতীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরস্বতীস্তোত্রস্ত ফলশ্রুতিমাহ যাজ্ঞবল্ক্যকৃতমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত এই সরস্বতীস্তব পাঠ করেন তিনি স্ককবি, বাণী ও বৃহস্পতি-  
সদৃশশক্তি সম্পন্ন হইতে পারেন ॥ ৩১ ॥ যদি মহামূৰ্খ ব্যক্তিও এক বৎসরকাল এই বাণী-  
স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে সপণ্ডিত, মেধাবী ও স্কবি হইতে সমর্থ  
হয় ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র  
বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥\*



## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

### শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণাস্তিকে ।  
গঙ্গাশাপেন কলহাৎ কলয়া ভারতে সরিৎ ॥ ১ ॥  
পুণ্যদা পুণ্যরূপা চ পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী ।  
পুণ্যবস্তির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনে ! ॥ ২ ॥  
তপস্বিনাং তপোরূপা তপসঃ ফলরূপিণী ।  
কৃতপাপেধাদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৩ ॥  
জ্ঞানাৎ সরস্বতীতোয়ে যুতা যে মানবা ভুবি ।  
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সূচিরং হরিসংসদি ॥ ৪ ॥  
ভারতে কৃতপাপশ্চ স্নাত্বা তত্র চ লীলয়া ।  
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ৫ ॥

অর্থাধিকৈঃ সপ্তষষ্টিমোক্তৈরথ সমাসতঃ ।

লক্ষ্মীগঙ্গাভারতীনাং শাপাঙ্কনোচ্যতে ভুবি ॥

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে ইতি । স্বয়ং পূর্ণরূপেণ বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । পশ্চাদ্গঙ্গায়াঃ  
শাপেন কলয়াংশেন ভারতে যন্তে সরিৎ সরস্বতীনামী সরিষ্কান্তেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
যজ্ঞাতীয়ে পুণ্যবতাং স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! সরস্বতী নিয়তই বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট অবস্থান  
করেন, কিন্তু একদিন গঙ্গার সহিত কলহ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার শাপে-জ্বলে সরিৎ  
রূপে ভারতে অবতীর্ণ হন ॥ ১ ॥ ইনি ভারতে অতি পাবনী, পুণ্যরূপা ও পবিত্র তীর্থ  
স্বরূপিণী । পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা হইবার তীয়ে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ইহাকে সেবা করিয়া  
থাকেন ॥ ২ ॥ ইনি তপস্বীগণের তপস্রা ও তপঃফলস্বরূপা । বাহারা পাপরূপ কাষ্ঠরাশির  
আহরণ করিয়া থাকে, ইনি প্রজ্জ্বলিত হুতাশন রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের সেই কৃষ্ণ-  
রাশি নষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ভারতে বাহারা সজ্ঞানে সরস্বতী-সলিলে কলেবর  
পরিভ্যাগ করে, তাহারা চিরকাল বৈকুণ্ঠে হরিসত্যের অবস্থান করিতে পারে ॥ ৪ ॥  
ভারতে বাহারা পাপাচরণ করিয়া সরস্বতীজলে অবগাহন করে, তাহারা অবদীলাক্রমে  
স্বকৃত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অসীমকাল বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

চাতুর্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাক্ষরায় দিনকয়ে ।  
 ব্যতীপাতে চ গ্রহণেহস্তমিহ পূণ্যমিনেহপি চ ॥ ৬ ॥  
 অনুব্রজেণ যঃ স্নাতো হেতুনাশ্রয়্যাপি বা ।  
 সারূপ্যং লভতে মুনঃ বৈকুণ্ঠে স হররপি ॥ ৭ ॥  
 সরস্বতীমনুং তত্র মাসমেকক যো জপেৎ ।  
 মহামূৰ্খঃ কবীন্দ্রশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 নিত্যং সরস্বতীতোয়ে যঃ স্নায়াম্মুগুরমরঃ ।  
 ন গৰ্ভবাসং কুরুতে পুনরেন স স্মনবঃ ॥ ৯ ॥  
 ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্রতে গুণকীর্তনম্ ।  
 সুখদং কামদং সারভূয়ঃ কিং শ্রৌতুমিচ্ছসি ॥ ১০ ॥  
 সূত উবাচ ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ ।

পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহমিমং শৌনক ! সত্বরম্ ॥ ১১ ॥

‘অক্ষরায়ান্তিথাবক্ষ্যনবম্যাম্ ॥ ৬ ॥

অনুব্রজেণ কার্যার্থমাগতোমধ্যে তীর্থং পতিতমস্তীতি জ্ঞানমপি কৰ্ত্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা  
 হেতুনান্যেন বা কারণেন দ্রব্যগ্রহণরূপেণ অশ্রদ্ধয়াপীচ্ছদঃ ॥ ৭ ॥

তত্র সরস্বতীতীরে ॥ ৮ ॥

মুগুরমেকবারং প্রথমতোমুগুনং কুর্স্ব ॥ ৯—১২ ॥

কি চাতুর্দশ্য সময়, কি পূর্ণিমা, কি অক্ষর, কি দিনক্ষয় সময়, কি ব্যতীপাতযোগ,  
 কি গ্রহণকাল, কি অস্ত্র পূণ্যদিন, অথবা আনুষ্ঠানিক যে কোন কারণেই হউক; অধিক  
 কি, অশ্রদ্ধাপূৰ্ণক হইলেও সরস্বতী-জলে একবারমাত্র স্নান করিলে বৈকুণ্ঠধামে গমন  
 করিয়া ঈশ্বরির সারূপ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬—৭ ॥ একমাস কাল সরস্বতীতীরে  
 অবস্থানপূৰ্ণক সরস্বতী মন্ত্র জপ করিলে, মহামূৰ্খ ব্যক্তিও কবীন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে  
 পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ একবার মন্তক মুগুন করিয়া সরস্বতী তীরে  
 অবস্থানপূৰ্ণক যে ব্যক্তি প্রতিদিন তাহাতে অবগাহন করে, তাহাকে পুনরায় আর  
 গৰ্ভবশা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৯ ॥ বৎস নারদ! এইত আমি ভারতের অসীম  
 গুণবিশিষ্ট মধ্যে সুখপ্রদ, কামপ্রদ ও সারভূত বৎকিঞ্চিৎ কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর  
 কি প্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয় বল ? ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, হে শৌনক! মুনিবর নারদ, নারায়ণের প্রসুখ্যং এইরূপ প্রবণ করিয়া  
 সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত পুনরায় সেই সুহৃৎকে যে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
 কহিতেছিঃ প্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

## শ্রীনারদ উবাচ ।

কথং সরস্বতী দেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে ।  
 কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ॥ ১২ ॥  
 শ্রবণে শ্রুতিসারাণাং বদ্ধতে কৌতুকং মম ।  
 কথামুতে ন মে তৃপ্তিঃ কেন শ্রেয়সি তূপ্যাতে ॥ ১৩ ॥  
 কথং শশাপ সা গঙ্গা পূজিতাং তাং সরস্বতীম্ ।  
 সা তু সত্ত্বস্বরূপা যা পুণ্যদা শুভদা সদা ॥ ১৪ ॥  
 তেজস্বিনোৰ্দ্ধম্লোৰ্দ্ধাদকারণং শ্রুতিস্বন্দরম্ ।  
 স্তূহলভং পুরাণেয়ু তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি ॥ ১৫ ॥

## শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ।  
 যন্ত্যাঃ শ্রবণমাত্রেন সৰ্ব্বপাপাং প্রমুচ্যাতে ॥ ১৬ ॥  
 লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভাৰ্য্যা হরেরপি ।  
 প্রেম্না সমাস্তান্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসম্মিধৌ ॥ ১৭ ॥  
 চকার সৈকদা গঙ্গাবিষোমুখনিরীক্ষণম্ ।  
 সন্মিতা চ সকামা চ স কটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতে: সারাণাং সারভূতানাং শ্রবণে ইত্যম্বয়ঃ । মে তৃপ্তিঃ কথামুতে নৈবাক্তি কে-  
 শ্রেয়সি তূপ্যাতে ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৮ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! সরস্বতী দেবী গঙ্গার সহিত কলহ করিয়া তাঁহার শাপে বি-  
 রূপে স্বীয় অংশধারা ভারতে পুণ্যপ্রদ সরিৎরূপে অবতীর্ণ হইলেন? এই শ্রুতিসা-  
 হিত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে। আপনার বাক্যামৃত  
 পান করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না। কলহঃ শ্রেয়োগতে কাহা-  
 র চিত্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে? ॥১২—১৩॥ সরস্বতী নামাঙ্কা নারী মহেন, ত্রিলোক  
 মধ্যে সকলেই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। অপিচ গঙ্গাও সত্ত্বগুণপ্রধান, সুভদ্রাও শর্করা  
 সর্বদার পুণ্য ও শুভদাত্রী হইয়া সরস্বতীকে শাপ প্রদান করিলেন কেন? ॥ ১৪ ॥ উত-  
 রেই তেজস্বিনী, অতএব বলবৎ পক্ষবহের বিবাহকারণ শ্রবণ বেন কর্মসুহরে অবতুতধারা  
 বর্ণন করে। বিশেষতঃ পুরাণে এ সকল বৃত্তান্ত অতি হৃদয়, অতএব আগমিক কথ-  
 করিয়া আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! যে কথা শ্রবণে লক্ষ্য রাখণ বিধিযুক্ত বহু, এক্ষণে  
 সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬-১৮ ॥ সরস্বতী ও গঙ্গা এই

বিভূক্তহাস তদন্তঃ নিরীক্ষ্য চক্ষুঃ তদা।

কমাককার তদন্তঃ লক্ষ্যমিব সরস্বতী ॥ ১৯ ॥

বোধয়ামাস পদ্মাতাং পদ্মরূপা চ সম্বিতা।

ক্রোধাবিভা চ সা বাণী ন চ শাস্তা বহুবহ ॥ ২০ ॥

উবাচ বাণী ভর্তারং রক্তাঙ্গা রক্তলোচনা।

কম্পিতা কামবেগেন শব্দং প্রস্কুরিতাধরা ॥ ২১ ॥

সরস্বত্যাচ।

সর্বত্র সমতা বুদ্ধিঃ সন্তর্ভুঃ কামিনীং প্রতি।

ধর্ম্মিষ্ঠস্ত বরিষ্ঠস্ত বিপরীতা খলস্ত চ ॥ ২২ ॥

জ্ঞাতং সৌভাগ্যমধিকং গঙ্গায়াং তে গদাধরঃ।

কমলায়াং চ তত্ত ল্যাং ন চ কিঞ্চিদ্য়ি প্রভো ! ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায়াঃ পদ্ময়া সার্কং প্রীতিশ্চাস্তি সুসম্মতা।

কমাককার তেনেদং বিপরীতং হরিপ্রিয়া ॥ ২৪ ॥

তদন্তঃ বিকোর্হাত্তং দৃষ্টা লক্ষীঃ কমাককার ন ক্রোধম্। সরস্বতী তু ন কমাককার কিম্  
ক্রোধম্ ॥ ১৯ ॥

তাং ক্রুদ্ধাং সরস্বতীম্ ॥ ২০—২২ ॥

সৌভাগ্যং প্রেম। গঙ্গালক্ষ্যোক্তব প্রেমাস্তি ময়ি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায়া ইতি। যদি লক্ষ্যাং গঙ্গাতুল্যা তব প্রীতিন্ স্তাস্ততো গঙ্গয়া সার্কং লক্ষ্যাঃ প্রীতি-  
নব তবেৎ। প্রীতিস্ত বর্ততে যতন্তেন হেতুনা প্রীতিসত্তাবহেতুনা বিপরীতমিদং সপত্নীহাত্তং

তন জনই নারায়ণের নিকট অবস্থান করেন ॥ ১৭ ॥ ইতিমধ্যে গঙ্গা একদিন হস্তবদনে

দাংশুকচিত্তে বারম্বার নারায়ণের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রভু

নারায়ণও তদর্শনে চকিতের স্তায় গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জেবং হস্ত করিলেন।

দর্শনে লক্ষী কোন অপরাধ গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু সরস্বতী মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠি-

লেন ॥ ১৯ ॥ সবগুণাবিতা পদ্মা হস্তবদনে ক্রুদ্ধা সরস্বতীকে নানা প্রকার সাধনা করিতে

দাঙ্গিলেন; কিন্তু বাণী কিছুতেই দ্বান্ত হইলেন না ॥ ২০ ॥ প্রত্যুত ক্রোধে তাঁহার বদন-

ওলংলোহিত রূপ ধারণ করিল, লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কামবেগে কাপিতে

দাঙ্গিলেন; তাঁহার গুণ্ড নিরন্তর প্রস্কুরিত হইতে লাগিল, তখন তর্ভাকে বলিতে লাগি-

লেন ॥ ২১ ॥ যে বাণী সঙ্ঘব, ধর্ম্মিক ও গুণবান্ তিনি সকল ভাৰ্য্যাকেই সমান

কে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু যুগের নিকট তাহার বিপরীত ॥ ২২ ॥ গঙ্গাধর! গঙ্গার প্রতিই

দাপদ্বয় প্রেমরূপকপাত আরহে; লক্ষীর প্রতিও তাহা হইতে দুইন মনহে; কেবল আমিই

হাতে প্রীতি প্রদে এই জন্যই গঙ্গাতে ও পদ্মাতে পদদ্বয় প্রেম আরহে; কারণ, আমিই

স্ববলং বদ্যম বলং সিক্তাপ্যমিত্যুচ্ছিতম্ ।

জানন্তু সর্বেষাং হুভয়োঃ প্রভাবঃ সিক্তস্যনুভূতিঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যেবমুক্তাঃ সা দেবী যানৈশ্চ শাপং দদাবিতি ।

সরিৎস্বরূপা ভবতু স্নানং যাক শশাপ হ ॥ ৪১ ॥

অধোমর্ত্যঃ সা প্রয়াতু সন্তি যত্রৈব পাগিনঃ ।

কলৌ তেষাঞ্চ পাপানি প্রহীয়াতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যেবং বচনং শ্রবণা তাত শশাপ সরস্বতী ।

স্বমের যাত্মসি মহীঃ পাপিপাপং লভিষ্যসি ॥ ৪১ ॥

এতস্মিন্মন্ত্রে তত্র ভগবানাকগাম হ ।

চতুর্ভুজশ্চতুর্ভিষ্ঠ পার্শ্বদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ॥ ৪২ ॥

সরস্বতী করে ধৃষ্টা বাসয়ামাস বক্ষসি ।

বোধয়ামাস সর্বজ্ঞঃ সর্বজ্ঞানং পুরাতনম্ ॥ ৪৩ ॥

স্ববলমিতি । বদ্যম্ভাং কারণং স্ববলং মম বলং চেয়ং জাতুমিচ্ছতি তন্মান যুক্ত-  
তার্থঃ ॥ ৪০ ॥

সা দেবী গতা ॥ ৪১ ॥

যা সরস্বতী য়াং পদ্মাং শশাপ সা সরস্বতী সরিৎস্বতীত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

লভিষ্যসি লপ্যসে ॥ ৪২—৪৩ ॥

ঐ দুঃখভাবা মুখরাকে ছাড়িয়া দেও । ঐ দুঃখীলা বাচাল আমার কি করিবে ? উনি  
বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া সর্বদা কেবল কলহ লইয়াই থাকেন । ও হৃদুখীর বতদ্র  
প্রভাব, বতদ্র শক্তি, আমার সহিত বিবাদ করিয়া দেখুক । ওর নিজের বল কতদ্র আর  
আমার বল কতদ্র সেইটি জানিতে ইচ্ছা করিতেছে, অতএব উহাকে ছাড়িয়া দেও । সকলে  
আমাদিগের উভয়ের পরাক্রম ও প্রভাব জানিতে পারুক ॥ ৩৫—৩৮ ॥ এইরূপ কহিয়া  
গতা সরস্বতীকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইয়া লক্ষ্মীকে সহোদনপূর্বক কহিলেন, সখি  
পদ্মে ! ও যেমন তোমার সরিৎরূপিণী হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিল, অমনি আমিও  
বলিডেছি, “উহাকেও সরিৎরূপ ধারণপূর্বক পাপজননিবাস মর্ত্যলোকে গমন করিয়া  
কলিযুগে তাহাদিগের পাপরাশি প্রহণ করিতে হইবে” ॥ ৩৯—৪০ ॥ গদ্যার শাপকর্ত্তা হইয়া  
করিয়া সরস্বতীও তাঁহাকে শাপ প্রদানপূর্বক কহিলেন, “তোমাকেও সরিৎরূপে কলিযুগে  
গমন করিয়া পাপিগণের পাপ প্রহণ করিতে হইবে” ॥ ৪১ ॥

বৎস নারদ ! এইরূপ কলহ চমিডেছে, ইতিমধ্যে চতুর্ভুজশ্চতুর্ভিষ্ঠ সর্বজ্ঞ ভগবান  
হরি চতুর্ভুজ চারিজন পার্শ্বচরের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন—এবং সরস্বতীকে কলহ  
লইয়া পূর্বজন রহত সত্বল একেশ করিতে আশ্বিনেন । তখন তাঁহারা নিক শিক শাপদান  
ও কলহকারণ জানিতে পারিয়া সাতিশর হস্তিও হইলেন । এইরূপ ভগবান হরি ভগবান

শ্রদ্ধা রহস্যে ভাসিমাশাপন্ন কলহত চ ।

উবাচ ভূমিতাপ্তান্দ্রাভাং সাময়িকীং বিহুঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

লক্ষ্মি ! ধ্বংসকলয়া গচ্ছ ধর্মধ্বজগৃহং শুভে ! ॥ ৪৫ ॥

অযোনিসম্ভবা ভূমৌ তস্য কস্তা ভবিষ্যসি ।

তত্রৈব দৈবদোষণে বৃক্ষত্বঞ্চ লভিষ্যসি ॥ ৪৬ ॥

মদংশস্তাস্ত্রস্তৈব শম্ভুভূত কামিনী ।

ভূত্বা পশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ত্রৈলোক্যপাবনী নাম্না তুলসীতি চ ভারতে ।

কলয়া চ সরিষ্ঠাং শীত্রেং গচ্ছ বরাননে । ১

ভারতং ভারতীশাপান্না পদ্মাবতী ভব ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গে । যাস্তসি পশ্চাত্তমংশেন বিশ্বপাবনী ।

ভারতং ভারতীশাপাং পীপদাহায় পাপিনাম্ ॥ ৪৯ ॥

ভগীরথস্ত তপসা তেন নীতা স্ককলিতে ! ।

নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে ॥ ৫০ ॥

সাময়িকীং সময়োচিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

ধর্মধ্বজোরাজ্য কলয়াংশেন ॥ ৪৫ ॥

ভূমৌ স্থিতা ভূমেরূপপ্রেতত্বার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শম্ভুভূত কামিনী পত্নী ॥ ৪৭ ॥

তুলসীতি নাম্না পশ্চাত্তম পত্নী ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । কলয়াংশেন সরিদিপ ভব ॥ ৪৮ ॥

পদ্মাবতীং গঙ্গামাহংগে ইতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

চিত বচনে একাদিক্রমে তাঁহাদিগকে সমস্ত কহিতে লাগিলেন, ॥ ৪২—৪৪ ॥ অগ্নি লক্ষ্মি !

তুমি অংশে মর্ত্যালোকে ধর্মধ্বজ রাজার গৃহে অযোনিসম্ভবা কস্তা রূপে অবতীর্ণ হইবে ।

দৈবজ্ঞানপাক্ষতঃ তথায় তোমাকে বৃক্ষত্ব লাভ করিতে হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ তথায় আমার

অংশবৃত্তি শম্ভুরেজ শম্ভুভূত তোমার পানিগ্রহণ করিবে । তাহার পর তুমি এখানে আগমন

পূর্বক বেঙ্গল জায়া পত্নী আছ, সেইরূপই থাকিবে তাহার আর লক্ষ্যই নাই ॥ ৪৭ ॥

ভারতে কিয়া তুমি ত্রৈলোক্যপাবনী তুলসী নামে অভিহিত হইবে । বরাননে ! শীত্রে ভারতে

সিয়া অংশে সরিষ্ঠারূপে অবতীর্ণ হইয়া পদ্মাবতী নামে বিখ্যাত হও ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গে শীত্রেভ্যামেকং ভারতীশাংশে ভারতে ভারতবাসিন্দিগের অংশগ্রহণে শাপ করিবার

নিমিত্ত বিশ্বপাবনী সরিষ্ঠারূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে । ভগীরথ অংশে আরবিন্দ কিরিয়া

মদংশস্ত সমুদ্রস্ত জায়া জারৈ বনাক্ষরী।  
 মংকলাংশস্ত ভূপস্ত শাস্তনোশ্চ হ্রস্বেবরি। ৫১ ॥  
 গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং গচ্ছ ভারতি।।  
 কলহস্ত কলং ভুজ্য সপত্নীভ্যাং সহাচ্যুতে। ৫২ ॥  
 অরঞ্চ ব্রহ্মসদনে ব্রহ্মণঃ কামিনী ভব।।  
 গঙ্গা যাতু শিবস্থানমত্র পশ্চৈব তিষ্ঠতু। ৫৩ ॥  
 শাস্তা চ ক্রোধরহিতা মন্ত্রতা সত্ত্বরূপিণী।  
 মহাসাধ্বী মহাভাগা জুশীলা ধর্মচারিণী ॥ ৫৪ ॥  
 যদংশকলয়া সর্বা ধর্মিষ্ঠাশ্চ পতিভ্রতাঃ।  
 শাস্তরূপাঃ জুশীলাশ্চ প্রতিবিশেষু পূজিতাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তিস্রো ভাষ্যাজ্জিশীলাশ্চ ত্রয়ো ভূত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।  
 ধ্রুং বেদবিরুদ্ধাশ্চ নহেতে মঙ্গলপ্রদাঃ ॥ ৫৬ ॥

জারৈ: ভবে:। যথা হে জারৈ! সমুদ্রস্ত জায়া ভবেত্যর্থ:। শাস্তনোশ্চ কারণবশাক্ষরী  
 ভবেত্যর্থ: ॥ ৫১ ॥

সরস্বতীমাহ গঙ্গাশাপেনেতি ॥ ৫২ ॥

সপত্নীভ্যাং সহ কলহস্তেত্যন্তর্য:। অরঞ্চেতি। অংশেন ভারতে সরিৎস্ব অরঞ্চ পূর্ণ-  
 রূপেণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মণঃ পত্নী ভবেত্যর্থ:। গঙ্গা যাতু গঙ্গাপাশেন সরিৎস্বতু পূর্ণরূপেণ  
 তু শিবস্থানং যাতু তস্ত সপত্নী ভবতু। অত্র মরিকটে তু পশ্চৈব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩ ॥

যত: শাস্তেত্যাহ শাস্তা চেতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥

সং খেদং বর্ণয়তি তিস্র ইতি। জুশীলা ভিন্নবৃত্তাবা:। জুশীলেতি সর্বত্রাষেতি ॥ ৫৬ ॥

তোমাকে লইয়া বাইবে বলিয়া তুমি ভুলোকে পুততমা ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইবে।  
 তথায় মদংশসমুদ্র সমুদ্র এবং আমার অংশের অংশ হইতে সমুদ্র ত রাজা শাস্তর তোমার  
 গতি হইবেন ॥ ৫১—৫২ ॥

ভারতি! গঙ্গাশাপে তুমিও ভারতে গিয়া অংশে অবতীর্ণ হও। সপত্নীস্বরের সহিত কল-  
 হের কলতোগ কর ॥ ৫২ ॥ ভজ্যে। তুমি অরং পূর্ণরূপে ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া ব্রহ্মার পত্নী  
 হও। গঙ্গাও পূর্ণরূপে শিবসদীপে গমন করুন, আর পদ্মা আমার নিকটেই অবস্থান  
 করুন। পদ্মা অতি শাস্তপ্রকৃতি, ক্রোধবর্জিতা মন্ত্রিগুণাশা ও সত্ত্বগুণাবলম্বিনী। পদ্মার  
 মত সাক্ষী, সজয়িত্রা ভাগ্যবতী ও ধর্মচারিণী অতি বিরল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ বে সর্বজন লীন  
 জিনীরা পদ্মার অংশে অঙ্গপ্রহরণ করেন, তাঁহারা সকলেই শাস্তির বার্ষিকীও পতিগুণাশা  
 হইয়া থাকেন। কলহ: শাস্তবতাব ও জুশীলা কামিনীরা সর্বত্র গমন পশ্চিৎ হইয়া  
 থাকেন ॥ ৫৫ ॥ কি ভাষা, কি ভূত, কি বান্ধব, বিভিন্নবন্ধক তিন জনকে একত্র রাখিল

জীপুংবচ্ গৃহে যেবাং শৃঙ্খিণাং জীবগাং পুমান্ ।  
 নিফলঞ্চ জন্ম তেষামন্তজন্ম পদে পদে ॥ ৫৭ ॥  
 মুখেচ্ছৃষ্ঠা যোনিচ্ছৃষ্ঠা যন্ত জী কলহপ্রিয়া ।  
 অরণ্যং তেন গন্তব্যং মহারণ্যং গৃহাদরম্ ॥ ৫৮ ॥  
 জলানাঞ্চ স্থলানাঞ্চ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ ।  
 সততং স্থলভা তত্র ন তেষাং গৃহএব চ ॥ ৫৯ ॥  
 বরমগ্নৌ স্থিতির্হিংস্রজন্তুনাং সমিধৌ স্থখম্ ।  
 ততোহপি দুঃখং পুংসাঞ্চ দুষ্কৃতীসমিধৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাধিহালা বিষহালা বরং পুংসাং বরাননে ।  
 দুষ্কৃতীণাং সুখহালা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬১ ॥  
 পুংসাঞ্চ জীজিতানাঞ্চ ভস্মাস্তং শৌচমধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥  
 যদহি কুরুতে কৰ্ম ন তশ্চ ফলভাগ্ভবেৎ ।  
 নিন্দিতোহত্র পরজৈব সৰ্ব্বত্র নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥

এতে ত্রয়োবেদবিরুদ্ধা বেদান্তমত্যাধিষয়াঃ । যেবাং গৃহে পুংবৎ পুরুষবৎ প্রধানা জী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ভস্মাস্তং মরণাস্তং শৌচং পবিত্রতা অধ্রুবং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৬ ॥

করা নিবিদ্ধ, এমন কি বেদবিরুদ্ধ । কারণ তিনজন কখনই এক স্বভাবের হইতে পারে না, হুতরাং বিভিন্নপ্রকৃতি তিন জনের একত্রাবস্থান কখনই মঙ্গলদায়ক নহে ॥ ৫৬ ॥ যে গৃহে পুরুষের জ্ঞান জীলোকের আধিপত্যই প্রবল এবং পুরুষ জীর বশীভূত, তাহার জন্ম নিফল, পদে পদে তাহার অন্ত সংঘটন হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ বাহার জী মুখচ্ছষ্ট, যোনিচ্ছষ্ট ও কলহ-প্রিয়, তাহার নিবিদ্ধ অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়ঃ । কারণ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে মহারণ্য গৃহ অপেক্ষা স্থখের স্থান হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ সে ব্যক্তি গৃহে না পান প্রক্ষালনাদিগ্ন জল, না উপ-বেশনাদির স্থান, না ভক্ষণার্থ ফল, কিছুই পায় না, কিন্তু অরণ্যে তাহার কিছুই অসম্ভাব হয় না ॥ ৫৯ ॥ ছুষ্ঠা জীর সরিধান্নে অবস্থান অপেক্ষা হিংস্র জন্তুমধ্যে বাস বা বহিঃপ্রবেশ করা তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ৬০ ॥ বরাননে । বরং ব্যাধিব্রণা বা বিষহালা সহ হয়, কিন্তু দুষ্টা জীর বাক্যব্রণা কিছুতেই সহ হয় না ; এমন কি, তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকর ॥ ৬১ ॥ বাহার জীর একান্ত বশীভূত, ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তাহার চিত্তারোহণ না করিলে, আর তাহাদিগের মনের শান্তি নাই । তাহার প্রতিদিন বে কার্যের অহুর্ভান করে, কিছুতেই তাহার ফলভোগী হইতে পারে না । তাহাদিগের, না ইহলোক, না পরলোক সুখাদি, বশ নাই ; বরং চরমে নরকবাস লাভ হইয়া



যশঃকীর্ত্তিবিহীনো যো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ ।  
 বহ্নীনাঞ্চ সপত্নীনাং মৈকত্র প্রোক্ষ্যে স্হিতিঃ ॥ ৬৪ ॥  
 একভার্য্যঃ স্ত্রী নৈব বহুভার্য্যঃ কদাচন ।  
 গচ্ছ গঙ্গে ! শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সরস্বতি ! ।  
 অত্র তিষ্ঠতু মদগেহে স্ত্রীলা কমলালয়ী ॥ ৬৫ ॥  
 স্ত্রীসাধ্যা যন্ত পত্নী চ স্ত্রীলা চ পতিব্রতা ।  
 ইহ স্বর্গে স্ত্রুং তন্ত ধর্ম্মোমোক্ষঃ পরত্র চ ॥ ৬৬ ॥  
 পতিব্রতা যন্ত পত্নী স চ মুক্তঃ শুচিঃ স্ত্রী ।  
 জীবন্মৃতোহশুচির্দুঃখী দুঃশীলা পতিরেব চ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
 লক্ষ্মীগঙ্গাসরস্বতীনাং ভুলোকাবতারবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( দুঃশীলা যন্ত পত্নী দুঃশীলা তন্তাঃ পতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

থাকে ॥ ৬২—৬৩ ॥ যে ব্যক্তি যশোবিহীন ও কীর্ত্তিবিহীন, তাহার জীবন বিভ্রম মাত্র  
 বহুতর সপত্নীর একত্রাবস্থান কখনই মঙ্গলের নিমিত্ত নহে ॥ ৬৪ ॥ একমাত্র দারপরিগ্রহ  
 করিয়াই যখন লোক স্ত্রী হইতে পারে না, তখন বহুভার্য্য ব্যক্তির যে কি কষ্ট, তাহা  
 আর কি বলিব ? গঙ্গে ! তুমি শিব সরিধান, আর সরস্বতি ! তুমি ব্রহ্মার ভবনে গমন  
 কর, কেবল কমলবাসিনী স্ত্রীলা কমলা আমার নিকট অবস্থান করুন ॥ ৬৫ ॥ যাহার  
 পত্নী পতিব্রতা ও অজ্ঞাকারিণী, তাহার ইহলোকে স্ত্রু ও ধর্ম্ম এবং পরকালে মুক্তি  
 লাভ হয় ॥ ৬৬ ॥ ফলতঃ যাহার জী পতিব্রতা, সে সর্কান্তঃকরণে স্ত্রু শাস্তোগ করিয়া  
 থাকে, এমন কি সে জীবন্মুক্ত । আর যাহার জী দুঃশ্রিতা ইহলোকে সর্কান্তঃকরণে  
 সহিত তাহাকে কেবল দুঃখই ভোগ করিতে হয় । অধিক কি, তাহাকে জীবন্মৃত বলিলেও  
 অত্যাক্তি হয় না ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের নবমস্কন্ধে লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভারতাব-  
 তরণ কখন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

ইতু্যক্তা জগতাং মাথো বিররাম চ নারদ ! ।

অতীব কুরুদুর্দেব্যঃ সমালিন্দ্য পরম্পরম্ ॥ ১ ॥

তাশ্চ সৰ্ব্বাঃ সমালোক্য ক্রমেণোচুস্তদেধ্বরম্ ।

কম্পিতাঃ সাত্ৰুনেত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ ॥ ২ ॥

সরস্বত্যাচ ।

বিশাপং দেহি হে নাথ ! ছুটমাজন্মশোচনম্ ।

সংস্রামিনা পরিত্যক্তাঃ কূতো জীবন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবম্ ।

অত্মমত্তো হি নিয়তং পাতুমর্হতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃপকাশক্তিঃ পদৈরতঃপরম্ ।

শাপোদ্ধারপ্রকারে তিস্থগাং সম্যগুচ্যতে ॥

বিররাম চ নারদেতি । নারদং প্রতি নারায়ণোক্তিঃ ॥ ১—২ ॥

প্রথমং সরস্বতী প্রার্থনায় করৌতি বিশাপমিতি ॥ ৩ ॥

অত্মমত্ততায়াঃ ফলং ময়া লক্ষ্মিত্যাহ অত্মমত্তো হীতি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া যৌনাবলম্বন করিলে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ পরিশেষে তাঁহারা জগদীশ্বর কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শোকাভিভূতচিত্তে ভয়-কম্পিত-কলেবরে বাষ্পপূর্ণনেত্রে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট য য মনোমত্তভাবে ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

এখনতঃ সরস্বতী কহিলেন, নাথ ! আমাদেরই এই আত্মমত্তপ্রবাহ অতি কঠোর শাপবিমোচনের উপায় কি ? অবলাগণ, কি কখনও অহুকুল-পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ? নাথ ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, ভারতে গিয়া যোগীক-লম্বনপূর্বক এ ঘেহ বিসর্জন দিব। মহাআরা নিশ্চয়ই নিয়ত-সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥

গঙ্গোবাচ ।

অহং কেনাপরাধেব স্বয়া ত্যক্তা জগৎপতে ! ।  
 দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দোষায়া বধং লভ ॥ ৫ ॥  
 নির্দোষকামিনীত্যাগং করোতি যো নরো ভুবি ।  
 স যাতি নরকং ঘোরং কিন্তু সর্বেশ্বরোহপি বা ॥ ৬ ॥  
 পদ্মোবাচ ।

নাথ ! সঙ্কল্পরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব ।  
 প্রসাদং কুরু ভার্য্যে য়ে সদীশস্ত কমা বরা ॥ ৭ ॥  
 ভারতে ভারতীশাপাদ্ধামি কলয়া হৃদম্ ।  
 কিয়ৎকালং স্থিতিস্তত্র কদা ত্রুক্ষ্যামি তে পদম্ ॥ ৮ ॥  
 দাস্তস্তি পাপিনঃ পাপং সদ্যঃ স্নানাবগাহনাৎ ।  
 কেন তেন বিমুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদম্ ॥ ৯ ॥  
 কলয়া তুলসীরূপং ধর্ম্মধ্বজস্থতা সতী ।  
 ভুক্ত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপাদান্বজমচ্যুত ! ॥ ১০ ॥

ভদনস্তরং গঙ্গোবাচ অহঙ্কেনেতি । সরস্বত্যা অপরাধঃ কৃতো ময়া ত্বন কৃত ইতি  
 ভাবঃ । তেন কারণেন নির্দোষায়াং বধং লভ লভ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সর্বেশ্বরোহপি যদিহ্যন্তথাপি ॥ ৬ ॥

যে ভার্য্যে প্রীতীত্যর্থঃ ॥ ৭—১৫ ॥

গঙ্গা কহিলেন, জগৎপতে ! আপনি কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ?  
 আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব । সম্ভ্রতি আপনি এই দোষবিহীন রমণীর বধভাগী হউন ।  
 এই ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তি নিরপরাধা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তিনি সর্বেশ্বর হইলেও  
 তাঁহাকে নিরঙ্গামী হইতে হয় ॥ ৫—৬ ॥

পদ্মা কহিলেন, নাথ ! আপনি পূর্ণ সঙ্কল্পরূপ ; কি আশ্চর্য্য ! তব্বে আপনার  
 শরীরে কি রূপে ক্রোধের সর্কার হইল ? বাহা হউক, সম্ভ্রতি আপনি সরস্বতী ও গঙ্গার  
 প্রীতি প্রসন্ন হউন । ক্ষমাই সংপতির প্রধান গুণ ॥ ৭ ॥ আর সরস্বতী বধন আমাকে  
 লাগ প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি এই বৃহত্তে ভারতে যাইতে প্রস্তুত আছি ! কিন্তু  
 আমার কতকাল তথায় অবস্থান করিতে হইবে ? কত দিনে আপনার পাদপদ্ম দর্শন  
 করিতে পাইব ? ॥ ৮ ॥ শাগিন গর দ্বিজ্ঞান ও অবগাহন দ্বারা আমার সলিলে পাগপদ  
 প্রক্ষালন করিবে ; কিন্তু কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় আপনার চরণকমল  
 স্পর্শ করিব ? আমি অংশে ধর্ম্মধ্বজ-হরিদা হইয়া কত দিন পরে আপনার দর্শন পাইব ?

বৃক্করূপা ভবিষ্যামি স্বকসিষ্ঠাভূদেবতা ।  
 সমুদ্রসিঞ্চসি কদা তন্মে বৃহি কৃপানিধেঃ ॥ ১১ ॥  
 গঙ্গা সরস্বতীশাপাং যদি যাস্ততি ভারতে ।  
 শাপেন মুক্তা পাপাচ্চ কদা ত্বাং লভিষ্যতি ॥ ১২ ॥  
 গঙ্গাশাপেন বা বাণী যদি যাস্ততি ভারতম্ ।  
 কদা শাপাঘ্নিনিমূচ্য লভিষ্যতি পদং তব ॥ ১৩ ॥  
 তাং বাণীং ব্রহ্মসমনং গঙ্গাং বা শিবমন্দিরম্ ।  
 গন্ত্য বদসি হে নাথ ! তৎক্ষমস্ব চ তে বচঃ ॥ ১৪ ॥  
 ইত্যুক্তা কমলা কাস্তপাদং ধৃত্বা ননাম সা ।  
 স্বকেশৈর্বেষ্টনং কৃত্বা রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥  
 “উবাচ পদ্মনাভস্তাং পদ্মাং কৃত্বা স্বকসি ।  
 ঈষজ্ঞাতপ্রসন্নাত্মো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥”

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্বাক্যমাচরিষ্যামি স্ববাক্যং সুরেশ্বরী ! ।

সমতাং করিষ্যামি শৃণু ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ১৬ ॥

( সংপ্রতিকর্তব্যঃ বিনিদ্দিশন্ ভগবনাহ ত্বাক্যমাচরিষ্যামীতি । তব বাক্যং ত্বাকাং যন্তরা উক্তং তৎ রক্ষিত্বা যন্তরোক্তং তচ্চ প্রতীপালয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ )

কত দিনই বা আমাকে আপনার অধিষ্ঠানভূত তুলসীবৃক্করূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতে  
 হইবে ? কৃপানিধে ! বলুন দেখি, কত দিনে আমার উদ্ধার সাধন করিবেন ? ॥ ১—১১ ॥  
 ভারতীশাপে যদি গঙ্গাকে ভারতে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে শাপ ও শাপ হইতে  
 বিমুক্ত হইয়া কত দিন পরে আপনার চরণ দর্শন করিতে পারিবেন ? ॥ ১২ ॥ আর যদি  
 গঙ্গার শাপে সরস্বতীই ভারতে গমন করেন, তাহা হইলে উহার শাপাবলানে কত  
 বিলম্ব হইবে ? কত দিন পরেই বা আপনার চরণ দর্শনে সমর্থ হইবেন ? ॥ ১৩ ॥ তন্ত্রি  
 সরস্বতীকে ব্রহ্মসমনে এবং গঙ্গাকে শিবভবনে দ্বাইতে অনুঘাত করিলেন, তদ্বিষয়ে  
 কদা কখন ॥ ১৪

১৬-নামদ । দেবী কমলা অগঙ্গারূপে এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন  
 এবং স্বীয় কেশদ্বারা তাঁহার চরণ বেষ্টন করিয়া বারবার রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঐ সময় ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ হরি হৃদয়গুণে প্রসন্নচিত্তে পদ্মাকে বক্ষু ধারণ  
 করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বরী ! স্ববাক্য রক্ষা করিয়া তোমার কণ্ঠস্থগানে কার্য্য করিবে ।  
 কমলেক্ষণে ! যে প্রকারে উত্তর বিক রক্ষা হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ সরস্বতী

ভারতী যা তু কলয়া সরিজপা চ ভারতে ।  
 অর্দ্ধা সা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদগৃহে ॥ ১৭ ॥  
 ভগীরথেন সা নীতা গঙ্গা যাস্ততি ভারতে ।  
 পূতং কৰ্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদগৃহে ॥ ১৮ ॥  
 তত্রৈব চন্দ্রমৌলেশ্চ মৌলিং প্রাপ্যতি চুন্নভম্ ।  
 ততঃ স্বভাবতঃ পূতাপ্যতিপূতা ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥  
 কলাংশাংশেন গচ্ছ স্বং ভারতে বামলোচনে ।  
 পদ্মাবতীসরিজপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী ॥ ২০ ॥  
 কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গুণৈঃ বর্ষে চ মোক্ষণম্ ।  
 যুগ্মকং সরিতাঞ্চৈব মদগৃহে চাগমিষ্যথ ॥ ২১ ॥  
 সম্পদাং হেতুভূতা চ বিপত্তিঃ সর্বদেহিনাম্ ।  
 বিনা বিপত্তের্মহিমা কেমাং পদ্মভবে ! ভবে ॥ ২২ ॥  
 মম্মজ্ঞোপাসকানাঞ্চ সত্যং স্নানাবগাহনাং ।  
 যুগ্মকং মোক্ষণং পাপাদর্শনাং স্পর্শনাতথা ॥ ২৩ ॥

ভারতী কলয়ৈকাংশেন নদী ভবতু অর্দ্ধাংশেন ব্রহ্মসদনং গচ্ছতু পূর্ণাংশেন বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতু । তথৈব গঙ্গাপি তেন মম বাক্যমপি সত্যং জাতং বৈকুণ্ঠবাসেন তিস্রঃ সমতা চ জাতা ভবিষ্যতীতি ॥ ১৭—১৮ ॥

তত্রৈবেতি । একাংশাবতারে এবত্যর্থঃ । নহু তস্তাঃ সরস্বতীবদেকাংশাবতার ইত্যর্থঃ । তদপেক্ষাতা ন্যূনপরাধ্বাৎ ॥ ১৯—২১ ॥

হে পদ্মভবে ! ॥ ২২ ॥

মম্মজ্ঞোপাসকান্যিতি । ইদমূলক্ষণং ব্রহ্মনিষ্ঠশৈবশাক্তগাণেশসৌরাণ্যং তক্তানামপি ভোমামপি পুরাণান্তরেষু তীর্থাদিপাবকৃত্ত শ্রবণাৎ ॥ ২৩—২৮ ॥

একাংশে নদীরূপ ধারণ করিয়া ভারতে এবং অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মার সমীপে বাস করুন ; আর পূর্ণাংশে বৈকুণ্ঠে আমার নিকট বিদ্যমান থাকুন ॥ ১৭ ॥ ভগীরথের কন্যে ত্রিভুবন পুত করিবার নিমিত্ত গঙ্গাকে একাংশে ভারতে গমন করিতে হইবে ; আর একাংশে চন্দ্রশেখরের হস্তে জটায়োয় দ্বারা লাভ করিয়া স্বভাবতঃ বেঙ্গল পুত আছেন, তদপেক্ষা অধিকতর পুত হইবেন । আর পূর্ণাংশে আমার সমীপে অবস্থান করুন ॥ ১৮—১৯ ॥ আমি বামলোচনে পদে । তুমি সর্বাঙ্গপেক্ষা নিরপরাধ, অতএব তোমার অংশের অংশ ভাঙিতে পদ্মাবতী নারী মনী এবং তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক ॥ ২০ ॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ অতীত হইলে তোমাদিগের শাপ মোচন হইবে । তোমরা পুনরায় আমার গৃহে আগমন করিতে পারিবে ॥ ২১ ॥ পদে । বিপত্তিই দেহীদিগের সম্পত্তির নিদান ; সংসারে বিপদ তির কেহ সম্পদের সৌরব বৃদ্ধিতে পারে না ॥ ২২ ॥ আমার মজ্ঞোপাসক যে সকল

পৃথিব্যাঃ স্থানি ভীর্ধানি সন্ধ্যাসংখ্যানি হুস্মরি ।।

ভবিষ্যন্তি চ পুতানি মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৪ ॥

মন্মন্ত্রোপাসকা ভক্তা বিজ্ঞমস্তি চ ভারতে ।

পূতং কর্তুং ভারিভূতং স্থপবিত্রাং বহুধরাম্ ॥ ২৫ ॥

মন্তুক্তা বত্র তিষ্ঠন্তি পাদং প্রকালয়ন্তি চ ।

তৎস্থানঞ্চ মহাতীর্থং স্থপবিত্রাং ভবেৎপ্রবম্ ॥ ২৬ ॥

দ্বীপো গোমঃ কৃতম্ভুচ ব্রহ্মো গুরুতল্লগঃ ।

জীবম্মুক্তো ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোহথ নাস্তিকঃ ।

নরঘাতী ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

অসিজীবী মসীজীবী ধাবকো গ্রামযাচকঃ ।

ব্রহ্মবাহো ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বাসঘাতী মিত্রো মিথ্যাসাক্ষ্যায় দায়কঃ ।

স্বাপ্যহারী ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

অভ্যুগ্রবাগ্দুষকশ্চ জারজঃ পুংশ্চলীপতিঃ ।

পূতশ্চ পুংশ্চলীপুত্রো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥

ধাবক ইতি । রজককর্ণকর্তা ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পূতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সাধুযুক্তি তোমানিগের সলিলে দ্বান ও অবগাহন করিবে, তাহাদিগের দর্শনে ও স্পর্শনে তোমানিগের পাপ বিমোচন হইবে ॥ ২৩ ॥ হুস্মরি! আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে ভুলোকস্থিত যাবতীর তীর্থ পবিত্র হইবে ॥ ২৪ ॥ স্থপবিত্রা ধরার উজ্জার ও পরিভ্রতা সাধন নিমিত্ত আমার মন্ত্রোপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ শৈব, শাক্ত ও গাণপত্যাদি সমুদয় ভক্ত সম্মুখের ভারতে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৫ ॥ আমার ভক্তগণ যথার অবস্থান করিয়া পাণ্ড-প্রকালন করে, নিশ্চয়ই সে স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ এমন কি, আমার ভক্তগণের সংস্পর্শে ও দর্শনে দ্বীপত্যা, গৌহত্যা ও বুদ্ধহত্যাকাশী এবং কৃতম্ভু ও গুরুদ্বারাগহারী ব্যক্তি পর্যন্তও পূত ও জীবমুক্ত হয় ॥ ২৭ ॥ আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে একাদশীবিহীন, সন্ধ্যাবর্জিত নাস্তিক, নরহত্যাকারীও পাপবিমোচন হয় ॥ ২৮ ॥ আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে অসিজীবী, মসীজীবী, ধাবক অর্থাৎ রজককর্ণকারী, গ্রামযাচক ও ব্রহ্মবাহী ব্রাহ্মণেরও পাপ বিমোচন হয় ॥ ২৯ ॥ আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাসাক্ষ্য, দায়ক ও স্বাপ্যহারী ভাবে পূত হয় ॥ ৩০ ॥ আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে অভ্যুগ্রবাগ্দুষকশ্চ জারজঃ পুংশ্চলীপতিঃ পূত হয় ॥ ৩১ ॥



হরিতত্ত্ববিহীনান্ধ হরিতত্ত্ববিহীনান্ধ :

নরাদ্যনামান্ধা হরিতত্ত্ববিহীনান্ধ : ৩৯ ॥

পুনস্তি সর্বভীষানি যেবাঃ স্নানবগ্নাহনাঃ ।

যেবাঃ পানবগ্ননা পূজা পানবগ্ননাহী ॥ ৪০ ॥

যেবাঃ সন্দর্শনং স্পর্শং যে বা বাঞ্ছন্তি ভারতে ।

সর্বেষাং পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সন্ন্যাসিনাং ॥ ৪১ ॥

নহস্যনানি ভীষানি ন দেবা মুচ্ছিনামহাঃ ।

তে পুনস্ত্যপি কালেন বিমূর্ত্ততাঃ কণাদহো ॥ ৪২ ॥

সূত. উবাচ ।

মহালক্ষ্মীবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মীকান্তশ্চ সন্নিহিতঃ ।

নিগূঢ়তত্ত্বং কথিতুমপি শ্রেষ্ঠোপচক্রমে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্তানাং লক্ষণং লক্ষ্যং ! গূঢ়ং শ্রুতিপূরণয়োঃ ।

পূণ্যস্বরূপং পাপঘ্নং স্বধদং ভক্তিযুক্তিদম্ ॥ ৪৪ ॥

কীদৃশা নরাদ্যনামান্ধা হরিতত্ত্ববিহীনান্ধ ॥ ৩৯ ॥

কীদৃশা বৈষ্ণবান্ধা হরিতত্ত্ববিহীনান্ধ পুনস্তি । কণাদহো ইত্যেতৎ পর্যন্তং লক্ষ্মীপ্রশ্নঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

অন্যনানি স্নানবগ্নান্ধার্থঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রেষ্ঠোপচক্রমে ইত্যত্র শ্রেষ্ঠতি লুপ্ত প্রথমান্তং আৰ্হবাৎ । শ্রেষ্ঠ উপচক্রমে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

মহাপাতক হইতে বিমূর্ত্ত হইয়া থাকে, যে ভক্তজনের স্নানবগ্নাহনে ভীষ সৰ্বল পবিত্রতা লাভ করে, যে ভক্তজনের চরণরেণু ও পানদানকম্পর্শে বহুদূর পূজা হন, ভারতীয় লক্ষ্যবগ্ন, স্নানবগ্ন, যে ভক্তজনের সন্দর্শন ও স্পর্শে আর্থনা করে এবং যে ভক্তজনের সমা-  
পন-অপেক্ষা শ্রুতের সত্ত্ব আর কিছুই নাই; বিশেষতঃ জন্মের ভীষ সত্ত্ব এক লক্ষ্য  
ভক্তিলাভের স্নানবগ্ন হইতে বহুকালে পাপ বিমোচন হয়, কিন্তু সন্ন্যাসি সন্ন্যাসি করি,  
আপনার যে ভক্তজন হইতে সন্ন্যাস-মহাপাতক বিজ্ঞান হইয়া থাকে; আপনার সেই সন্ন্যাসি  
ভক্তজনের স্নানবগ্ন, ক্রীড়াবগ্ন ॥ ৪০—৪২ ॥

শ্রীভগবানুবাচঃ । লক্ষ্মীকান্ত মহাপাতকীয় মন প্রসঙ্গে বৈষ্ণব হইতে করিয়া নিপুণত্ব  
অর্থঃ ভক্তজনের স্নানবগ্ন, সন্ন্যাসি সন্ন্যাসি উপচক্রমে করিয়া করিলে ॥ ৪৩ ॥ আর সন্ন্যাসি  
ভক্তজনের স্নানবগ্ন, ক্রীড়াবগ্ন, ক্রীড়াবগ্ন পূজাত্মক সন্ন্যাসি হইয়াছে ॥ ইহা সন্ন্যাসি পাপন  
পাপন হইতে ॥ ৪৪ ॥ এই সন্ন্যাসি পাপন হইতে ॥ ৪৪ ॥



সারভূতং গোপনীয়ং ন বক্তব্যং বলিষ্ঠ চ।  
 হ্রাং পবিত্রাং প্রাণতুল্যাং কথয়ামি নিশামি ॥ ৪৫ ॥  
 গুরুবক্তাদ্বিষ্ণুমন্ত্ৰো যন্ত কর্ণে পতিষ্যতি।  
 বদন্তি বেদান্তঞ্চাপি পবিত্রঞ্চ নরোত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥  
 পুরুষাণাং শতং পূৰ্ব্বং তথা তজ্জন্মমাত্রতঃ।  
 স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৭ ॥  
 যৈঃ কৈশ্চিদ যত্র বা জন্ম লব্ধং যেষু চ জন্তুযু।  
 জীবমুক্তান্ত তে পূতা যান্তি কালে হরেঃ পদম্ ॥ ৪৮ ॥  
 মন্তুস্তিযুক্তো মর্ত্যশ্চ সমুক্তো মদগুণান্বিতঃ।  
 মদগুণাধীনবৃত্তির্ঘঃ কথাবিকটশ্চ সম্মতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 মদগুণশ্রুতিমাত্রৈণ সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ।  
 সগদগদঃ শাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্ত্ববিস্মৃত এব চ ॥ ৫০ ॥  
 ন বাঞ্ছন্তি স্তূথং মুক্তিং সালোক্যাদিচতুষ্কয়ম্।  
 ব্রহ্মস্বমমরস্বং বা তদ্বাঞ্ছা মম সেবনে ॥ ৫১ ॥

বিষ্ণুমন্ত্ৰ ইতি। ইদমুপলক্ষণং শিবশক্তিগণেশহর্য্যমস্ত্রাণামপি ॥ ৪৬—৪৯ ॥

স্বাত্ত্বা স্বদেহো ভক্তিবশতয়া বিস্মৃতো যেন। বাহিতাঘ্যাদিষু ইত্যনেন সাধুত্বম্ ॥ ৫০—৫২ ॥

প্রকাশ্য নহে। কিন্তু তুমি অতি সরলস্বভাব। এবং আমার প্রাণতুল্যা বলিয়াই তোমার বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ স্তম্ভরি! গুরুদেবের আশ্রদেশ হইতে বাহার কর্ণে বিষ্ণু শিব, গণেশ ও হর্য্যাদি-মন্ত্র নিপতিত হয়, সমুদায় বেদই তাহাকে পবিত্র ও মর্যোত্তম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তি ভূমিষ্ট হইবামাত্র তাহার পূর্ব-তন শতপুরুষ বর্গস্থ হউক, আর নরকস্থ হউক, তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ আর তদ্ব্যভেদ যদি কেহ কোন স্থানে বা কোন জীববোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহার জীবমুক্ত হইয়া চরমে বিষ্ণুপদ লাভ করে ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি আমার ভক্তিরসে আর্জি হয়, যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার গুণকীর্তন ও তদনুসরণ ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার কথায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, আর আমার গুণসংকীর্তন-শ্রবণ করিয়া বাহার মন-আনন্দে মত্তা করিতে থাকে, সর্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হয়, কর্ণধর-কণ্ঠ হইয়া-বার, অনবরত মেজ হইতে অক্ষরাদি বিগলিত হইতে থাকে, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ॥ ৪৯—৫০ ॥ আমার ভক্তগণ না স্তূথ, না মুক্তি, না সালোক্য, না ব্রহ্মস্ব, না চিত্তলোক্য, না বাহ্য, না অনবরত কিছুই বাহ্য করেনা, তাহারা কেবল

ইন্দ্রবজ্রমমুখব্রহ্মবজ্রমহুর্ভম্ ।

স্বর্গরাজ্যাদিভোগকস্বপ্নেংগিতনবাহতি ॥ ৫২ ॥

ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তান্তাদৃগ্ভ্রম্য মহুর্ভম্ ।

মদগুণশ্রবণাঃ শ্রাব্যগানৈর্নিত্যং সুদাহিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

তে যাস্তি চ মহীং পূজা পরং তীর্থং মমালয়ম্ ।

ইত্যেবং কথিতং সর্বং পদ্মে ! কুরু যথোচিতম্ ।

তদাজ্ঞয়া তাস্তচ্চকুর্হরিস্তসৌ স্থানসনে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
গঙ্গাদীনাং শাপোদ্ধারবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শ্রাব্যগানৈর্মধুরগানৈঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আমার সেবা করিতে একান্ত তৎপর হয় ॥ ৫১ ॥ বাস্তবিক তাহারা কখন স্বপ্নে ও মহুর্ভ ইন্দ্রব, মমুখ, ব্রহ্মব ও স্বর্গরাজ্য সম্ভোগ করিতে বাসনা করে না ॥ ৫২ ॥ আমার ভক্তগণ কেবল আমারই গুণ শ্রবণে ব্যগ্র এবং আমারই স্মরণ গুণগানে নিত্য আনন্দিত হইয়া ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলতঃ ভারতে তাদৃশ ভক্তভ্রম্য নিত্য ভ্রম্ভ ॥ ৫৩ ॥ তাহারা বনুন্ধরাকে পূজা করিয়া পরিশেষে আমার আলয়রূপ শ্রেষ্ঠতম তীর্থে গমন করিয়া থাকে। পদ্মে! এই আমি তোমার অভিলষিত সমস্ত বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে যাহা অভিক্রটি হয় কর। অনন্তর গঙ্গাদি সকলেই ত্রিহরির আজ্ঞা পালনে গমন করিলেন, এদিকে তিনি স্বয়ং স্বধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে গঙ্গা, সুরস্বতী ও লক্ষ্মীর শাপোদ্ধার

বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## অকটমোহ্যায়ঃ ।

### জিনারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতে ।

গঙ্গাপ্রাপেন কলয়া স্বয়ং তস্মৈ হরেঃ পদে ॥ ১ ॥

ভারতী ভারতং গঙ্গা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ।

বাণ্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ২ ॥

সরোবাপ্যাঞ্চ শ্রোতঃস্ব সৰ্ব্বত্রৈব হি দৃশ্যতে ।

হরিঃ সরস্বাস্ত্রশ্রেয়ং তেন নাম্না সরস্বতী ॥ ৩ ॥

সরস্বতী নদী সা চ তীর্থরূপাতিপাবনী ।

পাপিনাং পাপদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৪ ॥

দশোত্তরপদৈঃ পঠ্যেগঙ্গানীনাঞ্চ ভারতে ।

কথরিজ্ঞা সমুৎপত্তিং কলৌ বৰ্ত্তনমুচ্যতে ॥

পুৰুষোত্তমঃ তদাক্ষর্য্য তান্ত্রজ্ঞকুরিত্যনেন সরস্বত্যাং নদীৰূপা অভবদ্বিত্যুক্তং তদেব  
স্পষ্টয়তি নারায়ণ উবাচ সরস্বতীতি । গঙ্গায়াঃ শাপেন সরস্বতী কলয়াংশেন ভারতে খণ্ডে  
আজগাম । স্বয়ং পূর্ণরূপেণ হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তস্মৈ স্থিতবতীত্যাৰ্থঃ ॥ ১ ॥

সরস্বতীনাম্যং নিকৃতিমাহ ভারতীতি । ভারতখণ্ডে নদীৰূপেণাগমনাভারতীত্বম্  
অর্শ আদ্যজ্ঞানোরাধিপাঠান্ জীম্ । ব্রহ্মণঃ প্রিয়বাদ্যব্রাহ্মী ব্রহ্মণ ইরমিত্যশ্বিরথৈঃপি  
ব্রাহ্মো জাতাবিভি নিপাতনাটিলোপে কৃতেরন্তদ্বান্ জীপ্ । বাণ্যধিষ্ঠাতিতি । বাণ্য  
অধিষ্ঠাতৃব্রাহ্মণয়া বাণীতি নাম ॥ ২ ॥

সরোবাপ্যামিতি । হি যন্তঃ সরসি বাপ্যাং শ্রোতঃস্ব অস্তত্রাপি সৰ্ব্বত্রদেশে হরিঃ স্ত্রুতে  
ব্যাপকত্বাৎ তেন হেতুনা সরসি বিদ্যমানবাদ্ধরিঃসরস্বান্ ভবতি । তস্ত্রেয়ং শক্তিঃ যতশ্চেন

নারায়ণ কহিলেন, হেবর্ষে ! অনন্তর সরস্বতী গঙ্গার শাপপ্রভাবে অংশে পুণ্যক্ষেত্র  
ভারতে আগমন এবং পূর্ণাংশে বিকৃতবন বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ভারতগমন জন্ত উইর নাম ভারতী এবং ব্রহ্মার প্রিয়া বলিয়া উইর অপর নাম ব্রাহ্মী  
হইয়াছে । আর বাণী, অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এই নিমিত্ত উনি বাণী  
নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ হরি সর্ববাপী, স্তত্রায় তিনি কি সৰ্ব্ব  
সরোবর, কি বাণী, কি শ্রোত, সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন । সর্বত্র বিদ্যমান বলিয়া

তিনি সরস্বান্ । বাণী সেই সরস্বানের শক্তি ; স্তত্রায় সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়া  
ছেন ৩ ॥ নদীৰূপা সরস্বতী অতি পাবন তীর্থব্রহ্মণা । পাপিগণের পাপক্ষণকালে সম্মুখে  
তিনি প্রদানিত জলস্বরূপ ॥ ৪ ॥

পশ্চাৎগীরখী নীতা নদীঃ তদীরধনঃ ৮ ।

না বৈ জগাম কলরা বাণীশাপেন নারদঃ ৯ ।

তত্রৈব সন্মুখে তাক দধাক শিরসা শিবঃ ।

বেগং সোদু ময়ং শক্তো ভুবঃ প্রার্থনয়া বিতুঃ ১০ ।

পদ্মা জগাম কলরা সা চ পদ্মাবতীনদী ।

ভারতঃ ভারতীশাপাৎ স্বয়ং তত্রো হরেঃ পদে ১১ ।

ততোহত্ময়া সা কলরা লেভে জম্ব চ ভারতে ।

ধর্মধ্বজহতা লক্ষ্মীবিখ্যাতা তুলসীতি চ ১২ ।

পুরা সরস্বতীশাপাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপতঃ ।

বভূব বৃক্ষরূপা সা কলরা বিশ্বপাবনী ১৩ ।

হেতুনা নারা সরস্বতীর কথাত ইত্যর্থঃ । সরস্বতীস্বত লক্ষ্মী সরস্বৎসম্বন্ধিনী শক্তিরিত্যর্থে উগিতশ্চেতি ভীষি সরস্বতীশব্দঃ সিদ্ধঃ ৥ ৩—৪ ॥

সরস্বত্যাংগজানন্তরং যদ্বোৎপত্তিমাং পশ্চাদিতি । বাণীশাপেন কলরাংশেন জগাম ॥ ৫ ॥ তত্রৈবেতি । উর্দ্ধদেশাদধঃপতনসময়ে এব তত্শা ধারয়া বেগমসহমানায়া ভুবঃ প্রার্থনয়া বেগং সোদু শক্তঃ সমর্থঃ শিবঃ শিরসা তাং পদ্মাং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

পদ্যেতি । যা পদ্মা কলরা জগাম সা পদ্মাবতীনান্না নদী অতবদিত্যর্থঃ । স্বয়ং পূর্ণরূপেণ হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তদ্বাসিতি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

ততোহত্ময়েতি । একাংশেন বধা নদী জাতা তদন্তদনন্তরং অত্ময়া কলরা দ্বিতীয়রূপে কলরা ভারতে যন্তে জম্ব গতে । তজ্জম্ব ধর্মধ্বজোদরে জাতমিতি ধর্মধ্বজহতেতি তথা লক্ষ্ম্যাংশলক্ষ্মীতি ভবা তুলসীতি চ নারা বিখ্যাতাভবদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

পুরেতি । সা লক্ষ্মী পুরা পূর্বে যঃ সরস্বতীশাপ উপপাদিতস্তস্মাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপো জাতস্তস্মাচ্চ সমুদ্যুতপিনী তুলসীতি নারা স্থিতাপি বৃক্ষরূপা বভূবেত্যর্থঃ । তব কেশসমুৎপত্ত পুণ্যবৃক্ষে তদ্বিখ্যাতীতি চতুর্বিংশাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণো হরিশাপঃ ॥ ৯ ॥

বৎস নারদঃ সরস্বতীর শাপে দেবী গঙ্গা অংশে সলিলরূপ ধারণ করেন । তৎপরে তদীরধঃ প্রাণকে তুলোকে আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম ভাগীরথী হই-  
রাছে ১.৫.৪। তদীরধের প্রার্থনার বধন গঙ্গার এক ধারা উর্দ্ধদেশ হইতে পৃথিবীতে নিপতিত  
বর, তখন বহুধারা ধারাপাতের বেগধারণ করিতে অববর্ষ হইয়া একমাত্র ধারাপট্ট  
মধ্যদেশের নিকট প্রাধন্য করিলে তিসি সে সবার তাঁহাকে যন্তকে ধারণ করিয়া-  
ছিলেন ১.৬.১। ভারতীশাপে পশ্চাৎকণ্ড অংশে পদ্মাবতীনদী নামে ভারতে অকৃতীর্ণ হইতে  
হইয়াছে । কিন্তু পূর্বাভাষে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের অকলম্বী হইয়া অবস্থান করিয়াছেন ১.৭.১।  
উর্দ্ধদেশ জগাম অংশে ভারতে যান । ধর্মধ্বজের তুলসী নামে বিখ্যাত কলরাপে  
অকৃতীর্ণ বধন পরিগেবে ভারতীর শাপে এবং ত্রিব্রহ্ম আবেশে ত্রিকলম্বনী তুলসী বৃক্ষ-

কলে: পঞ্চসহস্রবর্ষং হিমা চ কারিতম্ ।

জগ্মুস্তাশ্চ সন্নিরূপং বিহারঃ ক্রীতকঃ পদম্ ॥ ১০ ॥

যানি সর্বানি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা ।

যাত্তন্তি সার্কষ্টাভিষ্ঠ বৈকুণ্ঠমাক্ষর্য হরে: ॥ ১১ ॥

শালগ্রামঃ শক্তিশিবৌ জগন্নাথশ্চ ভারতম্ ।

কালেক্ষসহস্রাব্দে ত্যক্তা যাত্তি নিজং পদম্ ॥ ১২ ॥

সাধবশ্চ পুরাণানি শাস্ত্রানি শ্রাদ্ধতর্পণে ।

বেদোক্তানি চ কৰ্ম্মাণি যযুস্তে: সার্কমেব চ ॥ ১৩ ॥

দেবপূজা দেবনাম তৎকীর্তিগুণকীৰ্ত্তনম্ ।

বেদান্তানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তে: সার্কমেব চ ॥ ১৪ ॥

সন্তশ্চ সত্যধর্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতা: ।

ত্রতং তপশ্চানশনং যযুস্তে: সার্কমেব চ ॥ ১৫ ॥

একা নদা: কিংগণ্যাস্তমজ হাত্তীতি চেত্তজাহ কলেগিতি । জগ্মুর্গমিয়াস্তীত্যর্থ: ।  
হরে: পদং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১০ ॥

কাশীং বৃন্দাবনং বিনেতি । ইদং ক্ষেত্রঘরতঃ প্রলয়পর্যন্তং লোকোদ্ধারায় ভূমাবেব  
হাত্তীতি ভাব: ॥ ১১ ॥

জগন্নাথ: পুরুষোত্তম: । শক্তিশিবৌ শক্তিশিবমুষ্টিস্থাপনা ন তাদিত্যর্থ: । ভারতং  
ভারতবর্ষং ত্যক্তেত্যর্থ: নিজং পদং স্থানম্ ॥ ১২ ॥

সাধবশ্চেতি । শাস্ত্রশৈববৈকব্যায়া: সাধব: । শাস্ত্রানি কীর্ত্তনমার্মম্ । বৈকুণ্ঠমাক্ষর্য: ॥ ১৩ ॥

দেবপূজা দেবানীনাং পূজা তেভ্যমেব নাম তেভ্যমেব কীর্ত্তীনাং গুণানাক্ষর্য কীর্ত্তনম্ ॥ ১৪ ॥  
অনশনং ব্রতম্ ॥ ১৫ ॥

রূপে পরিণত হইরাছে ॥ ৮—২ ॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ সমভীত হইলেই, ইহার সর্বলোকে  
সন্নিরূপ পরিভাগ করিয়া ভারত হইতে আবার বৈকুণ্ঠধামে হরিসমনে গমন করি-  
বেন ॥ ১০ ॥ ঐহিরি নিবেশাহসারে কাশী ও বৃন্দাবন ভিন্ন আর সুদূর তীর্থ সন্নিগণের  
সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে ॥ ১১ ॥ তৎপরে কলির দশসহস্র বৎসর অভীত হইলে  
শালগ্রামশিলা শিব ও শিবশক্তি এবং পুরুষোত্তম জগন্নাথ এই ভারতভূমি পরিভাগ  
করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন; অর্থাৎ ভারত হইতে শালগ্রাম মহাব্রাহ্ম, শিষ্টদ্যান-  
মহাব্রাহ্ম ও পুরুষোত্তম-মহাব্রাহ্ম একেবারে অভ্যর্থিত হইবে ॥ ১২ ॥ শৈব সাক্ত গাণপত্য ও  
বৈষ্ণবদিগের পরামর্শ সাধুগণ, অষ্টাবল্লভপুত্র, মাদলা শাস্ত্রজ্ঞান, শ্রাদ্ধ তর্পণ, ও বেদোক্ত  
কিয়ত্বাদিগণের কিছুই থাকিবে না ॥ ১৩ ॥ দেবপূজা, দেবপ্রশংসা ও দেবগণের কীর্ত্তন  
করা দূর থাকিবে, দেবগণের নাম পর্যন্ত স্মরণ হইবে । সাধবৈকব্যায়ে নাম পর্যন্ত আর  
কতিমাত্র হইবে না ॥ ১৪ ॥ সাধবশ্চ, সত্যধর্ম, বেদোক্ত, গ্রাম দেবতাবী, ব্রত

বামাচার্যসং সর্বম্ বিদ্যাসংগতম্ভূতাঃ ।  
 তুলসীরহিতা পূজা ভবিষ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥  
 শঠাঃ কুরাং সন্তিকান্ মহাহকারিণাম্ভূতাঃ ।  
 চৌরাস্ত্র হিংসকাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্ ॥ ১৭ ॥  
 পুংসো ভেদস্ত্র জীভেদো বিবাহো বাপি নির্ভয়ঃ ।  
 স্বস্বামিভেদো বস্ত্রমাং ভবিষ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ১৮ ॥  
 সর্বম্ জীবশপাঃ পুংসঃ পুংশ্চল্যস্ত গৃহে গৃহে ।  
 তর্জনৈর্ভেদঃ সর্মেঃ শব্দং স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ১৯ ॥  
 গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভূত্যাধিকোহধমঃ ।  
 চেটীদাসসমো বধাঃ শব্দস্ত শব্দরত্না ॥ ২০ ॥  
 কর্তারো বলিনো গেহে যোনিসম্বন্ধিবান্ বাঃ ।  
 বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সার্কিং সন্ত্যামাপি ন বিদ্যতে ॥ ২১ ॥

বামাচার্যো মদ্যমাংসনিষেবণাদিঃ । কামাচার্যরতা ইত্যপি পাঠাঃ । কথেষ্টাচার্যরতা ইতি  
 তৎপক্ষেহর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

পুংসং পরম্পরং ভেদো মিত্রস্বাভাব ইত্যর্থঃ । যদা ত্রীপুংভেদ এব কেবলং স্বাত্তি নতু  
 জাতিভেদ ইত্যর্থঃ । অতএব জাতিভেদাভাবাবিবাহঃ সর্বত্রীভিঃ সহ সর্বপুরুষাণাং নির্ভয়ঃ  
 ভাদিত্যর্থঃ । স্বস্বামিভেদ ইতি । পিতুবস্ত পিতুরেব পুত্রস্ত বস্ত পুত্রভেদে ন পরম্পরং  
 দাত্ত্বীত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ভূত্যাধিকো ভূত্যাপেক্ষাপ্যধিকোহধমো গৃহী গৃহস্বামীত্যর্থঃ । বধাঃ স্ত্রীয়াঃ শব্দাঃ  
 চেটীদাসা দাসীসমাঃ । শব্দস্ত দাসসমঃ ভাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যোনিসম্বন্ধিনঃ ত্রীসম্বন্ধিনো বান্ধবা গৃহেহু কর্তারো স্ববান্ধবাঃ । বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ  
 সতীর্থেঃ ॥ ২১ ॥

ভগ্নচরণ ও উপবাস একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥ সকলেই মদ্য মাংসাদি সেবার  
 অহরন্তর হইবে । মিথ্যা ও কপটতা সকলকে আশ্রয় করিবে । যদিও কেহ পূজা করে,  
 তাহা হইলে সে অর্জুনা তুলসীবিহীন হইবে ॥ ১৬ ॥ প্রায় সমস্ত লোক শঠ, কুর, দাস্তিক,  
 অহরুত, তদ্বয় ও হিংসক হইয়া উঠিবে ॥ ১৭ ॥ পুরুষে পুরুষে বা ত্রীভনে ত্রীভনে পরম্পর  
 প্রণয় থাকিবে না । কেবল ত্রীপুরুষ মাত্র ভেদ থাকিবে, জাতিভেদ একেবারে অন্তর্ভুক্ত  
 করিবে । স্ত্রীয়াং বিবাহ সযত্নে ভয়ের নাম মাত্র থাকিবে না । প্রেতি পদার্থেই স্ব স্ব স্বামী-  
 নন্দ বস্তুমূল হইবে অর্থাৎ পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার জব্য সম্পদ করিতে পারিবে  
 না ॥ ১৮ ॥ পুরুষ বারেই প্রায় ত্রীভ বশীভূত হইবে এবং প্রেতি গৃহেই প্রায় সমস্তর সমস্তরা  
 পুংসমীর্ষ অবলম্বন করিবে । তাহার নিরন্তর তর্জন গর্জন করিয়া স্ব স্ব স্বামীকে  
 তাড়না করিতে থাকিবে ॥ ১৯ ॥ গৃহেশ্বর গৃহকর্তা হইবেন এবং গৃহস্বামীরা সর্বত্র ভূত্যান  
 ত্রীভাচার্যগণের নিকট কৃতান্তনিপুটে থাকিবেন । শব্দ ও শব্দরত্নাচার্যগণের নিকট দাস

যথাপরিচিতি। লোকান্তরাং যুগ্মকং বাক্যমিত্যেব  
 সৰ্বকৰ্ম্মাঙ্কমাঃ পুংসো যোক্তব্যমিত্যেব। ২২ ॥  
 ব্রহ্মকত্রৈবিশূদ্রাণাং জাত্যাচারবিবৰ্জিতম্।  
 সক্ষমং চ বক্তৃশূদ্রকং ভবেদুভয়ং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥  
 রেচ্ছাতীরা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চযার এন চ।  
 রেচ্ছাতীরা পঠিম্যন্তি অশ্রদ্ধাশি বিহারত ॥ ২৪ ॥  
 ব্রহ্মকত্রৈবিশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ।  
 সুপকারা ধাবকাস্তে ব্রহ্মবাহাস্তে সৰ্বশাঃ ॥ ২৫ ॥  
 সত্যহীনা জনা সৰ্ব্বে শত্ৰুহীনা চ মেদিনী।  
 কলহীনাশ্চ তরবোহপত্যহীনাশ্চ যোষিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 কীরহীনাশ্চথা পাবঃ কীরঃ সর্পির্বিবৰ্জিতম্।  
 দম্পতীপ্রীতিহীনৌ চ গৃহিণঃ সত্যবৰ্জিতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 প্রতাপহীনা কৃপাশ্চ ঐজাশ্চ করপীড়িতাঃ।  
 জলহীনা মহানদ্যো দীর্ঘিকা কন্দরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

যথা পরিচিতি। পুংসো গৃহস্থানিনো বাক্যবা যথা পরিচয়রহিতা লোকান্তরা ভবি-  
 যাতীত্যর্থঃ। সৰ্বকৰ্ম্মাঙ্কমাঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তৃমক্ষমা অসমর্থতাঃ ॥ ২২ ॥  
 জাত্যাচারবিবৰ্জিতান্তে তে বর্ণা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥  
 সুপকারাঃ শূদ্রাণামরপাচকা ইত্যর্থঃ। তেবামেব ধাবকা বক্তৃকালকাঃ ॥ ২৫—২৭ ॥  
 দীর্ঘিকা অন্ননদাঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

দাসীর দ্বার ব্যবহৃত হইবে ॥ ২০ ॥ শ্রীর সহোদর প্রভৃতি বাক্যবরাই গৃহের কৰ্ত্তা হইবে  
 ক্রিয় সहाধ্যারিগণের সহিত আলাপমাত্র থাকিবে না ॥ ২১ ॥ গৃহস্থাসীর দ্রাব্যাদি বাক্যব-  
 একেবারে আপত্তক ব্যক্তির দ্বার অপরিচিত হইয়া উঠিবে। গৃহস্থির অহুযতি ভিন্ন গৃহ-  
 কৰ্ত্তার কোম বিকর কৰ্ত্তব্য ক্রিয়ার সামর্থ্য থাকিবে না ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য  
 শূদ্রাদি অস্তিত্বে একেবারে তিরোহিত হইবে। বাক্য বাক্যাদি কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মের  
 অহুতান করা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণগণ একেবারে বয়োপহীত বর্জিত হইবেন ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণ  
 চারি বর্গই য য শত্রু ও আচার পরিভ্যাগ করিয়া রেচ্ছাতীরা অন্নয়ন ও রেচ্ছাতী-  
 রকাত আসক্ত হইবে ॥ ২৪ ॥ কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণ শূদ্রের দাস হইবে  
 সর্পির্বিবৰ্জিত, হুক বকল কলশূদ্র একে বোবিবগল শূদ্রহীন হইবে ॥ ২৫ ॥ রেচ্ছাতী  
 কলহীনাশ্চ তরবোহপত্যহীনাশ্চ যোষিতাঃ ন, যদিও অস্তিত্ব হইয়া থাকে, তথাপি হইতে যত সন্ত-  
 হইবে। প্রভৃতি অশ্রদ্ধাশিগণের সহিত একে ব্রহ্মবাহু কলসর্জিত হইবে ॥ ২৬ ॥

ধর্মহীনাঃ পুণ্যহীনাঃ কপীশ্চকার এব চ ।

লঙ্কেষু পুণ্যবান্ ক্রোধানি ন তিষ্ঠন্তি ততঃপরম্ ॥ ২৯ ॥

কুৎসিতা কিকৃভাকারো নরা নারীশ্চ বাণকঃ ।

কুবর্তা কুৎসিতঃ শকো ভবিষ্যন্তি ততঃপরম্ ॥ ৩০ ॥

কেচিৎপ্রাকাস্ত নগরা নরশ্চা তন্নানকাঃ ।

কেচিৎ ব্রহ্মকূটীরেণ নরেন চ সমন্বিতাঃ ॥ ৩১ ॥

অরণ্যানি ভবিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ ।

অরণ্যঘাসিনঃ সর্বের জনাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ৩২ ॥

শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াশ্বেষু নদীষু চ ।

প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কসৌ যুগে ॥ ৩৩ ॥

অলীকবাদিনো ধূর্তাঃ শঠাশ্চাসত্যবাদিনাঃ ।

প্রকৃষ্টানি চ কৈত্রানি শস্ত্রহীনানি নারম্ ! ॥ ৩৪ ॥

হীনাঃ প্রকৃষ্টা ধনিনো দেবভক্তাশ্চ নাস্তিকাঃ ।

হিংসকাশ্চ দয়াহীনাঃ পৌরাশ্চ নরঘাতিনাঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মকূটী কূটীরঃ ॥ ৩১ ॥

করপীড়িতাঃ রাজপ্রাণো ভাগঃ করঃ ॥ ৩২ ॥

তড়াশ্বেষু অন্তঃস্থ যুগ্মভাবাণ্ডেষু ভবিষ্যন্তি প্রকৃষ্টবংশজাঃ কুলীনা হীনা নীচা ভবি-  
ষ্যন্তি ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যে দেবভক্তান্তে নাস্তিকা ভবিষ্যন্তি । অদেবভক্তা ইতি বা ছেদঃ ॥ ৩৫ ॥

পরাক্রম কিছুই থাকিবে না, প্রজাপণ করতারে নিত্যই নিপীড়িত হইয়া উঠিবে । কি  
বিতীর্ণ জ্যোতষকী, কি অন্নজলা নদী, কি কন্দলানি, সমস্তই ক্রমে ধীপতোয় হইবে ॥ ২৮ ॥  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্মপ্রযুক্তি ভিরোহিত ও পুণ্য বিদূষ্ত হইবে । অপরতঃ  
লক্ষ লোকের মধ্যে একজন পুণ্যবান্ হইবে, কিন্তু পরে তাহাও থাকিবে না ॥ ২৯ ॥ কি  
নর, কি নারী, কি বাণক লক্কেসেই কুৎসিত ও কিকৃভাকৃত হইবে । কুবর্তা ও কুৎসিতলব  
জির কাছারও কুবর্তা কিছুই উদ্ধারিত হইবে না ॥ ৩০ ॥ কোম কোম গ্রাম ও কোম  
কোম নগর একেবারে লোকশূন্য হইয়া ভীষণমূর্তি ধারণ করিবে ; এবং কোম কোম  
হানন্দা অতি নারায়ণ কূটীরে ও পাহাড় লোক হ্রস্বলত থাকিবে ॥ ৩১ ॥ গ্রাম ও নগর  
লক্ষ অরণ্য পরিপূর্ণ এবং অরণ্য লোকনিবাসে পূর্ণ হইয়া বনমালী আলবলপ করতারে  
উপেক্ষিত হইয়া উঠিবে ॥ ৩২ ॥ অনাবৃষ্টিবশতঃ জলের অভাব তড়াশ্চ নদীসর্গ সকল  
শস্ত্রহীন হইয়া উঠিবে । নবাবল্যাত কুলীন সকল শিতাত পিত হইয়া পড়িবে ॥ ৩৩ ॥  
স্বধর্মী অলীকবাদী অসত্যপরাধন ধূর্ত নর পরিপূর্ণ হইবে । কৃষি সকল কষাধিনি করণ



শ্রুত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ ।  
 হন্যাদ্য বাং মহাভাগৌ নিৰ্জ্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৭৭ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ উরু কৃষ্ণাহতিবিস্তরৌ ।  
 দর্শয়ামাস তৌ তত্র নিৰ্জ্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮ ॥  
 নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ ।  
 সত্যবাগহমদ্যেব ভবিষ্যামি চ বাস্তথা ॥ ৭৯ ॥  
 তদাকর্গ্য বচস্তথ্যং বিচিস্ত্য মনসা চ তৌ ।  
 বর্দ্ধয়ামাসতুর্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০ ॥  
 ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা ।  
 শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্বিতে ॥ ৮১ ॥  
 রথাস্থেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 জঘনোপরি বেগেন প্রকুটে শিরসী তয়োঃ ॥ ৮২ ॥  
 গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ ।  
 সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৮৩ ॥

যুবাং সংহরামি তথা কুরুতাসিতার্থঃ ॥ ৭৭—৭৭ ॥ নিৰ্জ্জলং জলবহিতং স্থলমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥  
 ( তদিতি । বিষ্ণোৰ্জলশূন্যপ্রদেশে হননরূপং সত্যং বাক্যং শ্রুত্বা চিস্তাদিতৌ তৌ দানবৌ )

ভক্ত জনের সর্বসম্পদপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে হৃদদর্শন চক্রকে স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন ; মধুকৈটভ ! তোমরা মহাসাগরবান্, অতএব, অদ্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিস্থত স্থলেই বিনাশ করিব ॥ ৭৭ ॥ সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরু দ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরি ভাগেই তাহাদিগকে নিৰ্জ্জল স্থলভাগ দেখাইলেন । এবং কহিলেন, দানবদ্বয় ! এক্ষণে, আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম ; সেইরূপ তোমরাও আপনাদিগের সত্য পালন কর, এই দেপ, এখানে জলের লেশমাত্র নাই, অতএব, এই স্থলে তোমরা উভয়েই আপনাদের দুইটা মস্তক পরিত্যাগ কর ॥ ৭৮—৭৯ ॥ তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্যবাক্য শ্রবণ মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটা দেহ সহস্র বোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল ; অমনি ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘন দ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন । তদর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকাচর্য্যজনক বিশাল জঘন-দেশে আপনাদিগের দুইটা মস্তক সমর্পণ করিল ॥ ৮০—৮১ ॥ তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অম্বরকুল সংহারক অসৌম্য চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্বক নিজ জঘনদেশে সংরুদ্ধ তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তক দ্বয় দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮২ ॥ ধ্বংস-গণ ! দানব মধুকৈটভ গতাহ হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয় স্রাবিত সমস্ত বর্ষা-

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্বাঃ সমস্ততঃ ।

অভক্ষ্যা যুক্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ ! ॥ ৮৪ ॥

ইতি বঃ কথিতং সৰ্ব্বং যৎপৃষ্ঠোহস্মি স্তুনিশ্চিতম্ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সৰ্বৈরপি স্মরাহুরৈঃ ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬ ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্গমঃ ।

পূজনীয়া পরা শক্তির্নিগুণা সগুণাহথ বা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
মধুকৈটভবধো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

উপায়ান্তরাভাবাৎ স্বশরীরং বর্জয়ামাসতুরিত্যর্থঃ ॥ ৮০—৮৩ ॥) মেদিনীতি । মধুকৈটভ-  
বধে জাতে পশ্চাদ্ধরাহেণ যদা পৃথিব্যুক্তা তদা সা মেদোযুক্তা জাতেতি । মেদোহস্তি যজ্ঞা-  
মিতি ব্যাপ্তমেদিনীতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাবিদ্যোতি । যজ্ঞাৎ কারণাৎ সৰ্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপা ভগবতী  
সর্বকারণকারণা এতৈকগুণোপাধিব্রহ্মাদ্যাপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টা ততঃ সৈবোপাস্তা ধোয়া  
জ্ঞেয়া চেতি ভাবঃ ॥ ৮৫—৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দাগর তাহাদিগের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম  
মেদিনী হইল ; এবং সেই জন্তই মৃত্তিকা অভক্ষনীয় ॥ ৮৩—৮৪ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল ! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি  
তত্ত্ব প্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্রসকলের স্তুনিশ্চিত সার সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যা  
শক্তি দেবী ভগবতীর অমের প্রভাবে মধুকৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম ;  
সত্যএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সৰ্ব্বশ্রুতি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থ  
মায়া শবলিত ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ সাধকদিগের  
নত্যা আরাধনীয় ॥ ৮৫ ॥ মহর্ষিগণ ! সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি যে কেবল বৃহৎসপ্তমীয়াই  
সবনীয় এক্লপ মনে করিবেন না ; তিনি স্মরাহুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন ।  
কননা, এই জিজ্ঞাসন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ।  
হো যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে ; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বেদ শাস্ত্রেও  
এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক আর নিগুণরূপেই হউক একমাত্র  
সই পরব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তিরই সর্বতোভাবে অর্চনা করা উচিত ॥ ৮৬—৮৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের প্রথম

স্কন্ধে মধুকৈটভ বধবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত । পূৰ্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা ।  
কৃৎস্না পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্ ॥ ১ ॥  
ব্যাসেন তু তপস্তপ্ত্বা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ ।  
বিস্তরং ব্রুহি সকলং যচ্ছ তং কৃষ্ণতত্ত্বয়া ॥ ২ ॥  
সূত উবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাং সত্যবতীসুতাং ।  
মথোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥  
মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।  
তপশ্চচার সৌভূত্যাং পুত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

বট্রিংশৎপদ্যকৈঃ সাধৈর্ধ্বর্করদানঃ শিবস্ত ৮ ।  
বাসায় পুত্রবিষয়ঃ জাতমিত্যেতদীৰ্য্যতে ॥

পূৰ্ব্বং ব্যাসে পুত্রলাভার্থমহর্ষ্টানচিকীৰ্ষয়া পূৰ্ব্বতং গতে সতি কস্ত দেবভারাদধনা ব  
ব্যোতি জিজ্ঞাসায়াং সত্যং নারদসমাগমে জাতে নারদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদমুখেন ভগবতে  
সর্কোৎকৃষ্টা আরাধ্যোতি স্থাপিতং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাঃ সমাপিতাঃ । ভগবত্যা আ  
ধনেন কথং পুত্রোৎপত্তিজ্ঞাতেতি তদ্যাপ্যবশিষ্টং তদৃষয়ঃ পৃচ্ছন্তি হতেতি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণা  
বেদবাসাং ॥ ২—৩ ॥ তপশ্চচারেতি । শক্তিরেবারাধ্যোতি নারদাচ্ছৃতা তত্ত্বা বাগ্ভ

ঋষিগণ কহিলেন । হে সূত ! পূৰ্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে যে, আমি  
তেজা বেদবাস পুরাণ সকল প্রণয়ন পূৰ্ব্বক শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ; তা  
জিজ্ঞাসা করি ব্যাসদেব কেবল তপশ্চর্যা প্রভাবে কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত কা  
লেন ? সূত ! তুমি এ বিষয়ে, মহর্ষি কৃষ্ণদৈবপায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসম  
বিস্তার পূৰ্ব্বক বর্ণনা কর ॥ ১—২ ॥

সূত কহিলেন । হে মহর্ষিগণ ! আমি আপনাদিগের নিকট শুকদেব উৎপত্তি অর্থাৎ  
যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে  
সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ সত্যবতী সূত ব্যাস পুত্রার্থে কৃত  
নিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় স্নমেকশৃঙ্গে গমন পূৰ্ব্বক উগ্রতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪  
তপোনিধি মহর্ষি বাস পুত্রকামনায় অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাত্ম  
দৃশ্য অপরিমিত বীৰ্য্যশালী পুত্র হউক এইমত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদ মুখে, প্র

জপমেকাক্ষরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্ ।  
 ধ্যায়ন্ পরাং মহামায়াম্ পুজ্যকামন্তপোনিধিঃ ॥ ৫ ॥  
 অগ্নেভূমন্তথা বায়োরন্তরিক্ষশ্চ চাপ্যয়ম্ ।  
 বীৰ্য্যেণ সংমিতঃ পুজ্যো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতসম্বৎসরং প্রভুঃ ।  
 আরাধ্যম্মহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্ ॥ ৭ ॥  
 শক্তিঃ সর্বত্র পুজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।  
 অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্ত্ব পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥  
 যত্র পৰ্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাঙ্কুতে ।  
 ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সৰ্বে মুনয়শ্চ তপোহধিকাঃ ॥ ৯ ॥  
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা ।  
 বসন্তি মুনয়ো যত্র যে চান্দ্রে ব্রহ্মবিন্ধ্যমাঃ ॥ ১০ ॥  
 তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিবাদিতে ।  
 তপশ্চচার ধৰ্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীহৃতঃ ॥ ১১ ॥

বীজং নারদেনোপদিষ্টং গৃহীত্বা তজ্জপং তপশ্চচারেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥ জপকালে এতাদৃশীং  
 ভাবনাং কৃতবানিত্যাহ অগ্নেভূমেরিতি । বীৰ্য্যেণ শক্ত্যেত্যর্থঃ । সংমিতস্ত্বলাঃ ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠদिति । তপ ইতি শেষঃ । যদ্যপি ব্যাসেন নারদমুখাভ্যগবতীং সর্বোৎকৃষ্টাং স্রষ্টা  
 পরাশক্তেরেব ধ্যানং কৃতং তথাপি শক্তের্থানে কৃতং শিবস্ত ধ্যানং জাতমেবেত্যতিপ্রায়েণ  
 আরাধ্যম্মহাদেবমিত্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥ (শক্তিরহিতস্ত শিবতাপ্যারাধনেন অশক্তো লোকে নিন্দ্যতে  
 ইত্যেবং মহাস্তং ব্যতিক্রমং দর্শয়ম্মাহ শক্তিঃ সর্বত্র পুজ্যেতি ॥ ৮ ॥ তপোহধিকাঃ উৎকট-  
 তপঃপ্রভাবসম্পন্নঃ ॥ ৯ ॥ আশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ দেবচিকিসকাবিতি বাবৎ ॥ ১০ ॥ হেম-

একাক্ষর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র জপান্তর্ধান পূৰ্ব্বক পরাশক্তি রূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ এবং অশ্বিন ভূমণ্ডল মধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সৰ্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর  
 শক্তি বিরহিত মুঢ় জীব কেবল নিলা ভাজনই হইয়া থাকে ; অতএব শক্তিই সর্বত্র পূজ-  
 নীয়, মনে মনে বারংবার বিচার পূৰ্ব্বক মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমাশক্তির সহিত  
 দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি  
 একশত বৎসর কাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭—৮ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল ! পৰ্ব্বতের যে  
 শৃঙ্গপ্রদেশটা আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোধিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাব  
 সম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদগণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবভারা নির-  
 ত্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ যে স্থলে, ব্রহ্মবিন্ধ্য মননশীল ঋষি ও অপরাপর সূর-  
 শ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, সূর্যময় সুরেকর সেই কিরণ বৃন্দে সঙ্গীতনিবাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতী-  
 তনয় মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৯—১১ ॥ তৎকালে সেই বীশক্তি

ততোহস্মৈ তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সর্বং চরাচরম্ ।  
 অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্যাস্ত বীজতঃ ॥ ১২ ॥  
 ততোহস্মৈ তেজ আলক্য ভয়মাপ শচীপতিঃ ॥ ১৩ ॥  
 তুরাষাহং তদা দৃষ্ট্ৱা ভয়ক্রান্তং প্রমাতুরম্ ।  
 উবাচ ভগবান্ রুদ্রো মঘবস্তং তথাস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কর উবাচ ।

কথমিস্তাদ্য ভীতোহস্মি কিং দুঃখস্তে হুরেশ্বর ! ।  
 অমৰ্ষো নৈব কর্তব্যস্তাপসেষু কদাচন ॥ ১৫ ॥  
 তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাত্বা মাং শক্তিসংযুতম্ ।  
 ন হেতেহহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সর্বথৈব হি ॥ ১৬ ॥  
 ইত্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্ ।  
 কস্মান্তপশ্চতি ব্যাসঃ কোহূৰ্ণস্তস্য মনোগতঃ ॥ ১৭ ॥

গিরেঃ স্তম্ভেরোঃ ॥ ১১ ॥ পারাশর্যাস্ত পরাশরপুত্রস্ত ব্যাসস্ত জটাতোহপি অগ্ননিখাবস্তপ-  
 স্তেজঃপ্রকটিতমিবেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ অস্ত ব্যাসস্ত তপস্তেজঃ, আলক্য নিরীক্য ॥ ১৩ ॥ তুরা-  
 ষাহমিস্তম্ ॥ ১৪—১৫ ॥ অহিতমিতিচ্ছদঃ । অহিতং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ । (শক্তিবৃত্তং সশক্তিকং  
 শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশানং মাং বিদিত্বা এব তে মুনয়ঃ ধ্যাননিরতান্তপশ্বিনঃ তপশ্চরন্তি  
 অন্তস্তেষাং তাদৃশং তপঃপ্রভাবং দৃষ্ট্ৱা ভবতা তেহু তপস্বিষু অমৰ্ষঃ ক্রোধো ন কর্তব্যঃ তেষাং  
 তপোবিঘ্নোৎপাদনায় যত্র মা কাৰীঃ কিন্তু সৰ্বথা কটমৈব কর্তব্যোতি পূৰ্বেণাশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

সম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণবৈপারনের তপস্তেজে এই স্বাবর অজমাস্তক বিশ্ব সংসার  
 পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; তাঁহার জটা সকল অগ্নি শিখা হতাশনের বর্ণ ধারণ করিল ॥ ১২ ॥  
 অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ি-  
 লেন ; হুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ক্রান্ত ও স্তানভাবে অবস্থিত দেখিয়া সৰ্বকল্যাণকর  
 ভগবান্ রুদ্রদেব কহিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

ইন্দ্র ! তুমি কি অস্ত্র এত ভীত হইতেছ ? একপে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল ?  
 হুরেশ্বর ! তপোনিরত মুনিগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসমর্থিত জানিয়াই যোরতর  
 তপশ্চর্য্যার অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট  
 ইচ্ছা করেন না ; অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না ॥ ১৫—১৬ ॥

দেবরাজ শতক্রতু এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেব দেব ভগবান্ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, প্রভো ! যদি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা নাই তবে বেদব্যাগ কি নিমিত্ত এতাদৃশ  
 উগ্রতর তপস্তার প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? তাঁহার মনোগত উদ্বেগ কি, সেইটী প্রকাশ করিয়া  
 বলুন ॥ ১৭ ॥

শিব উবাচ ।

পারশর্যস্ত পুত্রাৰ্ধী তপশ্চরতি চুশ্চরম্ ।  
পূর্ণং বর্ষশতং জাতং দদাম্যদ্য হৃতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বাসবং রুদ্রো দয়য়া মুদিতাননঃ ।  
গত্বা ঋষিসমীপস্ত তমুবাচ জগদ্গুরুঃ ॥ ১৯ ॥  
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র ! পুত্রস্তে ভবিতা শুভঃ ।  
সর্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্তিকর্তা তবাহনঘ ! ॥ ২০ ॥  
অখিলস্ত জনস্যাহত্র বল্লভস্তে হৃতং সদা ।  
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণং সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তদাহকর্য্য বচঃ শ্রুত্বং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ।  
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥  
স গত্বাহশ্রমমেবাহ শু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ ।  
অরণীসহিতং গুহ্যং মমস্বামিং চিকীর্ষয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তং বচনং যস্মৈ স ইত্যুক্তবচনঃ শ্রুতঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ (রূপাপারতন্ত্র্যাৎ ভক্তাহুগ্রহায়ৈব মুদিতানন ইত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥ সর্বমহাত্মতবতেজঃপ্রচুরঃ পঞ্চমহাত্মততেজঃস্বরূপো বা বচঃ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণঃ ॥ ২০ ॥ সত্যবিক্রমঃ অমোঘপ্রভাবঃ ॥ ২১—২২ ॥) গুহ্যং গুপ্তমগ্নিং মমস্বৈত্য-

শিব কহিলেন, দেবরাজ ! পরাশরনন্দন বাসব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই জদৃশ তপোহুমুষ্ঠানে নিরত হইয়াছেন ; ঐরূপ তপস্তায় তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, বাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! ভগবান্ জগদ্গুরু রুদ্রদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রফুল্ল বধনে বেদব্যাসের নিকট বাইরা কহিলেন, হে বাসবীপুত্র ! তোমার একটা পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে ; অতএব আর তপঃক্লেশে প্রয়োজন নাই, উত্থান কর ॥ ১৯—২০ ॥ আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র এতদূর জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চ মহাত্মতের স্তায় তেজো-ময় হইয়া তোমার কীর্তি স্থাপন করিবে ; অধিক কি, এই অখিল সংসার মধ্যে তোমার পুত্র সর্বদা সমস্ত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সৰ্ব্জন প্রিয় হইবে ॥ ২১ ॥

মহর্ষিগণ ! তৎকালে ঋষিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে আল্লাদে পুল-কিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া বীর আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের

মহনং কুব্জতন্তস্য চিত্তে চিন্তাভরন্তদা ।

প্রাচুর্ভব সহসা হতোৎপত্তৌ মহান্ননঃ ॥ ২৪ ॥

মহানারণিসংযোগান্মহ্নান্চ সমুদ্ভবঃ ।

পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ হতোদ্ভবঃ ॥ ২৫ ॥

পুত্রারণিস্ত্ব যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে ।

তরুণী রূপসম্পন্ন কুলোৎপন্ন পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥

কথং কেরামি কান্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্ ।

পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্ ॥ ২৭ ॥

পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী ।

সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছাস্থবিধায়িনী ॥ ২৮ ॥

শিবোহপি বর্ততে নিত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ ।

কথং কেরাম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

ঘরঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মহানো মহনদণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥ পুত্রারণিঃ পুত্রজননী কামিনী মম নাস্তি ॥ ২৬ ॥  
(বিশুদ্ধবীজধারণোপযোগিক্ত্রস্তাপি প্রয়োজনমিতি দর্শয়মাংস্ । পুত্রোৎপাদনদক্ষাঃ মহদবীজ-  
ধারণক্ষমামিতি ভাবঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ দুর্ঘটং দুর্ঘটনায় স্মলীভূতং বধা তপস্বিনো দরিত্রস্ত মম

উৎপাদন কামিনায় অরণীকণ্ঠঘর মহন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ অরণী মহন করিতে  
করিতে সহসা সেই মহান্নার অন্তরে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাভার  
আসিয়া উপস্থিত হইল ; ( তিনি ভাবিলেন যে, ) যেমন এই উত্তরারণী রূপ মহন লইয়া  
অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মহন (ঘর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ  
অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে !! কেননা, এই ভূমণ্ডল মধ্যে বাহা  
পুত্রারণী বলিয়া বিখ্যাত, তাদৃশ সংকুল সমুত্ত রূপ গুণ সম্পন্ন পতিব্রতা সুবতী ভাষ্যা ত,  
একদা আমার নিকট উপস্থিত নাই !! পরন্তু, কামিনী পুত্রোৎপাদন কুশলা পতিব্রতা  
ধর্মাবলম্বিনী হইলেও যে, উত্তর পদের নিগড় লৌহ শৃঙ্খলার দ্বারা তাহাতে সংশয় নাই ;  
অতএব, আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে দার পরিগ্রহ করিতে পারি !! আর কথা এই,  
দ্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্য নিশুণা মনোমোহিনী রূপবতী এমন নহি, যদি নিজ ইচ্ছামত  
সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরন্তর বন্ধন বন্ধন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ২৪—২৮ ॥  
অধিক কি, যখন যখন সদাশিবও সর্বদা কামিনী রূপ নিগড় পাশে সংবদ্ধ, তখন অস্তের  
কথা আর কি বলিব । আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি একবারে দুর্ঘটনার স্মলীভূত  
প্রাণেই আশ্রমে সন্নত হইতে পারি ? ॥ ২৯ ॥

হে মহর্ষিবণ্ডল ! মহান্না কুব্জবেপায়ন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়  
দ্বিতীয় রূপিনী স্বতাচী অপরা সন্নীপহ আকাশ নগলেপাকিয়াই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এবং চিস্তয়তস্তস্য স্মৃতাচী দিব্যরূপিণী ।  
 প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা ॥ ৩০ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাক্ষীং সমীপস্থাং বরাপ্সরাম্ ।  
 পঞ্চবাণপরীতাস্তুর্ণমাসীদ্ধ তত্রতঃ ॥ ৩১ ॥  
 চিস্তয়ামাস চ তদা কিস্করোম্যদ্য সঙ্কটে ।  
 ধর্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে ছুরাসদে ॥ ৩২ ॥  
 অঙ্গীকরোমি যদ্যেনাং বঞ্চনার্থমিহাগতাম্ ।  
 হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা মান্ত বিহ্বলম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতম্ভিহ ।  
 দৃষ্ট্বাপ্সরাক্ষং বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং স্তম্ভম্ ।  
 গৃহস্থাশ্রমসমুত্তং স্তম্ভদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫ ॥

গৃহাশ্রমো নিতরাং দুর্ঘটনায়ৈব নতু স্তম্ভ ইতি মত্বাহ কথং করোমীতি ॥ ২৯—৩০ ॥) ধৃত-  
 ব্রত ইতি । ধৃতব্রতোহপি পঞ্চবাণেন পরীতাস্তে বিকাস্ত আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ( বঞ্চনার্থং  
 মাং প্রতারয়িতুং মম তপস্তেজোহাসার্থমিতি শেষঃ সমাগতাং এনাং ধূর্তাং দেবকন্তাং ধর্মস্তা-  
 গ্রতঃ কথং স্বীকরোমি জানন্নপীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ) হাসমেবাহ তপস্তপ্ত্বুতি ॥ ৩৪ ॥

হে মহর্ষিগণ ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদিচ, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবগমী ছিলেন, কিন্তু, সেই  
 চঞ্চল অপারদেহ পরিশোভিত অঙ্গুরঃপ্রবরা স্মৃতাচীকে দর্শন করিবারাত্র মন্ত্রধের শর-  
 প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল ॥ ৩০—৩১ ॥ (তিনি আপনার তাদৃশ  
 অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে,) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কট সময়ে কি উপায় অবলম্বন  
 করিব !! এই অঙ্গরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-  
 য়াও যদি আমি ছুনিবার কল্পণের বশবর্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্ম সন্মুখে ইহাকে স্বীকার  
 করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার দ্রুদ্রূপ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত  
 উপহাস করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥ মহাতপা ব্যাস শত সংবৎসর কাল  
 যোরতরতপস্তা করিয়া ও একটা অঙ্গরাকে দেখিবারাত্র কি প্রকারে একেবারে অবশাক্ত  
 হইয়া পড়িল, কি আশ্চর্য্য !! চতুর্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দা বাদ সমুখিত হইবে তাহাও  
 বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় স্তম্ভোৎপত্তি হয়,  
 তাহাও স্বীকার করিলাম । পূর্বাচার্য্যগণও গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত গুণের বা সর্ব স্তম্ভের  
 আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া  
 নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্তা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ্য আশ্রম



স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা ।

ন ভবিষ্যতি তন্ম নমনয়া দেবকন্তয়া ॥ ৩৬ ॥

নারদাচ্চ ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্ ।

যথোৰ্ব্বিশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুষবাঃ\* ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসায় শিববরপ্রদানো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি স্তাদতুলমিতি । ইয়মপরা ভোগং দত্তা গমিষ্যতি ন জনয়া গৃহস্থাশ্রমজন্তুং স্তুতং স্তাদিত্তি  
ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং পুণ্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জন্তু যে কোন স্তম্ভই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি ? কারণ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ  
পুরুষবা যে প্রকারে অপ্সরঃপ্রধানা উৰ্ব্বশীর বশবর্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশ সাগরে  
নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূৰ্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ  
করিয়াছি ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে ব্যাস প্রতি শিবের বরপ্রদান বিষয়ক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ব্ব বহুব্রিংশং শ্লোক ।

## একাদশোহিধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কোহসৌ পুরুরবা রাজা কোর্কশী দেবকশ্চক।  
কথং কচ্চঞ্চ সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ১ ॥  
সর্বং কথানকং বৃহি লোমহর্ষণজাহধুনা ।  
শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈঃ স্মৃথাজ্জ্যাতং রসম্ ॥ ২ ॥  
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত ! রসাস্বিকা ।  
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্বৈঃ স্মধয়া চ যথাহমরাঃ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈঃ কথাং দিব্যাং মনোরমাম্ ।  
বক্ষ্যাম্যহং যথা বুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসবরোত্তমাং ॥ ৪ ॥

---

যড়শীতিমহান্নোক্তৈর্দুঃখোৎপত্তিঃ কথ্যতে ।

কামবাণৈস্ত বিদ্ধব্যং মহতাঃ ষত্রু ভগ্নাতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের ‘যথোর্কশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুরবাঃ’ ইত্যুক্তং তত্র কোহসৌ পুরুরবাঃ  
কথমুৎপন্ন ইতি ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি কোসাবিতি । কষ্টং ক্লেশঃ ॥ ১—২ ॥ ন তৃপ্যাম ইতি ।  
তয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

---

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সূত ! তুমি ষাঁহার কথা বলিলে, সেই রাজা পুরুরবা  
কে ? আর সেই দেবকশ্চা উর্কশীই বা কে ? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা  
কিরূপে প্রাপ্ত হইরাছিলেন ? হে লোমহর্ষণ নন্দন ! বৎস সূত ! তোমার মুখকমল নিঃসৃত  
স্মধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইরাছি ; অতএব,  
তুমি আমাদের নিকট সেই কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বল ॥ ১—২ ॥ যেরূপ অমরবৃন্দ  
ভূরি ভূরি সুখাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হইয়া না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপে-  
ক্ষাও স্মধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আপনারা সকলেই সেই অলৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ  
করুন । আমি শুক্লদেব মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘ-  
বরপ্রার্থন্যে-যেরূপ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইরাছি তদনুসারেই আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিব

গুরোস্ত দয়িতা ভাৰ্য্যা তارا নামেতি বিশ্ৰুতা ।  
 রূপর্যোবনযুক্তা সা চার্কবঙ্গী মদবিহ্বলা ॥ ৫ ॥  
 গতেকদা বিধোদ্ধাম যজ্ঞমানস্ত ভামিনী ।  
 দৃষ্টা চ শশিনাহত্যর্থং রূপর্যোবনশালিনী ॥ ৬ ॥  
 কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি ।  
 সাহপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা ॥ ৭ ॥  
 তাবন্যোন্ত্যং প্রেমমুক্তৌ স্মরাতৌ চ ভূবতুঃ ।  
 তারা শশী মদোন্মত্তৌ কামবাণপ্রপীড়িতৌ ॥ ৮ ॥  
 রেমাতে মদমত্তৌ তৌ পরস্পরস্পৃহাস্থিতৌ ।  
 দিনানি কতিচিত্তত্র জাতানি রমমাণয়োঃ ॥ ৯ ॥  
 বৃহস্পতিস্ত দুঃখাৰ্ত্তঃ তারামানয়িতুং গৃহম্ ।  
 প্রেষয়ামাস শিষ্যস্ত নায়াতা সা বশীকৃতা ॥ ১০ ॥  
 পুনঃ পুনর্যদা শিষ্যং পরাবর্তত চন্দ্রমাঃ ।  
 বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি ॥ ১১ ॥

যথা শ্রুতান্তথৈতি শেষঃ ॥ ৪ ॥ ( চারুণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যন্তাঃ সা ॥ ৫—৭ ॥ পর-  
 স্পরাস্মরগং প্রদর্শয়ন্তাহ । তাবতি ॥ ৮ ॥ মদেন শৃঙ্গারজ্বলিতমত্ততয়া মত্তৌ উন্মত্তৌ ॥ ৯—১১ ॥

সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ কোন সময় রূপর্যোবনাঢ্যা মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিতা সৰ্বদা হাবভাব  
 বিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিশ্ৰুতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা বরবর্গিনী তারা নিজপতির  
 যজ্ঞমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর তাঁহাকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ শশলাঞ্জন তাদৃশ রূপ যোবনসম্পন্ন শশিমুখী তারাকে অবলোকন করিবা-  
 মাত্র কম্পের বশবর্তী হইয়া পড়িলেন ; সেইরূপ তাবাও স্বধাকরের সেই অপূৰ্ণ সুধাময়  
 কমলীয় কাস্তি সন্দর্শনে একেবারে মত্তপ্রাণে প্রপীড়িত হইলেন ॥ ৭ ॥ হে মহর্ষিগণ !  
 এইরূপে তারা আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শন নাট্রেই কুসুম শরাসনের শরাঘাতে উভ-  
 য়েই উভয়ের প্রেমলালসায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥ তদন্তর, তাঁহারা  
 গুরুশিষ্য ভাব বিসর্জন দিয়া মদিরামত্তের স্থান বোবত্তর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত  
 হইলেন ; এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগের নিরন্তর রতিজীড়ায় অতিবাহিত হইলে,  
 স্ত্রীচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তারাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন  
 শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু, তারা যুগলাঙ্কনের এতদূর বশবর্তিনী হইছিলেন যে  
 তৎকালে তাঁহার অন্তর হঠাৎ পতিন্বেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল ; ফলত  
 তিনিসেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ৯—১০ ॥ পরন্তু,  
 চন্দ্রদেব যখন, বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি

গহ্বা সোমগৃহং তত্র বাচস্পতিরুদারধীঃ ।

উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ স্ময়মানং মদাঘ্রিতম্ ॥ ১২ ॥

• কিং কৃতং কিল শীতাংশো ! কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মবিগৰ্হিতম্ ।

রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং স্তন্দরী কেন হেতুনা ॥ ১৩ ॥

তব দেব ! গুরুশ্চাহং যজমানোহসি সৰ্ব্বথা ।

গুরুভার্য্যা কথং মৃঢ় ! ভুক্তা কিং রক্ষিতাহবাবা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্লগঃ ।

মহাপাতকিনো হেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ১৫ ॥

মহাপাতকযুক্তস্ত্বং দুরাচারোহতিগৰ্হিতঃ ।

ন দেবসদনাহোহসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা ॥ ১৬ ॥

মুঞ্জেমামসিতাপান্ধীং ন যামি সদনং মম ।

নোচেদ্বক্ষ্যামি দুষ্ঠাত্মন ! গুরুদারাপহারিণম্ ॥ ১৭ ॥

বাচাং পতিঃ । উদার। মহতী ধীর্দ্বিজিহ্বা ॥ ১২ ॥ শীতা শীতলা অংশবো রশ্ময়ঃ বস্ত্র তৎসম্বন্ধো ।  
ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মশাস্ত্রেণ বিগৰ্হিতং নিদ্রিতম্ । গুরুভার্য্যাহরণস্ত- ধৰ্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥  
তব দেবগুরুশ্চাহমিতি । হে দেব ! তবাহং গুরুসমীত্যয়ঃ । কিং রক্ষিতেতি । কিমর্থং  
রক্ষিতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ( গুরোস্তল্লগ শয্যাং গচ্ছতীতি । গুরুভার্য্যাগামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ )  
নোচেদ্বক্ষ্যামীতি । শাপমিতি শেষঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ উদারমতি গুরুদেব বাচস্পতি  
সেখানে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যমদগর্জিত শব্দধরকে ক্রোধান্বরে কহিলেন, হিমাংশো ! তুমি  
কি প্রকারে এরূপ ধৰ্ম্মবিগৰ্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ? তুমি কি জ্ঞত্বই বা আমার সৰ্ব্ব-  
স্বলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে ? চন্দ্রদেব ! দেখ, আমি সৰ্ব্বপ্রকারেই  
তোমার পুঞ্জীয় ! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান !! রে মৃঢ় ! তুই কি  
প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি ? তাহা না হইলে তুই কি জ্ঞত্ব তাহাকে এতদিন  
নিজগৃহে রাখিয়াছিলি ? ॥ ১২—১৪ ॥ এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ববর্ণচোর, সুরাপানী  
আর গুরুপত্নীগামী ইহঁরা সকলেই মহাপাতকী ; এমন কি যে ব্যক্তি এই চারিপ্রকার  
লোকের সংসর্গে থাকে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে ॥ ১৫ ॥ রে মৃঢ় ! যদি তুই আমার পত্নীকে সন্তোষ করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে  
তোর সৃষ্ণ বিগৰ্হিতকৰ্ম্মকারী দুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন  
ব্যক্তিই বর্তমান নাই ! স্মরণ্য তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে ঘাইবার যোগ্যপাত্র  
নহিস ॥ ১৬ ॥ রে দুহাত্মন ! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিলি, তখন তোর অসাধ্য  
কোন কার্য্যই নাই ! বাহা হউক তুই এখনও সেই অসিতাপান্ধী বরারোহা কামিনীকে

ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ ।

গুরুং ক্রোধসমায়ুক্তং কাস্তাবিরহদুঃখিতম্ ॥ ১৮ ॥

ইন্দুরুবাচ ।

ক্রোধান্তে তু ছুরারাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জিতাঃ ।

পূজার্না ধর্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জনীয়াস্ততোহন্যথা ॥ ১৯ ॥

আগমিষ্যতি সা কামং গৃহস্তে বরবর্ণিনী ।

অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ ! ॥ ২০ ॥

ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র স্নখকামার্ধিনী হি সা ।

দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি ॥ ২১ ॥

ত্বয়ৈবোদাহৃতং পূর্বং ধর্মশাস্ত্রমতস্তথা ।

ন স্ত্রী হুয্যতি চারোণ ন বিপ্রো বেদকর্মণা ॥ ২২ ॥

ক্রোধান্তে ইতি । ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধাদেব ছুরারাদ্যা অপূজ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ । অথ ক্রোধ-  
বর্জিতা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ পূজার্না ভবন্তি । এতে যে পূজার্না উক্তান্ততন্ত্বেভ্যোহন্যথাংন্যত্রাকাবা  
যে ক্রোধযুক্তান্তে পূজার্নাঃ বর্জনীয়া ইতি শাস্ত্রমর্থ্যাণা । অতঃ পুরো ! ক্রোধং বিহার  
পূজ্যো ভব ন তু তমালখ্যাপূজ্যো ভবেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২১ ॥ পাতকে ক্রুতেহপি চারোণ  
রজঃসঞ্চারেণ রজোদর্শনে ন স্ত্রী ন হুয্যতীতি স্ময়া বাহস্পত্যমতে উক্তমিতি ভাবঃ । তদুক্তম্ ।

পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি এই দণ্ডেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব; ফলত  
আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতিগমন করিব না । হে মহর্ষিমণ্ডল !  
সুরাচার্য্য কাস্তাবিরহ দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র  
অতিশয় গর্ভভরে উন্নত হইয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

এই ত্রিলোকী মধ্যে ক্রোধাদিরিপূর্বকৃত ধর্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার  
উপযুক্ত পাত্র; আর বাহার্য্য কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহার্য্য কোনক্রমেই পূজনীয়  
নহে; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্তব্য ॥ ১৯ ॥ আপনি অন্তরে কোন কুভাব  
ভাবিবেন না; সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রতিগমন  
করিবেন; সস্ত্রীত করেকদিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহাতে আপনার কৃতি  
কি ? ॥ ২০ ॥ তিনি এস্থলে কেবল স্নখসন্তোষ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন; অতএব  
কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন ॥ ২১ ॥ বেদ্রূপ, ব্রাহ্মণ  
শতসহস্র কুর্কর্ম করিলেও একমাত্র বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে  
বিমুক্ত হয় সেইরূপ ব্যভিচার ছষ্টা ত্রীলোকও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সন্তোগ-  
জনিত সমস্ত দ্রুহতি সাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্বে আপনিই ত, ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ

ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুরত্যস্তদুঃখিতঃ ।

জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিকটঃ স্মরাভুরঃ ॥ ২৩ ॥

দিনানি কতিচিন্তত্র স্থিত্বা চিন্তাভুরো গুরুঃ ।

যযাবথ গৃহং তস্ত দ্বরিতশ্চৌষধীপতেঃ ॥ ২৪ ॥

স্থিতঃ ক্ষত্রা নিষিক্কোহসৌ দ্বারদেশে রুমাস্থিতঃ ।

নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি, বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

অয়ং মে শিষ্যতাং যাতো গুরুপত্নীস্ত মাতরম্ ।

জগ্রাহ বলতোহধর্মী শিক্ষণীয়ো ময়াধুনা ॥ ২৬ ॥

উবাচ বাচং কোপাতু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ ।

কিং শেষে ভবনে মন্দ ! পাপাচার ! স্মরাধম ! ॥ ২৭ ॥

দেহি মে কামিনীং শীঘ্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্ ।

করোমি ভাস্সসাম্ নং ন দদাসি প্রিয়াং মম ॥ ২৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ স্ত্রীণাং যন্মাসে রজসশ্চ্যুতিরিতি ॥ ২২—২৩ ॥ (ওষধীনাং পতিচক্ষুস্তত্ত্ব ।  
চক্ষুরিগম্পর্শেন হি সর্বা ওষধয়ঃ পরিণতাং যাস্তীতি তথাক্তম্ ॥ ২৪—২৮ ॥)

উপদেশ করিয়াছিলেন। (তবে আবার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক কতকগুলি কটুক্তি  
প্রয়োগ করিতেছেন কেন ?) ॥ ২২ ॥

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তিদ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সে স্থলে আর  
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; কিন্তু আসি-  
বার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে  
একেবারে মম্মথপ্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে কয়েকদিবস মাত্র অতিবাহিত  
করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবিলম্বে ওষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে  
আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে  
প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালকর্তৃক নিবারণিত হইয়া অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান  
করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে  
আর বাহিরে আসিলেন না। শশীর এতাদৃশ অসম্ব্যবহার দর্শনে স্মরাচার্য্য অতিশয়  
রোষভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে, হায় ! এই অধার্মিক ছরায়া চির-  
কাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক  
গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য !! পরন্তু এখনি আমি ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিব  
সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৬ ॥ (তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে) ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া  
সেই দ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে  
হরাধম ! হর্ষভে ! জেদে বোঝতর পাপাছুর্দান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃ-

সূত উবাচ ।

কুরাণি চৈবমাদীনী ভাষণানি বৃহস্পতেঃ ।

শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদবহিঃ ॥ ২৯ ॥

তমুবাচ হসন্ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে ।

ন তে যোগ্যাসিতাপাক্ষী সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩০ ॥

কুরুপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণাত্যাং স্ত্রিয়ং দ্বিজ ! ।

ভিক্ষুকস্ত গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী ॥ ৩১ ॥

রতিঃ স্বসদৃশে কাস্তে নার্যাঃ কিল নিগদ্যতে ॥

ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন ! কামশাস্ত্রবিনির্গম্য ॥ ৩২ ॥

যথেষ্টং গচ্ছ দুৰ্ব্বুদ্ধে ! নাহং দাস্যামি কামিনীম্ ।

যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী ॥ ৩৩ ॥

শীঘ্রং নির্গত ইতি । তস্য নিরাশাকরণং বিনা শাস্তির্ন ভবিষ্যতীতি মত্বা নিরাশাকরণার্থং শীঘ্রং নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তেনৈব যোজয়েদিতি ত্রায়-মবলম্ব্যাহ । কুরুপামিতি ॥ ৩১ ॥ মন্দঃ আত্মা বুদ্ধিহীন । কামশাস্ত্রাজ্ঞানাত্তপাঙ্কম্ । কাম-শাস্ত্রস্ত বিনির্গম্য সিদ্ধান্তম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥ ) কামাৰ্ত্তস্তেতি । যদ্যপি ইন্দ্রপ্রভৃতীনাং গৌতমাদি-

পুৰে শয়ন করিয়া রহিয়াছি; দেখ! তুই যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভাৰ্য্যাকে আমার নিকট আনিয়া সমর্পণ না করিস্ তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব । রে মূঢ়! অধিক আর কি বলিব, তুই যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্ তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোকে এখনি ভস্মসাৎ করিব ॥ ২৭—২৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ যামিনীপতি গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কর্কশবাক্য সকল শ্রবণমাত্র সত্ত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর, রজনীপতি গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে দ্বিজ! তুমি কিজন্য এরূপ নানাপ্রকার কতকগুলি অপলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ! তাদৃশ সর্বলক্ষণা অসিতাপাক্ষী কামিনী কি তোমার উপযুক্ত? তুমি নিজে যেরূপ কলাকার মূর্তি, সেইরূপ আপনার সন্তোগের উপযুক্ত কোন কুরূপা স্ত্রীকে বাইরা গ্রহণ কব। বিশেষত তুমি ইহা স্থির জানিও যে, ভিক্ষকের গৃহে কখনই সেরূপ বয়্যারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে ॥ ৩০—৩১ ॥ রে নিম্নোদ! বুঝিলাম তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ; কারণ রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, রমণীদিগের নিজ মনোমত নায়কেই রতির বিষয় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ রে দুৰ্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না । রে বিপ্র! তোকে অধিক আর কি বলিব, তোর বাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রস্তুত হ'! বস্তুতঃ আমি

কামার্তস্ত চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমহতি ।

নাহং দদে গুরো ! কাস্তাং যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা চেজ্যশ্চিস্তামাপ রুঘাষিতঃ ।

জগাম তরসা সন্ন ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্ ।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদৈ্যে পূজয়িত্বা হ্রসংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্ ।

কা চিস্তা তে মহাভাগ ! শৌকার্তৌহসি মহামুনে ! ॥ ৩৭ ॥

কেনাপমানিতৌহসি ত্বং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে ।

ত্বদধীনমিদং সর্বং সৈন্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥

শাপবাধা জ্ঞাতব তথাপি ( তে ইন্দ্রাদয়ো গোতমাদীন বঞ্চয়িত্বা স্বয়মেবাহলাদিবু বলাৎ-  
করাৎ প্রকৃতাঃ । ইয়ঙ্ তব ভার্যা বরবধিনী তারা স্বয়ং মথ্যেব রতা অতন্তে শাপো মাং পীড়-  
য়িতুং নার্তীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ )

শশিনা চেজ্য ইতি । ইজ্যো গুরুঃ । শচীপতেঃ সন্ন গৃহম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ (মহান্ ভাগে  
ভাগধ্যেয়ো যন্ত । বিষ্ণু প্রভৃতয়ঃ সর্বৈ দেবাঃ যন্ত সাহায্যায় সমুদ্যতা কা কথা তন্ত ভাগ্যশ্চেতি

কখনই তোর হস্তে তাদৃশ বরবর্ণিণী রমণীকে সমর্পণ করিব না । আর তুমি যে আমাকে  
অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত  
নহি । কারণ, তুমি কামার্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র  
ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না । ওগো গুরুদেব ! তোমাকে আর কি বলিব, আমি  
তোমাকে সেই কমণীয়মুষ্টি রমণীকে আর প্রত্যর্পণ করিব না ইহাতে তোমার যেক্রপ ইচ্ছা  
হয় করিতে ক্রটি করিও না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! চক্রেয় এতাদৃশ কঠোরোক্তি সকল শ্রবণ করিলে পর পরম  
পূজ্যাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন ; পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া  
অবিলম্বে শচীপতি দেবেশ্বরের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ পরম উদারপ্রকৃতি  
শতক্রতু গুরুদেবকে মনোদ্বন্দ্বে অতিশয় কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়  
প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূর্বক তাদৃশ বিবরণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মহাত্মন ! আপনি  
সমাধিনিষ্ঠ বোগিগণেরও বন্দনীয় ; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল  
যাহাতে আপনিও শৌকার্ত হইয়া পড়িলেন ? ভগবন্ ! সমস্ত লোকপালগণসমেত যাবতীর  
সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন ; বিশেষতঃ



ব্রহ্মা বিমুক্তথা শম্ভুর্যে চাশ্চে দেবসত্তমাঃ ।  
করিয়্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ ।

শশিনাহপহতা ভার্য্যা তারা মম স্থলোচনা ।  
ন দদাতি স দুষ্টাত্মা প্রার্থিতোহপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥  
কিং করোমি সুরেশান ! ত্বমেব শরণং মম ।  
সাহায্যং কুরু দেবেশ ! দুঃখিতোহস্মি শতক্রতো ! ॥ ৪১ ॥  
ইন্দ্র উবাচ ।

মা শোকং কুরু ধর্মজ্ঞ ! দানোহস্মি তব স্তত্রত ! ।  
আনিয়্যাম্যহং নুনং ভার্য্যাং তব মহামতে ! ॥ ৪২ ॥

ভাবঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥ কিং করোমিতি । তে সুরেশান ! দেবানাং ঈশ্বর ! এতেন ইন্দ্রস্ত বৃহস্পতি-  
দুঃখনিরাকরণে সমর্থত্বং স্মৃতিতম্ । অধুনা অহং কিং করোমিনান্তি মে কাচিৎ কার্য্যাক্রমতঃ

আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্য মধ্যে কাহার কর্তৃক অবমানিত হইলেন ?  
গুরুদেব ! অধিক আর কি বলিব আপনি আদেশ করিলে, অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার  
কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবে ; অতএব, সম্প্রতি  
আপনার চিন্তার বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৩৬—৩৯ ॥

হে মহাবিপণ ! সুরগুরু ( ইন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তিমূলক আশ্বাসপ্রদ বাক্যে কণ্ঠাৎ আঘত  
হইয়া ) কহিলেন, দেবরাজ ! শশধর আমার ভার্য্যা বিশালীনয়না তারাকে অপহরণ করি-  
য়াছে ; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তথাপি সে ছুরিয়া  
কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥ ৪০ ॥ সুরেশ্বর ! আমি এক্ষণে কি উপায়াবলম্বন  
করি বল । কলত তুমিই আমার পরমাশ্রয় ; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; বিশেষতঃ  
তুমি নিজ বাহুবল প্রভাবে এককল অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ ; সুতরাং এ জগতে  
তোমার অসাধ্য কিছুই নাই । অতএব, আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এ বিষয়ে  
তুমি আমার সাহায্য কর ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধর্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ, সুতরাং  
ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া কর্তব্য নহে বিশেষতঃ যখন আমি  
আপনার দাস রহিয়াছি তখন আর চিন্তার বিষয় কি ? হে উদারমতে ! আমি নিশ্চয়ই  
আপনার ভার্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব, আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২ ॥ গুরু  
দেব ! আমি এখনি চন্দ্রের নিকট পুত্র পাঠাইতেছি তাহাতে সে যদপেক্ষিত

প্রেষিতে চেম্ময়া দূতে ন দাস্ততি মদাকুলঃ ।  
 ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্রো দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্ ।  
 প্রেষয়ামাস সোমায় বার্তাশংসিনমদ্রুতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 স গত্বা শশিলোকস্ত ত্বরিতঃ স্ত্রবিচক্ষণঃ ।  
 উবাচ বচনেনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রেষিতোহহং মহাভাগ ! শক্রেণ স্ত্রাং বিবক্ষ্যামি ।  
 কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদুব্রবীমি মহামতে ! ॥ ৪৬ ॥  
 ধর্মজ্যোহসি মহাভাগ ! নীতিং জানাসি স্ত্রতঃ ! ।  
 অত্রিঃ পিতা তে ধর্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্তুর্মহসি ॥ ৪৭ ॥  
 ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্বভূতৈর্ব্যথাসক্তি হতদ্মিতৈঃ ।  
 তদর্থে কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতঃপরে শরণ্য রক্ষাকর্ত্তাহসি । সাহায্যং কুরু তারায় উদ্ধরণে ইতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৪ ॥  
 রোহিণীপতিং চক্ষুঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥ (নীতিবিদো ধার্মিক্য ভাগ্যশালিনো মহদ্বংশপ্রসূতা এব  
 অধর্মপথং নিরস্তা ভবন্তীতি বক্তৃমাহ ধর্মজ্যোহসীতি । নিন্দ্যং নিন্দনীয়ং অধর্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥)  
 কলহো বাক্চর্চ্চা ॥ ৪৮ ॥ যথা তবৈতি । যথা তব দাররক্ষণে স্ত্রীরক্ষণে যত্নস্তথৈব তস্ত গুরোঃ ।  
 আপনার ভার্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত  
 হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে  
 গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক যে বাক্তি গুরুর ভার্য্যা আনয়ন বিষয়ে বিশেষ করিয়া  
 বলিতে সমর্থ হইবে তাদৃশ একজন অদ্রুত ক্ষমতাশালী বক্তৃপ্রবর দূতকে বিজরাজের  
 নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চক্ৰলোকে গমন  
 করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চক্ৰকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনাকে  
 কিছু বলিবার নিমিত্ত সুরেশ্বর ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান  
 অতএব দূতবাক্যে কদাচ রুষ্ট হইবেন না; কেননা, প্রভু আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন  
 আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধি অত্রি আপনার পিতা,  
 আপনি নিজেও ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন; বিশেষতঃ উপশ্চর্য্যা ও  
 নিয়মাদিজনিত গুণ্য প্রভাবে পরম সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন, অতএব একরূপ বিবিধ-  
 গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া, কোন নিন্দিত কার্য্যের অগ্রদূত করা কোনক্রমেই আপ-  
 নার কর্ত্তব্য হইতেছে না । আর ইহাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজ নিজ ভার্য্যা  
 প্রাপি মাত্রেই বখাশাধ্য রক্ষণীয়, বস্ততঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন  
 করে না; স্ত্রতঃ সেজন্য বোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥ স্ত্র-  
 কল! পরীক্ষা বিষয়ে আপনার যেমন যত্ন আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন; অতএব

যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যান্দাররক্ষণে ।

আত্মবৎ সৰ্বভূতানি চিন্তয় ত্বং সুধানিধে ! ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাবিংশতিসংখ্যাস্তে কামিতো দক্ষজাঃ শুভাঃ ।

গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং স্মিমিচ্ছসি সুধানিধে ! ॥ ৫০ ॥

স্বর্গে সদা বসন্ত্যেতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ ।

ভুঙ্ক্ষু তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বর্য যদি কুর্বন্তি জুগুপ্সিতমহন্তয়া ।

অজ্ঞাস্তদনুবর্তন্তে তদা ধর্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

তস্মান্মুঞ্চ মহাভাগ ! গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্ ।

কলহস্তমিমিত্তোহদ্য হ্রাণাং ন ভবেদ্বথা ॥ ৫৩ ॥

সূত উবাচ ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ ।

ভঙ্গ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪ ॥

ত্ৰাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (কামিনীসন্তোগজনিতমুখং তব স্নলভমেব তত্রাপি স্বীয়সন্তোগপ্রাচুর্যং প্রদ-  
শয়ন্বাহ অষ্টাবিংশতি সংখ্যা ইতি ॥ ৫০ ॥ পরকীয়সন্তোগসৌলভ্যমপি প্রদর্শয়ন্বাহ স্বর্গে ইতি ।  
স্বেচ্ছয়া নিজাভিলাষেণ এতেন তত্র বিরোধাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৫১ ॥) অহন্তয়েতি । অহন্তবে-  
দেত্যার্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন । ( যেমন নিজের স্নপ বা চূপ উপস্থিত হইলে, হঠ বা বিষম্ব হইলে তেমনি অন্তের স্নপ চূপে স্নপ চূপে প্রকাশ করা উচিত । ) বিশেষতঃ আপনার আটশটি মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামাজ্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা ; এ সকল সবেও আপনি কোন বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥ ৪৯—৫০ ॥ আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সন্তোগেই নিত্য বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রত্না প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেত্তারা নিয়ত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন না ! দেখুন, মহামহিমশালী মহাভারত যদি অহংমদে উন্নত হইয়া নিন্দিত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটিকে কর্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচারিত পথের অনুবর্তী হয় ; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে ॥ ৫১—৫২ ॥ অতএব, হে মহাভাগ ! আপনি শ্রুত্ব সেই মনোমোহিনী ভাগ্যাকে পরিত্যাগ করুন ; অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপরক্ষা এক্ষণে বাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিবদ বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হউন ॥ ৫৩ ॥

## ইন্দুরূবাচ ।

ধৰ্ম্মজ্ঞোহসি মহাবাহো ! দেবানামধিপঃ স্বয়ম্ ।

পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ ॥ ৫৫ ॥

পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ ।

দুর্লভস্ত্ব স্বয়ং কৰ্ত্তা প্রাপ্তে কৰ্ম্মণি সৰ্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥

বাহিষ্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্ণন্তি মানবাঃ ।

কো বিরোধোহত্র দেবেশ ! কাময়ানাং ভজন্ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

স্বকীয়ং বলিনাং সৰ্ব্বং দুৰ্ব্বলানাং ন কিঞ্চন ।

স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোহয়ং মন্দচেতসাম্ ॥ ৫৮ ॥

ভঙ্গ্যা স্তুতিনিন্দাফলকাদিকার্থবাদরূপয়া ॥ ৫৪—৫৫ ॥ পরোপদেশে কুশলা ইতি । স্বগ্নিহলাজারত্বং কথং ন জানাসীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ বাহিষ্পত্যপ্রণীতমিতি । তস্মিন্ শাস্ত্রে স্ত্রিয়ং কাময়ানাং ভজন্ দুযাতীত্বাক্তং ততো মম কো বিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকীয়মিতি । বলিনাং প্রবলানাং সৰ্ব্বং কৃতাক্তরূপং স্বকীয়মেব যেন কৃতমুত্তমমেব ভবতি । দুৰ্ব্বলানাং কৃতমপি নোত্তমং ভবতীতি লোকরীতিরিয়ং দর্শিতা । কিঞ্চ মম ভাষ্যাং দেহীতি বদন্ বৃহস্পতিঃ কথং ন লজ্জতি তস্তাঃ ময়ামুরক্তত্বেন মদীয়ত্বাদিত্যাহ স্বীয়া চেতি । যদ্বা প্রবলানাং সৰ্ব্বং বস্ত্ৰ স্বকীয়মেব ভবতি পরন্তু বস্ত্রনো হরণে সামর্থ্যাৎ । দুৰ্ব্বলানাং তু ন কিঞ্চন স্বকীয়মপি পরকীয়ং ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ মম প্রবলত্বায়গৈব সা বৰ্ত্তত ইতি ভাবঃ । জ্ঞানদৃষ্টিমবলম্বা বদতি স্বীয়া চেতি । জ্ঞানিনস্ত মম সৰ্ব্বং স্বকীয়মেব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

স্বত্ কহিলেন, হে মহাবীৰ্ণ ! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্দিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ মাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন ; তাহার পর, তিনি তখনই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভঙ্গীক্ৰমে প্রতুষ্টের প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ অহে ইন্দ্র ! তুমি একেত নিজে মহান্ বাহুবলসম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতা-দিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধর্ম্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার পুরোহিতটীও পরমধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিটীও একই প্রকার দেখিতেছি । কলত কাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই ॥ ৫৫ ॥ বুঝিলাম, অনেকেই পরোপদেশ বিষয়ে পটু ; কিন্তু, সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে, সকল সময়েই অত্যাচার করিতে পারে, এ সংসারে একরূপ লোক দুর্লভ ॥ ৫৬ ॥ অহে দেবেন্দ্র ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মানব মাত্রে সকলেই ত বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে ? তবে ( তিনি যখন নিজ শাস্ত্রে কামাৰ্দ্ধা রমণীসম্বোধে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন, ) তখন আমিও যদি তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটিবে কেন ? ॥ ৫৭ ॥ এই সংসার মধ্যে বাহা কিছু বস্ত্র জাত আছে, তৎসমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুৰ্ব্বলের কিছুই নহে ; এটা আপনার আর এটা অন্তের এ সকল কেবল অবিদ্যাভূষ্টি নিকোষদিগের পক্ষেই জ্ঞানিবে ॥ ৫৮ ॥ বিশেষতঃ তারা আমাতে যেরূপ অমুরাগিণী তোমার গুরুর প্রতি

তারা ময়ানুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরো ।  
 অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধৰ্ম্মতো ন্যায়তন্তুধা ॥ ৫৯ ॥  
 গৃহারন্তস্ত রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ ।  
 বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমেহ্নুজকামিনীম্ ॥ ৬০ ॥  
 ন দাস্যেহং বরারোহাং গচ্ছ দূত ! বদ স্বয়ম্ ।  
 ঈশ্বরোহসি সহস্রাক্ষ ! যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ ॥ ৬১ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রযযৌ শক্রসম্মিধিম্ ।  
 ইন্দ্রায়াচক্ট তৎ সৰ্বং যদুক্তং শীতরশ্মিনা ॥ ৬২ ॥  
 তুরাষাভপি তচ্ছদ্যা ক্রোধযুক্তো ভবু ব হ ।  
 সেনোদ্যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোর্বিভূঃ ॥ ৬৩ ॥

চকমেহ্নুজকামিনীমিতি । যদাহ্নুজকামিনীঃ • কনিষ্ঠবন্ধুকামিনীঃ সম্বর্ত্তভাৰ্য্যাং বৃহস্পতি-  
 শ্চকমে তদাপ্রভৃতীয়ং বিরক্তা জাতেতি কথা পান্নে প্রসিদ্ধা । যদাহ্নুজোতি প্রথমাস্তং লুপ্ত-  
 বিভক্তিকম্ । তথাচাহ্নুজঃ সন্ কনিষ্ঠবন্ধুঃ সন্নপি বৃহস্পতিঃ কামিনীঃ জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্ত  
 কামিনীঃ মমভাতিধাং চকমে ভুক্তবানিত্যর্থঃ । তদাপ্রভৃতি বিরক্তা জাতেতি কথা মহা-  
 ভারতে প্রসিদ্ধা ॥ ৬০ ॥ (এবং বৃহস্পতিং হিরন্মত্যা ইন্দ্রমপি বক্রোক্ত্যা নিলন কথামুপসংহরং-  
 শ্চাহ । ন দাস্যে ইতি । সহস্রাণি অক্ষীণি যন্ত এতেন অহল্যাক্ষারং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৬১—৬২ ॥  
 তুরাষাভিতি । গুরোঃ সাহায্যার্থং বৃহস্পতেভ্যর্থোক্তারপার্থমিত্যর্থঃ । বিভূর্নিগ্রহাশুগ্রহ-

সেৰূপ নহে । অতএব, ধৰ্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অমুরক্তা স্ত্রীকে কি প্রকারে ত্যাগ  
 করিব ? ॥ ৫৯ ॥ ফল কথা, লোকে অমুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থ ধৰ্ম্মের সুখানুভব করিয়া  
 থাকে ; কিন্তু স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে  
 পারে ? অতএব, বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠ সহোদর সম্বর্ত্তের পত্নীর প্রতি আসক্ত হইয়া-  
 ছিলেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অমুরাগিণী নহে ॥ ৬০ ॥ ইহ্ম ! তুমি নিজে  
 সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটী একবার মনে ভাবিয়া দেখিও তোমার অধিক আর কি  
 বলিব, তুমিত স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর !! তোমার বাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
 করিতে প্রস্তুত হও ; অহে দূত ! তুমি যাও তাহাকে স্বয়ং বলিও, আমি সেই বরবর্ণিণী  
 কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না ॥ ৬১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শশাঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান  
 করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্রদেবের তাদৃশ গৰ্ব্বোক্তি সকল নিজ প্রভু দেবেশ্বরের কাছে ব্যক্ত  
 করিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহস্কার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর  
 হইয়া গড়িলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সকলকে সম্বলিত  
 করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ এদিকে, তৃণনন্দন অমুরাচার্য্য গুরু এই সকল

শুক্রস্ত বিগ্রহং শ্রুত্বা গুরুদেবাত্ততো যযৌ ।  
 মা দদশ্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪ ॥  
 সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে ॥  
 ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেষ্ট্রেণ মারিষ ! ॥ ৬৫ ॥  
 শঙ্করস্ত তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্ ।  
 গুরুশত্রুং ভৃগুং মহা সাহায্যমুকরোত্তদা ॥ ৬৬ ॥  
 সংগ্রামস্ত তদা ব্রুতো দেবদানবয়োদ্রুতম্ ।  
 বহুনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭ ॥  
 দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ ।  
 হংসারুঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্লেশশাস্তয়ে ॥ ৬৮ ॥  
 রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি ।  
 নোচেদ্বিকুং সমাহুয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

সমর্থঃ । এতেন শশধরদমনে তস্ত সমর্থঃ সূচিতম্ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ সাহায্যং মন্ত্রাদিভিবৃহস্পতেঃ  
 শঙ্করোহুকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ ( রাকাপতিং চক্ষম্ ॥ ৬৯ ॥ ) কিমন্ত্যে মতিজ্ঞাতেতি ।

বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদেব প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট বাইয়া কহি-  
 লেন; চন্দ্র ! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যর্পণ করিও না । হে মহাত্মন ! যদি ইন্দ্রের সহিত  
 তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব,  
 অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পরন্তু, যখন দেবদেব ভগবান্  
 শঙ্কর শুনিলেন যে, চন্দ্র শুক্রপত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে  
 সুরগুপ্তর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ মহর্ষিমণ্ডল ! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেবসৈন্তের ভীষণ  
 সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময় বৃহস্পতি পত্নী তারার নিমিত্তও সেইরূপ পুনরায় দেব-  
 দানবে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ এখানে লোক পিতামহ প্রজা-  
 পতি বুদ্ধা দেবাসুরের তাদৃশ নৃষ্টি ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্লেশ শাস্তির  
 নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ সমরাদ্ধনে  
 আগমন মাত্রেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে  
 কহিলেন, শশধর ! যদি ইন্দ্রের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখন শুক্রর ভার্য্যাকে পরিত্যাগ  
 কর !! আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে, এই  
 দণ্ডেই বিমুকে আমিরা তোমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব ॥ ৬৯ ॥ তাহার পর  
 অসুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন, ওহে ! তুমি মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বিশে-

ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

কিমম্বায়ে মতির্জ্ঞাতা সঙ্গদোষান্নাহামতে ॥ ৭০ ॥

নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্ ।

মুঞ্চ ভার্ঘ্যাং গুরোরদ্য পিত্রাহং প্রেথিতস্তব ॥ ৭১ ॥

সূত উবাচ ।

দ্বিজরাজস্ত তচ্ছ্রদ্ধা ভৃগোর্ধ্বচনমদ্রুতম্ ।

দদাবতৎপ্রিয়াং ভার্ঘ্যাং গুরোর্গর্ভবতীং শুভাম্ ॥ ৭২ ॥

প্রাপ্য কান্তাং গুরুহৃক্টঃ স্বগৃহং মুদিতো যযৌ ।

ততো দেবাস্তুতো দৈত্যা যযুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ ।

বৃহস্পতিস্ত সন্তুর্কঃ প্রাপ্য ভার্ঘ্যাং মনোরমাম্ ॥ ৭৪ ॥

ততঃ কালেন কিয়তা তারাহসূত স্ততং শুভম্ ।

হুদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ ॥ ৭৫ ॥

তবেতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥ ওষধীপতিং চন্দ্রম্ । পিত্রাহং প্রেথিতস্তবেতি । তব পিত্রাহত্রিঃ  
তার্থঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥

(তারাপতিনা চন্দ্রেণ সমং তদৌরসজাতত্বাৎ তথাস্থম্ ॥ ৭৫ ॥ বৃহস্পতিস্ত জাত

যতঃ নিজেও পরম জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ ? কেবল সঙ্গদোষ বশতই কি তোমার এক  
অধর্ম্মমতি ঘটিল? ॥ ৭০ ॥ তখন, ভৃগুকুলতিলক গুরু পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত  
হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রামে নিবৃত্ত করিলেন ; পরে তাঁহাকে বলিলেন, সুধাংশো ! দেখ,  
তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন ; অতএব, আর গুরু ভার্ঘ্যাকে  
রাখিবার প্রয়োজন নাই এই কণ্ঠেই গিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৭১ ॥

হৃত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভাগবের তাদৃশ আশ্চর্য্য জনক বাক্য  
শ্রবণ করিয়া যদিচ দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্ঘ্যা মনোহরা তারা নিজ পতির প্রতি বিরক্ত,  
বিশেষতঃ গর্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ গুরুদেব নিজ কান্তাকে  
পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন ; ওৎপর্শনে অসুরসকলেই  
স্ব স্ব ভবনানিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৩ ॥ (দেব কি অসুর সকলেই যুদ্ধে আস্ত হইয়া নিজ  
নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে পর) পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সভাধামে এবং শঙ্করও কৈলাসাতি-  
মুখে বাজা করিলেন । এ দিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে  
কালটিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর, এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, গুরুভার্ঘ্যা তারা অমূল্য এই নক্ষত্রাদি  
সময়ে শুভক্ষেপে শশধরসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পরম স্ত্রীর এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭৫ ॥

দৃষ্ট্বা পুত্রং গুরুজাতং চকার বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।  
 জাতকৰ্ম্মাদিকং সৰ্ব্বং প্রহৃষ্টেনাস্তরাঙ্গনা ॥ ৭৬ ॥  
 শ্রুতং চন্দ্রমসা জন্ম পুত্রস্য মুনিসত্তমাঃ ।  
 দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥  
 ন চায়ং তব পুত্রোহস্তি মম বীৰ্য্যসমুদ্ভবঃ ।  
 কথং তং কৃতবান্ কামং জাতকৰ্ম্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ ।  
 উবাচ মম পুত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥  
 পুনর্জীবাদঃ সঞ্জাতো মিলিতা দেবদানবাঃ ।  
 যুদ্ধার্থমাগতাস্তেবাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০ ॥  
 তত্রাগতং স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ ।  
 নিবারয়ামাস মুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধকৰ্ম্মদান্ ॥ ৮১ ॥

পুত্রং স্বীয়োরসজাতং মৰা তস্ত জাতকৰ্ম্মাদিকং কৃতবানিত্যাহ দৃষ্টেতি ॥ ৭৬—৭৭ ॥ কথ-  
 ন্তিতি । স্বং জনক ইব কথং তস্ত জাতপুত্রস্ত সংস্কারবিধিং কৃতবান্ মমোরসজাতহাং ন তু

পুত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আশ্চর্য্যে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন  
 করিলেন ॥ ৭৬ ॥ এ দিকে মহাত্মা চন্দ্রদেব তারার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন  
 দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য ! তারার গর্ভে  
 যে পুত্রটা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেটা তোমার নহে; ফলত তাহাকে আমার ঔরসজাত  
 বলিয়া জানিবে; অতএব, তুমি পূৰ্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মত কি  
 করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিধেয় জাত কৰ্ম্মাদি সম্পাদন করিলে ? ॥ ৭৭—৭৮ ॥ বৃহস্পতি  
 দূতমুখে চন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্রে যখন আমার সমস্ত অবয়ব  
 সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন এই পুত্র যে আমার ঔরস জাত, তাহাতে আর কোন সংশয়  
 নাই ॥ ৭৯ ॥

হে মুনিসত্তম মহাবিশ্বমণ্ডল ! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যা-  
 খ্যান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল; অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সম-  
 বেত হইয়া সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন; এবং স্রমস্তগার নিমিত্ত সেই স্থলে  
 ঔহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই  
 সকল লোককর্ম্মকর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তি বাসনার স্বয়ং সেই স্থলে আগমন  
 পূৰ্ব্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধ কৰ্ম্মদেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১ ॥  
 তার পর, ধর্ম্মীয়া পিতামহ তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ! তুমি রমণীমণ্ডলের



তারাং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কস্যাং তনয়ঃ শুভে ! ।  
 সত্যং বদ বরারোহে ! যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮২ ॥  
 তম্বাচাহসিতাপান্ধী লজ্জমানাপাধোমুখী ।  
 চন্দ্রস্যোতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী ॥ ৮৩ ॥  
 জগ্রাহ তং স্ততং সোমঃ প্রহর্কেনাস্তরাশ্চনা ।  
 নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৮৪ ॥  
 যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ ।  
 যথাগতং গতং সর্বৈঃ সর্বৈশঃ প্রেক্ষকৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ৮৫ ॥  
 কথিতেয়ং বুধোৎপত্তিগুং রুক্ষেত্রে চ সৌমতঃ ।  
 যথা শ্রুতা ময়া পূর্ব্বং ব্যাসাৎ সত্যবতীশ্রুতাং ॥ ৮৬ ॥  
 ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং  
 প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

স্বমেবাত্মাধিকারীত্বার্থঃ ॥ ৭৮—৮১ ॥ ক্লেশো যুদ্ধজনিতক্লেশঃ ॥ ৮২ ॥ লজ্জমানা উপপতিসন্তোগ-  
 সূচনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩—৮৫ ॥ বুধোৎপত্তিমুক্তা হৃতঃ কথং সংহরতি কথিতেয়মিতি । শুভো-  
 বৃহস্পতেঃ ক্ষেত্রে পত্ন্যাং তারায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শিরোমণি ! অতএব, সত্য বল এই পুত্রটি কাহার? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সময়বন্ধি  
 সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয় ॥ ৮২ ॥ অসিতাপান্ধী বরারোহা তারা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত  
 লজ্জিত হইয়াও মহতের আদেশ অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া অগত্যা অধোমুখে মৃদুস্বরে চন্দ্রমার পুত্র  
 এই কথা বলিয়াই লজ্জাভরে সে স্থল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮৩ ॥ তখন, বিজরাজ চন্দ্র  
 আনন্দে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম রক্ষা করিয়া  
 পুনরায় স্বীয় ভবনভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা  
 করিবার্থে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যে স্থল হইতে আসিয়াছিলেন,  
 সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৫ ॥ হে মহর্ষিগণ ! বিজরাজ সোমের ঔরসে সুরগুপ্ত  
 বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্বে আমি সত্যবতীতনয় গুরুদেব বেদ-  
 ব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমস্তই বর্ণনা করিলাম ॥ ৮৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে

বুধোৎপত্তি নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ পুরুরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ ।  
বুধপুত্রোহতিধৰ্ম্মাত্মা যজ্ঞকৃদানতৎপরঃ ॥ ১ ॥  
সুহৃদ্যম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
সৈন্ধবং হ্রয়মারুহ্য চ্চার যুগয়াং বনে ॥ ২ ॥  
যুতঃ কতিপয়ামাতৈর্দংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ ।  
ধনুরাজগবং বদ্ধা বাণসজ্জস্তথাহুতম্ ॥ ৩ ॥  
স ভ্রমংস্তদ্বনোদদেশে হ্রয়মানো রুরনু যুগান্ ।  
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্তথা ॥ ৪ ॥

ত্রিপঞ্চশংপদ্যবধৌকংপরন্ত পুরুরবাঃ ।

দেবীপ্রসাদানুজ্ঞাহৃদিলেভোবং হি কথ্যতে ॥

ঋষিভিঃ পুরুরবসো বৃত্তান্তপ্রস্নে কৃতে কোহসৌ পুরুরবা ইত্যাকাঙ্কানিবৃত্তার্থঃ সোম-  
বংশোদ্বরাজ্ঞাং কথাম্মিন্ পুরাণে কচিদপি অবশ্যং বক্তব্যেতি পুরুরবসঃ প্রসঙ্গেন বক্তব্যাপি  
সোমাদবুধোৎপত্তিকৃত্য ততঃ পুরুরবস উৎপত্তিমাং ততঃ পুরুরবা ইতি । ততো বুধোৎপত্তা-  
নন্তরং পুরুরবা ইলায়াং কামিভ্যাং জজ্ঞে প্রাহুতঃ বুধপুত্রো বুধাদিলায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
কাসাবিলেত্যাকাঙ্কয়াং তদ্বৎপত্তিং কথয়তি সুহৃদ্যম্নো নামেতি । অয়ং সুহৃদ্যম্নো বৈবশ্বত-

হুত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! অতঃপর, আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম  
বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ক জিজ্ঞাসিত সেই বদান্তবর নিয়ত যজ্ঞাহুষ্ঠান নিরত  
ধর্ম্মাত্মা পুরুরবা সেই বুধদেবের ঔরসে ইলা নামে কোন ক্ষত্রিয়-রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ  
করেন ॥ ১ ॥ (যদি বলেন যে, ইলা কে ? তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ।  
বৈবশ্বত মহুর পুত্র ) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্তী সুহৃদ্য কোন সময়  
কর্ণে মনোহর কুণ্ডল হস্তে আজগব নামে শরাসন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তুণীর ধারণ  
পূর্ক কতিপয় অমাত্য মাত্র সমভিব্যাহারে একটা সিদ্ধদেশ জাত অশ্ব আরোহণে যুগয়া-  
উদেশে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২—৩ ॥

তিনি সেই বন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমত কতকগুলি রুর জাতীয় যুগকে  
বিনাশ করিলেন পরে শশক, বরাহ, গণ্ডক, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, হুমর ও বহুকুহুট প্রভৃতি

শরভান্মহিমাংশৈচব সামরান্ বনকুকুটান্ ।  
 নিম্নন্ মেধ্যান্ পশুনাজা কুমারবনমাবিশং ॥ ৫ ॥  
 মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারক্রমরাজিতম্ ।  
 অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্ ॥ ৬ ॥  
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা ।  
 আত্রেয়ানীপৈশ্মধুকৈশ্চ মাধবীমণ্ডপাবৃতম্ ॥ ৭ ॥  
 দাড়িমৈর্নারিকেলৈশ্চ কদলীষণ্ডমণ্ডিতম্ ।  
 যুথিকামালতীকুল্পপুষ্পবল্লীসমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥  
 হংসকারণবাকীর্ণং কীচকধ্বনিদিতম্ ।  
 ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্বস্বথাবহম্ ॥ ৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা স্তূহ্যন্নং সেবকৈর্বৃতঃ ।  
 বৃক্ষান্ স্পৃশ্পিতাস্বীক্ষ্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্ ॥ ১০ ॥

মনোঃ পুত্র ইতি বিষ্ণুভাগবতে । সৈন্ধবং সিদ্ধদেশোত্তরম্ ॥২—৪॥ সেধান্ যজ্ঞিয়ান্ ॥৫—৬॥  
 মাধবী বাসন্তী । বাসন্তী মাধবীলতেতি বচনাৎ ॥ ৭—৮ ॥ কীচকধ্বনিদিতমিতি । বেণবঃ

যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র-মাংস নানাজাতি পশু সকল সংহার পূর্বক ক্রমে কুমার বনে প্রবিষ্ট  
 হইলেন ॥ ৪—৫ ॥

হে মহর্ষিগণ ! স্তূমকর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমার কাননের কোন কোন  
 স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দার তরু সকল শোভা পাইতেছে, কোণায়ও বা বিবিধ লতাজাল  
 সমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুম গন্ধে সুবাসিত ; কোন দিকে শাল,  
 তাল, তমাল, পনস ও আত্রে প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর ফলভরে অবনত ; আবার  
 কোন স্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমক্রম সকল মাধবীলতা মণ্ডপে বিমণ্ডিত হইয়া  
 অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে । মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষ, যুথিকা, মালতী ও কুল  
 প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমাবৃত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলী ষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সকল  
 হংসকারণব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । বায়ু প্রতিহত তটভূমিস্থ কীচ-  
 কাথ্য বংশ সকলের রন্ধ্রদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুৎপন্ন হইতেছে ; সেই সঙ্গে  
 'অমনি ভ্রমর সকল গুণগুণ রবে গান ধরিয়া যুখে যুখে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের  
 মনোরঞ্জন করিতেছে । ঋষিগণ ! সহচরগণপরিবৃত নরপতি স্তূহ্যন্ তাদৃশ সর্বস্বথাবহ  
 উপবন এবং কোকিলকূলের স্নমধুর ঝঙ্কার পূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একে-  
 বায়ে আক্লান্দে পুলকিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬—১০ ॥ কিন্তু, তিনি সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবা-

প্রবিকৃত্ত্ব রাজর্ষিঃ স্ত্রীত্বমাপ কণাততঃ ।

অশ্বোহপি বড়বা জাতশ্চিস্তাবিকৃতঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১ ॥

কিমিতদিত্তিচিস্তার্তশ্চিস্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।

দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ স্ত্র্যহ্মো লজ্জয়াস্থিতঃ ॥ ১২ ॥

কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ ।

কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো হুহ্ম ॥ ১৩ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লোমহর্ষণ ! ।

স্ত্র্যহ্মঃ স্ত্রীত্বমাপনো ভূপতির্দেবসম্মিতঃ ॥ ১৪ ॥

কিং তৎকারণমাচক্ষু বনে তত্র মনোহরে ।

কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ স্তত্রত ! ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ ।

একদা গিরিশং দ্রক্ষু মুময়ঃ সনকাদয়ঃ ।

দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্বন্তুঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬ ॥

কীচকাস্তে স্বার্থে স্বনস্ত্যনিলোকতা ইতি কোষাৎ কীচকা বেণবঃ ॥ ৯—১২ ॥ যামি স্বাভা-  
মীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৪ ॥ কিং কৃতং কো বাহুপরাধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ তত্ফরমমাণা

মাত্র অমনি তৎকণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল  
ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিস্তাবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, পৃথ্বীপতি রাজর্ষি স্ত্র্যহ্ম আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমত ভাবিলেন  
যে, এ আবার কি হইল? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন  
ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; এখন আমি কি  
উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি  
করিয়াই বা রাজ্যকার্য্য সম্পাদন করিব!! হায়! কে আমার সহসা তাদৃশ পুরুষ হইতে  
বঞ্চিত করিল!! ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন সূত! তুমি যাহা বলিলে ইহা অতি আশ্চর্য্য  
বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবভূল্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি স্ত্র্যহ্ম সেই মনোরম কুমার বনে  
প্রব্রুত হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন?  
হে স্তত্রত! সে বিষয়ের সমস্ত কারণ আমাদের নিকট বিশেষরূপে বিবৃতি করিয়া  
বল ॥ ১৪—১৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! কোন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ  
দেবাদিদের ভগবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অজ্যোতিঃপ্রভাবে দিষ্

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদায়ুতঃ ।

ক্ৰীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা ॥ ১৭ ॥

উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্তৃরমমাণা মনোরমা ।

তান্মিলোক্যান্মিকা দেবী বিবস্ত্রা ক্ৰীড়িতা ভূশম্ ॥ ১৮ ॥

ভর্তৃরক্ষাৎ সমুখায় বস্ত্রমাদায় পর্য্যধাৎ ।

লজ্জাবিফা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী ॥ ১৯ ॥

ঋষয়োহপি তয়োর্বাক্য্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ ।

পরিবৃত্ত্য যযুস্তুর্ণং নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২০ ॥

হ্রীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্ হরঃ ।

কথং লজ্জাতুরাহসি ত্বং স্তম্ভস্তে প্রকরোম্যহম্ ॥ ২১ ॥

অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্ কোহপি বরাননে ! ।

বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥

ইতি শপ্তং বনন্তেন যে জানন্তি জনাঃ কচিৎ ।

বর্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি । রোরীতিলোপে ঢুলোপতি দীর্ঘঃ ॥ ১৮ ॥ পর্য্যধাৎ পরিধানং কৃতবতী ॥ ১৯ ॥ প্রসঙ্গং প্রবৃত্তিং ক্ৰীড়ায়াম্ ॥ ২০ ॥ হ্রীযুতাং লজ্জায়ুক্তাম্ । স্তম্ভস্তে ইতি । তে যথা স্তম্ভং স্তম্ভাং স্তম্ভাং প্রকরোমীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ মোহান্মোহাদপীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥ তৈঃ সহৈতি । যৈঃ সচিটৈঃ

সকল উদ্ভাসিত করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ কিন্তু, সেই সময় সর্প কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্ৰীড়াসক্ত ছিলেন; এবং মনোরমা হিমালয়নন্দিনীও রতিক্রীড়া উপলক্ষে বিবস্ত্রা হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; এক্রপ অবস্থায় সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অমিকা দেবী অত্যন্ত লজ্জাবিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কান্তের উৎসঙ্গ দেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন; পরন্তু, তিনি সেই অন্তরালদেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কীপিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৯ ॥ এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সর্পপাপহারী ভগবান্ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জাবিতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি জ্ঞাত এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানতাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই ক্রীলোক হইয়া পড়িবে ॥ ২১—২২ ॥ হে ঋষিগণ! যদিচ কুমার উপবন সমস্ত স্থলের আশ্রয়ীভূত বটে! কিন্তু, যে অবধি সেই দেবদেব শঙ্কর এতদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল

সুদৃঢ়স্ত তদজ্ঞানাৎ এবিচ্চৈঃ সচিবৈঃ সহ ।

তথৈব জীহ্বাপন্নস্তৈঃ সহতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

চিন্তাবিচ্চৈঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং হ্রিয়া ।

বিচচার বহিস্তস্মাদ্বনদেশাদিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥

ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তং জীহ্বৈ তেন মহাজ্ঞনা ।

বিচরংস্তত্র সংপ্রাপ্তো বুধঃ সোমস্বতো যুবা ॥ ২৬ ॥

জীভিঃ পরিব্রতাং তাস্ত দৃষ্ট্বা কাস্তাং মনোরমাম্ ।

হাবভাবকলাযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ২৭ ॥

সাপি তং চকমে কাস্তং বুধং সোমস্বতং পতিম্ ।

সংযোগস্তত্র সংজাতস্তয়োঃ প্রেমুণা পরম্পরম্ ॥ ২৮ ॥

তদ্বনং গতস্তৈঃ সহৈব জীহ্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥ জীহ্বৈ ইতি । জীহ্বৈ প্রাপ্তে-  
ত ইলেতি নাম প্রাপ্তং ইত্যর্থঃ । নিকটস্থমস্থিভিরিলেতি নাম স্থাপিতমিত্যর্থঃ । ইড  
তাবিত্যস্ত রূপম্ । ইলা স্তত্যা ডলয়োরভেদঃ । হ্রস্বপাঠস্ত সংজ্ঞাপ্রদ্বাজ্জাতঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

তাস্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইয়াছিল তাহারা আর কখনও সেই পুরুষের নাসিক অর-  
্যার নিকটস্থও হইত না । অতএব, নরপতি সুদাম না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর  
ন প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে, জীভাবাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ  
হয় ॥ ২৩—২৪ ॥

তদনন্তর, রাজর্ষি সুদাম চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক  
কার বিচার করিয়াও জীভাত হওয়া প্রযুক্ত লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন  
করিতে সম্মত হইলেন না । হে মহর্ষিগণ ! যদি চ তিনি তৎকালে জীঘোনি প্রাপ্ত হইয়া-  
হলেন তথাপি সুমহৎ রাজকূলে জন্ম গ্রহণ করায় এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন  
লিয়া সচিবগণ কর্তৃক ইলা ( পূজ্যা ) এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইলেন । সেই সময় অলৌকিক  
ধাবন শোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুধদেব ইত্যন্তঃ বিচরণ করিতে করিতে  
দবগতিকে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হাব ভাবাদি বিবিধ কামকলা বিভূষিত জীগণ পরিব্রত  
মনীয় মূর্ত্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সন্তোষাভিলাষী হইলেন । এদিকে সেইরূপ  
যৌবনাঢ্যা ইলা দেবীও মনোজ্ঞ মূর্ত্তি সোমনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষী  
হইলেন । অনন্তর, তাহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেই স্থলেই রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত  
হইলেন ॥ ২৫—২৮ ॥

মহর্ষিগণ ! আপনারা পূর্বে বাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই রাজর্ষি পুরুষের  
ভগবান্ বুধের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । রাজা সুদাম কামিনীরূপে বুধদেবের ঔরসে  
বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু, পূর্বে ব্রতান্ত অরণ্য থাকায় নিরন্তর

স তস্মাৎ জনয়ামাস পুরুষবসম্বন্ধজম্ ॥ ২৯ ॥  
 সা প্রাসূত স্ততং বালা চিন্তাবিষ্টা বনে স্থিতা ।  
 সম্মার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০ ॥  
 স তদাহস্ম দশাং দৃষ্ট্বা সূহৃদ্ব্যস্ত কৃপাস্থিতঃ ।  
 অতোষয়ম্বাহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥  
 তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্ঠঃ প্রদদৌ বাঙ্ছিতং বরম্ ।  
 বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্ত্বং রাজ্ঞঃ প্রিয়স্ব চ ॥ ৩২ ॥  
 শঙ্করস্ত নিজাং বাচমৃত্যং কুর্ব্বম্ বাচ হ ।  
 মাসং পুমাংস্ত ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ॥ ৩৩ ॥  
 ইথং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ ।  
 চক্রে রাজ্যং স ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠস্মাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪ ॥  
 স্ত্রীত্বৈ তিষ্ঠতি হর্ষোষু পুংস্ত্বে রাজ্যং প্রশান্তি চ ।  
 প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্ভিগ্না নাভ্যনন্দম্বহীপতিম্ ॥ ৩৫ ॥

স তদাহস্মেতি । সূহৃদ্ব্যস্তার্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ স্ততং কুর্কশ্রিত । অয়ং স্ত্রীঃ প্রাপ্য-  
 তীতি বাক্যং মম মিথ্যা নৈব ভবেদথাপি তব প্রার্থনাস্বরোধেন মাসং পুমান্ ভবিষ্যতি  
 পুনর্মাংস্ত্রী ভবিষ্যতি পুনর্মাংস্ত্রী পুরুষ ইত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হর্ষোষু গৃহান্তরে  
 চেত্যর্থঃ । নাভ্যনন্দন আসাং প্রজানাং স্ত্রীরূপো রাজেতি লোকনিন্দয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানবোধে স্মরণ করি-  
 লেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি সূহৃদ্ব্যস্তের তাদৃশ  
 ছরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া অমুকম্পাবশত জগৎ কল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্  
 মহাদেবকে তপস্তায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥ দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্তায়  
 পরিতুষ্ট হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া  
 নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা সূহৃদ্ব্যস্তের পুনর্কীর যাহাতে পুরুষ লাভ হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা  
 করিলেন ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আগনার  
 পূর্ব্ব প্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন, বশিষ্ঠ ! তোমার  
 শিষ্য এই নরপতি এক মাস স্ত্রী, এক মাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রীপুরুষ  
 লাভ করিবে ; ইহাতে আর বিরক্তি করিও না ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা সূহৃদ্ব্যস্ত শঙ্করদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অমুগ্রহে স্ত্রীদৃশ বর লাভ  
 করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥  
 পরন্তু, তিনি যে যে মাসে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতেন সেই সময়ে অস্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করিতেন  
 আর যে সময়ে পুরুষ লাভ করিতেন সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের

কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্রঃ পুরুষবাস্তদা ।  
 প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তস্মৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥  
 গন্ধা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাক্রমসমাকুলে ।  
 নারদাৎ মন্ত্রমাসাদ্য নবাক্ষরমমুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥  
 জজাপ মন্ত্রমত্যাৰ্থং প্রেমপূরিতমানসঃ ।  
 পরিতুষ্ঠা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮ ॥  
 সিংহারুতা স্থিতা চাণ্ড্রে দিব্যরূপা মনোরমা ।  
 বারুণীপানসংমত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯ ॥  
 দৃষ্ট্ৱা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ ।  
 প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্ঠাব জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০ ॥

ইলোবাচ ।

দিব্যঞ্চ তে ভগবতি ! প্রথিতং স্বরূপং  
 দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্ ।  
 বন্দে হৃদজ্জি কৰ্মলং হ্রসসজ্জসেব্যং  
 কামপ্রদং জননি ! চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥ ৪১ ॥

রাজ্যং প্রতিষ্ঠাং তন্নামকং পুত্রঞ্চ দত্ত্বত্যাৰ্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥ কো বেত্তীতি । এতদখিলং তবৈশ্বর্যং

জায়াজায় বিষয়ের বিচার করিতেন । একূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া  
 অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ; বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরুষবা ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত  
 হইলেন, তখন নরপতি সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে  
 সেই রাজধানীতে রাজ্যোৎসব করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি  
 সেই নানাজাতি তরুজাতি সঙ্কুল মনোরম তপোবনে যাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সর্বোত্তম  
 নবাক্ষর শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূৰ্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে লাগি-  
 লেন । এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, জগন্নিষ্ঠারকারিণী পূর্ণমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, ইলা-  
 রূপী নরপতি সুদ্যুম্নের তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া বারুণীপান-প্রমত্ত মদবিঘূর্ণিত লোচন ভক্ত জন  
 মনোহর দিবা সগুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবি-  
 র্ভূত হইলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥ ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাতীত নিরূপম মূর্ত্তি সন্দর্শন হ্রাদ প্রেমা-  
 কুলিত মোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥



কো বেত্তি তেহম্ ! ভুবি মর্ত্যতমুর্নিকামং  
 মুহুন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সর্বে ।  
 ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং রূপণে দয়াঞ্চ  
 দৃষ্টৌ ব দেবি ! সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২ ॥  
 শম্ভুর্হরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ  
 বিতেশবহ্নিবরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ ।  
 জানন্তি নৈব বসবোহপি হি তে প্রভাবং  
 বুধ্যোঃ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যাঃ ॥ ৪৩ ॥  
 জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্ব্যতিরম্ ! সাক্ষা-  
 ত্বাং সাস্বিকীমুদবিজাং সকলার্থদাঞ্চ ।  
 কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং  
 বেদাশ্বিকে ! ন তু পুনঃ খন্নু নিগুণাং ত্বাম্ ॥ ৪৪ ॥

মাদৃশে রূপণে দয়াঃকথিত্বা কো বেত্তি ন কোহপিভার্থঃ । বিস্ময়ো মে ইতি । অহো ভগবত্যাং  
 কিয়দৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতি কিয়তী চ পামরে দয়াতীতি ॥ ৪২ ॥ কৃত আশ্চর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ শম্ভু-  
 রিতি । এতে মহাপ্রভাববন্তোহপি তব প্রভাবং ন জানন্তি তদাহ গুণো গুণশৃঙ্খো মনুষ্যাঃ কথং  
 বুধ্যোঃ জানীয়াম্য কথমপীভার্থঃ । যতো ন জানাতি তত এবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 বিষ্ণুজানাতি চেত্তত্রাহ জানাতিতি । সত্যং বিষ্ণুজানাতি কিন্তু সার্বিকীং শক্তিং  
 লক্ষ্মীরূপামেব কেবলং জানাতি । ন সাম্যাবস্থাস্বিকাং তুরীয়াং নিগুণাম্ । তথা কো ব্রহ্মা  
 রাজসীং শক্তিমেব কেবলং জানাতি । তথা হর উমাং তামসীমেব কেবলং জানাতি ন তু

মাতঃ ! ভগবতি ! আপনার এই অগজজন হিতকর বিশ্ববিস্তৃত দিবা মূর্ত্তি আমি এই  
 চক্ষুচক্ষু দ্বারাই দর্শন পাইলাম; কি সৌভাগ্য !! জননি ! কি বলিয়া স্তব করিতে হয়, তাহার  
 কিছুই জানি না; অতএব, কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্ব  
 মনোরথ পূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবন্দ বন্দনীয় চরণকমল বারংবার  
 বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আপনার যে ঐশ্বর্য্যমহিমায়  
 সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই  
 ঐশ্বর্য্যের বিবরণ সম্যকরূপে অবগত হয় ? দেবি ! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য  
 এবং দীনের প্রতি দ্রুত দয়া সম্বর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৪২ ॥  
 জননি ! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্য্যদেব, কুবের, বহি, বরুণ, পবন, চত্র  
 অথবা বহুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন  
 গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে ? ॥ ৪৩ ॥ জননি ! ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যকরূপে অবগত মহেন । কারণ, জন্মিত-

কাহং হুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ

কায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি হুপ্রসাদঃ ।

জানে ভবানি ! চরিতং করুণাসমেতং

যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে হয়ি ভাবযুক্তান্ ॥ ৪৫ ॥

বৃত্তস্তয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি

নৈবাচরত্যপি মৃদং মধুসূদনশ্চ ।

পাদৌ তবাদিপুরুষঃ কিল পাবকেন

কৃহা করোতি চ করেণ শুভৌ পবিত্রৌ ॥ ৪৬ ॥

পুনর্নিগুণাম্ । একৈকশক্তিজ্ঞাতার এবৈতে ন তুরীয়রূপনিগুণজ্ঞাতার ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
এতাদৃশী স্বং সর্বোৎকৃষ্টাপি স্বভক্তসমুতিমূলভাসীতাহ কাহমিতি । হে মাতরহং হুমন্দমতিঃ  
ক তথা তবায়ং ময়ি হুপ্রসাদঃ ক অতিদূরমিত্যর্থঃ । তথাপি মাদৃশানপি সেবকাংশ্চয়ি ভাব-  
যুক্তান্ যদ্যস্মাৎকারণাদয়সে দয়াং করোষি তস্মাৎ স্বভক্তবিষয়ে তব চরিতং করুণাসমেত-  
মন্তীতি জানে নিশ্চিনোমি । ততঃ স্বভক্তজ্ঞাতিমূলভাসীতি সত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥  
তবৈকৈকশক্তেরপি প্রভাবজ্ঞা ব্রহ্মদয়ো ন সন্তি কিং পুনস্তব মূলশক্তেরিত্যাহ বৃত্ত ইতি ।  
বনজঃ জীবনং ভুবনং বনমিতি কোশাঘনং জলং তস্মাজ্ঞাতং বনজং কমলং বনজস্তেশা  
স্বামিনী কমলবাসিনীত্যর্থঃ । তয়া পরশক্ত্যাংশ্চতুতয়া স্বয়া বৃত্তোহপি ধাতুনা মনেকার্থস্থ্যং  
বিবাহিতোহপি মধুসূদনশ্চ মধুদৈত্যনাশকোহপি মহাপরক্রমবান্ বিষ্ণুর্মৃদং হর্ষং কৃহা নৈবা-  
চরতি ব্যবহরতি । অহমেতস্তা ন যোগ্যোহস্মীত্যভিপ্রায়েণ লক্ষ্মীং প্রাপ্যাপি ন হর্ষণে ব্যব-  
হরতীত্যর্থঃ । অতএব সর্লদা ধ্যানহ এব ভবতীতি ভাবঃ । নদেবং চেৎ কিমিতি পরয়া  
লক্ষ্ম্যা স্বপাদসম্বাহনং কারয়তীতি চেত্তত্রাহ পাদৌ তবাদিপুরুষ ইতি । ন স্বপাদসম্বাহন-  
মাদিপুরুষঃ কারয়তি । কিন্তু লোকোদ্ধারার্থং তব পাবকেন শুদ্ধিকারকেণ করেণ হন্তেন  
নিজৌ পাদৌ শুভৌ পবিত্রৌ করোতি চ । তথাচ বিষ্ণুরেকশক্তিপ্রভাবজ্ঞোহপি ন ভবতি

হ্যতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সৰ্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন;  
ব্রহ্ম আপনাকে রজ্জোগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্ত্তা মহে-  
শ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন । কিন্তু বাতঃ ! আমি  
নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থারূপিণী তুরীয়া নিগুণা বলিয়া জানেন  
না ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বর ! আপনি একরূপ অবৈদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াসগত্যা করেন । কারণ,  
বুদ্ধিপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায় ! আর আপনার একরূপ হুপ্রসন্নতাই বা কোথায় !!  
কলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু, ভবানি ! আমি  
জানি, যে বাঁহারা আপনাতে একাগ্রভাবে রত থাকে আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা  
বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ কি আশ্চর্য্য ! মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মীদেবী  
কর্ত্তৃক পরিণীত হইরাও আমি ইহার যোগ্য মহি এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দলাভ করিতে  
পারেন না । তবে যে সেই আদিপুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণ সম্বাহন করান, সে কেবল

বাঙ্কত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং  
 পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।  
 তাং হং করোষি কুশিতা প্রণতঞ্চ পাদে  
 দৃষ্ট্ৱ। পতিং সকল দেবন্তুতং স্মরার্তম্ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধঃস্থলে বসসি দেবি ! সদৈব তন্ত্র  
 পর্যঙ্কবৎস্ফুরিতে বিপুলেহতিশাস্তে ।  
 সৌদামনীব স্তম্ভেনে স্তবিভূষিতে চ  
 কিস্তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোহপি ॥ ৪৮ ॥  
 হং চেজ্জহাসি মধুসূদনমস্ ! কোপা-  
 ন্নৈবাক্ষিতোহপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ ।  
 প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজন্তি  
 শাস্তং শ্রিয়োজ্জ্বলিতম্ভীবগুণৈর্কিৰ্বুভুতম্ ॥ ৪৯ ॥

কুতঃ পুনর্মূলশঙ্কঃ প্রভাবজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তবোংকুঠহাদেব বক্ষ্যমাণং সম্ভবতীত্যাং-  
 প্রেক্ষতে বাঙ্কত্যহো ইতি । অশোকবৃক্ষস্ত হি স্বভাবঃ পাদতাড়নেন আত্মানং বর্ধয়তীতি  
 তথাচ স্ববর্দ্ধনার্থং পাদতাড়নং স ইচ্ছতীত্যাচ্যতে তথাচ তাদৃশাশোক ইবাতিকামং যথেষ্টং  
 যথা স্তান্তথা প্রমুদিতো হর্ষিতো বিষ্ণুঃ পুরুষস্তব পাদাহতিং হংকৃতপাদতাড়নং বাঙ্কতি তদিদ-  
 মহো আশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ । তাক্ষ পাদাহতিং সকলদেবহুতং স্মরার্তং পতিং পাদে প্রণতঞ্চ দৃষ্ট্ৱ।  
 কুশিতা কুপিতা হং করোষি তদেতত্তদোংকুঠহাদেব সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কিঞ্চ  
 বন্ধঃস্থল ইতি । হে দেবি ! তন্ত্র বিক্ষোৰ্ককুঠস্থলে পর্যঙ্কবৎ সদৈব বসসি কীদৃশী বনে মেঘে  
 কৃষ্ণবর্ণে সৌদামনী বিদ্যম্নতেব । তেন কিস্তুচ্ছদয়ে বাসেনাসৌ জগদীশ্বরোহপি তে তব  
 বাহনং ন জাতঃ কিস্তু জাত এবতি তবৈকদেশশঙ্করেবং মহিমা কিং পুনস্তব মূলপ্রকৃতে-

লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং মঙ্গলজনক করেন ॥ ৪৬ ॥ জননি ! বোধ  
 হয় সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু অশোক বৃক্ষের গায় নিজ প্রফুল্লতার জন্য আনন্দিত হইয়া ক্রীলো-  
 কের পাদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই আপনি সকলদেব-বন্দিত স্মরার্ত পতিকে চরণে  
 পতিত দেখিয়া কুঠার গায় পাদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ দেবি ! আপনি সেই বিষ্ণুব  
 স্তবিভূষিত পর্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বন্ধঃস্থলে, অতি ঘন অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মধ্যে  
 বিদ্যাতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন; এজন্য বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার  
 বাহনসদৃশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ দেবি ! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি  
 কোপপূর্বক বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিবিহীন  
 বলিয়া অর্চনা করিবে না । জননি ! ইহাত ইহ সোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ  
 নিগুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমূর্ত্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তরগণা ন তু কিং যুবত্যো।  
 যে ত্বংপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি।  
 মত্তে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ ধনু তে পুমাংসঃ  
 কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনস্তবীৰ্য্যো ! ॥ ৫০ ॥  
 ত্বং নাহপুমান্ চ পুমানিতি মে বিকল্পো  
 যা কাহসি দেবি ! সগুণা ননু নিগুণা বা।  
 তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো  
 বাঙ্খামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥ ৫১ ॥

সূত উবাচ।

ইতি স্তুত্বা মহীপালো জগাম শরণং তদা।  
 পরিতুষ্ঠা দর্দো দেবী তত্র সাযুজ্যমাত্মনি ॥ ৫২ ॥

রিতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ননু ত্বং যুবতীভাবং গতৌহসি ততস্ত্বং সমানুগ্রহযোগো নাসীতি  
 চেত্তত্রাহ ব্রহ্মাদয় ইতি। যে ত্বংপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি তে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং যুবত্যো ন জ্ঞাতাঃ  
 কিন্তু কদাচিদ্মণিদীপে গতাঃ সন্তো জ্ঞাতা এব। তথাচ তে যথা স্বদম্বুগ্রহযোগা এবমহ-  
 মপ্যস্মীতি ভাবঃ। মত্তে ত্বয়ৈবেতি। সান্ত্রিতং পুমাংসোহপি তে ত্বয়ৈব কৃতাঃ এবং যদি মাং  
 কবোষি পুমাংসং তর্হি কিমহং ন স্ম্যং কিম্ব ভবিষ্যাম্যেব। ননু কিং ময়ি যুবত্যাঃ পুরুষ-  
 প্রদায়িকা শক্তিৱন্তি তত্রাহ কিং বর্ণয়ামীতি। হে অনন্তবীৰ্য্যো! তব শক্তিমহং পামরঃ কিং  
 বর্ণয়ামি যা বেদানামপ্যবিষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বং নাপুমানিতি। অপুমানিতিচ্ছেদঃ। ন চ  
 পুমান্ সাম্যাবস্থায়োপাদিকব্রহ্মণি লিঙ্গত্রয়াভাবাং। ইতি মে বিকল্পো বিতর্কো মনসি  
 বর্ত্ততএব। তর্হি কথং ভজ্ঞনং ক্রিয়তে গুণজ্ঞানাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ যা কাহসীতি। গুণ-  
 জ্ঞানাভাবেহ্যপ্যেবংরীত্যাহপি কিং ভজ্ঞনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অন্তীত্যেবোপ-  
 লব্ধ্য ইত্যতো হে দেবি! ত্বাং তাদৃশীং তাং নমামি ভাবো ভক্তিস্তুদ্যুক্তঃ। কিঞ্চাস্তেহচলাং  
 ভক্তিং বাঙ্খামি নাত্মং কিঞ্চিদিতি ॥ ৫১ ॥

জননি! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারাও কি এক  
 সময়ে মণিদীপে যাইয়া জীৱরূপী হয়েন নাই? মাতঃ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ  
 করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, যদি সেইরূপ আমাকেও করেন তাহা হইলে  
 আমিও পুরুষ হইব। কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি! সূতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি  
 বর্ণনা করিব ফলত আপনার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৫০ ॥ আপনি জী কি পুরুষ এ বিষয়ে  
 আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে। দেবি! আপনি সগুণ বা নিগুণ হউন, যে কেহই  
 হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। মাতঃ! আমার ইচ্ছা যেন অন্তিমমগবে  
 আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মহীপাল স্তুত্ব্যম এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণা-  
 গত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥

স্বহৃদ্বাস্ত ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্ ।

তস্তা দেব্যাঃ প্রসাদেন মুনীনাংপি দুর্লভম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষ-উৎপত্তিনীম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সায়ুজ্যমাত্মনীতি । দেবী তুষ্ঠা সতী জ্ঞানপ্রদামেনাশ্বনি ব্রহ্মরূপে সায়ুজ্যমৈক্যং দদৌ  
দেবীপ্রসাদাদাত্মাহুতবেন ব্রহ্মরূপোহভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ (পদমিতি । পরমকং পরমং শ্রেষ্ঠ-  
মিত্যর্থঃ । স্থিরং নিত্যং যং প্রাপ্য জীবো ন পুনর্নিবর্ততে ইতি বচনাৎ । পদং স্থানং ব্রহ্মস্থ-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

স্বহৃদ্বাস্ত এইরূপে দেবীর প্রসাদে মুনিগণেরও দুর্লভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত  
হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষবার জন্ম বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

### সূত উবাচ ।

সুহৃদ্যে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরুষবাঃ ।

সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১ ॥

প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্বনমস্কৃতম্\* ।

চকার সর্বধর্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রঃ সৃগুপ্তস্ত্যাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা ।

সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩ ॥

সামদানাদয়ঃ সর্বৈ বশগাস্ত্য ভূপতেঃ ।

বর্ণাশ্রম্যান্ স্বধর্মস্থান্ কুর্স্বনাজ্যং শশাস হ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজা বহুদক্ষিণান্ ।

দানানি চ বিচিত্রাণি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥

তস্য রূপগুণৌদার্য্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্ ।

শ্রুত্বোর্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬ ॥

চতুর্বিংশচ্ছেদ্যাকবধাঃ পুরুষস উক্তম্ ।

উরূশ্যাস্তরিতকৈব বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

(সোমবংশবর্ণনার্থং সুহৃদ্যচরিতমুক্তং। পুরুষবসো বৃন্তাস্তং কথয়তি সুহৃদ্যে তু দিবং যাতে ইতি। স্ব স্মরণং রূপং যত্ন। অসৌ এতাদৃশরূপবানাসীৎ যেন উরূশ্যপি বশীভূতা জাতেতি-  
ভাবঃ ॥ ১—২ ॥) মন্ত্রঃ সৃগুপ্ত ইতি। তস্ত রাজ্ঞো মন্ত্রো গুপ্তোহষ্টৈরবিদিত আসীৎ। পরত্র

সূত কহিলেন, ঐবিগণ! নৃপতি সুহৃদ্য স্বর্গগমন করিলে পর অশেষগুণশালী রূপবান্ পুরুষবা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই সর্বধর্মবিদ রাজা প্রজারক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান-নগরীকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মন্ত্রণা জানিতে পারিতেন এবং সর্বদাই উৎসাহবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥ সামদান প্রভৃতি উপায় চতুষ্টয় যেন তাঁহার বশীভূত ছিল। ফলত পুরুষবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসিদিগকে স্ব স্ব ধর্মে রাখিয়া যথাবিহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি বহুদক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে অধিগণকে অশেষ প্রকার দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ ঐবিগণ! অধিক আর কি

\* সর্বনমস্কৃতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

বুদ্ধশাপাভিতপ্তা সা মানুষ্যং লোকুমাশ্বিতা ।  
 গুণিনং তং নৃপং মম্বা বরয়ামাস মানিনী ॥ ৭ ॥  
 সময়ং চেদৃশং কৃত্বা স্থিতা তত্র বরাঙ্গণা ।  
 এতাবুরণকৌ রাজন্ ! স্তম্ভৌ রক্ষস্ব মানদ ! ॥ ৮ ॥  
 যুতং মে ভক্ষণং নিত্যং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদ্ পোশনম্ ।  
 নেক্ষে স্বাধ্ব মহারাজ ! নগ্নমশ্রুত্ব মৈথুনাৎ ॥ ৯ ॥  
 ভাষাবন্ধস্ত্বয়ং রাজন্ ! যদি ভগ্নৌ ভবিষ্যতি ।  
 তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদব্রুবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্রাজ্ঞা কামিত্বা ভাষিতস্ত যৎ ।  
 স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১১ ॥  
 রেমে তদা স ভূপালো লীনো\* বর্ষগণান্ বহুন্ ।  
 ধর্মকর্মাদিকং ত্যক্ত্বা চৌর্ধ্বশ্চ। মদমোহিতঃ ॥ ১২ ॥

পরমস্বৈ তু তন্তু রাজোহভিজ্ঞতাসীদেতাদৃশশতর ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥ ( স্বর্গস্থা উর্ধ্বশী  
 কথং মর্ত্যস্থেন পুরুষবসা সম্ভতা ইত্যত আহ। বুদ্ধশাপেতি ॥ ৭ ॥ ) সময়ং সঙ্কেতমেবাহ  
 এতাবুরণকাবিত। উরণকৌ মেঘৌ ময়া স্তম্ভকটে স্তম্ভৌ এতৌ রক্ষস্ব ॥ ৮ ॥ যুত-  
 মিত। কিঞ্চ হে নৃপ ! মে মম ভক্ষণং যুতমেব নাশ্রুৎ কিঞ্চিৎ । কিঞ্চাত্ত্ব মৈথুনাৎ  
 নগ্নঃ নেক্ষে ন পশ্যামাহমিতি। যদি মৎপ্রতিজ্ঞাত্বয়ং ত্বয়া নির্দোহতে তর্হি স্তম্ভকটে  
 অহং স্বাত্মামি নোঢ়েদগমিষ্যামীতি। যুতং মে ভক্ষণমিতি। অমৃতং বা আত্মমিতি ক্রতেঃ  
 দেবানাকামৃতাশিবাৎ ॥ ৯—১০ ॥ শাপানুগ্রহকাম্যয়েতি। শাপমোক্ষকামনয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলিষ, স্বর্বেশ্বা উর্ধ্বশী সেই পুরুষবার রূপ, গুণ, উদারতা, ধন, স্বভাব ও বিক্রম প্রভৃতির  
 বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার বশীভূতা হইয়া সর্বদা তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
 কিছুকাল পরে উর্ধ্বশী বুদ্ধশাপে অভিভূতা হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্বক সর্বগুণালঙ্কৃত  
 এই নৃপবরকেই বরণ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট এইরূপ নিবেদন করিলেন যে, মহারাজ !  
 আমি এই দুই মেঘশাবকে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম আপনি ইহাদের রক্ষণা-  
 য়ে ক্ষণ করিবেন তাহা হইলেই আমার মান রক্ষা করা হইবে। আমি প্রত্যহ যুত ভক্ষণ  
 করিব আমার অপর কোনও ভক্ষণে প্রয়োজন নাই এবং মৈথুনকাল ব্যতিরেকে আমি  
 যেন কদাচ আপনাকে উলঙ্গ না দেখি। মহারাজ ! এই আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য ; ভঙ্গ করিয়া  
 যদি কখন আপনি উলঙ্গ বা মেঘশাবক রক্ষণে অসমর্থ হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি  
 আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব, ইহা সত্য বলিতেছি ॥ ৭—১০ ॥ ৷ষিগণ ! মহা-  
 রাজ পুরুষবা কামিনী উর্ধ্বশীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি স্বীকার করিলেন এবং উর্ধ্বশীও  
 শাপ মোক্ষণ কামনায় এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

\* নীতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

একচিত্তস্তু সংজাতস্তন্মনস্কো মহীপতিঃ ।

ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ষণমপ্যতিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥

এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ ।

উর্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্বানাহ দেবরাট্ ॥ ১৪ ॥

উর্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্বাঃ সর্ব্ব এব হি ।

হস্তোরণৌ গৃহান্তস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল ॥ ১৫ ॥

উর্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন তামানয়ত কামিনীম্ ॥ ১৬ ॥

ইতুক্তান্তেহথ গন্ধর্বা বিশ্বাবস্তুপুরোগমাঃ ।

ততো গঙ্গা মহাগাতমসি প্রত্যুপস্থিতে ॥ ১৭ ॥

জহুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্ ।

চক্রন্দভুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সাম্\* ॥ ১৮ ॥

উর্বশী তদুপাকর্ণ্য ক্রন্দিতং স্তুতয়োরিব ।

কুপিতোবাচ রাজানং সময়োহয়ং কৃতো ময়া ॥ ১৯ ॥

লীনোহস্তগৃহে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ন শশাকেতি । তয়া হীনোহবস্থাভূং ন সমর্থো  
বভূব ॥ ১৩—১৪ ॥ সময়ে তেনাজাতকালে ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ চক্রন্দভূরাহ্মানং রোদনং  
বা চক্রভূঃ ॥ ১৮ ॥ সময়োহয়মিতি । ময়াযং সময়ঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সেই ভূপাল সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্বশীর ব্যসনমতে মোহিত হইয়া  
বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । এই সময় মহীপতি  
পুত্ররবা উর্বশীতে একরূপ অমুরক্ত হইয়াছিলেন, যে ক্ষণমাত্রও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে  
পারিতেন না ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ ! এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে পর সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া উর্বশীকে না  
দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে বলিলেন । ওহে গন্ধর্ব্বসকল ! তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া  
যথাসময়ে সেই ভূপতি পুত্ররবার গৃহে হইতে মেঘদ্বয়কে অপহরণ করত উর্বশীকে আনয়ন  
কর ॥ ১৪—১৫ ॥ দেখ ! আমাদের এই স্বর্গপুরী উর্বশী বিহীন হইয়া কিছুতেই শোভা  
পাইতেছে না । অতএব যে কোনও উপায়ে সেই কামিনীকে আনয়ন কর ॥ ১৬ ॥

অনন্তর সেই বিশ্বাবস্তু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ইন্দের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঘোরতর অন্ধ-  
কার উপস্থিত হইলে পুত্ররবার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে উর্বশীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া সেই  
মেঘ দুইটিকে অপহরণ করিলেন । অনন্তর সেই অপহৃত মেঘ দুইটা আকাশ হইতে অতিশয়  
টীংকার করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ উর্বশী, পুত্রের জায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

\* শব্দঃ দ্বাভূং তয়া তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সি । ইতি বা পাঠঃ ।



নক্টাহং তব বিশ্বাসাক্তৌ চৌরৈর্মমোরণৌ ।

রাজন্ । পুত্রসমাবেতৌ ত্বং কিং শেষে স্ত্রিয়া সমঃ ॥ ২০ ॥

হতাস্মাহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ।

উরণৌ মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম ॥ ২১ ॥

এবং বিলপমানাস্তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ ।

নগ্ন এব যযৌ তুর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২ ॥

বিভ্র্যৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্বৈৰ্নৃপবেশ্মনি ।

নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টৌ ভূপতির্গন্তকাময়া ॥ ২৩ ॥

ত্যক্তৌরণৌ গতঃ সর্বৈ গন্ধর্বাঃ পথি পার্থিবঃ ।

নগ্নো জগ্রাহ তৌ শ্রাস্তৌ জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২৪ ॥

তদোর্কবীক্ষীং গতং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিভুঃখিতঃ ।

নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী ধাতা সা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥

ক্রন্দন্ স দেশদেশেষু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

তচ্চিভৌ বিহ্বলঃ\* শোচস্বিবশঃ কামমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

নষ্টা শোকগ্রস্তা জ্ঞাততঃ শেবঃ । স্ত্রিয়া সমঃ নিকীর্ণা ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২১ ॥ বিলপস্ত্রীমূর্খশী-  
মবলোক্য রাজা তৎকৃতপ্রতিজ্ঞাং বিশ্বসন্ উলঙ্গ এব উরণৌ জিহ্বকুর্গতবানিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে বলিল । মহারাজ ! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা  
এক্ষণে অভ্রাণ হইয়াছে । অতএব আমি আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিচ্ছিন্ন হইলাম ।  
ঐ দেখুন আমার মেঘ দুইটাকে চৌরগণে অপহরণ করিয়াছে । রাজন্ ! ঐ দুইটাকে আমার  
পুত্রের ছায় জ্ঞানিবেন আপনি এখনও যে স্ত্রীলোকের ছায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ? (শীঘ্র  
উগ্রাদিগকে বিমুক্ত করুন ॥) ১৯—২০ ॥ হাব ! আমি এই বীরভিমানী স্ত্রীবতুলা অসং  
স্বামীর চক্ষে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলাম । আমার প্রাণসদৃশ প্রিয় ঐ মেঘদ্বয় অদ্য  
কোথায় যাইল ॥ ২১ ॥ মহারাজ পুনরবা উর্কশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া  
বিমোহিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই যেমন মেঘের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, অমনি গন্ধর্বগণ  
সেই গৃহমধ্যে বিভ্র্যৎ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গগমনাভিলাষিণী উর্কশী মহারাজকে  
উলঙ্গ দেখিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ ইহা দেখিয়া গন্ধর্বগণ মেঘদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান  
করিল । অনন্তর সেই রাজা পথিমধ্যে নগ্ন অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করত পরিশ্রান্ত  
হইয়া স্বগৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

তৎকালে, সেই বরবর্ণিনী কামিনী পতিককে উলঙ্গ দেখিবামাত্র প্রস্থান করিল । পুনরবা  
ইহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতাত্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ সেই কামমোহিত

\* বিকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্ ।  
 দৃষ্ট্ৱা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥  
 অয়ে জায়ে । তিষ্ঠ তিষ্ঠ যোরে ন ত্যক্তুমহিসি ।  
 মাং ত্বং ত্বশ্মানসং কাস্তং বশগক্ষ্যাপ্যনাগসম্ ॥ ২৮ ॥  
 স দেহোহয়ং পতত্যত্র দেবি ! দূরং হতস্তয়া ।  
 খাদন্ত্যেনং বৃকাঃ কাকাস্তয়া ত্যক্তং বরোরু ! যং ॥ ২৯ ॥  
 এবং বিলপমানস্তং রাজানং প্রাহ চোৰ্ব্বশী ।  
 দুঃখিতং কৃপণং শ্রাস্তং কামার্ত্তং বিবশং ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥

উৰ্ব্বশ্যুবাচ ।

মূৰ্খোহসি নৃপশাৰ্দল ! জ্ঞানং কুত্র গতস্তব ।  
 কাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব ! ॥ ৩১ ॥  
 ন বিশ্বাসো হি কৰ্ত্তব্যস্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ ।  
 গৃহং গচ্ছ স্ত্বং ভুঙ্কুমা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩২ ॥

অনাগসমনপবাহিনং ন ত্যক্তুমহিসীত্যনয়ঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্তত্রাহ স দেহ ইতি । যদ্য-  
 য়াক্ষেতোঃ স দেহো যঃ পূৰ্ণং ত্বয়াহতিপ্রেমণা ভুক্তঃ সোহয়ং দেহোহত্র পততি । ত্বয়া  
 দূরদেশং হতস্ত্বদ্যদেশেন দূরদেশং প্রাপ্তোহতিকোমল ইতি কৃত্বা । কিঞ্চ হে বরোরু !  
 এনং দেহং কাকা বৃকাঃ খাদন্তি । বৰ্ত্তমানসামীপ্যো লট্ । ত্বয়া ত্যক্তং মৃতমধুনৈব ।

নৃপতি তন্মদন হইয়া একরূপ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উৰ্ব্বশীর জন্য দেশবিদেশে ভ্রমণ  
 করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে মহারাজ পুরুষবা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ  
 করিয়া একদিবস কুরুক্ষেত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিবামাত্র অতিশয় আন-  
 নিত হইয়া তাহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ অয়ে পত্নি ! থাক থাক !! আমাকে  
 এই বিষয় সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না । আমি ত কোন অপরাধ করি নাই বরং  
 একান্ত চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবি ! তোমার  
 জন্ত আমি বহুদূর আসিয়াছি । হে বরোরু ! যদি তুমি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে যে দেহ  
 পূৰ্ণে তুমি অতিশয় প্রণয়সহকারে উপভোগ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পতিত হইলে  
 সামান্য বৃকাকে ভক্ষণ করিবে ॥ ২৯ ॥ উৰ্ব্বশী সেই কামার্ত্ত পরিশ্রান্ত দুঃখিত রাজাকে  
 অতিশয় বিবশের আয় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিল ॥ ৩০ ॥

মহারাজ ! আমি তোমাকে নৃপগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি ; কিন্তু, এক্ষণে মূৰ্খের আয়  
 ব্যবহার করিতেছ কেন ? তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল ? তুমি কি জান না যে  
 ঈলোকের বদ্ধতা বৃকগণের আয় কুত্রাপি স্থির থাকে না । রাজগণ কখনই ঈলোক অথবা

ইত্যেবং বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ ।  
 দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্মৈরিনীস্নেহযন্ত্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি সৰ্ব্বং সমাখ্যাতমূৰ্ব্বশীচরিতং মহৎ ।  
 বেদে বিস্তরিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
 উৰ্ব্বশীপুরুষবাসোর্মেলনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্তগ্নিস্বাস্তীভার্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ বেদে বিস্তরিতমিতি বহুচি মামুখা ইতি সূক্তেনেতাৰ্থঃ ।  
 জীসঙ্গিনামিখং গতিৰ্ভবতি তস্মাৎ জীসঙ্গঃ সৰ্ব্বথা শ্রীভগবত্বাপ্যসকৈস্ত্যাক্য ইত্যবাস্তরতাং  
 পর্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে  
 ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চোরের প্রতি বিশ্বাস করিবে না । অতএব মহারাজ ! তুমি গৃহে যাও স্থখে বিষয়ভো-  
 কর অনর্থক বিষয় হইও না ॥ ৩১—৩২ ॥ উৰ্ব্বশী এইরূপে প্রবোধ দিলেও সেই অ-  
 মুগ্ধচিত্ত রাজা প্রবোধ মানিলেন না বরং সেই স্বর্কেষ্টার স্নেহ-সংবদ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃ-  
 পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি উৰ্ব্বশীচরিত্র কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম  
 পরন্তু, ইহা বেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে আমি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৪ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম

স্কন্ধে উৰ্ব্বশীপুরুষবাচরিত্রবর্ণন নামক ত্রয়োদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাক্ষীং ব্যাসশ্চিন্তাপরোহভবৎ ।

কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকশ্চেষ্ময়ম্পরাঃ ॥ ১ ॥

এবং চিন্তয়মানস্ত দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাম্পরাঃ ।

ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিস্মজেদয়ম্ ॥ ২ ॥

সাক্ষাৎ শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা ।

কৃষ্ণস্ত বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গী তাং বিলোকয়ন্ ॥ ৩ ॥

কামস্ত দেহে ব্যাসস্ত দর্শনাদেব সঙ্গতঃ ।

মনোহতিবিস্মিতং জাতং সর্বগাত্রেষু বিস্মিতঃ ॥ ৪ ॥

সপ্ততিমোকবৈরাগ্য শুকসোঃপত্তিরীযাতে ।

বত্র খর্দ্বো গৃহতানাং কৰ্ত্তব্যহেন চোচাতে ॥

দৃষ্টান্তেনোপাত্তাং পুরুষকথাং সমাপ্য প্রকৃতাং শুকাংপত্তিঃ কথয়তি । দৃষ্টেতি ।  
ন মে যোগ্যোতি । গৃহস্থাপ্রমযোগ্যা নেত্যর্থঃ । যতোহম্পরা ইয়ং ভবতি ॥ ১ ॥ মাং প্রতি  
শাপময়ং বিস্মজেদিত্যেতি হেতোঃ সাম্পরা ভয়ভীতা অভবদিত্যাহ । ভয়ভীতেতি ॥ ২ ॥  
শুকীতি । কীরাদনারূপমিত্যর্থঃ । বিস্ময়মিতি অহো অধুনৈবেয়ং বিলক্ষণা কামিনী কথং  
শুকী জাতেতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ দর্শনাদেবেতি । অপরোরূপদর্শনাদেবেত্যর্থঃ । বিস্মিতং

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! ব্যাসদেব সেই চারুলোচনা অপরাকে দেখিয়া অতিশয়  
চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই দেবকন্তা অপরাত আমার যোগ্য নহে,  
তবে ইহাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ১ ॥ সেই সময় অপরাত ব্যাসদেবকে চিন্তাতুর  
দেখিয়া, পাছে ইনি আমাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়াছিল ॥ ২ ॥  
অনন্তর সেই দেববারাদনা ঘৃতাটী শাপভয়ে বিহ্বল হইয়া শুকপক্ষীরূপ ধারণ করিয়া  
তথা হইতে প্রস্থান করিল । এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণ বৈপায়নও এই মুহূর্ত্তে বাহাকে সর্বস্বলক্ষণা  
দিব্য কামিনীমূর্ত্তি দেখিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষীরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-  
সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহ সংসারে ব্রহ্মবিদ হউন আর দেবতাই  
হউন পক্ষবানের লক্ষ্য হইতে কাহারই পরিজ্ঞান নাই; অতএব, মহর্ষি বেদব্যাস যে ক্ষণে  
সেই অঙ্গরপ্রস্থানা ঘৃতাটীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিলেন, সেই অবসরেই কামদেব  
মহর্ষির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন অপরূপ কামিনী-  
মূর্ত্তি ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সর্বশরীর লোমছর্ষণে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪ ॥

স তু ধৈর্যোণ মহতা নিগৃহ্ণন্ মানসং মুনিঃ ।  
 ন শশাক নিয়ন্তুঃ স ব্যাসঃ প্রস্তুতং মনঃ ॥ ৫ ॥  
 বহুশো গৃহ্যমাণঞ্চ ঘৃতাচ্যা মোহিতং মনঃ ।  
 ভাবিহ্যামৈব বিধৃতং ব্যাসস্তামিততেজসঃ ॥ ৬ ॥  
 মম্বনং কুর্বতস্তস্মৈ মূনৈরগ্নিকীৰ্ষণা ।  
 অরণ্যামেব সহসা তস্মৈ শুক্রমথাপতৎ ॥ ৭ ॥  
 সোহবিচিন্ত্য তথা পাতং মমম্ভারিণিমৈব চ ।  
 তস্মাচ্ছূ কঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতিমনোহরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিশ্বয়ং জনয়ন্ বালঃ সংজাতস্তদরণ্যজঃ ।  
 যথাহধ্বরে সমিক্কেহগ্নিভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্ ॥ ৯ ॥

প্রফুল্লং জাতম্ । বিস্মিতঃ প্রফুল্লঃ ॥ ৫ ॥ নিগৃহ্ণন্মানসমিতি । নিরুদ্ধং কুর্ষ্মপি নিয়ন্তুঃ ন শশাকেত্যাৰ্থঃ । প্রস্তুতমিতি । বিষয়েষু বাপ্তভূতিত্যাৰ্থঃ ॥ ৫ ॥ নৈব বিধৃতমিতি । ন বিধৃতং নিরুদ্ধমভবদ্বিতি শেষঃ ॥ ৬—৭ ॥ সোহবিচিন্ত্যতি । অবিচিন্ত্যোতিচ্ছেদঃ । ন গণয়িত্বৈত্যাৰ্থঃ । নমু বীৰ্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মম্বনং কৰ্ত্তব্যং তৎ কথমবিচিন্ত্যত্যাগমিতি চেৎ । যতো যজ্ঞে কৰ্ম্মণি যজ্ঞান্নবৈকল্যে এব প্রায়শ্চিত্তং নান্তথ্যেতি মন্ততে মুনিঃ । যদ্বাহরণ্যং পতিতং বীৰ্য্যমবিচিন্ত্যাহজ্ঞায়েত্যাৰ্থঃ । বীৰ্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মম্বনং কৃতং পরন্তু অরণ্যং পতিতমিত্যেব ন জ্ঞাতমিত্যর্থকল্পনাৎ । ব্যাসাকৃতিশ্চাসৌ মনোহরশ্চেতি

যদিচ, মহৰি ব্যাস অন্তঃস্থত্ববিচারে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তথাপি তজ্জনিত স্মৃহৎ ধৈর্য্যপ্রভাবেও কল্মশ শরসংবিদ্ধমানস মত হস্তীকে নিগৃহীত করিতে তুরিষ্টপ্রয়াস পাইয়াও কোনক্রমেই সেই প্রেমলালসা বিগলিতচিত্তকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫ ॥ ভবিষ্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে, এই ত্রিলোকীমধ্যে একরূপ কাহারও সাধ্য নাই ; সুতরাং সেই অবশ্রুতাবি দৈবপ্রভাব নিবন্ধন মহৰি বেদব্যাস অপরিমের তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ঘৃতাচীর অলৌকিক রূপে বিমোহিত মনোরূপ মাতঙ্গসহস্র প্রবোধ শৃঙ্খলায় নিরুদ্ধ করিতে তুরি তুরি যত্ন পাইয়াও কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না । অগ্নির উৎপাদন লালসায় তিনি বে অরণীক্লম লইয়া মম্বন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার বীৰ্য্য অগ্নিত হইয়া সেই অরণীক্লম মধ্যেই নিপতিত হইল ॥ ৬—৭ ॥ তৎকালে, তিনি সেই রেতঃপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া যেমন অবিরত অরণীক্লম বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তৎকণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাসমূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা হইতে সৰ্ব্বাঙ্গস্বলম্বণ মহাম্ভা শুকসেব আবির্ভূত হইলেন । মহৰিগণ ! যেমন যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশন তুরিষ্ট হবনীয় শ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আরও সমধিক উদ্দীপ্তভাবে প্রতিভাত হইতে থাকেন, সেইরূপ তাঁহার সেই অরণীগর্ভজ বালকও সহসা সমুদ্ভূত হইয়া সকলের বিশ্বয় উৎপাদনকরত অম্প শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮—৯ ॥

ব্যাসস্ত স্নাতমালোক্য বিষ্ময়ং পরমঙ্গতঃ ।  
 কিমেতদिति সঞ্চিন্ত্য বরদানাচ্ছিবস্ত বৈ ॥ ১০ ॥  
 তেজোরূপী শুকো জাতোহপ্যরণীগর্ভসম্ভবঃ ।  
 দ্বিতীয়োহগ্নিরিবাভ্যর্থং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১ ॥  
 বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্ত মুদিতং স্নতম্ ।  
 দিব্যেন তেজসা যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥  
 গঙ্গাস্তঃ স্নাপয়ামাসু সমাগত্য গিরেস্তুদা ।  
 পুষ্পবৃষ্টিস্ত খাজ্জাতা শিশোরূপরি তাপসাঃ ! ॥ ১৩ ॥  
 জাতকর্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।  
 দেবত্বদুভয়ো নেন্ননুতুচ্চাপরোগনাঃ ॥ ১৪ ॥  
 জগুর্গন্ধর্ব্বপত্যয়ো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ ।  
 বিশ্বাবত্ননারদশ্চ তুশ্বরুঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫ ॥

সমস্তম্ ॥ ৮ ॥ অরণ্যজঃ । অরণ্যকাণ্ডজ ইত্যর্থঃ । শন্য অরণ্যকাণ্ডজাৎ । যথাধ্বরে ইতি ।  
 তপায়ং দীপ্তিমানিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

কিমেতদिति । কামিচ্ছভাবে কথং পুস্তোৎপত্তিরিতি বিচিন্ত্য চিন্তাকৃত্য শিবস্ত বর-  
 দানাদেতদভবদिति তর্কয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ১০—১২ ॥

খান্দাকাশাৎ ॥ ১৩ ॥ (শুকজন্মানি দেবাদেবগোনশ্চ সন্তপ্তা জাতা ইত্যত আহ । দেব-  
 ত্বদুভয় ইতি ॥ ১৪—১৫ ॥ অরণী উত্তরাধরহোমকাণ্ডিভ্যং তদ্বর্ষণাৎ সম্ভবং সঞ্জাতং অথোনিজ-

ব্যাসদেব সহসা তাদৃশ সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র সন্দর্শনে বিষ্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমত  
 ভাবিলেন, এ আবার কি হইল ? পরে, নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা সেই দেবদেব ভগবান্  
 সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ এদিকে অরণীগর্ভসম্ভূত সেই তেজো-  
 বাশি শুকদেব জাতমাত্র নিজ প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে মূর্তিমান্ হুতশনের জ্বায় প্রতিভাত  
 হইতে লাগিলেন । তখন, মহর্ষি ব্যাস দ্বিবাপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ সেই  
 সদানন্দময় কুমারের প্রতি নির্নিমেঘমননে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

'হে তাপসগ্ৰন্থ ! যেই সময় ভগবতী গঙ্গাদেবী ও হিমালয়গিরি হইতে সেই স্থলে সমা-  
 গত হইয়া বালকের দেহের অভ্যন্তরস্থল ( সমস্ত নাড়ী ) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা  
 প্রক্ষালন করিয়া দিলেন ; অমনি আকাশ হইতে সেই শিশুর উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে  
 লাগিল ॥ ১৩ ॥ অধিক কি বলিব যৎকালে সত্যবতী কুমার মহর্ষি ব্যাস সেই মহাত্মা পুত্রের  
 জাতেষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, সেই সময় শুকদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশে দেব-  
 ত্বদুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অঙ্গরোবৃন্দ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং নারদ, বিশ্বা-  
 বহু ও তুশ্বর প্রভৃতি প্রধান গন্ধর্ব্বনারকগণ বালকের দর্শন লাভসার তথায় আগমন পূর্ব্বক

ভূক্ষু বুমু দিতাঃ সৰ্বে দেবা বিদ্যাধরাস্তথা ।  
 দৃক্ষু ব্যাসহৃতং দিব্যমরণীগৰ্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥  
 অন্তরিক্ষাং পপাতোৰ্ব্বাং দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্ ।  
 কমণ্ডলুস্তথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥  
 সদ্যঃ স বরুধে বালো জাতমাত্রোহতিদীপ্তিমান্ ।  
 তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ\* ॥ ১৮ ॥  
 উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সংগ্রহাঃ ।  
 উপতম্শ্চ হ্রীহ্রীং যথাস্য পিতরস্তথা ॥ ১৯ ॥  
 যতো দৃষ্টং শুকীরূপং হ্রীত্যাচ্যঃ সম্ভবে তদা ।  
 শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ !\* ॥ ২০ ॥  
 বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কৃৎন্য ব্যাসহৃতস্তদা ।  
 ত্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২১ ॥

মিতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ শুকতাবলব্রহ্মচর্য্যভাবিত্যং আকাশাদেব ব্রহ্মচর্য্যোপকরণানি নিপেতুরিত্যত  
 আহ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ উপতম্শ্চ মুনিসি ক্ষুরূপং প্রাপু বরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হ্রীত্যাচ্যঃ সম্ভবে তদেতি । হ্রীত্যাচ্যঃ শুকীরূপং সম্ভবে শুকোৎপত্তিসময়ে দৃষ্টং যতো  
 যন্মাং কারণং । তন্মাদেব তদা তস্মিন্ কালে । শুকেতি সন্ধিরার্থঃ । শুক ইতি নাম  
 চকারেত্যর্থঃ । যদ্বদেশেন দীর্ঘাং পঠিতং সা তন্ত মাত্রেতি শুকী মাত্রেতি শুক-  
 নামকরণত্বাৎপর্য্যম্ ॥ ২০—২১ ॥ (দ্বর্গশাস্ত্রাণীতি । শুকো শুককুলেবৃহস্পতি গৃহে স্থিষেতি  
 আনন্দিতমনে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮—১৯ ॥ সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ মহাবি  
 ব্যাসের সেই অরণী গৰ্ভ সম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আশ্চর্য্যে পুলকিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম মহর্ষিগণ ! সেই সময় শুকদেবের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে  
 পৃথিবীতে দিব্যরূপী দণ্ড, কমণ্ডলু ও সৰ্ব্ব সুখাবহ কৃষ্ণসার মৃগচৰ্ম্ম পতিত হইল ॥ ১৭ ॥  
 এ দিকে সেই বালক শুকদেব অন্নমাত্র প্রদীপ্ত বলিশিখার জ্বায় তৎক্ষণাৎ পরিবৰ্দ্ধিত  
 হইলেন ইহা দেখিয়া সৰ্ব্বশাস্ত্র বিধানে অভিজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তাঁহার উপনয়ন প্রদান করিলেন ।  
 হে মহর্ষিগণ ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত সংগ্রহ ও রহস্য সমেত চতুশ্চান্দ বেদ  
 সকল যেমন মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রতিনিয়ত আরতীকৃত রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার  
 সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে  
 ক্ষুণ্ণি পাইতে লাগিল ॥ ১৮—১৯ ॥

হে মুনিসত্তমগণ ! ভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়ন পুত্রের অন্নকালে স্বর্গবেশ্য হ্রীতীন্দির মূৰ্ত্তি শুক  
 শক্তিগীর মত দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও শুকদেব রাখিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর

\* সৰ্ব্ববিধানবিৎ ইতি বা পাঠঃ ।

সোহধীত্য নিখিদ্ভান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কৃদ্বা গুরুকূলে শুকঃ ॥ ২২ ॥

ঔরষে দক্ষিণাং দদ্বা সমাবর্তো মুনিস্তদা ।

আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণবৈপায়নশ্চ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্ৱা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেমুণোপ্থায় সসম্ভ্রমঃ ।

আলিলিঙ্গ মুহুর্জ্ঞাণং মুর্দ্ধি তস্মৈ চকার হ ॥ ২৪ ॥

পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধ্যয়নং শুচিঃ ।

আশ্বাস্ত্র স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫ ॥

দারকর্ম ততো ব্যাসঃ শুকস্ত্র পর্যাচিস্তয়ৎ ।

কন্ধ্যাং মুনিম্নতাং কাস্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬ ॥

শুকং গ্রাহ স্ততং ব্যাসো বেদোহধীতস্তয়াহনঘ ! ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে ! ॥ ২৭ ॥

শেষঃ । সর্বাণি ধর্মশাস্ত্রাণি কৃদ্বা অধীত্য ইত্যর্থঃ । পিতুঃ সমীপে আগতবানিতি পর-  
শ্লোকেনাধঃ ॥ ২২—২৩ ॥ জ্ঞাণং মুর্দ্ধীতি । মস্তকাবজ্ঞাণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ আশ্বা-  
স্ত্রোতি । পুত্রাধ্যয়নং শ্রদ্ধা সম্যক্ জয়াহধ্যয়নং কৃতমিত্যাশ্বাস্ত্রোত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ (দারকর্ম  
ভার্য্যাগ্রহণম্ ॥ ২৬ ॥ মহামতে ইতি সম্বোধনেন শুকস্ত্র কর্তব্যাকর্তব্যতাবিচারশক্তিঃ

শুকদেব স্রগুর্দ বৃহস্পতিকৈ আচার্য্যদ্বৈ বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অমুষ্ঠানে  
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ এইরূপে মেধাশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতামুষ্ঠায়ী  
হইয়া গুরুকূলে থাকিয়া সমস্ত রহস্যগণ সমন্বিত সাক্ষ বেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্কৌদ প্রভৃতি  
উপবেদ ও সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া সমাবর্তন পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণ-  
বৈপায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২—২৩ ॥ মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে নিকটে  
উপস্থিত দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং মেহা-  
ধিক্য বশতঃ বারংবার মস্তকের আঘাণ লইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পরে, ব্যাসদেব অতি  
সরলভাবে শুকদেবের শারীরিক ও অধ্যয়নাদি বিষয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,  
(এবং সকল বিষয়েই পুত্রকে সম্পূর্ণ কৃতী দেখিয়া) আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব মঙ্গল-  
ময় আশ্রমে অবস্থান করিতে অমুমতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;  
পরম কমলীয় মুক্তি হইবে অথচ মুনিকুমারী হয় এক্ষণ অনুচ্চা কন্ধ্যা পাইবার নিমিত্ত তিনি  
অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, বৎস !  
সাক্ষবেদ ও ধর্ম শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তোমার সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে তা-  
একদা, দারপরিগ্রহ কর । হে পুত্র ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অত্র এব- তোমাকে অধিক



গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ দেবান্ পিতৃনথ ।

ঋণাশ্চোচয় মাং পুত্র ! প্রাপ্য দারাম্মনোরমান্ ॥ ২৮ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।

তস্মাৎ পুত্র ! মহাভাগ ! কুরুষ্বাদ্য গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

কৃদ্ধা গৃহাশ্রমং পুত্র ! স্তম্বিনং কুরু মাং শুক ! ।

আশা মে মহতী পুত্র ! পুরয়স্ব মহামতে ! ॥ ৩০ ॥

তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রাপ্তোহসি ভ্রময়োনিজঃ ।

দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ ! পাহি মাং পিতরং শুক ! ॥ ৩১ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ\* প্রাহ শুকস্তদা ।

বিরক্তঃ সোহতিরক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

অুচি তা ॥ ২৭—২৮ ॥ গার্হস্থ্যশ্রমং শ্রমঃসম্বাহ অপুত্রস্যোতি । গৃহাশ্রমং কুরু গৃহস্থধর্মং  
পালয় দারপরিগ্রহেণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ তবোৎপত্ত্যর্থং ময়া মহান্ ক্রোধঃ কৃতঃ অতো  
ভবানধুনা মমাশাং নিরাকর্ত্বং নারীতীতি আহ তপস্তপ্ত্বাতি ॥ ৩১ ॥ )

আর কি বলিব কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীয়ে গ্রহণ পূর্বক গৃহস্থ ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া  
দেব ও পিতৃ লোকের অর্জনা কর। ফল কথা এই যে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া  
ঋণজয় হইতে আমাকে মুক্ত কর ॥ ২৮—২৮ ॥ বৎস ! পুত্রবিহীন মানবের সঙ্গতি নাই ; আর  
স্বর্গত কোন ক্রমেই হইবে না। ফলত অশেষপ্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে ; অতএব হে  
মহাত্মন ! তুমি সকল আশ্রমের সার স্বরূপ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ কর। বৎস শুক ! তুমি  
অসামান্য মনোবাক্তি সম্পন্ন ; সুতরাং তোমাকে অধিক আর কি বুঝাইব আমি তোমার  
প্রতি অনেক দূর আশা করিয়া রহিয়াছি ; এক্ষণে তুমি আমার সেই সমস্ত আশা পূরণ  
কর। দেখ, শুক ! আমি ঘোরতর তপস্তা করিয়া সেই ভগবান্ বৃষভধ্বজের প্রসাদেই তোমা  
হেন দেবরূপী অঘোনিমগ্নত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ; রে বৎস ! তুমি কেবল তাঁহারই  
প্রভাবে এতাদৃশ স্তম্ভহং প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছ, অতএব, তোমাকে অধিক আর কি  
বলিব তুমি আমার এই আদেশটা পালন করিয়া এ বিষয়ে আমায় রক্ষা কর ॥ ২৯—৩১ ॥

সূত কহিলেন, হে মর্হসিগুণ ! মহর্ষি বেদব্যাস পুত্র শুকদেবকে নিকটে বসাইয়া  
এই প্রকার গৃহস্থ ধর্মে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অহুরোধ করিলে ; সেই বিষয়ভোগ-  
বিরাগী মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে অত্যন্ত সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই  
কহিলেন, পিতঃ ! আপনি ঘোরতর তপঃপ্রভাবে এতাদৃশী মহতী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে,  
বহুদূর আপনি বেদ সমস্তকেও বিস্তাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; সুতরাং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে

\* ব্যাসঃ ইতি বা.পাঠঃ ।

শুক উবাচ ।

কিং স্বং বদসি ধর্মজ্ঞ ! বেদব্যাস ! মহামতে ! ।

তত্বেন শাধি শিষ্যং মাং স্বদাজ্ঞাং করবাণ্যলম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ত্বদর্থে যত্নপত্নপুং ময়া পুত্র ! শতং সমাঃ ।

প্রাপ্তস্বং চাতিহুঃখেন শিবস্ত্রাধনেন চ ॥ ৩৪ ॥

দদামি তব বিত্তস্ত প্রার্থয়িত্বাহং ভূপতিম্ ।

স্বং তুংকু মহাপ্রাজ্ঞ ! প্রাপ্য যৌবনমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

শুক উবাচ ।

কিং স্বং মানুষে লোকে ব্রহ্মি তাত ! নিরাময়ম্ ।

দুঃখবিক্রং স্বং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি স্বং কিল ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসে সমীপে ॥ ৩২ ॥ তত্বেন পরমার্থদৃষ্টোত্তমার্থঃ । পূর্বোক্তং তু স্বয়া লৌকিক-  
দৃষ্টোত্তমমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ পরমার্থদৃষ্টোবেদমুক্তমিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাস আহ ॥ ৩৪—৩৫ ॥  
নিরাময়ম্ । দুঃখেনাসত্ত্বমিত্যর্থঃ । দুঃখবিক্রস্ত স্বং নৈব স্বং ভবতীতি পণ্ডিতা বদন্তী-

বোধ হয় আপনার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই ; আর আমি যখন আপনার  
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন অবশ্যই শিষ্য মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সংশয় কি ?  
পরন্তু আপনি পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে উপদেশ করুন । তাহা হইলে আমি  
পরম আদরের সহিত আপনার আদেশ পালন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব (পুত্র শুকদেবের এতাদৃশ সংসার বিরাগ জনক বাক্য শ্রবণে) বলিলেন  
রে পুত্রক ! তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আমি যে, তপশ্চর্য্যার অহুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই-  
রূপ নিয়ত শত বৎসর কাল অশেষ ক্লেশ সহ করিয়া পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মহাদেবের  
আরাধনা করায় তবে তোমাকে পাইয়াছি ; বৎস ! তুমি বেদাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন  
করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না ; দেখ,  
যৌবন কালই মনুষ্যের বিষয় ভোগের সময়, অতএব তুমিও এরূপ পরম সুখময় যৌবন  
পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না । রে বৎস ! যদি তোমার দরিদ্রতা ভয়ে সংসারে বিরাগ  
জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূর করিয়া দেও ; কারণ, আমি  
যখন কোন নরপতির নিকট হইতে অর্থ যাচঞা করিয়া আনিয়া দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে  
সংসার সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৪—৩৫ ॥ (শুকদেব এতাবৎ কাল নীরবে থাকিয়া ব্যাস-  
দেবের সংসার প্রবর্তক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, পিতা ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ  
সর্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে তৎসমস্তই অশেষ দুঃখ  
জালজড়িত । ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্যালোক মধ্যে এমন কি নির্মল সুখ আছে

স্ত্রিয়ং কৃতা মহাভাগ ! ভবামি তদ্বশানুগঃ ।  
 স্থখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥  
 কদাচিদপি মুচ্যেত লোহকাষ্ঠাদিযন্ত্রিতঃ ।  
 পুত্রদারৈর্নিবন্ধস্ত ন বিমুচ্যেত কহিচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 বিথুদ্রসম্ভবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা ।  
 কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রৈশ্চ ! বিবুধঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥  
 অবোনিজোহং বিপ্রর্ষে ! যোনৌ মে কীদৃশী মতিঃ ॥  
 ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেহপি যোনাবেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥  
 বিট্স্থখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্তাশ্চস্থখমদ্ভুতম্ ।  
 আত্মারামশ্চ ভূয়োহপি ন ভবত্যতিলোলূপঃ\* ॥ ৪১ ॥

তাহা হুঃখবিক্রমিতি ॥ ৩৬ ॥ (গার্হস্থস্থখং হুঃখবিক্রমেবেতি স্পষ্টীকৰ্ত্তৃমাহ । স্ত্রিয়ং কৃষ্যেতি ।  
 ন তু তত্র কেবলং মহতামধীনতা কিন্তু নির্বীৰ্য্যাস্ত্রিয়া অপি স্বাধীনত্বমভীত্যত আহ স্ত্রীজিত-  
 স্তেতি ॥ ৩৭ ॥ কারাগারস্থতাপি মুক্তিলাভাশা বিদ্যাতে কিন্তু সংসারবন্ধস্ত কদাচিৎনাশ্তীতি  
 বিশদীকৰ্ত্তৃমাহ কদাচিদিতি ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানিনঃ কদাপি স্ত্রিয়ং ন প্রশংসন্তি অত আহ (বিথু-  
 ত্রেতি ॥ ৩৯ ॥ অবোনিজত্বাং কদাপি মম যোনিপ্রীতিনাস্তীত্যত আহ । অবোনিজেতি ॥ ৪০—৪১ ॥)

যাহাকে কোন প্রকার হুঃখের লেশ মাত্রও আদিয়া স্পর্শ করিতে পারে না? পিতঃ! আপনি  
 মহাতপঃপ্রভাব সম্পন্ন; সুতরাং আপনাকে বৃথাইবার চেষ্টা কেবল মূৰ্খতা মাত্র; তথাপি  
 যাহা বলিতেছি একবার বিচার করিয়া দেখুন। আমি আপনার আদেশ মত দারপরিগ্রহ  
 করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরাধীন ব্যক্তির  
 বিশেষত ইঞ্জিরপরাধন ব্লেণ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে? ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
 মনুষ্য কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্মিত কারাগৃহে বদ্ধ হইয়াও বরং কখন কোন প্রকারে মুক্তি  
 লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু, স্ত্রী পুত্রাদি রূপ নিগড় নিবন্ধ ব্যক্তি, এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত  
 হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ অপরাপর প্রাণীদিগের দেহও যেনন পুরীষ মূলময় দেহ হইতে  
 সমুৎপন্ন রমণীগণেরও সেইরূপ। পিতঃ! আপনি ত সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া বেদজ-  
 দিগের মধ্যে প্রাপ্য লাভ করিয়াছেন, ভাল বলুন দেখি, যে ব্যক্তি ইহ সংসারে মায়া নিত্যা  
 হইতে প্রবৃত্ত (জাগরিত) হইয়াছে তাদৃশ কোন পুরুষ সেই অর্থেণা বিষ্টামৃতময় মহিলা  
 শরীরে প্রীতি করিতে অভিলাষী হয়? পিতঃ! আপনি সমস্ত বেদে সৰ্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা  
 লাভ করিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি যখন অবোনি সঙ্কৃত, তখন  
 বোনিতে আমার কিরূপ প্রবৃত্তি? কেবল এইবার নহে ইহার পূৰ্ব্ব জন্মেও আমি কখনই  
 বোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশেষত আমি অনির্কটনীর  
 পরমাত্ম-জনিত স্থখ বিসর্জন দিয়া কি দিষ্টা ভোগ সুখের অভিলাষ করিব? পুনশ্চ ইহাও

\* আত্মারাম্যক মুন্যো ন ভবত্যতিলোলূপাঃ । ইতি বা পাঠঃ ।

প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে ।  
 হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কৰ্ম্মমার্গপ্রবর্তকাঃ ॥ ৪২ ॥  
 বৃষ্পতিগুরুঃ প্রাপ্তঃ সোহপি ময়ো গৃহার্ণবে ।  
 অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥  
 রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ ।  
 তথা গুরুমূৰ্খকোষ্মৈ গৃহস্থোহয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৪৪ ॥  
 কৃতা প্রণামং গুরবে ত্বৎসমীপমুপাগতঃ ।  
 ত্রাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসৰ্পতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 সংসারেহগ্নিশ্মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ।  
 ন চ বিশ্রমণং ক্যপি সূর্য্যস্তেব দিবানিশি ॥ ৪৬ ॥  
 কিং স্নখং তাত ! সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ ।  
 মূঢ়ানাং স্নখবুদ্ধিস্ত বিট্স কীটস্নখং যথা ॥ ৪৭ ॥

বিস্তারিতা বিচারিতা ইত্যর্থঃ । তত্রাপি ন শাস্তির্নক্কা তেষাং হিংসাময়ত্বাদিত্যাহ হিংসেতি ॥ ৪২—৪৪ ॥ কৃত্বেতি । এতদ্বাসাদেব বৃষ্পতিং প্রণম্য জ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বৎসমীপমুপাগতো-  
 হস্মীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ নভচক্রবৎ নক্ষত্রচক্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ নিজতত্ত্ববিচারণাদিতি লাবলোপে  
 পক্ষমী । তং বিহারেত্যর্থঃ । মূঢ়ানাং স্নখবুদ্ধিঃ সংসারে ত্ত্বক্লিষ্টকরীত্যাহ মূঢ়ানামিতি ॥ ৪৭ ॥

স্থির জ্ঞানিবেন যে, আত্মারামগণ কখনই নিতান্ত বিষয়লোলুপ হইবেন না ॥ ৪১ ॥ প্রথমত  
 বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষ রূপে তাহাদিগের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম, তখন  
 বুঝিলাম তাহারা কেবল কৰ্ম্মমার্গপ্রবর্তক হিংসাময় শাস্ত্র মাত্র !! তাহার পর বৃষ্পতির  
 নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্ব বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও ঘোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয় ;  
 সুতরাং তিনি যে নিতান্ত গৃহার্ণবে নিমগ্ন তাহা বলা অতুষ্কি মাত্র ; অতএব তাদৃশ ব্যক্তি  
 কি প্রকারে অন্তকে মুক্ত করিতে পারিবে ? ॥ ৪২—৪৩ ॥ যেমন, রোগগ্রস্ত বৈদ্য অস্ত্রের  
 রোগের চিকিৎসক হইলে, লোকে যাদৃশ ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সংসার পাশ-  
 ছিন্ন লাগিয়া গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু ধরিলাম । হায় ! কি বিড়ম্বনা !! ॥ ৪৪ ॥ পিতঃ ! আমি  
 এই জন্তই তাদৃশ গুরুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম ; বস্ত্ততঃ  
 আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ; তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূৰ্ব্বক আমাকে এই ভীষণ সংসার-  
 সৰ্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন !! ॥ ৪৫ ॥ যেমন, সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিশ্চক্র  
 নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ এই সমস্ত জীব নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই  
 সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কখনই আর শাস্তি স্নখানুভাবে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৪৬ ॥  
 পিতঃ ! ইহ সংসারে আত্মার স্বরূপ বিচার অপেক্ষা প্রকৃত স্নখ আর কি আছে ?  
 পরন্তু, বিম্মভোজী কীটের বেমন বিষ্ঠাতেই পরম স্নখ ; সেইরূপ, অবিদ্যাবিমূঢ়চেতা-  
 দিগের নৈ, কেবল বিষয়ভোগেই স্নখোদয় হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করি ॥ ৪৭ ॥ বেদাদি

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে ।

তেভ্যঃ পরো ন মূৰ্খোহস্তি সধৰ্ম্মাঃ স্বাশ্বশুকরৈঃ ॥ ৪৮ ॥

মানুষ্যং দুৰ্লভং প্রাপ্য বেদশাস্ত্রাণ্যধীত্য চ ।

বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯ ॥

নাতঃ পরতরং লোকে কচিদাশ্চর্য্যমদ্রুতম্ ।

পুঞ্জদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০ ॥

ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ ।

ন বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ ৫১ ॥

কিং ব্রুত্বাধ্যয়নেনাত্ৰ দৃঢ়বন্ধকরেণ চ ।

পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েন্তববন্ধনাং ॥ ৫২ ॥

গৃহ্নাতি পুরুষং যস্মাদ্গৃহস্থেন প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

ক স্বথং বন্ধনাগারে তেন ভীতোহস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩ ॥

যেহবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মুমিতাশ্চ যে ।

তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনর্বন্ধং বিশস্ত্যুত ॥ ৫৪ ॥

সধৰ্ম্মা ইতি। স্বাশ্বশুকরৈঃ সধৰ্ম্মাঃ সমানধৰ্ম্মবস্তু ইত্যর্থঃ। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ধৰ্ম্মাদনিচ্  
কেবলাদিত্যনিজ্জভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ ঐহুম্যসিতি। এতাদৃশো যদি বধ্যতে তর্হি মোক্ষোচ্ছিন্ন এব  
স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ তর্হি কঃ পণ্ডিতস্তত্রাহ ন বাধ্যত ইতি। কূটস্থবন্ধনুভবেন গুণ-  
ত্রয়াসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ভববন্ধনাদত্র যদিতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গৃহ্নাতিতি। বধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহারা সংসারে অমুরাগী হয়, তাহাদিগের একমাত্র কুকুব,  
অথ বা শূকরের স্বভাবের সহিতই উপমা দেওয়া বাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ দুৰ্লভ মনুষ্যজন্ম  
পাইয়া বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারনিগড়ে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে,  
কোন মানব আর ইহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে? ॥ ৪৯ ॥ জ্ঞী, পুত্র ও গৃহাদিতে  
আসক্ত হইয়াও যদি পণ্ডিত নামে বিজ্ঞত হইতে পারেন, তবে ইহা অপেক্ষা অনি-  
র্কচনীয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিলোকীমধ্যে আর কিছু আছে কিনা তাহা বলিতে  
পারি না ॥ ৫০ ॥ ফলত সংসারে আসিয়া যিনি মায়ার গুণত্রয়ে আবদ্ধ হন না, তিনিই  
বিদ্বান্ মেধাবী এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাস্ত্রসকলের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ  
শাস্ত্রের বধ্যার্থ সমর্থ তিনিই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইরাছেন ॥ ৫১ ॥ তাহা না হইলে দৃঢ়তর  
সংসারবন্ধনকর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর কি ফল হইবে? অতএব, যে শাস্ত্র অচিরাৎ  
ভববন্ধন হইতে মুক্তিদানে সমর্থ, তাহাই অধ্যয়ন করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥

পিতঃ! জীবকে বলপূর্বক আনিয়া গৃহকারার বন্ধ করে বলিয়াই গৃহ নামে কথিত  
হইরাছে; অতএব বন্ধনাগারে আবার স্বথ কোথায়? আনি সেই জন্তই অত্যন্ত ভীত

ব্যাস উবাচ ।

ন গৃহং বন্ধনাগারং বন্ধনে ন চ কারণম্ ।

মনসা যো বিনিমুক্তো গৃহস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

আয়াগতধনঃ কুর্ক্বন্ বেদান্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ ।

গৃহস্থোহপি বিমুচ্যেত শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মচারী যতিশৈচব বানপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ ।

গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা ॥ ৫৭ ॥

শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন বাচা স্নাতয়া তথা ।

উপকুর্ক্বন্তি ধর্মস্থা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৫৮ ॥

গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ।

বশিষ্ঠাদিভিরাচার্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্যাসস্ত কুটুবে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়নধীমানো ধার্মিকান্বিতমহুসৃত্য গৃহস্থাশ্রমং শ্রেষ্ঠেণ কথয়তি । ন গৃহং বন্ধনাগারমিতি । নহি জড়ং গৃহং পুরুষং বয়্যতি ন চাত্তদ্বন্ধনে কারণমন্তি কিন্তু মনস আসক্তিমাত্রং কাবণং তাং বিহায় সংসারং কুর্বাণো মুচ্যত এবৈতার্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ ব্রহ্মচারীতি । গৃহস্থাশ্রমে বসন্তেভ্যো ভৈক্ষ্যং দত্তা তৎপুণ্যভাগী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ উপকুর্ক্বন্তীতি । পুণ্যাদিদানেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ (যদা বশিষ্ঠাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ো বিশ্ববিশ্রুতা মহাস্তম্বজ্ঞাঃ সর্বলোকোপদেষ্টোরোহপি গার্হস্থধর্মশ্রিতবন্তঃ । তদা গৃহাশ্রমধর্ম্যং কোহপি শ্রেষ্ঠতমোধর্মো নেহ দৃশ্যতে ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাশ্রমাদিতি ॥ ৫৯ ॥

হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ যে সকল হর্ম্মতিজীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, যাহারা বিধাতৃকর্তৃক নিত্যন্ত প্রবন্ধিত ; কেবল সেই দুর্ভাগ্যগণই হ্রস্বত মহাব্য অন্ন লাভ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ কারাগৃহরূপ এই গৃহরূপে পুনরায় প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস (পুত্র শুকদেবের এতাবৎ বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, বৎস ! এই গৃহস্থাশ্রম কারাবন্ধন নহে এবং ইহা বন্ধনের প্রতি কারণও নহে ; ফলত যিনি অন্তরে সমস্ত অবিদ্যা বাসনাভাজন হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৫৫ ॥ রে বৎস ! সত্যবাদী শ্রদ্ধাবান্ পবিত্রাত্মা মানব ন্যায়াত্মসারে ধনা-র্জনপূর্ব্বক যথাবিহিত বেদোক্ত ক্রিয়াসকলের ক্রমাগ্রে অমুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভে সমর্থ হয় ॥ ৫৬ ॥ বিশেষত ব্রহ্মচারী, যতি বা বাণপ্রস্থ অথবা যে কোন প্রকার নিয়মাবলম্বীই হউক না কেন সকলেই মধ্যাহ্নকালের পর ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ সেই সময়, ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান ও স্নানধূর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন । অতএব বৎস ! গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই ; এইজন্তই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ধর্ম্মই সমাপ্রয় করিয়াছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বৎস শুক ! তুমি ত ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে

কিমসাধ্যং মহাভাগ ! বেদোক্তানি চ কুর্ব্বতঃ ।

স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সজ্জন্ম যদ্বষাঙ্কতি তন্তুবেৎ ॥ ৬০ ॥

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ।

তস্মাদগ্নিং সমাধায় কুরু কৰ্ম্মাণ্যতশ্চিত্ততঃ ॥ ৬১ ॥

দেবান্ পিতৃশ্রমুখ্যাংশ্চ সন্তপ্য বিধিবৎ সূত ! ।

পুত্রমুৎপাদ্য ধর্মজ্ঞ ! সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২ ॥

ত্যক্ত্বা গৃহং বনং গঙ্গা কর্ত্তাহসি ত্রতমুত্তমম্ ।

বানপ্রস্থ্যশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ ! মাদকানি স্থনিশ্চিতম্ ।

অদারস্ত দুরন্তানি পঠৈব মনসা সহ ॥ ৬৪ ॥

সম্বীকো ধর্মমাচরেদিতি প্রতিমহুস্মারয়মুপদিশতি ভগবান্ বেদব্যাংসঃ । মহাভাগ ! ইতি তু প্রাক্তনভ্যাসবশাৎ সহসা বালাবস্থায়ামেবেদশতত্ববোধোদয়াচ্ছুক্তাণিমান্যৈশ্বৰ্য্যবন্ধ-  
সূচকসম্বোধনমিত্যবধেয়ম্ । কা কথাহেতুবাং ফলস্থানাং যথাবিধি বেদোক্তকৰ্ম্মাণি কুর্য্যগত  
গৃহস্থস্ত মোক্ষাদিস্থতমপি করতলস্থমিতি দর্শয়ন্নাহ কিমসাধ্যমিতি ॥ ৬০ ॥ পরম্পরীরপাতাং  
ন কেবলং গার্হস্থমেবানুষ্ঠেয়ং পঞ্চাশদুর্দ্ধে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাদ্বিকোহপি ধর্মোহবশ্যপ্রণীয় ইত্যু-  
দিশন্নাহ আশ্রমাদাশ্রমমিতি ॥ ৬১ ॥ দেবানিত্যারভ্যাদারভ্যেতি পর্যন্তমুপদিশন্ শুকং দারান্  
গ্রাহয়িতুং যততে কৃষ্ণঃ। হে পুত্র ! দেবান্ যজ্ঞাদিনা পিতৃন্ শ্রাক্ততর্পণাদিভি-  
র্মহুয্যান্ ঋষীন্ স্বাধ্যায়াদিতিস্তথাংজ্ঞানপি প্রাণিনঃ অমুপানাদিভিঃ সন্তপয়ন্ । ফলত এতানি

অগতের সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক  
বলিতে হইবে না, দেখ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাত্তি সহকারে বেদোক্ত কৰ্মসকলের অনুষ্ঠান করে,  
তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে অর্থাৎ স্বর্গ বা মহৎ ফলে অম্ম এমন কি মোক্ষ পর্যন্তও  
যাহা কিছু অভিলাষ করে সে সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হয় ॥ ৬০ ॥ পরন্তু, বাবজীবনই যে  
একাশ্রমেই কালাতিবাহিত করিতে হইবে একরূপ নিয়ম নহে; ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ  
এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ একাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য  
পরে গার্হস্থ্য তাহার পর বাণপ্রস্থ, সর্বশেষে সন্ন্যাস; ফলত ক্রমাধয়ে আশ্রমচতুষ্টয় গ্রহণ  
করিবে। অতএব, তুমিও অগ্নি সমাধানপূর্বক আলস্য পরিহার করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত  
হও ॥ ৬১ ॥ রে পুত্রক ! তুমি বেদাধ্যয়নদ্বারা সমস্ত ধর্মই অবগত হইয়াছ, অতএব  
তোমাকে অধিক আর কি উপদেশ করিব, এক্ষণে তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথা-  
বিহিত দেবতা, পিতৃ এবং মহুয্যদিগের তৃপ্তিসাধন পূর্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া ক্রিয়-  
কাল গার্হস্থ্য স্থরের অনুভব কর। পরে বার্কক্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক  
অরণ্যে বাইয়া উৎকৃষ্ট বাণপ্রস্থ ধর্মের নিয়ম সকল পালন করিয়া পরে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ  
করিবে ॥ ৬২—৬৩ ॥ বৎস ! ইহ সংসারে অম্মপরিগ্রহ করিয়া বাহ্যরা তীর্থ্যাগ্রহণ না করে

তন্মাদ্ভ্যান্ একুৰ্বীত তজ্জয়া মহামতে ! ।

বান্ধকে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বামিত্রো মহাভাগ ! তপঃ কৃৎস্নাহতিদুশ্চরম্ ।

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ ।

শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীৰ্য্যজা শুভা ॥ ৬৭ ॥

দৃষ্ট্ৱা দাশহুতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ ।

কামবাণাদ্বিতঃ কৃত্যং তাং জগ্ৰাহোড়ুপে স্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মাপি স্বহুতাং দৃষ্ট্ৱা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ ।

ধাবমানশ্চ রুদ্ৰেণ মুচ্ছিতশ্চ নিষারিতঃ ॥ ৬৯ ॥

লৌকিকবৈদিকশ্মাণি সমাধায় বানপ্রস্থভৈক্ষ্যধর্মাদিকং কৰ্ত্তা চরিত্যসীতি যাবৎ ॥৬২—৬৩॥ দারপরিগ্রহং বিনা ন কেনাপীহ দুর্দান্তেন্দ্রিয়াণি সংযন্তং শক্যন্তে বস্ত্ততন্তানি-অভূক্তভোগানাং চতুর্থাশ্রমিণাং উন্মাদকরণ্যেব ভবন্তীত্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি ॥৬৪—৬৫॥ ইদানীং স্বকীয়োপদিষ্ট-বাক্যসমর্থনায় দুশ্চরং তপস্ততো বিশ্বামিত্রস্তাপি মেনকাক্রপিণা বিঘ্নেন তপোবাহতিরাসী-দিতি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্ত্যুদাহরণেনোপসংহরন্বাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ৬৬—৬৭ ॥ ন তু কেবলং বিশ্বামিত্রঃ অপিতু মম পিতা তপস্বিবর্য্যঃ পরাশরোহপি বিমুগ্ধ আসীদিত্যাহ দৃষ্টেতি । দাশস্ত ধীবরস্ত হুতাং কৃত্যম্ । কালীং সত্যবতীম্ ॥ ৬৮ ॥ কাকথাশ্চোবাং স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা

তাহাদিগের পক্ষে এই হরন্ত মন এবং উহার অধীন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্মাদকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ বৎস ! তুমি অসৌম্য মনীষাশক্তিসম্পন্ন ! আমি যাহা বলিলাম, বোধ হয় অবশ্যই ধারণা করিতে পারিয়াছ ; শাস্ত্রে এইজন্তই দৃঢ় নির্বন্ধতাসহকারে উপ-দিষ্ট হইয়াছে যে, দুর্দান্ত মন এবং তৎপরতন্ত্র প্রমাণি ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত অবশ্যই দারপরিগ্রহ করিবে ; তাহার পর, বয়সের তৃতীয় ভাগে তপোহুষ্ঠানে নিরত হইবে ॥ ৬৫ ॥ হে মহাভাগ বৎস শুক ! দেখ, মহাতেজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়সকল সংযমনপূর্ব্বক নিরাহারে তিন সহস্র বৎসর দুষ্কর তপশ্চর্যা করিয়া পরিশেষে স্বর্বেশ্বা মেনকার প্রেমে মোহিত হইয়া স্তূপীর্ষকাল অতিবাহিত করেন ; সেই সময় সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার ওরসে পরমহুন্দরী শকুন্তলা নামে একটা কন্যা উৎপন্ন হয় ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অধিক কি বলিব, আমার পিতা তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি পরাশর দাশকন্যা কালীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে প্রপীড়িত হইয়া সেই যমুনামধ্যস্থ নৌকাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে দেখিয়া পঞ্চশরশরে সংবিদ্ধ হওত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া-ছিলেন পরে ক্রোধজ্বলিত রুদ্ৰদেব কর্ত্তৃক একটা মস্তক ছিন্ন হওয়ার তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন ॥ ৬৯ ॥ রে বৎস ! তুমি আমার সর্ব্ব কল্যাণময় পুত্র ! অতএব, আমার এই হিতকর



তস্মাদ্ভ্যমপি কল্যাণ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ।

কুলজাং কন্যকাং ব্রহ্মা বেদমার্গং সমাশ্রয় ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকোৎপত্তিনাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পতামহোহপি স্বহৃদাবলোকনেন বিমুখো জাত ইত্যাহ ব্রহ্মেতি ॥ ৬৯ ॥) এতদগ্রহস্বভাবস্তর  
তাৎপর্যাস্ত জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তং কর্মমার্গো নিকামতয়াশ্রয়িতব্য ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ধাক্যটী রক্ষা কর, কোন সংকুলসম্বৃত ঋষিকন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়াশূ  
নান পথ সমাশ্রয় কর ॥ ৭০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তি ও গৃহস্বকর্তব্যতাবিষয়ক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সৰ্ব্বদা পিতঃ !# ।

বাণুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সৰ্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১ ॥

ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক স্তুখং তাত ! দৃশ্যতে ।

স্বজনৈঃ খলু পীড়্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রোহপি ন স্তুখী তাদৃগ্‌যাদৃশো ভিক্ষুর্নিষ্পৃহঃ ।

কোহন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি ॥ ৩ ॥

তপস্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতো ভবন ॥

বিদ্বান্‌ বহুবিধানস্ত করোতি চ দিবস্পতিঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তবষ্টমোকবর্ধোঃ শুকবৈরাগ্যমুচ্যতে ।

ঈদেব্যাটোপদেশস্ত হরয়ে কৃত উচ্যতে ॥

পিতৃর্বাচ্যং শ্রুত্বা শুক উবাচ নাহমিতি । গৃহং জায়াসম্বন্ধং গৃহস্থাপ্রমং বা বাণুরা  
মৃগবন্ধিনী রজ্জ্বন্তংসদৃশং বন্ধকম্ ॥ ১—২ ॥ ত্রিলোকীবিভবে সতি ইন্দ্রোহপি ন স্তুখী-  
তাশ্চয়ঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রঃস্তুখং কথয়তি তপস্তমিতি । ভবমিতি শত্রুস্তং ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৪ ॥

পিতঃ ! আমাকে অনর্থকর সংসারে প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি-  
মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছেন তৎসমস্তই নিফল জানিবেন ; কারণ, আমি বিলক্ষণ  
রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, রমণীগণ দেহীদিগের কিরাত হস্তস্থ পশু বন্ধনপাশের স্বরূপ  
এবং সৰ্ব্বদাই দুঃখপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের আকর ; অতএব আমি কিছুতেই দারপরিগ্রহ  
করিব না ॥ ১ ॥ এই সংসারমধ্যে যাহারা অবিরত ধনচিন্তায় অভিভূত তাহাদের কি  
কৃত্রাপিও প্রেক্ষিতরূপে স্তুখ দেখিয়াছেন ? ফলত আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিষয়-  
লিপ্সু অথচ নির্ধন গৃহস্থ আশ্রয়পরিবার বা কুটুম্বগণ দ্বারা সৰ্ব্বদাই প্রেীড়িত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥  
অপরের কথা দূরে থাকুক্‌ এই সংসারমধ্যে এক জন বিষয়বাসনামূল্য ভিক্ষুক যাদৃশ  
স্তুখানুভব করিয়া থাকে, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যাসম্বন্ধেও বোধ হয় সুরপতি ইন্দ্র ও তাদৃশ  
স্তুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারেন না ॥ ৩ ॥ কেন না, দেবরাজ মঘবান্‌ যদি সত্য  
সত্যই স্তুখের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে, তিনি স্বর্গসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াও  
কি অন্য এক জন তপস্বীকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাচ্ছঃখিত হইয়া বহুবিধ বিদ্যাচরণ

ব্রূহাংপি ন স্ত্রী বিমূলক্ষ্মীং প্রাপ্য মনোরমাম্ ।  
 খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরস্তুরৈঃ সহ ॥ ৫ ॥  
 করোতি বিপুলান্ যত্নান্\* তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।  
 রমাপতিরপি শ্রীমান্ কস্তান্তি বিপুলং স্ত্রম্ ॥ ৬ ॥  
 শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্যহম্ ।  
 তপশ্চর্য্যাং প্রকূর্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা\* ॥ ৭ ॥  
 কদাচিম্ স্ত্রী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ ।  
 নির্দনস্ত কথং তাত ! স্ত্রং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥  
 জানমপি মহাভাগ ! পুত্রং মাং বীর্য্যসম্ভবম্ ।  
 নিয়োক্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে'সদা ॥ ৯ ॥  
 জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা ।  
 গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামূত্রময়ে পিতঃ ! ॥ ১০ ॥

(স্বয়ং রময়া লক্ষ্ম্যাঃ পতিঃ শ্রীমানপি সর্কৈশ্বর্য্যবানপি ইত্যর্থঃ । দৈত্যাসমরজন্তং খেদং ক্লাস্তিং  
 প্রাপ্নোতীতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ । এবং চেত্তর্হি অপরেষাং দুঃখাব্যাপ্তৌ কিমু বক্তব্যমিতি কৈমুতিকা-  
 ত্রায়েন সর্কৈশ্বর্য্যমপি দেহধারিণামিতোতদর্শয়মাহ ব্রূহাপীতি ॥ ৫-৮ ॥) জানমপি । ইৎ  
 জানমপি মামোরসং পুত্রং কথমেবম্নিয়োজয়সীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ (সংসারং দুঃখময়মিতি বিশদী-

করিয়া থাকেন ? ॥ ৪ ॥ লোকপিতামহ ব্রূহাও স্ত্রী নহেন ; বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে  
 পাইয়াও নিরন্তর অস্তুরদিগের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অশেষ প্রকার যত্নাণা ভোগ করিয়া  
 থাকেন ॥ ৫ ॥ পিতঃ ! সর্কৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং রমাপতিও যখন, শত্রুদমনের জন্য  
 বিরত হইয়া নানা প্রকার চেষ্টা এবং দুষ্কর তপস্তার অমুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, অপর  
 কে এমন ব্যক্তি আছে যে সর্কৈশ্বর্য্যে স্ত্রের অধিকারী হইতে পারে ? ॥ ৬ ॥ অধিক  
 আর কি বলিব, লোকে ষাঁহাকে বিশ্বমঙ্গলকর বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই দেবান্দিগের বিশ্ব-  
 নাথও যে মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহাও আমি জানি । কারণ, তিনি কখন দৈত্যদিগের সহিত  
 সংগ্রাম কখনও বা বোরতর তপশ্চর্য্যায় নিরত ; ফলত সর্কদা কোন না কোন কর্ম্মাভ্যাস  
 লইয়াই বিরত থাকেন ॥ ৭ ॥ পিতঃ ! বিষয়বাসনা থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবান্ মহাপুরুষগণও যখন  
 কখন স্ত্রেরে নিজা বাইতে পারেন না, তখন, নির্দন মনুষ্য কিরূপে প্রকৃত স্ত্রলাভে সমর্থ  
 হইবে ? ॥ ৮ ॥ পিতঃ ! আপনি ত অজ্ঞ নহেন বস্ত্তঃ মহান্ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের  
 সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও কিজন্য নিজ ঔরসজাত পুত্রকে নিরন্তর ভীষণ দুঃখপ্রদ  
 সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ দেখুন, প্রথমতঃ জীবের জন্মকালে

\* যজ্ঞান্ ইতি বা পাঠঃ ।

† শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । পদাহতঃ প্রমদয়া কষ্টঃ ব্যতি যতোমলঃ ।

ইতি পাঠোহপি দৃষ্টতে ।

তস্মাদতিশয়ং হুঃখং তৃষ্ণালোভসমুদ্ভবম্ ।

যাচ্ঞায়াং পরমং হুঃখং মরণাদপি মানদ ! ॥ ১১ ॥

প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধিবলজীবনাঃ ।

পরিশা পরমং হুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২ ॥

পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমস্ততঃ ।

গত্বা চ ধনিনাং কার্য্যা স্তুতিঃ সর্বান্ননা বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥

একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন সমুদ্ভূত্যা চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪ ॥

ভার্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বৈ বিপুলে সতি ।

পূরণার্থং মহদুঃখং ক হুঃখং পিতরত্নতম ॥ ১৫ ॥

কর্তৃমাহ জন্মতি । উৎপত্তিঃ স্থিতির্মরণং গর্ভবাসঃ পুনশ্চক্রবর্ত্তং পত্ন্যাদিকং হুঃখাদুঃখতর-  
মিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ যাচ্ঞায়াং হুঃখতমত্বং দর্শয়িতুমাহ তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥ বিপ্রান্ত প্রায়শঃ  
পরভাগ্যোপজীবিন ইতি বিশদীকর্তৃমাহ প্রতিগ্রহেতি । মরণঞ্চৈতি । অপমান এব মরণং  
প্রতিদিনম্ ॥ ১২—১৩ ॥ বিরক্তস্ত নৈব হুঃখমিত্যাহ একোদরত্বেন ॥ ১৪ ॥ (সংসারাসক্তস্ত তু ন  
কেবলং নিজহুঃখচিন্তা পরং পরচিন্তয়া এবাতিহুঃখেন কালো নীয়তে তাদৃশেন মুঢ়গৃহিণেতি শেষঃ

হুঃখ তাহার পর বার্কিকো জরাজনিত হুঃখ পরে মরণসময়ে হুঃখ পুনর্বার বিষ্ঠামৃত্রময় গর্ভ-  
বাসের সেই অসীন যরণাময় হুঃখ ; (ফলত এই সকল কথা স্তুতিপথে উদয় হইলে সর্বশরীর  
ভয়ে লোমাক্ষিত হইতে থাকে) ॥ ১০ ॥ এ সমস্ত অপেক্ষা বোধ হয় বিষয়বাসনা ও লোভ-  
সমুদ্ভূত হুঃখই সমধিক । ভাল, পিতঃ ! আপনিত সর্বদাই সকলের মান দান করিয়া  
থাকেন, কেননা আপনি স্বপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো মানবদিগকে সন্মান করিতে  
উপদেশ করিয়াছেন, তবে বলুন দেখি যাচ্ঞাতে মরণ অপেক্ষাও বিপুল হুঃখরাশি আসিয়া  
উপস্থিত হয় কি না ? ॥ ১১ ॥ হায় ! কি দুর্ভাগ্য, পরপ্রতিগ্রহই স্বজগণের জীবনোপায় !!  
সুতরাং তাহাদের বল, বুদ্ধি বা জীবন সমস্তই নিষ্ফল । কেননা, ইহ সংসারে বোধ হয়,  
পর প্রত্যাশা অপেক্ষা কোনটাই অধিকতর ক্লেশকর নহে ; এমন কি ভাবিয়া দেখিলে উহা  
এক প্রকার প্রতিদিনই মরণস্বরূপ ॥ ১২ ॥ সাদ্ধ বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র  
অধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিত হইয়া শেষে তাহাদিগের কর্তব্য কার্য্য হইল কি না ধনীদিগের নিকট  
বাইয়া একাগ্রচিত্তে স্তুতি পাঠ করা !! ॥ ১৩ ॥ পিতঃ ! একটা উদর পূরণের জন্য কি কোন  
চিন্তা হইতে পারে ? পত্র বা ফলমূলদি দ্বারা যে কোনও উপায়েই হউক পরম সন্তোষের  
সহিত অনার্য্যসেই তাহার পূরণ করা বাইতে পারে ॥ ১৪ ॥ কিন্তু, ভার্যা পুত্র ও পৌত্র  
প্রভৃতি বহু কুটুম্ব থাকিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কেবল রাশি রাশি হুঃখ-  
ভারই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আর অনির্বাচনীয় স্ত্রুথের আশা কোথায় ? ॥ ১৫ ॥

যোগশাস্ত্রং বদ মম\* জ্ঞানশাস্ত্রং স্মৃথাকরম্ ।

কৰ্ম্মকাণ্ডেহখিলে তাত ! ন রমেহং কদাচন ॥ ১৬ ॥

বদ কৰ্ম্মক্সোপায়ং প্রারকং সঙ্কিতস্তুথা ।

বৰ্ত্তমানং যথা নশ্যেৎ ত্রিবিধং কৰ্ম্মমূলজম্ ॥ ১৭ ॥

জলুকেব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ ।

মূৰ্খস্ত ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

ভোগৈবীৰ্য্যং ধনং পূৰ্ণং মনঃ কুটিলভাবগৈঃ ।

কাস্তা হরতি সৰ্ব্বস্বং কঃ স্তেনস্তাদৃশোহপরঃ ॥ ১৯ ॥

নিদ্রাস্থখবিনাশার্থং মূৰ্খস্ত দারসংগ্রহম্ ।

করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা দুঃখায় ন স্মৃথায়\*চ\* ॥ ২০ ॥

সূত উবাচ ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্ত চ ।

সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥

অত আহ ভার্য্যোতি ॥ ১৫—১৬ ॥) প্রারকং সঙ্কিতং বৰ্ত্তমানঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মমূলজমবিদ্যাজ্ঞং যথা নশ্যেদিত্যস্বয়ং ॥ ১৭—১৮ ॥ ভোগৈবীৰ্য্যং হরতি । পূৰ্ণং ধনং মনশ্চ কুটিলভাবগৈঃ ।

পিতঃ ! আপনি আমার প্রতি রূপা করিয়া সেই সৰ্ব্বস্বত্বের আধারভূত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের উপদেশ করুন ! প্রভূত কৰ্ম্মকাণ্ড আড়ম্বরে আমার অন্তঃকরণ কখনই নিরত হইবে না ॥ ১৬ ॥ পিতঃ ! জন্ম ও জরামৃত্যু প্রভৃতি অশেষ ব্যতনাপ্রদ সঙ্কিত, প্রারক ও বৰ্ত্তমান এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মের মূলভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা বাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয় সেই কৰ্ম্মক্সয়ের উপায় বলুন ॥ ১৭ ॥ আপনি কি জানেন না যে, রমণীগণ জলোকা কীটের স্তায় কেবল নিরন্তর পুরুষদিগের শরীরস্থ শোণিতরাশি শোষণ করিতে থাকে ? মূৰ্খ লোক না জানিয়াই তাহাদিগের হাবভাব ও কটাক্ষপাত প্রভৃতি অজ্ঞতকী দ্বারা বিমোহিত হয় ॥ ১৮ ॥ মূঢ় লোক বাহাকে কমনীয় মূর্ত্তি রমণী বলিয়া মনে করে, কিন্তু, সে প্রতিদিনই সন্তোষের দ্বারা স্বামীর বীৰ্য্য এবং কোটিল্যপূর্ণ প্রেমমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সৰ্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে ; অতএব, এই সংসারে এরূপ প্রকার প্রধান চোর আর কে আছে ? ॥ ১৯ ॥ পিতঃ ! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, মূৰ্খ লোক কেবল বিধাতা কর্তৃক প্রত্যাহিত হইয়াই নিজ নিদ্রা ও স্থখ বিনাশের জন্ত দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে ; ফলতঃ ইহ সংসারে জীগ্রহণ কেবল ভূরিষ্ঠ দুঃখরাশি ভোগের জন্যই উহাতে স্বেধের দেশ-মাত্রও নাই ॥ ২০ ॥

\* বিত্তো ইতি বা পাঠঃ ।

\* দুঃখায় নরকার চ । ইতি বা পাঠঃ ।

তস্য স্তম্ভবুরঙ্গি লোচনান্দুঃখজানি চ ।

বেপথুশ্চ শরীরেহভূদ্যানিঃ প্রাপ মনস্তথা ॥ ২২ ॥

শোচন্তুং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্ ।

উবাচ পিতরং ব্যাসং বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২৩ ॥

অহো ! মায়াবলঞ্চোগ্রং যমোহয়তি পণ্ডিতম্ ।

বেদান্তস্য চ কর্তারং সর্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥

ন জানে কা চ সা ময়া কিংস্বিৎ সাহতীবছুক্ষরা ।

যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীম্মতম্ ॥ ২৫ ॥

পুরাণানাঞ্চ বস্তা চ নির্মাতা ভারতস্য চ ।

বিভাগকর্ত্তী বেদানাং সোহপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥

স্তেনশ্চোরঃ ॥১৯—২১॥ অঙ্গি নেক্রজলানি । বেপথুঃ কল্পঃ ॥২২—২৩॥ বেদসম্মিতং বেদবৎ-  
প্রমাণবাক্যম্ ॥ ২৪ ॥ কা চ সতি । কাপ্যানির্লচনীয়েত্যর্থঃ । কিংস্বিদিতি বিতর্কে । ছুক্ষরা

হৃত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের এইরূপ সংসার বৈরাগ্যজনক  
বাক্য শ্রবণে গভীর চিন্তাসাগরে মিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি করি কি ! পুত্রের  
যে প্রকার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবর্তিত করা যে,  
হুঃসাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥ ঋষিগণ ! রহস্যের কথা অধিক  
আর কি বলিব আমার শুকদেব মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের সেই বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে  
ভাবিতে হুঃখে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন, যে, সেই সময় তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে  
অনর্গল অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ; বস্তত তৎকালে তাঁহার অন্তরে এতদূর গ্লানি  
উপস্থিত হইল যে, তিনি কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ভরে  
মুহমুহ তাঁহার দেহঘটি কাঁপিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

শুকদেব হুঃখসাগরে ভাসমান পিতা বেদব্যাসকে নিতান্ত দীনভাবে শোক করিতে  
দেখিয়া বিশ্বম্বিস্ফারিত-লোচনে বলিতে লাগিলেন । একি ! ইহ জগতীভলে বাঁহার  
উপদেশ লোকে বেদবাক্যের ভ্রায় প্রমাণ করিয়া থাকে, যিনি বেদান্তদর্শনের প্রণেতা  
সেই সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ বেদব্যাসকেও মারা আসিয়া মোহিত করিল ॥ ২৩—২৪ ॥  
অহো ! মায়ার কি উৎকট প্রভাব !! সেই মারা যখন বুদ্ধবিদ্যাশিশারদ সত্যবতীনন্দন  
বেদব্যাসকেও মোহিত করিল, তখন সেই মারা যে কিরূপ অনির্লচনীয়া তাহা কিছুই  
জানিতে পারিলাম না এবং সেই হুঃসাহাধ্য মারাকে কি উপায়ে যে, স্বায়ত্ত করিতে  
পারি। যায় তাহা বহু তর্কের দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥ অহো কি  
আশ্চর্য্য ! যিনি সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের বস্তা যিনি মহাত্মারতের প্রণেতা অধিক কি বেদ-  
চূড়ায়ের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া এই বিশ্বসংসারে বিজ্ঞত ; তিনিও ঘোরতর মোহজালে নিবদ্ধ

তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীংশ্চ কথাহংৈষাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭ ॥  
 কোহপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহতি মায়য়া ।  
 যম্মোহং গমিতাঃ পূৰ্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥  
 অহো ! বলমহো বীর্যং দেব্যা খলু বিনিশ্চিতম্ ।  
 মায়্যৈব বশং নীতং সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥  
 বিষ্ণুংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জ্ঞাঃ ।  
 সোহপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগ্য়থা ॥ ৩০ ॥  
 অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা ।  
 অহো ! মায়াবলকৈতদুন্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥  
 কোহয়ং কোহং কথঞ্চেহ কীদৃশোহয়ং ভ্রমঃ কিল ।  
 পঞ্চভুতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রৈতি বাসনা ॥ ৩২ ॥

ছন্দঃসংসারার্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ ব্যাসশাস্ত্রার্থং দেবীং প্রার্থয়তি তাং যাদীতি । অন্তর্ধ্যামি-  
 রূপিনীমিতার্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ ঈশ্বরো বিষ্ণুঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ কোহয়মিতি । অয়ং ব্যাসো মম কঃ ন  
 কোহপি তথাহং শুক এতত্ত্ব কঃ ন কোহপ্যাণ্যপি কীদৃশোহয়ং ভ্রম এতত্ত্ব মম গৃহস্থশ্রমণ

হইলেন !! পরন্তু, সেই মায়া যখন, ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরকেও স্বীয় প্রভাবে বিমোহিত করিয়া  
 রাখিয়াছেন, তখন, অস্ত্রের পক্ষে যে কিরূপ ঘটবে তাহা ত বিলক্ষণই অনুভূত হইতেছে;  
 অতএব যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাসারন্ধ্রে, বিদ্ধ বলীবর্দের স্থায় নিরন্তর স্বেচ্ছামত  
 পরিচালন করিতেছেন, আমি সেই দেবী মহামায়ার শরণাগত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই  
 অপরিমেয়প্রভাবা দেবী মায়া পূৰ্বে যখন, ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন,  
 তখন, এই সংসারমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সে মায়া বিমোহিত হয় না? সেই  
 চৈতন্তরূপিণী ভগবতী মায়াশক্তির কি অনির্কচনীয় বলবীৰ্য্যেরই স্তুতি করিয়াছেন। কি  
 আশ্চর্য্য! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পূৰ্বে সেই সৰ্ব্ব জীবের নিগ্রহামুগ্রহ সমর্থ সৰ্ব্বৈশ্বর্য্য  
 শক্তিমান সৰ্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুও মায়ার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; (তবে আর অপরের  
 কথা কি বলিব) ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহার সাক্ষী, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা সকলেই এইরূপ  
 বলিয়া থাকেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণু অংশে আবিস্কৃত; কিন্তু, তিনিও ভগ্নতরী  
 বণিকের স্থায় ঘোরতর অজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইতেছেন; কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে ইনিও  
 প্রাকৃত মনুষ্যের স্থায় অভিকৃত হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছেন!! বৃথালাগ,  
 সেই মায়ার অসীমপ্রভাবের নিকট পরম জ্ঞানী পুরুষেরও পরিভ্রাণ নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ এই  
 জগৎপানে এই এক কি প্রকার আশ্চর্য্যজনক দ্রাব্ধি দেখ, উনি কে আর আমি কে, তাহার

বলিষ্ঠা থলু মায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী ।

যয়াহভিভূতঃ কৃষ্ণোহপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

তাং নত্বা মনসা দেবীং সৰ্ব্বকারণকারণাম্ ।

জননীং সৰ্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাস্তথেশ্বরীম্ ॥ ৩৪ ॥

পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ।

অরণীসম্ভবো ব্যাসং হেতুমদ্বচনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

পারার্শর্য্য ! মহাভাগ ! সৰ্ব্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্ ।

কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্ ! যথাহজ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৬ ॥

অদ্যাহং তব পুত্রোহস্মি ন জানে পূৰ্ব্বজন্মনি ।

কোহহং কস্ত্বং মহাভাগ ! বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

কল্যাণং ভবতি । কথং চেহ পঞ্চভূতায়কে মে দেহে পিতাপুত্র ইত্যেবংরূপা বাসনা  
আশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনীতি । কথমিতি শেষঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

স্থিরতা নাই, অথচ এই পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে ইনি পিতা আমি পুত্র এইরূপ নিরর্থক  
বাসনা উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ দ্বিজকুলচূড়ামণি ভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়নও যখন মোহে  
অভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন, জানিলাম যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী মায়ী  
মহামায়াবীদিগেরও মোহজননী ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

হত কহিলেন, ঋষিগণ ! তদনন্তর অরণীর্ভসম্ভাত মহাত্মা শুকদেব সেই দেবাদিদেব  
ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্ত্রী সৰ্বদেবজননী সমস্ত কারণকূটের ও কারণীভূতা দেবী মহামায়াকে  
মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই শোকসাগরে ভাসমান দীনতাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে  
স্বয়ং কল্যাণকর হেতুগর্ভপূর্ণ বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥

পিতঃ ! আপনি ঋষিপ্রবর মহাত্মা পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজেও  
নন্ত তপোরাশিপ্রভাবে অপরাপর ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন ; বস্তুত  
আপনি সৰ্ব্বজীবের নিগ্রহে বা অহুগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রাকৃত মূৰ্খ মনুষ্যের ন্যায় শোক  
করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৬ ॥ হে মহাভাগ ! (আমি বাহা বলি একবার বিচার করিয়া দেখুন,)  
যাবার আমি আপনার পুত্র হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূৰ্ব্বজন্মে আপনি কে আর আমিই বা  
কি ছিলাম তাহার কিছুই স্থিরতা নাই অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ইহা কিছুই  
হে, কেবল সেই কুটস্থ চৈতন্তস্বরূপ পরমাশ্রিতে অনাদি সংসারবাসনা প্রবাহময়ী  
বিদ্যাপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু বা পিতা পুত্র ও কলজাদিরূপ জ্ঞাতীর আরোপ মাত্র । পিতঃ !  
আপনি পরম তত্ত্বজ্ঞ স্মৃতরাঃ আপনাকে প্রবোধিত করিতে বাওয়া কেবল বাচলতামাত্র ।



কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিবাদে মনঃ কৃথাঃ ।  
 মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে ! ॥ ৩৮ ॥  
 ক্ষুধানিবৃত্তিৰ্ভক্ষ্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি ।  
 পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্মজেক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 ভ্রাণং স্মৃথং স্মৃগক্ষেন কর্ণজং শ্রবণেন চ ।  
 স্ত্রীস্মৃথং তু স্ত্রিয়া নুনং পুত্রোহহং কিঙ্করোমি তে ॥ ৪০ ॥  
 অজীগর্তেন পুত্রোহপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে ।  
 পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মৌল্যেন সর্বথা ॥ ৪১ ॥  
 স্থানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাং স্মৃথসমুচ্চয়ঃ ।  
 ধনমর্জ্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোহহং কিং করোম্যহম্ ॥ ৪২ ॥

পুত্রোহহং কিংকরোগীতি । মনোপযোগঃ ক ইত্যর্থঃ । নমু পিতুঃ পরলোকক্রিয়ার্থং পুত্রো-  
 হপেক্ষিত ইতি চেৎ । তদ্বচনস্ত কৰ্ম্মশ্রদ্ধাজাড্যাভিপ্রায়কবাৎ । অতএব ব্রহ্মচর্যাৎ  
 প্রতজ্জৈদতি সন্ন্যাসো ব্রহ্মচারিণামুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ অজীগর্তেন . ব্রাহ্মণেনাতএব  
 স্পুত্রো এবাং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রায় পশুখং সমর্পিত ইত্যাহ অজীগর্তেনেতি । তস্মাদ্ধ্যমেব

আপনি আর একরূপ বিষয় হইবেন না ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; অধিক কি বলিব,  
 আপনি অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হউন ; বাস্তবিক এই সমস্ত মিথ্যা মনঃক্লিষ্ট  
 সংসারকে মোহবাণ্ডুরায় জানিয়া অশেষ ক্লেশজনক শোককে অন্তঃকরণ হইতে দূর  
 করিয়া দিন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ দেখুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য না খাইয়া যদি কেবল পুত্রমুখ  
 সন্দর্শন করে তাহাতে কি তাহার কখন ক্ষুধা শাস্তি হইতে পারে ? না জল পিপাস  
 জলপান না করিয়া কেবল পুত্রমুখালোকনমাত্রে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে ? (বস্তুত  
 এতলে যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা শাস্তির নিমিত্ত অন্ন এবং জলেরই প্রয়োজন সেইরূপ ভব  
 ক্ষুধাদি নিবারণের নিমিত্ত একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজনীয় পুত্রকলত্রাদি নহে) ॥ ৩৯ ॥  
 আরও দেখুন, এই সংসারে এইরূপ নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে একের দ্বারা কদাচ অস্ত্রের  
 কর্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না তাহার সাক্ষী, স্মৃগক্ষ পাইলেই ভ্রাগেন্দ্রিয় স্থাহুভব  
 করিয়া থাকে আর মধুরবাক্য বা সঙ্গীতবাক্য শুনিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্মৃথ ; সেইরূপ রমণী-  
 সন্তোগ জন্য স্মৃথ স্ত্রীসংযোগেই হইয়া থাকে অপর দ্রব্যে নহে ; অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা কদাচ  
 এ সকল স্মৃথ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ; অতএব, যদি সংসারের এইরূপ অলভ্য গতি  
 নিশ্চিত হইল, তবে পুত্র হইয়া আমি আপনার কি স্মৃথের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব ?  
 আপনি স্থির জানিবেন ইহ সংসারে নিজের মঙ্গল বা স্মৃথের মূল আপনি পুত্রাদি নহে ।  
 এ বিষয়ে আর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, যে সময় মহীপাল হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত  
 নরপশু ক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন, স্মৃদরিষ্ট দ্বিত্ব অজীগর্ত

মাং প্রবোধয় বুদ্ধা স্বং দৈবজ্ঞোহসি মহামতে ! ।

বথা মুচ্যেয়মত্যন্তং গৰ্ভবাসভয়াশ্বিনে ! ॥ ৪৩ ॥

দুর্লভং মানুষং জন্ম কৰ্ম্মভূমাবিহানঘ ! ।

তত্রাপি ব্রাহ্মণস্বং বৈ দুর্লভঞ্চোত্তমে কূলে ॥ ৪৪ ॥

বন্ধোহহমিতি মে বুদ্ধিনাপসপতি চিন্ততঃ ।

সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বুদ্ধগামিনী ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তস্ত তদা ব্যাসঃ পুঞ্জগামিতবুদ্ধিনা ।

প্রত्यूবাচ শুকং শান্তং চতুর্থাত্মমমানসম্ ॥ ৪৬ ॥

সুখদং ন পুত্রাদিকমিতার্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমঙ্ক্রে বক্ষ্যমাণাহন্তি ॥৪১—৪২॥ দৈবজ্ঞ ইতি ।  
দৈবজ্ঞ হুঙ্কৃত্যং হুঙ্কৃত্য ইত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥ বুদ্ধগামিনী বুদ্ধাশ্রয়িণীপীয়াঃ মতিরিত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৬॥

প্রভূত অর্থশির পরিবর্তে অবলীলাক্রমে নিজ ঔরসপুত্র গুণশেক্ষকে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়া-  
ছিলেন ॥৪০—৪১॥ পিতঃ ! ধনই সমস্ত ঐহিক সুখের মূল, কেন না ধন হইতেই সমস্ত সুখের  
উৎপত্তি ; অতএব যদি আপনার সাংসারিক সুখসম্বোগে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে  
ধনোপার্জনে বহুপরায়ণ হউন । আমি যদিচ আপনার পুত্র বটে, কিন্তু, আমার এই সংসার-  
মধ্যে একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন প্রকার সুখসম্বোগে স্পৃহা নাই ; সুতরাং  
আমি হইতে আপনার কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই । হে মহাশয় ! আপনি সুদীর্ঘকাল-  
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা এই সমস্ত আধ্যাত্মিকাদি স্মৃণ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া-  
ছেন, অতএব আমি যাহাতে এই ঘোর যাতনায় গৰ্ভকারাবাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ  
হই, আপনি রূপা করিয়া তাদৃশ তত্ত্ববোধ প্রদানে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া  
দিন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতঃ ! তপোজ্ঞানপ্রভাবে আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে  
সুতরাং কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; দেখুন, এই কৰ্ম্মক্ষেত্র ভুলোকে  
আসিয়া জীব বহু শ্রুতিফলেই দুর্লভ মহাযজ্ঞ জন্ম লাভ করে তাহাতে আবার যদি উত্তম  
ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হয়, তাহা যে, কতদূর পুণ্যাশির ফল, তাহা আর কি বলিব ! (দৈবজ্ঞ-  
এহে আমি সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলায় হারাইব ।) হে পিতঃ ! অধিক আর  
কি বলিব, যদিচ আমি যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাহুষ্ঠানপূর্ব্বক স্তুতিকাল জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু-  
দিগের নিকট ভূরি ভূরি উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি, আমি সংসারপাশবদ্ধ অদ্যাপি  
ব্রহ্ম হইতে পারি নাই, এইরূপ সংসারবাসনা জালজড়িত ঘোরতর অবিদ্যাতিমিরাবৃত  
জন্তুমোমরী বুদ্ধিবৃত্তি চিন্ত হইতে কোন প্রকারেই তিরোহিত হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ভগবান্ কৃষ্ণদৈবপায়ন পুঞ্জের এইরূপ কথা শুনিয়া যখন,  
বৈলকণ বৃত্তিতে পারিলেন, যে, প্রশান্তস্বভাব অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন শুকদেব চতুর্থাত্মম

ব্যাস উবাচ ।

পঠ পুত্র ! মহাভাগ ! ময়া ভাগবতং কৃতম্ ।

শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥

কৃদ্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ।

সর্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্ ॥ ৪৮ ॥

সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রাণে জায়তে ।

যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ স্বং মহামতে ! ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থাশ্রমযোগ্যস্ত শুকপুত্রস্তৈত্তত্তাগবতোপদেশাদন্যৌহপি যো বিরক্তঃ পুত্রসদৃশঃ প্রিয়শ্চ  
তন্মা এবৈতত্তাগবতং বক্তব্যং নান্তন্মা ইতি স্থচিতম্ ॥ ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ভূষণং  
মুখ্যং সাম্যাবস্থাম্যোপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদেতস্ত সর্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং যুক্তমেব ॥ অত্য়ু-  
পাধিকব্রহ্মসংস্থাদিগুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিকপ্রতিপাদকত্বায় মুখ্যত্বমিতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানমিতি । যেন শ্রুতমাত্রাণে সৎ ব্রহ্ম জগদসদেতয়োঃ সদসতো-  
ব্রহ্মজগতোঃ সত্বেনাসত্বেন চ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

(সন্ন্যাস) গ্রহণেই একান্তচিত্ত হইয়াছেন; তখন, স্তমধুরবাক্যে সন্তোষনপূর্বক বলিলেন,  
পুত্র ! তোমার মহীয়সী বুদ্ধি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের অধিকারিণী হইয়াছে; অতএব  
এক্ষণে, আমি যে, বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, কিয়ৎকাল তাহাই অধ্যয়ন  
কর । ঐ গ্রন্থ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অস্ত্র নিত্যস্ত বিস্তীর্ণ নহে অথচ উৎকৃষ্ট  
পরম পদাতিলাষী সংসারমুমুক্ষু জীবের পরম কল্যাণসাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
এই পুরাণটিতে দ্বাদশটি স্বক্ক সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পূর্বাচাৰ্য্যগণ পুরাণের সর্গ প্রতি-  
সর্গাদি যে পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে তাহারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই ।  
রে বৎস ! যদিচ সমস্ত পুরাণগুলির আমিই রচয়িতা বটে, কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে এইটাই  
মুখ্যতম; তাহার কারণ এই যে, অপরাপর পুরাণে কেবল সাম্যাবস্থার মাত্রাশক্তি জন্ত  
সম্বাদি এক একটা গুণোপাধিবিশিষ্ট হরিহর প্রভৃতিরই প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু,  
এই গানিতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাম্যোপহিত পরম ব্রহ্মচৈতন্তই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং  
সর্বাপেক্ষা এই ভাগবত পুরাণটাই আমার পরম আদরণীয় বস্তু ॥ ৪৮ ॥ পুত্র ! তোমার  
বুদ্ধিও যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগিনী, সেইরূপ আমার এই ভাগবতটীও  
অসাধারণ গুণসম্পন্ন; ইহা শ্রবণমাত্র কোন্ বস্তু সং আর কোন্ বস্তু অসং অর্থাৎ  
মিথ্যা মায়াময় এই জগৎ যে অনিত্য আর একমাত্র ব্রহ্মই যে নিত্য বস্তু তদ্বিবয়ক জ্ঞান  
(শাস্ত্র জন্ত পরোক্ষ বোধ) এবং ঐ সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ যত অনুশীলিত হইতে থাকিবে  
তত পরিমাণে বিজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হইবে ফলকথা এই অচিরকাল মধ্যে মন  
বিশোধিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হইবে; অতএব তুমি অবহিতচিত্তে এই  
ভাগবত নামক পুর্বাণটি অধ্যয়ন কর ॥ ৪৯ ॥

বটপত্রেশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে ।

কেনাস্মি বালভাবেন নিৰ্ম্মিতোহহং চিদান্মনা ॥ ৫০ ॥

কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্ ।

ইত্যেবং চিন্ত্যমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১ ॥

শ্লোকোদ্ধেদ তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাখিলার্থদম্ ।

সর্বং খল্বিদমেবাহং নাত্তদন্তি সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥

ইদং ভাগবতং কেন কস্মা উপদিষ্টমিতি চেত্তজ্রাহ বটপত্র ইতি । কথঞ্চুতায় কেন কারণ-  
নাহং বালভাবেন স্থিতো'স্মি কিঞ্চ কেনচিদান্মনা কেন চেতনেন পুরুষেণাহং নিৰ্ম্মিতো'স্মি ॥ ৫০ ॥  
কিমর্থং কস্মৈ প্রয়োজনায় চ নিৰ্ম্মিতো'স্মি কেন দ্রব্যেণ পৃথিব্যাগ্নিদ্রব্যামধ্যে কেন দ্রব্যেণাহং  
নিৰ্ম্মিতো'স্মি । কিঞ্চৈদমখিলং সৰ্বমহং কথং জানামি জ্ঞাত্বানীত্যেবং প্রকারেণ চিন্তয়তে  
ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ এতৎসৰ্ব্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সৰ্ব্বার্থদং বাক্যং ভগবত্যা শ্লোকোদ্ধেদ প্রোক্তম্ ।  
কিন্তুং । সৰ্বং খলু ইদং জগদহমেব সনাতনমস্মি । বাধ্যায় সামান্যধিকরণেণ সৰ্বং দৃশ্য-  
মাত্রং মিথ্যারূপং নাस्ति । কিন্তু অহং সনাতনব্রহ্মরূপা কালত্রয়াবধা সচ্চিদানন্দরূপিণ্যহ-  
মেবাস্মি অনেন বাক্যেন সৰ্বং ঐবদং বুদ্ধেতি বাক্যস্তার্থ উক্তঃ । নহু মিথ্যাজগতো ভাবে-  
হপি চেতনাস্তরসম্ভাবনা স্তাৎ তদর্থং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যর্থমুপদিশতি । নাত্তদন্তি-  
সনাতনমিতি মতোহত্য়স্তিৎসং সনাতনং দ্বিতীয়ং চেতনমপি নাस्ति তথাচ সৰ্বদৃশ্যনিষেধেন  
চেতনাস্তরনিষেধেন চৈকমেবাদ্বিতীয়ং বুদ্ধেতি মহাবাক্যার্থ উপদিষ্টো ভবতি । তেন চ  
তয়া যদ্ব্যক্তিভূতং তত্ত সৰ্ব্বমহং কারণং সচ্চিদানন্দরূপিণ্যদ্বিতীয়ানিৰ্কটনীয়শক্তিমত্যহমেব  
ভগবত্যন্তীত্বাপদিষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

(বৎস ! ঈদৃশ পরম মঙ্গলময় ভাগবত পূর্বে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল এবং কি  
প্রকারেই বা আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, এ সকল বিষয়ে যদি তোমার সংশয় উপস্থিত  
হইয়া থাকে তাহা হইলে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।)

রে বৎস ! কল্পান্তসময়ে, মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই একাধিবহু বটপত্রোপরি শয়ান  
থাকিয়া ভাবিলেন, কোন্ চিদানন্দময় অনিৰ্কটনীয় বস্তু আমাকে এপ্রকার ক্ষুদ্র বালকরূপে  
সৃষ্ট করিল এবং কোন উপাদানে কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা আমার এই শিশুশরীর  
নিৰ্ম্মিত হইল ? কিরূপেই বা আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইব ? শরণাগত  
ভরুগণের মুক্তিপাতা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ  
হইতে সেই সৰ্ব্বচেতন্তরূপিণী আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী “হে শিশুরূপিন্ ! বিষ্ণো ! কল্পারম্ভে  
যাহা অনন্ত ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয়সময়ে যে সমস্ত অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে  
প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত একমাত্র আমিই জানিবে আমি ব্যতীত আর  
চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই । ফলতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য  
একমাত্র অশেষ বস্তু আমিই জানিবে শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্ট বস্তুজাত আমি হইতে অতিরিক্ত  
কিছুই নাই ।” এইরূপ শ্লোকোদ্ধেদভাগ উচ্চারণদ্বারা তাঁহার জিজ্ঞাস্তা নিবিল অর্থই বোধ  
করাইয়া দিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

তদ্বচো বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনস্তপি ।  
 কেনোক্তা বাগিয়ং সত্য্য চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৩ ॥  
 কথং বেদ্বি প্রবক্তারং স্ত্রীপুংসৌ বা নপুংসকম্ ।  
 ইতি চিন্তাপ্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি ॥ ৫৪ ॥  
 পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারন্তু স্মিন্নেবাস্তচেতসা ।  
 বটপত্রে শয়ানঃ সম্ভূচ্চিন্তা সমস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তদা শাস্তা ভগবতী\* প্রাহুরাস চতুভূজা ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মবরায়ুধধরা শিবা ॥ ৫৬ ॥  
 দিব্যাস্ত্রধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা ।  
 সংযুতা সদৃশীভিশ্চ সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 প্রাহুৰ্ভুব তস্মাগ্রে বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।  
 মন্দহাস্তং প্রযুঞ্জান্না মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা ॥ ৫৮ ॥

তদ্বচ ইতি । সংবিজ্ঞাতং বিধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ভাগবতমর্কশ্লোকরূপং তদ্বৃত্তং হৃদি তদ্বৃত্ত  
 জপং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অন্তচেতসা স্থাপিতচেতসা ॥ ৫৫ ॥ (তদা শাস্তেতি । সপরিবারায়  
 দেব্যাস্ত্রাং কালিকরূপং বর্ণয়তি । ধৃতশঙ্খচক্রাদিভির্ভূজচতুষ্টয়রূপশোভিতা স্ববিভূতিভিঃ  
 প্রকাশিতায়ৈশ্বর্যাস্বরূপাভিঃ সদৃশীভিঃ সমানরূপবয়স্কভিঃ সহচরীভিরিতি ভাবঃ । এবম্ভূতা

তদনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু সেই প্রলয়কালীন উপদিষ্ট বাক্যার্থগুলি দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ  
 করিলেন ; পরন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, কে আমাকে এরূপ অমৃতময়  
 শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া উপদেশ করিল ? এই অদ্বুত উপদেশবক্তা স্ত্রীজাতি না পুরুষ অথবা স্ত্রী-  
 পুরুষাতিরিক্ত কোন অনির্ভূতনীয় পদার্থ ? হায় ! কি প্রকারেই বা আমি তাঁহাকে জানিতে  
 পারিব !! তিনি স্বদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু,  
 শ্লোকের দুইটা চরণ বিস্তৃত না হইয়া হৃদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হই-  
 লেন ; অধিক কি বলিব, তৎকালে তিনি সেই বটপত্রে শয়ান থাকিয়াই বীজাকর মন্ত্রের  
 ন্যায় শ্লোকার্দ্ধ ভাগটী বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্বক ক্রমে  
 সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তখন, সেই সর্বমঙ্গলস্বরূপিনী শুণা-  
 তীতা দেবী ভগবতী বিগুপ্ত সৰ্বগুরূপ উপাধি স্বীকারপূর্বক অলৌকিক বস্ত্রাঙ্গকারে  
 পরিশোভিত হইয়া নিকম্প চারিটা হস্তে গদাচক্রাদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল এবং জ্ঞানময় শঙ্খ ও  
 বিশ্বের বীজভূত হ্রদ্যক পদ্ম ধারণ করত নিজ বিভূতিস্বরূপ আশ্চর্য্য সখীগণ সমভিব্যাহারে

সূত উবাচ ।

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ ।  
 বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাধারাং মনোরগাম্ ॥ ৫৯ ॥  
 রতিভূতিস্তথাবুদ্ধিমতিঃ কীৰ্ত্তিঃ স্মৃতিধ্বতিঃ ।  
 শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ ॥ ৬০ ॥  
 ভূষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রমা লজ্জা জ্জ্ঞান তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ ।  
 সংস্থিতাঃ সর্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১ ॥  
 বরায়ুধধরাঃ সৰ্ব্বা নানাভূষণভূষিতাঃ ।  
 মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ ॥ ৬২ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নৈকার্ণবে জলে ।  
 বিস্ময়াবিক্টহৃদয়ঃ সমুভূব জনার্দনঃ ॥ ৬৩ ॥  
 চিন্তয়ামাস সৰ্ব্বায়া দৃষ্টমায়োতিবিস্মিতঃ ।  
 কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সৰ্ব্বাঃ কুতোহহং বটতল্লগঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবী মহালক্ষ্মীরিত্যাখ্যায় প্রসিদ্ধা । ঈষদ্ব্যস্তং কুর্ষতী অমেয়তেজসো বিষ্ণোঃ সমুখভাগে  
 প্রাচুর্ভাবাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

তাং তথেষি । তাং তাদৃশীং পূৰ্ববর্ণিতাং তস্মিন্ প্রলয়বারিধিসলিলে নিরাধারাং নিরা-  
 লব্ধাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবেতি বোধ্যম্ ॥ ৫৯ ॥ ইদানীং রতিরিত্যারভ্য দেবীসঙ্গিনী-  
 শক্তীনাং নামানি নির্দ্যায়তি রতিভূতিরिति ॥ ৬০—৬২ ॥ তাং লক্ষ্মীং তাশ্চ পরিবার-

প্রশান্তভাবে জগন্ননোক্ত বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে মহালক্ষ্মীরূপে অমিত-  
 তেজা বিষ্ণুর সম্মুখে আসিয়া প্রাচুর্য হইলেন ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কমললোচন ভগবান্ জনার্দন, সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই  
 মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রলয় বারিধির ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ সলিলোপরি  
 নিয়ালব্ধনে বিরাজমানা দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ রতি, ভূতি, বুদ্ধি,  
 মতি, কীৰ্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, ভূষ্টি, পুষ্টি, ক্রমা,  
 লজ্জা, জ্জ্ঞান ও তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল দিব্য মন্দারমালা ও মুক্তাহার এবং যথাযোগ্য  
 বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া হস্তে নানাবিধ স্তমহৎ দিব্যাস্ত্র নিচয় ধারণ পূৰ্ব্বক সেই  
 মহাদেবীর উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬০—৬২ ॥ মহর্ষিগণ ! ভগবান্  
 বিষ্ণু একাৰ্ণব নীরে তাদৃশ সৰ্ব্ব শোভার আধারভূমি সেই মহাদেবী এবং ততুল্য শোভাময়ী  
 তাঁহার পার্শ্বে দেশস্থ সহচরীবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া যে নিত্যস্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন,  
 তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সেই সৰ্ব্বাস্ত্রায়া ভগবান্ তাদৃশ অদ্ভুত মায়ায় ব্যাপার সন্দর্শনে

অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে অগ্রোধঃ কথমুখিতঃ ।

কেনাহং স্থাপিতোহস্ম্যত্র শিশুং কৃষ্ণা শুভাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥

মমেয়ং জননী নো বা ময়া বা কাপি দুর্ঘটা ।

দর্শনং কেন চিত্তদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥

কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গন্তব্যং বা ন বা কচিৎ ।

মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতদ্রুতিঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকবৈরাগ্যকথনং হরয়ে ভগবত্পাদেশো নাম চ

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শকীশ্চ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ দেবীং দৃশ্যমানামুৎপ্রেক্ষতে মমেরং জননীতি । দর্শনং কেনচিদिति । কেনচিদনির্লচনীয়েন দেবতাবিশেষণ বা কেনাপি হেতুনা কারণেন দর্শনমদ্য দত্তং বা । অত্র নিশ্চয়াভাবে কিং বা ময়া বক্তব্যম্ । কচিৎবা দেশে ময়া গন্তব্যং ন বা গন্তব্যমিতি কিমপ্যহং ন জানে কেবলং বালভাবাদতদ্রুতিমৌনমাস্থ্যাদিত্যতিষ্ঠেয়মিত্যেবং ময়ান্মনসময়ে কৰ্ত্তব্যং নাশ্চদिति ভাবঃ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আচ্ছা, এই কল্লাস্ত সময়ে ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল একার্ণব মধ্যে এই সকল নিরুপম সুন্দরী রমণীগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ? আর আমিই বা কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি ? বস্ত্রত কে আমার সুন্দরাকৃতি শিশুরূপে নির্মাণ করিয়া এস্থলে সংস্থাপিত করিল, বিশেষতঃ এই অগাধ গভীর প্রলয় সাগর মধ্যে বট বৃক্ষই বা কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল ? তবে কি ইনি দুর্ঘট ঘটনা পটায়সী কোন প্রকার ময়া ? না ইনি আমার জননী ? অথবা অন্য কোন অনির্লচনীয়ে দেবতা কোন কারণ বশত আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন ? এক্ষণে আমার এস্থল হইতে কোন স্থানান্তরে যাইতে হইবে কি না এই স্থলেই থাকিতে হইবে ? যখন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তখন সহসা আর কি বলিব ? স্তরায় এই বালক রূপেই মৌনাবলম্বন পূর্বক সাবধানে স্থির হইয়া এই স্থলেই অবস্থান করি!! ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকবৈরাগ্য কথন এবং হরির প্রতি ভগবতীর উপদেশ

নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।



ব্যাস উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে ।  
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো ! কিং বিস্মিতো হসি ॥ ১ ॥  
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা ।  
প্রভবে প্রলয়ে জ্ঞাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥  
নিগুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্ত্বং তথাপ্যহম্ ।  
সাদ্বিকী ফিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩ ॥

একশষ্টলোকবর্ধোদ্দেবীভাষণপূর্বকম্ ।

উপদ্বিষ্টং শুকাগ্নৈতং পুরাণমিতি চোচ্যতে ॥

কিং বিস্মিতোহসীতি । যদাহং নবীনা স্বদপরিচিতা দেবী বা মায়া বা শ্রাম্ । তদা তব  
বিস্ময়ো যুক্তো নচ তথাশ্চি কিন্তু তবৈব শক্তিরস্মীতিভাবঃ ॥ ১ ॥ নহু তর্হি ময়া কূতো ন  
স্বর্ঘ্যতে ইতি চেত্তব্রাহ মহাশক্ত্যা ইতি । মহাশক্তির্মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী তস্তাঃ প্রভাবেণা-  
বরণরূপেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ অতো মাং ন স্মরসি । নহু মমাংধুনৈব জন্ম তথাচ তব মম চ  
সম্বন্ধো নৈব কদাপি জাতস্ততঃ কথমুচ্যতে বিস্মৃতবানসীতি চেত্তব্রাহ পুরেতি । পুরা পূর্বে  
প্রভবে সৃষ্টৌ তথা পূর্বে প্রলয়ে জ্ঞাতে ত্বং পুনঃপুনভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্যোৎপদ্য তিষ্ঠসীতি-  
শেষঃ । তথাচ তস্মিন্শাস্ত্রজ্ঞানগ্রহং তচ্ছক্তিরভবং তাং মাং ন জানাসীত্যতো বিস্মৃতবানি-  
ত্যুক্তং সতামেবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥ নহু কা সা মহাশক্তিস্তব্রাহ নিগুণেতি । সাম্যাবস্থা-  
পাদিকেত্যাঃ । তত্ৰাহং কস্তব্রাহ সগুণস্বমিতি । তর্হি ত্বং কাসি তব্রাহ তথাপ্যাহমিতি ।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস শুক ! (তাহার পর যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের সঙ্ঘটন হইয়া-  
ছিল সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।) সেই দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দিব্যরূপী বালক  
বিশুকে বিস্মিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বিষ্ণো ! তুমি কি জন্ত একরূপ  
বিস্ময়াপন্ন হইতেছ ? দেখ, পূর্বে এই জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় অনাদি কাল হইতে কত  
কোটিবার যে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এবং সেই সেই সময়ে তুমি যখন যেরূপে জন্ম  
গ্রহণ করিয়াছ আমিও তোমার সহিত তখনই আসিয়া সংমিলিত হইয়াছি, চিরকালই বারং-  
বার এইরূপ সঙ্ঘটনা হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু এক্ষণে তুমি সেই মহামায়া শবলিত পর-  
ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির আবরণ শক্তি প্রভাবে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ এই জন্তই আমায়  
চিনিতে পারিতেছ না । সেই পরম চৈতন্ত্বরূপা পরা শক্তি সমস্ত মায়াগুণের অতীত ;  
কিন্তু তুমি বা আমি আমরা উভয়েই সগুণ । অধিক আর কি পরিচয় দিব এই বিশ্ব সংসার  
যাহাকে শিশুদ্ধ সাদ্বিকী শক্তি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে সে আমিই ; অধিক আর কি



ত্বম্ভিকমলাদুব্রুহ্ম ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ ।

স কৰ্তা সৰ্বলোকস্য রজোগুণসমস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

স তদা তপ আস্থায় প্রাপ্য শক্তিমমুত্তমাম্ ।

রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগজ্জয়ম্ ॥ ৫ ॥

স গুণান্ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ ।

ইন্দ্রিয়াগ্নিদ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূৰ্ব্বান্ সমস্ততঃ ॥ ৬ ॥

করিষ্যতি ততঃ সৰ্গং তেন কৰ্তা স উচ্যতে ।

বিশ্বশাস্ত্র মহাভাগ ! ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭ ॥

যথা ত্বং সগুণস্তথৈবাহং সগুণান্নীত্যর্থঃ । তব কোহদৌ গুণস্তত্রীহ সাধিকীতি । সাধিকী পরাশক্তিত্বাং মামিকাং মৎসহধিনীং বিদ্ধি সহগুণায়িকাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কিমর্থমুৎপাদিতোন্মীত্যন্তোত্তরমাহ ত্বম্ভীতি ॥ ৪—৫ ॥

সগুণান্ গুণসহিতান্ পঞ্চভূতানিত্যর্থঃ । পুংলিঙ্গমার্যম্ ॥ ৬ ॥ (করিষ্যতীতি) । ততঃ ভূতেজ্জিহাদীহ্মৎপাদ্য তান্তেব সৰ্বাণি সৃষ্ট্যপকরণভূতাত্মাদায় মূলপ্রকৃতিসম্বৃত্তোপাদান-রূপাণি সংগৃহেতিবাৎ । অস্ত্য বিষ্তোতি প্রত্যক্ষবলিদেধেন গুণপর্যায়প্রবাহরূপস্ত জগতঃ প্রলয়েহপি সত্তাপ্রতিযোগিতাহভাবং দর্শয়মুপদিশতি । অর্থমর্থঃ বিধৌ ! ইদানীং যদিদং প্রকৃতিমূলকং বিশ্বং জগৎ কল্লাস্তবোরনিশামাসাদ্য মুদিতপ্রায়সরোরুহনিব বৰ্ত্ততে তদেতৎ-সৰ্বং উদ্যচ্চেতন্ত্বনভাসদর্শনমাত্রেণ “সোহিকাময়ত বহুতাম্ প্রজায়ের” ইতিপ্রতিগীত মায়-শবলিত সৃষ্ট্যমুখপুরুষকটাক্ষপাতমাত্রেণেতি তাত্পর্যার্থঃ । বিকাশত্বং যান্তিতি । এতদেব-ক্ষুটীকরণাদ্যাহ স অচিরান্নাভিকমলভবিষ্যন্ রজোমযো ব্রুহ্মাখ্যপুরুষঃ যতঃ স্বান্নান্নব বৰ্ত্তমান-মেতদ্বীজভূতং বিশ্বরূপকমলং স্থাবরজঙ্গমরূপেণ প্রপঞ্চয়িষ্যতি তন্ময়ং কৰ্তা স্রষ্টা ইত্যখ্যায় উচ্যত কীর্তীতে সৃষ্টিকৰ্ত্তৃরাভিমানবত্তয়া এবম্বৃত্তোপাধিমান্ ভবেদ্বিতিত্যর্থঃ । এবং প্রপঞ্চী-ভূতস্ত জগত্বমেব পালনকৰ্ত্তা নাত্তঃ । ত্বং বৈ পালয়িতাত্ত্ব অস্ত্রেযাং পালনসামর্থ্যং

বলিব আমাকে তোমারই সেই সহগুণায়িকা মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া জানিও ॥ ১—৩ ॥ তোমারই নাভিসরোজ হইতে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা সৰ্বলোক-স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রুহ্ম আবৃত্ত হইবেন ॥ ৪ ॥ সেই সময় তিনি প্রাহুভূত হইয়াই ধোর-তর তপশ্চর্য্যার অমুষ্ঠানপূৰ্ব্বক সৃষ্টি করণোপযোগিনী মহতীশক্তি লাভ করিয়া নিজ রজোগুণ প্রভাবে রজোগুণায়িকা (প্রবৃত্তিময়ী) ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিবেন ॥ ৫ ॥

তত্ত্ববোধ-বিশারদ প্রজাপতি ব্রুহ্ম ত্রিগুণময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদন করিয়াই মনঃপ্রবৃত্তি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর সেই ব্রুহ্ম আদ্বৈত ভূতেজ্জিহাদি উপকরণ লইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিবেন এবং সেই জগত্ই তিনি সমস্ত লোক মধ্যে সৃষ্টিকৰ্ত্তা নামে আখ্যাত হইবেন । পরন্তু, হে মহাভাগ বিধৌ ! প্রজাপতি সৃষ্টে অপিল ব্রুহ্মাণ্ডে আপনিই একমাত্র পালন কর্তা হইবেন । প্রজা সৃষ্টির প্রথমোদ্যমেই ব্রুহ্মার মানস পুত্র কুবীর চতুর্দশ পিতৃ আদেশ হেলন

তত্ত্ব বোমধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাক্রোধো ভবিষ্যতি ।

তপঃ কৃদ্বা মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিস্ত তামসীম্ ॥ ৮ ॥

কল্লাস্তে সোহপি সংহর্তা ভবিষ্যতি মহামতে ! ।

তেনাহং স্বামুপায়াতা সাত্বিকীং স্বমবেহি মাম্ ॥ ৯ ॥

স্বাস্ত্বেহং স্বৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন ! ।

হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

শ্লোকস্তুর্দ্বিঃ ময়া পূর্বেণ শ্রুতং দেবি ! স্মৃটাক্ষরম্ ।

তৎ কেনোক্তং বরারোহে ! রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১ ॥

নিবাকুর্দন বৈ ইতি পদং প্রযুক্তম্ । স্বমেব পালনকর্তা ভবিষ্যদীতিশেষঃ । বিমলসমুদ্রাশু-  
পাদিমবৎ ॥ ৭ ॥ ) ( অধুনা ক্রোধোপান্তিঃ বর্ণয়মাংস তদ্রূপোবিরতি তত্ত্ব নাভিকমলজাতস্ত  
পুরুষস্ত ক্রোধোর্মধ্যভাগং । ক্রোধাদিত্যস্তায়মর্থঃ যদাহি লজ্জিতপিত্রাদেশান্ মানসজাতান্  
সনৎকুমারাদীন প্রীতি স পিতা ব্রহ্মা ক্রোধো ভবিষ্যতি তদৈব রুদ্র উৎপৎস্বতে ইতি পৌরা-  
ণিকী গাথাস্তি । মহাঘোরং অষ্টমুদাসাধমুগ্রং তপোহনুষ্ঠায় তামসীং তমোগুণাশ্রিতাং কালী-  
মিতার্থঃ ॥ ৮ ॥ তেনেতি । স্থষ্টাদিনিমিত্তেন ॥ ৯—১০ ॥

তৎকেনোক্তমিতি । অত্র যয়োক্তং শ্লোকার্থং সা মুর্ধ্বিক্ষুণা দৃষ্টা অস্তি অতএব তৃতীয়-  
স্থন্ধে মণিদ্বীপাধিবাসিনীং দৃষ্টা । বিষ্ণুনোক্তম্ । গায়ন্ত্রী চ বালভাবান্নয়েজ্জিতৈতি । তস্মাৎ  
কেনোক্তমিত্যত্র যয়া শ্লোকোক্তমুক্তং সা তদর্থমুক্তা তিরোহিতা সা কা ভবতি কিংতস্মা

করিবেন বলিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন ; তদবস্থায় তাঁহার ক্রর মধ্যভাগ হইতে  
মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইবে । পরে সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপঃপ্রভাবে  
তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী ( কালী নামে সংহাররূপা ) মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭—৮ ॥  
সেই সংহার শক্তিবলেই কল্লাস্ত ( প্রলয় ) সময়ে রুদ্র সমস্ত ভূতভৌতিকময় জগতকে  
বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন ; সুতরাং সেই জন্ত তিনিই যে সংহারকর্তা নামে বিখ্যাত হইবেন,  
তাহা আর তোমার ছায়া স্মহং তত্ত্ববোধ-বিশারদ পুরুষকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে  
না । ( কল কথা এই যে, সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্ম চৈতন্তরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাসম্মত-  
ভাবিসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ) সস্ত্রুতি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; অতএব,  
তুমি আমার নিশ্চয়রূপে সেই চিরসঙ্গিনী সর্বাশ্রিতা শক্তি বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ মধু-  
সূদন ! তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জধাম ভিন্ন আমার নিত্য বসতি স্থল অপর কোন স্থলেই নাই,  
সুতরাং আমি নিরন্তর ঐ স্থলেই বসবাস করিব ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে বরারোহে ! এই মুহূর্ত্তে আমি যে  
শ্লোকের পূর্ণ শ্লোকোক্তভাগ শ্রবণ করিলাম সেই সর্বসুখাবহ গুহ্যতম কথাগুলি কে উচ্চারণ  
করিলু ? হে বরবর্ধিনি ! এই সংশয়টা আমার এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রকাশ

তন্মে ব্রূহি বরারোহে ! সংশয়োহয়ং বরাননে ।।

নির্ধনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা ।

উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চারুহাসিনী ॥ ১৩ ॥

মহালক্ষ্মীরুবাচ ।

শৃণু শৌরে ! বচো মহ্যং সগুণাহং চতুর্ভুজ ! ।

মাং জানাসি ন জানাসি নিগুণাং সগুণালয়াম্ ॥ ১৪ ॥

ত্বং জানীহি মহাভাগ ! তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্ ।

পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্ ॥ ১৫ ॥

ভবতীতি তস্তাঃ স্বরূপনির্দ্ধারণার্থেহয়ং প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥ (তন্মেক্ষতীতি । নির্ধনঃ দরিদ্রপুরুষঃ যথা দৈব্যাং দ্রব্যং ধনং প্রাপ্য নিরন্তরং তদেবস্মরতি অহমপি তদ্বৎ স্মরা-  
মীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং বিষ্ণুরূপপ্রস্তোত্তরবাক্যং বক্তৃমুপক্রমম্ভাষ্য বিষ্ণোরিতি । স্মিতাননা দ্বৈ-  
দ্ধাস্তবদনা । চারুমনোহরং হাসতীতি ॥ ১৩ ॥ তদেব বক্তব্যমারভতে শৃণুশৌরে ইতি  
শৌরে ইতি সম্বোধনেন শৌর্যাশালিনামগ্রীহং হুচিৎ । যদ্বা সৃষ্টিপ্রবাহবৎ অবতারা-  
দেবপি নিত্যমমুস্মারয়ন্ প্রতিদ্বাপরং শুবংশে কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণত্বং বোধয়তি ॥ ১৪ ॥  
যাং নিগুণাং গুণত্রয়োপচর্যাপচর্যহিতসাম্যাবস্থমাযোপাধিকবুদ্ধরূপিণীং ন জানাসি ত্বং  
তয়া মূলদেব্যা ভুবনৈশ্বর্যা তৎ প্রকটীকৃতমিত্যাহ তয়া তৎ প্রকটীকৃতমিতি । ভাগবতমিতি  
ভগবত্যা মাযোপাধিকবুদ্ধরূপিণ্যা প্রতিপাদকমর্জিলোকায়কং হৃদভূতমেব সর্ববেদসারং  
সর্বং খণ্ডিৎ বুদ্ধ নেহ নানাত্তিকিক্ষণেনি সর্ববেদভাঃপর্য্যাপ্তপ্রতিপাদকবাক্যার্থাভিলাপকং

করিয়া বলিতে পারিতেছি না ; বস্তুত কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ধন লাভের জ্ঞান বারংবার  
তাহাই স্মরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই বৃত্তান্তটী বলিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ অপনয়ন  
কর ॥ ১১—১২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস ! তাহার পর সেই চারুহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর  
তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে দ্বৈবং হাস্যবদনে কহিলেন, শৌরে ! আমার কথা  
শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে । দেখ, তুমি যেমন গুণধর্মী  
হইয়া চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ, সেইরূপ আমিও গুণধর্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই  
মুর্ধ্বমতী হইয়া তোমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; সেই জন্যই তুমি আমার  
জানিতে পারিতেছ ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুণের আশ্রয়রূপা নিগুণা পরাশক্তিকে জানিতে পার  
নাই ॥ ১৩—১৪ ॥ (বিষ্ণো ! তুমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াও সেই মহাদেবীর অর্থাৎ এতনি  
ঐহাকে আমি গুণাতীতা সাম্যাবস্থ মহামায়াগতিত বক্তব্যরূপা বলিয়া নির্দেশ করিলাম,

কৃপাঞ্চ মহতীং মত্তে দেব্যাঃ শক্রনিষূদন ! ।

যয়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব স্তব্রত ! ॥ ১৬ ॥

রক্ষণীয়ং সদা চিন্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন ।

সারং হি সর্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যা প্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥

নাতঃ পরং বেদিতব্যং বর্ততে ভুবনত্রয়ে ।

প্রিয়োহসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহতং বচঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্ম্যাশ্চতুর্ভুজঃ ।

দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্তা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

পূবাণং মন্ত্ররূপং প্রকটীকৃতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥ নম্বেতাদৃশং রহস্তং ভুবনেশ্বর্যা পামরায় বালকায়  
মহ্যং কিমিত্যুপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ কৃপাঞ্চৈতি । নাশ্রদ্য কারণং পশ্যামি কেবলং ভগবতী-  
কৃপেবাত্র কারণং মত্তে । যয়া স্বমুখে নৈবাতি রহস্তমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ মহাবিদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী তয়া  
প্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥ ইদং যদি অসামুদ্রয়তে তদাতঃপরং কিমপি বেদিতব্যমবশিষ্টং নৈবাতি । বাচা-  
রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈতোবসত্যমিতি । বৈষ্ণবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রূক্ষ পশ্চাদক্ষিণত-  
শ্চোত্তরেণ । অশ্চোদ্ধিঞ্চ প্রস্তুতং বৈষ্ণবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যাদিশ্রুতিভিঃ সর্বকারণজ্ঞানেন ॥ ১৮ ॥

( ইতি শ্রুত্বৈতি । দেবীমুখাং স্বপ্রস্তুতোত্তরবাক্যমাকর্ণা শ্লোকার্দ্ধভাগমপি সম্পূর্ণশ্লোক-  
মপ্রজ্ঞায়াপি সর্বোত্তমং মন্ত্রং বুদ্ধা হৃদয়ে দধার ধৃতবান্ বীজমন্ত্রবৎ শ্লোকতাৎপর্যার্থধারণাং

তাহারই আবরণশক্তি দ্বারা বিশ্বত প্রায় হইয়াছে বলিয়াই কোথা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত  
হইল জানিতে পারিতেছ না; অতএব আমি সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি নিশ্চয়রূপে অবধারণ  
কর । সেই মহাদেবী ভগবতীকর্তৃক আকাশ মার্গ হইতে শ্লোকার্দ্ধ ভাগ প্রকটিত হইয়াছে ।  
ঐ দুই চরণ শ্লোকটী সমস্ত বেদের সারভূত পরম পবিত্রকর ভাবী ভাগবত গ্রন্থের বীজ-  
স্বরূপ এবং জীবনিকরের বিশেষত তোমার ভূয়িষ্ঠ মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে । হে স্তব্রত !  
মিনি সেই পরম গুহ্যতম শ্লোকার্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন তিনি সেই মহাদেবী ভগবতীই অপর  
নহেন । কারণ, তুমি প্রতি কর্ণেই দেবতা ও ঋষিদিগের বিয়কারী এমন কি সমস্ত জগতের  
কণ্টকস্বরূপ হ্রাচার রাক্ষস বা অহরগণের দমন করিয়া থাক বলিয়া বোধ হয় তোমার  
প্রতি সদয় হইয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তুমি ঐ  
উপদেশমূলক শ্লোকার্দ্ধভাগ অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিও, কদাচ বিশ্বত হইও না; কেননা,  
ঐ উপদেশটী বিশ্বনিস্তারকারিণী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যাকর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে; স্তব্রতাঃ  
উহাই যে সর্ব শাস্ত্রের সারভূত তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ এই জিলোকী মধ্যে ইহা  
অপেক্ষা প্রকৃত জানিবার যোগ্য বিষয় আর কিছুই নাই; তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র  
বলিয়া সেই জন্তই তিনি তোমাকে ঐরূপ পরম গুহ্য তত্ত্বটী উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস শুভ ! ভূজ চতুর্ভুজ পরিশোভিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবী মহালক্ষ্মীর  
এই সুকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্লোকার্দ্ধ ভাগকে অনির্লচনী মহিমা পূর্ণ মন্ত্র বলিয়া বুঝিতে

কালেন কিয়তা তত্র তন্মাতিকমলোদ্ভবঃ ।

ব্রহ্মা দৈত্যভয়াভ্রস্তো জগাম শরণং হরিম্ ॥ ২০ ॥

ততঃ কৃতা মহায়ুদ্ধং হৃতা তৌ মধুকৈটভৌ ।

জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকাক্ষং বিশদাক্ষরম্\* ॥ ২১ ॥

জপন্তঃ বাহুদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ ।

পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২ ॥

কিং ত্বং জপসি দেবেশ ! ত্বন্তঃ কোহ্যধিকোহস্তি বৈ ।

যৎ স্মৃতা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রীতোহসি জগদীশ্বর ! ॥ ২৩ ॥

হরিরুবাচ ।

ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারণলক্ষণা ।

বিচারয় মহাভাগ ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪ ॥

কৃতবান্ নিত্যমনিশং জপন্ সন্নিতিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তিপ্রত্যুক্তিরূপবাক্যাবসানঃ  
কিয়তকালে গচ্ছতি সতি মহালক্ষ্ম্যাদিষ্টঃ পুরুষঃ বিষ্ণুনাতিকমলাক্ষাত ইতি স্মরণমাহ শুকঃ  
প্রতিবেদনবাসঃ ইতি ভ্রূতঃ । দৈত্যৌ মধুকৈটভৌ তাত্যাং যদভয়ং তন্মাৎ তন্তঃ প্রাণশক্তিঃ ।  
এতৌ দুর্জয়ো দানবৌ অধুনৈব তপস্বিনঃ মাং সংহরিস্মত ইতি জীবননাশভয়াৎ বিচলিত-  
হৃদয়ঃ সন্ হরঃশরণং ভক্তক্লেশহরণং হরিরূপমাশ্রয়ং জগাম প্রাপ ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২০ ॥ ক্রিয়াকার-

পারিয়া নিরন্তর হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিলেন । এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে সৰ্বলোক  
স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বটপত্র-শয়ান বিষ্ণুর নতিপন্ন হইতে আবির্ভূত হইলেন ; (তৎ-  
কালে তিনি প্রাচুর্ভূত হইয়াই নিজের উৎপত্তির কারণকে, আর আমিই বা কে এইরূপ চিন্তা  
করিতেছেন এমন সময় সহসা মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে সংহার  
করিবার উপক্রম করিল) তদদর্শনে, তিনি ভয়ে বিব্রত হইয়া সেই বটপত্রে শয়ান যোগ-  
নিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরির শরণাগত হইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ পরে ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে  
সমুখিত হইয়া দুর্দান্ত দানব মধুকৈটভের সহিত স্মৃতির কাল যৌরতর সংগ্রাম করিয়া তাগ-  
দিগকে কালকবলে প্রেরণপূর্বক পূর্বোন্নিখিত সেই বিম্পষ্টাক্ষর শ্লোকাক্ষর মন্ত্রটা একান্ত  
চিন্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ পদ্যযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাপতি বাহুদেবকে  
জপ করিতে দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি  
সমস্ত দেবগণের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন ? এই বিবনযো  
আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি ? বিশেষত আপনি যখন জপা  
বিষয় স্মরণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎক্লম্ব হইতেছেন, তখন, অবশ্যই ইহাতে কোন গুঢ়  
কারণ আছে ! ॥ ২৩ ॥

যন্তাধারে জগৎ সৰ্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে ।

সাক্ষীরা যা মহাশক্তিঃ রমেয়া চ সনাতনী ॥ ২৫ ॥

যয়া বিশ্বজাতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

সৈষা প্রসম্মা বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্ত্যেহেতুভূতা সনাতনী ।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সৰ্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৭ ॥

অহং ভ্রমখিলং বিশ্বং তস্মাশ্চিচ্ছক্তিসম্ভবম্ ।

বিক্রি ব্রহ্মমসন্দেহঃ কর্তব্যঃ সৰ্বদাহনঘ ! ॥ ২৮ ॥

গেতি । কার্য্যকারণলক্ষণেতি তাৎপর্য্যম্ ॥২১—২৪॥ সা সর্বাধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মরূপিণীত্যাহ যন্তাধারে ইতি । অত্র সন্ধির্ভাষ্যঃ । যন্তা আধারে ইতি তু চ্ছেদঃ । অভেদে ভেদমারোপ্য যন্তা আধারে ইত্যাঙ্কম্ । যদাঘ্যকে আধারে ইতি তু রহস্যম্ । মহার্ণবে মহার্ণবসদৃশে গম্ভীরে অগাধে আধারে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ বিস্তর ইতি । ব্যাসকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । তথায়ুগে কৃতযুগে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । দ্বাদশবন্ধে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তরস্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৬—২৯ ॥

ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ভগবান্ হরি বলিলেন, প্রজাপতে ! ভূমিত নিজেও বিজ্ঞান-সম্পন্ন ; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? একবার স্থিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ না কেন ? তোমাতে এবং আনাতে যে কার্য্যকারণলক্ষণা শক্তি বর্তমান রহিয়াছেন তিনি কে ? ফল কথা এই যে, আমি যাহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি তিনি সেই সৰ্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপিণী ব্রহ্মদেবী ভগবতীই জানিবে ॥২৪॥ এই প্রলয়কালী নমহার্ণবের উপরিভাগেও এই সমস্ত জগৎ যে সাকার রূপ আধার শক্তিতে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা আর কেহ নহে ; সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী সনাতনী অপরিমেয়া মহাশক্তি ব্রহ্মদেবী ভগবতীই জানিবে ॥২৫॥ যিনি এই সচরাচর বিশ্বের পুনঃপুন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অর্থাৎ আমার এই উপাস্ত মহাদেবীই যখন দেহিদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাত্তী হয়েন, তখনই তাহারা অবলীলাক্রমে দুঃখেদ্য সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥ সেই নিত্যস্বরূপা পরাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে বিদ্যমান চিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হয়েন ; আবার মূঢ় মানবগণের সংসারপাশ বন্ধনের কারণও তিনি ; ফলত এই বিশ্ব সংসার মধ্যে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বস্ত, তিনি সেই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বরী (অর্থাৎ সেই চিজ্ঞাপা পরাশক্তিই চৈতন্যরূপে দেহধারী মাত্রকেই পরিচালন করিয়া থাকেন । চিৎশক্তির অভাব হইলে সাধা-রণ জীবের কথা দূরে থাকুক সৰ্ব্ব মঙ্গলময় দেবাদিদেব শিবেরও নড়িবার শক্তি থাকে না । মূল কথা এই যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর-তদাধারভূত চিৎশক্তি দুই পদার্থ নহে । যেমন দাহিকা-শক্তি, আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা পুষ্কোরই নামান্তর মাত্র ; এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং তদৈ ভাগবতং কিল ।

বিস্তরো ভবিতা তস্ম দ্বাপরাদৌ যুগে তথা ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্ত নাভিপঙ্কজে ॥

নারদায় চ তেনোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥

নারদেন তথা মহং দত্তং হি মুনিনা পুরা ।

ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্ ॥ ৩১ ॥

তৎ পঠস্ব মহাভাগ ! পুরাণং ব্রহ্মস্মিতম্ ।

পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্বেষামুত্তমোত্তমম্ ।

ধর্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থেনোপবৃংহিতম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ণমিতি । ব্রহ্মণা শতকোটিবিস্তরং কৃষ্ণা নারদায়োপদিষ্টং তেন মহামুপদিষ্টং ত সারংশং গৃহীত্বা ময়া দ্বাদশস্কন্ধপরিমিতং পূর্ণং কৃতমিতিার্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥ (যত্নে দ্বাদশস্কন্ধা পরিপূর্ণং ময়া প্রণীতং তৎপঠস্ব অধ্যয়নেনাবধাবয়েত্যর্থঃ ন কেবলং মৎপ্রণীতদ্বাদশায়ঃ প্রয়োজনং কিন্তু মায়াশবলিতকূটস্থচৈতন্যরূপিণ্য দেব্যা ভগবত্যাশ্চরিতেনোপবৃংহিতত্বা ব্রহ্মস্মিতং বেদভূতম্ কিঞ্চ সর্গপ্রতিসর্গাদিপঞ্চলক্ষণোপলব্ধিতম্ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং অষ্টত্ব

জানিবে ॥ ২৭ ॥ প্রজাপতে ! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে বলিয়াই আমি এই সম-  
গুঢ় কথা বলিতেছি । দেব, তুমি বা আমি অথবা এই অধিল বিশ্ব ফল কথা এই যে বস্তুজ্ঞা  
যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তাঁহার সেই চিৎশক্তি হইতে সস্তুত জানিবে ; ইহাতে কো  
প্রকার সন্দেহ করিও না ॥ ২৮ ॥ সেই মহাদেবী ভগবতী শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা আমায় যাহা উ-  
দেশ করিয়াছেন উহাই ভাগবত শাস্ত্রের বীজস্বরূপ জানিবে ; কিন্তু, দ্বাপর যুগের প্রথমে  
নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে ॥ ২৯ ॥

বেদবাস্য কহিলেন, পূর্বে (কল্লাস্তসময়ে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকম-  
বসিয়াই সেই গুহ্যতম সুদুর্লভ শ্লোকার্দ্ধরূপ উপদেশটা সংগ্রহ করিয়া অসামান্য ধীশক্তি  
সম্পন্ন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন । তাহার পর, মহামুনি নারদ রূপ  
করিয়া আমাকে প্রদান করেন । আমি উহা লাভ করিয়াই দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ করিয়া  
গ্রন্থাকারে স্ববিস্তার করিয়াছি ॥ ৩০—৩১ ॥ রে বৎস ! ব্রহ্মচর্যাতির দ্বারা তুমি অত্যন্ত  
প্রভাবশালী হইয়াছ, সুতরাং ইহা তোমারই অধ্যয়নের যোগ্য । অন্তএব, তুমি এক্ষণে  
সেই মহাদেবী ভগবতীর অনির্লুপ্তচরিতাবলিপরিপূর্ণ পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন দ্বিতীয় বেদে  
জ্ঞায় এই মহাপুরাণ ভাগবত গ্রন্থটী আমার নিকট অধ্যয়ন কর ॥ ৩২ ॥ ( রে বৎস ! এই

ব্রহ্মাস্তরবোধোপেতং নানাখ্যানকথায়ুতম্ ।

ব্রহ্মবিদ্যানিধানন্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪ ॥

গৃহাণ স্বং মহাভাগ ! যোগ্যোহসি মতিমত্তরঃ ।

পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৩৫ ॥

অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্ ।

অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬ ॥

পুরাণন্তু সৰ্ব্বোত্তমতাং প্রতিপাদয়ন্মাহ তত্ত্বজ্ঞানেতি । সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বেভ্যঃ পুরাণেভ্য উত্তম-  
মিতিশেষঃ । যতঃ বেদার্থেনোপবৃংহিতং ততঃ ধর্মশাস্ত্রবৎ পুণ্যং পবিত্রজ্ঞানকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥  
ব্রহ্মাস্তরবোধেতি । নানাখ্যানকথায়ুতং ঋতিসুখদমুপদেশগর্ভকং বিবিধাখ্যানপূর্ণম্ বিশেষতঃ  
ব্রহ্মবিদ্যানিধানং অতঃ সংসারসাগরন্তু তারকমিতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং সৰ্ব্বগুণোপেত  
ভাগবতগ্রহণে স্বপুত্রস্ত শুকশ্রেষ্ঠবাদিকারং প্রদর্শয়ন্মাহ গৃহাণ ভ্রমিতি । যতঃ মতিমতাঃ  
শ্রেষ্ঠঃ অতএব গৃহাণ অধীত্যাবধারণ ॥ ৩৫ ॥ কতিশ্লোকগ্রহণে মম চিত্তশাস্তির্ভবেদিত্যে  
তত্রাহ অষ্টাদশসহস্রাণীতি । অজ্ঞাননাশনে কারণং দর্শয়তি জ্ঞানভাস্করবোধকমিতি ॥ ৩৬ ॥

অপূর্ণ ভাগবত গ্রন্থের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত হই-  
য়াছে ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর ।) এই ভূমণ্ডলে অপরাপর পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র  
আছে তাহাদিগের সকলাপেক্ষা ইহাকেই সৰ্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে । কেননা এই গ্রন্থখানি  
তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং সমস্ত বেদার্থ দ্বারা পরিবর্তিত ; সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের আশ্রয় ইহা অত্যন্ত  
পবিত্র জনক ! । এই গ্রন্থে ব্রহ্মাস্তরবধ প্রভৃতি নানাকথা পূর্ণ ভূরি ভূরি আখ্যান সকল  
সন্নিবেশ করিয়াছি ; বিশেষতঃ ইহাতে নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্ব নিহিত থাকায় নিশ্চয় জানিও  
যে, ইহাই একমাত্র ভীষণ সংসার সমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ ! ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বৎস ! সাধারণ  
মানবের কথা দূরে থাকুক মহা মহা ঋষিদিগের মধ্যেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখিতে  
পাওয়া যায় না ; ইহাতে বোধ হয় সেই মহাদেবী ভগবতীর প্রসাদে তোমার পরমমোভাগ্য  
পরিবর্তিত হইবে বলিয়াই সহসা একরূপ তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে ! বলিতে কি এই  
ভাগবত গ্রন্থ ধারণে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র ! অতএব তুমি এই পরম পবিত্রকর ভাগবত  
নামক মহাপুরাণটী আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্ম্ম রূপে ধারণ কর । রে পুত্র !  
আমি তোমায় বারংবার অমুরোধ করিতেছি আমার কথা রক্ষা করিয়া এই অজ্ঞান অন্ধকার  
নাশক অচিরে জ্ঞান সূর্য্যোদয় উদ্‌বোধক অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন অষ্টাদশসহস্র শ্লোকপূর্ণ  
গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া ইহার সমস্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর । ইহার মাহাত্ম্য  
অধিক আর কি বলিব, স্তম্ভহং তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ুধর সমস্ত সুখশান্তিপ্রদ  
সর্বমঙ্গলময় এই মহাপুরাণ ভক্তিভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাদৃশ মোভাগ্যবান্ পবি-  
ত্রাশ্রয় মানবদিগের কেবল যে ভববাতনাই তিরোহিত হইবে তাহা নহে ইহ কালেও পুত্র-  
পৌত্রবিবর্দ্ধনপ্রভৃতি যে কোনও সুখসম্পদ্ মনুষ্য লোকে পাওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আসিয়া  
তাদৃগদিগের নিকট উপস্থিত হইবে । বৎস ! এই সর্বমঙ্গলদায়ী পুরাণ সংহিতাটী তুমি পাঠ



সুখদং শান্তিদং ধন্যং দীর্ঘায়ুষ্যকরং শিবম্ ।

শৃণুতাং পঠতাঞ্চৈদং পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

শিষ্যোহয়ং মম ধৰ্ম্মাত্মা লোমহর্ষণসম্ভবঃ ।

পঠিষ্যতি ত্বয়া সার্কং পুরাণীং সংহিতাং শুভাম্ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তং তেন পুত্রায় মহাঞ্চ কথিতং কিল ।

ময়া গৃহীতং তৎ সৰ্ব্বং পুরাণক্কাতিবিস্তরম্ ॥ ৩৯ ॥

শুকোহধীত্য পুরাণস্তু স্থিতো ব্যাসাশ্রমে শুভে ।

ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মা ব্রহ্মাজ্জ ইবাপরঃ ॥ ৪০ ॥

ইদানীং শৃণুতাং পঠতাঞ্চ সম্যক্ কলং নিদিশম্ পুসংহরতি ভাগবতমাহাশ্বাম্ । সুখদমিতি ॥ ৩৭ ॥  
শিষ্যায়মিতি সূত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥ ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মেতি । নম্র সৰ্ব্বক্লেশশাস্ত্যর্থঃ  
ভাগবতং প্রণীতং তচ্ছ্রুত্বাপি যদি ন শাস্তিস্তদা ভাগবতপ্রণয়নং বার্থমেব । কিঞ্চ শুকোহপি  
মহান্ বিরক্তঃ কৰ্ম্মনাশক্ৰমতিবতরব গৃহস্থাশ্রমানাকাজ্ঞীতি পূৰ্ব্বমুক্তং তচ্ছাস্ত্যর্থং চ ভাগ-  
বতং প্রণীতং তৎকথমব্রোচ্যতে ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মেতি চেৎসত্যং নাত্র কৰ্ম্মাত্মেত্যনেন  
কৰ্ম্মাসক্ৰমতিরিত্যর্থঃ । কিঞ্চ গৃহস্থাশ্রমিণাং কৰ্ম্মিণাং সংসর্গাদমজ্ঞোপবীতশিখাহস্তসম্বন্ধাজ  
কৰ্ম্মণ্যাসক্ত্যভাবোপি সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা কৰ্ম্ম ত্যক্তুং ন শক্যত ইতি কৰ্ম্মাত্মেত্যুক্তম্ । তথা  
চারমর্থঃ । শ্রীমদ্বেদবীভাগবতপ্রতিপাদ্যোহর্থঃ সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা চিত্তবিক্ষেপাদিনা নামুভবিতু-  
শক্যতে । ততশ্চ কথং মম সন্ন্যাসাশ্রমপুরুষং তদমুভবঃ স্মাদিতি চিন্তয়া ন লেভে শৰ্ম্ম

করিতে আরম্ভ করিলেই আমার এই প্রিয়তম শিষ্য ধৰ্ম্মাত্মা লোমহর্ষণ-পুত্রও তোমার  
সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতে থাকিবে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

এ দিকে নৈমিশ্যারণ্য মধ্যে মহাত্মা সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন, মহর্ষিগণ !  
শুকদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজ পুত্রকে ঐ কথা বলিয়া আমার প্রতিও সদয় হইয়া  
ঐরূপ আদেশ করিলে পর আমিও আপনাকে কৃতার্থমুগ্ধ বোধে শুকদেবের সঙ্গে সঙ্গে  
এই স্থিতির পুরাণ-গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সমস্তই সংগ্রহ করি ॥ ৩৯ ॥ শুকদেব পুরাণটী  
অধ্যয়নের পরই মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, এই গ্রন্থের স্থান বিশেষে এরূপ উল্লেখ  
আছে বাটে যে, নিকাম স্বধৰ্ম্মনিরত অনাসক্ত গৃহস্থও চরমে তত্ত্বজ্ঞান লাভে মুক্ত হইতে  
পারে ; কিন্তু, বাসনাঞ্জনিত নানাপ্রকার বিক্ষেপাদি বিষ ভ্রূয়িষ্ঠ থাকায় তাহা এক প্রকার  
সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে !! বিশেষত সৰ্ব্বত্র প্রায় সন্ন্যাস ধৰ্ম্মেরই প্রশংসা দেখিতে  
পাওয়া যায় ; সুতরাং সন্ন্যাসই যে একমাত্র সংসারপাশ ছেদনের অমোঘ উপায় তাহাতে  
আর সংশয় নাই ; মহাত্মা শুক অন্তরে এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যদিচ  
তৎকালে সেই বাগধজ্ঞাদি নিরত গৃহাশ্রমী ঋষিদিগের সুধাবহ পিতৃ আশ্রমে অবস্থান  
করিতে লাগিলেন, কিন্তু একেত তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র নিত্য সন্ন্যাসী সনৎকুমারাদির  
জ্ঞান স্বভাবতই সংসার বিরক্ত, তাহাতে আবার পিতার নিত্যন্ত অনুরোধে গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণের

একান্তসেবী বিকলঃ স শূন্য ইব লক্ষ্যতে ।

নাত্যন্তভোজনাসক্তো নোপবাসরতস্তথা ॥ ৪১ ॥

চিন্তাবিষ্ঠং শুকং দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ প্রাহ স্নতং প্রতি ।

কিং পুত্র ! চিন্ত্যতে নিত্যং কস্মাদ্ব্যগ্রোহসি মানদ ! ॥ ৪২ ॥

আস্বে ধ্যানপরো নিত্যমুণগ্রস্ত ইবাননঃ ।

কা চিন্তা বর্ততে পুত্র ! ময়ি তাতে তু তিষ্ঠতি ॥ ৪৩ ॥

সুখং ভুঙ্ক্ষু যথা কামং মুখং শোকং মনোগতম্ ।

জ্ঞানং চিন্তয় শাস্ত্রোক্তং বিজ্ঞানে চ মতিং কুরু ॥ ৪৪ ॥

কস্মাৎসেব্যত্যাগমিতি ন কশ্চিদাশংগকোহপীতি ॥ ৪০ ॥ তদেবাহ একান্তসেবীতি । বিকলঃ স শূন্য ইবেতি । সন্ন্যাসাতিরিক্তাপ্রমে সুখলেশাভাবাদ্যুক্তমেব বিকলত্বম্ ॥ ৪১ ॥ চিন্ত্যত ইতি কস্মিদি প্রয়োগঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ শাস্ত্রোক্তং ভাগবতোক্তম্ । বিজ্ঞানে তত্ত্বাগবতোক্তার্থানুভবে ॥ ৪৪ ॥

কর্তব্য শিখাহুত্র ধারণ বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে মন দিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪০ ॥ শুকদেব সর্বদা নিভৃত স্থানে থাকিতেই ভাল বাসিতেন, তিনি উপবাসাদিতে নিরত ছিলেন না, এবং ভোজনেও নিতান্ত্র আসক্ত হইতেন না ; পরন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত ক্রমশঃ এতদূর অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, সে ভাব তাহার অন্তর হইতে কিছুতেই আর অপনীত হইল না ; নিরন্তর অশ্রমনস্বতা জন্ম শূন্য দেহের জায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ শুকদেবকে সর্বদা চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া মর্ষি বেদবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ! তুমি সকল সময়েই আমার সম্মান রক্ষা করিয়া থাক, অতএব বোধ হয় আমার কোন আদেশই লঙ্ঘন করিবে না ; আচ্ছা বল দেখি তুমি দিন দিন এত ব্যগ্র হইতেছ কেন ? আর নিরন্তর অশ্রমনস্বের জায় কি বিষয়ের চিন্তা কর ? বৎস ! তুমি যেন ঋণগ্রস্ত দরিদ্রের জায় সর্বদাই গভীর চিন্তাপরায়ণ হইয়া বসিয়া থাক ! রে পুত্র ! পিতৃ বর্ধমানে অর্থাৎ আমি জীবিত থাকিতে তোমার কিসের চিন্তা ? তুমি আমার এই আশ্রমে থাকিয়া আপনার ইচ্ছামত সুখভোগ কর, অন্তর্দ্বন্দ্বকারক শোককে দূর করিয়া দেও ! শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের চিন্তায় রত হও, সর্বদা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন কর । রে পুত্র ! তুমি সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান পূর্বক শুক সেবা করিয়াছ তাহার পর আমিও তোমায় নিয়ত উপদেশ করিতেছি তথাপি রেখিতেছি তুমি কোন প্রকারেই মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে সমর্থ হইতেছ না ; বৎস ! যদি আমার এই সকল উপদেশ বাক্যে একান্তই তোমার মনের শাস্তি না হয় তাহা হইলে এক্ষণে আমি যাহা বলি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; তুমি আমার কথা রক্ষা করিয়া রাজর্ষি জনক পালিত মিথিলা নগরীতে গমন কর । সেই মহীপাল তোমার জেদশ বুদ্ধিপ্রভাব দেখিলে নিশ্চয়ই হৃদয়তত্ত্ব উপদেশ দ্বারা অবিন্যা জন্ম মোহের অপনয়ন করিবেন । রে বৎস ! ধর্ম্মাশ্রয় জনক সত্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অগাধ জলধি স্বরূপ ; অধিক কি তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান

ন চেম্মনসি তে শাস্তির্বচসা মম স্তত্রত ! ।

গচ্ছ স্বং মিথিলাং পুত্র ! পালিতাং জনকেন হ ॥ ৪৫ ॥

স তে মোহং মহাভাগ ! নাশয়িম্যতি ভূপতিঃ ।

জনকো নাম ধৰ্ম্মাত্মা বিদেহঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৪৬ ॥

তং গচ্ছা নৃপতিং পুত্র ! সন্দেহং স্বং নিবর্তয় ।

বর্ণাশ্রমাণাং ধৰ্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র ! যথা তথম্ ॥ ৪৭ ॥

জীবমুক্তঃ স রাজধিৰ্দ্ধাজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ ।

তথ্যবক্তাহতিশাস্তশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্য ব্যাসস্মামিত্তেজসঃ ।

প্রভুবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥

(নচেদিতি । স্তত্রতেতিসম্বোধনেন শুকস্ত ব্রহ্মচর্যাদার্চ্যং জ্ঞাপয়তি । মম বচসা উপদেশ-  
বাক্যেন যদি তে তব শাস্ত্রিনং স্ত্যং তর্হি মিথিলাং গচ্ছ জনকেন পালিতামিত্যুক্তা সাত্বজা-  
পালকস্তাপি তত্ত্বজ্ঞানবত্যাং স্তত্রয়তি । পুনঃ পুন্রেতি সম্বোধা স্নেহাধিক্যং দর্শয়তি ॥ ৪৫ ॥  
মিথিলাগমনে ফলং দর্শয়ন্ত্যাহ স তে মোহমিতি । স ভূপতিরপি বিদেহঃ দেহোপাদিশূঃ  
তত্র হেতুং নির্দিশতি সত্যসাগর ইতি ধর্ম্মে আত্মামনো যন্ত সঃ ॥ ৪৬ ॥ তং গচ্ছতি । হে  
পুত্র ! যথা তথ্যং ক্রমগনতিক্রমোত্যর্থঃ তং তাদৃশং তত্ত্বজ্ঞানবিশারদং নরপতিং পৃচ্ছত্যা-  
শ্রয়ঃ । জিজ্ঞাস্তবিশয়ং নির্দিশতি বর্ণনাং ব্রাহ্মণাদীনাং তথা আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্যাদীনাং তত্র  
তত্রাশ্রমে যে যে ধর্ম্মা অল্পষ্টেয়াস্তানিতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥ ভূয়ো জনকস্তপ্রভাবং সংকীর্তয়ন শুকস্ত  
শাস্ত্রিপ্রদানে সামর্থ্যং দর্শয়তি জীবমুক্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥) জীবমুক্তো বিদেহশ্চেতি । যদি জীবন-  
মুক্তোস্তি তর্হি কামক্ৰোধাদাভাবাৎকথং রাজ্যং শাস্তি যদি তৎসম্বাদ্রাজ্যং শাস্তি তর্হি

প্রভাবে প্রত্যক্চৈতন্ত স্বরূপ জানিয়া লোকে বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন ॥ ৪২—৪৬ ॥

পুত্র ! তুমি সেই নরপতির নিকট যাইয়া যথাযথ সমস্ত বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিষয়  
জিজ্ঞাসা কর ; ফলকথা এই যে, তাঁহার নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের উপদেশ লইয়া মনের  
সংশয় নিবারণ কর । সেই পবিত্রাত্মা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে ;  
তিনি আত্মতথ্য বক্তৃতায় অতীব পটীয়ান সর্বদাই প্রশান্তস্বভাব, যোগশাস্ত্রপ্রিয় ; কেবল  
যে, যোগ শাস্ত্রের অহুশীলন করিতেই ভাল বাসেন তাহা নহে ; স্বয়ং যোগের অমুষ্ঠান  
পর্যন্তও করিয়া থাকেন ; অধিক আর কি বলিব বৎস ! তিনি পৃথিবীতে জীবমুক্ত বলিয়া  
প্রসিদ্ধ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সূত कहিলেন, শৌনক ! অরণীগর্ভ সন্তৃত মহাপ্রভাবশালী শুকদেব অমিততেজা বেদ-  
ব্যাসের এইরূপ আশ্চর্য্যজনক জনক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শিতঃ ! আপনি  
নিরন্তর ধর্ম্মগত চিন্ত ; স্তত্রাং আপনার কথায় অশ্রদ্ধা করা কর্তব্য নহে ; তথাপি, এ  
বিষয়টীতে আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি ; কারণ, আলোক আর অন্ধকার যেমন ধ্বংস

দন্তোহয়ং কিল ধর্ম্মাজ্ঞান্ । ভাতি চিত্তে মমাহধুনা ।  
 জীবমুক্তো বিদেহশ্চ রাজ্যং শান্তি মূদাম্বিতঃ ॥ ৫০ ॥  
 বক্ষ্যাপুত্র ইবাভাতি রাজ্যহসৌ জনকঃ পিতঃ ।  
 কুর্ব্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোহয়ং মমাহভূতঃ ॥ ৫১ ॥  
 দ্রষ্টু মিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসন্তমম্ ।  
 কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাভাসি ॥ ৫২ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাস্তাত ! বিদেহে পরিবর্ততে ।  
 মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ ! সৌগতানামিবাপরঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতং চ কৃতং কথম্ ।  
 ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে ! ॥ ৫৪ ॥

জীবমুক্তঃ কথং তমঃ প্রকাশবহিরুদ্ধস্য ভাবত্বাচ্ছভয়োর্ব্যবহারয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ (বন্ধোক্তি ।  
 অয়ং বক্ষ্যায়ঃ পুত্রো য়াতি ইতি কথা তথা মম চিত্তে ভাতি অধুনা ভবদ্বাক্যং শ্রদ্ধেতিয়াবৎ  
 তথা চেতাত্ যজ্ঞতঃ পরমপূজ্যপাদৈঃ শ্রীভগবচ্ছরারচাৰ্য্যৈঃ । “কুর্মপৃষ্ঠতমুত্রাণঃ ধপুপকৃত-  
 শেখরঃ এববক্ষ্যামুতো য়াতি শশশৃঙ্গধরুর্ধ্বঃ ।” ইত্যাদ্যলী কমিবভাতীত্যাৰ্থঃ ॥ ৫১ ॥ ইদানীং  
 তাদৃশং নরপতিং প্রীতি দিদৃক্ষাত্ৰিশয়া জাপয়ন্নাহ দ্রষ্টুমিচ্ছানীতি ॥ ৫২ ॥) অস্মিন্ পক্ষে  
 দেহপাত এব মোক্ষঃ সৌগতানামসি তদ্বদয়ং মোক্ষঃ সম্পন্নঃ যাবজ্জীবং রাজ্যং কৃত্বাম্যাহ-  
 ভবাভাবোপি মোক্ষঃ সিধ্যাতীত্যাহ মোক্ষঃ কিমিতি ॥ ৫৩ ॥ নহু জ্ঞানিনাং ভুক্তমপ্যভুক্তং

বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযুক্ত কথনই উভয়ের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ রাজ্যশাসন আর তত্ত্বজ্ঞান  
 কদাচই এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না; কিন্তু, এক্ষণে আপনার মুখে শুনিতেছি যে, নরপতি  
 জনক পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ তিনি জীবমুক্ত ও বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ !  
 ইহাতে আমার মনে এই উপাধি দুইটি কেবল দম্ভমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৪৯—৫০ ॥  
 পিতঃ ! বলিতে কি আপনার এই কথাটিতে আমার অন্তরে এক প্রকার অনির্বচনীয়  
 সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কেননা মিথিলাধিপতি জনক যথানিয়মে রাজকাৰ্য্যের  
 পর্যালোচনা করিয়া ও কি প্রকারে যে দেহ উপাধি পরিশূদ্ধ হইলেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে  
 ঠিক যেন চিরবক্ষ্যার পুত্রোপপত্তাসের জায় বলিয়া প্রতীতি হয় !। বাহা হউক এক্ষণে, সেই দেহ  
 উপাধি বর্জিত রাজসন্তম মিথিলাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হই-  
 য়াছে ; কেননা তিনি সংসারে থাকিয়া কিরূপে জলস্থ পদ্মপত্রের জায় নিৰ্লেপে অবস্থান  
 করিতেছেন সেইটী প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত সংশয় নিরাস করিব । পিতঃ ! আপনি বেদ-  
 তত্ত্বাদি বক্তাদিগের মধ্যে সর্বতোভাবে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন এই জন্ত কিছু বলিতে  
 কুণ্ঠিত হইতেছি ; কিন্তু, সেই নরপতি জনকের বিদেহত্ব বিষয়ে এতদূর সন্দেহ জন্মিয়াছে  
 যে, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; বস্তুত এটী যেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত  
 দেহাজ্ঞাবাদী চার্কীকের ভুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ! ॥ ৫১—৫৩ ॥

মাতা পুত্রস্তথা ভাৰ্য্যা ভগিনী কুলটা তথা ।  
 ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্যদ্যেতন্মুক্ততা কথম্ ॥ ৫৫ ॥  
 কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেবচ ।  
 রসনা যদি জানাতি ভুঙ্ক্তে ভোগানমুত্তমান্ ॥ ৫৬ ॥  
 শীতোষ্ণস্বচ্ছঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ ।  
 মুক্ততা কীদৃশী তাত ! সন্দেহোহয়ং মমাস্কৃতঃ ॥ ৫৭ ॥  
 শত্রুমিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা ।  
 ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃতমপ্যকৃতমস্তীতি ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ কথং ভুক্তমিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ভুঙ্ক্তে ভোগা-  
 নতথা কথং ভোগঃ শ্রাদ্ধতিভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ (শীতোষ্ণেতি । হে তাত ! যদা শীতোষ্ণাদেঃ  
 পরিজ্ঞানং ভবেৎ তদা সা মুক্তিঃ কীদৃশীত্যয়ং মমাস্কৃত সন্দেহো জাত ইতি ॥ ৫৭ ॥ ভূয়োহপি  
 সন্দেহাধিক্যমুদ্ভাবয়ন্তীহ শত্রুমিত্রেতি । নৃপোজনকঃ পরে ব্যবহারে সমুদ্বিশালিনি রাজ্যপদে  
 প্রতিষ্ঠমানঃ ব্যবহারচূড়ান্তরূপং রাজ্যং পালয়ন্ সন্নিত্যর্থঃ শত্রুমিত্রাদেঃ পরিজ্ঞানং কথং ন

পিতঃ ! আপনিত পরম জ্ঞানী ; আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারস্থ জ্ঞানী পুরুষের  
 যদি সমস্ত কার্যই যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে থাকিল, তাহা হইলে আর কি করিয়া  
 বলিব যে, তাঁহার সমস্ত ইচ্ছার ব্যবহার কার্য পরিচ্যাগ হইয়াছে ; তিনি নিয়মিত অন্নাদি  
 ভক্ষণ বা কর্তব্য কার্যের অন্তর্ধান করিলেন, অথচ বৃত্তিতে হইবে যে, তাঁহার সেসকল  
 আহার বিহারাদি কোন কার্যই করা হয় নাই ! ইহা যে কেন স্বীকার করিতে হইবে  
 তাহার কিছুই মৰ্ম্ম বুঝিলাম না । মাতা কি পুত্র কি ভাৰ্য্যা কি ভগিনী অথবা কুলটা রমণী  
 প্রভৃতিতে জ্ঞানীর কি ভেদাভেদ জ্ঞান হয়না ? ফলত সংসারে থাকিলে, এসকল বিষয়ে  
 অবশ্যই ভেদ বুদ্ধি থাকিবে ; যদি থাকাই সম্ভব হইল, তবে কি বলিয়া তাঁহার জীবমুক্ততা  
 স্বীকার করা যাইতে পারে ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ পিতঃ ! যদি সংসারী তত্ত্বজ্ঞানীর রসনা কটু, ক্ষার,  
 তীক্ষ্ণ, কষায় বা মিষ্টাদি সমস্ত রসের আশ্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইল, ফল কথা এই  
 যে, সংসারে থাকিয়া তিনি ভোগবিলাসী পুরুষের মত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিও  
 উদর সাৎ করিবেন এবং সাধারণের জ্ঞার তাঁহার শীতোষ্ণ বা স্বচ্ছ চ্ছঃখাদিরও অনুভব হইবে  
 অথচ তিনি দেহোপাধি পরিশূন্য জীবনমুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ; ইহা যে কি প্রকার  
 মুক্তি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না ; এই জন্তই আমার মনে অস্বস্ত সন্দেহ  
 আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যখন সামান্য ব্যবহারে থাকিলেও ভেদাভেদ বুদ্ধির অন্তথা হয় না, তখন তিনি যে নব-  
 পতি হইয়া বিশেষত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বরূপ রাজ্যপদে থাকিয়া এ শত্রু আর এ मित्र এটী  
 ঘেষা আর এটী প্রীতিদায়ক এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করিবেন না, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে ;  
 রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জন দুরাত্মা চোর আর এক জন নিরপরাধ ধৰ্ম্মাত্মা তাগ্নসক

চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্ ।

অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যাম্মুক্ততা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিৎজীবন্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ ।

শঙ্কয়ং মহতী তাত ! গৃহে মুক্তং কথং নৃপঃ ॥ ৬০ ॥

দিদৃক্ষা মহতী জাতা শ্রদ্ধা তং ভূপতিং তথা ।

সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকশ্চ

জনক দর্শনার্থং মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কুরুতে করোতোবেতি মন্যনসিভাতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ শত্রুমিত্রাদৌ সমবাকৌ সত্যং কথমপি রাজাবক্ষণং ন সম্ভবেৎ বুদ্ধৈর্নৈষমোহপি চ মৈবকদাচিচ্ছীবন্মুক্ততাসিদ্ধিরিতি দিবাবাত্রয়ো-বেকত্রসমাবেশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবয়োস্তনোবুদ্ধবিদ্যানিষ্ঠতাসাম্রাজ্যপালনক্রিয়য়ো-বেকপুত্রবাহুয়িহাসম্ভাবনাং দর্শয়দ্ভ্রাতৃ চৌরমিতি ॥ ৫৯ ॥ পক্ষদ্বয়োবেকপুরুষনিষ্ঠতাং দ্বয়িজ্ঞে-দানীং তাদৃশ্য বিষয়ভোগিজীবন্মুক্তপুরুষস্তাত্ম্যভাবং সমর্থয়দ্ভ্রাতৃ দৃষ্টপূর্ব্বোনেতি । গৃহে-তিষ্ঠন্ ভূপতিভূমিপালকোহপি জীজন্মুক্তঃ কশ্চিন্নামস্তু চেৎ ভদ্রম্ মমাতৃ তাদৃশঃ খপুস্পবৎ পূর্ব্বো ন পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৬০ ॥ দিদৃক্ষেতি । অসম্ভাবিত্ত্বেহপি ভবন্মুখং তং ভূপতিং তাদৃশং জীবন্মুক্তং ভূপতিং শ্রদ্ধা ভূপালকস্তাপি জীবন্মুক্ততাং ঐতিহ্যভাবঃ মম মহতী বলবতীত্যাখ্যে দিদৃক্ষা দর্শনমালসা জাতা এবম্ভূতস্তাঙ্কিতসন্দেহস্ত নিরাকরণায় মিথিলাং প্রতি গচ্ছামি অতএব হে মহাভাগ স্বামাপুচ্ছে ইত্যুত্তরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কি প্রকারে সমান বোধ করিবেন ? সেরূপ করিলে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্য দক্ষ-সমুগ হইয়া উৎসন্ন যায় এবং তিনি নিজেও সেই ঘোর অধর্ম্ম-জন্ত উভয় লোক হইতে পরি-ভ্রষ্ট হইয়া অচিরকাল নিরয় নিলয়ে বাস করিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন ; আবার এ দিকেও দেখুন, যদি বুদ্ধির বৈষম্য ভাবই থাকিল, তাহা হইলে আর তিনি কি প্রকারে সেই জীবন্মুক্ততা-জন্ত অনন্ত স্বখামুভবের অধিকারী হইতে পারেন ? ॥ ৫৮—৫৯ ॥ পিতঃ ! কোনও ভূপতি যে জীবন্মুক্ত আছেন ইতঃপূর্ব্বক্কে আমি আর কখনই এরূপ অমুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করি নাই ; এই জন্তই আমার অন্তরে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইতেছে ; রাজর্ষি জনক গৃহে থাকিয়া বিশেষতঃ যথাবিহিত রাজ্য শাসন করিয়াও জীবন্মুক্ত রূপে দেহ যাত্রা নিশ্চাদন করিতেছেন । কি আশ্চর্য্য ! পিতঃ ! আপনার মুখে সেই নরপতির তাদৃশ আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে ; অতএব আপনি অনুমতি করিলেই এই সন্দেহটী নিবারণের জন্ত মিথিলায় উদ্দেশে যাত্রা করি ॥ ৬০-৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে জনক দর্শনার্থে শুকদেবের মিথিলা গমন

প্রার্থনা বিময়ক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতু্যক্তা পিতরং পুত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ ।  
বন্ধাজ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ১ ॥  
আপুচ্ছে হ্রাং মহাভাগ গ্রাহং তে বচনং ময়া ।  
বিদেহান্দ্রম্ভু মিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু ২ ॥  
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল ।  
ধর্ম্মে ন বর্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্যদি ৩ ॥  
ধর্ম্মস্য কারণং দণ্ডো মহাদিপ্রহিতঃ সদা ।  
স কথং বর্ততে তাত সংশয়োহয়ং মহান্মম ৪ ॥

যটনষ্ট্রলোকবৈষ্ণব জনকস্ত পরীক্ষণম্ ।

মিথিলায়াং পতঃ কর্ত্ত্বং কুইতোতদৌষতে ॥

ইতু্যক্তেতি ॥ ১—২ ॥ বর্ত্ততইতি । বর্ত্ততেতার্থঃ ॥ ৩ ॥ ( দণ্ডং বিনা কদাচিল্লোকস্থিতি  
র্ন সম্ভবেদিতি পূর্ব্বলোকোক্তং সমর্থয়দ্রাচ ধর্ম্মশ্রেতি । ধর্ম্মরক্ষার্থমেব মহাদিভিমর্হর্ষিভির্দণ্ডঃ  
প্রহিতঃ । ধর্ম্মস্ত হি দণ্ডমূলকত্বাৎ । অর্থঃ । বতঃ দণ্ডভয়াদেব সর্বাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মেতিষ্ঠন্তি

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহাত্মা শুকদেব মিথিলা  
গমনাভিলাষে এইরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই পিতার চরণযুগলতলে পতিত হইয়া  
বন্ধাজলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! আপনার কথা আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম; এক্ষণে,  
সেই জনকরাজ-পালিত বিদেহরাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। নরপতি জনক দণ্ড প্রয়োগ  
ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করেন? আর যদি দণ্ড প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার  
রাজ্যস্থ প্রজাগণ বিনাদণ্ডে কি প্রকারেইবা স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে এই সমস্ত ব্যাপার  
দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে ॥ ১—৩ ॥ পিতঃ! এই সংসারস্থ সমস্ত  
প্রজাগণ কেবল দণ্ডভয়েই যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কাহারই অবি-  
দিত নাই; মনু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তই দণ্ডবিধি শাস্ত্র  
সকলের অণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, নরপতি জনকের রাজ্যে যদি সেই দণ্ড প্রয়োগ  
না থাকে; তাহা হইলে কিরূপে যে তাঁহার প্রজাপুত্র স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা বুঝিতে  
সমর্থ হইতেছি না; সুতরাং এবিষয়ে আমার অন্তরে সন্দেহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।  
আপনি সন্দেহ তপঃপ্রভাবে সমস্ত তদন্ত ঋষিদিগকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং আপনার

মম মাতা স্মিন্নং বক্ষ্য্য তদ্ব্যভি বিচেষ্টিতম্ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ ! গচ্ছামি চ পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীহৃতঃ ।

আলিঙ্গ্যোবাচ পুত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অস্ত্যস্ত শুক ! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্র ! মহামতে ! ।

সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত ! যথাস্থখম্ ॥ ৭ ॥

আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুভবম্ ।

ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্র ! কথঞ্চন ॥ ৮ ॥

স্থখং জীবামি পুত্রাহং দৃঢ় ! তে মুখপঙ্কজম্ ।

অপশ্যন্তুঃখমাপ্নোমি প্রাণস্ত্বমসি মে সূত ! ॥ ৯ ॥

অতএব মহাদিভির্দণ্ডঃপ্রযুক্তঃ ॥ ৪ ॥ ) মম মাতেতি । যদি মাতা বক্ষ্য্য তদা বজ্ররভাবাদিদং বাক্যমেব নস্তান্তদৃষ্টো যদি ন স্তান্তর্হি ধর্ম্ম এব ন স্তাৎ । যদি পুনর্দণ্ডোহস্তি তদা শমন্য-  
তাবাদ্জ্ঞানমেব ন স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৫—৬ ॥ সত্যাং বাচং পুনরাগমিষ্যামীত্যেবং রূপাম্ ॥ ৭ ॥  
( আগন্তব্যমিতি । মিথিলাং গত্বা পুনর্ম্মৈবেদমুত্তমমাশ্রমং আগন্তব্যম্ । হে পুত্র ! কথঞ্চন  
কথমপি চিত্তচাক্ষল্যবশাদিতার্থঃ । ত্বয়া কুত্রাপি কস্মিন্নপি দেশে ন গন্তব্যং কদাচিৎ সন্ন্যাসা-  
দ্যাশ্রমঃ সহসা নাস্তীকর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমপ্রত্যাগমনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্নাহ স্থখং

কথায় অশ্রদ্ধা করা সূচনাত্মক ! কিন্তু, আমার এই মাতা বক্ষ্য্য, এই কথাটাও যেমন সত্য,  
জনকের ব্যাপারও আমার মনে ঠিক সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে ; অতএব আপনি অনুমতি  
করুন, আমি মিথিলার উদ্দেশে গমন করি ॥ ৪—৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর, সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদবাস নিতান্ত সংসার  
নিষ্পৃহ পরম প্রজ্ঞাবান পুত্র শুকদেব মিথিলা যাইতে অভিলষী হইয়াছেন দেখিয়া  
তাহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! তুমি নিজ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে  
সংসারের সমস্ত তত্ত্বই বুঝিতে পারিয়াছ, অতরাং তোমাকে কোন কথা অধিক বলা  
কেবল নিরর্থক বাগাড়ার মাত্র ! রে পুত্র ! আমি আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও,  
সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গল হউক । যদি মিথিলা যাইতে তোমার একান্তই বাসনা হইয়া  
থাকে তাহা হইলে আমার নিকট সত্যবাক্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যথা স্থখে গমন  
কর ॥ ৭ ॥ বৎস ! ( সেই সত্য প্রতিজ্ঞাটা কি প্রকার তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ) তুমি  
এখন হইতে মিথিলা যাইয়া মহাত্মা জনকের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায়  
আমার এই মঙ্গলধর আশ্রমেই প্রত্যাগমন করিবে কদাচ আর অন্যত্র যাইবে না ॥ ৮ ॥



দৃষ্ট্বা স্বং জনকং পুত্র ! সন্দেহং বিনিবৰ্ত্ত্য চ ।

অত্রাগত্য স্বং তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ ।

ইতু্যুক্তঃ সোহভিবাদ্যার্য্যং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্ ।

চলিতস্তরসাতীৰ ধনুর্মুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১ ॥

সংপশ্বন্ বিবিধান্ দেশান্ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ ।

বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি ফলিতানি চ ॥ ১২ ॥

তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজ্ঞকান্দীক্ষয়ামিতান্ ।

যোগাভ্যাসরতান্ যোগিবানপ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

জীবামীতি । হে পুত্র ! সর্বসদগুণবস্তুরা ভবেব প্রাণস্বরূপোহসি অতন্তে তব মুখপঙ্কজঃ দৃষ্ট্বা অহং স্বং যথা জ্ঞাতং তথা জীবামি জীবিতুং শক্যমি যাবজ্জীবং সুখে নৈব কালং যাপয়িম্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ভবাংস্ত মনুষ্যঃ দৃষ্ট্বা স্বং জীবামি ময়া পুনঃ কেন কালোহতিবাহনীয় ইতি চেতত্রাহ দৃষ্ট্বা ভমিতি । অত্রাশ্রমে প্রত্যাগত্য বেদাধ্যয়নতৎপরঃ সন্ ভবমপি স্বং তিষ্ঠ অস্মভিঃ সহ সুধেন কালমতিপাতয়িম্যামীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইতু্যুক্ত ইতি । স শুকদেবঃ পিত্রা ইত্যাদিষ্টঃ সন্ অর্ঘ্যং পিতরং বেদবাসং অভিবাদ্য প্রদক্ষিণঞ্চ কৃত্বা ধনুষঃ ক্ষিপ্তো বাণ ইব অতীব তরসা বেগেন চলিতঃ প্রস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ সংপশ্ব-  
ন্নতি । বিত্তং ধনমেব ধর্ম্মঃ বিত্তধর্ম্মঃ সোহন্তোষামিতি বিত্তধর্ম্মিণস্তান্ অত্র তু নিন্দায়াং মতু-  
বিত্তি বোধ্যম্ বিত্তার্জনম্ভাবা ইতি বাবৎ । বিত্তেন ধর্ম্মাচরণশীলা ইত্যেকো ॥ ১২ ॥ যোগিবান-

রে পুত্র ! তুমিই আমার জীবনস্বরূপ ! অধিক কি, আমি যদি তোমাকে পুনরায় না দেখিতে পাই তাহা হইলে এতদূর যন্ত্রণা হইবে যে, বোধ হয় জীবন ধারণে সমর্থ হইব না, কিন্তু তুমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া যদি একান্তই দারপরিগ্রহ না কর তথাপি আমি তোমার ঐ নির্মল মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া পরম সুখে কালতিপাত করিতে পারিব ॥ ১০ ॥ বৎস ! তুমি রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক এই আশ্রমে আসিয়া সতত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া সুখে অবস্থান কর ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন এইমত আদেশ করিলে, মহাত্মা শুকদেব প্রমত্ত পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কাস্মুকানিগুণ বাণের স্তায় অতীব বেগসহকারে মিথিলা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ পশ্চিমধ্যে তিনি বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকা-বলয়ী লোক কলভায়াবনত তরুর শতময় ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন; এবং স্থানে স্থানে তপস্কর্যানিরত তাপসগণ কোন স্থানে বা দীক্ষাধিত যাজ্ঞিকপুরুষ যোগাভ্যাসরত যোগী ও বানপ্রস্থদ্বারাচাৰ্য্য বনবাসী আবার দেশবিশেষে শৈব, পাণ্ডপত, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে কেবল নিষ্ঠুর

শৈবান্ পাশুপতাংশৈশ্চ সৌরাষ্ট্রাঙ্কান্শ্চ বৈষ্ণবান্ ।  
 বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধৰ্ম্মান্ জগামাতিস্ময়ম্মুনিঃ ॥ ১৪ ॥  
 বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুল্লজ্য মহামতিঃ ।  
 হিমাচলঞ্চ বর্ষণে জগাম মিথিলাং প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্বক্লিমুত্তমাম্ ।  
 প্রজ্ঞাশ্চ স্থখিতাঃ সর্বাঃ সদাচার্য্যঃ স্তবংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥  
 ক্ষত্রা নিবারিতস্তত্র কস্তমত্র সমাগতঃ ।  
 কিস্তে কার্য্যং বদন্তেতি পৃষ্ঠস্তেন ন চাহব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্য নগরদ্বারাং স্থিতঃ স্থাগুরিবাচলঃ ।  
 বিস্মিতোহতিহসংস্তস্মৌ বচো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ১৮ ॥  
 প্রতীহার উবাচ ।

ব্রুহি মুকোহসি কিং ব্রহ্মান্ ! কিমর্থং হুমিহাগতঃ ।  
 চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদिति মে মতিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রস্থানিতি সমস্তপদম্ ॥ ১৩—১৫ ॥ মধ্যে মিথিলামধ্যে ॥ ১৬ ॥ ক্ষত্রা দ্বারপালঃ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্যেতি । মৌনমাহ্বায় দ্বারদেশং মুক্ত্যাদি দ্বারভাগ্রে তস্মৌ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তৎ বিচার করিতে করিতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন ॥ ১২—১৪ ॥ এইরূপে মহাত্মা  
 শুকদেব অবিচ্ছেদে দুই বৎসর কাল গমন করিয়া মেরুপর্ব্বত এবং এক বৎসরে হিমগিরিকে  
 অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি সেই ধন-ধাত্তাদি-বিবিধঐশ্বর্য্য-  
 শোভায় পরিশোভিত নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তত্রত্য প্রজাগণ সকলেই স্বধর্ম্ম  
 নিরত এবং সদাচারসম্পন্ন অর্থাৎ সকলেই পরম স্তম্ভে কাল হরণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ শুকদেব  
 ক্রিয়াকাল মাত্র এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমশঃ যেমন পুরাতন্ত্ররভাগে প্রবিষ্ট হইবেন  
 অমনি দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? এখানে  
 তোমার কি কার্য্য আছে বল! দ্বারপাল এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি  
 কিছুই বলিলেন না; কেবল নগরদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া স্থাগুর (মুড়গাছের) স্তায়  
 অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; কলত সে সময় তিনি একটা কথা মাত্রেরও প্রয়োগ  
 করিলেন না (দ্বারপালের তাদৃশ কঠোর ব্যবহার দর্শনে) অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে  
 হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

(শুকদেবকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া) প্রতীহার পুনরায় কহিল, অহে ব্রাহ্মণ!  
 হুমি বোঝা না কি, কৃপা করিতেছ না কেন? এখানে কিজন্য আসিয়াছ বল? কোনও কার্য্য  
 ব্যতীত কাহারও কুজাপি যে গমনাগমন হয় না তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ আছে। অহে

রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেহস্মিন্ সদা বিজ ।।

অজ্ঞাতকুলশীলস্ত প্রবেশো নাত্র সৰ্ব্বথা ॥ ২০ ॥

তেজস্বী ভাসি নুনং স্থং ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ ।

কুলং কার্য্যক মে ব্রহ্মি যথেক্তং গচ্ছ মানদ ! ॥ ২১ ॥

শুক উবাচ ।

যদর্থমাগতোহস্ম্যত্র তৎ প্রাপ্তং বচনান্তব ।

বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুৰ্লভঃ ॥ ২২ ॥

মোহোহয়ং মম দুৰ্বুদ্ধেঃ সমুল্লজ্য গিরিধ্বয়ম্ ।

রাজানং দ্রষ্টু কামোহহং পর্য্যটন্ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

চলনং চেতি । আগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥ ততোঃ যথেষ্টং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদর্থমিতি । মন্যতে স্বয়ং জ্ঞানী ন স্থিতঃ । কিন্তু পিত্রাণং জ্ঞানী নিশ্চিতস্তত্রাশ্চর্য্যং মম জাতমিতি জষ্টুমাগতঃ । স জ্ঞানপ্রকাশগুণামুভূতো ময়া যন্মাৎশানাঃ প্রবেশোভাব ইতি

বিজ ! রাজার অনুমতি হইলে সকল সময়েই এই নগরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অজ্ঞা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির এ স্থলে কোন প্রকারেই প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯—২০ ॥ আমি নিশ্চয়রূপে বুদ্ধিতে পারিয়াছি আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত তপস্তেজা স্তত্রাং বিনয় বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল আপনাদের নৈসর্গিক ভূষণ ; আমি পুনঃপুন কর্তোর উক্তি করিলেও আপনি সেই জন্তই কোন উত্তর করেন নাই, আপনারাই প্রকৃতরূপ শাস্ত্র বা মহতের মান রক্ষা করিয়া থাকেন । অতএব, ব্রহ্মন ! আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া বলুন এখানে কি কার্য্যের উদ্দেশে আসা হইয়াছে এবং নিজ আবির্ভাবে কোন কুলকে পবিত্র করিয়াছেন ? দেখুন, ইহাতে আপনি হুঃখিত হইবেন না ; কেননা, আমার কর্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ; ফলকথা এই যে আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিয়া এই নগরীর মধ্যে যে স্থলে ইচ্ছা হয় গমন করুন ॥ ২১ ॥

দ্বারাধ্যাক্ষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া শুক কহিলেন, প্রতীহার ! এই নগরটীর নাম বিদেহ !! কেন না, ইহার অধীশ্বর দেহ-উপাধি বর্জিত !! স্তত্রাং রাজা বা নগর সেই নামেই বিজ্ঞত ; এদিকে কিন্তু, কেহ দর্শন কামনার আসিলে তাহার পক্ষে নগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ও দুৰ্লভ ! অতএব, আমি এখানে যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম তোমার কথা শ্রবণেই আমার সে সমস্তই পাওয়া হইয়াছে ॥ ২২ ॥ আমার যদি বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিত তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না ; ফলত আমি অতিশয় নির্য্যর্থ, সেইজন্য মেক এবং হিমালয় নামক সেই স্তূপের পরন্তবর অতিক্রম পূর্ব্বক একমাত্র রাজদর্শন লাগসার স্বদীর্ঘ পথপর্য্যটন ক্রেশ সহ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ২৩ ॥ দ্বাৰ-

বঞ্চিতোহহং স্বয়ং পিত্রা দুষণং কস্ত দীয়তে ।  
 ভ্রামিতোহহং মহাভাগ ! কৰ্ম্মণা বা মহীতলে ॥ ২৪ ॥  
 ধনাশা পুরুষশ্চেহ পরিভ্রমণকারণম্ ।  
 সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সংপ্রাপ্তোহগ্নি ভ্রমাৎ কিল ॥ ২৫ ॥  
 নিরাশস্য স্ত্বং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি ।  
 নিরাশোহহং মহাভাগ ! ময়োহগ্নিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬ ॥  
 ক মেরুমিথিলা কেয়ং পদ্ম্যাক্ষ সমুপাগতঃ ।  
 পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭ ॥  
 প্রারকং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্ ।  
 উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সৰ্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥ মোহসাগরে ইতি । অতো ময়া হুঃখং প্রাপ্তং ন তত্রাত্মাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ নদেবং ক্লেশঃ ভুক্ত্যু নিরর্থকঃ কিমর্থমাগতত্বমিতি চেত্তত্রাহ প্রারক-মিতি । অবশ্যং প্রারকং কৰ্ম্ম ভোক্তব্যম্ । উদ্যম উদ্যোগস্ত তদ্বশে নিত্যং বর্ততে তমিতি শেষোহত্র কর্তব্যঃ । তদুদ্যোগং তৎপ্রারকং সৰ্ব্বথা কারয়তি ব্যাপারম্ । উদ্যোগো যন্তো ব্যাপারং করোতি তেনোদ্যোগেনু প্রারকং কৰ্ম্ম কারয়তি ন তত্র মদধীনতা কাচিৎ-স্তীতি ভাবঃ । হুকোরন্ততরত্বমিতি দ্বিকৰ্ম্মত্বম্ ॥ ২৮ ॥ বিদেহো নাম ভূপতিরिति । যত্রোতি-

পাল ! তুমি কিছু মনে করিও না আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই; কেননা, আমার পিতাই যখন স্বয়ং আমাকে ঠকাইলেন, তখন অপরের প্রতি বুধা দোষারোপ করিলে কি হইবে। অথবা আমার কৰ্ম্মহুজ্জই হয়ত আমাকে ভুতলে আনিয়া ভ্রমণ করাই-তেছে। এই পৃথিবীতে একমাত্র ধনাশাই মনুষ্যের পরিভ্রমণের কারণ, কিন্তু আমার অন্তরে সে আশার গন্ধমাত্রও নাই, তথাপি কেবল ভ্রমে পড়িয়াই এরূপ হুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিলাম ॥ ২৪—২৫ ॥ কন্তুঃ ! ইহ সংসারে যে মানব সৰ্ব্বতোভাবে আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সে যদি কোন প্রকারে মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিত্য স্ত্বের অধিকারী হইতে পারে; আমিও আশার দাস নহি, তথাপি কেবল ধোরতর অজ্ঞানহুদে ডুবিয়াই ঈদৃশ দুর্দশা গ্ৰস্ত হইলাম ॥ ২৬ ॥ হায় ! কোথায় সেই মেরু পর্বত আর কোথায় এই মিথিলা! । পায়ে হাঁটিয়া এই সূক্ষ্মতর লথ অতিক্রম পূৰ্ব্বক এখানে আসিলাম, ওঃ কি কৰ্ম্মভোগ ! আহা, আমার পর্যটনের কেমন চমৎকার ফল ফলিল দেখ! পরন্তু, ইহাতে কাহারও দোষ নাই; শুদ্ধ সেই বিধাতাই আমার প্রতি এইরূপ প্রেতারণাজাল বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ শুভই হউক আর অন্ততই হউক প্রারক ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; বতই কেন চেষ্টা কর না কিছুতেই তাহার অন্তথা হইবে না; সমস্ত উদ্যমই প্রারকের বশীভূত। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারককৰ্ম্ম ঐক্ যেন কেশাকর্ষণ পূৰ্ব্বক আনিয়া জীবকে ফল ভোগে প্রব-  
 ণ্ণিত করে ॥ ২৮ ॥ দেখ, এখানে স্বয়ং বেদও মূর্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান নাই আর

ন তীর্থং ন চ বেদোহত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ ।

অপ্রবেশঃ পূরে জাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ ।

জাতো হি প্রতীহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্ধিজোক্তমঃ ॥ ৩০ ॥

সামপূৰ্ব্বমুবাচাসৌ তং ক্ষত্ৰা সংস্থিতং মুনিম্ ।

গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেকং দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩১ ॥

অপরাধো মম ব্রহ্মন্ ! যন্নিবারিতবানহম্ ।

তৎ ক্ষন্তব্যং মহাভাগ ! বিমুক্তানাং ক্ষমা বলম্ ॥ ৩২ ॥

শুক উবাচ ।

কিস্তেহত্র দূষণং ক্ষতঃ পরতদ্রোহসি সৰ্ব্বদা ।

প্রভুকার্য্যং প্রকর্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

ন ভূপদূষণঞ্চাত্ৰ যদহং রক্ষিতস্তয়া ।

চোরশত্রুপরিজ্ঞানং কর্তব্যং সৰ্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

শেষঃ ॥ ২৯—৩৫ ॥ প্রতীহারেষু জ্ঞানী বাহজ্ঞানী বেতি বুভুৎসয়া অপ্রকৃতমেব পৃচ্ছতি কি

কোন তীর্থও নাই যে জন্ত আমি অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম এখানে আছেন কে ? না, একটা রাজা ! তিনি আবার দেহ উপাধি শূন্য অথচ তাঁহার পুং মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই ; কি আশ্চর্য্য ! ॥ ২৯ ॥

শুকদেব এই সমস্ত কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তৃক্ষীভূতের স্তায় অবস্থিত রহিলেন ; এদিকে ষারপাল তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও দেহকান্তি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইনি কোন ব্রহ্মর্ষি-কুলোৎপন্ন জ্ঞানী পুরুষ হইবেন ॥ ৩০ ॥ তখন ষারপাল সেই মৌনভাবে অবস্থিত শুকদেবকে অতি বিনীতভাবে স্তম্ভধুর বাক্যে কহিল, দ্বিজসত্তম ! এই পুর-মধ্যে আপনার যে স্থলে অভিলাষ হয় গমন করুন । ব্রহ্মন্ ! আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে, প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম সে জন্ত আমার বোরতর অপ-রাধ ঘটিয়াছে ; আপনি স্বীয় ঔদার্য্য গুণে আমার ক্ষমা করুন । দেখুন, মুক্ত পুরুষদিগের ক্ষমাই প্রধান বল ॥ ৩১—৩২ ॥

শুকদেব তাহার ঐদৃশ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, ক্ষতঃ ! এ বিষয়ে তোমার দোষ কি ? ভূমিত, সৰ্ব্বদাই পরাধীন ! যথাবিহিত প্রভুর আদেশ পালন করাই ত সেবকের কর্তব্য কার্য্য । তুমি আমার নিবারণ করিয়াছ বলিয়া যে, আমি এ বিষয়ে রাজার প্রতিই কোন প্রকার দোষারোপ করিতেছি তাহাও মনে করিও না ; কেননা, চোর আসিল কি শত্রু আসিল, তাহার অহুসন্ধান লওয়া প্রজাবান্ রাজা বা রাজপুরুষদিগের অবৈত কর্তব্য

মমৈব সর্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ ।

গমনং পরগেহে যল্লঘুতায়াম্শ্চ কারণম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহার উবাচ ।

কিং হুখং দ্বিজ ! কিং দুঃখং কিং কার্য্যং শুভমিচ্ছতা ।

কঃ শত্রুহিতকর্তা কো বহি সর্বং মমাদ্য বৈ ॥ ৩৬ ॥

শুক উবাচ ।

দ্বৈবিধ্যং সর্বলোকেষু সর্বত্র দ্বিবিধো জনঃ ।

রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

বিরাগী ত্রিবিধঃ কামঃ জ্ঞাতোহজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ ।

রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূৰ্খশ্চ চতুরন্তথা ॥ ৩৮ ॥

চাতুর্য্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজন্তথা ।

মতিস্ত্ব দ্বিবিধা লোকে যুক্তায়ুক্তেতি সর্বথা ॥ ৩৯ ॥

হুখমিতি । শুভমিচ্ছতা কার্য্যং কর্তব্যং কিম্ ॥ ৩৬ ॥ দ্বৈবিধ্যমিতি । যতো দ্বিবিধো জনস্ততো দ্বৈবিধ্যং সর্বত্র বর্ততে । দ্বৈবিধ্যমেবাহ রাগী চৈব বিরাগী চেতি । কিং জ্ঞাতানয়োৰ্ভেদো নেত্যাহ তয়োশ্চিত্তমিতি । চিত্তদ্বৈবিধ্যাদেব রাগিবিরাগিদ্বৈবিধ্যং ন স্বত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র বিরাগিণোহন্তর্ভেদমাহ বিরাগী ত্রিবিধ ইতি । জ্ঞাতঃ লোকৈকরেতন্ত বৈরাগ্যং স্পষ্টমেব জ্ঞাত ইতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ জ্ঞাত ইত্যাচ্যতে । অজ্ঞাতশ্চ মন্দবৈরাগ্যবান্ম্লোকৈর-জ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । মধ্যমস্ত লোকৈকঃ কিকিঞ্জাতবৈরাগ্যবান্ । রাগিহণোপ্যবাস্তরভেদমাহ রাগী ত্বিতি ॥ ৩৮ ॥ মতিজং শাস্ত্রাবিরুদ্ধমযুক্তমতিরহিতং মত্যা তর্কিতবিষয়ং একম্ । শাস্ত্র-

কার্য্য বলিয়াই জানিও ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব যখন আমি সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ ; কেননা, এই জগতে পরগৃহে গমনই লঘুতার প্রধান কারণ ॥ ৩৫ ॥ এই কথা শুনিয়া প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্ ! ইহ সংসারে ঐশ্বর্যাভিলাষী পুরুষের কর্তব্য কার্য্য কি ? আর হুখ দুঃখইবা কি এবং শত্রু কে ? আর হিতকর্তাই বা কে ? এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েকটা কথার উত্তর প্রদানে আমার চরিতার্থ করুন ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রতীহার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর । দেখ, এই সমস্ত লোকমধ্যে মানবগণের চিত্তগত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, সুতরাং তাহাদিগকেও রাগী ও বিরাগী নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; অতএব তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যগতিও দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর, সেই বিরাগীও আবার জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । সেইরূপ রাগীর মধ্যেও কতক মূৰ্খ আর কতকগুলি চতুর থাকায়, শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্য্যও শাস্ত্রজন্য আর বুদ্ধিজন্য হওয়ার দুই প্রকার বলিয়া উক্ত

## প্রতীহার উবাচ ।

যদুজ্ঞং ভবতা বিদ্বদ্বার্থজ্ঞোহহং বিজ্ঞোত্তম ! ।

তৎ সর্বং বিস্তুরেণাদ্য যথার্থং বদ সত্তম ! ॥ ৪০ ॥

## শুক উবাচ ।

রাগো যন্তান্তি সংসারে স রাগীত্যাচ্যতে ধ্রুবম্ ।

দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ধনং প্রাপ্য স্ততান্দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা ।

তদপ্রাপ্য মহদুঃখং ভবত্যেব ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪২ ॥

কার্য্যং তস্য স্থথোপায়ঃ কর্তব্যং সুখসাধনম্ ।

তস্যারামিতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুখবিদ্বং কুরোতি যঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষয়কং চাতুর্য্যং দ্বিতীয়ম্ । শিষ্টলৌকিকব্যবহারবিষয়কং তৃতীয়ম্ । তচ্চাশিষ্টব্যবহারবিষয়কমিতি ফলিতোহর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥ ধনং প্রাপ্যতি । এতেন কিং সুখং কিং দুঃখমিত্যন্তোত্তর-মুক্তং ভবতি ॥ ৪২ ॥ কিং কার্য্যমিত্যন্তোত্তরমাহ কার্য্যং তত্তেতি । যেন সুখং ভবতি স উপায়ঃ কর্তব্যঃ । কঃ শত্রুরিত্যন্তোত্তরমাহ তস্যারামিতি ॥ ৪৩ ॥ নহু সুখদুঃখকার্য্যশত্রু-

হইয়াছে ; আবার বুদ্ধিও লোকে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, একটি শাস্ত্রযুক্তিসম্মত আর একটি সৰ্ব্বপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিৰুদ্ধ ॥ ৩৯ ॥

প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি সাধুশিরোমণি তবজ্ঞপুরুষ । স্ততরাং আপনার এপ্রকার গভীর উপদেশগর্ভ বাক্যের সহজে অর্থ ভেদ করা কি মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য ? ফলত আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটি বর্ণনাত্রও বুঝিতে পারি নাই অতএব এক্ষণে দয়া করিয়া এক্ষণ বিশদভাবে বলুন যাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি ॥ ৪০ ॥

শুক বলিলেন, দ্বারপাল ! স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর ; যে ব্যক্তির সংসারে অমুরাগ থাকে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে রাগী বলা যাইতে পারে । স্ততরাং তাহার সম্বন্ধেই নানাপ্রকার সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ৪১ ॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ইচ্ছামত ধন, পুত্র, কলত্র সৰ্ব্বত্র সম্মান ও বিজয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই পরম সুখ ; আর এই সমস্ত মনোমত দ্রব্যসকল না পাইলে প্রতিক্ষণেই তাহার কষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ এই সংসারমধ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপাদি বাহা কিছু অগ্রগতি হয় সে সমস্তই সুখের উদ্দেশে ; সুখসাধন জব্যগুলির আহরণই তাহার একমাত্র কর্তব্য-কার্য্য ; অতএব, যে ব্যক্তি তাহার সেই সকল সুখের ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাহাকেই তাহার শত্রু বলিয়া জানিও ॥ ৪৩ ॥ ফলকথা এই যে, সংসারাহরণী ব্যক্তির যে কেহ হুখ উৎপাদন করিতে পারে সেই তাহার পরম মিত্র । ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, চতুর মানব

স্বধোৎপাদয়িতা মিত্রে রাগমুক্তস্য সর্বদা ।

চতুরো নৈব মুহেত মূৰ্খঃ সৰ্বত্র মুহতি ॥ ৪৪ ॥

বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য স্বধমেকাশ্তসেবনম্ ।

আত্মানুচিন্তনকৈব বেদান্তস্য চ চিন্তনম্ ॥ ৪৫ ॥

দুঃখং তদেতৎসর্বং হি সংসারকথনাদিকম্ ।

শত্রবো বহবন্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬ ॥

কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।

বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নাশোহস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা'বচনস্তস্য মজ্জা তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্ ।

ক্ৰতা প্রবেশয়ামাস কক্ষাঞ্চাতিমনোরমাম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরং বীক্ষমাণঃ সংক্ৰেবিধ্যজনসংকুলম্ ।

নানাবিপণদ্রব্যাত্যং ক্রয়বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯ ॥

মিত্রাণি মূৰ্খচতুরয়োঃ সমানি তদা\* মূৰ্খচতুরয়োঃকো ভেদস্তত্রাহ চতুরো নৈব মুহেতেন্তি ।  
পাদ্মাবলোকনজ্ঞানযুক্তায়ুক্তমতোঃ সম্ভারতস্য মোহো মূৰ্খস্তু তু সোহস্তীতি তয়োৰ্ভেদঃ ॥ ৪৪ ॥  
ইং রাগিধৈবিধাং তৎস্বদুঃখকার্য্যং শত্রুমিত্রাণ্যুপপাদ্য ত্রিবিধবিরাগিণোহপি স্বধদুঃখ-  
কায়াশত্রুমিত্রাণ্যুপপাদয়তি বিরক্তভেতি । আত্মানুচিন্তনকৈবেত্যাদিঃ কার্য্যনির্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥  
দুঃখং তদেতদ্বিতি দুঃখনির্দেশঃ । শত্রবো বহব ইতিশত্রুনির্দেশঃ ॥ ৪৬ ॥ বন্ধুঃ সন্তোষ ইতি  
মিত্রনির্দেশঃ । এতেন জ্ঞানলাভায় ছেয়োপাদেয়মুক্তং ভবতি । রাগিণো ব্যবহারস্য ছেয়ত্বাৎ  
বিরক্তব্যবহারতোপাদেয়ত্বাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তৎস্বজনস্ত ক্রয়বিক্রয়কারকত্বেনি নগরস্ত

কোন বিষয়েই একেবারে মোহিত হয় না ; আর মূৰ্খ, সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া  
পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রতীহার ! (এক্ষণে বিরাগীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।) আত্মতত্ত্বানুগামী সংসার-  
বিরক্ত মহাত্মারা নির্জন স্থানে বসিয়া সৰ্ব্বদা মনে মনে বেদান্তশাস্ত্রের বিচার বা সেই  
সৰ্ব্বাণ্ময়রূপ নিত্যনিরঞ্জন পরম চৈতন্যদেবের ধ্যানে নিরত থাকিতে পাইলেই তাঁহা-  
দিগের পরমসুখ ॥ ৪৫ ॥ পারিত্রিক মজ্জলাকাজ্জী প্রজ্ঞাবান্ সংসারবিরাগীর অনিত্য সংসার-  
বিষয়ক, কথোপকথনাদিকেই দুঃখের উৎপাদক বলিয়া জানিবে । যদিচ সংসাররাগীর ন্যায়  
ইহাদিগেরও কাম, ক্রোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বহুবিধ শত্রু আছে, তথাপি একমাত্র সন্তোষ  
ব্যতীত আত্মরত সন্ন্যাসীর এই ত্রিলোকীমধ্যে বন্ধু আর কেহই নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সূত বলিলেন, ( মহাবিশিষ্ট ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন । ) শিথিলার দ্বারাধ্যাক্ষ  
তাদৃশ জ্ঞানপূৰ্ণ উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণমাত্র তাঁহাকে বুদ্ধজ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে  
পারিয়া, তৎকণাৎ মনোনিবেশ কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইল ॥ ৪৮ ॥ ( শুকদেব নগরকক্ষায় প্রবিষ্ট



রাগধেমযুতং কামলোভমোহাকুলস্থতা ।

বিবদৎসু জনাকীর্ণং বহুপূর্ণং মহন্তরম্ ॥ ৫০ ॥

পশুন্ স ত্রিবিধাংলোকান্ প্রাসরত্ৰাজমন্দিরম্ ।

প্রাপুঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয়ইব ভাস্করঃ ॥ ৫১ ॥

নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতিহারেণ কাষ্ঠবৎ ।

তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৫২ ॥

ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ ।

ধ্যানং কৃৎস্না তথৈকান্তে স্থিতঃ স্থাগুরিবাচলঃ ॥ ৫৩ ॥

তদভেদাৎ ক্রয়বিক্রয়কারকস্বমুক্তম্ । যথা গ্রামঃ কুরোতীতি ॥ ৪৯ ॥ (রাগধেমযুতমিহি রাগশ্চ ধেমশ্চ তৌ রাগধেমৌ তাভ্যাং যুতং কামলোভমোহৈরাকুলং সঙ্কুলং ব্যাপ্তমিতার্থঃ যদিচেষ্টশৈশ্রবাকীর্ণং তথাপি তেষু তেষু কামলোভাদ্যভিভূতেষু হরাস্বজনেষু অজ্ঞোহ বিবদৎসু সততং বিবদমানেষু সংস্বপি তন্নগরং মহন্তরং বহুপূর্ণং ধনপূর্ণকৈতিত্বৈয়ম্ । অয়মং যাদৃশৈর্হুঁরাস্বভিরাকুলং তন্নগরং যদিচ তাদৃশা এব কেবলং বিবদন্তে তত্রাপি অনৈকমহিহি মহন্তরঞ্চ । যদ্য বিবদন্তশ্চ স্তজনাশ্চ তৈরেবাকীর্ণম্ । শতপ্রত্যয়োধ্রাবঃ ॥ ৫০ ॥ পশুম্নিতি স শুকঃ । ত্রিবিধান্ ত্রিপ্রকারান্ উত্তমমধ্যমাদমান্ সহাদিগুণবদ্ধানিতিয়াবৎ । পশু রাজমন্দিরং প্রাসরৎ ॥ ৫১ ॥ নিবারিত ইতি । ক্ষত্রা নিবারিতোহপি তজ্জ্ঞানাবমানমচিন্তয় তত্রৈব দ্বারদেশে কাষ্ঠবৎ স্থিত ইত্যম্ববঃ । কূত এবং অত আহ মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ কেব মানস্বরূপং বিচারয়ন্ ॥ ৫২ ॥ মানাবমানাত্যাপেক্ষায়াং ভূয়োহপি বিশেষহেতুং দর্শয়মা

হইয়াই) দেখিলেন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধলোকে নগর পরিপূর্ণ; হট্টস্থ দোকান সকল নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোভিত, ক্রেতা ও বিক্রেতার বিক্রয় দ্রব্যো মূল্য উপলক্ষে মহাকোলাহল করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নগরে নানাপ্রকার লোকেরই বসবাস আছে বটে, কিন্তু রাগধেমসমাকুল এবং কামলোভাদি-রিপুপ্রতাপ লোকের সংখ্যাই অধিক। হুঁশীল লোকেরা হয় ত কোন স্থলে কোন বিষয়কর্মে লইয়া ঘোরতর বিবাদ করিতেছে, কোথাও বা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে; নানাপ্রকার লোকের বাস থাকিলেও নগরটী যে, মহাসমৃদ্ধিশালী তাহা আর শুকদেবের মত লোকের জানিতে অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর সেই দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ মহাতেজস্বী শুকদেব ধনী, মধ্যবর্তী ও নিকৃষ্ট শ্রেণী এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে দেখিতে যেমন রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন, অগনি সেই কক্ষার দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ করিবামাত্র সেই দ্বারদেশেই মোক্ষতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

মহাত্মা শুকদেব অমরজন্মান্তরীণ স্রমহং তপঃপ্রভাবে মনের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই অমুকৃত হইতে পারে না; বস্তুত তিনি দ্বারা আর মৌজকে সমান চক্ষে দেখিতে পারেন; স্তরায় দ্বারপালের নিবেশে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইল।

তং মুহূর্তাদিবাগত্য রাজ্ঞোহমাত্যঃ কৃতাজ্জলিঃ ।

প্রাবেশয়ন্ততঃ কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্যনঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপদ্মং ।

তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসংক্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥

বারমুখ্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ ।

গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬ ॥

তা আদিশু চ সেবার্থং শুকস্যা মন্ত্রিসত্তমঃ ।

নির্গতঃ সদনান্তস্মাদ্য্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭ ॥

পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্হথাবিধি ।

দেশকালোপপন্নে নানাহম্নেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

ছায়ায়ামিতি ॥ ৫৩ ॥ ( তং মুহূর্তাদিতি । রাজঃ জনকস্ত অমাত্যো মন্ত্রী মুহূর্তাদাগত্য কৃতাজ্জলিঃ সন্ দ্বিতীয়াং কক্ষাং প্রাবেশয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্রাহ তত্র দিব্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ বারমুখ্যোতি । যা বারমুখ্যা বারপ্রধানরমণ্যঃ গীতবাদিত্র কুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাশ্চ অতএব রাজসেবাপরায়ণাস্তাদৃশীণ্ডর্গবতীঃ শুকদেব-সেবার্থমাদিশু মন্ত্রিণু সত্তমঃ প্রধানসচিবঃ তস্যাং সদনার্নগিতঃ । ইতি স্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥ কেন ভাবেন স্থিত ইতি বিবৃণুহ । পূজিত ইতি । যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য তাভিঃ বার-মুখ্যাভিঃ পরয়া ভক্ত্যা পূজিতঃ । দেশকালোপপন্নে অন্নে বিশেষতস্তোষিতঃ পরিতর্পিত-

আয়ুধ্যানে নিরত থাকিয়া দ্বারের বাহিরে একটি নিভৃতদেশে স্থাপুর স্নায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ এইরূপে মুহূর্তকাল অতীত না হইতে হইতেহ রাজমন্ত্রী বজ্রাজ্জলপুরঃসর তাঁহার নিকটে আসিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; পরে, পরম সমাদরসহকারে তাঁহাকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর, মন্ত্রিপ্রেমর তাঁহাকে দ্বিতীয় কক্ষ্যার অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাইবার সময় তত্রতা দিব্য কুসুমিত তরুসাজি-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যানসকল দেখাইয়া যথাবিহিত আতিথ্যসংকার সমাধানপূর্বক একটি অট্টালিকামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন । পরে, যে সকল গীতবাদ্যনিপুণ কামশাস্ত্রবিশারদ বারাস্ত্রনাকামিনী রাজসেবার নিরত থাকে তাহা-দিগকেই নিরন্তর শুকের সেবার নিয়োগিত করিয়া দিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন ; বেদব্যাস কৃষ্ণবৈগয়ন পুত্র নিরুৎকটচিত্তে সেই স্থলেই বিশ্রাম করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সেই সকল রমণীরা পরমভক্তি ও আশ্রয়ের সহিত যথাবিধি সন্মান রক্ষাপূর্বক দেশ-কালানুসারে বাহ্য কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাওয়া বার সেই সমস্ত স্ত্রীস্বাম অন্নব্যঞ্জন এবং পানীয় প্রদান্য তাঁহার কৃতিত্ববশতঃ অন্য নিরতিশয় বস্ত্র করিতে লাগিল ৫৮ ॥

ততোহন্তঃপুরবাসিন্যন্তঃপুরকাননম্ ।  
 রম্যং সন্দর্শয়ামাস্তুরঙ্গনাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 স যুবা রূপবান্ কাস্তো যুত্ভাবী মনোরমঃ ।  
 দৃষ্ট্বা তা মুমুহুঃ সর্বাস্তৃক কামমিবাপরম্ ॥ ৬০ ॥  
 জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্তা সর্বাঃ পর্য্যচরংস্তদা ।  
 আরণ্যেস্ত শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥  
 আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃদয়তি ন তপ্যতি ।  
 পশ্যংস্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থেব স তস্থিবান্ ॥ ৬২ ॥  
 তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দহূর্নার্ধ্যাঃ স্তবংস্কৃতাম্ ।  
 পরাক্রান্তুরগোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্ ॥ ৬৩ ॥  
 স কৃত্বা পাদশৌচঞ্চ কুশপাণিরতম্ভিতঃ ।  
 উপাস্ত পশ্চিমাং সঙ্ক্যাং ধ্যানমেবাস্বপদ্যত ॥ ৬৪ ॥

স্তোতিশেষঃ ॥ ৫৮ ॥ অন্তঃপুরস্থা মহিলাঃ রূপাদিদর্শনজ্ঞকামেনমোহিতাঃ সত্যঃ । অন্তঃপুরস্থং  
 রম্যং রমণীয়ং কাননং আবাসং অন্তঃপুরস্থক্ৰীড়াদ্যানমিতার্থঃ দর্শয়ামাস্তুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥  
 অন্তঃপুরবাসিনীনাং কামমোহিতেষু কাবণং প্রদর্শয়ন্নাই স বুবেতি ॥ ৬০ ॥ জিতেন্দ্রিয়মিতি ।  
 তা অন্তঃপুরবাসিন্যঃ কামমোহিতা অপি তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্তা বিজ্ঞায় পর্য্যচরং কেবলং  
 পরিচর্যা তৌষধ্যামাস্তুরিত্যর্থঃ । তত্র কিং শুকদেবোহপি বিকৃতমনা আসীৎ ? আহোনিং স্বস্থ  
 এব হিতঃ ? ইতি জিজ্ঞাসাত্যং তন্ত জিতেন্দ্রিয়দ্বাদিগুণান্ প্রকটয়ন্নাই । মাতৃভাবং অকল্পয়ৎ  
 কৃত এবং অত আহ শুদ্ধাত্মা ॥ ৬১ ॥ শুদ্ধাত্ম্যে কারণং নির্দিষ্টনাই আত্মারামেতি ॥ ৬২ ॥

তাহার পর, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ পর্য্যন্তও কামে বিমোহিত হইয়া শুকদেবকে  
 অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্তী মনোরম ক্রীড়াকানন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ তাহার  
 কারণ এই যে, মহাত্মা শুকদেব একেত যুবাশ্রয় তাহাতে আবার রূপের সাগর ; দ্বিতীয়  
 কল্পের ত্রায় মনোরমকমনীয় মূর্তি এবং স্বভাবত যুত্ভাবী ছিলেন, স্তুরাং তাহারা  
 তাঁহাকে দেখিবারাত্র একেবারে বাহজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৬০ ॥ বিশেষত তাঁহাকে  
 জিতেন্দ্রিয়পুরুষ জানিয়া পরমভক্তিসহকারে সর্বদাই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত হইল ;  
 কিন্তু, অরণিগর্ভসম্বৃত (অমোহনিসম্বব) পবিত্রাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে অন্তরে মাতার ত্রায়  
 জ্ঞান করিতে লাগিলেন । কেননা, তাঁহার চিন্তা নিরন্তর আত্মার সহিতই রমণ করিত ;  
 স্তুরাং ক্রোধ, হর্ষ বা অহুতাপাদি কেহই তাঁহার অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও স্থান প্রাপ্ত  
 হইত না ; ফলত তিনি সেই সমস্ত রমণীগণের মনোবিকার বৃদ্ধিতে পারিবারও অক্ষুণ্ণভাবে  
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ মহিলাগণ রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ  
 তাঁহার নিমিত্ত স্থণোপযোগি নানাপ্রকার বস্ত্রাদিসম্বন্ধিত বহুবল্য আভরণ পরিপূর্ণাভিত

যামমেকং স্থিতো ধ্যানেন স্বেদাপ তদনন্তরম্ ।

তুপ্ত্বা যামময়ং তত্র চোদতিষ্ঠততঃ শুকঃ ॥ ৬৫ ॥

পাশ্চাত্যং যামিনীয়াং ধ্যানমেবাস্বপদ্যত ।

স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃত্বা পুনরাস্তে সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

মিথিলারাজ্যন্তঃপুরবাসিনীনাং মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদি-

প্রকাশো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইদানীং তন্মৈ শ্যামিত্যারভ্য পুনরাস্তে সমাহিত ইত্যন্তৈঃ শ্লোকচতুষ্টয়ৈঃ শুকত ভোগ-  
নিম্গৃহতাং সংযতেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ প্রদর্শ্যাদ্যায়ং সমাপয়তি তস্মা ইতি ॥ ৬৩-৬৬ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অতীব মনোরম অথচ বিগুঞ্চ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৬৩ ॥ শুকদেব সময় বুঝিয়া তখনই  
আর ক্লণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্বক সায়ংসন্ধ্যোপাসনাদি সমাপ্ত  
করিয়া আশ্রয়ধানে নিরত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে তিনি একপ্রহরকাল গভীর ধ্যানে  
নিগম থাকিয়া, পরে, দুইপ্রহরকাল নিদ্রাসুপ অহুভব করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোথান  
করিলেন ॥ ৬৫ ॥ যামিনীর শেষধামে তিনি পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন ; অনন্তর প্রকৃত  
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তসময়ে স্নান ও প্রাতঃকালীন কর্তব্য ক্রিয়াদি সমাধানপূর্বক পুনরায় সমাধি অব-  
লম্বনে বসিয়া রহিলেন ॥ ৬৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম-

স্কন্ধে মিথিলার রাজ্যন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণमध्ये

শুকের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশবিষয়ক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

মৃত উবাচ ।

শ্রুত্বা তমাগতং রাজা মস্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ ।

পুরঃ পুরোহিতং কৃৎস্না গুরুপুত্রং সমভ্যয়াৎ ॥ ১ ॥

কৃৎস্নাইব নৃপঃ সমাগ্ দত্ত্বাসনমমুত্তমম্ ।

পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পয়স্বিনীম্ ॥ ২ ॥

স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্নাদ্ যথাবিধি ।

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্ ॥ ৩ ॥

কৃৎস্না কুশলসংপ্রদমুপবিষ্টঃ স্থথাসনে ।

শুকং ব্যাসমুতং শান্তং পর্যাপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

অষ্টাদিকবষ্টা তু জনকেন মহান্ননু ।

বৈরাগ্যাত্ম্যপদেশশ্চ শুকায় কৃত উচ্যতে ॥

পুরোহিতদেশে পুরোহিতং কৃৎস্না ॥ ১ ॥ ( স পুরোহিতস্তত্রগতঃ সন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্র চিরশিষ্টাচারং দর্শয়ন্নাই কুৎসেতি । নৃপোজনকঃ তবচ্ছোহপি লোকসংগ্রহং কুরুন্ তস্ত গুরুপুত্রস্ত শুকস্ত সম্যক্ অর্চণাং পূজাং কৃৎস্না আসনং দত্ত্বা পয়স্বিনীং চন্দ্রবতীং সবৎসামিতার্থঃ গাং দেখুং নিবেদ্য তস্মৈ কুশলং পপ্রচ্ছেত্যধঃ ॥ ২ ॥ সচেতি । সোহপি শুকঃ নৃপস্ত পূজাং বৈ ধর্মনিশ্চিতাং অকপটরূপানিতিশেষঃ যথাবিধি শাস্ত্রবিধিমনতিক্রম্য শাস্ত্রমতামুসারেণ প্রত্য-গৃহ্নাৎ প্রতিজ্ঞাইহ তত আশ্বনিরাময়ং অনাময়ং নিবেদ্য রাজে নরপত্যয়ে জনকায় কুশলং পুষ্টবান্ ॥ ৩ ॥ কুৎসেতি । অত্বেত্যকুশলপ্রদাদ্যনন্তরং স্থথাসনে উপবিষ্টঃ তং ব্যাসমুতং প্রশান্ত-মনসং শুকং পার্থিবঃ পৃথিবীপতির্জনকঃ ভো মহাতাগ ! মহান্ননু ! নিঃস্পৃহস্তাপি তব মাং

মৃত কহিলেন, ( মহর্ষিগণ ! তাহার পর শ্রবণ করুন ) নরপতি জনক গুরুপুত্র শুক-দেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সচিবগণ সমতিবাহারে পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করিয়া অতি পবিত্র ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরে পান্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সবিশেষ অর্চনা পূর্বক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন ; এবং বিধিযত একটা চন্দ্রবতী সবৎসা দেখু তাঁহার সমুখে রাখিয়া কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥ শুকদেব, জনকপ্রদত্ত শাস্ত্রসম্বত অকপটপূজাদি প্রতিজ্ঞাহ করিয়া নিজ মঙ্গলবিষয়ের পরিচয় দিয়া রাজাকে সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিলেন ॥ ৩ ॥ এইরূপে পরস্পরের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষে কিয়ৎকাল গত হইলে, পৃথীবীপতি জনক স্থথাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমুর্তি ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহান্ননু ! আপনি নিজ নিঃস্পৃহতাগুণে সমাধিনিষ্ঠ যোগিসিদ্ধিরেণ্ড বুরোগ্য

কিং নিমিত্তং মহাভাগ । নিঃস্পৃহস্ত চ মাংপ্রতি ।

জাতং ছাগমনং ব্রুহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম ॥ ৫ ॥

শুক উবাচ ।

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ ! কুরু দারপরিগ্রহম্ ।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৬ ॥

ময়া নাস্তীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধং গুরোরপি ।

ন বন্ধোহস্তুীতি তেনোক্তো নাহং তৎকৃতবান্ পুনঃ ॥ ৭ ॥

ইতি সন্দ্বিগ্নমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ ।

উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ ॥ ৮ ॥

প্রতি কিং নিমিত্তমাগমনং জাতমত্র কিং কার্য্যমস্তি ময়া বা কিমহুষ্ঠৈয়স্তদ্ ব্রূহীতিপর্য্যাপৃচ্ছ-  
দিতি দ্বাভ্যামবয়বঃ ॥ ৪—৫ ॥ ইদানীং স্ববক্তব্যং বিজ্ঞাপয়ম্ভাহ শুকদেবঃ । ব্যাসেনেতি ।  
ভো মহারাজ ! পিত্রা বেদব্যাসেন দারপরিগ্রহং কুর্ক্সিতি উক্ত আদিষ্টোহহম্ যতঃ সর্ব্বেষা  
আশ্রমেভো গৃহাশ্রমএবোত্তমঃ । ইতোবং স উপদিশতি মন্ত্রমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥ )  
গুরোঃ পিতুরপি ময়ানাস্তীকৃতমিত্যবয়বঃ । ( পিতৃমতমুক্ত্য স্বমতং ক্ষুটয়ম্ভাহ মরেতি । গুরো-  
রপীতি । অগমর্থঃ পিতা মহান্ গুরুস্তুজ্ঞানতাহপি ময়া তস্ত বাক্যং ভাৰ্য্যাগ্রহণরূপাদেশ ইত্যর্থঃ  
নাস্তীকৃতম্ ন স্বীকৃতম্ কুতোনেতি চেত্তত্রাহ কেবলং বন্ধং বন্ধনস্বরূপং মত্বা বুদ্ধা ইত্যত্র  
পিত্রা তে কিমুক্তমিতিচেৎ অসম্ভাবঃ । ততঃ কিমীদানীং ভবতা পিত্রাদেশঃ পালিতঃ ? ন  
বেতাপেক্ষায়ামাহ নাহমিতি । পরমগুরুণা পিত্রোপদিষ্টোহপি ভাৰ্য্যাং বন্ধনরূপাং নিশ্চিত্যাহং  
ন গৃহীতবান্ ॥ ৭ ॥ ইদানীং কিং নিমিত্তং মাং প্রত্যাগমনং জাতমিত্যন্ত পঞ্চমশ্লোককৃতপ্রশ্ন-  
স্তোত্তররূপমিথিলাগমনপ্রয়োজনং বাক্তীকুর্ক্সম্ভাহ । ইতি সন্দ্বিগ্নমনসমিতি । ইতি ইত্যেতদ্-  
বিষয়ে মাং সন্দ্বিগ্নমনসং মত্বা বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ পিতা বেদব্যাসস্তথ্যমুবাচ উক্তবান্ হে পুত্র !

হইয়াছেন ; তথাপি আমার নিকট কি উদ্দেশে আপনার আসা হইয়াছে বলুন ; আমাকে  
যে কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি ॥ ৪—৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! ( আমার বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন,  
আমি ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্তনের পর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম দেখিয়া আমার পিতা  
ভগবান্ বেদব্যাস আশ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন ; রে বৎস ! তোমার সমস্ত বেদাধ্যয়ন  
সমাপ্ত হইয়াছে ত ? ) তবে এক্ষণে, দার পরিগ্রহ কর ; কারণ সকল আশ্রম অপেক্ষা  
গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; কিন্তু, আমি জীলোককে বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া পিতা পরম গুরু  
হইলেও তাঁহার কথার সম্মত হইনাই । তাহার পর, তিনি মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া  
(অনাসক্ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, বন্ধন স্বরূপ নহে বরং কামাদি রিপু জয়ের প্রধান উপায় ; এই-  
রূপ বিবিধ উপদেশ করিলেও আমি কিছুতেই স্বীকার পাই নাই ॥ ৬—৭ ॥ ) তখন, আমার  
পিতা মুনিসত্তর কৃষ্ণবৈষ্ণৱন আমার আন্তরিক সংশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রে পুত্র !  
আর শোঁক করিও না ; এক্ষণে, আমি তথ্য কথা বলিতেছি অবহিত হও, মিথিলা প্রদেশের

যাজ্যোস্তি জনকস্তত্র জীবনুক্তো নরাধিপঃ ।

বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৯ ॥

কুর্বনাজ্যং তথা রাজা মায়্যাপার্শেন বধ্যতে ।

ঋং বিভেযি কথং পুত্র ! বন্যবৃতিঃ পরস্তপ ! ॥ ১০ ॥

পশু তং নৃপশাদ্দূলং ত্যজ মোহং মনোগতম্ ।

কুরু দারান্মহাভাগ ! পৃচ্ছ বা ভূপতিঃ তম্ ॥ ১১ ॥

সন্দেহস্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্শ্ববঃ ।

তচ্ছ ভ্রা বচনং তস্ত মামেহি তরসা স্নত ! ॥ ১২ ॥

মাণ্ডুচঃ শোকং মাকারীঃ শোকং ত্যক্তা মিথিলাং গচ্ছেত্যাদিষ্টবানিতি শেষঃ । যতস্তত্র জনক ইতি নাম্না নরাধিপোহস্তু নরপতিরপি জীবনুক্ত অতএব স লোকৈর্কিদেহঃ দেহোপাধিশূচ ইত্যেবং বিদিতঃ । ততস্তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেনাকণ্টকং শত্রুশূত্রং রাজ্যং পাতি রক্ষতি পালয়তীত্যর্থঃ । পরং স্বয়ত্র ন শঙ্কনীয়ং যতোহসাবম্মাভিযাজ্যঃ শিষ্য ইতি যাবৎ । ইত্যেবং মমোৎসাঃ বদ্ধনায়োক্তবান্ মৎপিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্তংসাঃসেনৈবাহং এতাবস্তং স্মরীর্ষমধ্বানমতিক্রমা- গতাহস্মীতি বিদ্ধি ॥ ৮—৯ ॥ ভ্রূয়োহপি ভবংপ্রভাবং প্রকটয়ন্ যথা মমোৎসাঃ বদ্ধয়ানাস মে পিতা তদপি ব্রবীম্যবধার্যাতামিতি ব্যাসোক্তজনকনির্লেপত্বমুদ্যাহ শুকঃ । কুর্বনামিতি । রে পুত্র ! স রাজা তথা তাদৃশোহপি জীবনুক্তোহপি রাজ্যং কুর্বন পালয়ন্নপি বিষয়ভোগং ভুঞ্জানোহপীত্যর্থঃ মায়্যাপার্শৈরবিদ্যা গুণৈর্নবধ্যতে ঋং পুনর্বজ্ঞরতিরপিবিভেযি কোহয়স্তে ভ্রম ইতিভাবঃ । পরস্তপেতি সর্বোপদেনেন শুকস্ত কামাদিষড়্বর্গজৈত্বং হুচিতম্ । ঋং কাম- ক্রোধাদীনাম্ বধাং রিপুণাং জেতাংহপি বনং বহুং বনজাতবিশুদ্ধফলমূলাদিমাত্রং বৃত্তিরাহারঃ জীবনোপায়ো যস্ত তাদৃশঃ সন্ কথং কেন হেতুনা বিভেযি ন চাত্র তে কিমপি ভয়কারণং পশু্যমীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ঋংপুত্র চ তদজ্ঞয়া । মোক্ষকামোহস্মি । তপস্তীর্থত্রেভ্যাম্ভ্যস্ত । জ্ঞানং বা বদেত্যাদিভিত্তরোদশচতুর্দশশ্লোকোক্তবাক্যানিচটয়ঃস্বারমনোগতপ্রার্থনাং বিজ্ঞা- পরিব্যম্বিদানাম্ পশু তং নৃপশাদ্দূলং ত্যজ মোহং পৃচ্ছ তমিত্যাভ্যুপদিষ্ট মৎপিতা মাং ঋং- সকাশং প্রেষয়ামাসেত্যেবংমনঃক্লেশং প্রকটয়ন্ পিতৃবাক্যমবুদতি পশু তমিতি ॥ ১১ ॥ ) পৃচ্ছেত্যন্তোত্তরশ্লোকসন্দেহপদেনাঘয়ঃ । তস্ত জনকস্ত বচঃ শ্রদ্ধা মামেহি তরসা বেগেন

রাজা জনক আমাদের শিষ্য ; তিনি জীবনুক্ত হইয়াও নিম্নটকে রাজ্য পালন করিতেছেন ; সেইজন্য এই ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি বিদেহ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; অতএব, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিথিলার গমন কর ॥ ৮—৯ ॥ পিতা আমার আরও বলিলেন, যে, রে পুত্র ! নরপতি জনক রাজ্যভোগে থাকিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিয়াও মায়্যাপাশে বদ্ধ নহেন ; আর তুমি বনজাত বিশুদ্ধ ফলমূল ভক্ষণে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াও ভীত হইতেছ কেন ? ॥ ১০ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ অনেক প্রবোধ বাক্যে ব্রাহ্মী, পরিশেষে বলিলেন বৎস ! অন্তরের অজ্ঞানতা বিসর্জন দেও, তুমি দীর্ঘকাল বুদ্ধচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছ, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমার কথা রক্ষা করিয়া দার- পরিগ্রহ কর, অথবা, মিথিলা গাইরা সেই রাজ্যশ্রেষ্ঠ জনককে দেখ, তিনি জীবনুক্ত কি না ?

সংপ্রীতোহহং মহারাজ ! ত্বংপুত্রং চ তদাজ্ঞয়া ।

মোক্ক্ষকামোহস্মি রাজেন্দ্র ! বৃহি কৃত্যং মমানব ॥ ১৩ ॥

তপস্তুীর্ধ্বত্রেজ্যাস্চ স্বাধ্যায়স্তুীর্ধ্বসেবনম্ ।

জ্ঞানং বা বদ রাজেন্দ্র ! মোক্ষস্প্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪ ॥

জনক উবাচ ।

শৃণু বিপ্রং কথং কথং মোক্ষমার্গাপ্রিতেন যৎ ।

উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥ ১৫ ॥

অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।

সমারুত্তস্ত গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেদ্যুনিঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রায়ত্তিস্ত সন্তোষী নিরাশী গতকল্মষঃ ।

অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মাণি কুর্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ তপস্তুীর্ধ্বতি । যদ্যপি দেবীভাগবতশ্রবণেনাং তৃপ্ত এবাস্তি তথাপ্যপ-  
দেশার্হমাগত ইতি গুরুস্প্রতি স্বজ্ঞানমাচ্ছাদ্যৈব মুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৪—১৬ ॥ শ্রায়ত্তিঃ

এবং মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে । তাহা হইলে, তিনি তৎকরণং প্রকৃতরূপে উত্তর প্রদান করিবেন ; কিন্তু, বৎস ! তুমি তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াই আবার অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আসিয়া পৌছিবে; ইহাতে যেন কোন প্রকারেই অস্তথা না হয় ॥ ১১—১২ ॥ মহারাজ ! আপনি জীবমুক্ত !! সুতরাং আপনাকে অধিক বলা বাচালতা প্রকাশ মাত্র । ফলকথা এই যে, পিতা আমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিলে পর, আমি তাঁহারই আদেশে আপনার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । মহারাজ ! আমার অক্লিষ্ট একমাত্র মুক্তিপথ ব্যতীত অপর কিছুতেই নাই; এই বুঝিয়া আপনি আমার বাহা অমুঠেই উপদেশ করুন । অর্থাৎ মান, তীর্থপর্যটন, ত্র্যতাপবাস বা ব্রহ্ম অথবা জপাদি কি তীর্থসেবন কি মুক্তিপথের উপযোগী জ্ঞানের লক্ষণাদি ইহার মধ্যে যে কোন বিষয় আমার অধিকার বোধ করেন তাহাই উপদেশ করুন ॥ ১৩—১৪ ॥

তৎকালেবের সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া জনক কহিলেন, গুরুপুত্র ! মুক্তিপথাপ্রতি ব্রাহ্মণের বাহা কর্তব্য সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন ; ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াই বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথমে গুরুকূলে বাস করিবেন ॥ ১৫ ॥ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর, গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্তনানন্তর সৰ্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া সতীক গৃহস্থান্নমে থাকিবেন ॥ ১৬ ॥ পরন্তু, গৃহস্থান্নমে থাকিলেই যে, অধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এরূপ নহে ; ব্রহ্মতত্ত্ব পরলভ্যকরণ ও সত্য বাক্যে নিষ্ঠ হইবেন এবং ভ্রাতৃহত্যার ঘন উপাধীনপূর্বক পরিবারবর্গের তত্ত্ব পোষণ করিবেন । ফলত আপনার দাস না হইয়া নিরন্তর



পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থাত্মমে বসেৎ ।

তপসা যডিপূন্ জিত্বা ভাৰ্য্যাং পুত্রে নিষেশ্চ চ ॥ ১৮ ॥

সৰ্বানগ্নীন যথাক্ৰম্যমান্নাত্মারোপ্য ধৰ্ম্মবিৎ ।

বসেত্তুৰ্য্যাত্মমে শ্রান্তঃ শুক্রে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯ ॥

বিরক্তশ্রাদ্ধিকারোহস্তি সন্ন্যাসে নান্নথা কচিৎ ।

বেদবাক্যমিদম্ভ্যং নান্নথেন্ধি মতিশ্রম ॥ ২০ ॥

শুক্ৰাচ্চত্বারিংশনৈঃ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ ।

চত্বারিংশদগৃহস্থস্য প্রোক্তান্তত্ৰ মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥

অকৌ চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শমদমাদয়ঃ ।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি শিষ্ঠীকুশাসনম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

উৎপন্নো হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবে ।

অবশ্যমেব বস্তব্যমাত্মনেষু বনেষু বা ॥ ২৩ ॥

স্তায়প্রাপ্তবজ্রনয়ানাদিবৃতিঃ ॥২৭॥ (বয়সস্তুতীয়ে ভাগে যনং গচ্ছেদিতি মদ্যাদিবিধিমহুস্মারয়-  
ব্রাহ্ম পুত্রং পৌত্রমাসাদ্যেতি । গার্হস্থ্যং সমাপয়ন্ বানপ্রস্থধৰ্ম্মং পরিগৃহীতেত্যর্থঃ ॥১৮॥ সজ্জাত-  
বৈরাগ্যস্ত সন্ন্যাসাদিকারং হৃচয়ব্রাহ্ম । সৰ্বানগ্নীনিতি । তুৰ্য্যাত্মমে চতুৰ্থাত্মমে তৈক্যাত্মমে  
ইতি যাবৎ ॥১৯॥ ভোগাসক্তস্ত সন্ন্যাসনিষেধং বিজ্ঞাপয়ন্নাত্ম বিরক্তভূত্বেন্ধি । অন্নথা অপকৃষ্ণ-  
চাকল্যবেগবশাৎ যদি সন্ন্যাসং গৃহাতি তর্হি ভ্রষ্টেদেবেত্যবধেয়ম্ ॥ ২০ ॥ অষ্টচত্বারিংশং নিষে-  
কাদিশ্রমশাস্তাঃ ॥২১—২২॥ শুকন্ত স্বাভিপ্রেতং মুখ্যং প্রেতব্যং পৃচ্ছতি উৎপন্ন ইতি । হৃদি বুদ্ধৌ  
বৈরাগ্যে উৎপন্নে জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানং তয়োঃ সম্ভবে প্রাপ্তৌ সত্যং  
কিমবশ্যমাত্মনেষু গৃহস্থপ্রমাদিষেব বস্তব্যমাহোষিদ্বনেষু বা বস্তব্যমিত্যর্থঃ । অসম্ভাবঃ মম  
শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেনাহুভবন্ত জাতন্ততন্তত্বেব পরিণীলনার্থং গৃহস্থপ্রমে বিক্ষেপবাহন্যাদ-

পবিত্রভাবে অগ্নিহোত্ৰাদি কর্তব্য কার্যের অহুষ্ঠান করত সম্ভট চিত্তে কাল হরণ করি-  
বেন ॥১৭॥ ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে পর, ভাৰ্য্যাকে পুত্রহন্তে সমর্পণ করিয়া তপো-  
বলে কামক্ৰোধাদি ছয়টা দুর্ধর্ষ শত্রু জয় করিবার অন্ত অরণ্যে বাইরা বানপ্রস্থ ধর্মের আশ্রয়  
করিবেন ॥১৮॥ এইরূপে সেই ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল বৈদ্যাল ধর্মে থাকিয়া যখন অত্যন্ত  
ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং যখন দেখিবেন যে, নিজ অন্তরে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে,  
তখন, সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে অরোপিত করিয়া চতুৰ্থাত্মম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ॥ কেননা,  
সংসার বিরক্ত পুরুষই বর্ষাৰ্ঘ সন্ন্যাসের অধিকারী ; ইহার অন্তথা হইলে নিশ্চয়ই দ্রষ্ট হইতে  
হয় । আমার হির বোধ আছে যে, ইহা ব্যতীত বেদের তথ্য উপদেশ অপর কিছুই নাই ॥২০॥  
শুকদেব ! বেদে গর্ভনিবেক প্রভৃতি আটচলিশটা সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে ; তাহার মধ্যে  
মহাত্মা পূর্বাচার্য্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, চলিশটা গৃহস্থের আর শমদধ প্রভৃতি আট

জনক উবাচ ।

ইঞ্জিয়াণি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ ! ।

অপকস্য প্রকূর্বন্তি বিকারাঃ স্তাননেকশঃ ॥ ২৪ ॥

ভোজনেচ্ছাং হুখেচ্ছাঞ্চ শয্যেচ্ছামাত্তজস্য চ ।

যতী ভূত্বা কথং কুর্যাদ্বিকারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্যাতিশয়েন চিত্তং বনং গন্তুং শূকং ভবতি পিতৃস্ত মতং গৃহস্থাপ্রমে এব প্রথমতঃ পরিণীলনং কৃৎবা পশ্চাদ্ভানপ্রহাশ্রমং কৃৎবা পশ্চাৎ সন্তাসং কৃৎবা বনং গন্তব্যমিতি তন্নির্ণয়ার্থং মহমত্রাগতোহস্মি ততস্তন্নির্ণয়ং বদেতি । জনকস্ত ক্রমেণাশ্রমাদাশ্রমাস্তরঙ্গচ্ছের সহসেতি ব্যাস পক্ষমেবাহুতবোপপত্তিত্যাং স্থাপয়তি ॥ ২৩ ॥ ইঞ্জিয়াণীতি । বলিষ্ঠানীতি । অপকদশায়াং কোমলবৈরাগ্যেণ যদ্যপীঞ্জিয়জয়ো জাত ইতি প্রতিভাতি তথাপি ন তত্র বিশ্বাস আহেয়ঃ । কালান্তরে তন্ত্বেব পুরুষস্ত বাসনাবশাদজ্ঞথাব্যবহারস্ত দৃষ্টমানসাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ বিকারে সমুপস্থিতে ইতি । বাসনাবশাদিতি ভাবঃ । আত্মজন্ত চ পুঞ্জস্ত চেচ্ছামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে । ফলত চিরকালাবধি এইরূপ শিষ্টপ্রথা আছে যে, ব্রাহ্মণ যথাবিধি এক একটা আশ্রমের কর্তব্য সমাধান করিয়া আশ্রমাস্তর গ্রহণ করিবেন ॥ ২১—২২ ॥

শুকদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ ! যদি কাহারও জন্মজন্মান্তরীণ স্মৃতি বলে সহসা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিমল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে নিত্যস্ত কারারুদ্ধের তায় গৃহস্থাপ্রমেই থাকিতে হইবে ? না, সে অরণ্যের আশ্রয় লইয়া বুদ্ধচিত্তায় নিরত হইবে ? ॥ ২৩ ॥

জনক কহিলেন, মহাশয় ! আপনি যখন শাস্ত্র বা গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন, তখন, আপনাকে বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এক্ষণে যাহা বলি অবধারণ করুন । দেখুন, যোগের অপক অবস্থায় কোমল বৈরাগ্য প্রভাবে ইঞ্জিয় সকল বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া আপাতত বোধ হইতে থাকে বটে, কিন্তু, সেটা ভ্রান্তিমান্দ্র । কেননা, এই দুর্দান্ত প্রমাথী ইঞ্জিয়দিগকে সর্বতোভাবে পরাজিত করিতে গুণময়ীমায়ার বদ্ধ জীব কদাচই সমর্থ হয় না ; অধিক কি, এই সমস্ত দুর্জয় ইঞ্জিয়গণ, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পুঞ্জাপাদ মহাশ্রমদিগকেও প্রকৃতপণ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে ; তখন, মুহু বৈরাগ্য অপক যোগীদিগের যে, নানা প্রকার চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ২৪ ॥ আরও দেখুন, বাসনাবেগবশত নানাবিধ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও সন্ন্যাসী শ্রম গ্রহণ করিয়া আর কি প্রকারে ভোজন ইচ্ছা, শয়ন ইচ্ছা কি অন্য প্রকার সুখসন্তোগ বা পুত্র কামনা করিতে পারিবে ? কেননা, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, আর কোন বিষয়েরই কামনা করিতে নাই ; অথচ ইহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও নাই যে, তদ্বারা যতি পুনরায় নিষ্পাদ হইতে পারে ; অতরাং তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্ত অধঃপতিত হইতে হয় ; কিন্তু, গৃহাশ্রমীর ঐ সমস্ত মনোবিকার জন্মিলেও তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না ; কারণ, দৈবাৎ কোন পাপকার্য্যে রত হইলেও তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

দুর্জরং বাসনাজালং ন শাস্তিমুপয়াতি বৈ ।

অতন্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

উর্দ্ধং সূপ্তং পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ।

পরিত্রজ্য পরিত্র্যকৌ ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭ ॥

যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখ্যামধিরোহতি ।

শনৈঃ শনৈঃ কলং যাতি স্তথেন পদগামিনী ॥ ২৮ ॥

বিহঙ্গন্তরসা যাতি বিদ্রশঙ্কামুদস্য বৈ ।

শ্রাস্তো ভবতি বিশ্রম্য স্তথং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯ ॥

অত আশ্রমক্রম আত্মেয়ঃ পৰ্ববৈরাগ্যপৰ্য্যন্তমিত্যাহ দুর্জরমিতি ॥২৬॥ তদতিক্রমে দোষমাহ উর্দ্ধং সূপ্তং ইতি । নম্র কদাচিদিন্দ্রিয়প্রাবল্যাৎ সন্তোষস্তৈবংরীত্যা ব্রংশেপি পুনঃ প্রায়শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধির্ভবিষ্যতি । যদি তু ব্রংশো ন স্যাৎসিহী কৃতার্থতৈবেতি চেত্তত্রাহ পরিত্র্যজ্যেতি । প্রায়শ্চিত্তাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তস্যাং সন্ন্যাসে ত্বয়া ন বিধেয়েত্যাহ যথা পিপীলিক্যেতি ॥ ২৮ ॥ বিহঙ্গ ইতি । বিদ্রশঙ্কামুদস্য বিহঙ্গো যাতি পরন্তু শ্রাস্তো ভবতি ত্বয়্যা গম-

এই দুর্জর বাসনাজাল সহসা কিছুতেই প্রশমিত হয় না ; অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধচর্যা, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম সকল অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরিত্যাগ করিতে হয় ; ফলকথা এই যে, এই সমস্ত আশ্রম দ্বারা বাসনা প্রশান্ত হইলে, পরিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক নির্বিকল্প সমাধির আশ্রয়ে তৎক্ষণি মহাবাক্যের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন প্রায়ণ হইতে হয় ॥ ২৬ ॥ দেখুন, উচ্চস্থলে শয়ন করিলে অবশ্যই পতনের শঙ্কা থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নস্থলে অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরি শয়ন করে, তাহার আর পতন ভয় কোথার ? এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জানিবেন ; কেননা, গৃহস্থপ্রমে কোন প্রকার পাপ সম্বটন হইলেও শত শত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে ; কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইলে তাহার আর মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নাই ; তাহার কারণ, সন্ন্যাস শেষ আশ্রম ! তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলে কোন আশ্রমে যাইবে ? সুতরাং তাহাকে জন্মের মত একেবারে অধঃপাতেই যাইতে হয় ! ॥ ২৭ ॥ তাহার সাক্ষী যেমন, পিপীলিকা কোন বৃক্ষাদি আরোহণের সময় মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার শাখাপ্রশাখা দিয়া শেষে শিখরদেশ পর্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে । তাহার ক্রমাগত গমন করে বলিয়া কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না ; বসন্ত পরম স্থখে গমন করিয়া অনায়াসেই নিজ অতীত বস্ত্র লাভ করে ; আর ঘোমচারী বিহঙ্গগণ উদ্দেশ্য স্থানে সত্ত্বর পৌছিবার বাসনার বিষয় শঙ্কা না করিয়া অত্যন্ত বেগে উড়তীন হয় বলিয়াই অবিলম্বে ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; কিন্তু, পিপীলিকার যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া ক্রমাগত গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে হয় না ॥ ২৮—২৯ ॥

মনস্ত প্রবলং কামজৈয়ম্ভূতান্ভিঃ ।

অতঃ ক্রমেণ জেতব্যাশ্রম্যানুক্রমেণ চ ॥ ৩০ ॥

গৃহস্থশ্রমসংস্থোহপি শাস্তঃ স্মৃতিরান্ধবান্ ।

ন চ হৃষ্যেচ চ তপেল্লাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

বিহিতং কৰ্ম কুৰ্ব্বাণস্ত্যজকিস্ত্যস্বিতঞ্চ যৎ ।

আত্মলাভেন সন্তুষ্ঠো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

পশ্চাহং রাজ্যসংস্থোহপি জীবন্তুস্তো যথাহনঘ ! ।

বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চৎপ্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥

ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুৰ্ব্বন্ কার্য্যাণ্যনেকশঃ ।

ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবাহনঘ ! ॥ ৩৪ ॥

নাং ॥২৯—৩০॥ নহু গৃহস্থশ্রমে বিক্ষেপবাহ্যমিতি চেত্তত্রাহ গৃহস্থশ্রমেতি । রাগদ্বৈরৌ বিষজা উদাসীনৌ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ এবংবিধঃ কো মুক্ত ইতি চেত্তত্রাহ পশ্যাহমিতি ॥ ৩৩ ॥ ভুঞ্জান ইতি । যথাহমুদাসীনবদাসীনৌ রাগদ্বৈবাদিরহিতৌ ভগবতীশ্রীত্যাৰ্থঃ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ জীবন্তুস্তঃ সন্ দেহান্তে মুক্তো বিদেহমুক্তো ভবিষ্যামি তথা স্বমপি সদাচারং কুৰ্ব্বন্তুস্তো

শুকদেব ! ইহ সংসারে এই মনকেই প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন ; সুতরাং দুৰ্বল প্রকৃতি অজ্ঞ মানব ইহাকে কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হয় না ; সেই জ্ঞ গার্হস্থ্য প্রকৃতি এক একটা আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কামনার আকর স্বরূপ এই দুৰ্দান্ত মনকে জয় করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও যদি সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূৰ্ব্বক প্রশাস্তভাবে মনকে জয় করিবার নিমিত্ত যত্ন পরায়ণ হয় ; এবং কোন অতীষ্ট লাভ হইলে, একেবারে আক্লাদে উন্নত আর বিফল মনোরথ হইলেই অমনি অহুতাপানলে দগ্ধ না হয় ; বস্ত্ত বুধা চিন্তা বিসৰ্জন দিয়া সৰ্বদা অনাসক্ত রূপে বেদবিহিত কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক আত্মার স্বরূপ লাভে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মা মানব যে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৩০—৩২ ॥ ( আমি বাহা বলিলাম তাহাতে কোন সংশয় করিবেন না ) এই দেখুন আমি বিশাল রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবন্তুস্ত ; কোন প্রকার দুঃখ দুঃখামিতে আমার কিছুমাত্র কোভ উপস্থিত হয় না ; আমি রাজ ভোগাদির কিছুতেই আসক্ত নহি ; বস্ত্ত সৰ্বদা স্বাধীন তত্ত্বে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকি । আপনিও ব্রহ্ম-চর্যাগি দ্বারা সৰ্ব্বভোভাবে নিশাপ হইরাছেন ; অভএব, আমার দৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থশ্রমে প্রবিষ্ট হইরা জীবন্তুস্ত রূপে কাল হরণ করিতে যত্নপরায়ণ হউন ॥ ৩৩ ॥ শুকপুত্র ! আপ-নার চিন্ত নির্মলতা প্রাপ্ত হইরাছে বলিয়াই আপনাকে এই সমস্ত গুঢ় তত্ত্ব বলিতেছি ; দেখুন, আমি জীবন্তুস্ত হইরাও নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিতেছি এবং ফল কামনা না

কথ্যতে খলু বদ্ধশ্রুতদৃশ্যং বধ্যতে কৃতঃ ।  
 দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণান্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥  
 আত্মা গম্যোহমুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন ।  
 ন কথং বধ্যতে ব্রহ্মস্মির্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬ ॥  
 মনস্ত্ব সূক্ষ্মদুঃখানাং মহতাং কারণং দ্বিজ ! ।  
 জাতে তু নির্মলে হৃদ্যিন্ সর্বং ভবতি নির্মলম্ ॥ ৩৭ ॥

ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানমুপদিশতি কথ্যত ইতি । যৎ খলু অড়ং অগৎ । অবিদ্যাাদিকং দৃশ্যং কথ্যতে তেন দৃশ্বেন পরমার্থতোহদৃশ্যমায়তনং কৃতঃ কেন হেতুনা বধ্যোতন কেনাপীত্যর্থঃ । তৎসিদ্ধেরদৃশ্যধীনত্বাৎ । নহি দীপভাষ্যপ্রভয়া প্রকাশিতা ঘটাদয়ো দীপভানু প্রতিবরস্তি । তত্র দৃশ্যাদৃশ্যশব্দার্থমাহ দৃশ্যানীতি । ইদমুপলক্ষণমবিদ্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মা তু অমুমানেন গম্যো জ্ঞেয়োহতএবাদৃশ্যো ন প্রত্যক্ষঃ সর্বসাক্ষিত্বাৎ । সাক্ষিপ্রকাশরূপায়া ইতি কলিতম্ । কিঞ্চ নির্বিকারো নিরঞ্জনশ্চ । ইদমুপলক্ষণমসম্বিদ্ধাদিধর্ম্মশাণাম্ ॥ ৩৬ ॥ নহু তর্হি বন্ধঃ কেন হেতু-নাহভূত ইতি চেতত্রাহ মনস্বিতি । অবিদ্যাজ্ঞাত্যন্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবো মনোবৃত্তা স্বাবি-দ্যায়া স্বকৃষ্টস্বমায়ানমজ্ঞাত্বা বুদ্ধাদ্যাদ্যাগেন বুদ্ধাদিনিষ্ঠধর্ম্মাঃ শ্চত্রিভায়েন কর্তৃত্বভোক্তৃত্ববন্ধত্ব-মুক্তবাদীনাম্বজ্ঞতিদিশতি তেন চ সূক্ষ্মদুঃখাদীন বুদ্ধিনিষ্ঠানাম্বজ্ঞারোপয়তি । তন্মায়ানএব কারণং সূক্ষ্মদুঃখানাং নান্নদিতি ভাবঃ । জাতেতি । কর্ম্মোপাসনাদিভির্ভগবতীশ্রীত্যা-মাচরিতৈঃ প্রবণমনননিদিধ্যাসনাদিভিচ্চাত্মাহুভবেনাবিদ্যানাশেন মনসি নির্মলেহবিদ্যা-রহিতে জাতে সর্বং নির্মলমেব ভবতি নিঃশব্দমেব ভবতি । নতু পূর্ববদ্যোহাবৃত্তং ততশ্চ ন

ধাকিলেও ক্রিয়ামুঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ পদ্মপত্রস্থ জলের ছায় কিছুতেই লিপ্ত নহি; কলত সকল কার্যেই আমার উদাসীন বলিয়া জানিবেন; অতএব আমার হির বোধ আছে যে, এই দেহের অবসান হইলেই আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিব । সেইরূপ আপনিও আমার ছায় জীবমুক্ত হইয়া সদাচারের অমুষ্ঠান করুন । তাহা হইলে নিশ্চয়ই চরমে পরম নির্লাপ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব ! বেদান্ত প্রকৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে, যখন, অবিদ্যাজাত এই সমস্ত দৃশ্য অগৎ বস্তু মাত্রকেই অড়ময় অবস্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন, অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ সেই প্রকৃত বস্তু আত্মতত্ত্ব, দৃশ্য অড় পদার্থ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইবেন? দেখুন, যেমন পৃথিবী প্রকৃতি স্থলভূত সকল দৃশ্য পদার্থ হইলেও ইহাদিগের অদৃশ্য গন্ধাদি গুণ সকলকে একমাত্র অমুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও কেবল অমুমান দ্বারাই জানিতে পারা যায়; কেননা, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত; স্তত্রাং কিছুতেই এই চক্ষুশ্রবণের গোচরীভূত হইবার নহেন । ইহাই যদি হির সিদ্ধান্ত হইল; তাহা হইলে, একেবারে স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, সেই নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মা, দৃশ্য এই অড়ময় ভৌতিক অগৎ পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন- কি না? গুরুগুহ! আপনি বুদ্ধিনিষ্ঠা প্রভাবে দ্বিজ কুলেরও অগ্রগণ্য হইয়াছেন! স্তত্রাং আপনাকে অধিক

ভ্রমন্ সৰ্বেষু তীৰ্থেষু স্নানানি পুনঃ পুনঃ ।  
 নির্মলং ন মনো যাবতারণং সৰ্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥  
 ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেত্রিগ্নাশি পরস্তপ ।।  
 মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্শয়োঃ ॥ ৩৯ ॥  
 শুক্লো মুক্তঃ সৰ্বদেবাত্মা ন বৈ বধ্যত কৰ্হিচিৎ ।  
 বন্ধমোক্শৌ মনঃসংহৌ তস্মিন্ শাস্তে প্রশাম্যতি ॥ ৪০ ॥  
 শত্রুশ্মিত্রৈয়দাসীনো ভেদাঃ সৰ্বেষা মনোগতাঃ ।  
 একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে বৈতদৰ্শনাৎ ॥ ৪১ ॥

ছুঃখাদিকমুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ হে শুক্লদেব! রহস্তং সৰ্বপ্রাণিভিরবশ্যমাশ্রিতব্যং ইদমনাশ্রিত্য  
 সৰ্বং কৃতমপ্যকৃতমেব ভবতীত্যাহ, ভ্রমসিতি ॥ ৩৮ ॥ ন দেহেতি । হে পরস্তপ! জিত-  
 কামাদিরিপুষ্পভূবর্ণ! মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্শয়োঃ কারণং মনএব অস্তে দেহাদয়ো নেত্রি-  
 বিকীর্ণিত্যেব ॥ ৩৯ ॥ মনএবকারণমিতি বহুভুং তদেব ক্ষুটয়রাহ শুক্লো মুক্ত ইতি । শুক্লঃ  
 নির্মলঃ সৰ্বোপাধিবর্জিতো বা অতএব নিত্যমুক্তস্বরূপ আত্মা কদাচিৎ কেনাপি ন বধ্যত ।  
 বন্ধমোক্শৌ তু মনঃসংহৌ রজস্তমোবৃত্তিরাশিভ্জিতং মনএবাশ্রিত্য স্থিতিবিত্যর্থঃ । নিতরাং  
 তস্মিন্ মনসি শাস্তে অবিদ্যোপাধিজন্মমনিত্যশোকমোহমুখহঃখাদিকং সৰ্বং প্রশাম্যতী-  
 ত্যবয়ঃ ॥ ৪০ ॥ বৈতদৰ্শনাৎ । বৈতদৰ্শনং বিহারৈকাত্মত্বে লক্কে কথং ভেদঃ সম্ভবেৎ ন

বলা মূঢ়তা মাত্র । আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, এই মনই একমাত্র সমস্ত সুখ দুঃখের  
 কারণ; ইনি নির্মল হইলেই বিশ্ব সংসার সমস্তই বিমল আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে  
 থাকে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

শুক্লদেব! যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবী মধ্যে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বার-  
 বতী ও পুরুর পুরুষোত্তম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ পর্যটন পূৰ্বক সৰ্বত্রই বারংবার স্নানাদি  
 ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করিয়া বেড়ায়, তথাপি যত দিন না তাহার চিত্তক্ষেত্র নির্মল হইবে, তত  
 দিন তাহার সেই তীর্থ ভ্রমণ বা স্নানদানাদি সমস্তই নিরর্থক জানিবেন; ( বস্ত্ত সে সমস্তই  
 ভয়ে ঘৃতাভতির দ্বায় কোন কার্য্যকরই হইবে না ) ॥ ৩৮ ॥ শুক্লপুত্র! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও  
 সৰ্বজ্ঞপুরুষ; ( স্ততরাং এ জগতের কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই; তথাপি  
 আর্মি কেবল সংশর নিরাসের নিমিত্ত বাহা বলিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিবেন । )  
 মনুষ্যদিগের বন্ধ বা মোক্ষের প্রতি একমাত্র মনকেই কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিবেন;  
 দেহ কি ইঞ্জিরবর্ণ অথবা জীবাত্মা ইহাদের মধ্যে কেহই কারণ নহে । কেননা, আত্মা নির-  
 ত্তরই নির্মলস্বভাব এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ; স্ততরাং ইহাকে কেহই কখন বন্ধ করিতে  
 সমর্থ হয় না; বন্ধ বা মোক্ষ এই দুইটী পদার্থ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান  
 করে; অতএব মন প্রশান্ত হইলে, আপনা হইতে সকলেই প্রশান্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯—৪০ ॥  
 শত্রু কি মিত্র বা উদাসীন প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, কেবল মনের ধর্ম জানিবেন; সমস্ত

জীবো ব্রহ্ম সন্নিবাহঃ নাত্র কার্য্য বিচারণা ।

ভেদবুদ্ধিস্ত-সংসারে বর্তমানা প্রবর্ততে ॥ ৪২ ॥

অবিদ্যেয়ং মহাভাগ ! বিদ্যা চ তন্নিবর্তনম্ ।

বিদ্যাবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সৰ্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

বিনাতপং হি ছায়ায়া জায়তে চ কথং স্নখম্ ।

অবিদ্যায়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪ ॥

গুণা গুণেষু বর্তন্তে তূতানি চ তথৈব চ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাস্তনঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ সংসারে বর্তমানা অবিদ্যাবহ্মায়া বর্তমানা ভেদবুদ্ধিঃ জীববুদ্ধিভেদ-  
বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে উপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কস্মাচ্ছংপদ্যতে ইতি চেত্তদ্রাহ । অবিদ্যেয়মিতি ।  
অবিদ্যাকারণমন্ত ইত্যর্থঃ । তন্নিবর্তকং তন্নাশকং বিদ্যা চ বিদ্যেয় ব্রহ্মবিষয়িণী নির্দিকল্পক-  
বৃত্তিরেব নাত্মং । অতো বিচক্ষণৈস্ত এববিদ্যাবিদ্যে জ্ঞাতব্যে পুরুষার্থহেতুত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ নন-  
বিদ্যানাশেপি বিদ্যায়াঃ সৰ্বাধিকৃতং তদ্বৎস্বমেবেতি কথং ভবতাহৈতৎ প্রতিপাদ্যতে চেত-  
দ্রাহ বিনাতপমিতি । ছায়ায়াঃ স্নখমাতপং বিনা কথং জায়তে তথাহবিদ্যায়া বিনা কথং  
বিদ্যাং বেত্তি ন কথমপীত্যর্থঃ । অয়ন্তাবঃ । অবিদ্যাকার্য্যমেব বিদ্যা তয়া চ বিদ্যায়াহবিদ্যানাশে  
সতি কতকরজোস্তায়েনাবিদ্যাসহিতা স্বয়মপি বিদ্যা নশ্চতি ততশ্চ ন হৈতাপত্তিরিতি ॥ ৪৪ ॥

বৈতভাবে তিরোহিত হইয়া যদি মনে একবার একাক্ষরূপ অধৈত দৃষ্টির উদয় হয়, তাহা  
হইলে আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা কি ? অজ্ঞ মানব যে, কেবল সংসার পাশে বদ্ধ থাকিয়াই  
তিনি ব্রহ্ম আর আমি জীব, এইরূপ জড়পিণ্ড দেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া সৰ্বদা ভেদ  
বুদ্ধি করিতে থাকে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই । গুরুপুত্র ! আপনি নিজ মহীয়সী  
প্রজ্ঞাধারা বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বুদ্ধিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে ইহাই অবিদ্যা নামে  
নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ফলত মহুযাগণ বাবৎ কাল এই সংসারবাগুরা-বিত্তারিণী অবিদ্যার  
দাস হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদিগের অন্তর্নীড় হইতে এই ভেদবুদ্ধি বিহীন কোন  
প্রকারেই অন্তর্ভূত হয় না । পরন্তু, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই তাহার বিধ্বংসকারিণী  
বলিয়া জানিবেন । বস্ত্ত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় মাত্রেই যে, অমনি অচির কাল মধ্যে সেই ভেদ  
বুদ্ধিপ্রকাশিনী কামকর্ষবাসনাময়ী অবিদ্যা সদলবলে পলায়ন, পরায়ণ হয়েন, তাহাতে  
আর সংশয় নাই ; অতএব, প্রজ্ঞাবান্ বোগীর বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই জানা  
কর্তব্য ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেননা, ছায়াতে যে, কি স্নখ তাহা যৌক্ত ভোগ না করিলে কিছুতেই  
অস্বস্ত হইতে পারেনা ; সেইরূপ অবিদ্যাসম্বৃত্ত অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ না করিলে  
ব্রহ্মবিদ্যা স্নখ কখনই বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ যেমন, সর্বাধিকপদকল গুণত্বাত  
দ্রব্যে এবং আকাশাদি মহাত্মতমত্ত ভৌতিক দেহ প্রকৃতিতে স্বাক্ষরিত একটি হইয়া  
থাকে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি রূপাদি বস্তু বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিরন্তর

মর্যাদা সর্বরক্ষার্থং কৃত্য বেদেষু সর্বশঃ ।

অন্যথা ধর্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ ! ॥ ৪৬ ॥

ধর্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাদ্বর্ণাচারোহতিবর্ত্তিতঃ ।

অতো বেদপ্রদিক্টেন মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহো বর্ত্ততে রাজন্ ! ন নিবর্ত্ততি মে কচিৎ ।

ভবতা কথিতং যন্তচ্ছৃণ্বতো মে নরাধিপ ! ॥ ৪৮ ॥

বেদধর্মেষু হিংসা স্যাদধর্মবহুলা হি সা ।

কথং মুক্তিপ্রদো ধর্মো বেদোক্তো বত ভূপতে ! ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানমুপসংহরতি । গুণাণুগেধিতি । 'কো দোষ ইতি । অঙ্গদ্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ যদ্যপ্যেবং বর্ত্ততে তথাপি মহত্ত্বলোকসংগ্রহার্থং বেদমর্যাদাবশ্যং পালনীয়ত্যাভিপ্রায়েণাহ মর্যাদেতি ॥ ৪৬ ॥ (ধর্মনাশ ইতি । ধর্মস্ত নাশে সতি উৎপথগতো বর্ণাচারঃ বিনষ্টঃ স্যাৎ । অতএব বেদোপদিষ্টমার্গেণ গচ্ছতাং জনানাং শুভং ভবেৎ যে হি বেদবিহিতধর্মমাপ্রিতোহ বিচরন্তি হেবামবশ্যং মঙ্গলং জ্ঞাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সন্দেহ ইতি । রাজন্ ! ভবতা যৎ কথিতং তচ্ছৃণ্বতো মম সন্দেহঃ কচিৎ কথমপি ন নিবর্ত্ততে কিন্তু বর্ত্ততে ক্রমশ উৎপদ্যতে এবৈতি ভাবঃ । নিবর্ত্ততীতি পরম্পদমার্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

নির্ণয় স্বভাব সর্বসঙ্গবিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ আত্মার দোষ হইবে কেন ? গুরুপুত্র ! আপনি নিজ বিমলমতি প্রভাবে সনন্তই বৃথিতে পারেন, অতএব, আপনাকে অধিক আর কি বলিব ; ইহ সংসারে তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিধি নিষেধের দাস নহেন বটে, স্ততরাং তাঁহাদের কন্তব্যাকর্তব্য ও কিছু নাই ; তথাপি তাঁহারা শুদ্ধ লোকশিক্ষার উদ্দেশে বিহিত কর্ণের অনুষ্ঠান পূর্বক বেদের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; জ্ঞানী পুরুষেরা যদি নিজের কর্মানুষ্ঠানী না হয়েন, তাহা হইলে, অজ্ঞ বিমূঢ় মানব তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে গিয়া একেবারে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বেদমার্গ পরিত্যাগী দেহান্ধবাদী চার্বাকদিগের মত সর্বতোভাবে উৎপথগামী হইয়া পড়ে ; স্ততরাং তখন ধর্ম ও মানব সমাজ হইতে আন্তে আন্তে অন্তর্ধান করেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ধর্ম নাশ হইলে, সেই সমস্ত উচ্ছ্রাব লোকের বর্ণাচারাদিও উৎসন্ন হইয়া যায় ; অতএব, মঙ্গলাকাজী পুরুষের সর্বদা বেদপ্রদিক্ট পথে গমন করাই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

রাজর্ষি তনকের মুখে বেদান্তিমত উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া শুকদেব বলিলেন, মহারাজ ! আপনার নিকট বেদোক্ত উপদেশ সকল শুনিয়া আমার মনোগত সন্দেহের অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশ তাহার বুদ্ধিই হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ বৈদিক ধর্ম যখন, অধর্ম ভূষিষ্ট ভূষি ভূষি পশু হিংসার আদেশ রহিয়াছে, তখন, তাদৃশ হিংসামূলক বেদোক্ত ধর্ম যে, কিরূপে মুক্তিদানে সমর্থ হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥



প্রত্যক্ষেণ স্নানাচারঃ সোমপানং নরাধিপ ! ।  
 পশূনাং হিংসনং তদ্বস্তৃক্ষণং স্বামিষয়া চ ॥ ৫০ ॥  
 সৌত্রামর্গো তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ স্নরাগ্রহঃ ।  
 দ্যুতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১ ॥  
 শ্রয়তে স্ম পুরা হ্যাসীচ্ছশবিন্দুর্নৃপোত্তমঃ ।  
 যজ্ঞা ধর্মপরো নিত্যং বদাত্তঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২ ॥  
 গোপ্তা চ ধর্মসেতুনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।  
 যজ্ঞাশ্চ বিহিতান্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 চর্মণাং পর্বতো জাতো বিক্ষ্যাচলসমঃ পুনঃ ।  
 মেঘানুপ্রাবনাঙ্জাতা নদী চর্মণতী শুভা ॥ ৫৪ ॥

সন্ধেহমেবাহ বেদধর্মোদ্বিতি ॥৫০—৫০॥ ব্রতানীতি । বৃক্ষচারিপুংস্চলোদ্যৈধুনাদীনী ॥ ৫১ ॥  
 (শ্রয়তে স্মেতি । পুরা পূর্বাশ্বিন্ কালে স্বর্ঘ্যবংশঃ শশবিন্দুরিতি নাম্না নৃপোত্তমঃ রাজরাজেশ্বর  
 আসীৎ নতু কেবলং সম্রাট্ পরং স ধর্মপরঃ । অতএব যজ্ঞা নিত্যং বদাত্ততাদিনানাশুগসম্পন্ন  
 আসীদ্বিতি শ্রয়তে স্ম লোকপরম্পরয়া শ্রুতিমিতি ময়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গোপ্তেতি । স সম্রাট্  
 শশবিন্দুধর্মসেতুনাং গোপ্তা রক্ষিতা উৎপথগামিনাং উচ্ছ্রালবহির্ভিনাং শাস্তা আসীৎ তেন চ  
 রাজ্ঞা ভূরিদক্ষিণা বহবো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ ভূর্ঘ্যঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তাদৃশা যজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কিমু বক্তব্যং তন্ত যজ্ঞানুষ্ঠানকথোক্তি কৈমুতিকত্নায়েন হিংসাতুয়িষ্ঠযজ্ঞাদীনি বেদোক্তকর্ম্মণীতি  
 প্রদর্শয়ন্নাহ চর্মণামিতি । তন্ত রাজ্ঞঃ শশবিন্দোন্তেষু তেষু যজ্ঞেষু নিহতা যো পশবন্তেবাং স্তৃপী-  
 ক্ততৈশ্চক্ষোচ্ছ্রৈবৈবিক্যগিরিসদৃশচর্মণপর্বতো জাত ইত্যমরঃ । কালে মেঘানুপ্রাবনাং বৃষ্টিবারি  
 প্রাবনাদিত্যর্থঃ । তৈশ্চর্মণৈরানিশিতিশ্চর্মণতী নাম নদী জাতা অজায়ত । শুভা দেবথাবৎ

বিশেষত যে ধর্ম প্রত্যক্ষ অনাচার রূপ সোমরস পান, নানা পশু হিংসা ও আমিষ ভক্ষণের  
 বিধি আছে, আবার সৌত্রামণি যাগেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্নরা গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা  
 ব্যতীত অপরাপর নানাবিধ ব্রতের কথাও আছে । এমন কি বেদে দ্যুতক্রীড়া পর্য্যন্তেরও  
 বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০—৫১ ॥ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে শশবিন্দু নামে এক  
 জন স্বর্ঘ্যবংশীয় সম্রাট ছিলেন, সেই ধর্মনিষ্ঠ সম্রাট শশবিন্দু সত্য সত্য ব্রত হইয়া দেবদিগর  
 অর্চনা করিতেন । তাঁহার বদান্ততা শুনে রাজ্যান্ত প্রজা মুগ্ধ কখন দারিদ্র্যক্লেশ অনুভব করে  
 নাই । তিনি প্রজাবর্গের ধর্মসেতুরূপ করিবার জন্য সর্বদাই লোক মর্যাদা অতিক্রমকারী  
 দুরাশ্বাদিগকে যথানিয়মে শাসন করিতেন । ইহা ভিন্ন তিনি প্রভূত দক্ষিণা সহকারে গোমেষ  
 প্রভৃতি শত শত বেদোক্ত যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাঁহার সেই  
 সকল যজ্ঞ উপলক্ষে এত গো হত্যা হইয়াছিল যে, গোচর্ম্ম অনুপকারে অভূত হইয়া বিক্ষ্যগিরির  
 জায় একটা চর্ম্মর পর্বত হইয়া পড়ে । পরে সেই সমস্ত চর্ম্ম ক্লেদরাশি কালক্রমে বর্ষা-  
 বারির সহিত সংমিলিত হওয়ায় চর্ম্মণতী নামে একটা প্রকাণ্ড নদী জন্মিয়া যায় ॥ ৫৪ ॥

\* . সোহপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্তিরস্যাচলা ভূবি ।  
 এবং ধর্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৫৫ ॥  
 স্ত্রীসঙ্গে সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ ।  
 অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবন্মুক্তঃ কথন্তবেৎ ॥ ৫৬ ॥  
 জনক উবাচ ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাহিংসা পরিকীর্তিতা ।  
 উপাধিযোগতো হিংসা নান্যথৈতি বিনির্গয়ঃ ॥ ৫৭ ॥  
 যথা চেক্ষনসংযোগাদয়ো ধূমঃ প্রবর্ততে ।  
 তদ্বিযোগান্তথা তস্মিদ্ধূমস্তং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮ ॥  
 অহিংসা চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম ! ।  
 রাগিণাং সাহপি হিংসৈব নিস্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯ ॥

বহুযোজনব্যাপিনীতি ভাবঃ । সুদৃশ্য পবিত্রা বা ॥ ৫৪ ॥ ) ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে । স্বর্গাদ্য-  
 নিত্যফলকত্বাবেদোক্তকর্মণ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ কিন্তু স্বা জীবন্মুক্ততোক্তা তত্রাপি সন্দেহো-  
 ক্তীতাহ স্ত্রীসঙ্গে নেতি ॥ ৫৬ ॥

সাহিংসেতি । অহিংসেতিচ্ছেদঃ । অহিংসন্ সর্বভূতান্নত্ৰ তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেঃ ।  
 উপাধিযোগত ইতি । রাগরূপোপাধিনা কৃতা তু হিংসৈব ভবতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অহিংসা-  
 ক্ষেতি । আর্দ্রেক্ষনোপাধিনা বহুঃ সধূমস্তং অন্তথা নিধূমস্তং তথা রাগাভ্যুপাধিনা পশ্বালন্ত

মহারাজ ! যিনি প্রজাপালক রাজা হইয়াও একমাত্র বেদের দোহাই দিয়া ঘোরতর নৃশংসের  
 ছায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলেন । তিনিও ইহলোকে অচলা কীর্তি স্থাপন করিয়া  
 অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন । কি আশ্চর্য্য ! যাহাই হউক, কিন্তু, এরূপ অদ্বুত  
 বৈদিক ধর্মে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ॥ ৫৫ ॥ আরও এক কথা এই যে, যে  
 ব্যক্তি রমণী বা অপরাপর বিষয়-সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুখানুভব করে, আর তাহা না পাইলেই  
 অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাদৃশ মানবও যদি জীবন্মুক্ত, তবে বন্ধ কে ? ॥ ৫৬ ॥

জনক বলিলেন, গুরুপুত্র ! যজ্ঞস্থলে যে পশু হিংসা হয়, পূর্বাচার্যাগণ তাহাকে অহিংসা  
 বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । কেননা, বেদ বিধি ভিন্ন রাগদ্বৈষাদি বশত যে সকল পশু হত্যা  
 হয়, তাহাই হিংসা ; ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি স্বভাবত  
 তেজোময় হইলেও কেবল কাষ্ঠের আর্দ্রতা নিবন্ধন রাশি রাশি ধূম উৎগিরণ করিয়া থাকেন,  
 আর কাষ্ঠাদির অভাবে ধূমাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না বস্তুত কারণ অবস্থায় অগ্নি আপনার  
 নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ রাগদ্বৈষ বিরহিত হইয়া  
 শাস্ত্রবিধি অনুসারে পশুচ্ছেদ করিলে, তাহা হিংসামধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; বস্তুত  
 তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবেন । সংসারাসক্ত রাগদ্বৈষ ব্যাকুলচিত্ত মানব-সম্বন্ধে যাহা

অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহঙ্কারবর্জিতম্ ।

অকৃতং বেদবিদ্যাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০ ॥

গৃহস্থানাং তু হিংসৈব যা যজ্ঞে দ্বিজসত্তম ! ।

অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহঙ্কারবর্জিতম্ ।

সা হিংসৈব মহাভাগ ! মুমুক্শুণাং জিতাঙ্গানাম্ ॥ ৬১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকজনকয়ান্তব্ধবিচারো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসাক্রমত্যাং হিংসাত্যাভাব ইতি ॥ ৫৯ ॥ রাগাদিরহিতকর্মণঃ ঈশ্বরপ্রসাদরহিতকলাভাবাৎ  
কৃতমপি কর্মাক্রমমেব ভবতি পুনঃ কৃতন্তু হিংসাদিদোষদৃষ্টমিত্যাং অরাগেণ চেতি ॥ ৬০ ॥  
গৃহস্থানাং স্থিতি । রাগিণামিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেইকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসা নামে প্রসিদ্ধ, আবার সেই সকল পক্ষেরই যদি দেহাভিমান বর্জিত ফলকামনা শূন্য  
মহাত্মারা অমুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, উহাই অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আচরিত কর্মে অহঙ্কার বা বাগ্ধেব কিছুই নাই। এই জ্ঞান মনীষি  
পূর্নচার্য্যগণ তাঁহাদিগের কর্মকে অকর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলকথা এই যে,  
যে কর্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহা কর্মমধ্যে পরিগণিত নহে ॥ ৬০ ॥ শুকদেব! আপনি  
একে ত উৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত  
হইয়া মুনিগণেরও অগ্রণী হইয়াছেন; স্ততরাং আপনার বুদ্ধি যে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধাদিনী  
হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি? এক্ষণে আমি বাহা বলিতেছি বিচার করিয়া দেখুন সত্য  
কি না। কললোলুপ সংসারাসক্ত গৃহস্থেরা রাগদ্বেষেব বশীভূত হইয়া বজ্রাদিতে প্রবৃত্ত হয়  
বলিয়াই তাহা হিংসা নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু, মুমুক্শুদিগের অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ এ সমস্তেরই  
অভাব স্ততরাং সেই সকল কর্মই আবার ইহাদের সম্বন্ধে অহিংসা; অর্থাৎ দেহাভিমান-  
বর্জিত নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয় যোগীকে পণ্ডিত্যাদিজ্ঞান অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকদেবের প্রতি জনকের তত্ত্বোপদেশ প্রদান বিষয়ক .

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## উনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্নেহোহয়ং মহারাজ ! বর্ততে হৃদয়ে মম ।  
 মায়ামধ্যে বর্তমানঃ স কথং নিস্পৃহো ভবেৎ ॥ ১ ॥  
 শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্ ।  
 ত্যজতে ন মনো মোহঃ স কথং মুচ্যতে নরঃ ॥ ২ ॥  
 অন্তর্গতং তমশ্ছেদ্যুং শাস্ত্রাদ্বোধো হি ন ক্রমঃ ।  
 যথা ন নশ্শ্রুতি তন্নঃ কৃতয়া দীপবার্তয়া ॥ ৩ ॥  
 অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্তব্যঃ সর্বদা বুধৈঃ ।  
 স কথং রাজশার্দূল ! গৃহস্থস্ত ভবেত্তথা ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকাষ্টপকাশ্ছে কৈর্জনকবাক্যতঃ ।

শাস্ত্রস্ত শুকদেবস্ত বিবাহাদিকমুচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ৈ নিস্পৃহস্তারাগিণৌ দেবেশ্বরপ্রীত্যর্থং ক্রিয়মাণে বৈদিকে কন্দর্পি হিংসা ন ভবতীত্যুক্তং তত্র নিস্পৃহত্বমেবাক্ষিপতি সন্নেহোহয়মিতি । নহি জলমধ্যে বিদ্যমানো জলেনা-  
 সম্বন্ধো ভবতি । এবং মায়াময়ং বিদ্যমানো মায়াক্ষণৈঃ কথমসম্বন্ধঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ নহু  
 বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণজন্তবোধেন বিবেকো জাগরুকএবেতি নিস্পৃহতা স্তাদিতি চেত্তত্রাহ শাস্ত্র-  
 জ্ঞানঞ্চৈতি । জ্ঞানং সম্প্রাপ্য যাবদ্যোগাদিকং ন সাধিতং তাবদ্যনো মোহস্ত্যজতে । আত্মনে-  
 পদমার্ষম্ । শাস্ত্রজন্তবোধস্ত পরোক্ষস্বাদিত্যভিমানঃ । তথাচ কেবলশাস্ত্রজন্তবোধেন ন  
 কথঞ্চিন্নিস্পৃহতা সম্ভবতি । ততশ্চ সংসারে বিদ্যমানো নরঃ কথং মুচ্যতে ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
 তস্মাৎ সংসারং বিহায় যোগাদিনিষ্ঠো ভবেদিত্যেব সিদ্ধান্ত ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ২ ॥ অন্তর্গত-  
 মিতি । অবিদ্যারূপমন্তর্গতং তমো ন শাস্ত্রজন্তপরোক্ষজ্ঞানেন নশ্রুতি । কিন্তু যোগজন্ত-

শুক কহিলেন । স্বাক্ষর্যে ! আমার হৃদয়ে এইরূপ গুরুতর সন্নেহ উপস্থিত হইয়াছে যে,  
 জীব নিঃস্বস্ত মায়াময় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও মায়াজাল-জড়িত বিষয় হইতে কিরূপে  
 নিস্পৃহ হইবে ? ॥ ১ ॥ যখন যোগাদির অভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া  
 নিত্যানিষ্ঠা বিচার করিলেও মানসিক মোহ দূরীভূত হয় না ; তখন, জীব সংসারাসক্ত  
 হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবে ? ॥ ২ ॥ যেমন দীপের কথামাত্র বলিলে গৃহগত অন্ধকার  
 অন্তর্হত হয় না, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানও কদাচ অন্তর্গত অবিদ্যাঅনিত অন্ধকারকে  
 বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৩ ॥ দেখুন, জীবগণের প্রীতি হিংসা না করাই পণ্ডিতগণের  
 সর্বদা কর্তব্য ; কিন্তু, গৃহস্থের নিকট ইহা কিরূপে হইতে পারিবে ? ॥ ৪ ॥ নৃপবর !

বিতৈষণা ন তে শাস্তা তথা রাজস্বখৈষণা ।  
 জয়েষণা চ সংগ্রামে জীবমুক্তঃ কথং ভবেঃ ॥ ৫ ॥  
 চোরেষু চৌরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্ত তাপসে ।  
 স্বপ্নরত্নং তথাপ্যস্তি বিদেহস্বং কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥  
 কটুতীক্ষ্ণকষায়ান্নরসান্ বেৎসি শুভাশুভান্ ।  
 শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ ! ॥ ৭ ॥  
 জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তিশ্চ তব রাজন্ ! ভবন্তি হি ।  
 অবস্থাস্ত যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ ! ॥ ৮ ॥  
 পদাত্যশ্বরথেভাশ্চ সর্বে বৈ বশগা মম ।  
 স্বাম্যহং চৈব সর্বেষাং মন্যসে স্বং ন মন্যসে ॥ ৯ ॥  
 মিষ্টমৎসি সদা রাজন্ ! মুদিতো বিমনাস্তথা ।  
 মালায়াঞ্চ তথা সর্পে সমদৃক্ ক নৃপোত্তম ! ॥ ১০ ॥  
 বিমুক্তস্ত ভবেদ্রাজন্ ! সমলোচ্চীশ্রকাক্ষনঃ ।  
 একাত্মবুদ্ধিঃ সর্বত্র হিতকৃৎ সর্বজন্তুযু ॥ ১১ ॥

জ্ঞানভাস্বরোদয়েনৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥ স্বয়ং চ স্বং জীবমুক্তোহস্মীতি বদসি তদপি ন সাম্প্রত-  
 মিত্যাহ বিতৈষণেতি । বোধবিরুদ্ধধর্ম্যাণাং দর্শনাদবোধাভাবএব নিশ্চীযত ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥  
 মন্যসে স্বমূত ন মন্যসে ইতি বদেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সমদৃক্ কেতি । মালাসর্পাদিভেদবুদ্ধেঃ সবাঃ

আপনি গৃহস্থ হইয়া আপনাকে জীবমুক্ত বলিতেছেন, কিন্তু এখনও আপনার ধন আশার  
 শাস্তি হয় নাই, রাজোপযুক্ত স্ত্রের ইচ্ছাও আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়ের আশাও  
 বিলক্ষণ রহিয়াছে; তবে আপনি কিরূপে জীবমুক্ত হইয়াছেন? ॥ ৫ ॥ মহারাজ! এখনও  
 আপনার চোরে চোরবুদ্ধি তপস্বিগণে সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আশ্বপর জ্ঞানটীও বিলক্ষণ  
 রহিয়াছে; তথাপি আপনি যে কিরূপ বিদেহ(মুক্ত) তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না ॥ ৬ ॥  
 রাজন্! অদ্যাপিও আপনার কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস সকলের আশ্বাস বোধ রহিয়াছে  
 এবং ভাল হইলেই তাহাতে আপনার চিত্ত আনন্দিত হয়, মন্দ হইলে হয় না। এখনও আপ-  
 নার জাগ্রৎ স্বপ্ন স্মৃপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয় যথাসময়ে হইয়া থাকে; তবে মহারাজ! কি করিয়া  
 আপনার তুরীয়া অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে? ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ! বলুন দেখি, এই পদাতি  
 অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমি এই সমস্তের অধিপতি, মনে মনে এরূপ চিন্তা  
 করেন কি না? ॥ ৯ ॥ রাজন্! আপনি ত মিষ্টার ভক্ষণ করিয়া সর্বদা আনন্দিত থাকেন,  
 এবং কখন কোন কারণ বশত নিরানন্দও করেন; তাহা হইলে আর আপনার কুহুমমালা ও  
 সর্পেতে সমান দৃষ্টি কোণায় রহিল? মহারাজ! যিনি জীবমুক্ত তিনি সৃংশিও প্রভর আর

ন মেহদ্য রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু কচিৎ ।  
 একাকী নিস্পৃহোহত্যর্থং চরয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১২ ॥  
 নিঃসঙ্গো নির্মমঃ শাস্ত্রঃ পত্রমূলফলাশনঃ ।  
 মুগবদ্বিচরিয়ামি নির্বন্দ্বো নিস্পরিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥  
 কিং মে গৃহেণ বিন্তেন ভার্য্যা চ স্বরূপয়া ।  
 বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতস্ত পার্থিব ! ॥ ১৪ ॥  
 চিন্ত্যসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্ ।  
 দন্তোহয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোহস্মীতি ভাষসে ॥ ১৫ ॥  
 কদাচিচ্ছত্রজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন ।  
 কদাচিৎ সৈন্তজা চিন্তা নিশ্চিন্তোহসি কদা নৃপ ! ॥ ১৬ ॥  
 বৈধানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ ।  
 তেহপি মুহুস্তি সংসারে জানন্তোহপি হ্যসত্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

ক ত্বং সমদৃগসীতার্থঃ ॥ ১০ ॥ বিমুক্তস্য ত্বেতানি লক্ষণানি দৃশ্যস্ত ইত্যাহ বিমুক্তস্থিতি ॥ ১১ ॥  
 স্বাভিপ্রায়মাহ ন মেহদ্যেতি ॥ ১২—১৪ ॥

ত্বং দাস্তিকো বিমুক্তো ভাসীত্যাহ চিন্ত্যসে ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥ এতাদৃশা মহাস্তোহপি  
 জগতো সত্যতাং জানন্তোপি মুহুস্তি তদা তব কা কপা জীবমুক্ততয়া ইত্যাহ বৈধানসা যে  
 ইতি ॥ ১৭ ॥ (তবেতি। তব বংশোৎপন্নানাং পুরাষাণাং বিদেহা বিদেহোপাধয় ইতি যৎ

স্রবর্ণকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি সকল পদার্থেই একান্তবুদ্ধি এবং সকল প্রাণীর  
 হিতকারী হইয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥ রাজর্ষে! অধিক কথা আর কি বলিব, গৃহদারাদি  
 কোন বস্তুতেই আমার মন আনন্দিত হইতেছে না; আমার অভিলাষ এই যে, আমি একাকী  
 স্পৃহাশূন্য হইয়া, কাহার সহিত না মিশিয়া কোনও পদার্থে মায়া না করিয়া, কাহারও  
 নিকট কিছু গ্রহণ ন্য করিয়া, নির্বন্দ্ব ও শাস্ত্রভাবে ফলমূলপত্র ভক্ষণে মুগের ভ্রায় ইহ  
 জগতে বিচরণ করি ॥ ১২—১৩ ॥ মহারাজ! আমি এক্ষণে বিষয়ানুরাগরহিত ও গুণাতীত;  
 অতএব আমার গৃহে, ধনে বা মনের মত ভার্য্যাতে কি প্রয়োজন? ॥ ১৪ ॥

মহারাজ! আপনি বিষয় বিশেষে সাধুরাগে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন, আবার  
 আপনাকে জীবমুক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন ইহাতে আপনার দাস্তিকতাই প্রকাশ পাই-  
 তেছে ॥ ১৫ ॥ দেখুন, আপনার কখন শত্রু বিষয়ক চিন্তা কখন বা ধন বিষয়ক চিন্তা কখন বা  
 সৈন্ত বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি কোন্ সময় নিশ্চিন্ত থাকেন বলুন  
 দেখি? ॥ ১৬ ॥ মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈধানস মুনিগণ যখন সংসারের অনিত্যতা জানিয়াও  
 সংসারে বিমুক্ত হন, তখন, আর আপনার কথা কি বলিব! ॥ ১৭ ॥ মহারাজ! আপনার বংশজাত



ইষ্ট্যক্তা। নির্যযৌ সৌহৃদ্যমহেষ্রযজনে মুনিঃ ।

নিমিরস্তং গুরুং কৃষ্ণা চকার মথমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতোহত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ ।

শশাপ চ পতন্ত্য দেহস্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫ ॥

রাজাহপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতন্ত্যম্ ।

অন্তোন্তশাপাৎ পতিতো তাবেব চ ময়া ঞ্জতম্ ॥ ২৬ ॥

বিদেহেন চ রাজেন্দ্র ! কথং শপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্ ।

বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপসত্তম ! ॥ ২৭ ॥

জনক উবাচ ।

সত্যযুক্তং হুয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্ ।

তথাপি শৃণু বিশ্রেস্ত ! গুরুর্মম স্পৃজিতঃ ॥ ২৮ ॥

মুনিবশিষ্ঠঃ ইত্যুক্তা। ইতি সামাদিনেতার্থঃ। দেবেশ্রযজনে বদা নির্যযৌ তদা হে রাজন্ জনক ! ভবদীয়পূৰ্বপুরুষো নিমিস্ত অস্তং গুরুং কৃষ্ণা যজ্ঞং সম্পাদয়ামাস ॥২৪॥ তচ্ছ্রুত্বৈতি। তং যজ্ঞসম্পাদনাদিকং বিবরণং। ঞ্জত্বা অত্যর্থং কুপিতঃ সন্ বশিষ্ঠঃ রে গুরুলোপক ! কুলগুরুপরিহারক ! অনেনাপরাধেন তে দেহঃ অদ্যেব পততু ইতি নৃপতিং শশাপেত্য-  
দ্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রাজাপি তমিতি। অথ বশিষ্ঠশাপশ্রবণানন্তরং রাজা নিমিরপি জীবমুক্তোহপীতি ভাবঃ তবাপি অয়ং দেহঃ পততু ইতি গুরুং প্রতিশপাৎ ততঃ পরম্পরশাপাৎ তো উভাবপি পতিতো পরিহীণদেহৌ জাতাবিত্যর্থঃ। কিংবদন্ত্যা ময়েতৎ সৰ্বং ঞ্জতং তো মহারাজ ! নহু জীবমুক্তেনাপি তেন কথং স্বয়ং গুরুরপি প্রতিশপ্তঃ নৈবাহং জানে কেয়ং ভবদবংশানং জীব-  
মুক্ততা কীদৃশং বা বিদেহমিতি ভাবঃ ॥২৬॥ নহেবং বিদেহাচরণে জীবমুক্ততা সম্ভবতি। ন চ জীবমুক্ততয়াং সত্যমেতাদৃশাচরণসম্ভবন্ত্যস্মান্নামত এব বিদেহা নদ্ব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করুন ॥ ২১—২৩ ॥ বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ইজ্ঞ যজ্ঞে গমন করিলেন। এদিকে নিমিরাজ অপর ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ॥২৪॥ অনন্তর বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যখন তুমি কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়াছিস্ তখন তোর দেহ এখনই পতিত হউক ॥ ২৫ ॥ নিমিরাজও এই শাপ শ্রবণ করিয়া, তোমার দেহও পতিত হউক এই বলিয়া, বশিষ্ঠকেও শাপ প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই অতিশয় হইয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥২৬॥ মহারাজ ! আপনিও রাজশ্রেষ্ঠ, বলুন দেখি, সেই বিদেহ (বিমুক্ত) নিমি কি অপরাধে নিজ গুরুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন ?। এ বিষয়, আমার মনে হস্তাকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৭ ॥

রাজর্ষি জনক গুরুদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। বিপ্রবর ! আপনি যে সকল কথা বলিলেন ইহা সমস্তই সত্য, এ বিষয় কিছুই মিথ্যা নহে, তাহা আমারও জানা আছে; তথাপি আমার পুত্রনীর গুরুদেব বেদব্যাল বাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি



পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য স্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি ।

মৃগৈঃ সহ স্তম্ভক্ণো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মহাভূতানি সর্বত্র নিঃসঙ্গঃ ক ভবিষ্যসি ।

আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্তাঃ কদা মুনে ! ॥ ৩০ ॥

দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেহপি চ ।

তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তয়ানস্ত বা ন বা ॥ ৩১ ॥

বিকল্পোপহতস্ত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ ।

ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্বিকল্পোহগ্নি সর্বথা ॥ ৩২ ॥

শুকবাক্যং শ্রুত্বা জনক উবাচ সত্যমুক্তমিতি । স্বয়া যচ্চ্যতে তৎসাধনং সত্য-  
মেবাস্তদুপার্য্যাসস্ত মম চেষ্টমেব তৎ । বিবাদস্বয়মেব স্বয়োচ্যতে । বনং গতে সতি  
বিক্ষেপাভাবঃ সম্ভবতি । অস্মাভিরুচ্যতে গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি নিশ্চয়েনাত্রেবং বসতো  
গৃহেষেব সাধনাদিকং কুরুতো বিক্ষেপাভাবো ভবতীতি । তত্র তথাপি শৃণু হে বিপেক্ষ ! শুক !  
মম স্পৃহিতো ব্যাসো গুরুর্বাদ্য ভদেব সত্যমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ কৃত ইতি চেত্ত্বম্নতে  
দোষস্ত সদ্ধাদিত্যাহ পিতুঃ সঙ্গমিতি । পিতুঃ সঙ্গত্বাসেন বনং গতস্ত মৃগসঙ্গঃ পঞ্চমহাভূত-  
সঙ্গত্বপরিহার্য্য এবোতি নিঃসঙ্গতা বনঙ্গততাপি ছল্লভা আহাৰাদিচিন্তাপ্যভয়তাপ্যপরিহার্য্য  
এবোতি । তত্রাপি চিন্তসমাধানবিবেকাদিকমপেক্ষিতম্ভবতি গৃহস্থাপ্রমত্ত্যাগে বীজাভাবঃ ।  
কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থং কৰ্ম্ম কুরুতঃ সকললোককল্যাণকরত্বং গৃহস্থাপ্রমত্ত্যেব সম্ভবতি । অপরি-  
পক্ককষায়স্ত পক্কতাপ্যগ্নিগ্নেবাপ্রমে ভবতি । ততো গৃহস্থাপ্রমে এবাপরিপক্ককষায়েণ স্বা-  
ভ্যম্ । অতএবাস্তৎপূৰ্ণজৈরেতদভিপ্রায়েণৈব জীবন্তুন্ত্বসিদ্ধৌ সত্যানপি ব্যবহারঃ কৃত-  
ইতি ন স্বহৃদ্ব্যবিত্তানি দূষণানি মৎপূৰ্ণজেষু সন্তি যন্ত পরিপক্ককষায়ঃ স তু নৈব বিদ্যেঃ কিঙ্করো  
নচ স সন্দেহকরোতি স্বস্ত সন্দেহমগ্নৌহস্ততঃ পিত্রোক্তমেব কুরু তবাপরিপক্ককষায়াদিতি-  
সম্প্রদায়কানাং সংপত্তিতোহর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ বিকল্পোপহতত্বমিতি বিবেকাতাব্যং । অতএবাত্ৰা-  
গতোহসি । অতো গৃহস্থাপ্রমে এব সম্যক্নিশ্চয়ঃ সম্পাদ্যানস্তরঃ সম্যাসং কুর্কিতার্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেখুন, আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বাইতে ইচ্ছা করিতে-  
ছেন । বনে বাইলে পর, সেই স্থানে মৃগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে তাহাতে  
আর কোনও সন্দেহ নাই । বিশেষত সৰ্ব্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত দেহীপ্যমান রহি-  
রাছে ; অতএব, আপনি কোন্ স্থানে বাইয়া সঙ্গ-বিরহিত হইবেন ? আর দেখুন, সৰ্ব্বদাই  
অরণ্যে আহারের জন্য চিন্তা করিতে হইবে ; তবে সুনিবর ? কোন্ সময় আপনি নিশ্চিন্ত  
হইবেন ? ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদি বলেন নিরাহারী হইব ; তাহা হইলে দণ্ড অজিনাদির ভয়ও  
চিন্তা করিতে হইবে । ) অতএব, বনে বাইয়া আপনার দণ্ডাজিনাদি ভয় চিন্তাও বেরূপ,  
সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্য চিন্তাও সেইরূপ ; এক্ষণে তাবিয়া দেখুন ইহা বথার্থ কি  
না ? ॥ ৩১ ॥ আপনি কেবল সন্ধি-চিন্তা হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন ; কিন্তু  
আমার অন্তরে কোনও বিষয়েই সংশয় নাই এজন্য সৰ্ব্বদাই নিঃসন্ধিচিন্তে এক স্থানেই  
আছি ॥ ৩২ ॥ বিপ্লব ! এই ভক্তই আমি সৰ্বদা স্তবধি নিভা বাই, স্তবধি বিবর্তিতোগ করি ।

স্বখং স্বপিমি বিপ্রাহং স্বখং ভুঞ্জামি সর্বদা ।

ন বন্ধোহস্মীতি বুধ্যাহং সর্বদৈব স্বখী য়্বে ! ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তু দুঃখী সদৈবাসি বন্ধোহহমিতি শঙ্কয়া ।

ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য স্বখী ভব সমাহিতঃ ॥ ৩৪ ॥

দেহোহয়ং মম বন্ধোহয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা ।

তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনস্তস্য শুকঃ প্রীতমনাঃ উবচ ।

আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসস্তাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥

আগচ্ছন্তং স্তুতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোহপি স্বখমাপ্তবান্ ।

আলিঙ্গ্যাত্মায় মুক্খানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

(স্বপমিতি । হে য়্বে ! শুকদেব ! নির্দিকল্পচিত্তত্বাৎ অহং স্বখং স্বপিমি অয়ং ভাবঃ । যতঃ মম-  
চিন্তে বিকল্পনা নাস্তি অতোহহং নিশ্চিততয়া স্বেচ্ছিস্বখং অমুভবামি অনাসক্তঃ সন্ বিষয়-  
স্বখমপি ভুঞ্জামি তথাপি নাহং বন্ধোহস্মীতি তত্ত্বনিশ্চয়ান্বিকয়া বুধ্যা সর্বদৈব স্বখী ভবামি  
স্বধেন কালং ক্লেপয়ন্ বর্তেহহমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ইমিতি । ত্বং পুনঃ বন্ধোহস্মীতি অবিদ্যোৎ-  
পন্নয়া কল্পিতশঙ্কয়া সদৈব দুঃধেন কালং নয়সীতাং মন্ত্রে অতএব হে বিপ্রবর্ষ্য ! শুক ! মদ-  
দৃষ্টান্তাভ্যাসারী ত্বং রাজস্বয়ঃপ্রধানাবিদ্যাভাঙাং মিথ্যাশঙ্কাং বিহায় সমাহিতঃ চিন্তং সমাধায়ে-  
তার্থঃ নিত্যং স্বখী ভব ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং জীবমুক্তস্ত লক্ষণং বোধয়ন্ত পদিশতি দেহোহয়মিতি ।  
অয়ং মম দেহঃ অহমেববদ্ধ ইত্যং বুদ্ধিরেব সংসারবন্ধনরূপাবিদ্যোতি বিদ্ধি কিন্তু ইদং  
রাজ্যগৃহধনাদিকং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি ইত্যেবং নিশ্চয়ান্বিকা বুদ্ধিরেব বুদ্ধবিদ্যা ইমাং  
বুদ্ধ্যান্বিকাং বিদ্যাং ধারয়ন্ মুক্তো ভবেতিতত্তজ্ঞানমুপসংস্কৃত্যোপদিষ্টবান্ রাজর্ষির্জনকঃ ॥ ৩৫ ॥

শুকদেব এতাবস্তববোধমাকর্ণ্য প্রীতমনা জাতঃ সমুদিতবিবেকত্বাৎ ততস্তং জনক-  
স্তবোপদেষ্টারমাপৃচ্ছামাত্র্য স্তলস্তাবয়ন্ পিত্রাশ্রমপ্রতিগমনামুহমতিং গৃহীত্বৈতার্থঃ । আশু নীজং  
বিগম্যমকুর্ল্লগ্নিতি বাবৎ উত্তমং সর্বস্বপ্ৰথাবহং ব্যাসাশ্রমং প্রতিজগাম প্রতিবর্ষো ॥ ৩৬ ॥  
আগচ্ছন্তমিতি । ব্যাসোহপি বেদব্যাসোহপীত্যর্থঃ তং স্তুতং শুকদেবং আগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা ।

“আমি কিছুতেই বদ্ধ নই” এই জানেই সর্বদা স্বখী আছি ; আর আপনি “সকল বিষয়েই  
বদ্ধ রহিয়াছি” এই আশঙ্কা করিয়া সর্বদা দুঃখী হইতেছেন । অতএব, এই সমস্ত আশঙ্কা  
বিসর্জন দিয়া নিত্য স্বধের নিমিত্ত যত্নপর হউন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ দেখুন, এই দেহ আমার  
‘ই জানেই বদ্ধ আর ইহা আমার নয় এই জানেই মুক্তি ; সেইরূপ, ধন গৃহ বা রাজ্য  
কি আমার নয় এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া মুক্তি লাভ করুন ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! শুকদেব জনকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয়  
প্রদর্শিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সন্তোষণ করিয়া অতিরিক্ত মধ্যে ব্যাসদেবের সর্ব-  
স্বপ্ৰথাবহ আশ্রম আদিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বেদব্যাসও পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া

স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ ।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮ ॥

জনকস্ত দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্ত মহাত্মনঃ ।

স নির্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

পিতৃণাং স্তভগা কন্তা গীবরী নাম স্তন্দরী ।

শুকশচকার পত্নীস্তাং যোগমার্গস্থিতোহপি হি ॥ ৪০ ॥

স তস্তাঞ্জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুরএব হি ।

কৃষ্ণঃ গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতস্তথা ॥ ৪১ ॥

কন্যাং কীৰ্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় স্বগৃহায় মহাত্মনে ॥ ৪২ ॥

অগৃহস্ত স্ততঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদন্তঃ প্রতাপবান্ ।

ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বথং মুদমাগুবান্ লেতে তত আলিঙ্গ্য বৃদ্ধানমায়ায কুশলং পপ্রচ্ছ পুনরিহ্যক্ত্যা প্রথমতঃ  
 স্বাগতাদিকং ততো জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাদিকং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতস্তত্রৈতি । ততঃ সমাধি-  
 নিষ্ঠঃ সন্ মনোজ্ঞে পিতুরাশ্রমে স্থিতঃ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥ নহু সর্বশাস্ত্রবিশারদো বেদাধ্যয়ন-  
 সম্পন্নোহপি কথং পিত্রাশ্রমে স্থিত ইতি তত্রাহ জনকস্তেতি । মহাত্মনস্তস্ত জনকস্ত দশাং  
 জীবমুক্রতাবস্থাং দৃষ্ট্বা মনসা বিচারয়ন্ স শুকঃ পরাং নির্বৃতিং একান্তনির্লিপকল্পতারুণ্যং  
 সন্তোষং প্রাপ্য প্রশান্তচেতাঃ সন্ স্থিত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নতু ভ্রষ্টাশ্রমঃ সন্  
 স্থিতঃ কিন্তু গার্হস্থমাত্রিত্যেবাবস্থিত ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ পিতৃণামিতি ॥ ৪০ ॥ চতুরএবহীতি ।  
 কৃষ্ণনামা একঃ গৌরপ্রভো দ্বিতীয়ঃ ভূরিভূতীয়ঃ দেবশ্রুতশ্চতুর্থঃ । কৃষ্ণপুত্রাদে ভূ পঞ্চ-  
 পুত্রো উক্তাঃ । শুকস্তাপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যস্ততপশ্বিনঃ । ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শব্দঃ কৃষ্ণো  
 গৌরশ্চ পঞ্চমঃ । কন্তা কীৰ্ত্তিমতী চৈবেতি ॥ ৪১ ॥ কীৰ্ত্তিনারীং কন্তাম্ । বিভ্রাজরাজঃ

আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন ও মন্তক আশ্রাণ পূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৭ ॥  
 অনন্তর, সর্বশাস্ত্র বিশারদ চতুর্বেদবিৎ শুকদেব সেই রমণীয় আশ্রমে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া পিতৃ  
 নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মা রাজর্ষি জনকের রাজ্যাবস্থান সম্বন্ধে ও  
 তাদৃশী মুক্তাবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন, ( অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে জীব,  
 সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারী হইলেও হৃৎখতাগী হয় না । ) ॥ ৩৮—৩৯ ॥ অনন্তর, শুকদেব  
 যোগমার্গাবলম্বী হইলেও পিতৃকুলের গৌরববর্দ্ধনকারি পুত্রোৎপাদনকৰ্ম্ম গীবরী নাম  
 সর্বস্থলক্ষণা একটা স্তন্দরী কন্তাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে সেই কন্তা  
 শুকদেবের ঔরসে, কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটা পুত্র এবং কীৰ্ত্তিনারী নামে  
 একটা কন্তা উৎপন্ন হইল । পরে, মহাবোণী ব্যাসপুত্র শুকদেব বিভ্রাজ নামে মহাত্মা  
 অগৃহকে ঐ কন্তাটী সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই শুকদেব অগৃহ-ঔরসে

কালেন ক্রিয়তা তত্র নারদশ্রোতপদেশতঃ ।

জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমল্লতমম্ ॥ ৪৪ ॥

পুঞ্জো রাজ্যং নিধনাত্ম গন্তো বদরিকাশ্রমম্ ।

মায়াবীজোপদেশেন তস্মৈ জ্ঞানং নিরুগলম্ ।

নারদস্মৈ প্রসাদেন জাতং সন্ধ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫ ॥

কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতৃঃ শুকঃ ।

ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্ঘ্য খঃ ॥ ৪৬ ॥

উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাং সিদ্ধিঞ্চ পরমাস্রতঃ ।

আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭ ॥

গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকশ্রোতপতনে তদা ।

উৎপাতা বহুবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোহভবৎ ॥ ৪৮ ॥

অন্তরিক্ষে যথা বায়ুস্তু যমানঃ স্তর্যধিভিঃ ।

তেজসাত্তিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রো অগুহ্যনামা ॥ ৪২ ॥ বুদ্ধদত্তনামকঃ শুকদোহিত্রঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ নারদেন মায়াবীজত  
ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোপদেশঃ কৃতস্তৎপ্রভাবেন শ্রীপ্রসাদাত্তস্য জ্ঞানমভবৎ ॥ ৪৫ ॥

শুককথামাহ কৈলাসেতি ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানমাস্থায়েরিতি । গৃহস্থাশ্রমে এব কর্মোপাসনাবোগা-  
দিভিঃ পরমকায়ের জাতে সতীতি শেষঃ । সিদ্ধিং চেতি । অগ্নিমাাদিকং সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥  
মহাতেজাঃ সন্দেহ এবোতোনির্গতঃ সূর্য্যাবধিররাজ্যাকাশে গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাজাতমিতি । মহা-  
পুরুষবিয়োগেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা বায়ুরিতি স্ত্রোত্বোত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ সর্বভূতগত ইতি ।

বুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজ্যধিরাজ বুদ্ধদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥ কিছুকাল গত  
হইলে অগুহ্য দেবর্ষি নারদের উপদেশপ্রভাবে সর্বপ্রেষ্ট বোগমার্গানুসারী জ্ঞান প্রাপ্ত  
হয়েন ॥ ৪৪ ॥ পরে সময় বুঝিয়া পুঞ্জো রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন ।  
মহামায়া ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নির্মল জ্ঞানলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

এদিকে শুকদেবও (বুদ্ধর্ষি নারদপ্রসাদে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিয়া) পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ  
করত রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিলেন । তাহার পর সমস্ত বিষয়াসক্তিতে পরাঙ্ঘ্য হইয়া  
গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর অগ্নিমাাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কৈলাসপৃষ্ঠ  
হইতে আকাশে উৎপত্তি হইলেন এবং আকাশগত হইয়া প্রদীপ্যমান দিবাকরের স্তায়  
শান্তা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ শুকদেব যখন আকাশে উৎপত্তি হন, তখন পূর্বত-  
ন দ্বিধা হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ শুকদেবকে আকাশমার্গে তেজ  
ধারা দ্বারা পূর্বের স্তায় বিরাজ করিতে দেখিয়া দেবর্ষিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।  
অনন্তর, দেব অন্তরীক্ষে বায়ুর স্তায় সর্বপদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এদিকে

ব্যাসস্ত বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দন্ পুঞ্জেন্দি চাহসকৃৎ ।

গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোহভবৎ ॥ ৫০ ॥

ক্রন্দমানস্তদা দীনং ব্যাসং মদ্বা শ্রমাকুলম্ ।

সর্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাতদা ॥ ৫১ ॥

তত্রাদ্যপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ ক্ষুটোহভবৎ ॥ ৫২ ॥

রুদন্তস্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমম্বিতম্ ।

পুঞ্জপুঞ্জেন্দি ভাষন্তং বিরহেণ পরিপ্লুতম্ ।

শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস ! শোকং মা কুরু ত্বং পুঞ্জস্তে যোগবিত্তমঃ ।

পরমাস্ততিমাপমো দুর্লভাধাকৃত্যুভিঃ ॥ ৫৪ ॥

তস্য শোকো ন কর্তব্যস্তয়াহশোকং বিজানতা ।

কীর্তিস্তে বিপুলো জাতা তেন পুঞ্জেণ চানঘ ! ॥ ৫৫ ॥

অনেন চ বাক্যেন শুক আকাশং প্রতি গতো ব্যাষ্টিদেহং সমষ্টৌ বিলুপ্য ব্যাপকরূপেণ স্থিত ইত্যবগম্যতে । প্রতিশব্দমিতি । তব মম চাত্মরূপেণাভেদে এবান্তি কিমিতি মদর্থং শোকঃ ক্রিয়তে ইত্যেবং প্রতিশব্দ ইত্যর্থঃ । পরমাস্ততিং বুদ্ধরূপম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥ অশোকং বুদ্ধ বিজানতা ত্বয়া বুদ্ধরূপেণ স্থিতস্ত শুকস্ত সত্য চ ভেদাভাবেন তন্মাতৃত্বায়োগশব্দয়া বা শোকো ন কর্তব্য ইত্যাহ তন্তেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

বেদব্যাস পুঞ্জবিরহে কাতর হইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে করিতে, যে পর্ত্ততশৃঙ্গে শুকদেব ছিলেন সেই স্থানে বাইরা উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ অন্তর্ভাসি পুরুষের জ্ঞান সর্বভূতের অন্তর্গত শুকদেব সেই সময় ব্যাসদেবকে প্রমাতুর এবং দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও পর্ত্তত প্রভৃতি হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

ঋষিগণ ! শুকদেব শোকসম্বিত ব্যাসদেবকে রোক্তদ্যমান দেখিয়া অড় পদার্থ হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিশব্দ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ ! মহাদেব, ব্যাসদেবকে বিরহকাতর এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস ! তুমি আর বুধা শোক করিও না; দেখ তোমার পুঞ্জ পরম যোগী । সামান্ত বুদ্ধজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিরা বাহা কখনই লাভ করিতে পারে না তিনি সেই পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

বেদব্যাস ! তুমি সর্বশোকাদি-বর্জিত বুদ্ধকে জানিয়াও পুঞ্জের জন্ত বুধা শোক করিলে কেন ? বিশেষতঃ তুমি অবিদ্যামূলক সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ <sup>ক</sup> <sup>গাং</sup> তোমার এরূপ শোক দুঃখে অতিক্রান্ত হওয়া উচিত নহে । কলত এই পুঞ্জ ব্যা <sup>ক</sup> <sup>গাং</sup> তোমার জন্মহং, বশোলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ন শোকো যাতি দেবেশ ! কিং করোমি জগৎপতে ! ।

অতৃপ্তে লোচনে মেহদ্য পুত্রদর্শনলালাসে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব উবাচ ।

ছায়াশ্রুত্ব্যসি পুত্রস্ত পার্শ্বস্থাং স্তমনোহরাম্ ।

তাং বীক্ষ্য মুনিশার্দূল ! শোকং জহি পরস্তপ ! ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

তদা দদর্শ ব্যাসস্ত ছায়াং পুত্রস্ত স্প্রভাম্ ।

দত্তা বরং হরন্তস্মৈ তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৫৮ ॥

অন্তর্হিতো মহাদেবে ব্যাসঃ স্বাশ্রমমভ্যাগাৎ ।

শুকস্ত বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ছায়ামিতি । পুত্রসমানাকৃতিম্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেন শুকস্তৈতৎ ফলং  
জাতং এতাদৃশোহংগঃ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণমহিমৈতাবাস্তরতাংপর্যাম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাসদেব মহাদেব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন । দেবদেব ! আপনি বিশ্ব জগতের  
পতি সূতরাং আমার অন্তরের বিষয় আপনার কিছুই অগোচর নাই, প্রভো ! পুত্র বিরহ  
জ্ঞান আমার এই দুর্ভর শোক কিছুতেই অপনীত হইতেছে না । আমি কি করি । আমার  
লোচনদ্বয় পুত্রসন্দর্শনে এখনও অতৃপ্ত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব কহিলেন । মুনিবর ! তোমার পুত্রের প্রিয়দর্শন প্রতিবিম্ব এই পার্শ্বে রহিয়াছে  
দেখ ! ইহা দেখিয়াই পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! অনন্তর বেদব্যাস পুত্রের সেই স্নানর ছায়া দর্শন করিলেন ।  
মহাদেব ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এক্ষণে  
মহাদেব অন্তর্হিত হইলে ব্যাসদেব শুকবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন  
করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## বিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

শুকস্ত পরমাং সিদ্ধিমাণুবান্ দেবসত্তমঃ ।

কিং চকার ততো ব্যাসস্তমো ব্রুহি সবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

শিষ্য্য ব্যাসস্ত য়েহ প্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ ।

আজ্ঞামাদায় তে সৰ্ব্বৈ গতাঃ পূৰ্ব্বং মহীতলে ॥ ২ ॥

অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এব চ ।

জৈমিনিশ্চ স্রুমস্তশ্চ গতাঃ সৰ্ব্বৈ তপোধনাঃ ॥ ৩ ॥

তানৈতাঋক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যুত ।

ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোম্মতিম্ ॥ ৪ ॥

চতুঃ স গতিপদৈস্ত শুকনিৰ্গমনোত্তরম্ ।

ব্যাসস্ত কারয়ংকৃত্যং তৎসমাসেন কথ্যতে ॥

এতাবৎপর্যন্তং কথং শুকেন পুরাণমবীতমিতি প্রথমপ্রস্তোত্রং দত্তং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাস্চোক্তা ইদানীং ত্রিদেবীভাগবতপ্রতিপাদকাচার্য্যস্ত ব্যাসস্ত গুরোঃ কথং শুকভক্তা ঋষয়ঃ পূজ্যস্তি শুকাবতি । তস্মৈ ব্রূহীতি । যন্ত দেবে পরা তন্নির্ব্বাণা দেবে তথা গুরৌ । তস্মৈ তে কথিতাঃ কথ্যঃ প্রকাশস্তে মহাশ্বয়ন ইতি শ্রুতেরন্বয়ঃ ত্রীগুরোঃ কথং ব্রূহীত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১—৩ ॥

পূৰ্ণঃ শিষ্য্য আজ্ঞামাদায় গতাস্তজ্ঞতং দুঃখং জাতিমেবাচার্য্যস্ত পরস্ত শুকদেবমুখেন তরুণঃ শুকদেবনিৰ্গমেন তু তদ্বতরমপ্যেকবারমেব দুঃখং প্রাপ্তবৃত্তমিত্যাহ ব্যাসঃ শোকসমা-

ঋষিগণ কহিলেন । হুত ! দেবতুল্য পরমযোগী শুকদেব সর্বোৎকৃষ্ট অবিদ্যাগি সিদ্ধি লাভ করিলে পর বেদব্যাস কি করিলেন ইহা আমরাগকে বিস্তার পূৰ্ব্বক বল ॥ ১ ॥

হুত, ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ ! পূৰ্বেই ব্যাসদেবের অসিত দেবল বৈশম্পায়ন জৈমিনি এবং স্রুমস্ত প্রভৃতি এবং অন্ত্যস্ত যে সকল বেদাভ্যাসরত শিষ্য ছিল, তাহারা পাঠান্তে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহীতলে ধৰ্ম্ম প্রচার জন্য প্রস্থান করিয়া ছিলেন । এক্ষণে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে পৃথিবীগত এবং পুত্র শুকদেবকে লোকান্তরিত দেখিয়া অতিশয় শোকাবল হইলেন এবং সে স্থান হইতে অন্ততঃ গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২—৪ ॥ পরে জন্মস্থানে গাইব, ইহা স্থির করিয়া গঙ্গাতীরে বাইরা পূৰ্ব্ব-পরিভ্রম

সম্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদহতাং শুভাম্ ।  
 মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমম্বিতাম্ ॥ ৫ ॥  
 স্মৃদ্ধা সত্যবতীং ব্যাসস্ত্যক্তা তং পৰ্ব্বতোত্তমম্ ।  
 আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মুনিঃ ॥ ৬ ॥  
 দ্বীপং প্রাপ্যথ পপ্রচ্ছ ক গতা সা বরাননা ।  
 নিষাদাস্তং সমাচখ্যুদ্দত্তা রাজ্ঞে তু কথ্যকা ॥ ৭ ॥  
 দাশরাজোহপি সম্পূজ্য ব্যাসং প্রীতিপূরঃসরম্ ।  
 স্বাগতেনাভিসংকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥

দাশরাজ উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং যুনে ! ।  
 দেবানামপি দুর্দর্শং যজ্ঞাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯ ॥  
 ষদর্থমাগতোহসি ত্বং তদ্ব্যহি দ্বিজসত্তম ! ।  
 অপি দারা ধনং পুত্রাস্তদায়তমিদং বিভো ! ॥ ১০ ॥

ক্রান্ত ইতি । এতাদৃশমহাত্মানামপি সংসারজয়ক্লেশসম্ভবান সংসারে আসক্তো ভবেৎ  
 কিং তস্মাদিরজ্যোতৈবেতি তু রহস্যম্ ॥ ৪ ॥ মুক্তামিতি । ব্যাসস্ত পুলিনে জন্মোত্তরং ব্যাসং  
 গৃহীত্বা গতেন পরাশরেন মুক্তাংপি ব্যাসেন মুক্তা জ্যৈতবেত্যভিপ্রায়েণৈব মুক্তিঃ ॥ ৫—৬ ॥  
 ( দত্তেতি । রাজ্ঞে শস্ত্রনবে কথ্যকা সত্যবতী দত্তা দাশরাজেনেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥ ) দাশরাজো-  
 পীতি । স চ সত্যবত্যাঃ পিতা ॥ ৮—৯ ॥ ( ষদর্থমিতি । হে ব্যাক্ষগশ্রেষ্ঠ ! অধুনা কিমর্থং  
 মৎসঙ্গীপে আগতোহসি তদ্বদ মম স্ত্রীপুত্রধনাদিকং যৎকিঞ্চিদস্তি তং সৰ্ব্বং তদধীনমেব বিদ্ধি  
 যতন্ত্বং সৰ্ব্বব্যাপীশ্বরবৎ সৰ্ব্বত্র বর্তসে ॥ ১০ ॥ )

শোকাকুল কল্যাণস্বরূপিণী জননী ধীবরকন্তা সত্যবতীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন । পরে  
 সেই স্বর্ণসদৃশ সুখাবহ পৰ্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর যে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দ্বীপে আসিয়া তত্রতা ধীবর-  
 গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই চাক্রমুখী ধীবর-রাজকন্তা এক্ষণে কোথায় আছেন ?  
 ধীবরগণ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, ধীবররাজ শস্ত্রহু রাজাকে সেই কন্তা  
 প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর, ধীবররাজ ব্যাসদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসহকারে  
 পূজা এবং স্বাগত সম্ভাষণ দ্বারা সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক বলিল ॥ ৮ ॥ যুনিবর !  
 যখন, দেবগণেরও চুলভ আপনার এই দর্শন লাভ করিলাম, তখন আজ আমার জন্ম  
 সার্থক হইল এবং আজ আমার কুলকে আপনি পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! কিজন্ত  
 আসিয়াছেন তাহা বলুন, আমার স্ত্রী পুত্র ধন বাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আপনাকে অধীন  
 বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥



সরস্বত্যাস্তটে রম্যে চকারাশ্রমমণ্ডলম্ ।

ব্যাসস্তপঃসমায়ুক্তস্তত্রৈবাস সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥

সত্যবত্যাঃ স্ত্রুতো জাতৌ শস্ত্রনোরমিতদ্যুতেঃ ।

মহা তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ স্ত্রুতমাপ বনে স্থিতঃ ॥ ১২ ॥

চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শত্রুতাপনঃ ।

বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সৰ্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥

বিচিত্রবীৰ্য্যনামার্মৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত ।

সৌহপি সৰ্বগুণোপেতঃ শস্ত্রনোঃ স্ত্রুতবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪ ॥

গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তস্ত মহাবীরো বলাধিপঃ ।

তথৈব তৌ স্ত্রুতো জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ ॥ ১৫ ॥

শস্ত্রনুস্তান্ স্ত্রুতান্ বীক্ষ্য সৰ্বলক্ষণসংযুতান্ ।

অমংস্তাজয়্যমাত্মানং\* দেবাদীনাং মহামনাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ কালেন ক্রিয়তা শস্ত্রনুঃ কালপর্য্যায়ং ।

ততাজ দেহং ধৰ্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবাম্বরম্ ॥ ১৭ ॥

সরস্বত্যা ইতি । তৎপ্রার্থনোত্তরং তস্ত যথাযোগ্যমুত্তরং দধা সরস্বতীতীরে তপশ্চর্য্যার্থ-  
মাশ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শস্ত্রনোঃ সকাশাদিতি শেষঃ । মবেতি । মম ভ্রাতরৌ স্ত্রুতিনৌ স্ত  
ইতি মহা ॥ ১২ ॥ প্রথমচিত্রাঙ্গদঃ ॥ ১৩ ॥ দ্বিতীয়ো বিচিত্রবীৰ্য্যঃ ॥ ১৪ ॥ তয়োঃ পূৰ্ণ-  
গঙ্গাতৌ রাজঃ শস্ত্রনোঃ সকাশাং প্রথমতঃ পুত্রো গাঙ্গেয়নামকো ভ্রাতঃ অনন্তরং সত্যবত্যাং  
পুত্রদয়ং জাতম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

(শস্ত্রমূর্তিঃ) যথা শরীরী জীবঃ জীর্ণবস্ত্রাদিকং পবিত্রাজতি তথা শস্ত্রনুঃ কালধর্মেণ জীর্ণঃ

বেদব্যাস এইরূপে নিজজননী সত্যবতীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীয় সরস্বতীতীরে  
আশ্রম নির্মাণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ১১ ॥  
এদিকে অতুলতেজস্বীশস্ত্রমুরাজ-ওরসে সত্যবতীগর্ভে দুইটা পুত্র উৎপন্ন হইল। বেদব্যাস  
ভ্রাতাদিগকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া বনবাসী হইলেও অতিশয় স্ত্রুতলাভ  
করিলেন ॥ ১২ ॥ শস্ত্রমুরাজের পুত্র দুইটির মধ্যে চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ অতিশয় রূপবান্ ও সৰ্ব-  
লক্ষণবিকৃষিত এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীৰ্য্যও সৰ্বগুণযুক্ত ছিল ; ইহাতে নৃপতি শস্ত্রমুর অতিশয়  
স্বপ্ন বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ! শস্ত্রমুরাজের সত্যবতীগর্ভে এই দুই মহাবল  
পুত্র হইয়াছিল ; পরন্তু, ইহার পূৰ্ণেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম পঙ্গবর্গে সঙ্ঘ-  
ত হওয়ায় সৰ্বজ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই ছিলেন। নৃপতি শস্ত্রমুর সৰ্বলক্ষণবিকৃষিত এই পুত্রগণকে  
দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অঙ্গেয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥

কালধর্মং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মচক্রে বিধানতঃ ।

প্রেতকার্য্যাণি সর্বাণি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥

চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ।

স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্বেবত্রতোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

চিত্রাঙ্গদস্ত বীৰ্য্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ ।

বভূব বলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাঙ্গজঃ শুচিঃ ॥ ২০ ॥

অথৈকদা মহাবাহুঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ।

প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশ্যন্ বধ্যান্ যুগান্ রুরূন ॥ ২১ ॥

চিত্রাঙ্গদস্ত গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্বা তং মার্গগং নৃপম্ ।

উত্ততরাস্তিকং ভূমের্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

তত্রাভূচ্চ মহদ্যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীৰ্য্যয়োঃ\* ।

কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ ! ॥ ২৩ ॥

শরীরং তত্যাগ্নেত্যবয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ভীষ্ম ইতি । তস্ত জ্যেষ্ঠপুত্রস্তাৎ পিতৃকার্য্যেহধিকারঃ ॥ ১৮ ॥ চিত্রাঙ্গদমিতি । পিতরি মৃতে স্বস্ত রাজ্যাধিকারসম্বৎসর পিতরং প্রতি নাহং রাজ্যং বিবাহং বা করিষ্যামি ইং সত্যবতীং বৃধু ইতি সত্যবতীবিবাহসময়ে প্রতিজ্ঞাতত্চচিত্রাঙ্গদং সত্যবতীজ্যেষ্ঠ-পুত্রমেব রাজ্যে স্থাপয়ামাস । তাদৃশসত্যরূপস্ত দেবানাং ব্রতস্ত পরিপালনাদ্বেবত্রতনামা-ভবৎ ॥ ১৯—২২ ॥ ( সদৃশং তুল্যং বর্ষ্যং যয়োস্তয়োঃ উভাবেব পরাক্রমশালিনাবিতার্থঃ ।

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে পর কালগতিবশত লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধার্মিকপ্রবর শস্ত্রহরাজ সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজা মৃত হইলে ভীষ্মদেব যথাবিধি তাঁহার প্রেতকার্য্য সঞ্চা এবং তাঁহার স্বর্ণ কামনায় নানাবিধ দান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী হইলেও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন জন্য স্বয়ং রাজ্য না করিয়া সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন । ঋষিগণ ! ভীষ্মদেব এই সত্যব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেবব্রত বলিয়া আশ্বাস দিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ এদিকে, সেই সত্যবতী-তনয় ধর্ম্মাত্মা চিত্রাঙ্গদও এতদূর বলবান্ ও বীৰ্য্যোন্মত্ত বীরপুরুষ হইয়াছিলেন যে, শক্রগণ তাঁহাকে দেখিলেই অতিশয় হুঃখিত হইত ॥ ২০ ॥

অনন্তর, এক দিবস মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ সৈন্তপরিবৃত হইয়া যুগ্মগা উপলক্ষে নানাজাতীয় ষড়পুত্র বধ জন্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে, চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব রাজাকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ঋষিগণ ! এই সমান বলশালী রাজহর্য একত্র মিলিত হইলে, সেই

ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্বেণ হতো রণে ।  
 ভীষ্মঃ শ্রুত্বা চকারাশু ততোর্জুদেহিকং তদা ॥ ২৪ ॥  
 গাঙ্গেয়ঃ কৃতশোকস্ত মস্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ।  
 বিচিত্রবীৰ্য্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ ॥ ২৫ ॥  
 মস্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্গুরুভিঃ মহাত্মভিঃ ।  
 স্বপুত্রং রাজ্যগং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ ॥ ২৬ ॥  
 সত্যবত্যতিসম্ভৃতা বভূব বরবর্ণিনী ।  
 ব্যাসোহপি ভ্রাতরং শ্রুত্বা রাজানং মুদিতোহভবৎ ॥ ২৭ ॥  
 যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ স্নতঃ শুভঃ ।  
 চকার চিন্তাং ভীষ্মোহপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ ॥ ২৮ ॥  
 কাশিরাজস্থতাস্তিষ্রঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ।  
 তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে ॥ ২৯ ॥

জীপি বর্ষণি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রলোকমিতি । ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্ । ধর্মযুদ্ধেন হি  
 বীরাঃ স্বর্গমাপ্নুবন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥ বিচিত্রবীৰ্য্যনামানমিতি দ্বিতীয়ং পুত্রম্ ॥ ২৫—২৬ ॥  
 অতিসম্ভৃতি । চিত্রাঙ্গদে হতে ভীষ্ম রাজ্যাধিকারসম্বন্ধেপি মৎপুত্রায়ৈব রাজ্যং দত্তমিতি

মহাপবিত্র স্থান কুরুক্ষেত্রে তিন বর্ষকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ পরে চিত্রাঙ্গদ  
 নৃপতি গন্ধর্ব্ব কর্তৃক নিহত হইয়া (ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষার জন্ত) তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন ।  
 এদিকে ভীষ্মদেব চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔর্জুদেহিক কার্য্য নিশ্চয়  
 করিলেন এবং স্বাজবিরোধে অতিশয় শোকাগ্নিত হইয়া মস্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত  
 চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যকে রাজ্যেশ্বর করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ সত্যবতী পুত্রশোকে  
 অতিশয় পীড়িতা হইলেও মহাত্মা মস্ত্রিগণ ও গুরুগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং কনিষ্ঠ  
 পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । এদিকে ব্যাসদেবও ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর  
 হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ২৬—২৭ ॥

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীৰ্য্যের যৌবন কাল আসিয়া  
 উপস্থিত হইল । ভীষ্মদেব ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ২৮ ॥ ঋষিগণ ! এদিকে কাশীরাজের সর্বলক্ষণ-বিভূষিত তিনটী কন্যা যৌবন প্রাপ্ত  
 হইয়াছিল । কাশীরাজ তাহাদের বিবাহ জন্ত স্বয়ংবর-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

\* কৃতান্তিষ্রঃ : সচিবৈর্দ্বিজৈর্বেদবিদ্বন্তৈঃ । রাজ্যং চকার ধর্ম্মান্না ভীষ্মতামুযতে হিতঃ ।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহূতাঃ সহস্রশঃ ।

ইচ্ছাস্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥

তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহাং বলেন বৈ ।

নিশ্মথ্য রাজকং সর্বং রথেনৈকেন বীর্যবান্ ॥ ৩১ ॥

স জিত্ব পার্শ্ববান্ সর্বাংস্তাশ্চাদায় মহারথঃ ।

বাহুবীর্যেণ তেজস্বী হ্যাসমাদ গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

মাতৃবদ্ভগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্চিস্তয়ন্ কিল ।

তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্ঠকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩ ॥

সত্যবতৌ নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহুয় সত্বরঃ ।

দৈবজ্ঞান্ বেদবিহুযঃ পর্যাপৃচ্ছচ্ছু ভং দিনম্ ॥ ৩৪ ॥

কৃত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্ ।

বিচিত্রবীর্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫ ॥

তদা জ্যেষ্ঠাপ্যুবাচেনং কন্ঠকা জাহুবীহৃতম্ ।

লজ্জমানাহসিতাপান্ধী তিস্রাং চারুলোচনা ॥ ৩৬ ॥

হেতোরিতার্থঃ ॥ ২৭—৩৪ ॥ তা যদেতি । তাস্তিস্রঃ কন্ঠাঃ । তিস্রাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে-  
তার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ (তদেতি । তদা উদ্বাহোদ্যমসময়ে জ্যেষ্ঠা অসিতাপান্ধী অম্বা লজ্জমানা সতী  
জাহুবীহৃতং ভীষ্মমুবাচ । অসিতৌ অপান্ধৌ নেত্রান্তভাগে যন্তাঃ । তিস্রাগমিতি নির্দ্ধারণে  
যষ্ঠা । তিস্রাং মধ্যে ইত্যর্থঃ । চারুণী মনোজ্ঞে লোচনে যন্তাঃ ॥ ৩৬ ॥ কিমুবাচেত্যত্রাহ ।

নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সকল নিমন্ত্রিত হইল । তাঁহারা সকলেই  
সাদরে পূজিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর, মহা-  
প্রতাপশালী বলবান্ ভীষ্মদেব সেই সভায় একাকী সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া  
কাশিরাজ কন্ঠাগণকে বল পূর্বক হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া হস্তিনাপুরে  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ ভীষ্মদেব ( স্বয়ং বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা  
রক্ষার জন্ত) সেই চারুলোচনা কন্ঠাগণকে হরণ করিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে মাতৃ,  
ভগিনী বা কন্ঠার ভ্রাতৃ বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, (কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের  
বিবাহ জন্ত) সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া, শীঘ্র দৈবতত্ত্বভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান  
করিয়া বিবাহের শুভ দিন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে দিন স্থির হইলে, ভীষ্ম  
বিবাহোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক যেমন, কাশীরাজের সেই তিনটা কন্ঠার  
সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মিকশ্রেবর বিচিত্রবীর্যের বিবাহ জন্ত উদ্যোগী হইবেন, অমনি সেই  
সময়, কন্ঠা তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্ঠাটি লজ্জাবনতমুখী হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

গঙ্গাপুত্র ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! ধর্মজ্ঞ ! কুলদীপক ! ।

ময়া স্বয়ংবরে শাশ্বো বৃতোহস্মি মনসা নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃতোহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিত্তে প্রেমসমাকুলে ।

যথাযোগ্যং কুরুদাদ্য কুলশ্রাস্ত্র পরস্তপ ! ॥ ৩৮ ॥

তেনাহং বৃতপূর্ব্বাশ্মি ত্বঞ্চ ধর্মভূতাং বরঃ ।

বলবানসি গাঙ্গেয় ! যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৩৯ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যয়া কুরুনন্দনঃ ।

অপৃচ্ছদব্রাহ্মণান্ বুদ্ধান্ মাতরং সচিবাংস্তথা ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্মবিভক্তঃ ।

গচ্ছতি কন্যকাং প্রাহ যথাক্রুচি বরাননে ! ॥ ৪১ ॥

গঙ্গাপুত্রোতি । কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইত্যনেন কুরুকুলমর্যাদা অবশ্যং ভবতা রক্ষিতব্যোতি স্মৃতিতম্ । স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসময়ে ময়া শাশ্বনামা নৃপো বৃতঃ । এবং সতি কথমস্মাভিস্তত্র ন দৃষ্ট ইতি চেদিত্যাহ মনসেতি ॥ ৩৭ ॥ ন তু কেবলং ময়া বৃতোহসৌ কিন্তু তেনাপ্যহমপীতি বিজ্ঞা-  
পরমাহ বৃতোহস্মিতি । কথং তেন বৃত ইতি চেত্তব্রাহ চিত্তে প্রেমা সমাকুলে জাতে ইত্যর্থঃ । অতএব হে শত্রুতাপন ! অদ্য অধুনা উপস্থিতকার্য্যক্ষেত্রে যথাভিধেয়ং তং কুরুষ্ব অমুতিষ্ঠ ॥ ৩৮ ॥ ইদানীং অমুক্তো বাধ্যং নিরাচিকীর্ষীভীষন্ত সর্কতঃ প্রভুঃ বেদয়ন্তী ত্বয়োহপ্যাহ তেনোহস্মিতি । গাঙ্গেয় ! ইত্যনেন সম্বোধনেন ভীষন্ত দিব্যশক্তিমম্বাদিকং স্মৃতিতম্ । ন তু স্বং কেবলং বলবান্ কিন্তু ধর্মপালকোহপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এমুক্তোতি । তয়া কন্যয়া এবং পুরুষাস্তরগতচিত্ত্বং বিজ্ঞাপিতঃ কুরুনন্দনো ভীষঃ বুদ্ধান্ জ্ঞানবুদ্ধান্ দীর্ঘদর্শিন ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণান্ সচিবাংশ্চ অপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বেষা-  
মিতি । ধর্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠতমো গঙ্গানন্দনো ভীষঃ তেষাং পুঙ্কোক্তানাং মতং বুদ্ধ্য গচ্ছতি

কুরুবর ! আপনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বিশেষত পতিতপাবনী গঙ্গার পুত্র স্মৃত্যং ইহলোকে আপনিই একমাত্র ধর্মজ্ঞ ; অতএব যাহাতে এই কুল হীন-প্রভ না হয় তাহা অবশ্যই করি-  
বেন । মহাশয় ! স্বয়ংবর সভায় আমি মনে মনে শাশ্ব নৃপতিকেই বরণ করিয়াছি এবং শাশ্বরাজ ও স্ত্রীতি সহকারে মনে মনে আমাকে বরণ করিয়াছেন । অতএব হে শত্রুতাপন ! এক্ষণে যাহাতে এই কুলের মত কার্য্য হয় তাহা করুন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ গাঙ্গেয় ! পূর্বে আমি শাশ্বরাজ কর্তৃক বৃত হইয়াছি সন্দেহ নাই ; আপনি কেবল বলবান্ নহেন বস্ত্ত ধর্মজ্ঞগণেরও শ্রেষ্ঠ ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৯ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! কাশিরাজ-কন্যা এই সকল কথা বলিলে পর কুরুনন্দন ভীষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ময়িগণ ও মাতা সত্যবতীকে উপস্থিত কর্তব্যতার বিষয় জিজ্ঞাশা করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে, সেই ধার্মিকপ্রবর ভীষ সকলের মত জানিয়া কন্যাকে বলিলেন । চাক্ষুণি ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যথা ইচ্ছা সেই স্থানে

বিসর্জিতাহ্থ সা তেন গতা শাস্ত্রনিকেতনম্ ।

উবাচ তং বরারোহা রাজানং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪২ ॥

বিনিমুক্তান্মি ভীষ্মেণ ত্বম্ননক্কেতি ধর্মতঃ ।

আগতাহ্মি মহারাজ ! গৃহাণাদ্য করং মম ॥ ৪৩ ॥

ধর্মপত্নী তবাত্যস্তং ভবামি নৃপসত্তম ! ।

চিন্তিতোহসি ময়া পূর্বং ত্বয়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্র উবাচ ।

গৃহীতা ত্বং বরারোহে ! ভীষ্মেণ পশ্চতো মম ।

রথে সংস্থাপিতা তেন ন গ্রহীষ্যে করং তব ॥ ৪৫ ॥

পরোচ্ছিষ্ঠাঞ্চ কঃ কন্যাং গৃহ্নাতি মতিমান্নরঃ ।

অতোহহং ন গ্রহীষ্যামি ত্যক্তাং ভীষ্মেণ মাতৃবৎ ॥ ৪৬ ॥

রুদতী বিলপন্তী সা ত্যক্তা তেন মহাত্মনা ।

পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রুদতী চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

কত্ৰকাং প্রতাহ ॥ ৪১ ॥ ভীষ্মেণ তক্তায়াস্তক্তা ভবিতব্যতাং হৃচয়ন্মাহ । বিসর্জিতাথেতি । রাজানং শাস্ত্রং মনোগতভাবমুবাচ ॥ ৪২ ॥ বিনিমুক্তেতি । ত্বম্ননক্কেতি বিজ্ঞায় ভীষ্মেণ ধর্মতঃ ধর্মহেতোস্ত্যক্তা নত্বহং সতীত্বধর্মাক্ষ্যতেতি ভাবঃ । অতএব মহারাজ ! ইদানীং মম করং পাণিঃ গৃহাণেত্যাহ্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ধর্মপত্নীতি । নৈবাহং তে কেবলং ভোগ্যা অপিতু ধর্মপত্নী ভবামীতি ভাবঃ । যতো ময়া ত্বং পূর্বমেব পতিষ্বেন চিন্তিতোহসি তথা ত্বয়া চাহমপি ভাৰ্য্যাভাবেন চিন্তিতাঙ্গীতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্রামহাং অন্তপূর্বাং মন্তা নিরাচিকীর্ষুরাহ গৃহীতেতি ॥ ৪৫ ॥ নিরাকরণে বিশেষ-  
কারণং প্রদর্শয়ন্মাহ পরোচ্ছিষ্টামিতি ॥ ৪৬ ॥ রুদতীতি । তেন মহাত্মনা শাৰ্বেনাপি ত্যক্তা

যাও ? ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, সেই নিতম্বিনী কাশিরাজের জ্যেষ্ঠকন্যা, ভীষ্ম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর, নরপতি শাৰ্বনিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিন্তাভিলষিত সমস্ত বলিল ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! ভীষ্মদেব, আমাকে আপনার প্রতি অমুরক্তা জানিয়া ধর্মতঃ পরিত্যাগ করিয়া-  
ছেন । এক্ষণে, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি আমার পানি গ্রহণ করুন ॥ ৪৩ ॥ নৃপবর ! আমি আপনার ধর্মপত্নী হইব বলিয়া পূর্ব হইতেই আপনাকে চিন্তা করিতাম ; আর বোধ হয় আপনিও আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

শাৰ্ব কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন । নিতম্বিনি ! ভীষ্ম আমাকে অনাদর করিয়া আমার সমক্ষেই যখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া রথে সংস্থাপন করিয়াছিল তখন আর আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৪৫ ॥ দেখ ! বুদ্ধিমান হইয়া কোন্ ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্ট কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকে ? ভীষ্ম তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পরি-  
ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে গ্রহণ কবিব না ॥ ৪৬ ॥ অধিগণ । সেই কাশিবাজকন্যা

শাঙ্খো মুক্তাং ত্বয়া বীর ! ন গৃহ্নাতি গৃহাণ মাং ।

ধর্মজ্যোত্সি মহাভাগ ! মরিষ্যাম্যন্থাশ্বহম্ ॥ ৪৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

অনুচিন্ত্য কথং ত্বাং বৈ গৃহ্নামি বরবর্ণিনি ! ।

পিতরং স্বং বরারোহে ! ত্রজ শীত্রং নিরাকুলা ॥ ৪৯ ॥

তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি ।

তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৫০ ॥

দ্বৈ ভার্য্যে চাতিরূপাঢ্যে তস্মৈ রাজ্ঞো বভূবতুঃ ।

অম্বালিকা চাম্বিকা চ কাশিরাজহুতে শুভে ॥ ৫১ ॥

রাজা বিচিত্রবীর্য্যোহসৌ তাভ্যাং সহ মহাবলঃ ।

রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা ॥ ৫২ ॥

সতী কদম্বী বিলপন্তী চ পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রোদনং কুর্ষতী সত্যবীদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥  
মুক্তাশ্বয়েতি । প্রথমতো হস্তেন সংশ্লিষ্ট রথো স্থাপিতা পশ্চান্নুক্তামিত্যর্থঃ । ততঃস্বর্ণমিত্রং মম  
জন্ম বার্থং ভবতীতি । স্বং মাং গৃহাণেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুচিন্ত্যামন্ত্রাসক্তাসিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (এবং ভীষ্মেণোক্তা কাশিরাজকন্যা পিতৃগৃহগমনং  
গহিততরং মম্বা বনং প্রস্থিতা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥)

রাজ্ঞো বিচিত্রবীর্য্যস্ত ॥ ৫১ ॥ (রাজ্যেতি । অসৌ মহাবলো রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ তাভ্যাং

রোদন ও বিলাপ করিলেও মহাত্মা শাখ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ; এবং এইরূপে  
পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্বার ভীষ্মের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল ॥ ৪৭ ॥  
বীরবর ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শাখ ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে গ্রহণ  
করিল না ; হে মহাভাগ ! আপনিও ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন অতএব এক্ষণে আমাকে  
গ্রহণ করুন । আর যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই  
জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪৮ ॥

কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন । বরবর্ণিনি ! তোমার চিত্ত  
অন্ত পুরুষে আসক্ত, অতএব আমি কি করিয়া তোমাকে গ্রহণ করি ? নিতম্বিনি ! এক্ষণে  
তুমি বতিব্যস্ত হইও না শীঘ্র তোমার পিতার নিকট গমন কর ॥ ৪৯ ॥ কাশিরাজকন্যা ভীষ্ম  
কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে বাওরা অতিশয় গর্হিত বিবেচনা করিয়া বনে প্রস্থান  
করিল এবং পরম পবিত্র বিজনে তীর্থস্থানে বাইয়া তপস্যার প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর, কাশিরাজের অবশিষ্ট অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে অতি সুন্দরী দুই কন্যা  
রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী হইল ॥ ৫১ ॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বিচিত্রবীর্য্যও  
তাহাদের সহিত গৃহ এবং উপবনাদিতে নানাপ্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্ষ্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্ ।

প্রাপাহসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষণা ॥ ৫৩ ॥

মৃতে পুত্রেহতিদুঃখাৰ্তী জাতা সত্যবতী তদা ।

কারয়ামাস পুত্রস্ত প্রেতকার্য্যাণি মল্লিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

ভীষ্মমাহ তদৈকাস্তে বচনশ্চাতিদুঃখিতা ।

রাজ্যং কুরু মহাভাগ ! পিতৃশ্চে শস্ত্রনোঃ স্তত ! ॥ ৫৫ ॥

ভ্রাতৃভার্য্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয় ।

যথা ন নাশমায়াতি যযাতের্বংশ ইত্যুত ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

প্রতিজ্ঞাং মে শ্রুতা মাতঃ ! পিতৃর্থে যা ময়া কৃতা ।

নাহং রাজ্যং করিষ্যামি ন চাপি দারসংগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥

অদ্বাদিকাবিকীৰ্ত্তাং সহ বিবিধবিহারৈ রেমৈ ইত্যময়ঃ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং ক্রীসঙ্গকলং প্রদর্শয়-  
ন্বাহ । বর্ষাণিতি । নব বর্ষাণি ব্যাপ্য মনোরমাং ক্রীড়াং কুর্ষ্বন্ রাজযক্ষণা গৃহীতঃ সমাক্রান্তঃ  
মরণং প্রাপ ॥ ৫৩ ॥ মৃতে পুত্রে ইতি । তদা পুত্রে বিচিত্রবীৰ্য্যে মৃতে অতিদুঃখাৰ্তী জাতা ।  
ততঃ মল্লিভিঃ পুত্রস্ত ঐক্যদৈহিককার্য্যাণি কাবয়ামাস সম্পাদয়ামাসেত্যময়ঃ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর-  
করণীয়মাহ । ভীষ্মমিতি । প্রেতকার্য্যাণি সম্পাদ্য অতিদুঃখিতা সতী ভীষ্মমাহ হে স্তত !  
তে তব পিতুঃ শস্ত্রনো রাজ্যং কুরু পালয় বতস্তমপি তস্ত জ্যেষ্ঠপুত্রঃ যদাপি পূৰ্ণং রাজ্যাদিকং  
বিহার্য বুদ্ধচর্যাং পৃথীতবান্ তথাপিদানীং মদাজ্ঞয়া পুনঃ সাত্বাজামকৃত্য যথাবিধি প্রজাঃ  
পালয়েতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভ্রাতুরিতি । অপিচ ভ্রাতৃবিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ভার্য্যাং গৃহাণ স্বীকৃত  
বংশঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ । অত্রথা রাজ্ঞো মহাত্মনো যযাতের্বংশো নাশং যাত্ততীতি  
কলিতোহর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষিগণ ! রাজবর বিচিত্রবীৰ্য্য এইরূপে নয় বর্ষ ক্রমাগত তাহাদের সহিত নানাবিধ মনোহর  
বিহার করিয়া অতিশয় ক্রীসঙ্গোগ হেতু শীঘ্রই রাজযক্ষা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত  
পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সত্যবতী পুত্রমরণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং মল্লিগণের  
সহিত তাঁহার প্রেতকার্যাদি সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, রাজবিনাশে রাজ্যের নানা-  
বিধ অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে ভীষ্মদেবকে একদিন নির্জনে বলিলেন ।  
পুত্র ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ ; দেখ, তোমার পিতা শান্তনুর রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইতেছে ;  
অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্য পালন কর । আর তোমার এই ভ্রাতৃপত্নীগণকে গ্রহণ  
করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহার উপায় কর, দেখ যেন মহাত্মা যযাতির বংশ  
বিনষ্ট না হয় ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভীষ্মদেব সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । মাতা ! আমি পূৰ্বে পিতার  
নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাও আপনি শ্রবণ করিয়াছেন । ( তবে কিম্বদন্ত



সূত উবাচ ।

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদिति ।

নালসাক্ষি সূখং মহৎ\* সমুৎপন্নে হরাজকে ॥ ৫৮ ॥

গান্ধেয়স্তামুবাচেদং মা চিন্তাং কুরু ভামিনি ! ।

পুত্রং বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ক্ষেত্রজ্ঞোপপাদয় ॥ ৫৯ ॥

কুলীনং দ্বিজমাহুয় বধা সহ নিযোজয় ।

নাত্র দোষোহস্তি বেদেহপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥ ৬০ ॥

পৌত্রজ্ঞৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে ! ।

অহং পালয়িষ্যামি তন্ত শাসনমেব হি ॥ ৬১ ॥

তচ্ছ হ্য বচনং তন্ত কানীনং স্বহৃতং মুনিম্ ।

জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্ ॥ ৬২ ॥

পূৰ্ব্বপ্রতিশ্রুতবাক্যমহুস্মারয়দ্রাহ প্রতিজ্ঞেতি । মাতঃ ! পুত্রা ভবত্যা বিবাহকালে পিত্রার্থে ময়া যা প্রতিজ্ঞা কৃত্য সা ভবত্যা কিং ন শ্রুতা অপিতু শ্রুতৈব । অতোহহং রাজ্যং বা দার-সংগ্রহং ন করিষ্যামীত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

নালসাক্ষি সূখমিতি । অরাজকে সমুৎপন্নে অলসাৎ সূখং নৈবাস্তি আলভ্যং নৈব কৰ্ত্তব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ক্ষেত্রেহন্তস্যাং পুরুষাজ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ পৌত্রমিতি । তব পৌত্রস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

(ভীষ্মবাক্যানন্তরং সত্যবতী কৰ্ত্তব্যতামাহ তচ্ছ হেতি । কানীনং কন্যাবহ্ন্যায়ং সমুৎপন্নম্ ।

আমাকে একরূপ অহুরোধ করিতেছেন ।) আমি এ জীবনে কখনই রাজ্য বা দার পরিগ্রহ করিব না ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ষষ্টিগণ ! সত্যবতী ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন । কারণ, রাজ্য অরাজক হইলে তাহা হইতে আর কিছুতেই সূতের আশা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ ভীষ্মদেব তাহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন । জননি ! বৃথা চিন্তা করিবেন না যাহাতে বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার উপায় করুন ॥ ৫৯ ॥ দেখুন, একজন সৰ্ব্ববেদপারদর্শী জিতেক্রিয় ব্রাহ্মণকে আশ্বাস করিয়া তাহাকে আপনার বধূর সহিত মিলিত করান । কুলরক্ষার জন্ত একরূপ বিধান করিলে কোন ও দোষ হইবে না ইহা বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ॥ ৬০ ॥ জননি ! আপনি এইরূপে পৌত্র উৎপন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করুন তাহা হইলে আমিও সেই নবরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারিব ॥ ৬১ ॥

স্মৃতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ ॥  
 কৃৎস্না প্রণামং মাত্রেহথ সংস্থিতো দীপ্তিমান্ মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামং সত্যবত্যা চ মানিতঃ ।  
 তস্মৌ তত্র মহাতেজা বিধুমৌহয়িরিবাপরঃ ॥ ৬৪ ॥  
 তমুবাচ মুনিং মাতা পুত্রমুৎপাদয়াদুনা ।  
 ক্ষেত্রে বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত হৃন্দরং তব বীৰ্য্যজম্ ॥ ৬৫ ॥  
 ব্যাসঃ শ্রদ্ধা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমমৃত ।  
 ওমিত্যুত্থা স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিস্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥  
 অগ্নিকা চ যদা স্নাতা নারী ঋতুমতী তদা ।  
 সঙ্গং প্রাপ্য মুনেঃ পুত্রমসূতাক্ষং মহাবলম্ ॥ ৬৭ ॥  
 জন্মাক্ষং চ হুতং বীক্ষ্য দুঃখিতা সত্যবত্যতি ।  
 দ্বিতীয়াং চ বধুমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮ ॥

অক্লমং নিম্পাপম্ । এতেন বেদব্যাসস্ত নিয়োগসামর্থ্যং সূচিতম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥ তমিতি ।  
 মাতা সত্যবতী । পুত্রং বেদব্যাসম্ । ক্ষেত্রে পত্ন্যাম্ । সত্যবতীবংশরক্ষার্থমেব স্বপুত্রং  
 নিয়োজিতবান্ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসস্ত মাতুরাদেশং অলঙ্ঘনীয়মিতি বিচিন্ত্য স্বীকৃতবান্  
 ইত্যাহ ওমিতি ॥ ৬৬ ॥ অসূতাক্ষমিতি । ব্যাসতেজসা নিমীলিতনেত্রা গর্ভং দধার তস্মাৎ ।

সত্যবতী ভীষ্মদেবের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ বালাবস্থার সমুৎপন্ন পবিত্র-  
 ত্রাসা মুনি বৈশ্যাসন বেদব্যাসকে মমে মনে অরগ করিলেন ॥ ৬২ ॥ অনস্তর, সেই স্বর্ঘ্যবৎ  
 দীপ্তিশালী তপস্বী ব্যাসদেব সত্যবতীর অরগ মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং  
 জননীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ভীষ্মদেব তাঁহাকে আগত  
 দেখিয়া যথাবিধিবিধানে পূজা করিলেন এবং সত্যবতী পুত্রসদৃশ সংবর্দ্ধনা করিলেন ।  
 অনস্তর, সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ধূমবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির জ্বার অবস্থান করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৬৪ ॥ সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে স্তম্ভিত চিত্তে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন । মুনিবর ! বংশ-  
 রক্ষার জন্য বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) তোমার ঔরসে যাহাতে একটি সর্বগুণবিশিষ্ট  
 পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কর ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসদেব মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বেদব্যাসের জ্বার  
 অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত অগ্নিকা ও অশালিকার ঋতুকাল অপেক্ষা করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ কিছুদিন পরে অগ্নিকা ঋতুমতী হইলে দ্বানানস্তর মুনি বেদব্যাসের সহিত  
 মিলিত হইয়া (সঙ্গম কালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া)  
 মহাবল পরাক্রান্ত একটি অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭ ॥ সত্যবতী অগ্নিকারূতকে জন্মাক্ষ  
 দেখিয়া (জন্মাক্ষ অস্ত্রপথজ্ঞ বিরাটরায় ) অক্লমং অগ্নিকারূতকে হস্তান্তর ওমং ইতি অক্লমিত্যাক্ষক-

ঋতুকালেহং সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা ।  
 তথা চাম্বালিকা রাত্রৌ পৰ্ভং নারী দধার সা ॥ ৬৯ ॥  
 মোহপি পাণ্ডুঃ স্ততো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সম্মতঃ ।  
 পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্বধূম্ ॥ ৭০ ॥  
 আহুয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্ ।  
 প্রেষয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥  
 ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেব্যা সংপ্রেষিতা তয়া ।  
 তস্যাক্ষং বিদুরো জাতো দাস্যাক্ষং ধর্ম্মাংশতঃ শুভঃ ॥ ৭২ ॥  
 এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ ।  
 উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে ॥ ৭৩ ॥

ইদমন্তপুরাণে ॥ ৬৭—৬৯ ॥ পাণ্ডুঃ স্তত ইতি । ব্যাসতেজসা উয়গা দক্ষা স্তামিতি হেতোঃ স্বশরীরং  
 চন্দ্রনেনোপলিপ্য সঙ্গং কৃতবতী তস্মাৎ ॥ ইদমপ্যন্তত্র স্পষ্টম্ ॥ ৭০—৭১ ॥ ন পত্যা চেতি ।  
 তন্তেভঃসহনশক্ত্যাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৭২—৭৪ ॥

ইথমেনে গ্রহসন্দর্ভেণাস্মিন্ সংসারে মহতামপোবৎ দশা জায়তে তস্মাৎ সংসারাদিরজ্ঞ  
 ত্রীভগবতুপাসনয়া তজ্জ্ঞানেন চ সংসারং নিরন্ত মুক্তো ভবেদिति বোধিতম্ ॥

শ্রীমচ্ছবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথায়জঃ স্তুতীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥

দেবীভাগবতস্তান্ত্র ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

পুত্র উৎপাদন জ্ঞ অরুরোধ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে  
 অম্বালিকা রাজিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভবতী হইলেন ॥ ৬৯ ॥ অম্বালিকা  
 ও সঙ্গমকালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এজন্য তাহার পুত্র পাণ্ডু  
 হইয়া উৎপন্ন হইল । সত্যবতী এই পুত্রটিকে ও রাজ্যের অধঃপশু জ্ঞানিয়া পুনর্বার  
 বর্ষশেষে পুত্র জন্ম নিষেধকে প্রেরণ করিলেন । এদিকে মুনিস্বর ব্যাসদেবকেও আহ্বান  
 করিয়া যাহাতে সংপুত্র উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া রাজিতে শয়নগারে  
 প্রেরণ করিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥ সত্যবতীবধু ভয়ে নিজে না যাইয়া নিজদাসীকে অরুরোধ  
 করিয়া প্রেরণ করিল । ঋষিগণ ! এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাংশে কল্যাণকর বিহুর উৎপন্ন  
 হইল ॥ ৭২ ॥

এইরূপে বেদব্যাস বংশরক্ষার জ্ঞ মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি তিনটি পুত্রকে  
 ক্রমাগত উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ ঋষিগণ ! আপনারা যখন নৈমিষারণ্যে আসিয়া  
 উপস্থিত চট্টরাজেন তখন সমস্ত পাণ্ডব হইতে মুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । এক্ষণে

এতদ্বঃ সৰ্ব্বমাখ্যাতং তস্য বংশসমুদ্ভবম্ ।

ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভ্রাতৃধৰ্মবিদাহনবাঃ ! ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসকৃত্যবর্ণনো নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বেদাষ্টেন্দুকৃতিমিতৈঃ সাতৈর্ধ্বঃ ( ১১৮৪ ॥ ) শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্ ।  
দেবীভাগবতস্তান্ত্র প্রথমস্কন্ধে ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্য়ঃ কৃতবান্ শুভাম্ ।

স্কন্ধস্ত প্রথমস্তান্ত্রঃ সমাপ্তোহভূচ্ছুভার্থদঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছৈবকুলোপম্নরঙ্গনাথাজ লক্ষ্মীগর্ভজ নীলকণ্ঠভট্টকৃতে দেবী-  
ভাগবতব্যাখ্যানেন তিলকাভিধানে প্রথমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ভ্রাতৃক্ষেত্রে নিয়োগধৰ্মবিদ্ সেই বেদব্যাস যেক্ষেপে শাস্ত্রমুৎসবং রক্ষা করিয়াছিলেন এবং  
যেক্ষেপে তাহার বংশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকীভুক্ত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসকৃত্যবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

স্কন্ধশচায়ং সমাপ্তঃ ।



## দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

আশ্চর্য্যাকরমেতত্তে বচনং গৰ্ভহেতুকম্ ।  
সন্দেহোহত্র সমুৎপন্নঃ সর্ব্বেষাং নন্তপশ্বিনাম্ ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্ত মেধাবিন্ ! নান্না সত্যবতীতি চ ।  
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শন্তনুনা যথা ॥ ২ ॥  
তস্তাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা ।  
ঐদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শন্তনুনা বৃতা ॥ ৩ ॥  
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় স্তত্রত ! ।  
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাং পরমপাবনীম্ ॥ ৪ ॥

জীবা যদংশুতা যন্তা বেদা ভবন্তি নিঃশসিতন্ ।

তাসেতাং চিক্রপাং মায়াক্ষক্কেঃ পরাক্রয়াং বন্দে ॥

অথারুচহারিংশক্তিঃ স্নৌকৈর্যাসস্ত ধীমতঃ ।

জম্বোচ্যাতে যত্র দেবাঃ মহিমাংহতীব ভাসতে ॥

পূর্বাধ্যায়ে পরাশরহৃতস্ত ব্যাসস্ত মাতা শন্তনোঃ পত্নীতি বিরুদ্ধং শ্রদ্ধাশ্চর্য্যাবস্ত  
ঋষয়ঃ পূজন্তি আশ্চর্য্যাকরমেতত্ত ইতি । গৰ্ভহেতুকমিতি অস্পষ্টকারণমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
তমেব সন্দেহমাহ মাতা ব্যাসস্তেতি ॥ ২ ॥ সতী স্বভবনে স্থিতেতি পরাশরপত্নী পতিবৃত্তা  
কথং শন্তনুনা রাজ্ঞা বিবাহিতেতি বিরুদ্ধং ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ( তস্তামিতি । ন তু সা কেবলং

অধিগণ কহিলেন । হে সূত ! তুমি পূর্বে কারণটী অস্পষ্ট রাখিয়া যে কথা বলিলে ইহা  
অতিশয় আশ্চর্য্যাকর বলিয়া বোধ হইতেছে ; এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তাপসবৃন্দেরই  
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ হে মেধাবিন্ ! সত্যবতী নামে বিপ্রতা বেদবাসজননী  
শান্তনুরাজ্ঞা কর্তৃক যে রূপে বিবাহিতা হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে হইতেই জ্ঞাতা আছি ।  
কিন্তু, বেদবাস কিরূপে সেই সত্যবতীর পুত্র হইলেন ? আর যদি তাহাই হয়, তবে, স্বভবনে

উৎপত্তিং বেদব্যাসস্ত সত্যবত্যাশ্রুতখা পুনঃ ।

শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সৰ্বৈঃ ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্ভগপ্রদায়িনীম্ ।

আদিশক্তিং বদিস্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৬ ॥

যশোচ্চারণমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি শাস্ত্রতী ।

ব্যাজেনাপি হি বীজস্ত বাগ্ভবস্ত বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥

সম্যক্ সৰ্ব্বাত্মনা সৰ্বৈঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।

স্মৰ্তব্য সৰ্বথা দেবী বাঞ্জিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৮ ॥

রাজা শস্ত্রহীন ব্রতা কিন্তু তদোরসান্তস্যং ব্যাসমাতরি সত্যবত্যাং নৌ পুত্রাবপি জাতৌ তৎ তস্মাৎ হে সূত্রত ! তং এতং পরমপাবনীং কণাং কণয়েত্যবয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং তদ্ব্যমিশ্রিতা বর্ণয়িষ্যামীতি চেত্তত্রাহ উৎপত্তিমিতি । বেদব্যাসস্ত তথা সত্যবত্যা উৎপত্তিং বয়ঃ সৰ্বৈঃ ঋষয়ঃ শ্রোতুকামাঃ । সংশিতব্রতা ইতি বিশেষণেন ঋষীণাং শ্রবণাধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥

পরমাং শক্তিসাম্যাবস্থমায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণীম্ । যদাহ গীতাহ্ অপরেয়মিতদ্ব্যনাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্যতে জগদ্বিতি সৈবাশিষ্টিঃ ॥ ৬ ॥ যশোচ্চারেতি । যস্ত বাগ্ভবস্ত বীজস্ত ব্যাজেন কপটেনাপ্যুচ্চারণেন সিদ্ধিমোক্ষো জ্ঞানং বা ভবতি তেন বাগ্ভববীজেন স্মৰ্তব্য যা ভগবতী বাঞ্জিতার্থপ্রদায়িনী দেবী তাং প্রণমো-  
ত্যবয়ঃ ॥ ৭ ॥ (নহু এতদ্ বাগ্ভবং বীজং কিং কেবলং সাধুনামেবোচ্চারণাধিকারোহস্তা-  
হোষিৎ যেযাং কেষাঞ্চিদ্বিতি শঙ্কায়াং পাক্ষিকতাং নিরাকৃত্য তত্র সৰ্বেষামেবাধিকার ইতি  
প্রদর্শয়ান্নাহ সমাগতি । সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে সৰ্বথা সৰ্বাবস্থায়ঃ সৰ্বাত্মনা একাগ্রচিত্তেন  
সৰ্বৈরেব সা দেবী স্মৰ্তব্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥)

স্থিত্য পতিব্রতা সেই পরাশরপত্নীকে রাজা শাস্ত্রমুই বা কি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং  
কিরূপেই বা তাহাতে ছই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ? হে সূত্রত ! তুমি অতিশয় তপঃপ্রভাবে  
পূরাণাদি শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়াছ সন্দেহ নাই, এক্ষণে বেদব্যাস এবং সত্যবতীর উৎপত্তি-  
মূলক এই পরম পবিত্রকর কথা আমাদের নিকট বিস্তার পূৰ্ব্বক বর্ণনা কর । অমুষ্টিব্রত  
এই সমস্ত ঋষিগণই শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছেন ॥ ২—৫ ॥

ঋষিগণের প্রাণ শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! যে বাগ্ভব বীজ ছলক্রমে উচ্চা-  
রিত হইলেও নিতাসিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাদৃশ বাগ্ভব বীজদ্বারা জীবসমস্ত সৰ্বপ্রকার  
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত একান্ত প্রবক্তৃ সহকারে সৰ্বদা স্মরণ করিলেই যিনি সৰ্বতোভাবে অভি-  
লষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকা  
বুদ্ধরূপিণী আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিয়া এই মঙ্গলকর পৌরাণিক কথা বলিতেছি শ্রবণ  
করুন ॥ ৬—৮ ॥

রাজোপরিচরো নাম ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ বভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯ ॥  
 তুপসা তস্ত তুষ্ঠেন বিমানং স্ফাটিকং শুভম্ ।  
 দত্তমিস্ত্রেণ তন্তস্মৈ স্তম্ভরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০ ॥  
 তেনারুঢ়স্ত সর্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ ।  
 ন ভূমাবুপরিস্থোহসৌ তেনোপরিচরো বহুঃ ॥ ১১ ॥  
 বিখ্যাতঃ সর্বলোকেষু ধৰ্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ ।  
 তস্ত ভার্যা বরারোহা গিরিকা নাম স্তম্ভরী ॥ ১২ ॥  
 পুত্রাশ্চাস্ত মহাবীৰ্যাঃ পঞ্চাসম্মিতৌজসঃ ।  
 পৃথগ্দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩ ॥  
 বসোস্ত পত্নী গিরিকা কামান্ কালে চবেদয়ৎ ।  
 ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥  
 তদহঃ পিতরশ্চেনমুচুর্জহি মৃগানিতি ।  
 তচ্ছ হ্রা চিন্তয়ামাস ভার্যাম্ভূমতীং তথা ॥ ১৫ ॥

কথামাহ রাজোপরিচর ইতি । বিমানেনোদ্ধং নিরন্তরং গমনাহুপরিচরনামকন্থম্ ॥ ৯ ॥  
 (তস্ত দ্বিজপূজনাদিতপঃকলং সূচয়ন্নাহ তপসেতি । তস্মৈ রাজে উপরিচরাত্ম শুভং দেবাদি-  
 দর্শনকমং স্ফাটিকং বিমানং আকাশযানং দত্তম্ । কথং কেন বা দত্তমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ  
 তপসা তুষ্ঠেন ইস্ত্রেণ দেবরাজেন তস্ত প্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১০ ॥) তেন বিমানেন যাতিত্যম্বয়ঃ ॥  
 ন ভূমাবিতি । ভূমিগমনং তেন তাক্রমিতি ভাবঃ ॥ ১১—১৩ ॥

বসোরূপরিচরস্ত পত্নী কামান্ স্বগনোরথান্ পুত্রবিষয়ান্ ॥ ১৪ ॥ তদহরিতি । যস্মিন্মিনে-  
 হন্য ঋতুকালোহস্তীতি গিরিকয়া পত্ন্যোক্তং তস্মিন্নেব দিনে পিতর আহবানম্হ্রাচ্ছার্থং মৃগান্

পূর্বকালে ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভূতধনশালী ব্রাহ্মণ-সম্মানকারী উপরিচর নামে  
 কোন রাজা চেদিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন ॥ ৯ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাজা উপরিচরের তপ-  
 তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাকে একটা স্তম্ভর স্ফটিকময় ব্যোমযান  
 প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ ভূপতি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াই সর্বত্র গমন করি-  
 তেন । তিনি কখনও ভূমিতে গমন করিতেন না সর্বদা শূভোপরি বিচরণ করিতেন বলিয়াই  
 সমস্ত লোকমধ্যে উপরিচর বহু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । গিরিকা নামে অতি স্তম্ভরী  
 নিতম্বিনী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ১১—১২ ॥ ইহার অতিভেদনীয় অমিত-পরাক্রমশালী  
 পাঁচটা পুত্র ছিল । চেদিরাজ তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেশে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

কোন সময় এই উপরিচর বহুর পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া পুংসবনে গুপ্ত তাঁহার  
 নিকট নিজস্বনোহিতিপ্রায় নিবেদন করেন ॥ ১৪ ॥ ঐ দিবসেই চেদিরাজ নিজ পিতৃগণ কর্তৃকও



পিতৃবাক্যং গুরুং মহা কৰ্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্ ।

চচাৱ যুগয়াং রাজা গিরিকং মনসা স্মরন্ ॥ ১৬ ॥

বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিচ্চিত্তে সস্মার ভামিনীম্ ।

অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছিন্নমিবাপরাম্ ॥ ১৭ ॥

তস্মৈ রেতঃ প্রচক্ষন্স স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্ ।

বটপত্রৈ তু তদ্রাজা স্কন্ধমাত্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ১৮ ॥

ইদং বৃথা পরিস্কমং রৈতো বৈ ন ভবেৎ কথম্ ।

ঋতুকালং চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপস্তদা ॥ ১৯ ॥

অমোঘং সৰ্ব্বথা বীৰ্য্যং মম চৈতন্ম সংশয়ঃ ।

প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদিতি বুদ্ধিমকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥

শুক্রেপ্রস্থাপনে কালং মহিষ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সঃ ।

অভিমন্ত্যাপ্তবীৰ্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্ ॥ ২১ ॥

পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি ।

গৃহাণেদং মহাভাগ ! গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম ॥ ২২ ॥

জহীতি ॥ ১৫ ॥ তত্রোভয়োৰ্বাক্যয়োৱগমনগমনপ্রয়োজকয়োৰ্বিরোধেপি পিতৃবাক্যং গমন  
প্রয়োজকং গমনাভাবপ্রয়োজকত্বীবাধ্যাতো গুরুং শ্রেষ্ঠং নিশ্চিতং মহা কৰ্ত্তব্যং তদেবেতি  
নিশ্চিত্যোতি। শেষঃ। চচাৱ গতবান্ । গুরুমিত্যত্র বিভক্তিলোপাভাব আৰ্হঃ ॥ ১৬—১৭ ॥  
সমাক্ষিপৎ স্থাপিতবান্ ॥ ১৮—২০ ॥ কালং নক্ষত্রাহরুপং যোগ্যম্ ॥ ২১ ॥ পার্শ্বস্থং পালিতঃ

শ্রদ্ধা জন্ত যুগয়া গমনে আদিষ্ট হয়েন। এইরূপে উপরিচর নৃপতি তৎকালে উভয় সঙ্কটে  
পড়িলেন; কারুণ্য, একপক্ষে ঋতুমতী ভার্য্যাবাক্য অপর পক্ষে পিতৃগণের আদেশ, স্মরণঃ  
ইহাতে অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৫ ॥ অনেক চিন্তার পর চেনিরাজ পিতৃ বাক্যকেই গুরু-  
তর বিবেচনায় তাহাই কৰ্ত্তব্য স্থির করিয়া পত্নীকে মনে মনে স্মরণ করত যুগয়ায় গমন  
করিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই রাজর্ষি বনগত হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর জায় অতীব রূপবতী পত্নীকে  
একাগ্রচিত্তে বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ অধিক কি, সেই কমলিনী পত্নীকে  
স্মরণ করিতে করিতে সহস্! তাঁহার রেতঃস্রবন হইয়া পড়িল এবং স্রবন মাত্রই উহা একটী  
বটপত্রপুটে স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥ রাজা উপরিচর, ঐ স্থলিত বীৰ্য্য ক্রুরূপে বৃথা  
না হয় ইহা এবং সেই সময় পত্নীর ঋতুকাল এই দুইটী বিষয় ভাবিয়া ইহা স্থির করি-  
লেন যে, যখন আমার এই বীৰ্য্য অমোঘ তখন ইহা প্রেমদীপ নিকট প্রেরণ করি তাহা  
হইলেই উভয় বিষয় রক্ষা হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ অনন্তর, রাজা পত্রপুটে-রক্ষিত সেই বীৰ্য্য  
যত্রপুত করিয়া পক্ষিদ্বারা মহাবীর নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত বৃথাবোণা কাল দেখিয়া  
পার্শ্বস্থ শ্যেনপক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শ্যেন! তুমি এই পত্র-রক্ষিত বীৰ্য্য গ্রহণ

মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! গৃহীত্বা স্বং গৃহং নয় ।

গিরিকারৈ প্রযচ্ছান্ত তত্ত্বাভ্যর্থবন্দ্য বৈ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যান্ত্রা প্রদদৌ পর্ণং শ্চেনায় নৃপসত্তমঃ ।

স গৃহীত্বোৎপপাতান্ত গগনং গতিবিস্তমঃ ॥ ২৪ ॥

গচ্ছন্তং গগনং শ্চেনং ধ্বজা চক্ষুপুটে পুটম্ ।

তমপশাদখারান্তং খগং শ্চেনন্তথাহপরঃ ॥ ২৫ ॥

আমিষং স তু বিজ্ঞায় শীত্ৰমভ্যদ্রবৎ খগম্ ।

তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তারুভৌ সমচক্রভূঃ ॥ ২৬ ॥

যুধ্যতোরপতদ্রেতন্তুচাপি যমুনান্তসি ।

খর্গো তৌ নির্গতো কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭ ॥

শ্চেনমিত্যর্থঃ । অতএব তত্ত্ব ভাষাজ্ঞানান্তং প্রত্যাবাচেতি সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥ (মৎপ্রিয়ার্থমিতি ।  
হে সৌম্য শ্চেন ! স্বং মদীয়প্রিয়ার্থং ইদং সহসা স্বল্পং বীৰ্য্যং গৃহীত্বা গৃহং নয় তথা গিরিকারৈ  
কোলাহলগিরিকন্যারৈ মম প্রিয়তমারৈ আন্ত প্রযচ্ছ আন্তপ্রদানে কারণমাহ যতোহদ্যৈব  
তত্ত্বা আর্জবং ঋতুরক্ষোপযোগি চতুর্ধদিনং গর্ভাধানকাল ইতি বাবৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যান্ত্রোক্তি । পর্ণং বীৰ্য্যসমেতং পত্রম্ । উৎপপাত উজ্জগাম ব্যোমি উত্ত্বাবিত্যর্থঃ । গতি-  
বিস্তমঃ আকাশগতিবেত্তৃণাং মধ্যে দক্ষঃ শ্চেন ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ অবস্তভবিতব্যতাং স্বচর-  
ম্নাহ গচ্ছন্তমিতি । পুটং পত্রপুটং অপরঃ শ্চেনঃ খগং আকাশগামিনং তমপশাদিত্যর্থঃ ॥২৫॥  
আমিষমিতি । স তু অন্যঃ শ্চেনঃ সর্বাণ্যং পর্ণপুটং দৃষ্ট্ৱ । আমিষং মাংসখণ্ডাদিকং মত্বা শীত্ৰং  
বেগেনাভ্যদ্রবৎ আক্রমণায়ৈতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ যুধ্যতোরিতি । পত্রপুটকে যমুনাজলে পতিতে  
সতি তৌ খর্গো যথেষ্টং নির্গতো ॥ ২৭ ॥)

করিয়া শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর ॥ ২১—২২ ॥ হে প্রিয়দর্শন ! ইহা আমার প্রিয়র জন্ত  
গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও অদ্য তাহার ঋতুকাল এজন্ত শীঘ্র প্রিয়া গিরিকাকে ইহা  
প্রদান কর ॥ ২৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপপ্রবর এই কথা বলিয়া শ্চেনকে বীৰ্য্যসমেত পত্রপুট প্রদান  
করিলেন । তখনস্তর আকাশগমনপটু সেই শ্চেনতাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে  
উড়ীন হইল ॥ ২৪ ॥ পরে অপর একটা শ্চেনপক্ষী এই শ্চেনকে চক্ষুপুটে পত্রপুট ধারণ পূর্বক  
আকাশে যাইতে দৈধিতে পাইল ॥২৫॥ উক্ত শ্চেনপক্ষী পত্রপুটকে আমিষ খণ্ড বিবেচনা করিয়া  
তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল । অনন্তর, তাহার উভয়েই আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ করিতে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ তাহাদিগের যোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় সেই পত্রসমেত রেতঃ  
যমুনার জলে নিপতিত হইল । এইরূপে পত্রপুট পতিত হইলে উভয় শ্চেনই যথাস্থিতি  
হানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চান্সরা ।

ব্রাহ্মণং সমনুপ্রাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্ ॥ ২৮ ॥

কুর্ক্বন্তী জলকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা ।

জগ্ৰাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী ॥ ২৯ ॥

প্রাণায়ামপরঃ সৌহৃদ্য দৃষ্ট্বা তাং কামচারিণীম্ ।

শশাপ ভব মৎসী ত্বং ধ্যানবিস্মকরী যতঃ ॥ ৩০ ॥

সা শপ্তা বিপ্রমুখেন বভূব যমুনাচরী ।

শফরীরূপসম্পন্না হৃদ্রিকা চ বরাপ্সরা ॥ ৩১ ॥

শ্ৰেনচক্ষুপরিভ্রষ্টং তচ্ছ ক্রমথ বাসবম্ ।

জগ্ৰাহ তরসাহভ্যেত্য সাহদ্রিকা মৎসরূপিণী ॥ ৩২ ॥

• অথ কালেন কিয়তা মৎসীং তাং মৎসরূপীণঃ ।

সংপ্রাপ্তে দশমে মাসি বরদ্ধ তাং মনোরমাম্ ॥ ৩৩ ॥

উদরং বিদদারাশু স তস্তা মৎসরূপীণঃ ।

যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরান্মানুযাকৃতি ॥ ৩৪ ॥

বালঃ কুমারঃ স্তভগস্তথা কন্যা শুভাননা ।

দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সৌহৃদ্য বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মিন্নেব সময়ে তয়োযুজসময়ে । অধোভূমৌ জাতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি । সমনুপ্রাপ্তা যমুনাভীরে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ চচার জলে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ তস্তাঃ শফরীরূপ-প্রাপ্তিসময়েতৎ শ্ৰেনপাদপরিভ্রষ্টবীৰ্য্যপাতসময় এক এব জাতন্ততত্ত্ববীৰ্য্যং সা জগ্ৰাহেত্যাহ শ্ৰেনেতি ॥ ৩২ ॥ দশমে মাসি গর্ভস্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ঋষিগণ ! যে সময় শ্ৰেনদ্বয় আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় অত্রিকা নামে কোন অপ্সরা যমুনাভীরে সন্ধ্যাবন্দন-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৮ ॥ পরে সেই বরবর্ণিনী জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৯ ॥ অনন্তর, সেই প্রাণায়াম-পরম্পন্ন দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া, যেহেতু তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ অতএব মৎসরূপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, সেই অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা অত্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরীরূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল ॥ ৩১ ॥ অনন্তর, মৎসরূপিণী সেই অত্রিকা উপরিচর বহুর বীৰ্য্য শ্ৰেনচক্ষু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র ক্রতবেগে আসিয়া উপস্থিত করে ॥ ৩২ ॥ তাহার কিছুকাল পরে যখন গুজ্জতক্ষণজনিত গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন মৎসরূপীণী সেই চিত্তহারিণী মৎসরূপিণী অত্রিকাকে বন্ধন করে ॥ ৩৩ ॥ মৎসরূপীণী যমুন-অবিলম্বে

রাজ্যে নিবেদয়ামাস পূজো হৌ তু ঋষৌত্তবো ।

রাজাহপি বিশ্বায়বিক্তঃ স্তুতং জগ্রাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥

স মৎস্যো নাম রাজাহসৌ ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গঃ ।

বহুপূজো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

কালিকা বহুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে ।

নান্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্যোদরীতি চ ॥ ৩৮ ॥

মৎস্যগন্ধেতি নান্না বৈ গুণেন সমজায়ত ।

বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥ ৩৯ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা মৎসী জাতা বরাশ্রয়া ।

বিদারিতা চ দাশেন মৃত্যু চ ভক্ষিতা পুনঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্যে তদ্দেশস্থায় রাজ্যে উপরিচরায় । যন্ত বীর্যমস্তি তস্মৈ রাজ্যে ইতি কলিতম্ । স্তুতং জগ্রাহেতি । স্ববীর্যজং পুত্রং স্বসমানাকারধেন জাগ্রাহ স্বয়ং জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ কালিকেতি । বহুনোপরিচরেণ রাজা কালিকা নাম্নী কন্তুকা তু যেনানীতা তস্মৈ জাল-জীবিনে দত্তা । লঙ্কানিধেরক্ক ভাগন্ত রাজ্যোহধিকারাদবশিষ্টাক্ষিত যেন লঙ্কান্তত্যাধিকারঃ ॥ ৩৮ ॥ (মৎস্যগন্ধেতি । গুণেন মৎস্যগন্ধেণ অয়মর্থঃ আ পরাশরসদৃশদত্তা দেহাৎ মৎস্যস্তেবামিষগন্ধো নিরন্তরং নিঃসার মৎস্যোদরজাতত্বাৎ । অতোহ্বর্যতয়া তন্মায়ৈবোদাহৃত্য পরাশরসদৃশং প্রাগেবেতি ধোয়ম্ । দাশস্ত কৈবর্তস্ত ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং প্রসঙ্গত উপনীতস্তাপ্সরোবৃত্তান্তস্তাবশিষ্টং শ্রোতুকামা ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ স্তমজি-

সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে দুইটী মহুয়ারুতি নির্গত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই দুইটী মধ্যে একটি স্কুমার বালক ও অপরটী চারুবদনা কন্তা । মৎস্যজীবী ইহা দেখিয়া অতিশয় বিশ্বাসস্থিত হইল ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদ্দেশাধিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে মৎস্যগর্ভ-সমুত বলিয়া জানাইল । রাজাও অতিশয় বিশ্বাসস্থিত হইয়া সেই হিতজনক পুত্রটিকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অতিতেজস্বী সেই বহুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ধর্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৭ ॥ উপরিচর বহু ঐ অপত্য যুগলের মধ্যে কন্তাটিকে সেই মৎস্যজীবীকে প্রদান করিলেন । এই কন্তার নাম কালী এবং সে মৎস্যোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ ইহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া অপর আর একটি নাম ছিল । এই শুভজননী বহুকন্তা এইরূপে ধীবরগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ স্তম্ভযুগে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । স্তম্ভ ! সেই অঙ্গুরপ্রধানা অদ্রিকা পূর্বে মুনিবর্দ্ধক অভিশপ্তা হইয়া মৎসী হইল, তদনন্তর ধীবরবর্দ্ধক বিদারিতা ও ভক্ষিতা

কিং বভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদন্ত তৎ ।

শাপস্যাস্তং কথং সূত ! কথং স্বর্গমবাপ সা ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্ভূব হ ।

স্তুতিং চকার বিপ্রশ্চ দীনৈব রুদতী তদা ॥ ৪২ ॥

দয়ান্ব ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্ত্রিয়ম্ ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! শাপাস্তং তে বদাম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

মৎক্ৰোধশাপযোগেন মৎস্তযোনিং গতা শুভে ! ।

মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ষমবাপ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা তেন সা প্রাপ মৎস্তদেহং নদীজলে ।

বালকৌ জনয়িত্বা সা মৃতা মুক্তা চ শাপতঃ ॥ ৪৫ ॥

সন্ত্যজ্য রূপং মৎস্তস্য দিব্যরূপমবাপ চ ।

জগামামরমার্গঞ্চ শাপাস্তে বরবর্ণিনী ॥ ৪৬ ॥

কেতি ॥ ৪০ ॥ কিমিতি । হে সূত ! তস্তা অপ্সরঃপ্রধানায়াঃ কিং বভূব চরমফলং কিং জাতমিত্যর্থঃ । কথং কেন প্রকারেণ তাদৃশস্ত শাপস্ত অন্তং জাতং কথং বা সা পুনঃ স্বর্গং প্রাপেতি পৃষ্টঃ সূতো মুনিভিঃ ॥ ৪১ ॥

শপ্তেতি । যদা সা অত্রিকা মুনিনা শপ্তা তদা পথমতো বিস্মিতা সম্ভূব ততো দীনা ইব কাতরীভূতা রোদনং কুরুতী তস্ত বিপ্রশ্চ স্তুতিং চকার ॥ ৪২ ॥ দয়ান্বিতি । রুদতীং তাস্মৈতি দয়ান্ব সন্ মুনিঃ প্রাহ হে কল্যাণি ! তে তব শাপস্তাস্তং অহং বদামি অতঃ শোকঃ মা কুর্হিত্যখাত্ত মুনিস্তাং সাস্বর্যামাসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ইদানীং শাপাস্তকালং নির্দিশন্নাহ । মৎক্ৰোধেতি । হে শুভে কল্যাণি ! ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তেতি । সা তেন মুনিভ্যক্তা সতী নদীজলে মৎস্তদেহং প্রাপ অপ্সররূপং বিহায়েতি শেষঃ । ততো বালকৌ জনয়িত্বা দার্শেন বিদারিতা মৃতা চ শাপতো মুক্তেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ সন্ত্যজ্যেতি । শাপাস্তে মৎসরূপং

হইল ॥ ৪০ ॥ ভাল, তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল ? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল ? এবং কি রূপেই বা পুনর্বার স্বর্গলাভ করিল ॥ ৪১ ॥

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূক্ত কহিলেন । সেই অপ্সরা মুনিকর্তৃক অভিপ্ৰাণ হইবামাত্র প্রথমতঃ অতিশয় বিষময়িত হইল, পরে দীনৈব স্ত্রী-ক্রন্দন করত বিপ্রেয় স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ তখন, সেই বিপ্রেয় তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়ার্হচিত্ত হইয়া বলিলেন । হে কল্যাণি ! শোক করিও না আমি তোমার শাপাস্ত বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥ কল্যাণি ! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ জন্ত মৎস্তযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটা মহাব্যাসস্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৪ ॥ দ্বিজবর এইরূপ বলিলে, সেই অত্রিকা যমুনামধ্যে মৎস্তদেহ লাভ করিল । পরে ঐ দুই বালক প্রসব

এবং জাতা বরা পুঞ্জী মৎস্যগন্ধা বরাননানী ।

পুঞ্জী চ পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবৰ্জিতা ॥ ৪৭ ॥

মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিস্বপ্রভা ।

তস্য কার্য্যানি কুর্বাণা বাসবী চাতিস্বপ্রভা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সন্ত্যজ্য দিব্যং পূৰ্ণরূপং প্রাপ্য সা বরবর্ণিনী অমরমার্গং আকাশপথমাশ্রিত্য ব্যোমপথেন দেবলোকং জগামেতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতি সত্যবত্যা মৎস্যগন্ধেত্যর্থনাম্না সহোৎপত্তিকথামুপ-  
সংস্কৃত্য দাশেন পাল্যমানায়াঃ তন্তাঃ ক্রমেণ কৈশোরাদিকং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়ৎ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ সেই বরবর্ণিনী অত্রিকা শাপান্তে মৎস্যরূপ  
পরিভ্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এইরূপে  
সেই সর্বাদ্বন্দ্বমুন্দরী বরাননা কহা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবরগৃহে  
প্রতিপালিতা ও পরিবর্জিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে অতিমুন্দরী সেই বস্তুকতা মৎস্যগন্ধা  
কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্য সকল করত সেই স্থানেই বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

সূত উবাচ ।

একদা তীর্থযাত্রায়াং ত্রজন্ পারাশরো মুনিঃ ।  
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ১ ॥  
নিষাদমাহ ধৰ্ম্মাত্মা কুৰ্ব্বন্তং ভোজনং তদা ।  
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্য উড়ুপেন মাম্ ॥ ২ ॥  
দাশঃ শ্রদ্ধা মুনেক্ষ্যাক্যং কুৰ্ব্বাণো ভোজনং তটে ।  
উবাচ তাং স্নতাং বালাং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥  
উড়ুপেন মুনিং বালে ! পরং পারং নয়স্ব হ ।  
গম্বকামোহন্তি ধৰ্ম্মাত্মা তাপসোহয়ং শুচিস্মিতে ! ॥ ৪ ॥  
ইতুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাং বীসবী ।  
উড়ুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫ ॥  
ত্রজন্ সূর্যাস্ত্রতাতোয়ে ভাবিত্বাদৈবযোগতঃ ।  
কামার্তস্ত মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশচ্ছৌকরঞ্চ পরাশরাৎ ।

দাশকন্যাদরে জম্ব বেদবাসস্ত কথ্যতে ॥

এবং ব্যাসমাতৃর্জম্বোক্তা পরাশরপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥ ১—২ ॥ দাশো নিষাদঃ । মৎস্যগন্ধা-  
মিতি । উপমানাচ্ছেতীয়াভাবস্থান্দয়ঃ ॥ ৩—৪ ॥ বাসবী বহুরাজস্ত্র্যপত্যং বাসবী ॥ ৫—৬ ॥

সূত কহিলেন, একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে  
করিতে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ধৰ্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে  
নিরত ধীবরের নিকট বাইরা বলিলেন । ধীবর ! তোমার নৌকাধারা আমাকে যমু-  
নার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২ ॥ যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই  
মনোরমা বালিকা মৎস্যগন্ধা কন্ডাকে বলিল ॥ ৩ ॥ হে শুচিস্মিতে পুত্রি ! এই ধৰ্ম্মাত্মা  
মুনিবর পরপারে বাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইহাকে নৌকা করিয়া পর-  
পারে লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ অনন্তর, সেই বহুবল্লভা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের  
আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে লইয়া বাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ অনন্তর,  
যমুনামধ্যে বাইতে বাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া

এহীতুকামঃ স মুনিমৃকু। ব্যঞ্জিতর্ষোবদাম্ ।

দক্ষিণেন করেণৈনাম্পৃশদক্ষিণে করে ॥ ৭ ॥

তমুবাচাসিতাপাক্ষী স্মিতপূর্নমিতিং বচঃ ।

কুলস্য সদৃশং বঃ কিং তস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮ ॥

অং বৈ বশিষ্ঠদারাদঃ কুলশীলসমম্বিতঃ ।

কিঞ্চিকীর্বসি ধর্মজ্ঞ ! মন্যথেন প্রণীড়িতঃ ॥ ৯ ॥

চূর্ণভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসম্ভবম্ ।

তত্রাপি চূর্ণভং মন্তে ব্রাহ্মণস্বং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

কুলেন শীলেন তথা শ্রুতেন

দ্বিজৈস্তমন্তুং কিল ধর্মবিচ্চ ।

অনার্য্যভাবং কথমাগতোহসি

বিপ্রেন্দ্র ! মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১ ॥

এহীতুকামো তোকুকামঃ ॥ ৭ ॥ স্মিতপূর্নমিতি। অনেন সাপ্যন্তঃকামাতুরাসীদিত্তি  
বোধিতম্। জীজ্ঞাতিত্বাত্তু শূদ্রারবর্দ্ধনার্থমুপহাসং करोति কুলস্ত সদৃশমিতি। বঃ  
ঋষীণাং কুলস্ত শ্রুতস্তাধীতস্ত তপসশ্চ কিমিতিং সদৃশং ভবতি বোধ্যং ভবতি যুগ্মাকং কিং  
নীচপরজীগমনাদিকং ধর্মোহস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ (তস্ত মহৎকুলজাতস্বমুখ্যোপোপহাস-  
চ্চলেন গৌরবং বর্দ্ধয়ন্তীতি বঃ বৈ বশিষ্ঠেতি ॥ ৯ ॥ ইহ খলু ব্রাহ্মণস্বজাতীয সূহৃদভ্যং  
প্রদর্শয়িতুকামাহ চূর্ণভমিতি ॥ ১০ ॥ কুলেনেতি। হে বিজ ! নিজবংশেন বিনয়েন বেদাদি-  
শাস্ত্রজ্ঞানেন। অং বিজৈবপি শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ স্বয়মপি ধর্মজ্ঞোহসি তথাপি মীনগন্ধাং  
মন্তব্যং। অস্মিন্ধগন্ধাং মাং বীক্ষ্য কথমনার্য্যভাবমাগতোহসীত্যম্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ চিন্ত্যৈবকুলো-

দৈকটনাবশতই কামার্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর তাহার যৌবনের অল্প দর্শনে  
উপভোগে অভিলষী হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥  
গরে, এই অসিতাপাক্ষী মন্তগন্ধা পরাশরকে বলিলেন, মুনিবর ! (আপনি যে কার্য্য  
করিতে উদ্যত হইয়াছেন) ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্ত্রায়  
উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে ? ॥ ৮ ॥ আপনি কুলশীলসম্বিত বিশেষতঃ শ্রুতিকুলে জন্ম পরি-  
গ্রহ করিয়াছেন ; অতএব, হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে কামার্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা  
করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমত মানব জন্মই  
দুর্গত, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণস্ব লাভ করা অতিশয় সূহৃদত ॥ ১০ ॥ দ্বিজোত্তম !  
আপনি কুলীন, সঙ্করিয়, বেদবেদান্তাদি-বিশারদ এবং ধর্মতত্ত্ববেত্তা ; অতএব হে বিপ্রবর !  
কি জন্ত আমার এই শরীরকে মন্তগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এক্ষণে অনার্য্যভাব



মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে !  
 শুভং কিং সমালোক্য পাণিঃ গ্রহীতুম্ ।  
 সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং  
 কথং নাভিজানাসি ধর্মং স্বকীয়ম্ ॥ ১২ ॥  
 অহো মন্দবুদ্ধির্বিজোহয়ং গ্রহীষ্যন্  
 জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা ।  
 মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাতিবিদ্ধং  
 ন কোহপীহ শত্রুঃ প্রতীপং হি কর্তৃত্বম্ ॥ ১৩ ॥  
 ইতি সঙ্কিন্ত্য সা বালা তম্বাচ মহামুনিম্ ।  
 ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ ! পরং পারং নয়্যসি বৈ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

পরাশরস্ত তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্ ।  
 করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিদ্ধো পারং গতঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

কারণঃ জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি মদীয়ে শরীরে ইতি ॥১২॥) ইৎং মন্দহাসপূর্ব্বকনিষেধেনাভিকামা-  
 তুরং বীক্য মনসি কিচরয়ামাসেত্যাহ অহৌ ইতি । অয়ং দ্বিজো মাং গ্রহীষ্যন্ মন্দবু-  
 দ্ধিবুদ্ধিজাতঃ প্রথমং কামেন তদন্তরং মাং হন্তে ইতি শেবঃ । হন্তে গৃহীত্বা জলে শৃঙ্গারসে  
 মগ্ন এবান্ত মনো বতঃ পঞ্চবাণেন কামেনাতিবিদ্ধং ততো ব্যাকুলং জাতমস্মিন্ সময়ে । অন্ত  
 প্রতীপং বিদ্ধং কর্তৃত্বং ন কোহপি সমর্থঃ শাপভয়াদিতি বিচারয়ামাস । ( জলে বমুনাজলে  
 ইতি বা । বলাৎ গ্রহণেন অসংযত্যাং নৌকায়াং জলময়সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ )  
 বিচার্য্য কিং কৃতবতী তদাহ ইতি সঙ্কিন্ত্যেতি । পরম্পারং নয়ামীতি । তত্র স্থিতঃ মদিক্খি  
 তংকুর্নিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১১॥ হে দ্বিজ ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু,  
 আমার শরীরে এমন কি শুভচিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পাণিগ্রহণ করিবার জন্ত নিকটে  
 আসিতেছেন । আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে আপনার নিজধর্ম্ম গ্রহণ  
 করিতেছেন না ? ॥ ১২ ॥ ( এই কথা বলিয়া মৎস্তগন্ধা মুনির ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে  
 ভাবিতে লাগিলেন ) কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার  
 লাগস্যর বুদ্ধিব্রত হইয়াছে ; অন্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নৌকা-  
 সমেত বমুনাজলে নিমগ্ন হইবেন ; কেননা, ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় বাহুল্য  
 হইয়াছে । বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতীকূল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না ॥ ১৩ ॥ মৎস্ত-  
 গন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরাশরকে বলিলেন, মহাভাগ ! ধৈর্য্য অবগলন  
 করিয়া অগ্রে পরপারে লইয়া বাই ( পরে বাহা ইচ্ছা হয় করিবেন ) ॥ ১৪ ॥

মৎসঙ্গন্ধাং প্রজগ্রাহ মুনিঃ কামাতুরস্তদা ।

বেপমানা তু সা কণ্ঠা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥

দুর্গন্ধাহিং মুনিশ্চেষ্ট ! কথং ত্বং নোপশঙ্কসে ।

সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্ত স্তথাবহঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যুজ্জেন তু সা কণ্ঠা ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী ।

কুতা যোজনগন্ধা তু স্মরূপা চ বরাননা ॥ ১৮ ॥

মৃগনাভিস্রগন্ধাং তাং কুত্বা কান্তাং মনোহরাম্ ।

জগ্রাহ দক্ষিণে পাণৌ মুনির্শ্মশ্মথপীড়িতঃ ॥ ১৯ ॥

এহীতুকামং তং প্রাহ নান্না সত্যবতী শুভা ।

মুনে ! পশুতি লোকোহয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

পশুধর্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ ।

প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্চেষ্ট ! যাবদুত্তবতি যামিনী ॥ ২১ ॥

সিক্কোদ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ বেপমানেতি । কামাতুরোহপি মুনির্মম দৌর্গন্ধামহুভূয় মধ্যে এব মাং তাক্ষ্যতীতি ভীত্যা বেপমানা স্বদোষং স্বমুখেন বর্ণয়তি । তস্ত মুনেঃ প্রিয়ত্বেন স্বীকারার্থম্ । ক্রীণাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ১৬ ॥ কিমুবাচ তদাহ দুর্গন্ধাহিমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ মৃগনাভিশঙ্কেন কন্তুরী ॥ ১৯—২০ ॥ পশুধর্মো মৈথুনধর্মঃ । ইদং বাক্যং মুনেঃ কামো-

ঋষিগণ ! পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্বক সেই তরঙ্গী-  
মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কিন্তু, পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুর ভাবে  
মৎস্তগন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, মৎস্তগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সমুদ্রস্থিত সেই  
মুনিবরকে বলিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ মুনিপ্রবর ! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ইহা  
কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না ? দেখুন, কাম-সংমিলন সমান রূপেতেই অতিশয়  
স্বধকর হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মৎস্তগন্ধা কষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর, মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চাক্ষুবদনা সর্কাক্ষ-  
হৃদরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন ॥ ১৮ ॥ পরাশর সেই স্মরূপারী মৎস্তগন্ধাকে মৃগনাভিবৎ  
স্রগন্ধযুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামান্তভাবে দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ তখন,  
সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, মুনে ! এক্ষণে দিবা-  
ভাগ, অতএব সমস্ত লোক-বিশেষত তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন ; ইহা পশুবৎ অতি  
অবজ্ঞ কর্তব্য ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না । অতএব, হে মুনিশ্চেষ্ট ! যতক্ষণ রাজি না হয়  
ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন ॥ ২০—২১ ॥ দেখুন, মহুঘোর ক্রীন্দন রাজিতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে

রাত্ৰৌ ব্যবায় উদ্ভিকৌ দিবা'ন মহুজস্য হি ।

দিবা সঙ্গৈ মহান্ দোষঃ পশুস্তি কিল মানবাঃ ।

কামং যচ্ছ মহাবুদ্ধে ! লোকনিন্দা ছুরাসদা ॥ ২২ ॥

তচ্ছ ভা বচনং তস্যা যুক্তমুক্তমুদারধীঃ ।

নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ ॥ ২৩ ॥

নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেহতিতমসা যুতে ।

কামিনী তং মুনিং প্রাহ যুদ্ধপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥

কন্যাহং স্বিজ্ঞানদূল ! ভুক্ত্বা গন্তাহসি কামতঃ ।

অমোঘবীৰ্য্যস্ত্বং ব্রহ্মান ! কা গতির্মে ভবেদिति ॥ ২৫ ॥

পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগৰ্ভা চেষ্টবাম্যহম্ ।

ত্বং গমিষ্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ২৬ ॥

কীপনার্থম্ । কিস্কায়ুনা কালোহপি নাস্তীত্যাহ প্রতীক্বেতি ॥ ২১ ॥ মহান্ দোষ ইতি ।  
প্রাণং বা এতে প্রকল্পন্তি যে দিবারতা সংযুক্ত ইতি প্রমোপনিষচ্ছতেৰ্দিবাসঙ্গৈ  
মহান্ দোষঃ । কিঞ্চ মানবা অপি পশুস্তীতি লোকনিন্দা চাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নীহারং ভাবায়ং ধূষার ইতি প্রসিদ্ধম্ । অত্যাধিকদোষস্ত তপোবলেন শময়িষ্যামিতি  
মুনেরভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥ (কামিনীতি । কামিনী স্বীয়রূপভাবভঙ্গ্যাদিভিঃ পুরুষমোহকারিণী-  
ভ্যর্থঃ । যুদ্ধপূৰ্ব্বং মনুবা কামপ্রিত্য বিনয়গৰ্ভাব্যাক্ষরবর্ণেণৈতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ অমোঘেতি ।  
অমোঘবীৰ্য্যঃ অব্যর্থেরতাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

দিবাতে নয় । বরং দিবাসঙ্গমে গুরুতর দোষ এবং মহুষ্য সকলে দেখিলে নিন্দা হইবার  
সম্ভাবনা । হে মহামতে ! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অল্পপ্রবৃত্তিক আমার  
এই অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ২২ ॥

ঋষিগণ ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তি-  
সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; এবং তৎকণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দিক্ কুল্লবটিকাময় করিয়া  
কেলিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুল্লবটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকুল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন  
হইল । অনন্তর, সেই কমনীয়া মৎস্তগন্ধা পরাশরকে অতি মুহূৰ্ত্তে বলিলেন ॥ ২৪ ॥ হে বিজ-  
বর ! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন ।  
কিন্তু, আপনার বীৰ্য্য অমোঘ ( নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে ) অতএব হে  
ব্রহ্মান ! তাহার পর আমার কি গতি হইবে ? ॥ ২৫ ॥ বিজবর ! যদি আজ আমি গর্ভবতী  
হই তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব । কলকথা এই আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া  
চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন ? ॥ ২৬ ॥

পরশর উবাচ ।

কাস্তেহন্য মৎপ্রিয়ং কৃতা কশ্চৈব স্বং ভবিষ্যসি ।  
বৃণীষ চ বরং ভীক ! যদ্বমিচ্ছসি ভামিনি ! ॥ ২৭ ॥

• সত্যবত্বাচ ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ ! ।  
কস্তাত্তং ন মে হস্তাত্থা কুরু দ্বিজোত্তম ! ॥ ২৮ ॥  
পুত্রশ্চ ত্বৎসমঃ কামং ভবেদদ্বুতবীৰ্য্যবান্ ।  
গন্ধোহয়ং সৰ্ব্বদা মে স্যাদ্যৌবনঞ্চ নবং নবম্ ॥ ২৯ ॥

পরশর উবাচ ।

শৃণু হৃদরি ! পুত্রস্তে বিষ্ণুংশসম্ভবঃ শুচিঃ ।  
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতজ্জৈলোক্যে বরবর্ণিনি ! ॥ ৩০ ॥  
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্তয়ি ।  
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূৰ্ব্বো বরাননে ! ॥ ৩১ ॥

কাস্তেতি । হে কাস্তে ! কমনীয়ে ! স্বং ময়া ভূতাপি পুনঃ কস্তাভাবমবাপ্যসীতি তাৎ-  
পর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ যথেতি । হে মানদ ! যথা মে মম মাতা পিতা চ ন জানীতঃ জাতং ন  
শরুতস্তথা লোকে লোকমধ্যে অস্তেহপি ন জানন্তি তথা কুর্ষিত্যয়ং কস্তাত্তং কস্তার্থঃ  
অক্ষতযোনিষ্মিতি বাবৎ ॥ ২৮ ॥ ইদানীং মুনিসঙ্গতো গৰ্ভনিশ্চয়ে পিতৃসমগুণবীৰ্য্যাদিসম্পন্নং  
পুত্রমপি কাময়মানাহ পুত্রশ্চেতি ॥ ২৯ ॥

জনিষ্যমাণপুত্রস্ত মহিমানং সূচয়মাহ শৃণুতি । হে হৃদরি ! তে তব পুত্রঃ বিষ্ণোরংশঃ  
সম্ভবিষ্যতি অতঃ শুচিঃ নিত্যপবিত্রাত্মা ত্রিলোকমধ্যে বেদাদিবিভাগাৎ বিখ্যাতঃ বিশ্রুতশ্চ

পরশর দাশকস্তার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কাস্তে ! অন্য আমার প্রিয়-  
কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্বার তুমি কস্তাই হইবে । হে ভামিনি ! ইহাতেও যদি তোমার  
ভয় হয় তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ? ॥ ২৭ ॥

সত্যবতী কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি ত কখনও কাহার অপমান করেন না  
বরং মীন প্রদানই করিয়া থাকেন ; অতএব, বাহাতে আমার পিতা মাতা বা অপর কেহ  
এবিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং বাহাতে আমার কস্তাত্ত নষ্ট না হয় তাহাই  
কহুন ॥ ২৮ ॥ দ্বিজবর ! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং  
অদ্বুত তেজস্বী হয়, তবৎপ্রদত্ত এই সুগন্ধ যেন সর্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার  
যৌবন যেন সর্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে ॥ ২৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরশর বলিলেন, হৃদরি ! শ্রবণ কর ? তোমার পুত্র বিষ্ণুর  
অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩০ ॥ হে বরাননে ! তুমি নিশ্চয়

দৃষ্ট্বা চাপ্সরসাং রূপং সদাহং ধৈর্য্যমাবহম্ ।  
 দৈবযোগেন বীক্ষ্য স্বাং কামস্য বশগোহভবম্ ॥ ৩২ ॥  
 তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি ছুরতিক্রমম্ ।  
 দৃষ্ট্বাহং চাতিদুর্গন্ধাং কথং মোহমব্ধাশু যাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 পুরাণকর্তা পুস্তন্তে ভবিষ্যতি বরাননে ! ।  
 বেদবিভাগকর্তা চ খ্যাতিশ্চ ভুবনত্রেয়ে ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তাং বশং যাতাং ভুক্ত্বা স মুনিসতমঃ ।  
 জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সাহপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী ।  
 স্মৃষুবে যমুনাদ্বীপে পুঞ্জং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতীত্যম্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং স্বমোহে কারণং নির্দিশন্নাহ কেনচিদিতি ॥ ৩১ ॥ পুরা অহং  
 অপ্সরসাং স্বৰ্বেশ্বানাং রূপং দৃষ্ট্বাপি সৰ্ঙ্গনা ধৈর্য্যং আবহং কিমু তত্র যাদুযীরূপাং স্বাং দৃষ্টেতি  
 কৈমুতিকন্যারেনাশ্বজিতেস্ত্রিয়তাং সমর্থয়তীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং নিজকামাসক্তৌ দৈব-  
 কারণং স্মরন্নাহ । তৎ কিঞ্চিদিতি । হি যস্মাৎ দৈবং ছুরতিক্রমঃ ইহ জগত্যাং কেনাপি  
 কথমপি ন দৈবমতিক্রমিতুং শক্যতে অতো মম কামাস্কর্তায়াং ন কোহপি দৌষসংশয় ইতি  
 বিজানীহি দৃষ্ট্বাহমিতি । অন্যথা অতিদুর্গন্ধাং স্বাং দৃষ্ট্বা কথং অহং মোহমাশু যাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ইদানীং প্রকৃতমহুসারয়ন্নাহ পুস্তন্তে ভবিষ্যতীতি । পুরাণকর্তা পঞ্চলক্ষণসম্পন্নপুত্রবৃন্দগ্রহ-  
 প্রণেতা ভাগকর্তা বেদবিভাগকর্তা ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্তেতি । স মুনিঃ পরাশরঃ ইত্যুক্ত্বা তাং বশতাং সত্যবতীং ভুক্ত্বা উপভোগং  
 কৃৎবা যমুনাশলিলে স্নানং বিধায় তরসা বেগেন অবিলম্বেনেত্যর্থঃ জগামেত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সাপীতি । সাপি সত্যবতী সদ্যন্তংকণাং পরাশরগমনানন্তরমেব । গর্ভবতী জাতা সতী তত্রৈব

জানিও কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি । নতুবা ইতিপূর্বে  
 কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩১ ॥ পূর্বে আমি সৰ্ঙ্গনা কত অপ্সরাদিগের  
 রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগ-  
 বশত কামের বশীভূত হইয়াছি ॥ ৩২ ॥ অতএব এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও,  
 আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই ; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধ-  
 ময় দেখিয়াও কি অস্ত্র মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩৩ ॥ হে চাক্ষুশি ! তোমার পুত্র পুরাণকর্তা  
 বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগকর্তা হইয়া এই ভিত্তিবনে বিপ্রত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া  
 উপভোগান্তে যমুনা স্নান করিয়া তৎকণাং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন সেই সতী  
 সত্যবতীও সেই যুগ্মে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয় কল্ক সঙ্গ

জাতমাত্রস্ত তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্ ।

তপস্যেব মনঃ কৃৎস্না বিবিশে চাতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥

গচ্ছ মাতর্যথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্ ।

তপঃ কৰ্ত্তুং মহাভাগে ! দৰ্শয়িষ্যামি বৈ শ্বতঃ ॥ ৩৮ ॥

মাতর্যদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুত্তমম্ ।

শ্রুতবোহহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেহস্তিকম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতি তেহস্ত গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা চিন্তাং স্তখং বস ।

ইতু্যক্ত্বা নির্ঘর্যো ব্যাসঃ সাহপি পিত্রস্তিকং গতঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বীপে শ্যন্তস্তয়া বালন্তস্মাদ্ধৈপায়নোহভবৎ ।

জাতমাত্রোজগামাশু বৃদ্ধিং বিষ্ণুংশযোগতঃ ॥ ৪১ ॥

নীর্থে তীর্থে কৃতস্নানশ্চচার তপ উত্তমম্ ।

এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ॥ ৪২ ॥

যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয়কন্দর্পমিব পুত্রং সূর্যবে প্রসূতবতী ॥ ৩৬ ॥ জাতমাত্র ইতি। পুত্রস্ত জাতমাত্রস্তেজস্বান্ তপস্তেব ভগবদাধানেএব নত্বশ্রমিন্ বিষয়ভোগাদৌ ইতি ভাবঃ। মনঃ কৃৎস্না স্বমাতরং উবাচ। বিবিশে তপস্তেব আবিষ্টঃ। আবেশে কারণমাহ বীৰ্য্যবান্ জমান্তরীয়তপোভিরতান্তপ্রভাবান্ ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৭ ॥ দর্শয়িষ্যামি বৈ শ্বত ইতি। অহং ত্বয়া শ্বতো নিজং রূপং দর্শয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (শ্রুতবো ইতি। ত্বয়া কার্য্যকালেহং শ্রুতব্যঃ শ্রবণমাজ্ঞেগাহং আগমিষ্যামি ॥ ৩৯ ॥ স্বকীতি। তে তুভ্যং স্বস্ত্যস্ত শ্রুতিশব্দযোগেন চতুর্থীতি বোধ্যম্। স্বং স্বামিপুত্রাদিবিষয়িনীং চিন্তাং ত্যক্ত্বা স্তখং বস স্বধেন কালাং যাপয়েতি ভাবঃ। অহং পরমেশ্বরাদানার্থং তপোবনং গমিষ্যামি। ব্যাসঃ ইতু্যক্ত্বা নির্জ-গাম সাপি সত্যবতী পিতৃর্দর্শনপ্রাপ্ত সমীপং গতঃ ॥ ৪০ ॥ যতস্তয়া সত্যবত্যা স বাসঃ ব্যাসঃ যমুনাদ্বীপে শ্রুতঃ প্রসূতঃ তস্মাৎ দ্বৈপায়নঃ অভবৎ দ্বৈপায়ন ইতি নাম্না উদাহৃত ইতি যাবৎ। জাতমাত্রঃ সন্ কথং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি চেৎ তত্র কারণমাহ বিষ্ণুশ-

একটা পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অমিতপরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাত মাত্রই তপস্তায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন। সস্ত্রীতি আমি তপস্তায় গমন করিব। হে মহাভাগে! শ্রবণ মাত্রই আপনাকে দর্শন দিব ॥ ৩৮ ॥ জননি! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে শ্রবণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্তায় চক্ষির্দম; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্তখে বাস করুন। ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্তায় নির্গত হইলেন। সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ শ্রবিগণ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হইলেন এবং বিষ্ণুর অংশপ্রযুক্ত জাতমাত্রই তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিলাভ করেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, দ্বৈপায়ন নানাতীর্থে স্নানাদি করিয়া উত্তর তপস্তাচরণে প্রসূত

চকার-বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তং জ্ঞান্ব্য কলেবুর্গম্ ।

বেদবিস্তারকরণাদ্যাসনামাভবন্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥

পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতমুত্তমম্ ।

শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্ কৃষ্ণা বিভাগশঃ ॥ ৪৪ ॥

অমন্তুং জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ ।

অসিতং দেবলকৈব শুককৈব স্বমাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

এতচ্চ কথিতং সর্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ ।।

সত্যবত্যাঃ স্ততস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা ॥ ৪৬ ॥

সংশয়োহত্র ন কর্তব্যঃ সন্তবে মুনিসত্তমাঃ ।।

মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্য মুনেরিতি ॥ ৪৭ ॥

কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঋষোদরে ।

পরিশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শব্দমুনা তথা ॥ ৪৮ ॥

যোগতঃ ॥ ৪১ ॥ তীর্থে ইতি । প্রতিতীর্থং কৃতমানঃ 'সন্ উত্তমং তপশ্চচার আচরিত-  
বান্ ॥ ৪২ ॥ ইদানীং স্ততঃ ব্যাসস্ত জন্মনা সহ দ্বৈপায়ননামঃ কারণাদিবিবরণমুপসংহৃত্য  
বেদবাস্তবকারণমাহ চকারেতি ।) বেদবিস্তারো বিভাগপূর্বকো বিস্তারস্তত্র কারণাদ্যাসনামা-  
ভবন্ । তদুক্তং স্ততসংহিতায়াম্ । ব্যাসবেদতয়া ব্যাস ইতি লোকে শ্রুতো মুনিরिति ॥ ৪৩ ॥)  
(শিষ্যানিতি । ঋকসামাদিনামভিঃ প্রত্যেকং বিভাগং কৃষ্ণা বেদান্ পৈলজৈমিনিবৈশম্পা-  
য়নাদীন শিষ্যান্ অধ্যাপয়ামাস । বিভাগকরণাং পূর্বং হি এক এবাসীৎ বেদঃ । যদু-  
ক্তং ভাগবতে । "একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাক্যময়ঃ । একো নারায়ণো দেব একোহগ্নির্বর্ণ-  
এব চ ॥" ৪৪—৪৫ ॥

উৎপত্তিনামনিকৃৎকারণতাদিকং বর্ণয়িত্বেনানীং তত্রোৎপত্ত্যাদৌ অসম্ভাবনীয়ত্বং মহা  
সংশয়ো ন কর্তব্যঃ । যতো দেবমুনিপ্রভৃতীনাং মহতাং জন্মকন্দাদিষু কিমপ্যসম্ভাব্যত্বং নেতি

হইলেন । এইরূপে দ্বৈপায়ন, পরাশর হইতে সত্যবতীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কলিযুগ  
আগত দেখিয়া বেদবৃক্ষকে শাখাদি রূপে বিভাগ করিয়াছেন । এই বেদ বিভাগ করি-  
বার অন্তর্হি পরাশরপুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইরাছেন । পরে পুরাণ সংহিতা সকল এবং  
সর্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন । দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য অমন্ত,  
জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল, এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়া  
ছিলেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

স্ততঃ কহিলেন, ঋষিগণ ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র  
বেদবাসের শুভজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এই দ্বৈপায়নজন্মে কোনও  
লেশেহ করিবেন না ; কারণ, সহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনি জন্মের চরিত্র বিবরে গুণ সকলই

অনুধা তু মুনেশ্চিন্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ ।

• অনার্যাজুষ্ঠং ধর্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯ ॥

সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী ।

ঋত্বা পাপাচ্চ নিশ্চিন্তো নরো ভবতি সর্বশ্রম ॥ ৫০ ॥

য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি ঋতিমান্নরঃ ।

ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্থখী ভবতি সর্বদা ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

ব্যাসোৎপত্তিনাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২ ॥

সন্দেহং নিরাচিকীর্ষু রৈতচ্ছ্রুতমিত্যারভ্য পঞ্চভিরূপসংহরন্নাহ নৃত এতচ্চেতি ॥ ৪৬—৫০ ॥  
এতাবতা গ্রন্থেন সত্যবতী পরাশরস্ত্র্য বিবাহিতা স্ত্রী ন ইতুক্তম্ । অতএব সা শস্ত্রজনা বিবাহিতেন ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ । নচ মহতামুৎপত্তিচরিতানিকং ঋত্বাহপরোধভয়াং সংশয়মাত্রং ত্যক্তব্যমিতি বাচ্যম্ । ভক্ত্যা শৃণুতাস্ত্র্য অশেষপাপরাশেরপি বিমুক্তিঃ শ্রাদেবেতি দর্শনাৎ তদেব ফলমুপপাদয়ন্নাহ য এতদ্বিতি ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭ ॥ দৈব কারণ বশতই মৎস্তগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমত পরাশরের সহিত তদনন্তর শাস্ত্রজ্ঞরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল । অতথা, তানূশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে ? আর, কি জন্মই বা পরাশর ধর্মজ্ঞ হইয়া একরূপ অনার্য্যসেবিত কার্য্য করিবেন ? ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ-সম্বন্ধটি বলিয়া জানিবেন । ঋতিযুগল বিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না বরং চিরকাল স্থখী হইতে পারে ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

বেদব্যাসের জন্ম বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥\* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক একপঞ্চাশৎ শ্লোক ।



## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

উৎপত্তিস্তু স্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্থামিততেজসঃ ।  
 সত্যবত্যান্তথা সূত ! বিস্তরেণ স্বয়াহনঘ ! ॥ ১ ॥  
 তথাপ্যেকস্ত সন্দেহশ্চিত্তেহস্মাকং স্মসংশ্রিতঃ ।  
 ন নিবর্ততি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন স্বয়াহনঘ !\* ॥ ২ ॥  
 মাতা ব্যাসস্থ যা প্রোক্তা নান্না সত্যবতী শুভা ।  
 সা কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শস্ত্রনুং ধর্মবিস্তমম্ ॥ ৩ ॥  
 নিষাদপুত্রীং স কথং বৃতবান্নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।  
 ধর্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংব্রতাম্ ॥ ৪ ॥  
 শস্ত্রনোঃ প্রথমা পত্নী কা হভূৎ কথয়াহুনা ।  
 ভীষ্মঃ পুত্রোহথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ ॥ ৫ ॥  
 স্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত ! রাজা চিত্রাঙ্গনঃ কৃতঃ ।  
 সত্যবত্যাঃ সূতো বীরো ভীষ্মেণামিততেজসা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকোনবষ্ট্রৈকৈঃ শস্ত্রমুনা তথা ।

সত্যবতা বিবাহস্ত গঙ্গারাক্ষ্যোপবর্ণ্যতে ॥

যদ্যপি সত্যবতী পরাশুরপত্নী নাস্তি ততশ্চ সা শস্ত্রমুনা বৃত্তেতি যুদ্ধমেষ তথাপি নিষাদ-  
 পুত্রী সা কথং রাজা বৃত্তেতি শঙ্ক্যবশিষ্টেবেতি মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি উৎপত্তিঞ্চিতি ॥ ১—৪ ॥ প্রথমা  
 পত্নী কা শস্ত্রনোরভূদিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ । যত্নাং ভীষ্ম উৎপন্নঃ স ভীষ্মো বসোরংশঃ কথমিতি  
 তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫ ॥ ( স্বয়া প্রোক্তমিতি । হে সূত ! পুরা ইতঃ প্রাক্ স্বয়া অমিততেজসা

ঋষিগণ কহিলেন, হে পুণ্যায়ন সূত ! তুমি আমাদের নিকট অমিততেজা ব্যাস-  
 দেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিলে সত্য ; তথাপি একটা সন্দেহ আমা-  
 দিগের চিত্তে গাঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিতেছে । হে ধর্মজ্ঞ ! ‘তুমি এত বলিলেও তাহা  
 নিবৃত্ত হইতেছে না ॥ ১—২ ॥ সূত ! ব্যাসদেবের মাতা, ঐহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্তন  
 করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্মবিস্তম শাস্ত্রমুরাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আর কি লজ্জাই বা  
 সেই ধার্মিকপ্রবর নৃপতি পুরুবংশসম্বৃত্ত হইয়া কুলবিহীন-বিবাহের অযোগ্য সেই ধীর  
 কন্তাকে পত্নীহে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥ সূত ! এক্ষণে বল শাস্ত্রমুর প্রথম পত্নী কে  
 ছিল, যাহাতে ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষত সেই মেধাবী ভীষ্মতেই বা কিরূপে

\* পরীদ্রুহ্যতি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন তবাহুনা । ইতি বা পাঠঃ ।

চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তদমুজস্তথা ।

বিচিত্রবীর্যানাংহসৌ সত্যবত্যাঃ সূতো নৃপঃ ॥ ৭ ॥

জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূৰ্ব্বং ধৰ্ম্মিষ্ঠে রূপবতাপি ।

কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা ॥ ৮ ॥

মূতে বিচিত্রবীর্যে তু সত্যবত্যাতিদুঃখিতা ।

বধুভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্ ॥ ৯ ॥

কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্ণিনী ।

ন কৃতস্ত কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অধৰ্ম্মস্ত কৃতঃ কস্মাদ্ব্যাসেনামিততেজসা ।

জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভাৰ্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি ॥ ১১ ॥

পুরাণকর্তা ধৰ্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।

সেবনং পরদারাণাং ভ্রাতৃশৈচব বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥

জুগুপ্সিতমিদং কৰ্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।

শিষ্টাচারঃ কথং সূত ! বেদানুমিতিকারকঃ ॥ ১৩ ॥

ভীষ্মেণ সত্যবত্যাঃ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদো রাজা কৃতঃ রাজ্যে অসৌ প্রতিষ্ঠাপিতঃ তথা তস্মিন্ বীরে চিত্রাঙ্গদে নিহতে সতি তদমুজঃ চিত্রাঙ্গদকনিষ্ঠঃ বিচিত্রবীর্যানাং সত্যবত্যা অবরঃ সূতঃ নৃপঃ কৃত ইতি প্রোক্তঃ । ইতি দ্বাভ্যামধ্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥ জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে সতাপি কনিষ্ঠঃ কথং রাজ্যং প্রাপ্তবানিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৮ ॥ কুলীনানাং কুলে মূতে ভর্তৃকি বিচিত্রবীর্যো-  
হত্মাং পুরুষাষেদব্যাসাং কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মেণ বীর্যবতা কথং ন বিবাহঃ কৃত ইতি তন্মৈ রাজ্যাক্ষ মাত্রা কথং ন দত্তমিতি ষষ্ঠসপ্তমৌ প্রশ্নৌ ॥ ১০ ॥ ব্যাসোহপি ধৰ্ম্মাত্মা ভ্রাতৃর্কিচিত্রবীর্যস্ত ভাৰ্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতবানি-  
ত্যষ্টমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১১ ॥ ভ্রাতৃশৈচব দারাণামিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ শিষ্টাচারেণ হি প্রতিরমুদীয়তে ।

অষ্টবয়স্র অংশ আসিল ॥ ৫ ॥ সূত ! তুমি পূৰ্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীপুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে পর তদমুজ বিচিত্রবীর্যকে রাজা করিয়াছিলেন ॥ ৬—৭ ॥ রূপবান্ ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠেরা কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধৰ্ম্ম জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ এই বিচিত্রবীর্য মৃত হইলে পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি অল্প বেদব্যাস দ্বারা বধুদ্বয়ে গোলক পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ? কি জন্তই বা সেই বরবর্ণিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরপ্রগণ্য হইয়াও কি জন্ত বিবাহ করেন নাই ? ॥ ৯—১০ ॥ আর কি জনাই বা সেই অমিততেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভাৰ্য্যাবধে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া অধৰ্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ বেদব্যাস পুরাণকর্তা এবং ধৰ্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে

ব্যাগশিষ্যোহসি মেধাবিন্ । সন্দেহং ছেতুর্মহসি ।

শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈ ধর্মক্ষেত্রে কৃতকৃণাঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি শ্রুতঃ ।

সত্যবান্ ধর্মশীলশ্চ চক্রবর্তী নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥

অশ্বমেধসহশ্ৰেণ বাজপেয়শতেন চ ।

তোযয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥

একদা ব্রহ্মসদনং গতৌ রাজা মহাভিষঃ ।

হুৱাঃ সর্বৈ সমাজখুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্ ॥ ১৭ ॥

গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্\* ।

তত্ৰা বাসঃ সমুদ্রতং মারুতেন তরশ্বিনা ॥ ১৮ ॥

স কিং শিষ্টাচার এতাদৃশ ইতি নবমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৩ ॥ ( ভবৎকৃতহৃদয়প্রশ্নানামুত্তরবচনমানে মম কা শক্তিরিতি চেদত আহ ব্যাগশিষ্যোহসীতি । মেধাবিনিতি সমুদ্য। ব্যাগশিষ্যাত্বেহদি-  
কারঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

• প্রশ্নপ্রতিবচনদানপ্রবর্তনেন সূতেন রাজঃ শত্ৰুনোরুৎপত্তিকপাদিকমারভ্য বিবক্ষণা তৎপূর্বজন্মান্তরীয়বৃত্তান্তং বক্তু মারভাতে । যেহিসৌ লোকে শত্ৰুরিতি নাম্না বিস্তৃত আদীং স পূর্বস্মিন্ জন্মনি কোহিহুৎ স কিং কশিদ্বেবঃ আহোস্থিৎ মহর্ষিৱাসীৎ ? এবং চেৎ তর্হি কথং বাসৌ মহাব্যালোকে শত্ৰুরূপেণাবাতরদিতি ঋষীণাং সংশয়াপনোদনায় তথ্যং বিজিজ্ঞাপয়িমুঃ সূত ইক্ষাকুবংশভূপালচক্রবর্তিনো মহাভিষাখ্যমহারাজত প্রবৃতি-  
কথামব্রিত্য বক্তু মারভাতে ইক্ষাকুতি ॥ ১৫ ॥ তত্ৰ সার্কভোমনবপতেমহাভিষম্ ইন্দ্রলোক-  
ব্রহ্মলোকাদিষব্যাহতগতিশক্ত্যাধিক্রপমাহাষ্যাকারণং বর্ণয়িতুকাসুঃ আহ । অশ্বমেধসহস্র-  
পরক্রান্তে বিশেষত কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন ? ॥ ১২ ॥ তিনি বেদের বিজ্ঞাগকর্তা  
হইয়া কিরূপে এক্রপ নিম্নিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না । সূত ! যে শিষ্টাচারদর্শনে  
বেদের অনুমান হয় এটাও কি সেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইবে ? ॥ ১৩ ॥ সূত ! তুমি একে  
বেদব্যাসের শিষ্য তাহাতে আবার বুদ্ধিমান্ ; অতএব, তুমিই আমাদিগের সন্দেহ ছেদনে  
যোগ্য হইতেছ । আমরা সকলেই এই ধর্মক্ষেত্রে নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্ষমান  
থাকিয়াও তোমার বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি ॥ ১৪ ॥

সূত ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ পূর্বকালীয় ইক্ষাকুবংশসূত  
সত্যবাদী ধর্মশীল মহাভিষ নামে কোন চক্রবর্তী নৃপবর ছিলেন ॥ ১৫ ॥ এই মহামতি  
নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্রে নীতিপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গ  
লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ একদা এই মহাভিষ রাজা ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন ।

\* তত্র গঙ্গা সমায়াত। বীরপদার্থিণী তদা । নানাতৃষণসত্যাকৌতুকপার্থঃ প্রোদ্যতে: ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ ভটিং ইত্যতে ।

অধোমুখাঃ স্ত্রীয়াঃ সৰ্ব্বে ন বিলোটিক্যব তাং স্থিতাঃ ।

রাজা মহাভিষক্তাং তু নিঃশঙ্কঃ সমপশ্যত ॥

সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯ ॥

দৃষ্ট্বা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ ।

ব্রহ্মা চূকোপ তৌ তূর্ণং শশাপ চ রুমাস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

মর্ত্যালোকৈষু ভূপাল ! জন্ম প্রাপ্য পুনর্দিবম্ ।

পুণ্যেন মহতাবিক্তমবাপ্যসি সৰ্ব্বথা ॥ ২১ ॥

গঙ্গাং তণোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে ।

বিমনস্কৌ তু তৌ তূর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোহস্তিকাং ॥ ২২ ॥

স নৃপান্ চিন্তয়িত্বাথ ভূলোকে ধর্ম্মতৎপরান্ ।

প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুবংশজম্ ॥ ২৩ ॥

গেতি ॥ ১৬—১৭ ॥ গঙ্গেনিতি । তত্র ব্রহ্মলোকে মহানদী গঙ্গা বিভূঃ ব্রহ্মাণং সেবিতুং সংস্থিতা এতদ্বিন্ সময়ে তরঙ্গিনী বেগবতা মারুতেন বায়ুনা সহসা তস্তাঃ গঙ্গায়াঃ বাসঃ পরিহিতমধোবসনমুচ্ছুতং উচ্চালিতং উৎসারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ অধোমুখা ইতি । সৰ্ব্বে স্ত্রীয়াঃ দেবাঃ তাং গঙ্গাং তাদৃগবস্থাং বায়ুৎসারিতবসনামিত্যর্থঃ অবিলোটিক্যব অধোমুখাঃ সন্তঃ স্থিতাঃ । রাজা মহাভিষক্ত শঙ্কশূন্তঃ সন্ সমপশ্যত সপ্রেমকটাক্ষেণেতি ভাবঃ । অপশ্যতে-তাদ্ব্যনে পদমার্বম্ । সা গঙ্গাপি তং মহাভিষং প্রেমসংযুক্তং জ্ঞাতবতী প্রেমচক্ষুবা দৃষ্টবতী-ত্যাং ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং জ্ঞাতমিত্যাহদৃষ্টেতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ প্রেমসংযুক্তৌ ব্রহ্মলোকমধোহপি নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ চ দৃষ্টৌ বিজ্ঞায়েত্যাং ব্রহ্মা চূকোপ ততঃ ক্রোধাক্রান্তঃ সন্ তৌ প্রতি শশাপ ॥ ২০ ॥ পুণ্যেনেতি । মহতা পুণ্যেন আবিষ্টঃ স্বম্ হে ভূপাল ! পুনর্দিবমাপ্যসীতি চ বোধ্যম্ ॥ ২১ ॥ গঙ্গামিতি । তথা রাজ্ঞে অভিলাষং প্রদায় ব্রহ্মা পিতামহঃ নৃপে মহাভিষে গঙ্গাং প্রেমবতীং বীক্ষ্য স্বমপি অন্ত মর্ত্যালোকগতন্তেতি ভাবঃ ভার্গ্যা ভবিষ্যদীত্বাক্তবান্ । বিমনস্বাবিতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ তু বজ্রপাতবদাভিসম্পাতবাণী-

অনন্তর, সমস্ত দেবগণ প্রজাপতিসংসেবার জন্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

মহানদী গঙ্গাও বিভূ ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্ত সেই স্থানে আসিলেন । অনন্তর, বেগবান্

বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র উৎসারিত হইল ॥ ১৮ ॥ দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন ;

কিন্তু, সেই মহাভির রাজা তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও

রাজাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া আনিতে পারিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত

এবং কন্দর্পাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতিশয় দোষাধিত

হইয়া তৎক্ষণাৎ শাপক্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন নৃপতে ! তুমি এক্ষণে মর্ত্যালোকে

যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পুনর্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে । গঙ্গে !

তুমিও যখন রাজ্যের প্রতি প্রেরিণী হইরাছ তখন তুমি এই রাজার ভার্গ্যা হইবে । অনন্তর

ব্রহ্মশাপে ধ্বংসিতচিত্ত সেই গঙ্গাদেবী ও মহাভিষ নৃপতি শীঘ্র ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত

এতস্মিন্ সময়ে চাকৌ বসবঃ শ্রীসমম্বিতাঃ ।

বশিষ্ঠস্তাশ্রমং প্রাপ্তা রমমাগা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥

পৃথ্বীনাং বসুনাঞ্চ মধ্যে কোহপি বসুন্তমঃ ।

দ্যৌর্নামা তস্তা ভাৰ্য্যাথ নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্ট্বা পতিং সা পপ্রচ্ছ কশ্চয়ং ধেনুরুত্তমা ।

দ্যৌস্তানাহ বশিষ্ঠস্ত গোৱিয়ং শৃণু হৃন্দরি ! ॥ ২৬ ॥

হৃদ্ধমস্তাঃ পিবেদ্যস্ত নারী বা পুরুষোহথবা ।

অযুতায়ুর্ভবেন্ন নং সদৈবাগত্যৌবনঃ ॥ ২৭ ॥

তচ্ছ হা হৃন্দরী প্রাহ মর্ত্যালোকেহস্তি মে সখী ।

উদীনরস্ত রাজর্ষেঃ পুত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮ ॥

তস্তা হেতোর্মহাভাগ ! সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্ ।

আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠং\* নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯ ॥

মাকর্ণা বিমনকৌ সন্তৌ ভূগং সবেগং অবিলম্বেনেত্যর্থঃ । বুদ্ধগং অস্তিক্যং সমীপাৎ নিঃসৃত্য-  
বিভাষয়ঃ ॥ ২২ ॥ প্রতীপমিতি । প্রতীপরাজ্যাদরে জন্ম গ্রাহমিতি চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইখং মহাভিষক্ত রাজ্ঞঃ শস্ত্রহরুপেণাবতরণমুক্তা গন্ধাধা অবতরণপ্রকারং তস্তা উদরে  
বহুনাগবতারণ্যকাহ এতস্মিন্ সময়ে ইতি । ( বশিষ্ঠেতি । তে বসবঃ যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা  
বশিষ্ঠস্ত সপ্তর্ষীগমস্ততমস্ত বুদ্ধর্ষেপ্রশ্রমং প্রাপ্তাঃ ॥ ২৪ ॥ অথ কিং জাতং তদাহ অথ অনন্তরং  
তেষাং পৃথ্বীনাং বহুনাং মধ্যে দ্যৌরিতি নাম্না বিপ্রভঃ বহুৱতি তস্তা ভাৰ্য্যা নন্দিনীঃ  
নন্দিনীনারীঃ সুরভীকৃত্যাঃ বশিষ্ঠপালিতাঃ কামধেনুসিতার্থঃ দদর্শ ॥ ২৫—২৬ ॥ হৃদ্ধমিতি ।  
বহু পুরুষঃ যা কাচিৎ নারী বা অন্তাঃ কামধেনোঃ হৃদ্ধং পিবেৎ সঃ পুরুষঃ সা নারী বা  
অযুতায়ুর্ভবেৎ । ন জরাং প্রাপ্য জীবৎ কিন্তু চিরযৌবনেনৈব অশেষবিধবহুস্বপ্নমুভবন্  
অমুভবন্তী বা দশসহস্রবর্ষং জীবেদিতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ উদীনরস্তেতি । রাজর্ষেকুদীনরস্ত  
পরমশোভনা পরমকল্যাণরূপিণী যম সখী অন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ তস্তা ইতি । তস্তাঃ

হইলেন ॥ ২১—২২ ॥ পরে সেই রাজা মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ জন্য ধর্মতৎপর নৃপগণকে  
চিন্তা করিয়া পুরুবংশ প্রতীপ নৃপকে পিতৃষে স্থির করিলেন ॥ ২৩ ॥

ধ্বিগণ ! এই সময় অষ্টবহু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈববোণে জীড়া করিতে  
করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর এই পৃথ্বাদি বহুমধ্যে  
দ্যৌর্নামা কোন বহুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের কামধেনুকে দর্শন করিল এবং  
দেখিবামাত্র এই সর্গলক্ষণাধিত ধেনুটী কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল।  
দ্যৌর্নামা বহু পত্নীবাচ্য প্রবণ করিয়া বলিল। হৃন্দরি ! এটি বশিষ্ঠের ধেনু ইহার হৃদ্ধ পান  
করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অমৃতবর্ষ পরমায়ু এবং চিরকাল যৌবন লাভে  
সমর্থ হয় ॥ ২৫—২৭ ॥ হৃন্দরী বহুপত্নী এই কথা প্রবণ করিয়া বলিল; হে মহাভাগ ! রাজর্ষি

যাবদ্ধস্যোঃ পয়ঃ পীত্বা সখী মম সদৈব হি ।  
 মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিবর্জিতা ॥ ৩০ ॥  
 তচ্ছ হ্য বচনং তস্তা দ্যৌর্জহার চ নন্দিনীম্ ।  
 অবমন্য মুনিং দাস্তং পৃথুদৈঃ সহিতৌহনবঃ ॥ ৩১ ॥  
 হতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্ত মহাতপাঃ ।  
 আজগামাশ্রমপদং ফলান্যাদায়ু সত্বরঃ ॥ ৩২ ॥  
 নাপশ্যৎ স যদা ধেমুং সবৎসাং শ্রাশ্রমে মুনিঃ ।  
 মৃগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষুপি ॥ ৩৩ ॥  
 নাসাদিতা যদা ধেমুশ্চকু কোপাতিশয়ং মুনিঃ ।  
 বারুণিশ্চাপি বিজ্ঞায় ধ্যানেন বহুভিহৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বহুভির্মে হতা ধেমূর্যস্মান্মাবমম্ম বৈ ।  
 তস্মাৎ সর্বৈ জনিয্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যা হেতোঃ । মহাত্ম্যগেতি সযোধনেন ভর্তারমুৎসাহরজ্যাহ । সবৎসাং বৎসসম্বিতাং  
 শুভাং মঙ্গলাগয়াং অতঃ কামদাং সর্বকামনাপুরণকারিণীং পরশ্বিনীং নিত্যাকীরবতীং  
 আনয়ন্ত ॥ ২৯ ॥ আনয়নে কার্ণমাহ মানুষেষুতি । একা দ্বিতীয়রহিতা সতীত্বার্থঃ  
 মানুষেষু মনুষ্যালোকেষু জরা বান্ধক্যং রোগঃ শরীরধ্বংসকারিবিষাদিসমূহঃ তাভ্যাং বিব-  
 র্জিতা ভবেদিত্যাশয়া হি ভবান্ যাচিতো ময়েতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অবমন্তেতি । দাস্তং  
 জিতেস্ত্রিয়ং মুনিং মননশীলং বশিষ্ঠমিত্যর্থঃ অবমন্ত অবজ্ঞায় জহ্নুরেতি ॥ ৩১—৩২ ॥  
 নাপশ্যদিতি । যদা ধেমুং ন অপশ্যৎ তদা মৃগয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ বরুণস্তাপত্যং  
 পুমান্ বারুণির্গর্গশিষ্ঠঃ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং মহদতিক্রমফলং প্রদর্শয়মাহ স্ততঃ । বহুভিরিতি ।

উণীনরের কথা আমার প্রিয়সখী তিনি মর্ত্যালোকে আছেন, তাঁহার জন্ত এই কামনাপ্রদা-  
 রিণী হিতকারিণী পরশ্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮—২৯ ॥  
 তাহা হইলে আমার সখী ইহার ছদ্ম পান করত জরারোগবর্জিত হইয়া মনুষ্যালোকে  
 অদ্বিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০ ॥ সেই দোনায়া বহু নিষ্পাপ হইলেও পত্নীর এই  
 কথা শ্রবণ করিয়া জিতেস্ত্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথুদি বহুগণের সহিত নন্দি-  
 নীকে অপহরণ করিল ॥ ৩১, ৩২ ॥ এইরূপে নন্দিনী অপহৃত হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ ফলাদি  
 সংগ্রহ পূর্বক সপ্তর্ষী আশ্রমে আসিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি যখন  
 আশ্রম মধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বরমধ্যে  
 অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পরে, যখন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না  
 তখন অতিশয় কোপাধিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বহুবর্জক হত হইয়াছে ইহা জানিতে  
 পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, “যে হেতু বহুগণ আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে অপ-  
 হরণ করিয়াছে এজন্য তাহারা সকলে নিশ্চরই মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করিবে” বর্ষায়া বশিষ্ঠ

এবং শশাপ ধর্মাত্মা বসুস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্ ।

শ্রদ্ধা বিমনসঃ সর্কে প্রযযুর্হুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬ ॥

শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্তু ঋষিঃ তমুপচক্রমুঃ ।

প্রসাদয়ন্তুস্তমুষিঃ বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মুনিস্তানাহ ধর্মাত্মা বসুন্দীনান্ পুরঃস্থিতান্ ।

অনুসংবৎসরং সর্কে শাপমোক্ষম্বাপস্যথ ॥ ৩৮ ॥

যেনেয়ং বিহুতা ধেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা ।

তস্মাদ্দ্যৌর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিষরাম্ ।

উচুস্তাং প্রণতাঃ সর্কে শপ্তাঃ চিন্তাতুরাঃ নদীম্ ॥ ৪০ ॥

ভবিষ্যামো বয়ং দেবি ! কথং দেবাঃ স্খাশনাঃ ।

মানুষাণাঞ্চ জঠরে চিন্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১ ॥

যত্নাচ্ছতান্ধাং মানুষেবু সর্কে জনিষ্যন্তীত্যেবং শশাপেত্যবয়ঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ শপ্তা ইতি । বয়ং শপ্তাঃ স্মেতি জানন্তুঃ তমেব ঋষিঃ উপচক্রমুঃ তদন্তিকং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ । প্রসাদয়ন্তুস্তমুপ- রন্তুঃ প্রণয়ঃ কুর্যাণা ইত্যর্থঃ শরণং-গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ তৈঃ প্রসাদিতঃ সন্ মুনিস্তান্ পুরঃ- স্থিতান্ সমুপস্থান্ দীনান্ প্রত্যাহেত্যবয়ঃ ।) অনুসংবৎসরমিতি । যুস্মাকং জন্মনো যঃ সৎসংসরন্তঃপূর্বে পশ্চাদিত্যর্থঃ । জন্মসংবৎসরমধ্যে এব জন্মমরণে ভবিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (ইদানীং ধেনুহারিণো বসোস্ত্ব দণ্ডাধিক্যং সূচয়ঙ্গাহ ভগবান্ বিশিষ্টঃ যেনেতি যস্মাৎ ভার্গ্যা- প্রোদোতিতো দ্যৌর্নাম বহুঃ মম নন্দিনী কৃতবান্ তস্মাৎ মানুষে দেহে দীর্ঘকালং যাবৎ বসিষ্যন্তীত্যবয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

উচুরিতি । নদীং গঙ্গাং শপ্তাং ব্রহ্মণেতি শেবঃ । অতএব চিন্তাতুরাম্ । তে বসবঃ প্রণতাঃ সন্ত উচুঃ ॥ ৪০ ॥ ভবিষ্যাম ইতি । হে দেবি গঙ্গে ! বয়ং অমৃতশনাঃ সন্তঃ কথং মানুষাণাং

সেই বহুগণকে এইরূপে শাপপ্রদান করিলে, বহুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও দুঃখিত হইয়া প্রথমত আশ্রমে বাইরা উপস্থিত হইল ॥ ৩৬—৩৭ ॥ পরে, অতিশয় হইয়াছি ইহা স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে বাইরা উপস্থিত হইল এবং তাঁহার শ্রবণকৃত শরণাগত হইল ॥ ৩৭ ॥ বিশিষ্ট সমুপস্থ বহুদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, বহুগণ ! তোমরা সকলেই এক বৎসর মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু, স্যোনন্দিনী বহু আমার অতি বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল অমুখ্যলোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঋষিগণ ! বহু সকল এইরূপে অতিশয় হইয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্তা চিন্তাতুরা সরিষরা গঙ্গাকে পশিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৪০ ॥ হে দেবি ! আমরা অমৃতানী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্যজঠরে জন্মগ্রহণ করিব ইহাই আমাদের

তস্মাৎ মানুষী ভূত্বা জনসাম্মান্ সরিষরে ।।  
 শস্ত্রঘূর্ণান রাজর্ষিস্তস্য ভাৰ্য্যা ভবানঘে ।। ৪২ ॥  
 জাতান্ জাতান্ জলে চান্মান্ নিক্শিপস্ব স্তরাপগে ।।  
 এবং শাপবিনিমোক্কো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তথেষুত্কাশ্চ তে সর্কে জগ্মু লোকং স্বকং পুনঃ ।  
 গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিন্ত্যমানা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য স্ততস্তদা ।  
 শস্ত্রঘূর্ণান রাজর্ষিধর্ম্মান্না সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রতীপস্ত স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তদা চ সলিলান্তস্মান্নিঃস্রতা বরবর্ণিনী ।  
 দক্ষিণং শালসঙ্কাশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭ ॥  
 অক্লে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহু মা পৃষ্ঠ্য কিং বরাননে ।।  
 মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিমর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮ ॥

জঠরে ভবিষ্যাম ইতীযং নোহস্মাকং মহতী চিন্তা জাতেতি পরেণাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ হে অনবে !  
 পরমপবিত্রে ! পূর্ষ্মানি যঃ ইক্ষাকুবংশীয়ঃ মহাভিষনামা সার্কভোগনরপতিরাসীৎ স  
 ইদানীং ব্রহ্মণাভিশপ্তঃ সন্ মানুষ্যে লোকে আয়ানমবতারয়ন্ শস্ত্রঘূর্ণা জনিয়াতি ত্বং তস্ত  
 রাজর্ষেভাৰ্য্যা ভব ॥ ৪২ ॥ তেন কিমিতি চেত্তত্রাহ । জাতান্ জাতান্ অন্মান্ জলে তদীষপবিত্র-  
 সলিলে নিক্শিপস্ব এবমহুষ্ঠিতে সতীত্যাঃ শাপনিমোক্কো ভবিতা অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৪৩ ॥  
 তথেষু । গঙ্গয়া চ তথাস্ত ইতুকাঃ তে সর্কে স্বকং লোকং জগ্মুর্গতবন্তঃ । গঙ্গাপি পুনঃ পুন-  
 বায়না চিন্ত্যমানা নির্গতা ॥ ৪৪ ॥

মহাভিষ ইতি । নৃপো মহাভিষস্ত তদা কুরুবংশস্ত রাজঃ প্রতীপস্ত স্তুতো জাতঃ সন্  
 শস্ত্রঘূর্ণান শস্ত্রঘুরিতি নাম্না বিশ্বেতোহভবদ্বিতি ॥ ৪৫ ॥ প্রতীপস্থিতি । যদা স্তুতিং চক্রে তদে-  
 ত্যাঃ । বরবর্ণিনী বরাধিনী গঙ্গা ॥ ৪৬—৪৭ ॥ দক্ষিণে শুভে ইতি । ইদং কথ্যায়ঃ স্থানঃ

বলবতী চিন্তা ॥ ৪১ ॥ অতএব হে অনবে গঙ্গে ! আপনি মনুষ্যরূপিণী ও রাজর্ষি শাস্ত্রঘূর্ণ  
 গঙ্গী হইয়া আমাদিগকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২ ॥ গঙ্গে ! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি  
 আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন । তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে এবিষয়ে  
 কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ গঙ্গাদেবী তাহাই হইবে এইরূপ বলিলে পর বহুগুণ পুনর্জার  
 নিজলোকে গমন করিলেন । গঙ্গাও পুনঃপুন চিন্তা করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই সময় সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মান্না রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শাস্ত্রঘূর্ণ নামে প্রতীপরাজের  
 পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ একদা প্রতীপরাজা অমিততেজা সূর্য্যের স্তব  
 করিতেছেন এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনীরূপধারণ করত সলিলমধ্য হইতে উথিত হইয়া



সা তমাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম ! ।  
 স্থিতান্মিহ কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তামবোচদধো রাজা রূপযৌবনশালিনীম্ ।  
 নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্গচ্ছ্যং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০ ॥  
 স্থিতা দক্ষিণমূৰুং মে ত্রমাল্লিষ্য চ ভামিনি ! ।  
 অপত্যানাং স্নুযাণাঞ্চ স্থানং বিদ্ধি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫১ ॥  
 স্নুযা মে ভব কল্যাণি ! জাতে পুত্রেহতিবাঙ্জিতে ।  
 ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যাম্ সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥  
 তথৈতুক্তা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা ।  
 রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিস্তয়ংস্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

কামাতুরা স্বং কথমাশ্রিতবতাসীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ৬ সা তমিতি । সা গঙ্গা বরারোহা নিতম্বিনী-  
 ত্যর্থঃ । তং প্রতীপমাহ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যদর্থমহং অঙ্কে ক্রোড়ে স্থিতান্মি তং শৃণু ইতি  
 শেষঃ । কাময়ানাং মাং ভজস্বত্যর্থঃ । কামঃ কন্দর্পঃ যানং যন্তাঃ তাং তাদৃশীমিত্যর্থঃ  
 কাময়মানাং বা ॥ ৪৯ ॥ তামবোচদিতি । অগো গঙ্গাবাক্যং শ্রদ্ধেভ্যঃ । রূপেণ যৌবনে চ  
 শালতে শোভতে ইতি । বরবর্ণিনীং সুন্দরামপি অহং কাম্যং কামবশাৎ পরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছ-  
 যম্ ॥ ৫০ ॥ স্থিতীতি । হে ভামিনি ! যতঃ মে দক্ষিণমূৰ্দ্ধদেশং আল্লিষ্য আল্লিষ্য স্থিতা অতঃ-  
 সঙ্গমে মমাধিকারে নাস্তীতি ভাবঃ । দক্ষিণোক্তদেশস্ত স্নুযাণামপত্যানাঞ্চ স্থানমিতি জ্ঞানীহি  
 অবধারণয়তি যাবৎ ॥ ৫১ ॥ স্নুযেতি । হে কল্যাণি ! দক্ষিণোৎসঙ্গাশ্লেষতয়া স্বং মে স্নুযা ভব ।  
 কুতস্তে পুত্র ইতি চেত্তদ্রাহ জাতে পুত্রে ইতি । জনিষ্যামগস্ত পুত্রস্ত ভাব্যা ভবিষ্যসীতি  
 তাৎপর্যার্থঃ । তত্র সম্ভাবনা কেতি শঙ্কাঃ নিরস্তাহ তব পুণ্যাদিতি ॥ ৫২ ॥ তথৈতুক্তেতি ।

তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর, প্রতীপ  
 রাজর্ষি অঙ্কে উপবিষ্ট। সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, হে স্নুযি ! তুমি কিজন্য আমাকে  
 জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে ॥ ৪৮ ॥ ইহা শ্রবণ  
 করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিল, হে রাজসত্তম ! আমি যে জন্য আপনার অঙ্কে  
 উপবেশন করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে কামনা করি,  
 অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯ ॥ প্রতীপরাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপ-  
 যৌবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি ! আমি ত কখনও কামবশে  
 পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০ ॥ আর দেখ তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশে আশ্রয় করিয়াছ । হে  
 শুচিস্মিতে ! এই স্থানটিকে কন্যা, পুত্র এবং বর্ধদিগের স্থান বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥  
 অতএব, হে কল্যাণি ! আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবৎ  
 হও ইহাই প্রার্থনা । আর তাহা হইলে তোমার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে

ততঃ কালেন কিমতা জাতে পুত্রে বয়স্বিনি ।  
 বনং জিগমিষু রাজা পুত্রং বৃত্তাস্তমুচিবান্ ॥ ৫৪ ॥  
 বৃত্তাস্তং কথয়িষ্বা তু পুনরুচে নিজং স্ততম্ ॥ ৫৫ ॥  
 যদি প্রয়াতি সা বালা স্বাং বনে চারুহাসিনী ।  
 কাময়ানা বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ন প্রফব্য্য ত্বয়া কাসি মন্নিষোগামরাধিপ ! ।  
 ধর্মপত্নীঞ্চ তাং কুত্বা ভবিতা স্বং স্তখী কিল ॥ ৫৭ ॥  
 .সূত উবাচ ।

এবং সন্দিগ্ধ তং পুত্রং স্ফুপতিঃ প্রীতমানসঃ ।  
 দত্তা রাজ্যশ্রিয়ং সর্বাং বনং রাজা বিবেশ হ ॥ ৫৮ ॥  
 তত্রাপি চ তপস্তপ্তা সমারাদ্য পরাশ্রিকাম্ ।  
 জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্তা স্বতেজসা ॥ ৫৯ ॥

সা কাসিনী গঙ্গা তথা ভবতু ইত্যাঙ্ক। গত। জগাম। দিবি তবং দিবাং অলৌকিকং দর্শনং  
 যন্তাঃ। দিব্যে দেবেষেব দর্শনং যন্তা ইতি বা ॥ ৫৩ ॥ )

বয়স্বিনি তরুণে ॥ ৫৪ ॥ বৃত্তাস্তং কাচিং স্ত্রী সমাগত্য মম দক্ষিণোরৌ স্থিতা। কামাতুরাং  
 তাং সমীক্ষ্য ময়া নির্ভংসিতা সা পুনঃ প্রার্থিতবতী ময়া প্রোক্তা মম ভবিষ্যতঃ স্ততস্ত  
 পত্নী ভবেতি। সা তদুপশ্রুত্যা গতেতি ॥ ৫৫ ॥ ভজেথা ইতি। মম সত্যবাক্যপালনার্থ-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৫২ ॥ সেই দিব্যান্ধমা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ।  
 প্রতীপ নৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন  
 প্রতীপ নৃপতি বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পূর্ববৃত্তান্ত সমস্তই  
 আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, যদি সেই চারুহাসিনী  
 কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে তবে তুমি সেই  
 বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আমার সত্য বাক্য রক্ষার জন্ত ‘তুমি কে’ ইত্যাদি  
 কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে। পুত্র! আমি বলিতেছি তুমি তাহাকে  
 ধর্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই স্ত্রী হইবে ॥ ৫৪—৫৭ ॥

স্বত কহিলেন, ঋষিগণ! প্রতীপনৃপতি, এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে  
 তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যলক্ষী প্রদান করিয়া তপস্তা জন্য বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অমন্তর  
 কিছুকাল সেই বনে ব্রাহ্মপিতৃ জগদহার আরাধনার নিযুক্ত থাকিয়া ষোড়শ তপস্তা

রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শস্ত্রমুঃ সার্বভৌমিকম্ ।

প্রজা বৈ পালয়ামাস ধর্মদণ্ডে মহীপতিঃ ॥ ৬০ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
গঙ্গামহাভিষবৎসনাং শাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পর্য্যটিকাং সাম্যাবস্থাম্যোপাধিকবৃদ্ধরূপিণীম্ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করত নিজ বোগপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে মহা-  
প্রতাপশালী শাস্ত্রম্ সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মাহসারে প্রজাপাণিনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

অষ্টাদশসহস্রলোকান্তর মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

গঙ্গা মহাভিষ নৃপতি এবং বসুগণের শাপবৃত্তান্ত কথন-

বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রতীপেহথ দিবং যাতে শস্ত্রনুঃ সত্যবিক্রমঃ ।  
বভূব যুগয়াশীলো নিম্নন্ ব্যাত্ৰান্ যুগাম্পৃপঃ ॥ ১ ॥  
সু কদাচিহ্নেন ঘোরে গঙ্গাতীরে চরম্পৃপঃ ।  
দদর্শ যুগশাবাকীং স্তন্দরীং চারুভূষণাম্ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্ময়ং পিত্রোক্তেয়ং বরাননা ।  
রূপযৌবনসম্পন্না সাক্ষাৎক্ষীরিবাপরা ॥ ৩ ॥  
পিবন্মুখান্মুজং তস্তা ন তৃপ্তিমগমম্পৃপঃ ।  
হৃষ্টরৌমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪ ॥  
মহাভিষং সাপি মত্বা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।  
কিঞ্চিন্দস্মিতং কৃত্বা তস্মাবগ্রে নৃপস্ত চ ॥ ৫ ॥  
বীক্ষ্য তামসিতাপাক্ষীং রাজা প্রীতমনা ভূশম্ ।  
উবাচ মধুরং বাক্যং সাস্তুয়ন্ শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ৬ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্গঙ্গয়া সহ শস্ত্রনোঃ ।

বিবাহঃ কথ্যতে তত্র যথানাং জন্ম চোচ্যতে ॥

প্রতীপস্ত ভগবতীপ্রসাদাচ্ছতমপদপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃদ্ধাস্তমাহ প্রতীপেহথেন্তি ॥ ১—২ ॥  
মগ্নো মমচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ব্যাপ্তচিত্তস্ততাং মমচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাভিষুগিমিতি । তস্তা

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলে বিক্রমশালী  
শাস্ত্রমুদ্রপতি ব্যাত্ৰ প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় যুগয়াশীল হইলেন ॥ ১ ॥  
একদা তিনি বিজ্ঞনবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারুভূষণা যুগ-  
লোচনা স্তন্দরী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে  
আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন  
এই রূপযৌবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চারুবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩ ॥ সেই  
পুণ্যশালী শাস্ত্রমুদ্রপতি তাহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না তিনি তাহাতে  
আসক্তচিত্ত হইয়া লোমাক্রান্ত কলেবর হইলেন ॥ ৪ ॥ এদিকে সেই কামিনীরূপিণী গঙ্গা  
তাহাকে শাপদ্রষ্টৃ মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহাতে অগ্নিনি হইলেন এবং  
ঈষৎ হাস্য করত তাহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ রাজা শাস্ত্রমু সেই চারু-

দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু ! মানুস্বী বা বরাননে ! ।  
 গন্ধর্বী বাধ যক্ষী বা নাগকন্যাঙ্গরাপি বা ॥ ৭ ॥  
 যাসি কাসি বরারোহে ! ভার্য্যা মে ভব সুন্দরি ! ।  
 প্রেমযুক্তশ্মিতৈব ত্বং ধর্মপত্নী ভবাদ্য মে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ ।

রাজা তাং নাভিজানাতি গঙ্গৈয়মিতি নিশ্চিতম্ ।  
 মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী ॥ ৯ ॥  
 পূর্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ্রদ্ধা বাচং নৃপস্য তাম্ ।  
 উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূর্বমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

জ্যুবাচ ।

জানামি ত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রতীপতনয়ং শুভম্ ।  
 কা ন বাঙ্কতি চার্ব্বঙ্গী ভাবিত্বাং সদৃশং পতিম্ ॥ ১১ ॥  
 বাগ্বন্ধেন নৃপশ্রেষ্ঠ ! চরিস্যামি পতিং কিল ।  
 শৃণু মে সময়ং রাজন্ ! ব্রণোমি ত্বাং নৃপোত্তম ! ॥ ১২ ॥

দেবতাদিবিজ্ঞানেনায়াং বুদ্ধগভায়াং দৃষ্টো মহাভিষরাজা ভবতীতি ॥ ৫—৮ ॥ রাজা তাং নাভিজানাতি । দিব্যজানাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥ ভাবিত্বাদিতি । জীজ্ঞাতেরবশ্যং পতিরপেক্ষিত এবতি হেতোর্ধো বা কো বাহপি পতিরপেক্ষিত এব তজ্ঞাপি সদৃশো মনোহররূপো যদি লক্ষ্যন্তর্হি তং কা ন বাঙ্কতি সর্বাপি বাঙ্কত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বাগ্বন্ধেন

লোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা সাধনা করত মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে চাকুবদনে ! তুমি দেবী, মানুস্বী, গন্ধর্বী, যক্ষাঙ্গনা, নাগ-কন্যা না অপরা ? সুন্দরি ! তুমি যে কেহই হওনা কেন, আমার ভার্য্যা হও । বরারোহে ! তোমারও প্রেমযুক্ত হস্ত দেবিতে পাইতেছি, অতএব অন্য তুমি আমার ধর্মপত্নী হও ইহাই প্রার্থনা ॥ ৭—৮ ॥

হত কহিলেন, ঋষিগণ ! শাস্ত্র নৃপতি সেই সুন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী তাঁহাকে শাপদ্রষ্ট মহাভিষরাজ শাস্ত্রমুগ্ধে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অতএব সেই জীৱনী গঙ্গা তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূর্বপ্রণয়-ভাব মনে করিয়া দ্বৈত হস্ত সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০ ॥

নৃপবর ! আপনি যে প্রতীপনৃপতিতনয় ইহা আমি জানি ; তবে জীজ্ঞাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে ? ॥ ১১ ॥ নৃপবর ! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিশেষে সন্দেহ নাই ; কিন্তু, আমি আপনার সহিত একটী প্রতি-

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্ ।

ন নিষেধ্যা ত্বয়া রাজন্ন বক্তব্যং তথাপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

\*যদা চ ত্বং নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! ন করিষ্যসি মে বচঃ ।

তদা মুক্তুং গমিষ্যামি যথেক্ষং দেশ মারিষ ! ॥ ১৪ ॥

স্বত্বা জন্ম বসূনাং সা প্রার্থনাপূর্ব্বকং হৃদি ।

মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিন্ত্যেব চ জাহ্নবী ।

তথেষু্যস্তাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিম্ ॥ ১৫ ॥

এবং বৃতা নৃপেণাথ গঙ্গা মামুযরূপিণী ।

নৃপস্ত মন্দিরং প্রাপ্তা স্তভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥

নৃপতিস্তাং সঁমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে ।

সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাস্জনা ॥ ১৭ ॥

ন বুৰোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতাশ্বর্ষগণানথ ।

স তয়া যুগশাবাক্য্য শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৮ ॥

পণেন । সময়ং পণম্ ॥ ১২ ॥ তথপ্রিয়ম্ । অপ্রিয়মিতিক্ষেদঃ ॥ ১৩ ॥ তদেতি । তদা  
ত্বং মুক্তুং । ত্যক্তুং । যথেষ্টং দেশং গমিষ্যামীত্যর্থঃ । যথেষ্টং দেশ মারিষতাত্ত দেশপদোত্তর-  
বিভক্তিলোপশ্চান্দসঃ ॥ ১৪ ॥ স্বত্বেনিতি । ইৎং কার্য্যদ্বয়হেতোজাহ্নবী শস্ত্রনোঃ পত্নী জাতেতি  
শেষঃ ॥ ১৫ ॥ যদা পণং শ্রুত্বা রাজা তথাষ্মিত্যঙ্গীকৃতপণা জাহ্নবা কার্য্যদ্বয়হেতোনৃপতিং  
পতিং চকারেত্যশ্বয়ঃ ॥ (নৃপশ্ৰেষ্ঠিতি । নৃপস্ত শস্ত্রনোঃ মন্দিরং হান্তিনপুরস্থভবনং প্রাপ্তা সা  
বরবর্ণিনীত্যশ্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সাপীতি । সাপি বরাস্জনা গঙ্গা ভাবঃ মনোগতাতিপ্রায়ং জানাতীতি  
ভাবজ্ঞা । ভর্তৃরভিপ্রায়ং বিদিত্বা রময়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ স তরেতি । তয়া সহ ক্রীড়ন্

জায় বদ্ধ হইয়া আপনাকে পতিছে স্বীকার করিব । রাজন্ ! আমার সেই প্রতিজ্ঞাটা অগ্রে  
শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিছে বরণ করিব ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! আমি যখন যে কোর্ন  
কার্য্য করিব তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অপ্রিয়  
হইল একপ বলিতে পারিবেন না । যে দিবস আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন,  
সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩—১৪ ॥  
ঋষিগণ ! জাহ্নবী বস্ত্রগণের সেই জন্ম প্রার্থনাবিষয় স্মরণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির  
প্রণয় ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন । অনন্তর, শাস্ত্রমুন্স ইহা স্বীকার করিলে,  
গঙ্গা তাঁহাকে পতিছে বরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ঋষিগণ ! সেই বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবী এইরূপে  
মামুযরূপিণী হইয়া শাস্ত্রমুন্সকে পতিছে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন  
করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত  
হইলেন এবং সেই মামুযরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে  
তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে

স। সৰ্বগুণসম্পন্না সোহপি কামবিচক্ষণঃ ।

রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমানারায়ণাবিব ॥ ১৯ ॥

এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেস্তদা ।

গৰ্ভং গঙ্গা বহুং পুত্রং স্ন্যমুবে চারুলোচনা ॥ ২০ ॥

জাতমাত্রং স্নতং বারি চিক্কেপৈবং দ্বিতীয়কে ।

তৃতীয়েহথ চতুর্থেহথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১ ॥

সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।

কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্ন্যং স্ন্যস্বিরো ভুবি ॥ ২২ ॥

সপ্ত পুত্রা হতা নুনমনয়া পাপরূপয়া ।

নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা বাস্তুতি সৰ্ব্বথা ॥ ২৩ ॥

অষ্টমোহয়ং স্নসম্প্রাপ্তো গৰ্ভো মে মনসীপ্সিতঃ ।

ন বারয়ামি চেদদ্য সৰ্ব্বথেয়ং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ বর্ষপুণ্যান্ গতানপিন ন জাতবান্ । যুগশাবকস্ত অক্ষিণীব অক্ষিণী যন্তাঃ ॥ ১৮ ॥ রমা লক্ষ্মীঃ । লক্ষ্মীনারায়ণৌ ইব তৌ রেমাতে ॥ ১৯ ॥

এবমিতি । এবম্ভকারেণ কালে গচ্ছতি সতি সা গঙ্গা নৃপতেঃ শস্ত্রনোঃ সকাশাং গৰ্ভং দধার বহুরূপং পুত্রং চ স্ন্যমুবে । কিন্তু জাতমাত্রং তং স্নতং স্বলিঙ্গে চিক্কেপ । ইতি দ্বাভ্যামধ্বঃ ॥ ২০—২১ ॥ সপ্তমে ইতি । সপ্তমে পুত্রে নিহতে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ । চিন্তাং বিবৃণোতি কিং করোম্যদ্যোতি । অদ্য অধুনা কিং করোমি কঙ্কোপায়ং বিদধে কথং কেনোপায়েন মে বংশঃ স্ন্যস্বিরঃ স্ন্যদ্বিতি ॥ ২২ ॥ সপ্ত পুত্রা ইতি । অন্যয়া পাপরূপয়া সপ্ত পুত্রা হতা বদ্যোনাং পুত্রহননপ্রবৃত্তাং নিবারয়ামি তদা সৰ্ব্বথা মাং ত্যক্ত্বা বাস্তুতি ॥ ২৩ ॥ অষ্টমো-

লাগিল তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না । বরং ইন্দ্র যেরূপ শটীর সহিত শোভা পান সেইরূপ তিনিও সেই যুগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ ঋষিগণ ! ইহা ঘটবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সৰ্বগুণবিভূষিতা রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্রবিশারদ ; অতএব, তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় সৰ্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গৰ্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট বহুরূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ গঙ্গাদেবী পুত্রটিকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার বংশ পৃথিবীতে স্ন্যস্বিররূপে বর্তমান থাকিবে ॥ ২১—২২ ॥ এই পাপিষ্ঠা ত আমার সাতটী সন্তানকে অবগীলারূপে বিনাশ করিল । যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি তাহা হইলে এখনই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩ ॥ আর এক্ষণে ত এই অভিলষিত

ভবিতা বা ন বা চাগ্রে সংশয়োহয়ং মমাদুতঃ ।

সম্ভবেহপি চ দুর্ভেয়ঃ রক্ষয়েদ্ধা ন রক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥

এবং সংশয়িতে কার্যে কিং কর্তব্যং ময়াদুনা ।

বংশস্ত রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্য্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬ ॥

ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোহয়মক্টমো বহুঃ ।

মুনেৰ্যেন হতা ধেমূর্নন্দিনী জীজিতেন হি ॥ ২৭ ॥

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তামুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮ ॥

দাসোহগ্নি তব তন্নজি ! প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে ! ।

পুত্রমেকং পুষ্যাম্যদ্য দেহি জীবং তমদ্য মে ॥ ২৯ ॥

হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু ! ত্বয়া শুভাঃ ।

অক্টমং রক্ষ স্ত্রোশ্রোগি ! পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হয়মিতি । অয়ং মনসেপ্সিতোহষ্টমো গর্ভঃ সূসংপ্রাপ্তঃ যদি অদ্য ন নিবারয়ামি ইয়ং পাপা সর্গগা জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥ ভবিত্তেতি । ভবিতা বা ন ভবিতা অগ্রে অয়মেব মহান্ সংশয়ঃ । ততঃ সম্ভবেহপি ইয়ং ছট্টা নারী রক্ষয়েৎ ন রক্ষয়েদ্ বা ইত্যেব চাতিমহান্ সংশয়ঃ । অতএব সংশয়িতে কার্য্যে ইদানীং ময়া কিংকর্তব্যম্ । কিয়ংকালং এবং বিচারয়ন্ নিশ্চিত্যাহ । বংশস্ত রক্ষণার্থমেব ময়া পরো যত্নঃ কর্তব্যঃ । রক্ষয়েদिति স্বার্থে গিচ্ ॥ ২৫—২৬ ॥

তত ইতি । ততঃ কালে প্রাপ্তে যেন জীজিতেন বহুনা মুনেবশিষ্টজ্ঞ নন্দিনী নাম ধেমূর্ত্বতা স অষ্টমো বহুর্য়দা শস্ত্রম্পুত্ররূপেণ জাতঃ ॥ ২৭ ॥ ) তং দৃষ্টেতি । তং দোর্নানমানমিত্যর্থঃ । পতন্ পদে নমস্কর্ক্সিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুষ্যামি পোষয়ামিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (হিংসিতা ইতি । করভোরু ! ত্বয়া মে শুভাঃ কল্যাণময়া সপ্ত পুত্রাঃ হিংসিতা জলে নিমজ্জিতাঃ । অতস্তে চর-

অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে । যদি ইহাকে নিবারণ না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥ ইহার পর আর সন্তান হয় কি না এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হইতেছে । আর যদি হয়, তাহা হইলে এই ছট্টা রক্ষা করিবে কি না তাহাব্যয়েরও স্থিরতা নাই ॥ ২৫ ॥ অতএব এক্রপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত । আমার বোধ হয় সর্গপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কর্তব্য ॥ ২৬ ॥

ঋষিগণ ! (পরে, যেরূপ ঘটিল শ্রবণ করুন) যে বহু জীবাটাকাঁ বশিষ্ঠের ধেমু অপহরণ করিয়াছিল, সেই বহু যথাসময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শাস্ত্রমুতপতিজাত-পুত্রটাকে দর্শন করিয়া মানবরূপধারিণী গন্ধার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে কুশাজি ! আমি তোমার দাসস্বরূপ, হে শুচিস্মিতে ! এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে আমি একটা পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে বিনষ্ট করিও না ॥ ২৮—২৯ ॥ স্ত্রোশ্রি । তুমি আমার সাতটা পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার



অত্ৰৈ প্রার্থিতস্তেহদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্ ।

বংশো মে রক্ষণীয়োহদ্য ত্বয়া পরমশোভনে ! ॥ ৩১ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ ।

তস্মাদদ্য বরারোহে ! প্রার্থয়াম্যক্ৰমং স্নতম্ ॥ ৩২ ॥

ইত্যুক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎসৃক ।

তদাতিকুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩ ॥

পাপিষ্ঠে ! কিং করোষ্যদ্য নিরয়াম বিভেষি কিম্ ।

কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪ ॥

যথেষ্টং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্বীয়তামিহ ।

কিং করোমি ত্বয়া পাপে ! বংশাস্তকরয়ান্ননয়া ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা স্নতং শিশুম্ ।

গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা সমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

গৃহোঃ পতামি অষ্টমং পুত্রং রক্ষত্যধ্বমঃ ॥ ৩০ ॥ অত্ৰৈত্ৰি। হে পরমশোভনে অত্ৰং যং  
কিঞ্চিৎ সূচলভং বস্তুজাতমপি ত্বয়া প্রার্থিতং সৎ অহং দদামি পরং মেহদ্য বংশো রক্ষ-  
ণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥ পুত্ররক্ষণে কারণং সূচয়রাহ । অপুত্রস্তেতি । ইহ সংসারে অপুত্রস্ত গতির্নাস্তীতি  
বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ তস্মাদ্ভেদোঃ অষ্টমং পুত্রং প্রার্থয়ামাতি ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তাপীতি । রাজা এবং  
প্রার্থিতাহপি যদা য়া তং পুত্রং গৃহীত্বা গন্তুংসুৎসৃক তদা রাজা হুঃখিতোহতিকুপিতস্ত তামু-  
বাচ ॥ ৩৩ ॥ পাপকরাণাম্পাপিনামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ (যথেষ্টমিতি) । মে পুত্রঃ অত্র স্বীয়তাম্ ।  
ত্বং যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা অননয়া বংশাস্তকরয়া ত্বয়াহং কিং করোমীতি ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতীতি । ভূপালে শস্ত্রনৌ এবং বদতি সতি সা শিশুং স্নতং গৃহীত্বা গচ্ছন্তী

পায়ে পড়িতেছি এই পুত্রটী রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর  
তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব; কিন্তু হে স্নানরি ! অন্য আমার বংশ রক্ষা  
করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥ কারণ, বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন  
অপুত্রক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না। হে বরারোহে ! এই জন্যই অন্য এই  
অষ্টম পুত্রটিকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা  
করিলেও নারীরূপা গঙ্গা ধ্বন পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া গমনোন্মত্তা হইলেন; তখন রাজা  
শাস্ত্রস্থ অতি হুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠে ! তুমি কি করিতেছ ?  
তোমার কি নরকে ভয় নাই ? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন পাপাত্মার কন্যা যে  
সর্বদাই আমার বংশ স্বংসরে সত রহিয়াছ ? ॥ ৩৪ ॥ আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক তুমি যথা  
ইচ্ছা চলিয়া যাও । পাপিষ্ঠে ! তুমি বংশনাশকারিণী তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ৩৫ ॥

শাস্ত্রহরাক এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু পুত্রটিকে লইয়া বাইবার সময়

পূজ্যকামা স্তুতং স্নেহং পালয়ামি বনে গতঃ ।

সময়ো মে গমিষ্যামি বচনং হস্তথা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্যার্থমাগতাম্ ।

বসবস্ত পুত্রা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥

ব্রজস্তু মানুষীং যোনিং স্থিতাং চিন্তাতুরাস্তু মাম্ ।

দৃষ্টেদং প্রার্থয়ামাস্তর্জননী নো ভবানঘে ! ॥ ৩৯ ॥

তেভ্যো দত্তা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসন্তম ! ।

দেবকার্যার্থসিদ্ধার্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০ ॥

সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃশেষস্ত তে ।

কিয়ন্তং কালমেক্লোহয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

সতী কোপসংযুতা বচনং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ৩৬ ॥) পুজ্যকাম্যেতি । হে রাজন্ ! পুজ্য-  
কামাহং পুত্রং গৃহীত্বা গমিষ্যামি বনে চৈনং পুত্রং পালয়ামি পালয়িষ্যামি । ইহৈব কুতো ন  
পাল্যতে ইতি চৈনতঃ সময়ো গো ময়া পণঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি হেতোঃ । কুতো নষ্ট ইতি  
চৈনম বচনং পূর্নোক্তং ত্বয়া অন্তথা কৃতমিতি হেতোঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুত্রং পালয়িষ্যাসীত্যত্র  
কিং প্রমাণমিতি চৈনহং গঙ্গাহস্মি ততো মন্বচনং সত্যং জানীহীত্যভিপ্রায়েণাহ । গঙ্গামিতি ।  
তর্হি ত্বং মম পত্নী কুতো জাতা তথা পুত্রাশ্চ ত্বয়া কথং হিংসিতা ইতি চেত্তত্রাহ বসব-  
স্বিতি ॥ ৩৮ ॥ (শাপপ্রকারং স্বচয়ন্ত্যাহ ব্রজস্বিতি । অয়মর্থঃ । নন্দিনীহরণাপরাদান্ বহুন্  
প্রতি বুদ্ধধির্বশিষ্ঠঃ এবং শপ্তবান্ যথা, যতো ভবন্তো মম কামধেনুং হস্তবন্তঃ সন্তো  
মানুষীং যোনিং ব্রজস্তু ইত্যেবমভিশপ্তাঃ সন্তস্তে বসবঃ পথি স্থিতাং মাং দৃষ্ট্বা হে অনঘে !  
ত্বং নোহস্মাকং জননী ভবেতি প্রার্থয়ামাস্মরিতাশ্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো দত্তেতি । তেভ্যো  
বহুভ্যঃ তথাশ্বিতি বরং দত্তা তে তব পত্নী জাতাহনুসি শেষঃ । নত্বহং পঞ্চশরবদ্ধা সতী  
পত্ন্যভবং কিন্তু তৈর্বহুভিঃ প্রার্থিতা দেবকার্যার্থসিদ্ধার্থমেব মম সম্ভব ইতি নিশ্চিতং  
জানীহি ॥ ৪০ ॥ ততঃ কিং জাতমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ । সপ্তেতি । তে সপ্ত বসবঃ তব যে  
সপ্তপুত্রা ময়া জলে নিক্ষিপ্তাঃ তে নিহতাঃ সন্তঃ মুনৈর্বশিষ্ঠস্ত শাপাৎ মুক্তাঃ । অয়ং ব একো

কোপভরে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! পূর্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল তুমি  
তাহার অন্তথা করিলে; অতএব, এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গ জন্ত আমি বনে বাইয়া এই পুত্রটাকে  
প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত  
হও । আমি কোনও দেবকার্যের জন্ত এই মনুষ্যালোকে আসিয়াছিলাম । পূর্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ-  
ঋষি বহুগণকে মানুষঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অমন্তর  
বহুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আপনি আমাদিগের জননী  
হউন এই বলিয়া প্রার্থনা করে । তদনন্তর আমি (তাঁহাই হইবে বলিয়া) তাঁহাদিগকে বর-  
প্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম । নৃপবর ! দেবকার্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব  
এইটাই স্থির জানিবেন ॥ ৩৮—৪০ ॥ মহারাজ ! সাত জন বহু আপনার পুত্ররূপে জন্ম-

গঙ্গাদত্তমিমং পুঞ্জং গৃহাণ শস্ত্রনো ! স্বয়ম্ ।  
 বহুন্দেবং বিদিত্বৈনং স্তুত্বং ভুংক্ষু স্ততোদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥  
 গাঙ্গেয়োহয়ং মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ ।  
 অদ্য তত্র নয়াম্যেনং যত্র স্ত্বং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 দাস্তামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে ! ।  
 ন মাতৃরহিতঃ পুঞ্জো জীবেন চ স্ত্বাধী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥  
 ইত্যুক্তাস্তদধে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্ ।  
 রাজা চাতীবহুঃখার্তঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫ ॥  
 ভার্য্যাবিরহজং হুঃখং তথা পুত্রস্ত চাভূতম্ ।  
 সর্বদা চিন্তয়মাস্তে রাজ্যং কুর্কন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালেহথ নৃপতিমুগয়াং গতঃ ।  
 নিগ্নন মুগগগান্ বাণৈর্মহিয়ান্ শূকরানপি ॥ ৪৭ ॥

বর্তমানঃ অষ্টমো বহুরিতার্থঃ । অসৌ কিয়ন্তং কালং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ইহ লোকে তব পুত্রভাবেন কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্যায়ং স্বাস্ত্রতীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গাদত্তমিতি । হে শস্ত্রনো ! ত্বং ইমং স্বয়ং গঙ্গাদত্তং পুত্রং গৃহাণ এনং পুত্রমপি চ বহুং বিদিত্বৈব স্ততোদ্ভবং স্ত্বং ভুংক্ষু নব্বয়ং সাধারণপুত্র ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ দেবশক্তিগর্ভজাততয়া পুত্রস্ত ভাবিপ্ৰভাবং বিজিজ্ঞাপয়িত্বাহ গাঙ্গেয়োহয়মিতি ॥ ৪৩ ॥ কতিবর্ষং যাবদ্বদন্তিকং স্বাস্ত্রতীতি চেত্তজ্ঞাহ দাস্তামীতি । যতো মাতৃবিহীনঃ পুঞ্জো ন জীবেন চ স্ত্বাধী ভবেৎ অত এনং নয়ামীতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তেতি । এতাবহুকা অস্তহিতা বহুব ॥ ৪৫ ॥ ভাব্যেতি । মহীপতিঃ শস্ত্রমুঃ ভার্য্যাবিরহজং পুত্রবিরহজন্যক অদ্ভুতং হুঃখং সর্বদা চিন্তয়ন্ আস্তে পরং নৈব প্রজাপালনরূপং রাজধর্ম্যং মুক্তা কেবলং হুঃখং চিন্তয়তি অত আহ রাজ্যং কুর্কমিতি ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণ করিয়া ঋষির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এই একটি বহু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহ লোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১ ॥ হে শান্ত্রহরাজ ! আমি প্রদান করিতেছি পুত্রটিকে গ্রহণ কর। ইহাকে বহুদেব মনে করিয়া পুত্রজন্তু স্তুত্ব উপভোগ কর ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার এই পুত্রটা গঙ্গার গর্ভ-জাত অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে। কিন্তু পূর্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে নিগন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥ কারণ, মাতৃ-বিরহিত পুত্র কখনই স্ত্বাধী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন পালন করিয়া ইহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পুনর্বার আপনাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪ ॥ ঋষিগণ ! গঙ্গা-দেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া অস্তহিতা হইলেন। রাজাও অতিশয় হুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত হুঃখের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ স রাজা শস্ত্রমুস্তদা ।  
 নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮ ॥  
 তত্রাপশুৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তুং বিশিখান্ বহুন্ ।  
 আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তুং সরিতন্তটে ॥ ৪৯ ॥  
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন ।  
 নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোহয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০ ॥  
 দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কৰ্ম্ম বাণেশু লঘুহস্ততাম্ ।  
 বিদ্যাং বাহপ্রতিমাং রূপং তস্য বৈ স্মরসমিভম্ ॥ ৫১ ॥  
 পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কথ্য পুত্রোহসি চানঘ । !  
 নোবাচ কিঞ্চিদীরোহসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥ ৫২ ॥  
 অন্তর্ধানংগতঃ সোহথ রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।  
 কোহয়ং মম স্মৃতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কম্ ॥ ৫৩ ॥

এবমিতি । এশ্বপারেন কালে গচ্ছতি অথ কদাচিৎ স রাজা যুগয়াঙ্গতঃ মহিষাদীন  
 বহুন্ যুগান্ বাগৈর্নিয়ন্ গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ সন্ নদীং গঙ্গাং স্তোকজলাং স্বল্পসলিলবহাং  
 দৃষ্ট্বা বিস্মিত আসীৎ ইতি দ্বাভ্যামধঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তত্রাপশুদিতি । তত্র সরিতন্তটে কঞ্চিৎ  
 কুমারং বহুন্ বিশিখান্ বাগান্ মুঞ্চন্তুমপশুৎ ॥ ৪৯ ॥ তং বীক্ষ্যতি । রাজা তং কুমারং  
 বীক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ কিমপি ন জানাতি অয়ং মম পুত্রো ন চেতি স্মৃতিং ন উপলেভে ॥ ৫০ ॥  
 দৃষ্ট্বাপীতি । বাণেশু লঘুহস্ততাং ক্ষিপ্ৰাকারিতাং তথা নদীজলশোষণরূপমমামুষং কৰ্ম্ম অপ্র-  
 তিমাং নিরূপমাং বিদ্যাং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ সন্ পপ্রচ্ছতি পরেণাধঃ ॥ ৫১—৫২ ॥  
 কোহয়মিতি । অয়ং বাণো মম স্মৃতোহস্তো বা কশ্চনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ (গঙ্গামিতি । ভূপালঃ

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিবস সেই শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি যুগয়ায় যাইয়া স্মৃশাণিত  
 বাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানাজাতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে  
 উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হই-  
 লেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ অনন্তর, সেই নদীতে একটা বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটা মহৎ  
 পরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাজা সেই  
 বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্ত এই  
 বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ রাজা সেই বালকের  
 অমামুষ কৰ্ম্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা অতুল্য ধর্মবিদ্যা এবং কন্দর্পসদৃশ রূপ সম্বর্শন করিয়া  
 অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তুমি কাহার পুত্র তাহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু সেই  
 দীর্ঘবর্ষকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল ।  
 বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না ।

গঙ্গাং তুষ্টিব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ।

দর্শনং সা দদাবাখ চারুৰূপা যথা পুরা ॥৫৪॥

দৃষ্ট্বা তাং চারুসৰ্ব্বাঙ্গীং বিভাষে নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

কোহয়ং গঙ্গে ! গতৌ বালৌ মম ত্বং দর্শয়ামুনা ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গোবাচ ।

পুত্রোহয়ং তব রাজেন্দ্র ! রক্ষিতশ্চাক্টমৌ বহুঃ ।

দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োহয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬ ॥

কীৰ্ত্তিকীৰ্ত্তা কুলশ্রাস্ত ভবিতা তব স্তত্র ত ! ।

পাঠিতস্তখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৫৭ ॥

বশিষ্ঠশ্রাদ্ধমে দিব্যে সংস্থিতোহয়ং স্ততস্তব ।

সৰ্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সৰ্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্বদ জামদগ্ন্যোহসৌ তদ্বদায়ং স্ততস্তব ।

গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র ! স্ত্রী ভব নরাধিপ ! ॥ ৫৯ ॥

শন্তনুঃ তত্র নদীতটে স্থিতঃ সমাহিতঃ সন্ গঙ্গাং তুষ্টিব স্ততিং চকার । অথ রাজ্যাহতিষ্টে তা  
সা গঙ্গা পুরা পূৰ্ণং মাহুধরমণীরূপং ধৃষ্বা যথা রময়ামাস তথা ইদানীমপি তদ্রূপং বিধায়  
দর্শনং দদৌ শন্তনুরাজ্যেতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃষ্টেতি চারুসৰ্ব্বাঙ্গীং সৰ্বাঙ্গমনোহরাম্  
অয়ং বালকঃ কঃ যোহয়ং গতঃ ত্বং ইদানীং তং দর্শয়েতি বিভাষে ॥ ৫৫ ॥

পুত্রোহয়মিতি । হে রাজেন্দ্র ! অয়ং মহাতপা গঙ্গাগৰ্ভজাতঃ তব পুত্ররূপোহষ্টমৌ বহুঃ  
সাম্প্রতং তব হস্তে দদামি সমপ্যয়ামি ॥ ৫৬ ॥ কীৰ্ত্তিকীৰ্ত্তেতি । নতু কেবলং পোষাণা দিনা পরিবর্জিতো-  
হয়ং বালকঃ অখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ পাঠিতএব ॥ ৫৭ ॥ কুতোহয়শ্রাদ্ধ বিদ্যাং ইতি চেতস্তত্রাহ

একণে কি উপায় কারে কাহার নিকট গাই ॥ ৫১—৫৩ ॥ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া  
রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর গঙ্গাদেবী  
পূৰ্ণবৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজা সেই চারুৰূপা  
গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে ! এই বালকটা কে, এবং কোথায় বাইল, তুমি  
একণে সেই বালকটীকে আমার দর্শন করাও ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গা, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র ! এই বালকটা তোমারই  
পুত্র আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি । ইহাকে শাপব্রষ্ট অষ্টম বহু বলিয়া জানিবেন ।  
একণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ রাজন্ ! এই  
পুত্রটাই তোমার কুলের কীৰ্ত্তিকর হইবে । আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল  
বেদ বিশেষত সমস্ত ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি । তোমার এই পুত্রটী বশিষ্ঠের আশ্রমে  
বাস করত একণে সৰ্ববিদ্যাবিং ও সৰ্বকার্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রাজেন্দ্র ! অধিক

ইত্যুক্তান্দর্দধে গন্ধা দত্তা পুত্রং নৃপায় বৈ ।  
 নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূবাতিস্থান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥  
 সমালিন্য হতং রাজা সমাশ্রায় চ মন্তকম্ ।  
 সমারোগ্য রথে পুত্রং স্বপুরুং স প্রচক্রে ॥ ৬১ ॥  
 গজা গজাহ্বয়ং রাজা চকারোৎসবমুদ্ভবম্ ।  
 দৈবজ্ঞস্য সমাহুয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাহৃত্য প্রজাঃ সর্বাঃ সচিবান্ সর্বশঃ শুভান্ ।  
 যৌবরাজ্যেহথ গাঙ্গেয়ং স্থাপয়ামাস পার্শ্বিণঃ ॥ ৬৩ ॥  
 কৃৎস্না তং যুবরাজানং পুত্রং সর্বগুণান্বিতম্ ।  
 স্থখমাস স ধর্ম্মাত্মান সন্মার চ জাহুবীম্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এতদ্বঃ কথিতং সর্বং কারণং বহুশাপজম্ ।

গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহুব্যাঃ সম্ভবং তথা ॥ ৬৫ ॥

বশিষ্ঠোক্তেতি ॥ ৫৮ ॥ ধর্ম্মবেদপারদর্শিতাং স্বচরন্ত্যাহ যদবেদেতি । জামদগ্ন্যাঃ পরশুরামঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ইত্যুক্তেতি । এতাবদ্বক্তৃ । অন্তর্দ্বানং চকার নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূব পুত্রলাভেনেতি  
 যাবৎ ॥ ৬০ ॥ সমালিন্যেতি । সমালিন্য সমাল্লিষ্য শিরোঘাৎ নয়ন্ রথে সমারোপয়ন্  
 নৃপুরুং হস্তিনপুরুং প্রচক্রে প্রেতস্ব ॥ ৬১ ॥ গজোক্তেতি । গজাহ্বয়ং হস্তিনপুরুং হস্তীতি  
 নাম্না কশিরপতিরাসীৎ তেন নির্মিতস্তাৎ পুরস্তাপি তদাখ্যা জ্ঞাতেতি বোধ্যম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাহৃত্যেতি । শুভান্ কল্যাণকামান্ গাঙ্গেয়ং ভীষ্মং স্থাপয়ামাস প্রতিষ্ঠাপিতবান্ ॥ ৬৩ ॥  
 ন সন্মারেতি । পুত্রস্থপেন জাহুবীবিরহজ্জহুঃখস্তনাশাত্তাং ন সন্মারেতার্থঃ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম বাহা কিছু অবগত আছেন সে সমস্তই তোমার পুত্র  
 সমাক্রমে শিক্ষা করিয়াছে । এক্ষণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে বাইয়া স্থধী  
 হউন ॥ ৫৯ ॥ গন্ধাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তহিতা  
 হইলেন । নৃপতি ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার মন্তক আঘাণ  
 করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥  
 অনন্তর, শান্তমুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াই পুত্রাগমন জন্য মহোৎসব করিলেন এবং  
 সমস্ত প্রজা ও সর্বদাহিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্বক দৈবজ্ঞনির্দিষ্ট শুভদিনে গন্ধা-  
 নন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥ এইরূপে ধর্ম্মাত্মা শান্তমুরাজ সর্ব-  
 গুণাধিত গাঙ্গেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় স্থধী হইয়া গন্ধা-বিরহজাত হুঃখ অন্তঃকরণ  
 হইতে বিদূরিত করিলেন ॥ ৬৪ ॥

গঙ্গাবতরণং পুণ্যং বসূনাং সম্ভবং তথা ।

যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যাতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ ! ।

যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথাস্থিতম্ ।

দ্বৈপায়নমুখোদ্ভূতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬৮ ॥

শৃণুতাং সর্বপাপপ্লবং শুভদং স্তম্ভদং তথা ।

ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্তিতং মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(এতদ্ব্যং কথিতমিতি । বো যুয়ভ্যাং এতৎ বহুশাপজং সৰ্বং কাবণং গান্ধেয়স্ত ভীষ্মস্ত উৎপত্তিঃ জাহ্নব্যাশ্চ সম্ভবঃ নগজাতীয়রমণীক্লপধারণমিতার্থঃ কথিতং ময়েতি শেষঃ ॥ ৬৫ ॥ গঙ্গায়া ইতি । গঙ্গায়া অবতরণং বসূনাঞ্চ সম্ভবং যো নরঃ শৃণোতি ॥ ৬৬ ॥ ইদানীং শ্রীমদ্ভাগবতাস্তর্গতৈতদাখ্যানমাহাখ্যাং শৃণুতাং পাপধ্বংসাদিকলশ্রুতিং বর্ণয়মধ্যায়ং সমাপয়তি সূতঃ পুণ্যং পবিত্রমিতি ॥ ৬৭—৬৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি আপনাদিগকে বহুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গা-গর্ভগম্বুত ভীষ্মের উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব কথা সমস্তই বলিলাম ॥৬৫॥ ইহা লোকে যে মহুয্য এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারণের এবং বহুদিগের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিবে সেই মহুয্য নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৬৬॥ হে মুনিসত্তমগণ ! আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান সমন্বিত, পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট, বেদসদৃশ এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি আপনাদের নিকট সেই রূপই বলিলাম । ঋষিগণ ! আমি যে এই পুণ্যজনক ইতিহাস বলিলাম, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় সর্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ৬৭—৬৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের

দ্বিতীয়স্কন্ধে বহুগণের জন্মবিষয়ক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বসুনাং সম্ভবঃ সূত ! কথিতঃ শাপকারণাৎ ।  
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লোমহর্ষণে ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্য ধর্মজ্ঞ ! নান্না সত্যবতী সতী ।  
কথং শম্ভুনুনা প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২ ॥  
তন্মমাচক্ষু বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃত্তা ।  
রাজ্ঞা ধর্মবরিত্তেন সংশয়ং ছিন্তি সূত্রত ! ॥ ৩ ॥  
সূত উবাচ ।

শম্ভুনুনাং রাজর্ষির্মুগয়ানিরতঃ সদা ।  
বনং জগাম নিম্নন্ বৈ মুগাংশ্চ মহিয়ান্ রুরূন্ ॥ ৪ ॥  
চত্বার্য্যেব তু বর্ষানি পুত্রেন সহ ভূপতিঃ ।  
রমমাণঃ স্ত্রুং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫ ॥

একোনবষ্টমোঃকৈন্ত সত্যবতীহৃদয়ী ।

বৃত্তা শম্ভুনুনা রাজ্ঞা কথং সমাগীযাতে ॥

গঙ্গয়া সহ শম্ভুনোর্বিবাহাদিকং শ্রদ্ধা সত্যবতীবিবাহকথাং পৃচ্ছন্তি বসুনামিতি ॥ ১ ॥  
(মাতেনিতি । ধর্মজ্ঞ ! সূত ! ব্যাসশিষ্যত্বাভিধানম্ । রাজ্ঞা শম্ভুনুনা কথং প্রাপ্তা লক্ষা গন্ধবতী  
যোজনগন্ধাঘ্রিতা ॥ ২ ॥ তন্মমেতি । হে সূত্রত ! ধর্মবরিত্তেন রাজ্ঞা দাশপুত্রী কথং বৃত্তে-  
ত্যেতন্মমাচক্ষু উক্ত্বা চ সংশয়ং ছিন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শম্ভুস্মৃতি । সদা মুগয়ানিরতঃ । রুরূন্ মুগভেদান্ ॥ ৪ ॥ ) পুত্রেন সহ ভীষ্মেন সহ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র সূত ! তুমি বসুগণের শাপজন্তু সমুদ্ভব এবং গঙ্গা-  
নন্দন ভীষ্মের উৎপত্তি কথা বলিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শাস্ত্রমু-  
ত্পত্তি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজনের সতী সত্যবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । রাজা ধার্মিকপ্রবর হইয়াও কি রূপে তাহাকে বরণ করিলেন ? হে সূত্রত সূত !  
আমাদিগের এই সংশয় ছেদ কর ॥ ২—৩ ॥

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ ! রাজর্ষি শাস্ত্রমু সর্বদা  
মুগয়ারত হইয়া হরিণ মহিষ ও অন্ত্যাত্ম পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করি-  
তেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ভূপতি শাস্ত্রমু চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া,



একদা বিক্ষিপন্ বাণান্ বিনিঘ্নন্ খড়গশূকরান্ ।

স কদাচিদ্ধনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্ ॥ ৬ ॥

মহীপতিরনির্দেশ্যমাজিহ্মদগন্ধমুত্তমম্ ।

তস্য প্রভবমঘিচ্ছন্ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭ ॥

ন মন্দারস্য গন্ধোহয়ং মৃগনাভিমদস্য ন ।

চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮ ॥

ন চামুভূতপূৰ্বেহয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ ।

কুতোহয়মেতি বায়ুর্বে মম ভ্রাণুবিমোহনঃ ॥ ৯ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্যমানোহসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্ ।

মোহিতো গন্ধলোভেন শস্ত্রহুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০ ॥

স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্ ।

শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং স্থস্থিতাং মলিনাম্বরাম্ ॥ ১১ ॥

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ।

অস্যা দেহস্য গন্ধোহয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেণ স্বল্পেন ॥ ৫ ॥ স কদাচিদিতি । প্রথমং বনং প্রাপ্তঃ পশ্চাদনমধ্যস্থ্যং সরিষবাং কালিন্দীং যমুনাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অনির্দেশ্যং নির্ণেতুমশক্যং তত্ত্ব গন্ধস্ত প্রভবমুৎপত্তি-  
স্থানম্ ॥ ৭—৮ ॥ গন্ধবহো বায়ুঃ ॥ ৯ ॥ পবনানুগঃ পবনসমুলক্ষীকৃত্য গন্তা ॥ ১০ ॥ (স দদ-  
র্শেতি । স রাজা নদীতটস্থানে মনোজ্ঞদর্শনাং শৃঙ্গারসহিতাং যৌবনোপযোগিহাবভাবা-  
দ্যাঢ্যাং অতঃ কান্তাং কমনীয়মূর্তিমিত্যর্থঃ । স্থস্থিতাং চাপল্যরহিতাং মলিনাম্বরামিত্যেনে-  
নীচজাতিকন্তাৎ স্ফুটিতম্ । এবমুতাং দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ দৃষ্ট্বা তামিতি । অসিতৌ ঈষদ্রজৌ

মহাদেব য়েৰূপ কাৰ্ত্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদন্তরূপ স্থখলাভ করিলেন ॥ ৫ ॥  
অনন্তর, একদা মৃগয়া উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বহুপশুগণের সংহার করিতে করিতে  
সরিষবা-কালিন্দীসমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥ উপস্থিত মাত্রই শাস্ত্রমুরাজ এক  
প্রকার মৃগন্ধ আশ্রয় করিলেন ; কিন্তু, সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয়  
করিতে পারিলেন না । অনন্তর, তিনি সেই সদৃশ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণ  
জন্ত সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে, এই মনো-  
হর সদৃশ মন্দার পুষ্পের নয়, মৃগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও  
নয় । আমি পূৰ্বে কখন একরূপ সুরভিময় বায়ু সেবন করি নাই একরূপ ভ্রাণেশ্বরের বিমোহন-  
কারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে ? ॥ ৮—৯ ॥ স্ববিগণ । শাস্ত্রমুরাজ এইরূপ  
চিন্তা করত সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন  
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, তিনি কালিন্দী-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী

তদদ্যুতং রূপমতীবহুন্দরং  
 তথৈব গন্ধোহখিললোকসম্মতঃ ।  
 বয়শ্চ তাদৃণবযোবনং শুভং  
 দৃষ্টে ব রাজা কিল বিস্মিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥  
 কেয়ং কুতো বা সমুপাগতাহধুনা  
 দেবাস্তনা বা কিমু মানুষী বা ।  
 গন্ধর্ব্বপুত্রী কিল নাগকন্যা  
 জানে কথং গন্ধবতীং স্মু কামিনীম্ ॥ ১৪ ॥  
 সঞ্চিন্ত্য চৈব মনসা নৃপোহসৌ  
 ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্ ।  
 গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতোহথ  
 পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৫ ॥  
 কাসি প্রিয়ে ! কস্য স্ততাসি কস্মা-  
 দিহ স্থিতা স্ত্বং বিজনে বরোরু ! ।  
 একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে !  
 বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬ ॥

অপার্জো লোচনপ্রান্তে যন্তান্তং দৃষ্ট্বা স মহীপতিঃ অস্যা দেহন্তায়ং গন্ধঃ ইতি সংজ্ঞাতঃ  
 নিশ্চয়ঃ যন্ত ॥ ১২ ॥ রূপাধিক্যং বর্ণয়িতুকাম আহ তদদ্যুতমিতি । অখিললোকসম্মতঃ সর্ব্বজন-  
 মনোহরো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং রাজা মনসা বিচারয়ন্তাহ কেয়মিতি ॥ ১৪ ॥ গঙ্গাং স্মরন্  
 কামবশং গতঃ কামেন রূঢ়চিত্তঃ সন্ যয়া গঙ্গয়াহং ত্যক্তঃ সৈব গঙ্গা স্ত্বয়ং ন স্তাদিতি তাং

অঙ্গসোষ্টবে কমণীয়মুর্ন্তি মলিনবস্ত্রা একটা সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ মহী-  
 পতি শাস্ত্রস্থ সেই চারুলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই  
 গন্ধ ইহারই শরীর হইতে সমুৎপন্ন ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিগণ ! রাজা তাঁহার সেই  
 অতীবহুন্দর আশ্চর্য্যজনক রূপ, সর্ব্ব লোকের আমোদকর সেই গন্ধ এবং নবযৌবনান্বিত  
 সেই বয়স দেখিয়াই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; পরে চিন্তা করিলেন, এই রমণী কে ?  
 কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী বা গন্ধর্ব্বকন্যা অথবা নাগকন্যা ?  
 এই সঙ্গন্ধবিশিষ্টা কামিনী কে ? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ !  
 শাস্ত্রস্থ নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে  
 পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিত সেই কামি-  
 নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥ সুন্দরি ! তুমি কে এবং কাহার কন্যা ? কিজন্য এই

সঞ্জাতকামোহমরালনেত্রে ।  
 ত্বাং বীক্ষ্য কাস্তাঞ্চ মনোরমাঞ্চ ।  
 বৃহি প্রিয়ে ! যাসি চিকীৰ্ষসি ত্বং  
 কিং চেতি সৰ্ব্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥

ইত্যেবমুক্তা হৃদতী নৃপেণ  
 প্রোবাচ তং সশ্মিতমম্বুজেক্ষণা ।  
 দাশস্য পুঞ্জীং ত্বমবেহি রাজন্ !  
 কন্ধ্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৮ ॥  
 তরীমিমাং ধৰ্ম্মনিমিত্তমেব  
 সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেদ্ভু ! । ‘  
 পিতা গৃহে মেহদ্য গতোহস্তি কামং  
 সত্যং ব্রবীম্যর্থপতে ! তবাগ্রে ॥ ১৯ ॥  
 ইত্যেবমুক্তা বিররাম বালা  
 কামাতুরস্তাং নৃপতিৰ্ভাষে ।  
 কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং  
 বৃথা ন গচ্ছেন্ননু যৌবনং তে ॥ ২০ ॥

গঙ্গাং স্মরন্ পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ অরালনেত্রে কুটিলনেত্রে ॥ ১৭—১৮ ॥ ধৰ্ম্মনিমিত্ত-  
 মেবেতি । অস্মাকং দাশানামাৰ্য্যধৰ্ম্মোহস্তুতি তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ইত্যেবমিতি । বালা  
 দাশকন্ধ্যা সত্যবতী ইত্যেবং উক্তা বিরতা বভূব ততো নৃপতিঃ কামাতুরঃ সন্ তাং বভাষে ।  
 কিং বভাষে ইত্যত্রাহ মাং কুরুপ্রবীরং কুরুবংশনরপতিং পতিং কুরুপতিত্বেন মাং বৃণুতি

নির্জ্ঞান বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ ? চাকুলোচনে ! তোমার বিবাহ হইয়াছে  
 কি না আমাকে বল । কারণ, হে কুটিলকটাক্ষে ! তুমি কমনীয়া ও রমণীয়া । আমি তোমাকে  
 দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি । প্রিয়ে ! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা  
 আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল ॥ ১৬—১৭ ॥

সেই গম্বপত্রলোচনা হৃদরী নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, রাজন্ !  
 আপনি আমাকে ধীরের কন্ধ্যা এবং পিতার আদেশানুগতিনী বলিয়া জানিবেন ॥ ১৮ ॥ নৃপবর !  
 আমি জাতিধৰ্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাঞ্জেলে বহনাবহন করি । অন্য আমার পিতা  
 গৃহে গমন করিয়াছেন ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ অধিগণ ! সেই কন্ধ্যা  
 রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইল । কিন্তু, কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্বার বলিলেন ।  
 হৃদরী ! আমি কুরুবংশীয় রাজা । তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর । দেখ, তোমার এই

ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া  
 ত্বং ধৰ্ম্মপত্নী ভব মে যুগাক্ষি ! ।  
 দাসোহস্মি তেহং বশগঃ সদৈব  
 মনোভবস্তাপয়তি প্রিয়ে ! মাম্ ॥ ২১ ॥  
 গতা প্রিয়া মাং পরিহৃত্য কাস্তা  
 নাত্মা বৃতাং বিধুরোহস্মি কাস্তে ! ।  
 ত্বাং বীক্ষ্য সৰ্ব্বাবয়বাতিরম্যাং  
 মনো হি জাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২ ॥

ঐশ্বৰ্য্যমাস্বাদরসং নৃপস্য  
 বচোহতিরম্যং খলু দাশকন্যা ।  
 উবাচ তং সাত্ত্বিকভাবযুক্তা  
 কৃৎস্নাহতিধৈর্য্যং নৃপতিং স্নগন্ধা ॥ ২৩ ॥  
 যদাথ রাজন্ ! ময়ি ততথৈব  
 মন্যেহহমেতত্তু যথা বচন্তে ।  
 নাস্মি স্বতন্ত্রা স্বমবেহি কামং  
 দাতা পিতা মেহর্থয় তং হুমাশু ॥ ২৪ ॥

ভাবঃ । তে তব যৌবনং বৃথা ন গচ্ছেদিত্যতোহং বুঝীনিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং  
 সাপত্ন্যশঙ্ক্য নিবাকুর্লমাহ ন চাস্তীতি । হে যুগাক্ষি ! মম দ্বিতীয়া পত্নী নাস্তি অতস্বং মম  
 ধৰ্ম্মপত্নী ভব ন তু কেবলমেতাবতৈব পর্য্যবসানং কিম্বহং তে বশগো দাসোহস্মীতি । মনো-  
 ভবঃ কন্দৰ্পঃ ॥ ২১ ॥ বিবশং কামাধীনমিতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

অতিধৈর্য্যমিতি । অনেন সাপি কামাতুরা জাতেতি বোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাথ রাজন্বিতি ।

সৌবন যেন বৃথা না যায় । তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না ; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই ।  
 যুগলোচনে ! তুমিই আমার ধৰ্ম্মপত্নী হও । প্রিয়ে ! আমি দাসের ছায়া সর্বদা তোমার  
 বশীভূত থাকিব । দেখ, কামদেব আমাকে অতিশয় তাপিত করিতেছে । আমি পূর্বে বিবাহ  
 করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; সেই  
 অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই । হে সুন্দরি ! এক্ষণে, আমি তোমার সৰ্ব্বাবয়ব-  
 সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইরাছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে,  
 (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না) ॥ ২০—২২ ॥

পদ্মগন্ধা ধীবরকন্তা, শাস্ত্রভূবাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 সাত্ত্বিকভাষাক্রান্ত হইলেও অতিশয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন পূৰ্ণক তাঁহাকে বলিল ॥ ২৩ ॥

ন স্বৈরিণীহাস্যপি দাশপুঞ্জী  
 পিতুর্বর্ষশেহং সততং চরামি ।  
 স চেদদাতি প্রথিতঃ পিতা মে  
 গৃহাণ পাণিং বশগাহ্মি তেহহম্ ॥ ২৫ ॥  
 মনোভবস্তাং নৃপ ! কিন্দুনোতি  
 যথা পুনর্মাং নবর্যোবনাঞ্চ ।  
 ছনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া  
 ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাস্থ ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ ।  
 গতৌ দাশপতের্গেহং তস্য। যাচনহেতবে ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্ ! যন্তবাবিলম্বিতং তদেতন্মমাপ্যভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ন স্বৈরিণী ন কুলটা-  
 হহমস্মি অপি তু কুলীনশ্চ দাশশ্চ পুঞ্জী ॥ ২৫ ॥ নহু ভংপিতা প্রপ্তব্য ইত্যবকাশঃ কামাক্ষ  
 মম নৈবাস্তীতি চেত্তবাহ মনোভব ইতি । যথা মাং পুনর্নবর্যোবনাং মনোভবো ছনোতি  
 ক্রেশয়তি তথা নৃপ ! ত্বাং কিং ছনোতি নৈব ছনোতি । পুরুষাপেক্ষয়া অষ্টগুণিতকামশ্চ স্ত্রীষু  
 স্ত্রীয়াং তথাপ্যহং যথা ধৈর্য্যেণ ন বিহবলাম্মি । এবং ত্বয়া তত্রাপি কামোদ্ভবেহপি ধৃতিঃ  
 কুলাচারপরম্পরাস্থ রক্ষণীয়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি । তত্র ইত্যেতদ্বচঃ বচনং আকর্ণ্য শ্রদ্ধা কামমোহিতঃ সন্ তত্র। সত্য-  
 বত্যা যাচনার্থং দাশপতের্গেহং গতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্টেতি । দাশঃ ধীবরঃ কুরুবংশীয়নরপতিঃ

রাজন্ ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সন্মত আছি ; কেবল, আমাকে দেখিয়াই  
 যে আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন ; কিন্তু, কি করিব  
 আমি স্বাধীন। নহি ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন । আমার পিতা আমার সম্প্রদান-  
 কর্ত্তা । মহারাজ ! আপনি সত্বর তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা করুন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ !  
 আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না । আমি সংকুলজাত দাশরাজের কন্যা । আমি সততই  
 পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি । যদি তিনি প্রদান করেন তাহা হইলে  
 আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব ॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! কন্দর্প  
 আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে ;  
 কারণ, আমি নবর্যোবনাক্রান্তা । তথাপি কি করি, অগ্রে কুলাচারপরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা  
 করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই শান্তনু নৃপতি সত্যুবতীর এই কথা  
 শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনা জ্ঞাত দাশপতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ধীবর নৃপতিকে

দৃষ্ট্বা নৃপতিমাস্তং দাশোহতিবিস্ময়ং গতঃ ।

প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ২৮ ॥

দাশ উবাচ ।

দাসোহস্মি তব ভূপাল ! কৃতার্থোহহং তবাগমে ।

আজ্ঞাং দেহি মহারাজ ! যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ ।

ধর্মপত্নীং করিষ্যামি স্ত্রতামেতাং তবানঘ ! ।

ত্বয়া চেদীয়তে মহ্যং সত্যমেতদব্রুবীমি তে ॥ ৩০ ॥

দাশ উবাচ ।

কন্তারত্নং মদীয়ং চেদ্যত্বং প্রার্থয়সে নৃপ ! ।

দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন ত্বদেয়ং কদাচন ॥ ৩১ ॥

তস্য্যাঃ পুত্রো মহারাজ ! ত্বদন্তে পৃথিবীপতিঃ ।

সর্বথা চাভিষেক্তব্যো নাথঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩২ ॥

শস্ত্রমাগচ্ছন্তঃ দৃষ্ট্বা বিলোকা অতিবিস্ময়ং গতঃ । অত্যগস্তবঘটনযেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

দাসোহস্মীতি । হে ভূপাল ! অহং তব দাসোহস্মি তবাগমেনেহং চরিতার্থশ্চ অধুনা ভবতঃ  
ইহ মম গৃহে যদর্থং আগমঃ আগমনং । আজ্ঞাং দেহি আজ্ঞাপয়েতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্মপত্নীমিতি । ত্বয়া চেৎ যদি এষা কন্তা মহ্যং দীয়তে তর্হি এতাং তব স্ত্রতাং ধর্মপত্নীং  
করিষ্যামি ন তু কেবলং ভোগার্থমেব গ্রহীষ্যামীতি বিজ্ঞানীহি এতৎ সত্যং ব্রুবীমি ।  
অনযেতি সমুদ্যমো মহতামপি তৎকন্তাগ্রহণাধিকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ৩০ ॥

প্রার্থয়সে চেদিত্যর্থঃ । দাতব্যং স্ববশ্যং দাতব্যমেবাশ্তি তদন্ত ন গৃহে স্থাপনীয়ং ত্বাদৃশো  
যদি প্রার্থয়তে তদাবশ্যং দাস্তামি ॥ ৩১ ॥ পুত্রস্তবেতি বৈ ইতি । ইতি যদি তবেষ্টং তদা  
দাস্তামীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি-  
পূর্বক বলিল ॥২৮॥ মহারাজ ! আমি আপনাদাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম ।  
রাজন ! কিজন্তু আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন তাহা সম্পন্ন করিব ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রমু নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবর ! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী  
সন্দেহ নাই । এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কন্তা প্রদান কর তাহা হইলে আমি  
তাঁহাকে আমার ধর্মপত্নী করিব ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ ! যাহা দাতব্য বস্তু তাহা  
অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, বিশেষত কন্তাধন কখনই অদেয় হইতে পারে না । অতএব,

সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা বাক্যং তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।

গান্ধেয়ং মনসা কৃদ্ধা নোবাচ নৃপতিস্তদা ॥ ৩৩ ॥

কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিষ্টো মহীপতিঃ ।

ন সন্মৌ বুভুজে নাথ ন স্খাপ গৃহং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

চিন্তাতুরস্ত তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা ।

গহ্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্ ॥ ৩৫ ॥

দুর্জয়ঃ কোহস্তু শত্রুস্তে কৰোমি বশগন্তব ।

কা চিন্তা নৃপশার্দূল ! সত্যং বদ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৬ ॥

কিং তেন জাতেন স্ততেন রাজন্ !

দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্যঃ ।

ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোহসৌ

প্রাগ্জন্মজং নাত্র বিচারণাহস্তুি ॥ ৩৭ ॥

গান্ধেয়ং মনসা রাজ্যাপিগং কৃদ্ধা প্রত্যুত্তরং নোবাচ । গান্ধেয়সদৃশে পুত্রে সতি কথমে-  
তস্তাঃ পুত্রায় রাজ্যং দেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্তাঃ পুত্রায় রাজ্যাদানেহনিষ্টেহপি সা স্থিষ্টে-  
বেত্যাহ । কামাতুর ইতি ॥ ৩৪ ॥ দেবব্রতো ভীষ্মঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দুঃখং পিতুরিতি শেষঃ । যো  
দুঃখং পিতুর্ন নাশয়তি স পুত্র ঋণং প্রাগ্জন্মনি গৃহীতং পিত্রা তদগ্রহীতুমাগতোহস্তুীতি ।

আপনি যদি আমার এই কত্তারদ্রষ্টাকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান  
করিতে হইবে । কিন্তু, মহারাজ ! আপনার ঔরসে এই কত্তার গন্তে যে পুত্র জন্মগ্রহণ  
করিবে আপনার অস্ত্রে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে । আপনার অস্ত্র  
পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না ॥ ৩১—৩২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হই-  
লেন এবং গন্ধানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না । বরং সেইরূপ কামা-  
তুর অবস্থাতেই গৃহে বাইয়া স্নান ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর  
দেবব্রত গান্ধেয় তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকটে বাইয়া অসন্তোষের কারণ  
জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে নৃপবর ! আপনার কি কেহ দুর্জয় শত্রু আছে তাহা হইলে  
বলুন তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি । মহারাজ ! আপনার কি চিন্তা উপস্থিত  
হইয়াছে আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে  
পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি  
প্রয়োজন ? সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মার্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে

বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোহপি  
 তাতাজ্জয়া দাশরথিস্ত রামঃ ।  
 বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাং  
 সঠৈব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮ ॥  
 স্তুতো হরিশ্চন্দ্রনৃপস্য রাজন্ !  
 যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা ।  
 ক্রীতোহথ পিত্রা বিপণোদ্যতশ্চ  
 দাসার্পিতো বিপ্রগৃহে তু নুনম্ ॥ ৩৯ ॥  
 তথাহিজিগৰ্ত্তস্য স্তুতো বরিত্তো  
 নাম্না শুনঃশেফ ইতি প্রসিদ্ধঃ ।  
 ক্রীতস্ত পিত্রাপ্যথ যুপবন্ধঃ  
 সংমোচিতো গাধিস্তুতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০ ॥  
 পিত্রাজ্জয়া জামদগ্ন্যেন পূৰ্ব্বং  
 ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্ ।  
 অকার্য্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন  
 গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃতা ॥ ৪১ ॥  
 ইদং শরীরং তব ভূপ ! তেন  
 ক্ষমোহস্মি নুনং বদ কিং করোম্যহম্ ।  
 ন শোচনীয়ং ময়ি বর্ত্তমানে-  
 হপ্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণু তাদৃশং পুত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ স্তুত ইতি । দাসার্পিতো লক্ষ্মণ দাসত্বেনার্পিত  
 ইত্যর্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমঙ্কে বক্ষ্যমাণা ॥ ৩৯ ॥ তথাহিজিগৰ্ত্তস্তেতি । ইয়মপি কথা সপ্তম-  
 ঙ্কে বক্ষ্যমাণা । গাধিস্তুতেন বিশ্বামিত্রেণ ॥ ৪০ ॥ পিত্রাজ্জয়েতি । গুরোরনুজ্ঞা গুরোঃ

আর বিচার কি ? ॥ ৩৭ ॥ দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ  
 করিয়া লক্ষ্মণ এবং জানকীর সহিত বনে বাইয়া চিত্রকূট পৰ্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥  
 মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব  
 স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ এইরূপ শুনঃশেফ নামে  
 প্রসিদ্ধ অজিগৰ্ত্তের পুত্র পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া যুপবন্ধ হইয়াছিল ; পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
 তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর দেখুন, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় নিজ  
 জননীর মস্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে । তিনি ইহা অজ্ঞায় কার্য্য করিয়া-



প্রব্রুহি রাজ্যন্তব কাহস্তি চিন্তা  
 নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা ।  
 দেহেন মে চেক্ষরিতার্থতা বা  
 ভবত্বমোঘা ভবতশ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩ ॥  
 ধিক্ তং সূতং যঃ পিতুরীপ্সিতার্থং  
 ক্ষমোহপি সম প্রতিপাদয়েদ্যঃ ।  
 জাতেন কিং তেন সূতেন কামং  
 পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্বরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত উবাচ ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শম্ভুর্নৃপঃ ।  
 লজ্জমানস্ত মনসা তমাহ স্বরিতং সূতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 রাজোবাচ ।

চিন্তা মে মহতী পুত্র ! যত্বমেকোহসি মে সূতঃ ।  
 শ্রোহতি বলবান্ মানী সংগ্রামেষ্পরাজ্যুখং ॥ ৪৬ ॥

পিতুর্জমদগ্নেরিতার্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমোহস্মি নুনমিতি । কিমপি ভবৎপ্রিয়ং কঠুং ক্ষমঃ সমর্থোহস্মি  
 অধুনাং কিং করোমীতি বদ ময়া কিংকর্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ । অদঃ ইদমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥  
 দেহেনেতি । যদি কার্য্যকরণে মম দেহঃ পততি তদা দেহেন চরিতার্থতা মম জাতা মম দেহঃ  
 সার্থকো জাতঃ । অথবা কার্য্যং জাতং তদা ভবতশ্চিকীর্ষা অনোঘা সফলা জাতা উভরতো-  
 হপি ফলমেবাহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্বরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

(নিশম্যেতি । নৃপঃ শম্ভুঃ তস্ত পুত্রস্ত বচো নিশম্য শ্রদ্ধা মনসা লজ্জমানঃ সন্ বক্ষ্যমাণঃ  
 বাক্যমাহ ॥ ৪৫ ॥ চিন্তা ইতি । হে পুত্র ! মে মম মহতী চিন্তা জাতা যতস্তং মে একঃ সূতঃ

ছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুতর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ ! আমার  
 এই শরীর আপনারই জানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য  
 জানিবেন ; অতএব কি করিতে হইবে বলুন । আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা  
 উচিত নয় । আপনি যাহা বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২ ॥ রাজন !  
 আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই  
 তাহা নিবারণ করিব । আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে  
 আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল ; অন্তথা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল  
 হইল, অতএব এ বিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার  
 অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহাকে ধিক্ ! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে  
 না পারে সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল ? ॥ ৪৪ ॥

একাপত্যস্য মে জাত ! বৃথেনং জীবিতং কিল ।

মৃত্যে স্থয়ি মৃধে কাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

এষা মে মহতী চিন্তা তেনাদ্য দুঃখিতোহস্ম্যহম্ ।

নান্যা চিন্তাস্তি মে পুত্র ! যাং তবাগ্রে বদাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তদাকর্ণ্যাথ গাঙ্গেয়ো মস্ত্রিবৃদ্ধানপুচ্ছত ।

ন মাং বদতি ভূপালো লজ্জয়াদ্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥

বিত্ত বার্তাং নৃপস্যাদ্য পৃষ্ঠা যুয়ং বিনিশ্চয়াৎ ।

সত্যং ব্রুবন্তু মাং সর্বং তৎ করোমি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তে নৃপং গহ্বা সংবিজ্ঞায় চ কারণম্ ।

শশংস্তুর্বিদিতার্থস্তু গাঙ্গেয়স্তদচিন্তয়ৎ ॥ ৫১ ॥

তোহপি অতি বলবান্ শূরঃ মানী সংগ্রামেষ্ অপরাযুগ্ধঃ জীবিতনিরপেক্ষঃ ॥ ৪৬ ॥) মৃধে যুদ্ধে কপ্তাং ॥ ৪৭ ॥ (এষা মে মহতীতি । অদ্য ইদানীং এষেব মে মহতী চিন্তা সমুপস্থিতা অতোহহং দুঃখিতঃ অপরা কাপি চিন্তা নাস্তি যাং তবাগ্রে অহং বদামি ॥ ৪৮ ॥

তদাকর্ণ্যেতি । গাঙ্গেয়ঃ গঙ্গায়া অপত্যং পুমান্ ভীষ্মঃ । পিতৃবাক্যমাকর্ণ্য মস্ত্রিবৃদ্ধান্ অপুচ্ছত পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ লজ্জয়াক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥) বিবেচতি । যুয়ং পৃষ্ঠা নৃপস্ত বার্তাং বিত্ত জানীত ॥ ৫০ ॥

বিদিতার্থো জ্ঞাতার্থঃ ॥ ৫১ ॥ (সহিতৈস্তুরিতি । তৈঃ মস্ত্রিভিঃ সহ দাশশু ধীবরপতেঃ সদনং গৃহং আশু জগাম । প্রেমপূর্ব্বং প্রীতিপূর্ব্বকং জাহ্নবীস্রুতঃ গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ ॥ ৫২ ॥ পিত্রে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মহারাজ শান্তনু, পুত্র ভীষ্মদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্র ! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর ; দেখ তুমি অতিশয় বলবান্ বীরপুরুষ শৌর্য্যাভিমानी . সংগ্রামে অপরাযুগ্ধ একমাত্র পুত্র । অতএব, বৎস ! যে পিতার একমাত্র পুত্র তাহার জীবন রূপা ; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পুত্র ! এইটাই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এই জন্তই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি । আমার অন্ত আর কোন চিন্তা নাই যে তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮ ॥

ঋষিগণ ! গঙ্গানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্ত্রিগণকে বলিলেন; মহারাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না । আপনারা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য করিয়া বলুন । তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

মস্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া গাঙ্গেয়কে বলিলেন । ভীষ্মও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

সহিতৈস্তুর্জগামাশু দাশস্য সদনং তদা ।

প্রেমপূর্ব্বমুবাচেদং বিনত্রো জাহুবীজতঃ ॥ ৫২ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ ।

পিত্রে দেহি স্নাতাস্তেহদ্য প্রার্থয়ামি স্নমধ্যমাম্ ।

মাতা মেহস্ত স্নতেয়ং তে দাসোহস্ম্যস্যাঃ পরস্তপ ! ॥ ৫৩ ॥

দাশ উবাচ ।

ঋং গৃহাণ মহাভাগ ! পত্নীং কুরু নৃপায়জ ! ।

পুত্রোহস্য ন ভবেদ্রাজা বর্তমানে স্থয়ীতি বৈ ॥ ৫৪ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ ।

মাতেষ্যং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব কঁরোম্যহম্ ।

পুত্রোহস্যঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

দাশ উবাচ ।

সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুত্রস্তে বলবান্ ভবেৎ ।

সোহপি রাজ্যং বলাৎ নুনং গৃহীয়াদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহীতি । ইমাং তে স্নমধ্যমাং কন্ধ্যাং অহং প্রার্থয়ামি কৃত ইতি চেৎ তত্রাহ পিত্রে দেহীতি  
অদ্য প্রভৃতি ইয়ং মম মাতাস্ত । পরস্তপেতি সোধোদনাং রাজস্বশুরস্বেন তস্ত ভাবিস্তত্ত্বগতঃ  
স্মৃতিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ঋং গৃহাণেতি । হে মহাভাগ নৃপায়জ ! ঋং ইমাং কন্ধ্যাং গৃহাণ পত্নীং কুরু অন্তথা ঋ-  
পিতৃগৃহীতাস্যাস্তেদিতার্থঃ অন্তঃ পুত্রঃ ঋরি বর্তমানে রাজ্যাধিকারী ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৫৪ ॥

মাতেষ্যমিতি । ইয়ং দাশেয়ী দাশকন্ধ্যা মম মাতা স্তাং অহং রাজ্যং ন করিষ্যামি অন্তঃ  
ভবৎ-কন্ধ্যাঃ পুত্রঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি অত্র কোহপি সংশয়ো নাস্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

সত্যং বাক্যমিতি । ঋং যদ্যপি সত্যবাক্যতয়া রাজ্যং ন করিষ্যামি তথাপি ঋংস্নতস্ত  
বলাদ্রাজ্যং গৃহীয়ায়ম দৌহিত্যস্তেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর গঙ্গাপুত্র সেই মদ্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত  
হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥ ৫২ ॥ হে ধীবরবর ! তুমি এক্ষণে তোমার শত্রুদিগকে  
উত্তপ্ত করিবে সন্দেহ নাই । কারণ, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার স্নমধ্যমা কন্ধ্যা-  
টিকে আমার পিতাকে প্রদান কর । ইনি আমার মাতা হউন এবং আমি ইহার দাস হই ॥ ৫৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, হে রাজপুত্র ! আপনি মহাভাগ্যশালী ; অতএব,  
আপনিই গ্রহণ করুন, এই কন্ধ্যা আপনারই পত্নী হউক । কারণ, রাজা গ্রহণ করি-  
আপনি জীবিত থাকিতে ইহার পুত্র রাজা হইতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥

ভীষ্ম বলিলেন, ধীবর ! তোমার এই কন্ধ্যাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে । দেখ, আমি  
রাজ্য গ্রহণ করিব না । ইহার পুত্রই রাজ্য গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৫ ॥

পাঙ্গেয় উবাচ ।

ন দারসংগ্রহং নুনং করিষ্যামি হি সর্বথা ।

সত্যং মে বচনং তাত ! ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য ঋষজীবকঃ ।

দর্দো সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সর্বান্নশোভনাম্ ॥ ৫৮ ॥

অনেন বিধিনা তেন ব্রতা সত্যবতী প্রিয়া ।

ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসন্তমঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ময়া বিবাহে ক্লৃতে সত্যোত্তমম্ । ততো বিবাহমেবাহং ন করিষ্যামীতি ভীষ্ম ভয়ঙ্করং  
ব্রতং ময়া কৃতমিতি জানীহি ॥ ৫৭ ॥

ঋষজীবকো মৎশ্রজীবনো দাশরাজঃ ॥ ৫৮ ॥ নমু ব্যাসমাতা অশ্রুতী কথং তেন বিবাহিতেন চৈতদ্রাহ ন জানাতি । তদুদরে ব্যাসস্ত জন্ম রাজা ন জানাতি । কঠোরব্রতমিতি নিশ্চিতমতিরিত্যর্থঃ । এতেন ধর্মজেন রাজ্ঞা কথং দাশকল্যাহস্ত্রী বিবাহিতেতি দূষণং নিরস্তম্ । কামাতুরস্বাচ্ছান্নাধ্যমপ্যাচরিতমহো ভগবত্য্য অস্ত্রার্থমিকপিণ্যা অয়ং মহিমা যদকার্যমপি মহত্তিঃ কারয়তি কারয়িত্বা চ সোপাসনাং বালেন সর্কান্নহীকরোতীতি । অতএব বক্ষ্যতি সপ্তম-  
স্কন্ধে সৌমহর্যোদ্ভবা রাজানঃ সর্বৈ শত্রুপাসনয়া মহৎ প্রাপ্তা ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, রাজকুমার ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি  
সত্য বলিয়া জানিলাম ; কিন্তু, যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি  
বলপূর্নক রাজ্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় কহিলেন, তাত ! আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না  
ইহা সত্য বলিতেছি । অন্য প্রভৃতি আমি এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করি-  
লাম ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মৎশ্রজীবী সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ  
করিয়া সর্কান্নস্নানী সত্যবতী কন্যা মহারাজ শান্তনুকে প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ নৃপবর  
শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের  
জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ❀ ॥

## যষ্ঠোঃধ্যায়ঃ”।

### সূত উবাচ ।

এবং সত্যবতী তেন বৃত্তা শস্ত্রমুনা কিল ।  
 দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ মৃতৌ কালবশাদপি ॥ ১ ॥  
 ব্যাসবীৰ্য্যাত্ম সঞ্জাতো ধৃতরাষ্ট্রৌহঙ্ক এব চ ।  
 মুনিং দৃষ্ট্বাহথ কামিত্যা নেত্রসংমীলনে কৃতে ॥ ২ ॥  
 শ্বেতরূপা যতো জাতা দৃষ্ট্বা ব্যাসং নৃপাক্ষজা ।  
 ব্যাসকোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
 সম্ভোষিতস্তয়া ব্যাসো দাস্ত্যা কামকলাবিদা ।  
 বিজুরস্ত সমুৎপন্নো ধৰ্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৪ ॥

একসপ্ততিপদৈশ্চ ব্যাসাং পুত্রত্রয়োক্তয়ঃ ।

পাণ্ডবানাস্ত্রপোৎপত্তিঃ সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে যে প্রমাণঃ কৃতান্তেষাং সর্বেষামুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং দত্তম্ । কথং গোলকা-  
 ব্যুৎপাদিতাবিতি শঙ্কা কেবলমবশিষ্টা তদর্থমাহ এবং সত্যবতীতি । দ্বৌ পুত্রৌ চিত্রাঙ্গদ-  
 বিচিত্রবীৰ্য্যৌ । বংশাভাবে গোলকানব্যুৎপাদনীয়াবিত্তি বেদাঙ্ক্যা গোলকো বংশসংরক্ষণার্থ-  
 মুৎপাদিতাবিত্যাহ কালবশাদপীতি । ইদমুত্তরান্বযাপি । যতো বংশোচ্ছেদকালঃ সমাগত-  
 ত্বদ্বশাদেবেত্যর্থঃ । এতেন ধার্ম্মিকেন ব্যাসেন কথং ভ্রাতৃত্বাৰ্থ্যাগমনং কৃতমিতি শঙ্কা  
 নিরস্তা । বংশোচ্ছেদপ্রাপ্তাবেতাৎশব্দকরণে বেদাঙ্ক্যাঃ সম্বাদিতি । ইদং কলিযুগাতি-  
 রিক্তপরম্ ॥ ১ ॥ অন্ধে নিমিত্তমাহ মুনিং দৃষ্টেতি । জটিলং ব্যাসং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগা-  
 ভাবেন স্ত্রিয়া নেত্রনিমীলনে কৃতে সতি তন্নিমিত্তবশাদকো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ শ্বেত-  
 রূপেতি মুনিং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবান্নিলোভা শ্বেতা জাতেতি হেতোঃ । স্বশ্রিত্তরানুরাগা-  
 ভাবান্ব্যাসস্ত কোপ উৎপন্নস্তান্নাদেতোঃ পুত্রঃ পাণ্ডুঃ শ্বেত উৎপন্নঃ ॥ ৩ ॥ যদা পুনর্ব্বীক্শে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই শাস্ত্র নৃপতি এইরূপে সত্যবতীকে বিবাহ করেন ।  
 পরে, সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামে তাঁহার দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু কাল-  
 গতবশত যৌবনকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর, ব্যাসের ঔরসে  
 ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন । অধিকাদেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া  
 ধৃতরাষ্ট্র জন্মাক্ষ হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ (ইহাকে অন্ধ দেখিয়া সত্যবতী ব্যাসদেবকে অশ্রু পুঞ্জের  
 উৎপত্তির জন্ত পুনরায় অরুণোদয় করায়) নৃপকন্যা অম্বালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ  
 হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, বেদব্যাস যতি-

রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মস্ত্রিভিঃ ।  
 অন্ধজ্ঞান্ তরাষ্ট্রোহসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫ ॥  
 ভীষ্মশ্চানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।  
 বিদুরোহপথ্য মেধাবী মন্ত্রকার্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬ ॥  
 ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ধ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা ।  
 দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্য গার্হস্থ্যে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭ ॥  
 পাণ্ডোরপি তথা পল্লো ধ্বে প্রোক্তে বেদবাদিতঃ ।  
 শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮ ॥  
 গান্ধারী স্নযুবে পুত্রশতং পরমশোভনম্ ।  
 বৈশ্যাপ্যেকং স্ততঃ কান্তং যুয়ংস্নং স্নযুবে প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

বিচিত্রবীৰ্য্যপত্নী প্রেথিতা সান গতা । তয়া স্বকীয়া দাসী প্রেথিতা তয়া শূদ্রাদিরসৈঃ  
 কামকলাবিদা কামশাস্ত্রাভিজ্ঞয়া দাস্য্য বাসঃ সন্তোষিতস্তংসন্তোষবশাং সম্যক্ পুত্রো  
 বিহর উৎপন্নঃ ॥ ৪ ॥ অপরমাধ্যায়মারভ্যতাবৎপর্য্যন্তমুষিভির্থে যে প্রশ্নাঃ কৃতান্তেষা-  
 মুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং স্মৃतेन ক্রমেণ, দত্তমিতঃ পরমপৃষ্টমপ্যযিভিঃ পাণ্ডবাখ্যানং জনমেজয়-  
 পর্য্যন্তং স্মৃतेन কথ্যতে । তৎপ্রয়োজনং স্বগ্রে জনমেজয়ায় স্বপূৰ্ণজহুর্গতিগতপাণ্ডবোদ্ধারার্থং  
 ব্যাসো দেবীভাগবতং কথয়ামাসেতি বক্তব্যমস্মি । তত্র কে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চ তৈহু'বিতমা-  
 চরিতং কো জনমেজয় ইত্যাকাঙ্ক্ষা স্মাত্তম্মিবৃত্তার্থং প্রকৃতমপৃষ্টমপ্যাখ্যানং পাণ্ডবানাং  
 বক্তৃমারভতে রাজ্যে সংস্থাপিত ইতি । নহু শুকায় ভাগবতোপদেশসময়ে জনমেজয়োৎ-  
 পত্তাভাবেন জনমেজয়ায়োপদিষ্টং ভাগবতমিতি কথা শুকোপদিষ্টভাগবতেহসঙ্গতেতি চেন্ন ।  
 ব্যাসস্ত সৰ্পজ্ঞেয় জনমেজয়ং প্রতোব্যং বক্তাহস্মীতাতিপ্রায়েণ পূৰ্ণমেব গ্রহুং ভবিষ্যখ্যান-  
 ঘটং কৃৎযা শুকায়োপদিদেদেতি কল্পনাং ॥ ৫—৬ ॥ সৌবলী স্ববলশ্রুপত্যং কথ্য ॥ ৭ ॥  
 শূরসেনশ্রুপত্যং কথ্য শৌরসেনী । মদ্রদেশজা মদ্রদেশরাজজ্ঞেতার্থঃ ॥ ৮ ॥ (গান্ধারী গান্ধার-  
 দেশীয়রাজকন্যা পুত্রাণাং হৃষ্যোধনাদীনাং শতং শতসংখ্যাকং স্নযুবে বৈশ্যকথ্যপি একং  
 যুয়ংস্নানাং পুত্রং স্নযুবে ॥ ৯ ॥ কুন্তী তু কুন্তিভোজপালিতা রাজঃ শূরসেনস্ত হৃহিতা কথ্য

কোবিদা দাসীর আরাধনায় সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন এজন্ত দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাশ্রা  
 বিহর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মস্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাধিকারে  
 নিয়োজিত না করিয়া পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥  
 সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অমুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেধাশালী বিদুরও  
 তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ স্ববলরাজ কথ্য গান্ধারী আর একটা বৈশ্য  
 কথ্য এই দুইটা ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা । তন্মধ্যে দ্বিতীয়া জ্ঞী বৈশ্যকথ্য গৃহস্থ কার্য্যেই অমরক্কা  
 ছিল ॥ ৭ ॥ ঐক্লপ পাণ্ডুরও রাজা শূরসেনকথ্য কুন্তী এবং মদ্ররাজহৃহিতা মাদ্রী এই দুইটা  
 পত্নী ছিল ॥ ৮ ॥ ধৃতরাষ্ট্রপত্নীমধ্যে গান্ধারী স্নশোভন শত পুত্র এবং বৈশ্য সৰ্পজনপ্রিয়

কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাং কর্ণং মনোহরম্ ।  
 স্রমুবে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥  
 ঋষয় উচুঃ ।

কিমেতৎ সূত ! চিত্রং স্বং ভাষসে মুনিসত্তম ! ।  
 জনিতশ্চ স্রুতঃ পূৰ্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১ ॥  
 সূর্য্যাং কর্ণং কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ ।  
 কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২ ॥  
 সূত উবাচ ।

শূরসেনস্রুতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ ! ।  
 কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩ ॥  
 কুন্তিভোজেন সা বাল্য পুত্রী তু পরিকল্পিতা ।  
 সেবনার্থং তু দীপ্তশ্চ বিহিতা চাক্ৰহাসিনী ॥ ১৪ ॥

সতী অনুচাপীতার্থঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টাং সূর্য্যাং মনোহরং রূপবন্তং কর্ণং প্রসূতবতী । কুত্র স্রমুবে ইতি চেৎ তত্রাহ পিতৃগেহস্থা । পশ্চাৎ পাণ্ডোঃ পরিগ্রহঃ ততঃ পরং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা পরি-  
 গৃহীতা বিবাহিতা ॥ ১০ ॥ )

জনিত উৎপাদিতঃ । বিবাহিতায়াঃ পুনর্বিবাহোহসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ পিত্রা যদি  
 সা ন বিবাহিতা তর্হি সূর্য্যাং কর্ণং কথমুৎপন্নঃ কন্যাবস্থায়াং ব্যভিচারযোগেৎপত্তৌ তু পুনঃ  
 কন্যা কথং জাতা কন্যাস্থাবাবে পাণ্ডুনা কথং সা বিবাহিতেতাহ সূর্য্যাং কর্ণ ইতি ॥ ১২ ॥  
 যদেতি । বাল্যভাবে যদা স্রুতা কুন্তী তদা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা মম কন্যা নাস্তি ভবৎকন্যা  
 সমাধ্বিত প্রার্থিতঃ শূরসেনস্রুতৈঃ কন্যাং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ দীপ্তশ্চিহ্নোহস্রুতস্তায়েঃ ॥ ১৪ ॥

একমাত্র পুত্র যুয়ংস্রুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃ  
 গৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে  
 পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ স্রুতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর স্রুত ! তুমি একিরূপ আশ্চর্য্য  
 কথা বলিতেছ । পূৰ্ব্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়া-  
 ছিলেন ? ॥ ১১ ॥ স্রুত ! কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা  
 বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল । আর যদি কুন্তীর সন্তান হইয়াছিল তাহা হইলে পুনর্বার  
 কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১২ ॥

স্রুত কহিলেন, ঋষিগণ ! শূরসেন কন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজ-রাজ তাহাকে নিজ-  
 কন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, কুন্তিরাজ সেই চাক্ৰহাসিনী কন্যাকে  
 নিজকন্যারূপে লালন পালন করেন । পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নি-  
 হোত্ৰীয় বহির পরিচর্য্যার জন্ত নিয়োজিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ পরে এক দিবস চাতুর্মাস্য-ত্রতাবগমী

দুর্কাসাস্ত্র মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুর্ভাশ্চে স্থিতো দ্বিজঃ ।  
 পরিচর্য্য কৃত্য কুন্ত্যা মুনিস্তোষণং জগাম হ ॥ ১৫ ॥  
 দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্মৈ যেনাহুতঃ সুরঃ স্বয়ম্ ।  
 সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চর্য্য গৃহে স্থিতা ।  
 চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে ॥ ১৭ ॥  
 উদিতশ্চ তদা তানুস্তয়া দৃষ্টৌ দিবাকরঃ ।  
 মল্লোচ্চারং তথা কৃৎস্না চাহুতস্তিগুস্তদা ॥ ১৮ ॥  
 মণ্ডলান্মানুসং রূপং কৃৎস্না সর্বাতিপেশলম্ ।  
 অবাতরত্তদাকাশাৎ সমীপে তত্র মনিরে ॥ ১৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা দেবং সমায়াস্তং কুন্তী তানুং হ্রবিস্মিতা ।  
 বেপমানা রজোদোষণং প্রাপ্তা সদ্যস্ত ভাগিনী ॥ ২০ ॥  
 কৃতাজ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চারুলোচনা ।  
 স্প্রীতা দর্শনেনাদ্য পচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

(কুন্ত্যা দৈবমন্ত্রপ্রাপ্তেঃ কারণং হৃদয়গ্রাহ দুর্কাসাস্ত্রিতি । চাতুর্ভাশ্চত্রে স্থিতঃ সন্ কুন্তিভোজ-  
 গৃহং প্রাপ্তঃ । ততঃ কুন্ত্যস্ত পরিচর্য্যা কৃত্য অতো মুনির্দুর্কাসাঃ তোষণং জগামেত্যম্বয়ঃ ॥১৫॥)  
 যেন মন্ত্রেণ সুরো বা যো বা কো বা সমায়াতি সমায়াস্তি ॥১৬॥ (গতে মুনাবিতি । মুনৌ দুর্কাস-  
 স্মি। গতে সতি কুন্তী গৃহস্থিতা মন্ত্রনিশ্চর্য্যং কং দেবং অহং সংবিচিন্তয়ে চিন্তয়ামীতি মনসা  
 চিন্তয়ামাস ॥ ১৭ ॥ উদিতশ্চেতি । যদা কুন্তী চিন্তয়তি তন্মিহ কালে ভাহুঃ কিরণমালী দিবাক-  
 রঃ উদিতো কুন্ত্যা দৃষ্টঃ । অতন্তয়া মল্লোচ্চারং কৃৎস্না স দেবস্তিগুণ্ডঃ তিগ্মা তীব্রা উষ্ণা  
 ইতি যাবৎ গাবঃ রশ্ময়ো যন্ত স সূর্য্যঃ আহুতঃ ॥ ১৮ ॥) পেশলং সূক্ষ্মম্ ॥ ১৯ ॥ রজোদোষণং

দুর্কাসা ঋষি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতি-  
 শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটা মন্ত্র প্রদান করেন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে  
 আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ॥১৫-১৬॥  
 অনন্তর, দুর্কাসা গমন করিলে সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন দেবকে  
 আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া  
 কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ  
 মণ্ডল হইতে অতিসূক্ষ্ম মাল্যমুগ্ধি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর  
 সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ চারুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয়  
 বিস্ময়বিভা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কৃতাজলি



সূর্য্য উবাচ ।

আহুতোহস্মি কথং কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ ।

ন মাং ভজসি কস্মাৎ সমাহুয় পুরোগতম্ ॥ ২২ ॥

কামার্তোহস্ম্যসিতাপান্নি ! ভজ মাং ভাবসংযুতম্ ।

মন্ত্ৰেণাধীনতাং প্রাপ্তং ক্রীড়িতুং নয় মামিতি ॥ ২৩ ॥

কুন্ত্যুবাচ ।

কণ্ডাহস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ ! সর্ব্বসাক্ষিমমাস্যহম্ ।

তবাপ্যহং ন দুর্বাচ্যা কুলকণ্ডাহস্মি সূত্রত ! ॥ ২৪ ॥

সূর্য্য উবাচ ।

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বুধা ।

বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্ত্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তা রজস্বলা জাতোতর্থাঃ ॥ ২০ ॥ সূপ্রীতাহস্মি স্বং গচ্ছ । মম স্বদর্শনাতিরিক্তং প্রয়ো-  
জনাস্তুরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

(আহুতোহস্মীতি । হে কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন কথমহমাহুতোহস্মি সমাহুয় পুরোগতং  
সমুখস্থং মাং কস্মাৎ ন ভজসি ॥ ২২ ॥ কামার্তোহস্মীতি । হে অসিতাপান্নি ! ভাবসংযুতং  
স্বংপ্রণয়পরং মাং ভজ মন্ত্রবলেনাধীনতাং স্বংবষ্টীতাং প্রাপ্তং মাং রতিক্রীড়ার্থং নয়তো-  
হস্মিঃ ॥ ২৩ ॥ )

ন দুর্বাচ্যা দুর্বাচ্যবিষয়া নাস্মি যতোহহং কুলকণ্ডাহস্মি ॥ ২৪ ॥

হইয়া বলিলেন, দেব ! আপনন্মর্দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি এক্ষণে নিজ মণ্ডলে গমন  
করুন ॥ ২০—২১ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্য কহিলেন, কুন্তি ! তুমি মন্ত্রবলে কিজন্ত আমাকে আহ্বান  
করিলে এবং আহ্বান করিয়া কিজন্তই বা সমুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না । হে চাক্র-  
লোচনে ! আমি এক্ষণে কামার্ত হইয়াছি, বিশেষত তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হই-  
য়াছে, অতএব আনাকে ভজনা কর । আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব  
• রতিক্রীড়ার জন্ত আমাকে গ্রহণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনিই সকলের সাক্ষী-  
স্বরূপ । এক্ষণে আমি ত কন্তা, আপনাকে নমস্কার করি । হে সূত্রত ! আমাকে কুলকণ্ডা  
বলিয়া জানিবেন অতএব কোনরূপ দুর্বাচ্য বলিবেন না ॥ ২৪ ॥

• সূর্য্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, কুন্তি ! যদি আমি অন্য বুধা ফিরিয়া যাই তাহা হইলে  
সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাজনন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় তাহাত  
সন্দেহ নাই । কুন্তি ! অন্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর তাহা হইলে তোমাকে

শম্প্যামি তং দ্বিজঞ্চাদ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ ।

স্বাক্ষপি সূক্তশং কুন্তি ! নোচেন্মাং স্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

কথ্যধর্মঃ স্থিরন্তে স্ত্রাম জ্ঞাস্তিস্তি জনাঃ কিল ।

মৎসমস্ত তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে ! ॥ ২৭ ॥

ইতুজ্জ্বা। তরণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কাং স্থলজ্জিতাম্ ।

ভুক্তা। জগাম দেবেশো বরং দত্তাভিবাঙ্জিতাম্ ॥ ২৮ ॥

গর্ভং দধার স্রশ্রোগী স্রগুপ্তে মন্দিরে স্থিতা ।

ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯ ॥

গুপ্তঃ সন্ধানি পুত্রস্ত জাতশ্চাতিমনোহরঃ ।

কবচেনাতিরম্যেণ, কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্ত কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১ ॥

করে কুস্তাথ ধাত্র্যেয়ী তামুবাচ স্থলজ্জিতাম্ ।

কাং চিন্তাং করতোরু ! ত্বমাধৎসেহদ্য স্থিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩২ ॥

বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥ (শম্প্যামীতি । যেন দ্বিজে ন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ দত্তঃ তং শম্প্যামি তস্মৈ শাপং দাতামীত্যর্থঃ স্বামপি শম্প্যামীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং স্ববশানয়নার্থং কথ্যধর্মশব্দাং নিরাকুর্নরূপে কথ্যেতি । হে বরাননে ! তে ভব কথ্যধর্মঃ স্থিরঃ স্ত্রাং অপিচ কেচিদপি জনাঃ ন জ্ঞাস্তিস্তি কিল মৎসমস্তে পুত্রস্ত ভবিতা ॥ ২৭ ॥

ইতুজ্জ্বা। তরণিঃ সূর্য্যঃ তন্মনস্কাং সূর্য্যগতচিন্তাং কুন্তীং ভুক্তা। জগামেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ একা ধাত্রী বেদনাশ্রো জনাঃ ॥ ২৯ ॥ (গুপ্তঃ সন্ধানীতি । অতিমনোহরঃ পুত্রঃ অতিরম্যেণ কবচেন কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ সন্ সন্ধানি গৃহে জাতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিতীয়ঃ সূর্য্যো বা কুমারঃ কার্ত্তিকের ইব বা জাত ইতিপূর্ণোবাঃ ॥ ৩১ ॥) কাঞ্চিন্তামিতি । অহং ত্বদাজ্ঞাপ্রতিপালিকা স্থিতাস্মি

এবং যে ব্রাহ্মণ তোমায় এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহাকে অতিকঠোর শাপ প্রদান করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ (আর যদি তুমি আমায় ভজনা কর তাহা হইলে) হে বরাননে ! তোমার কথ্যধর্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না এবং আমার সদ্গুণ তোমার একটা সম্ভান হইবে ॥ ২৭ ॥

দেবপতি সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিত্তা এবং অতিলজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই স্রশ্রোগী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে গর্ভধারণ করিতে লাগিল । ইহা কেবল তাঁহার প্রিয়-ধাত্রী জানিত অল্প কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটা মনোহর পুত্র জন্মিল । পুত্রটি স্বরম্য কবচ ও কুণ্ডলযুক্ত স্রশ্রোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকের স্থায় তেজঃপুঞ্জ কলে-

মঞ্জুয়ায়াং হৃতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ ।

কিং করোমি হৃতার্ভাহং ত্যজে হ্যং প্রাণবল্লভম্ ।

• মন্দভাগ্যা ত্যজামি হ্যং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥

পাতু হ্য সগুণাশুণা ভগবতী সর্বেশ্বরী চাম্বিকা

স্তম্ভং সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা ।

দ্রক্ষ্যেহং মুখপঙ্কজং স্থললিতং প্রাণপ্রিয়াহং কদা

ত্যক্তা হ্যং বিজনে বনে রবিস্ততং দুষ্ঠা যথা শৈরিণী ॥ ৩৪ ॥

পূর্বস্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাদিতা

ন ধাতং পদপঙ্কজং স্তম্ভকরং দেব্যাঃ শিবায়াম্ভিরম্ ।

তেনাহং হৃত ! দুর্ভগাম্মি সততং ত্যক্তা পুনস্তাং বনে

তপ্যামি প্রিয় ! পাতকং স্মৃতবতী বুধ্যা কৃতং যৎ-স্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতু্যক্তা তং হৃতং কুন্তী মঞ্জুয়ায়াং হৃতং কিল ।

ধাত্রীহন্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনতন্তুখা ॥ ৩৬ ॥

যদ্যস্বয়াজ্ঞাপ্যতে তৎ সর্বং ক্রিয়তে ততঃ কাং চিন্তামাধৎসে ধারয়সি নৈনাদৃশী চিন্তাহন্তী-  
তার্থঃ ॥ ৩২ ॥ ততো মঞ্জুয়ায়াং স্থাপিতং পুত্রং নদ্যাং তাকু মিচ্ছন্তী কুন্তী প্রাহেতার্থঃ । ( কিং  
করোমীতি । সর্বলক্ষণসংযুতং প্রাণবল্লভমপি হ্যং মন্দভাগ্যাহং ত্যজামি ॥ ৩৩ ॥ ) সর্বে-  
শ্বরীং ভগবতীং স্বস্থানিষো দদাতি পাতুহ্যমিতি । ~~পুনা~~ হ্যং ত্যক্তা তব-মুখপঙ্কজং কদা  
দ্রক্ষ্যে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ হৃত প্রিয়েতি সযোধনস্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বর হইল ॥ ৩০—৩১ ॥ তদর্শনে, কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাহার হস্ত ধরিয়  
বলিল, ‘সুন্দরি ! যখন আমি রহিয়াছি তখন তোমার চিন্তা কি ? ॥ ৩২ ॥ পরে, সন্তানটিকে  
পরিভ্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জুয়ামধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিল, পুত্র ! আমি  
হুঃখিতা হইলেও প্রাণবল্লভ স্বরূপ তোমাকে পরিভ্যাগ করিতেছি ; কি করি, এক্ষণে আমি  
এমনি মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সর্বলক্ষণায়িত তোমাকে পরিভ্যাগ করিতে বাধ্য হই-  
তেছি ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! আশীর্বাদ করিতেছি ; সেই গুণাভীতা ও গুণময়ী সর্বেশ্বরী বিশ্বজননী  
কাত্যায়নী অম্বিকা আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিয়া  
রক্ষা করুন । হায় ! আমি এক্ষণে দুঃখী শৈরিণীর জায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জন বনে  
পরিভ্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই স্থললিত মুখপদ্ম দর্শন করিব ॥ ৩৪ ॥  
পুত্র ! নিশ্চয়ই আমি পূর্বজন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই ; নিশ্চয়ই  
সেই মঙ্গলদাত্রী দেবীর সর্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই ; সেই জন্যই আমি ভাগ্যহীন

স্নাত্বা ব্রত্মা তদা কুন্তী পিতৃবেশং যাবাস সা ।

মঞ্জুষা বহমানা চ প্রাপ্তা অধিরথেন বৈ ॥ ৩৭ ॥

রাধা সূতস্ত ভাৰ্য্যা বৈ তয়্যাসৌ প্রার্থিতঃ সূতঃ ।

কর্ণোহমৃদুৰলবাস্বীরঃ পালিতঃ সূতসদ্বনি ॥ ৩৮ ॥

কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে ।

মাদ্রী চৈবাপরা ভাৰ্য্যা মদ্ররাজসূতা শুভা ॥ ৩৯ ॥

মৃগয়ারমমাণস্ত বনে পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।

জঘান মৃগবুদ্ধ্যা তু রমমাণং মুনিং বনে ॥ ৪০ ॥

শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুর্মুনিনা কুপিতেন চ ।

স্রীসঙ্গং যদি কর্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ধাত্রীহস্তে ইতি । গঙ্গায়াং তাকুং দদৌ ॥ ৩৬ ॥ (স্মরেতি । কুন্তী ব্রত্মা সতী স্নাত্বা পিতৃবেশনি গৃহে উবাস বাসধকার অবতস্থে ইতি যাবৎ । গঙ্গায়াং বহমানা মঞ্জুষা তু অধিরথেন সূতেন প্রাপ্তা লক্ষা ॥ ৩৭ ॥) অধিরথস্ত সূতস্ত ভাৰ্য্যা রাধা তয়া সূতঃ প্রার্থিতঃ পুত্রস্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

(কুন্তীতি । সূর্য্যদেবপ্রভাবেণ পুনঃ কন্যাভাবং প্রাপ্তা কুন্তী স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসভায়াং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা বিবাহিতা তস্ত পাণ্ডোরপরা ভাৰ্য্যা মদ্ররাজসূতা শুভা সন্দরী সুলক্ষণা বা ॥ ৩৯ ॥ মৃগয়েতি । মহাবলঃ পাণ্ডুঃ মৃগয়ায়াং রমমাণঃ কদাচিৎ বনে রমমাণং মৃগবন্ধাং রতিক্রীড়াং কুর্বাণং কষ্টিং মুনিং মৃগবুদ্ধ্যা মৃগং মদ্রেত্যর্থঃ জঘান বাণেন নিহতবান্ ॥ ৪০ ॥ শপ্তস্তেনেতি । তদা প্রাণপ্রাণাব্যবহিতপ্রাক্কালে তেন মুনিনা স পাণ্ডুঃ শপ্তঃ । শাপ-

হইয়াছি সন্দেহ নাই । প্রিয়পুত্র ! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপূৰ্ব্বক নিজ-  
কৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কুন্তী এই প্রকারে অমৃতাপ করিয়া, পাছে অপর কোনও  
লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিদ্ধকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটিকে ধাত্রীর হস্তে  
প্রদান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, মঞ্জুষাটী জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ব্রতভাবে গঙ্গাতে  
স্নানাদি সমাপন পূৰ্ব্বক পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । এদিকে, অধিরথ নামে কোন  
সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই মঞ্জুষাটী প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই অধিরথের ভাৰ্য্যা রাধা সেই  
সন্তানটীকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল । অনন্তর, এই সন্তানটীই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া  
কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ বীর হইলেন ॥ ৩৮ ॥

ঋষিগণ ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন ।  
ঠাহার অপর আর একটি সন্দরী ভাৰ্য্যা মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী নামে প্রসিদ্ধা ছিল ॥ ৩৯ ॥ এক  
দিবস মহাবল পাণ্ডু মৃগয়ায় ভ্রমণ করিয়া বনে মৃগরূপে শূণ্ডীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন  
মুনিকে মৃগবোধে বধ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মুনি মৃত্যুসময়ে কুপিত হইয়া ঠাহাকে এই

ইতি শপ্তস্ত মুনিনা পাণ্ডুঃ শোকসমম্বিতঃ ।

তত্ৰাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪২ ॥

কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যে ধ্বংসজাতঃ সহসঙ্গতে ।

সেবনার্থং সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৩ ॥

গঙ্গাতীরে স্থিতঃ পাণ্ডুর্মুনীনাশ্রমেষু চ ।

শৃণ্বানো ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৪৪ ॥

কথায়াং বর্তমানায়াং কদাচিদ্ধর্ম্মসংশ্রিতম্ ।

অশৃণোদ্বচনং রাজা স্পৃহ্যন্তঃ মুনিভাষিতম্ ॥ ৪৫ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরস্তপ ! ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্ত জননং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥

অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা ।

কুণ্ডঃ সহোদরঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে ॥ ৪৭ ॥

প্রকারমাহ যদি অং ক্রীসঙ্গং কর্তাসি তদা তে তব ধ্রুং নিঃসংশয়ং মরণং ভবিষ্যতীতি  
বিক্রি ॥ ৪১ ॥ ইতি শপ্তস্থিতি । পাণ্ডুরিত্যেবশ্চকারেণাভিশপ্তঃ সন্ শোকসমম্বিতঃ ভৃশ-  
দুঃখিতশ্চ রাজ্যং তত্ৰাজ্যং তপোবনে বাসং চকার উবাসেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কুন্তীতি । তস্ত পাণ্ডো-  
র্দেভ্যো কুন্তীমাদ্রৌ সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে পতিসেবনার্থং সহসঙ্গতে পত্নী সহ বনং জগ্মতুঃ ॥ ৪৩ ॥  
কুত্র গতঃ শীঘ্ররূপে জিজ্ঞাসায়ামাহ গঙ্গাতীরে ইতি । মুনীনাশ্রমসম্বন্ধে গঙ্গাতীরে স্থিতঃ ।  
কথং তত্র স্থিত ইতি চেত্তত্রাহ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি শৃণ্বান ইতি ॥ ৪৪ ॥ কথায়ামিতি । রাজা পাণ্ডু-  
রিত্যর্থঃ কদাচিৎ কথায়াং পৌরাণিকীগাথায়াং বর্তমানায়াং ধর্ম্মসংশ্রিতং বচনং অশৃণো-  
দিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং বচনমশৃণোদিত্যশয়েনাহ অপুত্রস্তেতি । অপুত্রস্ত গতির্গমনশক্তির্নাস্তি ।  
কুত্র গন্তুমিতি চেত্তত্রাহ স্বর্গে স্মরলোকে স্মরণমভীষ্টস্থানে । অতো যেন কেনাপ্যুপায়েন  
পুত্রস্ত জননং উৎপাদনং চরেৎ পুত্রোৎপত্তৌ প্রযতেতৈত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ) অংশজঃ স্ববীর্য্যজঃ ।

বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, পাণ্ডুরাজ ! যখন তুমি ক্রীসঙ্গ করিবে তখনই তোমার  
মৃত্যু হইবে ॥ ৪১ ॥ পাণ্ডু মুনিবর্জক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকাভূত হইলেন  
এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতাত্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥  
মুনিসত্তমগণ ! তাহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেবার জন্য  
তাহার সঙ্গেই গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনিগণের আশ্রমের সন্নিকটে  
বাস করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট সর্বদা নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুশ্চর তপস্কার  
রত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এক দিবস ধর্ম্মশ্রিত কথায় প্রশঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত  
শ্রবণ করিলেন যে, বীহার পুত্র নাই তিনি কদাচ স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহেন, অতএব যে  
কোনও প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র,

দত্তঃ কেনাপি চাশকৌ. ধনগ্রাহিত্বতাঃ স্মৃতাঃ ।

উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য তদা গ্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্ ।

সুতমুৎপাদয়াশু ত্বং মুনিং গত্বা তপোহস্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

মমাজ্ঞয়া ন দোষন্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা ।

বশিষ্ঠাঙ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাম্যেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥

তং কুন্তী বচনং গ্রাহ মম মন্ত্রোহস্তি কামদঃ ।

দত্তো দুর্ব্বাসসা পূৰ্ব্বং সিদ্ধিদঃ সৰ্ব্বথা প্রভো ! ॥ ৫১ ॥

পুত্রিপুত্রঃ কতাপুত্রঃ অস্তাং জায়মানঃ পুত্রো মমেনি সঙ্কেতিতঃ । ক্ষেত্রজো যন্ত-  
রজঃ প্রমুতস্ত ক্লীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা । স্বপর্ণেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃত ইতি মমুঃ ।  
গোলক ইত্যেকঃ । স্বক্ষেত্রে স্বজিয়াং মূতে ভর্তৃরি জায়মানো গোলকঃ । অমূতে জারজঃ  
কুণ্ডঃ । সহোচজন্ত গর্ভে স্থিতো গর্ভিণ্যাং পরিণীতায়ঃ যঃ পরিণীতঃ স বোঢ়ঃ পুত্রঃ । কানীনঃ  
পিতৃবেশ্মনি কস্তা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ । তং কানীনং বদেদ্রায়ৈতি । ক্রীতো মৌল্যেন  
গৃহীতঃ । বনে প্রাপ্তঃ ॥ ৪৭ ॥ অশকৌ পুত্রপালনাসামর্থ্যে কেনাপি দত্তঃ । এতে ধন-  
গ্রাহিত্বতা ভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

(ইত্যাকর্ণোতি । পাণ্ডুঃ কুন্তীশ্চত্যাহ । কক্ষিতপসাম্বিতং তপোবলসম্পন্নং মুনিমাপ্রিত্য  
আশু সুতং উৎপাদয় মুনেরোরসেন পুত্র উৎপাদ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥ কথমহং সতীধর্ম্মং বিহায়  
পুত্রবাস্তবশ্রয়েণ সুতমুৎপাদ্য পাপচারিণী ভবেয়মিতি চেত্তত্রাহ । মমাজ্ঞয়েতি । মমাজ্ঞয়া  
তে দোষঃ ন ভবেৎ বিশেষতঃ পুরা পূৰ্ব্বশ্চিন্ কালে মহাত্মনা রাজ্ঞা সৌদাম্যেন মহর্ষে-  
বশিষ্ঠাং পুত্রো জনিত উৎপাদিত ইতি শ্রুতং ময়েতি ॥ ৫০ ॥ তং কুন্তীতি । তং পতিং  
পাণ্ডুমিত্যর্থঃ । বচনং গ্রাহ হে প্রভো ! মম কামদঃ কামনাপ্রদঃ মন্ত্রোহস্তি । কুতোহয়ং প্রাপ্ত

ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোচ, কানীন, ক্রীত বা কান বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা  
পুত্রপালনে অশক্ত কোনও লোককর্তৃক প্রদত্ত, এই পুত্র সকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী  
বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব  
অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জামিবে ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন,  
হুস্তি ! তুমি শীঘ্র কোনও তপোবীর্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯ ॥  
দেখ, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না । আর,  
আমি শ্রবণ করিয়াছি পূৰ্ব্ব মহাত্মা সৌদাস নামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন  
করাইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ ! আমার নিকট  
অতীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে । দুর্ব্বাসা মুনি পূৰ্ব্ব আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন ।  
প্রভো ! এই মন্ত্রটা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১ ॥ রাজন ! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে

নিমন্ত্ৰয়েহং যং দেবং মন্ত্ৰেণানেন পার্শ্বি ।।  
 আগচ্ছৎ সর্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৫২ ॥  
 ভর্তৃবাক্যেন সা তত্র স্মৃত্বা ধৰ্ম্মং স্মরোত্তমম্ ।  
 সঙ্গম্য স্মরুবে পুত্রং প্রথমং চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৩ ॥  
 বায়োর্যকোদরং পুত্রং জিহ্বাং চৈব শতক্রতোঃ ।  
 বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥  
 মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম ! ।  
 কিং কৰোমি মহারাজ ! চুঃখং নাশয় মে প্রভো ! ॥ ৫৫ ॥  
 প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্ৰং দয়াস্বিতা ।  
 একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥ ৫৬ ॥  
 স্মৃত্বা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা স্মৃতৌ ।  
 নকুলঃ সহদেবশ্চ স্মরুবে বরবর্ণিনী ॥ ৫৭ ॥  
 এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ স্মরাত্মজাঃ ।  
 বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি চেন্ত্রাহ । পুত্রং মৎসেবাংপরিভূষ্টেন মুনিনা দুর্লভং সর্গাং দিক্শিনো মন্ত্ৰো দত্তঃ মহ-  
 য়িতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥ সো বৈ ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ॥ ৫২ ॥

সঙ্গম্য মিথুনীভূয় ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পুত্রং মে ইতি । দেহীতি শেষঃ । কুরুসত্তমেন-  
 স্যোধনম্ । যদা পুত্রং মে কুরু হে সত্তমেনি স্যোধনম্ ॥ ৫৫ ॥ একপুত্রপ্রবন্ধেন এক-  
 পুত্রোদ্ধেশেন ॥ ৫৬ ॥ তদনন্তরং মাদ্রী মদ্ররাজসুতা সা অশ্বিনীকুমারৌ স্মৃত্বা নকুলঃ সহদেব-  
 ক্ষেত্রোত্তৌ স্মৃতৌ স্মরুবে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

কোন যেবকে আহ্বান করিষ তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধের ন্যায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত  
 হইবেন ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর, কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেই স্থানে স্মরোত্তম ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার  
 সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে, এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুনকে  
 প্রসব করিলেন । এইরূপে প্রতিবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন  
 হইল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পরে, মদ্ররাজসুহিতা পতি পাণ্ডুরাজকে বলিল, হে সত্তম ! আপনি আমার  
 পুত্র উৎপাদনের উপায় করুন । মহারাজ ! আমি এক্ষণে কি করি আমার দুঃখ বিমোচন  
 করুন । কারণ, আপনিই আমাদিগের নিগ্রহ এবং অসুখের সমর্থ ॥ ৫৫ ॥ তদনন্তর কুন্তী  
 পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়াস্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের  
 জন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন । তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনী-  
 কুমারকে স্মরণ করত তাহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিল ॥ ৫৬—৫৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুমারীং দৃষ্ট্বাথ নির্জনে ।

আশ্রমে চাতিকামার্তো জগ্ৰাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯ ॥

মা না মা মেতি বহুধা নিষিক্কোহপি তথা ভৃশম্ ।

আনিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥

যথা বৃক্ষগতা বলী ছিন্নে পততি বৈ ক্রমে ।

তথা সা পতিতা বালা কুর্বতী রোদনং বহু ॥ ৬১ ॥

প্রত্যাগতা তদা কুন্তী কুদতী বালকাসুত্বা ।

মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ শ্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২ ॥

মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্বৈ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।

সহাগ্নিভির্বিধিঃ কুত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন ॥ ৬৩ ॥

চক্রে সর্হৈব গমনং মাদ্রী দত্বা স্ততৌ শিশু ।

কুন্ত্যে ধর্ম্যং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪ ॥

আগতবৈশসঃ প্রাপ্তমরণঃ ॥ ৫৯ ॥ ( মা না মা মেতি । মাদ্রা মাংসেতি অত্যন্তভয়াঙ্করা বহুধা নিষিক্কোহপি পাণ্ডুঃ দৈবভাং প্রিয়ামালিঙ্গিত্ততো ধরণীতলে পপাত । মৃত ইতি-শেষঃ ॥ ৬০ ॥ যথেনি । যথা ছিন্নে বৃক্ষে পততি সতি বলী তদাশ্রিতা লতা পততি তথা সা বালা বহু রোদনং কুর্বতী পতিতা ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাগতেতি । তদা তস্মিন্ কালে কার্যাস্তরাং প্রত্যা-গতা কুন্তী কুদতী তথা বালকাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ রুদন্তশ্চ । মহাভাগা মুনয়শ্চ কোলাহলং শ্রুত্বা পাণ্ডুমৃত ইত্যবগচ্ছন্তি স্মেতি শেষঃ । তদা অগ্নিভিঃ বিধিঃ কুত্বা গঙ্গাতীরে পাণ্ডোর্দেহমদহ-

ঋষিগণ ! এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষবর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঊরসে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পাঁচটা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮ ॥

এক দিবস পাণ্ডু সেই নির্জন আশ্রমে মদ্ররাজদুহিতাকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয় কামার্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ মহারাজ ! আলিঙ্গন করিবেন না করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেও দৈববশত তিনি সেই প্রিয় মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা হয় সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবামাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পতিতা হইল ॥ ৬১ ॥ সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কানিতে লাগিল । তখন, কঠোরনিয়ম-পরায়ণ মহাত্মা মুনিগণ সেই ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই অগ্নির দ্বারা যথাবিধি কার্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাহাকে দহ করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥



জলদানাদিকং কৃৎস্না মুময়ন্তত্রবাসিনঃ ।  
 পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন্ হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫ ॥  
 তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্জায় গাঙ্গেয়ো বিহুরন্তথা ।  
 নাগরা ধৃতরাষ্ট্রস্ত সৰ্বে তত্র সমায়যুঃ ॥ ৬৬ ॥  
 পপ্রচ্ছুশ্চ জনাঃ সৰ্বে কস্ত পুত্রা বরাননে ! ।  
 পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭ ॥  
 তানুবাচ স্নরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ ।  
 বিশ্বাসার্থে সমাহুতাঃ কুন্ত্যা সৰ্বে স্নরাস্তদা ॥ ৬৮ ॥  
 আগত্য থে তদা তৈস্ত কথিতং নঃ স্নতাঃ কিম্ ।  
 ভীষ্মেণ সংকৃতং বাক্যং দেবানাং সংকৃতাঃ স্নতাঃ ॥ ৬৯ ॥  
 গত্যা নাগপুরং সৰ্বে তানাদায় স্নতান্ বধুম্ ।  
 ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাস্বরর্থতঃ ॥ ৭০ ॥

স্মৃতি দ্বাভ্যামধঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥ চক্রে সইহেবতি । মাজী শিশু নকুলসহদেবৌ কুন্ত্য দৃষ্টা সত্য-  
 কামতঃ সতীনাং ধর্ম্যং পুরস্কৃত্য সহগমনং চক্রে ॥ ৬৪ ॥ জলদানাদিকমিতি । মুময়ুঃ জলদানা-  
 দিকং কৃৎস্না পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীং হস্তিনাপুরং অনয়ন্ প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ৬৫ ॥ তামিতি ।  
 গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ বিহুরঃ তথা ধৃতরাষ্ট্রস্ত নাগরা জনাঃ তাং সমুতাং কুন্তীং প্রাপ্তাং উপনীতাং  
 সমাজ্জায় বিদিত্বা তত্র সৰ্বে সমায়যুরিত্যধঃ ॥ ৬৬ ॥ পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কঠমে পুত্রা  
 ইতি সৰ্বে পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ তৈঃ স্নরৈর্নোহিহ্মাকং দেবানাং স্নতা ইতি কথিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মাজী নিজের শিশু সন্তান দুইটি কুন্তীকে প্রদান করিয়া সত্যলোক-কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের  
 ধর্মকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অহুগমন করিলেন ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর, সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ  
 রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন ॥ ৬৫ ॥  
 ভীষ্মদেব, বিহুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসিগণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই  
 স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদনন্তর, সকলেই পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায়  
 এ পুত্র পাঁচটা কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল । কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য  
 শুনিয়া অতিশয় দুঃখসহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টি দেবগণ হইতে কুরুকুল সমুদ্ভূত  
 হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্য কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আহ্বান করি-  
 লেন ॥ ৬৭—৬৮ ॥ অনন্তর, দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া, এই পাঁচটি আমাদের পুত্র ইহা  
 বলিলেন । ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন ॥ ৬৯ ॥  
 পরে তাহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তী ও পুত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া প্রমথ্যে গমন

এবং পার্থাঃ সমুৎপন্ন গান্ধেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং  
দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বধুঃ কুন্তীঃ চ । অর্থতো যথাযোগ্যং ধনাদিভিঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন এবং অকপটভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে  
সমুৎপন্ন এবং ভীষ্মকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
পাণ্ডবোৎপত্তি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্য্য সা পতিব্রতা ।  
 পঞ্চপুত্রাস্ত তস্তাঃ স্যুর্ভর্তৃত্যোহতীষ স্তন্দরাঃ ॥ ১ ॥  
 অর্জুনস্ত তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্ত ভগিনী শুভা ।  
 স্তভদ্রা যা হীতা পূর্ব্বং জিষ্ণুনা হরিসংমতে ॥ ২ ॥  
 তস্তাং জাতো মহাবীরো নিহতোহসৌ রণজিরে ।  
 অভিন্নন্যূহীতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ স্ততাঃ কিল ॥ ৩ ॥  
 অভিন্ন্যোর্ব্বরা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিস্তন্দরী ।  
 কুলাস্তে স্যুবে পুত্রং মৃতো বাণাশ্বিনা শিশুঃ ॥ ৪ ॥  
 জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়স্ততঃ স্যম্ ।  
 দ্রৌণিবাণাশ্বিনির্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদুতেন চ ॥ ৫ ॥  
 পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্বরঃ স্ততঃ ।  
 তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬ ॥

অ ষ্টিট্যোকবর্ধোঃ পাণ্ডবানাং কথানকম্ ।

মুতানাং দর্শনং দেবীপ্রসাদাদিহ কথ্যতে ॥

পঞ্চনামিতি ॥ ১ ॥ জিষ্ণুনাহর্জুনেন হরিসংমতে সতি । কৃষ্ণান্মতেনেত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥  
 বৈরাটী বিরাটকন্তা উত্তরা কুলাস্তে কুলক্ষয়ে সতি । স পুত্রো গর্ভ এবাশ্বখামবাণাশ্বিনা  
 মৃতঃ ॥ ৪ ॥ পুনর্দ্রৌণিরশ্বখামা তস্ত বাণাশ্বিনির্দগ্ধো ভাগিনেয়ো ভগিনী অপত্যং তস্ত স্ততঃ ।  
 অদুতপ্রতাপেন কৃষ্ণেন জীবিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তস্ত পুত্রস্ত জীবিতস্ত পরিক্ষিত ইতি নাম কিং

স্তত কহিলেন, শ্রীবিগণ । পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণত দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা  
 ছিল; তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন । পঞ্চজন স্বামী হইতে তাঁহার অতি  
 স্তন্দর পাঁচটা পুত্র হইয়াছিল ॥ ১ ॥ এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী স্তভদ্রাও অর্জুনের আর  
 একটা পত্নী ছিল । পূর্ব্ব অর্জুন কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥  
 এই স্তভদ্রাতে মহাবীর অভিন্নন্যূ গ্রহণ করিয়াছিলেন ইনি রণক্ষেত্রে সপ্তরথি-হস্তে নিহত  
 হন । এই দারুণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ এই অভিন্নন্যূর পত্নী  
 অতিস্তন্দরী বিরাটতনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটা সন্তান প্রসব করেন ।  
 এই সন্তান গর্ত্তাবহাতেই অশ্বখামার বাণাশ্বিতে দগ্ধ হয়, পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনেয়-পুত্রটিকে

নিহতেষু চ পুঞ্জেষু ধৃতরাষ্ট্রোহতিদুঃখিতঃ ।  
 তস্মৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্ৰাণপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥  
 গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎপুঞ্জশোকাতুরা ভৃশম্ ।  
 সেবাং তয়োর্দ্বিবারাত্রং চকারার্ভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিদুরোহপ্যতিধর্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ ।  
 যুধিষ্ঠিরস্থানু্মতে ভ্রাতৃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯ ॥  
 ধর্মপুঞ্জোহপি ধর্মাত্মা চকার সেবনং পিতৃঃ ।  
 পুঞ্জশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্মৈ বিশ্বারয়মিব ॥ ১০ ॥  
 যথা শৃণোতি বৃদ্ধোহসৌ তথা ভীমোহতিরোষিতঃ ।  
 বাগ্ৰাণেনাহনন্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতাজ্ঞানান্ ॥ ১১ ॥  
 ময়া পুঞ্জা হতাঃ সর্বৈ দুষ্কৃত্যাক্রান্ত তে রণে ।  
 দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং হৃদ্যং তথা ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্তং তজ্রাহ পরিক্ষীণেষিতি ॥ ৬ ॥ (নিহতেষিতি । পুঞ্জেষু দুর্বোধানাদিষু নিহতেষু ধৃতরাষ্ট্রঃ  
 ভীমোক্তবাগ্ৰাণেন পীড়িতঃ পাণ্ডবরাজ্যে তদ্ব্যবিত্যয়ঃ ॥ ৭ ॥ গান্ধারী চেতি । নতু  
 কেবলং ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী গান্ধাররাজকন্যা দুর্বোধানাদিশতপুঞ্জাণাং মাতাপি ভৃশং পুঞ্জ-  
 শোকাক্তা পত্যা সহ পাণ্ডবরাজ্যে অতিষ্ঠৎ । পরং যুধিষ্ঠিরঃ তয়োর্গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সেবাং  
 চকার ॥ ৮ ॥ বিদুরোহপীতি । অতিধর্মাত্মা বিদুরোহপি প্রজ্ঞানেত্রং ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধিতবান্  
 যুধিষ্ঠিরানু্মতেন ভ্রাতৃধৃতরাষ্ট্রস্য পার্শ্বে ব্যতিষ্ঠতেত্যয়ঃ ॥ ৯ ॥ ধর্মপুঞ্জোহপীতি । পিতৃ-  
 ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥ ১০ ॥ যথা শৃণোতীতি । বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ যথা শৃণোতি তথা তাদৃশরূপেণ তজ-  
 স্থিতান্ জনান্ শ্রাবয়ন্ বাগ্ৰাণেন বাক্শল্যেনাহনং ন্যাপীড়য়দিত্যর্থঃ । পীড়নে কারণং  
 দর্শয়ন্নাহ অতিরোষিত ইতি ॥ ১১ ॥ বাগ্ৰাণপ্রকারং বর্ণয়ন্নাহ । ময়া পুঞ্জা ইতি । অক্রান্ত

অলৌকিক মহিমা দ্বারা পুনর্জীবিত করেন ॥ ৪—৫ ॥ এই সন্তানটা কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে  
 পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে  
 ধৃতরাষ্ট্র, পুঞ্জগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া  
 পাণ্ডব রাজ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ গান্ধারীও পুঞ্জশোকে অতিশয় কাতর হইয়া  
 অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন । ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সন্ম-  
 দুঃখী হইয়া দিবারাত্র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ ধর্মাত্মা বিহরও যুধিষ্ঠিরের অনু-  
 মতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদা সুখাইবাম জন্ত তাহার নিকটে থাকি-  
 তেন ॥ ৯ ॥ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহার পুঞ্জশোকজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হয় সেইরূপে  
 সেবা করিতেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু, অতিক্রান্ত ভীমসেন যাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনিতে পান  
 সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে শুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্মান্বিত করিতেন ॥ ১১ ॥  
 ভীমসেন বলিত, সভ্যগণ! আমি রণাঙ্গনে এই ছষ্ট অন্ধের সেই সমস্ত পুত্রকে নিহত

ভুনক্তি পিণ্ডমন্ধোহয়ং ময়া দত্তং গতত্ৰপঃ ।  
 ধ্বাজ্জবদ্বা ধ্বচ্চাপি বৃথা জীবত্যসৌ জনঃ ॥ ১৩ ॥  
 এবং বিধানি রূক্ষাণি শ্রাবয়ত্যুভাসরম্ ।  
 আশ্বাসয়তি ধর্ম্মাত্মা মূর্খোহয়মিতি চ বুঝ ॥ ১৪ ॥  
 অষ্টাদশৈব বর্ষাণি স্থিত্বা তত্রৈব দুঃখিতঃ ।  
 ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্ম্মজম্ ॥ ১৫ ॥  
 অযাচত ধর্ম্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।  
 পুত্রোভ্যোহহং দদাম্যদ্য নির্বাণং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥  
 বৃকোদরেণ সর্ব্বেষাং কৃতমর্জ্যোদ্ধিদেহিকম্ ।  
 ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ব্ববৈরম্নুস্মরন্ ॥ ১৭ ॥  
 দদাসি চেদ্ধনং মহং কুহা চৈবোদ্ধিদেহিকম্ ।  
 গমিষ্যেহহং বনং তপ্তুং তপঃ স্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র হৃদাং হৃদগ্রাহি হৃদয়শাস্তিকারকমিতি ভাবঃ । কিন্তু দুঃশাসনস্ত রুধিরম্ । শত্রু-  
 শোণিতদর্শনং হি শত্রুজীবিনাং রাজসপ্রকৃতীনামতীব্রীতিকরমিতি প্রসিদ্ধেত্তথার্থম্ ॥ ১২ ॥  
 ভুনক্তীতি । অয়মন্ধো ময়া দত্তং পিণ্ডং ধ্বাজ্জবং কাকবং অথবা শ্ববং কুকুরবং ভুনক্তি  
 অতোহসৌ জনঃ বৃথা জীবতি শত্রুদন্তপিণ্ডভোজনাতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজঃ ॥  
 ধর্ম্মজং যমধর্ম্মাজ্ঞাতং বুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫ ॥ (অযাচতেতি । নির্বাণং জলপিণ্ডাদিকং  
 পুত্রোভ্যো দদামীতি ধর্ম্মপুত্রং অযাচত নতুতপাণ্ডবং প্রার্থয়ামাসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১৬ ॥  
 পুত্রনির্বাণদানে কারণং সূচয়ন্নহ বৃকোদরেণেতি । মম পুত্রাণাং হর্ষোদনানীনাং ॥ ১৭ ॥  
 দদাসীতি । ওদ্ধিদেহিকং পারত্রিককৃত্যম্ ॥ ১৮ ॥

করিয়াছি এবং ইহার পুত্র দুঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি ॥ ১২ ॥  
 সভাসদগণ ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এক্ষণে কাক বা কুকুরের স্থায় আমার প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন  
 করিতেছে । এক্ষণে ইহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ; এ ছষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥  
 ভীমসেন প্রতদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্য সকল শ্রবণ করাইত ; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা  
 বুধিষ্ঠির, এই ভীম অতিশয় মূর্খ এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সাধনা  
 করিতেন ॥ ১৪ ॥

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান  
 করিয়া বুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি বুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,  
 আমি অদ্য বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব । ভীম সকলের ওদ্ধিদেহিক কার্য্য করি-  
 রাছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই ॥ ১৬—১৭ ॥  
 অতএব, যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর তাহা হইলে পুত্রগণের ওদ্ধিদেহিক কার্য্য  
 সকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তপস্তা করিতে বন গমন করি ॥ ১৮ ॥

একাস্তে বিদুরেণৌক্তো রাজা ধর্মস্বতঃ শুচিঃ ।

ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চার্বিনে ॥ ১৯ ॥

সমাহুয়ানুজ্ঞান্ সর্বানুবাচ পৃথিবীপতিঃ ।

ধনং দাস্ত্যে মহাভাগাঃ ! পিত্রে নির্বাপকামিনে ॥ ২০ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠশ্রামিততেজসঃ ।

সংগ্রহেহস্য মহাবাহুঃ\*মারুতিঃ কুপিতোহব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

ধনং দেয়ং মহাভাগ ! দুর্ধ্যোদনহিতায় কিম্ ।

অক্কাহপি স্তুথমাপ্নোতি মুখং কিমতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

তব দুঃস্বস্তিতেনার্য্য দুঃখং প্রাপ্তা বনে বয়ম্ ।

দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাশ্বনা ॥ ২৩ ॥

বিরাটবনে বাসঃ প্রসাদান্তব স্তত্রত ! ।

দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্বৈর্মমং স্ত্রশ্রামিতবিক্রমৈঃ ॥ ২৪ ॥

একাস্তে বিদুরেণেতি । শুচিঃ পবিত্রাত্মা অর্থিনে প্রার্থিনে ধৃতরাষ্ট্রায় ধনং দাতুং মনশ্চক্রে । একাস্তে নিভূতে ভীমাদীনামসমক্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ) নির্বাপকামিনে পুত্রপিণ্ড-প্রদানকামবতে ॥ ২০ ॥ মারুতিভীমসেনঃ ॥ ২১ ॥ অক্কাহপ্যেত্যাদৃশছো ধৃতরাষ্ট্রোহপীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ দুরাশ্বনা দুঃশাসনেন । সভাশ্রামিতি শেষঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মাগধং জরাসন্ধং হত্বা লক্ষদশা অহং

অনন্তর, বিদুর ভীমাদির অসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিলষিত ধন প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে পর, রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনামত ধন দিবার জ্ঞত্ব ইচ্ছা করিলেন এবং অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যশালিগণ ! আমাদের জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জলপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই জ্ঞত্ব অদ্য আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনামত ধন প্রদান করিব, অতএব তোমাদিগের মত কি ? ॥ ১৯—২০ ॥ মহাবাহু ভীমসেন শ্রামিততেজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! আপনি ভাগ্যশালী সত্যং; কিন্তু, দুর্ধ্যোদনের মঙ্গলের জ্ঞত্ব ধনপ্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্তুথী হইবে, ইহা হইতে আর মুখং প্রকাশ কি হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! আপনি আমাদের প্রভু সত্য কিন্তু আপনারই অসৎ মঙ্গলগতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাশ্বা দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ হে সত্যব্রত ! আপনারই জ্ঞত্ব বিরাটনগরে বাস করিতে চাইয়াছিলাম এবং অতুল বিক্রমশালী

\* তং হসন্তঃশাসেন । ইতি বা পাঠঃ ।

দেবিতা স্বং ন চেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রভবেৎ সংক্ষয়ঃ কথম্ ।

সূপকারো বিরাটশ্চ হস্তাহকৃৎ তু মাংগধম্ ॥ ২৫ ॥

বৃহন্নলা কথং জিহ্বুর্ভবেদবালশ্চ নর্তকঃ ।

কৃষ্ণা বেৎ মহাবাহুর্যোযায়া বাসবাস্ত্রজঃ ॥ ২৬ ॥

গাণ্ডীবশোভিতো হস্তো কৃতো কঙ্কণশোভিতো ।

মানুষং চ বপুঃ প্রাপ্য কিং দুঃখং স্মাদতঃপরম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মুদ্ধি কঙ্কলং লোচনে তথা ।

অসিং গৃহীত্বা তরসা ছেদ্যাহং নান্যথা স্বখম্ ॥ ২৮ ॥

অপৃষ্ট্বা স্বাং মহীপাল নিক্ষিপ্তোহগ্নিময়ী গৃহে ।

দধ্বু কামশ্চ পাপাত্মা নির্দম্বোহসৌ পুরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

কীচকা নিহতাঃ সর্কে স্বামপৃষ্ট্বা জনাধিপ ! ।

ন তথা নিহতাঃ সর্কে সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥ ৩০ ॥

বিরাটশ্চ সূপকারোহভূবমতাদৃশঃ ক্ষয়ঃ কথং স্মাদং জ্যেষ্ঠো দেবিতা দ্যুতবাসনী ন চেদি-  
তার্থঃ ॥ ২৫ ॥ বাসবাস্ত্রজো দেবেস্ত্রজঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ দৃষ্টেতি । অর্জুনশ্চ মুদ্ধি কৃতাং বেণীং  
লোচনে কঙ্কলং চ দৃষ্ট্বা । দুঃখিতশ্চ মম তদা স্বখং স্মাদ্যদাহং ধৃতরাষ্ট্রমসিং গৃহীত্বা তরসা  
বেগেন মস্তকে ছেদ্যি ছেৎস্মামি নান্যথেষ্টার্থঃ ॥ ২৮ ॥ অপৃষ্টেতি । হে মহীপাল ! স্বাম-  
পৃষ্ট্বা ময়া গৃহে লাক্ষাগৃহেহগ্নিনিক্ষিপ্তঃ তেন অসৌ দৃষ্ট্যয়া পুরোচনঃ পৃথু কামঃ অস্মান্নিতি  
শেষঃ । স্বয়মেব নির্দম্ব আসীৎ । অগ্নি বিদতি তদাসৌ ন মৃতঃস্মাদতো মহদুঃখমস্মাভিহং-  
কারণাদেব লক্ষ্মিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥ ন তথেষতি । অয়ং মনসি খেদোহদ্যাপি বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম ॥ ২৪ ॥ যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা দ্যুতাসক্ত  
না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্বনাশ হইতে পারিত ? না আমি মগধরাজ  
জরাসন্ধের হস্তা হইয়াও বিরাটরাজের পাচক হইতাম ? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে  
জীবনেশে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্তক হইতে হইত ? ॥ ২৫—২৬ ॥ হায় ! যে হস্ত  
গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয় অর্জুন সেই হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল । মহাবা  
জন্মেইহা হইতে অধিক আর কি দুঃখ হইতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ হায় ! অর্জুনের মস্তকে  
বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কঙ্কল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে আসিয়া  
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম ॥ ২৮ ॥  
পূর্বে পুরোচন আমাদিগকে দধ্ব করিবার ইচ্ছায় জড়গৃহে নির্দাপ করিয়াছিল, আমি  
সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জন্তই সেই পাপিষ্ঠ পুরো-  
ন দধ্ব হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ মহারাজ ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত  
করিয়াছিলাম ; কিন্তু এই বড় দুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

মূৰ্খত্বং তব রাজেন্দ্র ! গন্ধৰ্ব্বেভ্যশ্চ মোচিতাঃ ।  
 দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রুবো নিগড়ীকৃতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 দুৰ্য্যোধনহিতায়াদ্য ধনং সাতুঃ স্মিচ্ছসি ।  
 নাহং দদে মহীপাল ! সৰ্ব্বধা প্রেরিতস্তয়া ॥ ৩২ ॥  
 ইতুক্ত্বা নিৰ্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিত্যক্তো নৃপঃ ।  
 দদৌ বিত্তং স্তবহুলং ধৃতরাষ্ট্রায় ধৰ্ম্মজঃ ॥ ৩৩ ॥  
 কারয়ামাস বিধিবৎ পুত্রাণাং চোদ্ধদেহিকম্ ।  
 দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোহশ্বিকাস্থতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কুত্বোদ্ধদেহিকং সৰ্বং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ ।  
 প্রবিবেশ বনং তূর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ ॥ ৩৫ ॥  
 সঞ্জয়েন পরিজ্ঞাতো নিৰ্গতোহসৌ মহামতিঃ ।  
 পুত্রেৰ্নিবার্যমাণাপি শূরসেনস্থতা গতা ॥ ৩৬ ॥  
 বিলপন্ ভীমসেনোহপি তথাত্তে চাপি কোরবাঃ ।  
 গন্ধাতীরাৎ পরাত্য্য যযুঃ সৰ্ব্বে গজাস্থয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

গন্ধৰ্বেণ নিগড়ীকৃতা বন্ধা দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ শত্রবস্তয়া মোচিতা ইদং তব মূৰ্খত্বমেব । এতাদৃশেণ  
 দয়া নৈব বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ত্রিভিরজুননকুলসহদেবৈঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ শূরসেনস্থতা কুন্তী ॥ ৩৬ ॥ যযুরিতি । তান্ বনং

পুত্রগণকে ভাৰ্য্যাসহিত নিহত করিতে পারিলাম না ॥ ৩০ ॥ মহারাজ ! আপনি যে নিগড়-  
 বদ্ধ দুৰ্য্যোধনাদি শত্রুগণকে গন্ধৰ্ব্বেগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার  
 মূৰ্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩১ ॥ অদ্য আপনি সেই দুৰ্য্যোধনের মঙ্গল জন্ম  
 ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মহারাজ ! আপনি আমাকে বারংবার আজ্ঞা করি-  
 লেও আমি কখনই প্রদান করিব না ॥ ৩২ ॥

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নিৰ্গত হইলে পর মহারাজ ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অৰ্জুন নকুল  
 এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর,  
 অধিকাংশ ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূৰ্ব্বক পুত্রগণের ওদ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং ব্রাহ্মণ-  
 গণকে ধন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ওদ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী  
 কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ মহামতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা  
 গন্তব্য পথ অবগত হইয়া পুর হইতে নিৰ্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্তা কুন্তী পুত্রগণ কর্তৃক  
 বাহুবান্ধ নিবারণিত হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ ( কোরবগণ ইহাদের  
 সহিত গন্ধাতীর পর্য্যন্ত যাইলেন । ) অনন্তর, তাহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কোরবগণ,



তে গঙ্গা জাহ্নবীতীরে শতযুপাশ্রমং শুভম্ ।  
 কৃষ্ণা ভূগৈঃ কুটীং তত্র তপন্তেপুং সমাহিতাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 গতান্যদানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ ।  
 যুধিষ্ঠিরস্ত বিরহাদনুজনিদমববীৎ ॥ ৩৯ ॥  
 স্বপ্নে দৃষ্টা যদা কুন্তী দুর্বলা বনসংস্থিতা ।  
 মনো মে হ্রতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা ॥ ৪০ ॥  
 বিহরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্ ।  
 রোচতে যদি বঃ সর্বান্ ব্রজাম ইতি মে মতিঃ ॥ ৪১ ॥  
 ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বৈ স্তভদ্রা দ্রৌপদী তথা ।  
 বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ ॥ ৪২ ॥  
 প্রাপ্তাঃ সর্বজনৈঃ সার্কিং পাণ্ডবা দর্শনোৎস্রকাঃ ।  
 শতযুপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সর্ব এব তে ॥ ৪৩ ॥  
 বিছুরো ন যদা দৃষ্টৌ ধর্ম্মস্তং পৃষ্ঠবাংস্তদা ।  
 কাস্তে স বিছুরৌ ধীমাংস্তমুবাচাশ্বিকাশ্ব ॥ ৪৪ ॥

প্রেষয়িত্বা ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যদা যাতা হি তাপসা যুধিষ্ঠিরাদয়স্তদারভ্যেতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ মাতরং  
 কুন্তীম্ । পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রগান্ধার্যাবিতি ॥ ৪০ ॥ ( বিহরঞ্চেতি । বঃ সর্বানিতি চতুর্থীস্থানে  
 দ্বিতীয়া । সর্বৈভ্যো যদি রোচতে তর্হি বয়ং সর্বৈ তান্ দ্রষ্টুং ব্রজাম ইতি মে নতিশ্রুত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বৈরাটী বিরাটরাজকন্যা উত্তরা ॥ ৪২ ॥ প্রাপ্তা ইতি । সর্বৈঃ সার্কিং দর্শনোৎস্রকাঃ  
 পাণ্ডবাঃ শতযুপলক্ষিতাশ্রমং প্রাপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীন দদৃশুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ) অশ্বিকাশ্বতো

অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে কিরিয়া আদি-  
 লেন ॥ ৩৭ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি, গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযুপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি  
 দ্বারা একটা কুটার নির্মাণ করত সমাহিতিচিতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে  
 তাঁহাদের গমন দিবস হইতে ছয় বৎসরকাল গত হইলে তাঁহাদের বিরহে ছঃখিত যুধিষ্ঠির  
 ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, অদ্য আমি স্বপ্নে বনবাসিনী জননী কুন্তীকে অতিশয় দুর্বলা নিরীক্ষণ  
 করিয়াছি, এজন্ত আমার মন তাঁহাকে এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিহর ও হুমতি  
 সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অস্থির হইতেছে ; অতএব, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা  
 হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায় ॥ ৩৯—৪১ ॥

অনন্তর সকলের মত হইলে, দর্শনোৎস্রক পাণ্ডবগণ, স্তভদ্রা দ্রৌপদী বিরাটকন্যা উত্তরা  
 এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযুপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে  
 দর্শন করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ কিন্তু, যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বিহরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃত

বিরক্তশরতে ক্ষতানি নিরীহো নিষ্পরিগ্রহঃ ।

কুত্রাপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেহন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েহহি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।

দদর্শ বিহ্বরং ক্রামং তপসা সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টোবাচ মহীপালো বন্দেহং স্বাং যুধিষ্ঠিরঃ ।

তস্মৈ শ্রদ্ধা চ বিহ্বরং স্থাগুভূত ইবানঘঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্ষণেন বিহ্বরস্ত্যস্ত্যামিঃস্বতং তেজ অদ্ভুতম্ ।

লীনং যুধিষ্ঠিরস্ত্যস্ত্যে ধর্মাংশস্বাং পরম্পরম্ ॥ ৪৮ ॥

ক্ষতানি জহৌ তদা প্রাণাঙ্গু শোচাহতি যুধিষ্ঠিরঃ ।

দাহার্থং তস্মৈ দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ ॥ ৪৯ ॥

শৃণুতস্ত তদা রাজো বাণুবাচাশরীরিণী ।

বিরক্তোহয়ং ন দাহাহৌ যথেকং গচ্ছ ভূপতে ! ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥ ৪৪ ॥ (বিরক্তশরতি। ক্ষতানি বিহ্বরঃ বৈরাগ্যমালম্ব্য নিষ্পরিগ্রহঃ সন্ যত্র কুত্রাপি একান্তে বিবিক্তদেশে অন্তর্হৃদয়পদ্মে সনাতনং নিত্যস্বরূপং চিদাত্মানং ধ্যায়তে। ধ্যানমাপ্রিত্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গামিতি। যুধিষ্ঠিরঃ দ্বিতীয়েহহি দ্বিতীয়ে দিবসে গঙ্গাং গচ্ছন্ বনে তপসা ক্রামং বিহ্বরং দদর্শত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্টোবাচেতি। যুধিষ্ঠিরোহয়মহং স্বাং বন্দে। স্থাগুভূতঃ শাখা-পল্লবাদিবিরহিতো বৃক্ষ ইব বন্ধা যৌগস্থমহেশ্বর ইব তস্মৈ ॥ ৪৭ ॥) তেজ অদ্ভুতমিত্যার্বম্। ধর্মাংশস্বাভূতয়োর্মধ্যমধর্মজন্তুস্বাং ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিরক্তো জ্ঞানীত্যাঃ ॥ ৫০ ॥ (শ্রদ্ধেতি।

রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিহ্বর এক্ষণে কোথায় আছেন? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিহ্বর এক্ষণে বিষয়ভোগে আগ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গান্নানে গমন করিতে করিতে বন মধ্যে কঠোর-ব্রতচারী তপঃস্কীর্ণ-কলেবর বিহ্বরকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি। পবিত্রাত্মা বিহ্বর এই কথা শ্রবণমাত্র স্থাগুর জায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ক্ষণকাল পরেই বিহ্বরের মুখ হইতে এক অপূর্ণ তেজ নির্গত হইল এবং পরস্পরের ধর্মাংশসম্ভবত্ব হেতু উক্ত তেজ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল ॥ ৪৮ ॥ সেই সময় বিহ্বর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার জন্ত উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরে যেমন দাহ করিবেন অগ্নি সহসা আকাশে দৈববাণী হইল যে, এই বিহ্বর মহাজ্ঞানী অতএব ইনি দাহ-যোগ্য নহেন। মহারাজ! আপনি ইহাকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রদ্ধা তাং ভ্রাতরঃ সৰ্বে সন্মুগ্ধাজলেহমলে ।

গহ্না নিবেদয়ামাস্থুতরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ ॥ ৫১ ॥

স্থিতান্ত্রাশ্রমে সৰ্বে পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ ।

তত্র সত্যবতীসুসুনারদশ সমাগতঃ ॥ ৫২ ॥

মুনয়োহন্তে মহাস্থানশ্চাগতা ধৰ্মনন্দনম্ ।

কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসং সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণ ! কৰ্ণস্ত পুত্রো মে জাতমাত্রস্ত বীক্ষিতঃ ।

মনো মে তপ্যতে সৰ্বং দর্শয়স্ব তপোধন ! ॥ ৫৪ ॥

সমর্থোহসি মহাভাগ ! কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫ ॥

গান্ধার্যুবাচ ।

দুর্যোধনো রণে গচ্ছন্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনৈ ! ।

তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ ! পুত্রং মে স্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬ ॥

শুভদ্রোবাচ ।

অভিমন্যুং মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্ ।

দ্রষ্টুকামাগ্নি সৰ্বজ্ঞ ! দর্শয়াদ্য তপোধন ! ॥ ৫৭ ॥

তে সৰ্বে ভ্রাতরঃ অমলে গন্ধাজলে সন্মুগ্ধাঃ স্নানং কৃতবন্তঃ ॥ ৫১ ॥ স্থিতান্ত্রভেতি । যত্রাশ্রমে নাগরৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ স্থিতান্ত্র সত্যবতীসুসুনারদব্যাসঃ নারদশ্চ সমাগত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ মুনয়োহন্তে ইতি । ধৰ্মনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্ । শুভদর্শনং ব্যাসস্ত্রাতাহ ॥ ৫৩ ॥ হে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ-দৈপায়নেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ (দ্রুতঃ সৰ্বার্থোহন্ততো মে বাঞ্ছিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ দুর্যোধন ইতি । সহানুজং অনুজঃ সহ বর্জনানং দুর্যোধনং দর্শয়েত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণাৎ জীবনাদপ্যধিকং প্রিয়ং অভিমন্যুং দর্শয় নত্ৰ জীবনবোধকতয়া প্রাণশব্দস্ত বহুত্বমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫৭ ॥)

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্মল গন্ধাজলে স্নান করিলেন এবং আশ্রমে আসিয়া ধূতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্বক বলিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে, পাণ্ডবগণ কিছু কালের জন্য নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন । এই সময় সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ! আপনি তপস্বিপ্রদান আপ-  
নার দর্শন ত বিকল হইবার নহে । তপোধন ! আমি আমার পুত্র কর্তৃক জাতমাত্র একবার দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আমার মন সর্বদা পরিতপ্ত হইতেছে আপনি একবার তাহাকে দেখান । হে মহাভাগ ! আপনি এবিষয়ে সমর্থ অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥ ৫২—৫৩ ॥ অনন্তর, গান্ধারী কহিলেন, মুনিবর ! দুর্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে তখন আমি

\* \* \* শুভদ্রো চাধিকা পুত্রঃ কুন্তী চ সৌবলী তথা । কচিদিত্যধিকঃ পাঠোহপি দৃষ্টতে ।

সূত উবাচ ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা সত্যবতীসূতঃ ।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃৎস্বা দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮ ॥

সঙ্ক্যাকালেহথ সম্প্রাপ্তে গজ্জায়াং মুনিসত্তমঃ ।

সর্ব্বাংস্তাংশ্চ সমাহুয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।

তুষ্ঠাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯ ॥

প্রকৃতিং পুরুষায়ামাং সগুণাং নিগুণাং তথা ।

দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০ ॥

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো

ন বার্সবো নৈব জলাধিপস্তথা ।

ন বিভূপো নৈব যমশ্চ পাবক-

স্তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১ ॥

জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চান্মরং

গুণা ন তেযাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্ ।

মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিথ্যগুঃ শশী •

তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২ ॥

সনাতনীং নিত্যং দেবীং সাম্যাবস্থায়োপাধিকব্রহ্মরূপিনীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
পুরুষায়ামাং পুরুষাশ্রয়াং চৈতন্ত্যভিমানিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

(যদেতি । বেধা ব্রহ্মা ঈশ্বরো মহাদেবঃ জলাধিপো বরুণঃ বিভূপঃ কুবেরঃ ॥ ৬১ ॥ জলমিতি ।  
তেযাং জলাদীনাং গুণাঃ রসস্পর্শাদয়ঃ । অহং অহস্তত্বম্ । তিথ্যাঃ প্রথরাস্তীত্রা বা

তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অমুজগণের সহিত দর্শন  
করান ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর পুত্ৰজ্ঞা বলিলেন, হে তপোধন ! আপনিত সমস্তই জানেন, মহাবীর  
অভিমতী আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় আমি তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি  
আপনি অন্য তাহাকে একবার দেখান ॥ ৫৭ ॥

• সূত কহিলেন, শ্রবণ ! সূতাবতীপুত্রী বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া  
প্রাণায়াম পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, সঙ্ক্যাকাল  
সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক গজ্জার পবিত্র  
সলিলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিত, সগুণা নিগুণায়িকা প্রকৃতি ; যিনি দেবতা-  
দিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী ব্রহ্মরূপিনী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে  
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে

শুণৈল্লিক্কোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ ।

স্থিতা কল্পকালং নয়ন্তাত্ততন্ত্রা

ন কোহপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতৌহপি ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থয়তোষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ ।

নাহং ক্ষমোহস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ মৃতান্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।

স্বর্গাদাহুয় সর্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্ ॥ ৬৫ ॥

গাবো রশ্ময়ো যন্ত স সূর্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ সাম্যাবস্থায় বর্ণয়তি ইমমিতি । ইমং জীবলোকং জীবসমুদায়ং চিত্তে হিরণ্যগর্ভাস্থকে সমষ্টৌ সমাধায় সংস্থাপ্য তদেকতাং নীত্বৈত্যর্থঃ । তং লিক্কোশং চ সমদৃষ্টিলিঙ্গশরীরাস্থকং হিরণ্যগর্ভক্ষেত্যর্থঃ । তং হিরণ্যগর্ভং শুণৈঃ পৃথগ্-ভিন্নৈঃ সঙ্গাদিতিশ্চ সহিতং সমাধৌ সাম্যাবস্থাস্থকে স্মৃষ্টিদ্বারা নীত্বা স্থিতা ত্বং কল্পকালং যাবৎ কল্পস্ত পরিমাণং তাবন্তং কালং স্বতন্ত্রা সতী নয়সি তস্মিন্ সময়ে বিবেকং গতৌ জ্ঞান-বান্ বেত্তা তব কোহপি নাস্ত্যেতাদৃশী ত্বং সাম্যাবস্থায়োপাদিকবুদ্ধিরূপিণী সর্বোত্তরেত্যর্থঃ । যাবান্ প্রপঞ্চস্ত কালস্তাবান্বেব প্রসন্নতাপীতি তু পুরাণে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৩ ॥ ( প্রার্থয়তীতি । এষ লোকঃ অত্রতাঃ সর্বৌ জন্মঃ মৃতানাং দর্শনং মাং প্রার্থয়তি কর্ণধর্যোধনাদীনাং দর্শন-কামনয়া মাং যাচতে ইতি ভাবঃ । পরং তত্রাহং ন ক্ষমঃ শক্তঃ অতঃ মৃতান্ তান্ কৌরবান্ দর্শয়েত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি । এবম্ভাষ্যকারণে বেদব্যাসেন স্তুতা সা মাযোপহিতপরবন্ধচৈতন্যরূপা ভুবনেশ্বরী তান্ সর্বান্ স্বরলোকাং আহুয় দর্শয়ামাস ॥ ৬৫ ॥ দৃষ্টেতি । স্বকান্ আশ্রয়জনান্ বীক্ষ্য সর্বৈ

হে দেবি ! যৎকালে অগ্নি, ঘন, কুবের, বরুণ বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না তখন আপনিই একমাত্র বিরাজ করিতেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥ সে সময় জল, বায়ু, পৃথিবী কি আকাশ বা তাহাদিগের ( এই সমস্ত মহাভূতের ) রস স্পর্শ গন্ধ শু শব্দাদি গুণ সমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্তক মন বা অহংতত্ত্ব কি বুদ্ধিতত্ত্ব এমন কি বিশ্ব প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না; কিন্তু, হে মাতঃ ! তৎকালে এক মাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥ মাতঃ ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্ভাস্থক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিক্কোশকে সঙ্গাদিগুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমামিতি অবস্থান করেন। জননি ! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৩ ॥ মাতঃ ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃতপুত্রাদির পুনর্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে; জননি ! এ বিষয়ে ত আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনিই সেই মৃত-গণকে দর্শন করান ॥ ৬৪ ॥

দৃষ্ট্বা কুন্তী চ গান্ধারী স্তভদ্রা চ বিরাটজা ।

পাণ্ডবা মুমুহুঃ সৰ্বে বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্ ॥ ৬৬ ॥

পুনর্কিসর্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা ।

স্বস্ত্বা দেবীঃ স্কাহামায়ামিন্দ্ৰজালমিবোদ্যতম্ ॥ ৬৭ ॥

তদা পৃষ্ট্বা যযুঃ সৰ্বে পাণ্ডবা মুনয়স্তথা ।

রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুর্বন্ ব্যাসকথাং পথি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৃতসন্দর্শনো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মুমুহুরিত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ পুনর্রিতি । অমিততেজসা ব্যাসেন তে স্বর্গাদাগতাঃ কর্ণাদয়ঃ সৰ্বে পুনর্কিসর্জিতাঃ স্বরলোকং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ । পরাং দেবীং স্বস্ত্বা নতু স্বশক্ত্যা ব্যাসোহপি ক্লিষ্টং কর্ত্ত্বং ক্ষম ইতি বোধ্যম্ । অতস্তদা তত্র উদ্যতেন্দ্ৰজালমিবাসীদিত্যর্থঃ । ইন্দ্ৰজাল-মিতানেন জগতো মিথ্যাস্বপ্রতিপাদনামিথ্যাভূতসংসারাদেতা দৃশানা মীশ্বরানুগৃহীতানা মপী-দৃশী দশা জায়ত ইতি বিরক্তো ভূত্বা ভগবতীশ্বররূপং যোগার্থং বিচিত্রমুদিত্যবাস্তবতাং-পর্য্যম্ ॥ ৬৭ ॥ ব্যাসকথাং ব্যাসে শ্রীভুবনেশ্বর্যমুগ্রহকথাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই মায়োপাধিক। ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্তব্ত হইলে পর স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন ॥ ৬৫ ॥ কুন্তী, গান্ধারী, স্তভদ্রা, বিরাটকন্যা এবং পাণ্ডবগণ ও অত্যাচ্য সকলেই আশ্রয় স্বজনদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর, সেই অমিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব মহামায়া দেবীকে স্মরণ করিয়া পুনর্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । ঋষিগণ ! এই সময়ে ইহা যেন ইন্দ্ৰজালের তায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥ তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পরস্পর শুভবাক্তী জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাস-দেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৃতদর্শন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ ।

দাবাগ্নিনা বনে দগ্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্ত্যক্তা মহীপতিম্ ।

শ্রদ্ধা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদ্ভুতমাণুবান্ ॥ ২ ॥

ষট্‌ত্রিংশেহথ গতে বর্ষে কোরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ ।

প্রভাসে যাদবাঃ সর্বে বিপ্রশাপাং ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩ ॥

তে গীত্বা মদিরাং মভাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্ ।

ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥

দেহং তত্যাজ রামস্ত কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।

ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যটিকরেকেনোন্নৈর্নষ্টং হরঃ কুলম্ ।

কীর্তির্যোক্তরাহ্নোবৃত্তক পরিগীয়তে ।

তত ইতি । পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরাগমনোত্তরম্ ॥ ১ ॥ নারদাচ্ছ্রুত্যাশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥ ষট্‌ত্রিংশেহথেতি । কোরবাণাং ক্ষয়াদনন্তরং ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে গতে সত্যথ প্রভাসে যাদবা ইত্যশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োরিত্যনেন্ন্বরয়োরপি ভাবিত্বতাপরিহারকল্পমুক্তং ভবতি ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন এবং সঞ্জয় ও ইতিপূর্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির নারদমুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপহেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩ ॥ সেই মহাত্মা যজ্ঞবল্ক্যগণের প্রভাসতীর্থে সন্ন্যাসান করত অতিশয় মত্ত হইয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থিত হইয়াই পরস্পর যুদ্ধ করত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ বলরাম আত্মীয়গণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-শাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥

বহুদেবস্ত তচ্ছ্রদ্ধা দেহত্যাগং হরৈরথ ।

জহৌ প্রাণাঙ্গুচীন্ কৃহ্মা চিত্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥

অৰ্জুনস্ত ততো গহ্মা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ ।

সংস্কারং তত্র সৰ্ব্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭ ॥

সমীক্ষ্যথ হরৈর্দেহং কৃহ্মা কাষ্ঠশ্চ সঞ্চয়ম্ ।

অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দাহয়ামাস পার্শ্বিণঃ ॥ ৮ ॥

দেহং রামশ্চ য়েবত্যা সহ দন্ধুা বিভাবসৌ ।

অৰ্জুনো দ্বারকামেত্য পুরামিঞ্চাময়জ্জনম্ ॥ ৯ ॥

পুরী সা বাহুদেবস্ত প্রাবিতোদধিনা ততঃ ।

অৰ্জুনঃ সৰ্ব্বক্লান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ ।

ধনং সৰ্ব্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চাৰ্জুনোহভবৎ ॥ ১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা ।

অনিরুদ্ধস্ততো নান্না পার্ধোনামিততেজসা ॥ ১২ ॥

এবং রানকৃষ্ণয়োরপি দুর্দশাং দর্শয়তি দেহং তত্যাজেতি ॥ ৫ ॥ শ্রীভুবনেশ্বরীং চিত্তে কৃষ্ণে-  
ত্যাশ্বঃ ॥ ৬—৮ ॥ নিজাময়জ্জনমিতি । বাহুদেবেন স্বশক্ত্যা তৎপুরং সমুদ্রমধ্যে নিশ্চিতং  
তদ্বিতীয়ে গতে সতীশ্বরেণ স্বশক্ত্যপকর্ষাদ্বিশিষ্ট্যেন সমুদ্রো নগরীং প্রাবয়িষ্যতীতি ভয়েন  
নিজাময়ম্বিকাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে ইতি । অনিরুদ্ধস্ততো বজ্রনামা যাদবানাং রাজা কৃতঃ ॥ ১২ ॥ কথিতং

অনন্তর, বাহুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবার্থা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান  
করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬ ॥

এই সমস্ত ঘটনার পর, অৰ্জুন অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে প্রভাসে যাইয়া সমস্ত  
নাদবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ  
করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্টমহিষীর সহিত এবং বলরামকে য়েবতীর সহিত  
চিতায়িত্তে দন্ধু করিয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সমস্ত পুরবাসিগণকে  
নিজামিত করিলেন ॥ ৮—৯ ॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা প্রাবিত হইয়া  
গেল । এদিকে অৰ্জুন, কৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণের সহিত  
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে  
কতকগুলি আভীর জাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ  
করিল । ঋষিগণ ! অৰ্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে এক্রপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহা-  
দিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১ ॥



ব্যাঁসায় কথিতং হুঃখং তেনোক্তোহসৌ মহারথঃ ।

পুনর্যদাহরিস্বং চ ভবিতাসি মহামতে ! ।

তদা তেজস্তবাত্ম্যগ্রং ভবিষ্যতি পুনর্যুগে ॥ ১৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং পার্থো গঙ্গা নাগপুরেহর্জুনঃ ।

হুঃখিতো ধর্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্বমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

দেহত্যাগং হরেঃ শ্রুত্বা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা ।

গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাস্থতম্ ।

নির্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬ ॥

ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃৎস্না রাজ্যং গজাহ্বয়ে ।

গঙ্গা হিমাচলে ষট্‌তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাস্থতাঃ ॥ ১৭ ॥

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সুদার্মিকঃ ।

অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্ৰিতঃ ॥ ১৮ ॥

হুঃখমিতি । মম মহতী শক্তিঃ কু গতেতি হুঃখং কথিতমিত্যম্বয়ঃ । পুনর্যুগে ইতি ।  
অধুনা শক্তিহরিণাপন্নতা সা পুনরীরবতারে জাতে তবাপি চাবতারে জাতে আয়াস্ততি  
ন মধ্যো ॥ ১৩—১৫ ॥ উত্তরাস্থতং পরীক্ষিতম্ । ( রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভিঃ দ্রৌপদ্যা চ  
সহ নির্জগামেত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তে দ্রৌপদ্যা সহ ষট্ । পৃথা কৃত্তী তস্তাঃ স্ততাঃ পাণ্ডবা  
ইত্যর্থঃ । হিমাচলে প্রাণান্ জহুঃ ॥ ১৭ ॥

তাহার পর, সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে অর্জুন বজ্র নামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজ-  
পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বেদব্যাসকে পশ্চিমধ্যে সম্বাদিত সমস্ত হুঃখের বিষয় জানাই-  
লেন । বেদব্যাস ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জুনকে বলিলেন, (অর্জুন ! এবিষয়ের জন্ত তুমি হুঃখিত  
হইও না, শ্রীকৃষ্ণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে ।) মহারথ ! পুনর্বার  
যুগপর্যায় যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন আবার তোমার সেই-  
রূপ উগ্রতর বলবীৰ্য্যাদি উপস্থিত হইবে ॥ ১২—১৩ ॥ পৃথাতনয় অর্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া  
অতিশয় হুঃখিতাত্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমনপূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত  
বলিলেন ॥ ১৪ ॥ ধর্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের দেহনাশের কথা শ্রবণে  
হিমালয় পর্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষব্যস্ত উত্তরাপুত্র পরীক্ষিকে  
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্রৌপদী ও অপার ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলে  
বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ ঋষিগণ । যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র  
যুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে  
বাইয়া প্রাণত্যাগ করেন ॥ ১৭ ॥ এদিকে, দার্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ

বভূব যুগয়া শীলো জগাম চ বনং মহৎ ।  
 বিদ্ধং যুগং বিচিস্থানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥  
 ত্বয়িতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্ষুধিতশ্চোন্ডরাস্ততঃ ।  
 রাজা ঘর্ষণেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥ ২০ ॥  
 ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ ।  
 নোবাচ কিঞ্চিন্মোনস্বশ্চকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১ ॥  
 মৃতং সর্পং তদাদায় ধমুকোটা ত্বাতুরঃ ।  
 কলিনাবিষ্টচিত্তস্ত কঠে তস্ত্যাবেশয়ৎ ॥ ২২ ॥  
 আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ ।  
 ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩ ॥  
 তস্ত্য পুত্রোহতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ ।  
 মহাশাক্তোহথ\* শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনান্তিকে ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিত্বিতি । সর্পাঃ প্রজাঃ অপালয়ৎ পালয়ামাস ॥ ১৮—১৯ ॥ বিদ্ধমিতি । বিচিস্থানঃ  
 অবিদ্যান্ । অমুসন্দধান ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥ ) ঘর্ষণেণোন্ডরজ্বলেন রৌদ্রেণ বা ॥ ২১ ॥  
 ত্বাতুরস্ত্যাপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥ আরোপিতেহপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥  
 গবিজাতস্তম্যমক ইত্যর্থঃ । মহাশাক্ত ইতি । পরাশক্তেরূপাসক ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পর্যস্ত আলস্যপরিশ্রুত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, এক  
 দিবস যুগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্বক একটা যুগকে বাণবিদ্ধ করিলেন । যুগটা  
 গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল, রাজাও তাহার অব্যবধে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু,  
 মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়া  
 পড়িলেন । ক্রমে, অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সম্মুখে একটা মুনিকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই ত্বাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বারংবার জলের জন্ত  
 অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু, সেই মোনাবলম্বী ঋষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না,  
 তাহাতে মহারাজ অতিশয় ক্রূপিত হইয়া ধমুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটা মৃত সর্প গ্রহণ পূর্বক  
 অতিশয় ক্রোধাক্রান্তচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই মৃত  
 সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনির কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও  
 বিচ্যুত হইলেন না । রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল । পুত্রটা আতশয়  
 তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য । এই সময় সেই

\* শৃঙ্গী নামাধ । ইতি বা পাঠঃ ।

মিত্রাণ্যাহুশ্চ তৎপুত্রং পিতৃঃ কঠে তবানুনা ।  
 লভিতোহস্তি মৃতঃ সৰ্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর ! ॥ ২৫ ॥  
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা ।  
 শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাশু করে জলম্ ॥ ২৬ ॥  
 পিতৃঃ কঠেহদ্য মে যেন বিনিষ্কিপ্তো মৃতোরগঃ ।  
 তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপুরুষম্ ॥ ২৭ ॥  
 মূনেঃ শিষ্যোহথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্ ।  
 শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্পিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 অভিমন্যুস্থতঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিভেন বৈ ।  
 অনিবার্য্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুব্রূচ হ ॥ ২৯ ॥  
 শপ্তোহহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্ ।  
 কিং বিধেয়ং ময়ামাত্য উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০ ॥  
 মৃত্যুঃ কিলানিবার্য্যোহসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ ।  
 যত্নস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রং যন্ত কঠে সৰ্প আরোপিতস্তত্ত্বং পুত্রমিত্যর্থঃ । লভিতঃ স্থাপিতঃ ॥ ২৫—২৬ ॥  
 ( পিতুরিতি । অদ্য যেন মে পিতৃঃ কঠে কঠদেশে মৃতসৰ্পঃ নিষ্কিপ্তঃ সপ্তরাত্রেণ তং  
 পাপপুরুষং তক্ষকঃ দশেৎ দংশনং কুৰ্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥ মূনৈরিতি । অথ শূদ্রিণা অভিশপ্তে সতি  
 মূনেঃ শমীকৃত কশ্চিৎ শিষ্যঃ গৃহস্থিতং রাজানং শাপব্রতান্তং নিবেদয়ামাস ॥ ২৮—২৯ ॥ )  
 মম দোষান্মমাপরাধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ( কিং বিধেয়মিতি । মৃত্যুরনিবার্য্যঃ কিল ইতি বেদ-

পুত্রটী বনাস্তিকে ক্রীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল যে, তাহার পিতার  
 কঠদেশে অদ্য কে এক জন একটা মৃত সৰ্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪—২৫ ॥ শূদ্রী বন্ধুগণের  
 কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জল গ্রহণ পূৰ্ব্বক নৃপতিকে এই বাগদা  
 শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আমার পিতার কঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সৰ্প প্রদান করিয়াছে,  
 আজ হইতে সপ্ত রাত্রে সৰ্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥  
 শূদ্রী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর, সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা  
 পরীকিষের নিকট আসিয়া মুনিপুত্র প্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইল ॥ ২৮ ॥ অভিমন্যু-  
 গুপ্ত পরীক্ষিৎ বৃদ্ধশাপবর্তী শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া  
 বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিগণ ! আমি নিজ অপরাধেই মুনিপুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত  
 হইয়াছি ; এক্ষণে আমার কি কৰ্ত্তব্য তাহার সঙ্গায় চিন্তা কর ॥ ৩০ ॥ দেখ, যদিও বেদজ্ঞ

\* ইতি শপ্ততদা তেন রাজা শ্রুত্বান্ত বৈ পিতা । পুত্রং বিনিম্য বেগেন রাজে শাপং স্তবেদয়ৎ ॥

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিং দৃশ্যতে ॥

উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যন্তি কার্য্যাণি নেতরন্ত চ ॥ ৩২ ॥

মণিমন্ত্রোষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু ছুর্বিদঃ ।

ন ভবেদিতি কিং তৈস্ত মণিমন্ত্রিঃ হুসাধিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্পদক্টা পুরা ভার্য্যা মুনেঃ সঞ্জীবিতা যুতা ।

দম্বার্কমায়ুষন্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪ ॥

ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ সর্বথা বুধৈঃ ।

প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টান্তং পশ্যন্ত সচিবাঃ কিম্ ॥ ৩৫ ॥

দিবি কোহপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ কচিৎ ।

দৈবে মতিং সমাধায় যন্তিষ্ঠেত্ত নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥

বিরক্তস্ত যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সর্বথা ।

গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহুতো বাথবান্থথা ॥ ৩৭ ॥

বাদিনো বদন্তি । তথাপি শাস্ত্রোক্তো যত্নঃ সর্বথা বুধৈঃ কর্তব্যঃ । যত্নে কৃতে কার্য্যসিদ্ধিসম্ভাবনাং ॥ ৩১—৩২ ॥ ) বিজ্ঞোপায়েনোভিজ্ঞকৃতোপায়েন ছল্লভা অপার্থাঃ সিধ্যন্তীতার্থঃ । ছুর্বিদোহচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো ভবিতব্যমাসিত্যেন নিরুদ্যোগেন স্থাতব্যমিতি ন । কিন্তুদ্যোগোহপি কর্তব্য ইত্যর্থঃ । অয়ং সর্পদক্টোহনেন প্রত্যক্ষং জীবিত ইতি প্রত্যক্ষং দৃষ্টান্তং প্রথমং পশ্যন্ত ময়োচ্যমানমালোচয়ন্ত । যঃ কেবলং দৈবে মতিমাসিত্য নিরুদ্যমস্তিষ্ঠেৎ তথাবিধো দিবি পৃথিব্যাং বা যঃ কোহপি পুরুষো বিদ্যতে কচিৎ স আনেয় ইতি শেষঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ নহু দৈবং প্রারন্ধমেব মুখ্যমিতি কেচিদবদন্তি তত্রাহ বিবক্ত ইতি । এতাদৃশো নিরুদ্যমস্ত পুরুষো বিরক্তো দৈবে প্রারন্ধে নিশ্চয়াস্বিকারং মতিং কৃৎযা যন্তিষ্ঠতি স যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং গৃহস্থানাং গৃহে যাতি । নহু গৃহস্থান্ৰমে তিষ্ঠতি অতো

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এরূপ মত্ব অনিবার্য্য, তথাপি বুদ্ধিমানের সর্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কর্তব্য ॥ ৩১ ॥ কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না ; অতএব, মন্ত্রিগণ ! মণি, মন্ত্র বা ওষধি সকলের প্রভাব অচিন্তনীয়, সম্যক্ রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ দেখ, পূর্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী সর্প দংশনে মৃত্যুপ্রাপ্তে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিষ্ঠ ভার্য্যা অপ্সরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব, বিজ্ঞগণের যাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে । মন্ত্রিগণ ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে ? দেখ, সন্ন্যাসিগণ নংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্য গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে, আহুত হউক আর না হউক,

যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ কিপুং কেনাপি বা মুখে ।

উদ্যমেন বিনা চাস্তাদুদরে সংবিশেৎ কথম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্যো যদা সিদ্ধিঃ ন যাতি চেৎ ।

তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদবুধঃ ॥ ৩৯ ॥

মস্ত্রিণ উচুঃ ।

কো মুনির্যেন দত্ত্বার্কমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া ॥

কথং মৃত্যু মহারাজ ! তন্মে ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ ।

ভৃগোর্ভার্যা বরারোহা পুলোমা নাম স্তন্দরী ।

তস্মাস্ত চ্যবনো নাম মুনির্জাতোহুতিবিশ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥

চ্যবনস্ত চ শর্ঘাতেঃ স্ককন্তা নাম স্তন্দরী ।

তস্মাৎ জজ্ঞে স্ততঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রমতেস্ত প্রিয়া ভার্যা প্রতাপী নাম বিশ্রুতা ।

রুরূর্নাম স্ততো জাতস্তস্মাৎ পরমুতাপসঃ ॥ ৪৩ ॥

মম গৃহাশ্রমিণো ন তদুতং যুক্তমিতি ভাবঃ । উদযোগস্ত তদাশ্রমেপ্যাপেক্ষিতোহন্তধানির্জাহা-  
দিত্তি তদ্বতেহপি দূষণমন্ত্যবেত্যাহ গৃহস্থানামিতি । আহুতোহিধবানাহুতো বা যদৃচ্ছতি গৃহ-  
স্থানাং গৃহং ঐতি যতিঃ স উদযোগেনৈব গচ্ছতি ন তু কেবলং দৈবেন তথা যদৃচ্ছয়োপাত্তং  
কেনাপি মুখে নিক্শিপ্তমন্নমুদযোগেন বিনা যত্নং বিনা কথমুদরে সংবিশেৎ । ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তস্মাদ্বিরক্তোপাদ্যোগপ্রধান এবতি ভাবঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তদেবাহ প্রযত্ন ইতি । যদোদ্যমে  
ক্লতেহপি কার্যং ন সিধ্যতি তদা দৈবং প্রবলমিতি নিশ্চয়ঃ কৰ্তব্যো ন তু ততঃ পূৰ্ব্বেমিত্যাহ  
তদা দৈবং স্থিতচেতি ॥ ৩৯—৪১ ॥ স্তন্দরীতি । শর্ঘাতেঃ স্ককন্তা শোভনা কন্তা চ্যবনস্ত স্তন্দরী  
পত্নী আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ প্রমতেরिति । তস্মাৎ প্রতাপ্যাং রুরূর্জাতাঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বরাপ্সরা

সকল সময়েই যাইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আর দেণ, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত  
অম্বাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয় ; তাহা হইলে, ভোজন চেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই  
অন্নপিত্তাদি মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশ করিবে ? ॥ ৩৮ ॥ অতএব, মস্ত্রিগণ ! যত্নপূৰ্ব্বক  
কার্য্যোদযোগ করা উচিত । তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি নু্য হয় তাহা হইলে সেইরূপ  
স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ৩৯ ॥

মস্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ ! কোন মুনি আত্মর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে  
জীবন দান করিয়াছিলেন এবং কি জন্তই বা তাঁহার ভার্যা জীবনত্যাগ করিয়াছিল ।  
এ বিষয়টা বিস্তার পূৰ্ব্বক আমাদের নিকট বলুন ॥ ৪০ ॥

রাজা কহিলেন, মস্ত্রিগণ ! পূৰ্ব্বকালে পুলোমা নামে অতিস্তন্দরী ভৃগুর একটা ভার্যা ছিল,  
তাঁহার গর্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥ শর্ঘাতির স্ককন্তা নামে অতি  
স্তন্দরী কন্তা এই চ্যবনের পত্নী ছিল । ইহারই গর্ভে প্রমতি নামে একটা রূপবান পুত্র হয় ॥ ৪২ ॥

তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ স্থলকেশশ্চ বিজ্ঞাতঃ ।

বভূব তপসা যুক্তো ধৰ্ম্মাত্মা সত্যসম্মতঃ ॥ ৪৪ ॥

এতস্মিন্নস্তুরেহ্মাত্যা মেনকা চ বরাঙ্গরাঃ ।

ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সৰ্বলোকাতিস্মরী ॥ ৪৫ ॥

গৰ্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী ।

স্থলকেশাশ্রমে গতা বিসসজ্জ বরাঙ্গরাঃ ॥ ৪৬ ॥

• কণ্ঠকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু স্মরীম্ ।

দৃষ্টান্নাথাং তদা কণ্ঠ্যং জগ্ৰাহ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

পুপোষ স্থলকেশস্ত নান্না চক্রে প্রমদরাম্ ॥ ৪৮ ॥

স। কালে যৌবনং প্রাপ্তা সৰ্বলক্ষণসংযুতা ।

রুদ্রদৃষ্টাথ তাং বালং কামবাণাদিতো হুভুৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
ষড়বংশধ্বংস-পরীক্ষিত্তান্তো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মেনকা নদীতীরে ক্রীড়াং চক্রে ॥৪৫॥ স্থলকেশাশ্রমে গতা গৰ্ভং বিসসজ্জ স্মরুবে ইত্যর্থঃ ॥৪৬॥  
মুনিসত্তমঃ স্থলকেশঃ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু স্মরীং কণ্ঠ্যং অনাথাং অনাথবৎ পতিতাং  
দৃষ্টা জগ্ৰাহ ॥ ৪৭ ॥ ) প্রমদরামিতি । তদর্থস্ত মহাতারতে প্রমদাতো বরা সা তু সত্ত্বরূপা  
গুণাবিতা । ততঃ প্রমদরৈত্যন্তা নাম চক্রে মহানুধিরিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উাহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভাৰ্গ্যা ছিল । তাঁহার গৰ্ভে রুদ্র নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন  
পরে কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন ॥ ৪৩ ॥

মন্নিগণ । এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধৰ্ম্মাত্মা স্থলকেশ নামে বিজ্ঞাত কোনও পুরুষ ঘোরতর  
তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৪ ॥ সৰ্বলোক মধ্যে স্মরীপ্রধান। মেনকা নামে অঙ্গরা সেই  
সময় নদীতীরে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ এই বরবর্ণিনী অঙ্গরা পূৰ্বে বিশ্বাবসু হইতে গৰ্ভ-  
প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে স্থলকেশ মুনির আশ্রমে যাইয়া একটা কণ্ঠা  
প্রদব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক প্রস্থান করে ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর স্থলকেশ, মেনকা কর্তৃক  
পরিত্যক্ত কণ্ঠাটিকে ত্রিলোকস্মরী এবং নদীতটে অনাথের স্তায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ  
করিলেন এবং প্রমদরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ কিছু-  
কাল গত হইলে সৰ্বলক্ষণাবিতা সেই কণ্ঠা যৌবন প্রাপ্ত হইল । অনন্তর তপস্বী রুদ্র  
তাহাকে দেখিবামাত্র একেবারে কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
ষড়বংশ ধ্বংস ও পরীক্ষিত্তান্তকথন নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

পরীক্ষিছুবাচ ।

কামার্তঃ স মুনির্গত্বা কুরুঃ স্থপ্তো নিজাশ্রমে ।  
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং কুরো ! বিমনা অসি ॥ ১ ॥  
স তমাহাতিকামার্তঃ স্থলকেশশ্চ চাশ্রমে ।  
কন্তা প্রমদ্বরা নাম সা মে ভূর্য্যা ভবেদিতি ॥ ২ ॥  
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্থলকেশং মহামুনিম্ ।  
প্রমুহু স্তমুখং কৃত্বা যযাচে তাং ব্রাননাম্ ॥ ৩ ॥  
দদৌ বাচং স্থলকেশঃ প্রদাস্তামি শুভেহহনি ।  
বিবাহার্থঞ্চ সম্ভারং রচয়ামাসতুর্বনে ॥ ৪ ॥  
প্রমতিঃ স্থলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতো ।  
বভূবতুর্মহাত্মানো সমীপস্থো তপোবনে ॥ ৫ ॥

---

অর্দ্ধাধিকপঞ্চাশৎপদৈবৃত্তং কুরোঃ পুরঃ ।

কীর্তিহা শুণ্ডগেহে রাজো বাসস্তথোচ্যতে ॥

কামার্তঃ কামপীড়িতঃ সন্ ॥ বিমনাঃ ধিরঃ ॥ ১—২ ॥ প্রমতিঃ পিতা প্রমুহু স্বভাষণেন মোহয়িত্বাতিসঙ্কটেন স্তমুখং প্রসন্নম্ ॥ ৩ ॥ শুভেহহনি প্রদাস্তামীতি বাচমিত্যর্থঃ । ততো বাক্যানিশ্চয়োস্তরং সম্ভারং সামগ্রীমুভাবপি সম্বন্ধিনো রচয়ামাসতুঃ ॥ ৪ ॥ সমীপস্থো দূর-

---

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মদ্রিগণ ! সেই কুরু কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন করত শয্যা শয়ন করিয়া রহিলেন । অনন্তর, তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুরো ! তুমি এত অশ্রমনক হইয়াছ কেন ? (তোমার কি হইয়াছে আমাকে বিশেষ করিয়া সমস্ত বল) ॥ ১ ॥ কুরু অতিশয় কামার্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার পিতাকে বলিলেন, পিতঃ ! স্থলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে যে কন্তাটি আছে সেইটী বাহ্যতে আমার ভাৰ্য্যা হয় তাহা করুন ॥ ২ ॥ প্রমতি, পুত্রের এই কুথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র স্থলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ স্মৃষ্টী আলাপে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া সেই চাক্ষুশী কন্তাটিকে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩ ॥ স্থলকেশ মুনিও শুভ দিনে কন্তার বিবাহ দিব বলিয়া বাক্য দান করিলেন । অনন্তর, মহাত্মা প্রমতি ও স্থলকেশ উভয়েই একত্রিত হইয়া সেই তপোবনে বিবাহের উপযোগি স্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত

ভগ্নিবসনৈ কস্তা রমমাণা গৃহাঙ্গণে ।

প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনাস্পৃশচ্চাকুলোচনা ॥ ৬ ॥

দৃষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাদ্দনা ॥ ৭ ॥

কোলাহলন্তদা জাতো মৃত্যুং দৃষ্টা প্রমদরাম্ ।

মিলিতা মুনয়ঃ সর্বৈ চুক্রুশুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ৮ ॥

ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্টা পিতা তস্তাশ্চ দুঃখিতঃ ।

রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং স্ততেজসা ॥ ৯ ॥

রুরুঃ শ্রুত্বা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ ।

দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবানিব কামিনীম্ ॥ ১০ ॥

রুদন্তং স্থূলকেশঞ্চ দৃষ্টান্মনুষিসত্তমান্ ।

রুরুঃ স্থানাদ্ধহির্গত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১ ॥

অহো দৈবেন সর্পোহয়ং প্রেষিতঃ পরমাদৃতঃ ।

মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২ ॥

দেশাদাগত্য সমীপদেশস্থে ॥ ৫ ॥ (ভাবিষটনাং স্তচয়ম্ভাহ। তস্মিন্মিতি। তস্মিন্ বিবাহ-  
জবাসম্ভারায়োজনকালভাস্তরে সা কস্তা প্রমদরাম গৃহাঙ্গণে গৃহাঙ্গিণে ক্রীড়াং কুরুতী  
প্রসুপ্তং সর্পং পাদেন অস্পৃশদিত্যয়ঃ ॥ ৬ ॥ দষ্টেতি। বরাদ্দনেতি গন্ধর্ব্বাপরোজন্তত্বাৎ।  
পন্নগেন দৃষ্টা মমার ॥ ৭ ॥ মিলিতা ইতি। একত্রস্থা মুনয়ঃ শোকসংযুতাশ্চুক্রুশুঃ চীৎকারং  
চক্রিরে রুরুহুরিত যাবৎ ॥ ৮ ॥ রুরোদেতি। পিতা ত্বাং স্ততেজসা দীপ্যমানাং গতপ্রাণাং  
দৃষ্টা রুরোদ ॥ ৯ ॥) সজীবানিবোতি। মৃত্যুতমপি তেজস্বিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥ (য়মেতি।  
শর্ম্মবিঘাতায় স্তখবিনাশায় ॥ ১২ ॥

হইলেন ॥ ৪—৫ ॥ মস্ত্রিগণ! এই সময়ে সেই চারুনয়না কস্তাটী অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে  
একটা নিদ্রিত সর্পকে পদ দ্বারা আঘাত করিল। সর্পটী পদাহত হইবামাত্রই তাহাকে  
দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিষপ্রভাবে প্রমদরাম জীবন ত্যাগ করিল ॥ ৬—৭ ॥  
ঋগিণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,  
ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥ যদিচ প্রমদরাম দেহ হইতে প্রাণবায়ু  
বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্য শরীরের প্রোক্ষলিত-  
লাবণ্যচ্ছটা-দর্শনে প্রীতিপালক পিতা স্থূলকেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৯ ॥ রুরু এই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গত-  
প্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার জ্ঞায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর,  
স্থূলকেশ ও অপর অপর ঋগিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া  
অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥



কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃত্যু মে প্রাণবল্লভা ।  
 ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াহমস্মা ॥ ১৩ ॥  
 নালিঙ্গিতা বরারোহা ন ময়া চুষিতা মুখে ।  
 ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সৰ্ব্বথা ॥ ১৪ ॥  
 লাজাহোমস্তথাচারৌ ন কৃতস্তনয়া সহ ।  
 মানুষ্যং দিগিদং কামং গচ্ছস্বদ্য মমাসবঃ ॥ ১৫ ॥  
 দুঃখিতস্ত ন বা মৃত্যুর্বাঞ্ছিতঃ সমুপৈতি হি ।  
 স্মৃৎ তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্ ।  
 বিষমদ্বি গলে পাশং কৃতা প্রাণান্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিলপ্যবং রুরুস্তত্র বিচার্য্য মনসা পুনঃ ।  
 উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তশ্মিন্নদীতটে ॥ ১৮ ॥  
 মরণাৎ কিং ফলং মে স্মাদাত্মহত্যা হুরত্যায়া ।  
 দুঃখিতশ্চ পিতা মে স্মাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯ ॥

প্রিয়য়া বিযুক্তঃ বিরহিতঃ জীবিতুং নেচ্ছামি বৈ ॥ ১৩ ॥ নালিঙ্গিতেতি । মন্দভাগ্যেন  
 ময়া . পাণিগ্রহণং ন প্রাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥ মমাসবঃ মম প্রাণা অদ্য গচ্ছন্ত ॥ ১৫ ॥ দুঃখিতস্তেতি ।  
 বাঞ্ছিতোহপি মৃত্যুঃ ন সমুপৈতি । ) স্মৃৎ তর্হীতি । অনয়া বিনেতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥ যতঃ স্মৃৎ  
 নাস্তি অতঃ প্রপতামীত্যর্থঃ । বর্তমানস্মামীপ্যো লট্ । পতিয়ামীতি তু কলিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইথং প্রথমতো মরণনিশ্চয়ং কৃতা পুনর্মনসা বিচার্য্যোপায়ং চিন্তয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণ-

হায় ! দৈব, নিশ্চয়ই এই সপক্ষে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত সুখনাশের জন্ম  
 প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই ; হায় ! আমার প্রাণ অপে-  
 ক্ষাও যাহা প্রিয় তাহা ত পলায়ন করিল ! এই প্রিয়ার সহিত ক্ষণ মাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত  
 জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১২—১৩ ॥ হায় ! এই নিতম্বিনী ত আমাকে আলিঙ্গন  
 করিল না এবং আমিও ত ইহার মুখে চুষন করিতে পারিলাম না, অধিক কি এই মন্দভাগ্য  
 অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্ম সুখলাভ করে নাই বা ইহার পহিত অগ্নিতে লাজহোমও  
 করে নাই । হায় ! এই মহুষ্য জন্মকে দিচ্ ! আমার জীবনে ফল কি ? এখনই আমার  
 প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪—১৫ ॥ কিন্তু, হায় ! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার  
 মৃত্যু হয় না, তবে কি করিয়া আমি ইহ লোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয়  
 সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব ? আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ  
 করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ১৭ ॥

মন্নিগণ ! ক্ষক এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই

দৈবস্তুকৌ ভবেৎ কামং দৃষ্টু মাং ত্যক্তজীবিতম্ ।

সর্বঃ প্রমুদিতশ্চ স্নান্মৎক্ষয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি ।

মৃতে মম্যাস্মদ্বাতেন বিরহাৎ পীড়িতেহপি চ ॥ ২১ ॥

পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে স্নাদাস্মদ্বাতিনঃ ।

এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবামৃতে পুনঃ ॥ ২২ ॥

বিমৃশৌবং রুরুস্তত্র স্নান্মাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ ।

অব্রবীদ্বচনং কৃতা জলং পাণাবদৌ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥

যন্ময়া স্নকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্কনাদিকম্ ।

গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হৃতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অধীতাস্থখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি ।

রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রূপমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ দৈবে বিধিঃ । পুংলিঙ্গমার্ষম্ সর্বৌ লোকঃ শত্রুলোকঃ ॥ ২০ ॥  
যদর্থং প্রাণো দেয়স্ততাঃ স্ত্রিয়াঃ পরলোকে ক উপকারঃ স্নাদিত্যাহ উপকার ইতি ।  
নমু তদ্বাসনয়া মরণে পরলোকে সা প্রাপ্যতি তত্রাহ মৃতে ময়ীতি । আস্মদ্বাতব্যতিরিক্ত  
তদর্থং কৰ্ম্মাচারিতবতস্তদ্বাসনয়া তৎ ফলং ভবতি ॥ ২১ ॥ নাস্মদ্বাতিনস্তত্র ত্বেতদর্থমেতন্-  
মৃতপ্রিয়াপ্রয়োজন্যাদোষণতেরেব শ্রবণাদিত্যর্থঃ । তস্মায়ি মৃতে দোষা এব ভবেয়ুর্না-  
মৃতে ॥ ২২—২৩ ॥ (যন্ময়েতি । দেবার্কনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ স্নকৃতং কৃতমিতি ॥ ২৪ ॥ যদি

নদীতটে থাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল  
হইবে ? তাহাতে বরং আমি আস্মদ্বাত্যা-পাণ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না ; আর,  
আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ আমি যে প্রাণ নাশে  
উদাত্ত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ? কখন নয় ; বরং  
আমার শত্রুপক্ষীয়গণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ  
নাই ॥ ২০ ॥ আর আমি বিরহে পীড়িত হইয়া আস্মদ্বাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি  
উপকার হইবে ; বরং সেই প্রিয়া পরোলোকে আস্মদ্বাত্যা-পাণ জন্ম আমার সহিত মিলিত  
হইবেন না । অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন  
ত্যাগ না করিলে এ সমস্ত অনিষ্টের কোনটাই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১—২২ ॥

মন্ত্রিগণ । রূপ এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে জ্ঞান ও আচমনাদি  
করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি দেবার্কনাদি ও গুরু-  
গণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি, অথবা অখিল বেদ  
অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রীস্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্য্যদেবের আরাধনা

যদি জীবন্ম মে কাস্তা ত্যজ্যে প্রাণানহং ততঃ ।

ইত্যুক্তা তজ্জলং ভূমৌ চিক্লেপারাদ্য দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ ।

এবং বিলপতন্তস্ত ভাৰ্য্যা দুঃখিতস্ত চ ।

দেবদূতস্তদাভ্যুত্যা বাক্যমাহ রুরং ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবদূত উবাচ ।

মা কার্ষ্যঃ সাহসং ব্রহ্মন্ ! কথং জীবন্মুতা প্রিয়া ।

গতায়ুরেষা স্ত্রোশী গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসোঃ স্ততা ॥ ২৮ ॥

অন্তাং কাময় চার্ব্বঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা ।

কিং রোদিষি হুহুৰ্ব্বুধে ! কা প্রীতিস্তৈহনয়া সহ ॥ ২৯ ॥

রুরুরবাচ ।

দেবদূত ! ন চান্তাং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্ ।

যদি জীবন্ম জীবদ্ধা মর্তব্যঞ্চাধুনা ময়া ॥ ৩০ ॥

গায়ত্রী সমাক্ স্মৃতা রবিরাধিতো বা তেন স্কৃতেন মম প্রিয়া জীবতু ॥ ২৫ ॥ ইতি পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ উক্তা দেবতাঃ আরাধ্য তজ্জলং ভূমৌ চিক্লেপ ॥ ২৬ ॥

ভাৰ্য্যা ভাৰ্য্যাহেতুনা দুঃখিতস্যোতি ॥ ২৭ ॥ দেবদূত ইতি । সৰ্ব্বপুণ্যকৰ্ম্মণঃ শপথে কৃতে সতি দেবেন্ধ্বরেণ বোধনার্থং প্রেৰিতো দূতৌহয়ং দেবদূত ইতি বোধ্যাম্ ॥ ২৮ ॥ (অন্যামিতি । চারুণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যন্তান্তাং তাদৃশীং অন্তাং কাঞ্চিং কাময় কাময় ॥ ২৯ ॥

দেবদূতেনি । যদি জীবৎ তর্হি এনামেব বরিষ্যামি যদি ন জীবৎ তর্হি অধুনা মর্তব্য-মিতি মে নিশ্চয় ইতি জানীহি ॥ ৩০ ॥

করিয়া থাকি, তাহা হইলে তদ্বারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক ॥ ২৩—২৫ ॥ যদি ইহাতেও প্রিয়া জীবিতা না হয় তখন আমি প্রাণত্যাগ-করিব । রুর এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥

মদ্বিগণ ! সেই দুঃখিত রুর ভাৰ্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় একটা দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি বুধা সাহস করিবেন না । মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয় ? এই নিতম্বিনী বিশ্বাবস্থ গন্ধর্কের গুহসে অঙ্গরা মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার পরমাণু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অস্ত কোন বরবর্ণিনীকে অভিশাপ করুন ; বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে ; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন ? এই কামিনী ত অনুচর-অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি ? ॥ ২৭—২৯ ॥

রাজোবাচ ।

বিদিস্থেতি হঠং তন্ত দেবদূতো যুদাম্বিতঃ ।

উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১ ॥

উপায়ং শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! বিহিতং যৎ সুরৈঃ পুরা ।

আয়ুষোহর্কপ্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২ ॥

রুরুরবাচ ।

আয়ুষোহর্কং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ ।

অদ্য প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

বিশ্বাবস্তুস্তদা তত্র বিমানেন সমাগতঃ ।

জ্ঞাত্বা পুত্রীং স্মৃতাং চাশু স্বর্গলোকাং প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪ ॥

ততো গন্ধর্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সন্তমঃ ।

ধর্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫ ॥

ধর্মরাজ ! রুরোঃ পত্নী স্মৃতা বিশ্বাবস্তুস্তথা ।

স্মৃতা প্রমদ্বরী কন্যা দম্বা সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬ ॥

হঠং হঠকারিত্বং নির্বন্ধাতিশয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥ পুরা যৎ সুরৈর্বিহিতং তাদৃশমুপায়ং  
শ্রুতি ॥ ৩২ ॥ প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রত্যাগতজীবা সতী প্রোত্তিষ্ঠতু ॥ ৩৩ ॥ )

স্বর্গলোকাংসমাগত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ (ততো গন্ধর্বরাজ ইতি । ধর্মরাজং যমমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরুর কহিলেন, দেবদূত ! এই কামিনী জীবনলাভ  
করুক আর নাই করুক আমি অস্ত্র কাহাকেও বিবাহ করিব না । আর যদি জীবনলাভ  
না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রিগণ ! দেবদূত রুরুর এই প্রকার অসংসাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আন-  
ন্দিতান্তঃকরণে রুরুর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন ॥ ৩১ ॥ হে বিপ্রবর ! দেবগণ পূর্বে এই রমণীর জীবন লাভের যেরূপ উপায় করিয়াছেন  
তাহা শ্রবণ করুন । এখনি নিজ আয়ুর অর্ধেক প্রদান করিয়া এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত  
করুন ॥ ৩২ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরুর বলিলেন, দেবদূত ! আমি নিজের পরমায়ুর  
অর্ধেক এই কন্যাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । অতএব, এক্ষণে  
আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উথিত হইক ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রিগণ ! এই সময়, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবস্তু নিজ কন্যা প্রমদ্বরাকে স্মৃত জানিয়া স্বর্গলোক  
হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, গন্ধর্বরাজ এবং সেই

স। রুরোরায়ুৰোহর্দেন মৰ্ত্ব কামস্ত সূৰ্য্যজ ! ।

সমুত্তিষ্ঠতু তদ্বক্ষী ত্রতচৰ্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥

ধৰ্ম উবাচ ।

বিশ্বাবস্তুহতাং কন্থাং দেবদূত ! যদীচ্ছসি ।

উত্তিষ্ঠত্বায়ুৰোহর্দেন রুরং গন্থা হমপৰ্য্য ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ ।

এবমুক্তস্ততো গন্থা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্ ।

রুরোঃ সমপৰ্য্যায়ামাস দেবদূতস্তবাস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥\*

ততঃ শুভেহহি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা ।

ইখং চোপায়যোগেন মৃতাপ্যুজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০ ॥

ধৰ্ম্মরাজেতি । হে ধৰ্ম্মরাজ ! মৃত্যুপতে ! রুরোঃ পত্নী তথা বিশ্বাবস্তুগন্ধৰ্ব্বজ্ঞ মৃত্যু সা প্রমদ্বরা  
সৰ্পেণ দংশনং প্রাপ্তা মৃত্যু ইদানীং রুরোঃ ত্রতচৰ্য্যা প্রভাবতস্তথা তত্বায়ুৰোহর্দেন প্রোত্তিষ্ঠ-  
স্থিতি স্বাভ্যামধ্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিশ্বাবস্তুহতামিতি । রুরং রুরমুনেঃ সমীপং গন্থা তস্মৈ তাং পুনঃ প্রাপ্তজীবনাং  
অপৰ্য্য ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্ত ইতি । ধৰ্ম্মরাজেন এবমুক্তে দেবদূতস্তবাস্থিত ইতি রুরমরণশব্দয়েতি বোধ্যম্ ।  
সমপৰ্য্যায়ামাস ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি ইখং উপায়যোগেন তদা পূৰ্ব্বকালে যতঃ প্রমদ্বরা মৃত্যু-  
প্যুজ্জীবিতা ততঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ঃ সৰ্ব্বথা প্রকর্তব্যঃ । ইতি স্বাভ্যামধ্বয়ঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবদূত ধৰ্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধৰ্ম্মরাজ ! প্রমদ্বরা  
নামে এই বিশ্বাবস্তুর কন্থা এবং ঋষিপুত্র রুরর পত্নী সংপ্রতি সৰ্পদংশনে তোমার আলয়ে  
আসিয়াছে । দ্বিজ রুর এক্ষণে তাহার জন্ত জীবন ত্যাগে অভিলାষী হইতেছেন । অতএব,  
হে সূর্য্যপুত্র ! রুরর ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এবং তাহারই আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা সেই কীর্ণাকী  
এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইহা শুনিয়া ধৰ্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত ! এই বিশ্বাবস্তুর কন্থাকে যদি তুমি জীবিত  
করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্থা রুরর আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক ।  
তুমি-এখনই যাইয়া এই কন্থা রুরকে সমৰ্পণ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ধৰ্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ  
সেই স্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করিয়া রুরর হস্তে সমৰ্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥  
অনন্তর, শুভদিনে যথাবিধি রুর তাহাকে বিবাহ করিলেন । এইরূপে পূৰ্বে ঋষিকন্থা  
প্রমদ্বরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

\* রুরশতাব্দ সম্বন্ধে প্রাপ্য চাকলাচনাম্ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃত্রিম দৃষ্টান্তে ।

উপায়স্ত্ব প্রকর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতঃ ।

মণিমন্ত্রোষধীভিশ্চ বিধিবৎপ্রাণরক্ষণে ॥ ৪১ ॥

ইভুক্ত্য সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্ ।

কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

আরুরোহোত্তরাসূনুঃ সচিবৈঃ সহ তৎক্ষণম্ ।

মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতান্তত্র রক্ষণে ॥ ৪৩ ॥

প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ ।

প্রসাদার্থং সেবকস্ত ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ ।

মন্ত্রীপুত্রঃ স্থিতস্তত্র স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ন কশ্চিদারুহেত্তত্র প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে ।

বাতোহপি ন চরেত্তত্র প্রবেশে বিনিবার্যতে ॥ ৪৬ ॥

ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থশ্চ চকার সঃ ।

স্নানসন্ধ্যাদিকং কৰ্ম্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্য চ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তেতি । সুরক্ষকান্ কারয়িত্বা স্থাপয়িত্বা সপ্তভূমিকং প্রাসাদং বৃহদ্রক্ষ্যট্টালকং কারয়িত্বা উত্তরাসূনুঃ পরীক্ষিৎ সচিবৈঃ সহারুরোহেতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ ) প্রেষয়ামাসেতি । যেন মুনিনা শাপো দত্তস্তং মুনিং প্রীতি সেবকস্ত মম প্রাসাদার্থং পুনঃপুনঃ ক্ষমস্বেতি প্রার্থয়িতুং গৌরমুখং মুনিং প্রেষয়ামাসেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণানিতি । ইতস্ততো-  
যত্র কুত্রচিদিদমানান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমানিনায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বাতোহপীতি । বিনি-

অতএব, মন্ত্রিগণ ! প্রাণরক্ষার জন্ত মণি মন্ত্র এবং ওষধি সকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথা-  
বিধানে উপায় করা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ৪১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষক সকল সংস্থাপন পূৰ্ব্বক  
একটা স্থান অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্ত চতুর্দিকে  
মণিমন্ত্রাধিদারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে  
আরোহণ করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ তদনন্তর, মুনিবর শূঙ্গীর ক্রোধশাস্তির জন্ত “সেবকের  
অপরাধ ক্ষমা করুন” ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অহরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে  
পাঠাইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে, আশ্রয়রক্ষার জন্ত চতুর্দিক হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন  
করিলেন । এদিকে মন্ত্রপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে এক্ষণে যথাস্থানে স্থাপিত  
করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারে ; অধিক কি  
নিষেধ-অহুমতির পর বায়ুরও সে স্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না ; অশ্বেষ কথ্য আর কি  
বলিব ॥৪৫—৪৬ ॥ রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানে থাকিয়াই তৎক্ষণে আগমন দিবস গণনা করত

রাজকার্য্যাণি সৰ্ব্বাণি তত্রহ্শচাকরোমূপঃ ।

মন্ত্ৰিভিঃ সহ সংমন্ত্ৰ্য গণয়ন্দিবসানপি ॥ ৪৮ ॥

কশিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্ৰিস্তমঃ ।

শুশ্রাব চ তথা শাপং প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ৪৯ ॥

স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিস্তয়ৎ ।

ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজ্ঞা দ্বিজন হ ॥ ৫০ ॥

ইতি কৃৎস্না মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহাম্নিঃসৃতঃ পথি ।

কশ্যপো মন্ত্ৰবিদ্বিদ্ধান্ ধনার্থী মুনিস্তমঃ ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
কুরুবৃত্তান্তকথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বার্ধ্যতে সেবকৈরজ্ঞস্ত প্রবেশে তত্র কা বার্থেতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ( রাজকার্য্যাণীতি ।

তত্রহ্শঃ প্রোদাদোপরি তিষ্ঠন্ । তক্ষকাগমনদিবসান্ গণয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

কশিচ্চেতি । মন্ত্ৰিস্তমঃ মন্ত্ৰবিৎহ স্তমঃ অগ্রণীরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ স ধনার্থীতি । যত্র দ্বিজন  
শপ্তো রাজ্ঞা আস্তে তত্র ব্রজামীতি সমচিস্তয়ৎ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রঃ কশ্যপ ইতি মতিং কৃৎস্না গৃহাং  
নিঃসৃতঃ নির্জগাম ॥ ৫১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

জ্ঞান সক্ষাদি এবং ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; অধিক কি, মন্ত্ৰীগণের সহিত  
মন্ত্ৰণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেই স্থানে থাকিয়া নির্বাহ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্ৰজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে  
রাজাকে তক্ষকবিষ ইহিতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধন লাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা  
করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই  
স্থানে যাই । ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধন লাভের আশায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত  
হইলেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়-  
স্কন্ধে কুরুবৃত্তান্তকথন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দর্শমোহ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তস্মিন্নেব দিনে নাম্না তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্ ।

শপ্তং জ্ঞাত্বা গৃহান্তূর্ণং নিঃসৃতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১ ॥

বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথিঃ নির্গতঃ ।

অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজন্তং নৃপতিং প্রতি ॥ ২ ॥

তমপৃচ্ছৎ পন্নগোহসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্ ।

ক ভবাংস্তুরিতো যাতি কিঞ্চ কার্যং চিকীর্ষতি ॥ ৩ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি ।

তত্রাহং সুরিতো যামি নৃপং কর্তু মপজ্জরম্ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রোহস্তু মম বিপ্রেন্দ্র ! বিষনাশকরঃ কিল ।

জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেহধুনা কিল ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈঃ বহিঃপদৈস্তক্ষকদ্বিজয়োঃ কথাম্ ।

সমাপ্য তক্ষকেণাখো রাজা সূত ইতীৰ্য্যক্তে ॥

তস্মিন্নেব দিনে ইতি । যস্মিন্মিনে কশ্যপো গৃহান্নির্গত স্তস্মিন্নেবেত্যর্থঃ । পুরুষোত্তমঃ পুরুষাকৃতিঃ সন্ ॥ ১ ॥ (কৌদূশরূপেণ পথি নির্গত ইত্যত আহ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেনেতি । নৃপতিং প্রতি পরীক্ষিতমুদ্दिश्य ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণদর্শনেन সন্নিহানস্তক্ষকস্তস্ত চিকীর্ষ্যমব-  
গন্তমপৃচ্ছৎ ক ভবানিতি । সুরিতস্ত্রায়ুক্তঃ ॥ ৩ ॥ অপজ্জরং প্রশমিতবিষয়েন লক্ষয়াম্যম্ ॥ ৪ ॥  
জীবিতব্যে আনু্যে সতি । তদভাবে ব্রহ্মণাপি জীবয়িতুমশক্যাদিতি ॥ ৫ ॥ অহং স ইতি ।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! বে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসেই তক্ষক, নৃপবর পরীক্ষিতকে ব্রহ্মণ্যে অভিষপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং পরীক্ষিত-নৃপতির আরোগ্যের জন্ত দ্বিজ কশ্যপ পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইল ॥ ১—২ ॥ তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এত সন্ধ্যর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্যের জন্ত ই বা অভি-  
লাষী হইয়াছেন ? ॥ ৩ ॥

কশ্যপ কহিলেন, নৃপবর পরীক্ষিতকে তক্ষকে দংশন করিবে শুনিয়াছি, এই জন্ত আমি সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সন্ধ্যর সেই স্থানে গমন করিতেছি ॥ ৪ ॥ দ্বিজবর ! আমার



তক্ষক উবাচ ।

অহং স পন্নগো ব্রহ্মন্ ! তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্ ।  
নিবর্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দক্ষং চিকিৎসিতুম্ ॥ ৬ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

অহং দক্ষং হুয়া সর্প ! নৃপং শপ্তং দ্বিজেন বৈ ।  
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ ॥ ৭ ॥

তক্ষক উবাচ ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দক্ষং নৃপোত্তমম্ ।  
মন্ত্রশক্তিবলং বিপ্র ! দর্শয় ত্বং মমানঘ ! ।  
ধক্ষ্যাম্যেনঞ্চ ত্র্যগ্ৰোধং বিষদংষ্ট্রাভিরদ্য বৈ ॥ ৮ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

জীবয়িষ্যে হুয়া দক্ষং দন্ধং বা পন্নগোত্তম ! ॥ ৯ ॥

সূত উবাচ ।

অদশং পন্নগো বৃক্ষং ভগ্নসাক্ষ চকার তম্ ।

উবাচ কশ্যপং হুয়ো জীবয়ৈনং দ্বিজোত্তম ! ॥ ১০ ॥

যন্ত বিষং নাশয়িতুমিচ্ছসি সোহহং তক্ষকোহস্মি রাজানমধুনৈব ধক্ষ্যামি ভগ্নসাক্ষকরিষ্যামি ॥৬॥  
অসন্দেহং যুতশরীরম্ (নিশ্চয়মিতি বা) ॥৭॥ (কশ্যপস্ত মন্ত্রবলং বিবিদিত্বস্তত্ত্ব পরীক্ষার্থমাহ যদি  
ঘমিতি । জীবিতুং জীবয়িতুমিত্যর্থঃ । মম ইতি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ধ্বজী ॥৮॥) ত্র্যগ্ৰোধং বটম্ ॥ ৯ ॥

নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে, যদি এক্ষণে আয়ু থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্র-  
বলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব ॥ ৫ ॥

কশ্যপের এইকথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিল, বিপ্র ! আমিই সেই তক্ষক নামক সর্প,  
আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব । তুমি নিবৃত্ত হও ! কারণ, আমি যাহাকে দংশন  
করিব তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬ ॥

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! রাজা পরীক্ষিৎ বৃক্ষশাপে অভিশপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি  
তাঁহাকে দংশন করিবে; কিন্তু, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে  
তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

তক্ষক কহিল, বিপ্রবর ! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে  
বাঁচাইতে বাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও ?  
এক্ষণে আমি এই ত্র্যগ্ৰোধবৃক্ষকে বিষদস্ত দ্বারা দংশন করিতেছি । ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ  
কহিলেন, সর্পবর ! তুমি এ বৃক্ষটাকে দংশনই কর অথবা বিধায়িতে দণ্ডই কর, আমি  
নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব ॥ ৮—৯ ॥

দৃষ্টা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিষায়িনা ।

সর্বং ভস্ম সমাহৃত্য কণ্ডপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

পশু মন্ত্রবলং মেহদ্য ত্র্যগোধং পন্নগোত্তম ! ।

জীবয়াম্যদ্য বৃক্ষং বৈ পশুতন্ত্রে মহাবিশ ! ॥ ১২ ॥

ইত্যুক্তা জলমাদায় কণ্ডপো মন্ত্রবিস্তমঃ ।

সিষেচ ভস্মরাশিং তং মস্ত্রিতে নৈব বারিণা ॥ ১৩ ॥

তদ্বারিসেচনাজ্জাতো ত্র্যগোধঃ পূর্ববচ্ছুভঃ ।

বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্টা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪ ॥

তদাহ কণ্ডপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ ।

সম্পাদয়ামি ন্তং কামং ব্রুহি বাড়ব ! বাঙ্কিতম্ ॥ ১৫ ॥

কণ্ডপ উবাচ ।

বিতার্থী নৃপতিং মদ্বা শপ্তং পন্নগ ! নিঃসৃতঃ ।

গৃহাদহং চোপকর্তুং বিদ্যয়া নৃপসন্তমম্ ॥ ১৬ ॥

(অদশমিতি । বৃক্ষং ত্র্যগোধং ভস্মসাৎ চকার বিষায়িনা দগ্ধং চকার । ভূয়ঃ পুন-  
রপি উবাচ এতেন সৌমুর্ধনোক্তিঃ স্মৃতিতঃ ॥ ১০—১১ ॥ পশুতি । মন্ত্রবলং মন্ত্রশক্তিম্ ।  
পশুতন্ত্রে ইত্যাদ্রানাদরে ষষ্ঠী পশুতন্ত্ৰং স্বামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ পূর্ববৎ যথা-  
পূর্বং শাখাপ্রশাখাদিসমেত ইত্যর্থঃ ।) নগং বৃক্ষম্ ॥ ১৪ ॥ কিমর্থমিতি । কিং ধনলোভার্থ-  
মিথং প্রয়াসং করোষি অথবা প্রতিষ্ঠার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ হে পন্নগ ! নৃপতিং শপ্তং মদ্বা বিদ্যয়া  
সজীবন্ত । নৃপসন্তমমূপকর্তুং বিতার্থঞ্চ গৃহাদহং নিঃসৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ সকামোহহমিতি ।

স্বত কহিলেন, ঋষিগণ ! তক্ষক সেই বৃক্ষটিকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিল এবং গর্ভ-  
সহকারে পুনর্বার কণ্ডপকে কহিল, ওহে বিপ্রবর ! এক্ষণে এই বৃক্ষটিকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥  
কণ্ডপ বৃক্ষটিকে তক্ষকের বিষবহি দ্বারা ভস্মীকৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ  
পূর্বক বলিলেন, ওহে সর্ববর ! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে,  
আমার মন্ত্রবল দেখ ? আমি এই ত্র্যগোধবৃক্ষটিকে তোমার সম্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥ ১১—১২ ॥

সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কণ্ডপ এই কথা বলিয়াই জলগ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপুত  
করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঋষিগণ ! এই জল সেচন করিবামাত্র  
ত্র্যগোধবৃক্ষ পূর্বের দ্বায় শাখা প্রশাখাদির সহিত পুনর্জীবিত হইল । তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত  
দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়গম্ন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, তক্ষক কণ্ডপকে বলিল, বৃক্ষন ! তুমি এত  
পরিশ্রম করিয়া কিজন্ত রাজার নিকট যাইতেছ ? তোমার অভিলাষ কি আমি তাহা  
সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষক উবাচ ।

বিতং গৃহাণ বিশেষ্মহ ! যাবদ্বিচ্ছসি পার্শ্বিবাৎ ।

দামি স্বগৃহং যাহি সকাশোহহং ভবাম্যতঃ ॥ ১৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ ।

চিন্তয়ামাস মনসা কিং কৰোমি পুনঃপুনঃ ॥ ১৮ ॥

ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রয়ামি যদ্যহং পুনঃ ।

ভবিষ্যতি ন মে কীর্তিলোকে লোভসমাশ্রয়াৎ ॥ ১৯ ॥

জীবিতেহথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্তিঃ শ্রাদচলা মম ।

ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ ॥ ২০ ॥

রক্ষণীয়ং যশঃ কামং শিগ্ধনং যশসা বিনা ।

সর্বস্বং রঘুনা পূৰ্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্তয়ে ॥ ২১ ॥

অতস্তব গমনাদহং সকাশঃ পূর্ণকামো ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ (তদ্বিত্তি । তস্ত তক্ষকস্ত তৎ পূৰ্ব্বোক্তং বিত্তপ্রলোভনকরং বাক্যং শ্রুত্বা অধুনাহং কিং কৰোমি রাজসমীপং গচ্ছামি ন বা ইত্যাদিকং চিন্তয়ামাস ॥ ১৮ ॥) রাজানং ন গতা তক্ষকান্মধ্যে এব ধনগ্রহণে ধনং তু লব্ধং পরন্তু রাজসজীবনজ্ঞাতা মহতী কীর্তির্ন স্মৃতাৎ ॥ ১৯ ॥ গমনে তু ফলত্বয়ং ভবিষ্যতীত্যাহ জীবিতেহথেন্তি ॥ ২০ ॥ (কীর্তিধনয়োশ্চ ফলযুষং সূচয়ত্বাহ রক্ষণীয়মিতি । যশ এব সৰ্ব্বথা রক্ষণীয়ং যশসা বিনা ধনং ধিক্ কীর্তিরহিতধনলাভেনালমিতিার্থঃ । ইদমেব

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! আমি নৃপতিকে সৰ্পদংশন-শাপে অতিশয় জানিয়া মত্তবলে তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধনপূৰ্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রবর ! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও ; তাহা হইলেই আমি পূর্ণমনোরথ হই ॥ ১৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরমমন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন সেই কশ্যপ তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই গৌতম জন্তু জগতে ত আমার যশ হইবে না ; আর যদি নৃপবর পরীক্ষিত জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন দান হেতু আমার মহৎপুণ্যও হইবে ॥ ১৮—২০ ॥ অতএব, সৰ্ব্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্তব্য ; যে ধনলাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্ ! পূৰ্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্তই বাচক ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব প্রদান করিয়া-

হরিশ্চন্দ্রেণ কর্ণেন কীর্ত্যর্থং বহুবিস্তরম্ ।

উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহমানং বিধায়িনা ॥ ২২ ॥

জীবিতেহদ্য ময়া রাজ্ঞি হুখং সর্বজনশ্চ চ ।

অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

প্রজানাশস্ত পাপং মে ভবিষ্যতি স্তূতে নৃপে ।

অপকীর্তিঞ্চ লোকেষু ধনলোভাস্তবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

ইতি সন্ধিস্ত্য মনসা ধ্যানং কৃত্বা স কশ্যপঃ ।

গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ২৫ ॥

আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপঃ ।

গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাজ্ঞা ধনমাদায় তক্ষকাং ॥ ২৬ ॥

নিবর্ত্য কশ্যপং সর্পঃ সপ্তমে দিবসে নৃপম্ ।

হস্তকামো জগামাশ্চ নগরং নাগসাহস্রম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টান্তেন সমর্থয়মাহ সর্বস্বমিতি ॥ ২১ ॥ উপেক্ষেয়ং কথমুপেক্ষাং কুর্ধ্যামহম্ ॥ ২২ ॥ ময়া ধার্ম্মিকে রাজ্ঞি জীবিতে সর্বজনহুখং স্তাদিত্যপি মহাকলম্ । অজীবিতে তু দৌষপ্রাপ্তিঞ্চ ফলম্ ॥ ২৩ ॥ অহো ! ধনলোভেন দুষ্টেনাহনেন ধার্ম্মিকো রাজা ন রক্ষিতঃ প্রজাশ্চ নাশিতা ইত্যপকীর্তিঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিচার্যাহধুন। ময়া কিংকর্তব্যমিতি নিশ্চেভুং যোগজ-জ্ঞানেন ধ্যানং কৃতবাংস্তস্মিংশ্চ ধ্যানে গতায়ুষং নৃপতিং জ্ঞাতবান্ ॥ ২৫ ॥ ( আপন্নমৃত্যুমিতি । যোগী কশ্যপস্ত ধ্যানেন রাজানং পরীক্ষিতঃ আপন্নমৃত্যুং সন্ধিহিতমরণং বিজায় তক্ষকাং ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ । তক্ষকদংশনাং পরং রাজাসৌ কেনোপায়েনাপি ন জীবিত্যতীতি যদায়ং যোগবলেন জ্ঞাতবান্ তদৈব তক্ষকাং ধনং জগ্ৰাহ অন্তথা তাদৃশধর্ম্মাজ্ঞানং কথমেতাদৃশী নীচপ্রবৃত্তিঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নিবর্ত্যেতি । সর্পতক্ষকঃ কশ্যপং কীর্ত্তিবিনাশসমুদাতমিতি

ছিলেন । কেবল রঘুরাজ কেন ? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক করিয়া-ছেন । আর বিশেষত নৃপতি বিধায়ির দ্বারা দহমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া উপেক্ষা করিব ? ॥ ২১-২২ ॥ যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি তাহা হইলে সকল লোকেরই হুখ সাধন করা হইবে ; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজা নাশ হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার পাপ আমারই হইবে ; আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভ বশতঃ সর্পের আমার অপবশ হইবে ॥ ২৪ ॥ ধর্ম্মিগণ ! দেখে বুদ্ধিবান্ কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে । অতএব, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা স্থির করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তক্ষক এইরূপে বিজয়র কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া

শুশ্রাব নগরস্থাস্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্ ।  
 মণিমল্লৌঘধৈঃ কামং রক্ষ্যমাণমতস্ত্রিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 চিন্তাবিকৃত্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুলঃ ।  
 চিন্তয়ামাস যোগেন প্রবিশেষং গৃহং কথম্ ॥ ২৯ ॥  
 বঞ্চয়ামি কথঞ্চৈনং রাজানং পাপকারিণম্ ।  
 বিপ্রশাপাক্রতং মৃতং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্ ॥ ৩০ ॥  
 পাণ্ডবানাং কূলে জাতঃ কোহপি নৈতাদৃশো ভবেৎ ।  
 তাপসস্ত গলে যেন মৃতঃ সর্পো নিবেশিতঃ ॥ ৩১ ॥  
 কৃত্বা বিগর্হিতং কৰ্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপঃ ।  
 রক্ষকান্ ভবনে কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ ॥ ৩২ ॥  
 মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ততেহদ্য নিরাকুলঃ ।  
 তং কথং ধক্ষয়িষ্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণে হনিবর্তনম্ ।  
 তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধরুচোহদ্য মোদতে ॥ ৩৪ ॥

ভাবঃ । নিবর্ত্য পূৰ্ব্বোক্তধনদানাদিকৌশলেনেত্যাৰ্থঃ । সপ্তমে দিবসে রাজানং জিঘাংসু-  
 র্হস্তিনাপুত্রং গতবান্ ॥ ২৭—২৮ ॥ ) বিপ্রশাপভয়াকুল ইতি । যদি রাজা ময়া ন দৃশতে  
 তদা রাজশাপদাতা ব্রাহ্মণো মাং শপেদিতি ভয়াকুল ইত্যর্থঃ । যোগেন কেনোপায়ে-  
 নেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (বঞ্চয়ামিতি । রাজা তু মণিমল্লৌঘধাভির্ভীমাং বঞ্চয়িতুং সমুদ্যতঃ অতঃ শঠে  
 শাঠ্যং সমাচরেদিতি শ্রাব্যতঃ কথং কেন প্রকারেণ অহমপি এনং শঠং বঞ্চয়ামি । বিপ্রশাপা-  
 দিতি । অহো যদৈব ব্রহ্মশাপো জাতস্তদৈবায়ং মৃতঃ কিন্তু মৃতোহয়ং পাপকারী তদপি ন  
 জানাতিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ অধুনা রাজানং তিরস্কৃত্বাহ । পাণ্ডবানামিতি । ব্রাহ্মণাবমাননা  
 পাণ্ডবকুলোৎপন্নেন কেনাপি ন কৃতা অনেকন তু কৃতা অতোহয়ং পাণ্ডবকুলান্নার ইতি  
 ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ কৃষেতি । বিগর্হিতং নিন্দিতং কৰ্ম্ম বিজাবমাননারূপমিত্যর্থঃ । কালস্ত গতিঃ

শুনিলেন যে, পরীক্ষিত মণিমল্ল-ঔঘধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস  
 করিতেছেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি  
 আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শূদ্রী যুনি  
 আমাকে শাপপ্রদান করিবেন ; এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই  
 বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই শঠ রাজাকে বঞ্চনা  
 করি ॥ ২৯—৩০ ॥ হায় ! পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিদিগের গলদেশে মৃত সর্প  
 প্রদান করে এক্ষণ ত কেহই হয় নাই ॥ ৩১ ॥ এই মৃত রাজা নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া কালের  
 কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া

যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দৈবেনামিততেজসা ।  
 স কথং পরিবর্তেত কৃতৈরৈতৈস্ত কোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 পাণ্ডবস্ত চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গতং নৃপঃ ।  
 জীবনে মতিমান্হায় স্থিতঃ স্থানে নিরাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দানপুণ্যাদিকং রাজা কর্তুমর্হতি সর্বথা ।  
 ধর্মেণ হন্যতে ব্যাধির্যেনাস্থঃ শাস্তং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥  
 নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃত্বা স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 মরণং স্বর্গলোকায নরকাযান্তথা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥  
 দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্ভাস্ত চ ভূপতেঃ ।  
 বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসন্ন মরণে কিল ॥ ৩৯ ॥

কালগতিহীনবার্থ্যেব ইতি জানন্নপি ॥ ৩২—৩৩ ॥ ন জানাতীতি । যক্ষাস্তা মৃত্যোহয়ং মরণে  
 অনিবর্তনং জীবনাং স্থিরমৃত্যুৎ ন জানাতি তেনৈব সোধে প্রাসাদে আক্লুতঃ সন্ মোদতে  
 ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥) মৃত্যুং গতং নষ্টমিতি জানন্ । জীবনে মতিঃ বুদ্ধিমান্হায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ভবেদ্বিতি । ইতি হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নোচেদ্বিতি । যদ্যেতস্ত মনসি নোচেত্তর্হি মৃত্যুবিধিং  
 আসন্নমৃত্যোর্থে বিধিস্তং কৃত্বা স্নানদানাদিক্রিয়াঃ কৃত্বা স্বর্গলোকায স্বর্গলোকং গন্তুং মরণং  
 প্রতীক্ষেত । অন্তথা স্নানাদিক্রিয়াহভাবে মরণং নরকায ভবেদ্বিতি ভয়ান চ তথাহয়ং করোতি  
 তন্মামৃত্যুং জিতবানহমিতি জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিজপীড়াকৃতং পাপমস্ত জাতং তথা  
 বিপ্রশাপোহপি জাতস্তাব্ভাব্যাসন্নমরণে এব ভবতো নান্তথা তন্মাদয়মাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ ।

মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । আমি এক্ষণে, ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি  
 উপায়ে ইহাঁকে দংশন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই চক্ৰযুক্ত জ্ঞানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু  
 কখন নিবৃত্ত হইবার নয় । বোধ হয় এই জন্তই এক্ষণে রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে  
 আরোহণ পূর্বক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ হায় ! অমিতপরাক্রমশালী দৈব ঈর্ষি-মৃত্যু  
 স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি যত্ন দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত  
 হইবে না বোধ হয় এ মৃত তাহা অবগত নহে ॥ ৩৫ ॥ ইহাও অতি আশ্চর্য্যেব বিষয় যে,  
 পরীক্ষিৎ পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এবং মৃত্যুই স্থির ইহা জানিয়াও জীবনের কল্পনা  
 করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ আমার মতে এক্ষণে সর্ব-  
 প্রকারে রাজার দান পুণ্যাদি কর্ম করা উচিত । কারণ, ধর্ম দ্বারা ব্যাধিনাশ এবং দীর্ঘ-  
 জীবনও লাভ হইতে পারে । আর যদি তাহাই না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্তব্য স্নান-  
 দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়া মৃত্যুলাভ হইলে স্বর্গে গমন হইবে ; অন্তথা নরকে বাইতে হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ একে ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন জন্ত গুরুতর পাপ ! তাহাতে আবার ঘোর  
 ব্রহ্মশাপ !! ইহার মধ্যে প্রত্যেকটা পৃথকরূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই সূচ

ন কোহপি ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বেষু এবং প্রতিবোধয়েৎ ।

বেদসা বিহিতো মৃত্যুরনিবার্যাস্ত সৰ্ব্বথা ॥ ৪০ ॥

ইতি সক্ষিস্ত্য সৰ্পোহসৌ স্বাম্মাগামিকটে স্থিতান্ ।

কৃদ্ধা তাপসবেশান্তান্ প্রাহিণোৎ স্ফুজ্জন্মান্ ॥ ৪১ ॥

ফলমূলাদিকং গৃহ্ন রাজ্ঞে নাগোহথ তক্ষকঃ ।

স্বয়ং কীটরূপেণ ফলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২ ॥

নির্গতাস্তে তদা নাগাঃ ফলাশ্বাদায় সত্তরাঃ ।

তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥

রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ স্তুতিকীৰ্তিতম্ ।

উচুস্তে ভূপতিং ভ্রকুং প্রাপ্তাঃ শ্লোহদ্য তপোবনাং ॥ ৪৪ ॥

অভিমন্যুজ্ঞতং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্ ।

পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রেণাথর্বগৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥

নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্মুনীন্ ।

কৃদ্ধাভিমেকান্ যাস্যামো দত্তা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬ ॥

ইদং স্বয়ং ন জানাত্যেতাংশো মৃঢ়োহস্মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥ ( অধুনা পরীক্ষিতোবধনে তক্ষকস্ত চাতুর্যং বর্ণয়মাহ কুশেতি ॥ ৪১ ॥ ) গৃহ্ণেতি ল্যবস্তমার্থং সংগৃহ্ণেত্যর্থঃ । সসার গতবান্ ॥ ৪২—৪৪ ॥ ( রাজানং শ্রোতুমিচ্ছামাহ পরিবর্দ্ধয়িতুমিতি । আধর্কগৈশ্বর্ক-বেদোক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ) অভিমেকান্ কৃদ্ধা আশীর্বাদসলিলৈরুতি শেষঃ । তথা মিষ্টফলানি দত্তা

জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯ ॥ হায় ! এমন কোন অবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই ;  
যিনি দৈব-বিহিত মৃত্যু সৰ্ব্বপ্রকারে অনিবার্য, ইহা সম্যক্রূপে ইহাকে বুঝাইয়া দেন ॥ ৪০ ॥

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আত্মীয় সৰ্পগণকে তপস্বিবশে  
কতকগুলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্য রাজনিকটে প্রেরণ  
করিল। এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই ফলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪১—৪২ ॥

অন্তর, সেই সৰ্পসকল ফল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে যাইয়া যে প্রাসাদে রাজা  
পরীক্ষিত আছেন সেই প্রাসাদনিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥ রক্ষকগণ তপস্বীদিগকে  
দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর, সেই তপস্বীবিশোধারী সৰ্প-  
গণ কহিল যে, অম্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতকে  
দেখিবার জন্য এবং অধর্কবেদোক্ত সজ্ঞ হারা সৰ্ব্বদা করিবার জন্য তপোবন হইতে আসি-  
রাছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রক্ষকগণ ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আগমনকে দেখিবার জন্য  
কতকগুলি মুন আসিয়াছেন। দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্বাদ-সলিলে অভিব্যক্ত করিয়া

ভারতানাং কূলে কাপি ন দৃষ্টা দ্বাররক্ষকাঃ ।  
 ন শ্রুতং তাপসানাস্তু রাজোহসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭ ॥  
 আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ ।  
 আশীর্ভিব্বর্কয়িত্বৈনং দত্তাজ্ঞাঃ প্রত্ৰজামহে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেমাং তাপসানাস্তু রক্ষকাঃ ।  
 প্রত্ৰ্যচুস্তান্ দ্বিজান্মত্ৰা নিদেশং ভূপতেষথা ॥ ৪৯ ॥  
 নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ ।  
 শ্বঃ সর্বতাপসৈরত্র স্বাগস্ত ব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০ ॥  
 অনারোহস্ত প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 বিপ্রশাপভয়াদ্রাজা বিহিতোহস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥  
 তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ ।  
 বিপ্রাশিষশ্চ রাজ্ঞেহথ গ্রাহয়ন্তু স্ত্বরক্ষকাঃ ॥ ৫২ ॥

চ যাত্মাম ইত্যশ্বঃ ॥ ৪৬ ॥ ) রাজ্ঞঃ অসন্দর্শনমিতিচ্ছেদঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ ( প্রত্ৰ্যচুরিতি ।  
 ভূপতেঃ পরীক্ষিতো যথা নিদেশং আদেশং প্রাসাদারোহণনিষেধাদিরূপমিত্যর্থঃ । তথা  
 রক্ষকান্তান্ ব্রাহ্মণবিশোধারিণো নাগান্ দ্বিজান্ মত্ৰা ব্রাহ্মণত্বেনাবধারণ্য প্রত্ৰ্যচুঃ ॥ ৪৯ ॥  
 রাজনিদেশপ্রকারমাহ নাদ্যেতি । অদ্য বো যুস্মাকং সম্বন্ধে রাজ্ঞো দর্শনং ন জ্ঞাতং নোহস্মাকং  
 ইতি মতিঃ বয়ং ইত্যেবং মন্তামহে ইত্যর্থঃ । অতঃ শ্বঃ আগমিদিনে সর্কৈঃ পুনরত্র নৃপা-  
 লয়ে আগস্তব্যং রাজদর্শনায় ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ রাজ্ঞোহদর্শনে কারণমাহ অনারোহ ইতি ।  
 প্রাসাদোহয়ং বিপ্রাণামপি অনারোহঃ আরোহণাযোগ্যঃ । নহু বিপ্রা নির্বিবাদেন সর্বত্র  
 গচ্ছন্তি কদাপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ কস্তাপি ভীতিনীতীত্যাহ বিপ্রশাপভয়াদিতি ॥ ৫১ ॥ তদেতি ।

এবং এই মিষ্ট ফলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ ভাল, ইতিপূর্বে ত  
 কখনই ভারতবংশে এরূপ দ্বার রক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজ-দর্শনের  
 অলাভও কখন শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥ রক্ষকগণ! রাজা পরীক্ষিত যে স্থানে আছেন  
 আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্বাদ দ্বারা সন্মুখ করিয়া গ্রহণ করিব ॥

সূত কহিলেন, শ্রবণ! রক্ষিপুরুষ সকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে বলিল ॥ ৪৯ ॥ বিপ্রগণ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত  
 আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না; অতএব আপনারা কল্য সকলেই এই রাজগৃহে আগমন  
 করিবেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বিগণ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই;  
 কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই যে ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ  
 নাই ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষিগণ! তোমরা



তে গহ্বা নৃপতিং প্রৌচুস্তাপসানাংগতাজ্ঞনাঃ ।  
 রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩ ॥  
 পৃচ্ছধ্বং.তাপসান্ কার্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ ।  
 প্রণামং কথয়ধ্বং মে নান্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪ ॥  
 তে গহ্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ।  
 রাজ্ঞে সমর্পয়ামাস্ত্বর্বহমানপুরঃসরম্ ॥ ৫৫ ॥  
 গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশার্তেষু চ ।  
 ফলান্বাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥  
 স্নুহদো ভক্ষয়ন্তুদ্য ফলান্যেতানি সর্ব্বশঃ ।  
 অদ্যহং চৈকমেতদৈ ফলং বিপ্রপিতং মহৎ ॥ ৫৭ ॥  
 ইতু্যক্তা তৎ ফলং দত্ত্বা স্নুহদ্যশ্চোত্তরাস্নতঃ ।  
 করে কৃষ্ট্বা ফলং পকং দদার নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥  
 বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কৃমিরভূদগুঃ ।  
 স কৃষ্ণনয়নস্তাত্রৌ দৃষ্টৌ ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অথো অনন্তরং বিপ্রাঃ বিপ্রবেশধারিণস্তদা যদা কেনাপ্যুপায়েন প্রাসাদমারোঢ়ং ন সমর্থ-  
 ন্তদৈব ইত্যর্থঃ । তান্ রক্ষকান্ উচুঃ । ভোঃ সুরক্ষকাঃ এতেন তেষাং যথাবৎ কর্তব্যতা-  
 পালকত্বং স্মৃতিতম্ । এতানি ফলমূলজলানি অশ্বদাশিষশ্চ রাজ্ঞে গ্রাহয়ন্তু ভবন্তু ইতি  
 শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥ কিং কার্যমিতি পৃচ্ছধ্বং প্রাতরাগমনং যুস্মাকং ভবত্বিতি শেষঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥  
 (স্ব শোভনং স্বং হৃদয়ং যেষাং তে স্নুহদো বান্ধবাঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ) ন মে ভয়মিতি । সপ্তম-

স্বার্থই তোমাদের কর্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছে ; এক্ষণে আশীর্বাদরূপ এই ফল  
 মূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২ ॥ অনন্তর, রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন  
 করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল । রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা  
 সমস্ত ফলমূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে,  
 আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন ? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্যাণ প্রাতে  
 যেন পুনর্বার আগমন করেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত  
 ফলমূলাদি গ্রহণ করত বহুসম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥ ৫৫ ॥ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ-  
 বেষধারি সর্প সকল প্রস্থান করিলে পর, রাজা পরীক্ষিৎ ফল সকল গ্রহণ করিয়া মস্বিগণকে  
 বলিল, মস্বিগণ ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং  
 বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটা মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৬—৫৭ ॥ উত্তরাপুত্র  
 পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তদ্ব্যধ হইতে  
 নিজে একটা স্তম্ভক ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ফল বিদারিত হইবামাত্র তদ্ব্যধে

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রাহ সচিবান্নিত্যতানথ ।  
 অন্তমভ্যেতি সবিতা বিবাদদ্য ন মে ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 অঙ্গীকরোমি তং শাপং কৃমিকো মাং দশহ্রয়ম্ ।  
 এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রে গ্রীবায়াং সম্যবেশয়ৎ ॥ ৬১ ॥  
 অন্তং যাতে দিবানাথে ধৃতঃ কঠৈহথ কীটকঃ ।  
 তক্ষকস্ত তদা জাতঃ কালরূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬২ ॥  
 রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দক্ষশ্চাপি মহীপতিঃ ।  
 মস্ত্রিণো বিস্ময়ং প্রাপ্তা রুরুদুর্ভুশ্চতুঃখিতাঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দুঃখবুস্তে ভয়ান্বিতাঃ ।  
 চুক্রুশু রক্ষকাঃ সর্বে হাহাকারো মহানভুৎ ॥ ৬৪ ॥  
 বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষঃ ।  
 নোবাচ নৃপতিঃ কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাস্থতঃ ॥ ৬৫ ॥

দিবসস্তান্তং গতে সবিতরি তক্ষকস্তাভাবেন তক্ষকবিষজন্তমরণভয়স্তগতত্বাদিত্যি ভাবঃ ॥৬০॥  
 অথ ব্রাহ্মণশাপসার্থক্যায় গ্রীবায়াধেনং কীটং স্থাপয়ামি স চ মাং দশতু তেন দষ্টে সতি  
 তক্ষকসদৃশকীটদংশনেনাপি যথাকথঞ্চিদব্রাহ্মণবাক্যসার্থক্যং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ অঙ্গী-  
 করোমীতি । ব্রাহ্মণবাক্যনৈরর্থক্যভাবায়ৈতর্য্যঃ । অঙ্গীকরোমীত্যনেন রাজ্ঞ উদ্বাদশ্চ  
 ধ্বনিতঃ ॥ ৬১ ॥ অন্তং যাতে ইতি । অন্তগমনসময়ে এবতি ভাবঃ । তথাচ দিবৈব মরণেন  
 ব্রাহ্মণশাপো যথার্থো জাত ইতি বোধ্যম্ ॥৬২—৬৪॥ ন চচাল ধৈর্য্যাদিত্যি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥

একটী ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল । রাজা স্বয়ং সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ  
 করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট  
 দেখিয়া বিস্মিত মন্ত্রিগণকে বলিলেন, অন্য সূর্য্যদেব অন্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক  
 বিষ হইতে আর ভয় নাই । অতএব, সেই ব্রহ্মশাপের মাত্র রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট  
 আমাকে দংশন করুক । রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন  
 করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

অনন্তর, সূর্য্যের অন্তগমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট  
 ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষক-মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেঠন করিয়াই দংশন করিল ।  
 মন্ত্রিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে  
 আরম্ভ করিল ॥ ৬২—৬৩ ॥ সকলেই সেই সর্পের ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে  
 সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল । রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল । এই সময়ে  
 সেই স্থানে একটা হাহাকার ধ্বনি সমুথিত হইল ॥৬৪॥ উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্প দ্বারা  
 বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন একজন্ত চলিতে বা নড়িতে পারিলেন না ॥ ৬৫ ॥

উখিতাশ্মিশিখা ঘোরা বিষজা তক্ষকাননাং ।

প্রজ্জ্বাল নৃপং স্বাশু গতপ্রাণং চকার হ ॥ ৬৬ ॥

হস্তাশু জীবিতং রাজন্তক্ষকো গগনে গতঃ ।

জগদন্ধস্ত কুর্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ ॥ ৬৭ ॥

স পপাত গতপ্রাণো রাজা দন্ধ ইব ক্রমঃ ।

চুক্রুশুশ্চ জনাঃ সর্বৈ মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
পরীক্ষিতব্রহ্মণঃ নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

( স পপাতেতি । স রাজা দন্ধঃ দবাগ্নিনা ভস্মীকৃতঃ ক্রমো হুঙ্ক ইব দন্ধঃ বিঘাগ্নিনেত্যর্থঃ ।  
অতএব গতপ্রাণঃ সন্ পপাত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ )

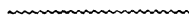
ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর, সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অশ্মিশিখা উখিত হইল এবং রাজাকে  
শিখাই প্রজ্জ্বালিত করিয়া বিনাশ করিল ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া  
গগনে প্রস্থান করিল । এই সময়ে অপরোপর লোক সকল তাহাকে যেন জগৎ দন্ধ করিতে  
সমুদ্যত দেখিল ॥ ৬৭ ॥ ঋষিগণ ! রাজা পরীক্ষিত এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দন্ধ বৃক্ষের স্থায়  
ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত লোক তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিত-মৃত্যুবিষয়ক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গতপ্রাণস্ত রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ ।  
চক্রুশ্চ মঞ্জিণঃ সর্বৈঃ পরলোকস্থ সংক্রিয়াঃ ॥ ১ ॥  
গঙ্গাতীরে দৃষ্টদেহং ভ্রম্যপ্রায়ং মহীপতিম্ ।  
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ ॥ ২ ॥  
দুর্শ্মরেন মৃতশ্চাস্ত, চক্রুশ্চৈবৌদ্ধদেহিকীম্ ।  
ক্রিয়াং পুরোহিতাস্তস্ত বেদমস্ত্রৈর্বিধানতঃ ॥ ৩ ॥  
দহুর্দানানি বিপ্রেভ্যো গাঃ স্ববর্ণং যথোচিতম্ ।  
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪ ॥  
স্বমুহূর্তে স্ততং বালং প্রজানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।  
সিংহাসনে শুভে তত্র মঞ্জিণঃ সংন্যবেশয়ন্ ॥ ৫ ॥

সার্বপকাদিকৈঃ বহিঃপদৈশ্চ জনমেজয়ঃ ।

সর্বমস্ত্রে কৃতোদোগ আতীকেন নিবারিতঃ ॥

গতপ্রাণমিতি ॥ ১ ॥ প্রথমং দুর্শ্মরেন মৃতশ্চামন্ত্রকং দাহমাহ গঙ্গাতীরে ইতি ।  
পশ্চাৎ পালাশবিধিনা অগুরুচন্দনকাষ্ঠযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ স্থাপিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥২॥  
তত্র পালাশবিধৌ হেতুমাহ দুর্শ্মরেনেতি । মরো মরণং দুর্শ্মরো দুর্মতিশ্চেন মৃতশ্চৌদ্ধদেহিকাঃ  
ক্রিয়াঃ সমস্তকাস্তক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ (রাজাঃ স্বর্গকামনয়া দানাদিকমপি কৃতবন্ত ইত্যত  
আহ দহুরিতি ॥৪॥ অরাজকে জনপদে নানাবিধদুর্ঘটনাসম্ভবাৎ নবরাজ্যভিবেকোঃবস্ত্রবিধেয়

মৃত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর, মন্ত্রিগণ রাজা পরীক্ষিতকে গতস্থ এবং তাঁহার পুত্রকে  
অতি শিশু দেখিয়া নিজেরাই'সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন ॥১॥ প্রথমে  
তাঁহার রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমন্ত্রক দাহ করিয়া পরে কুশপুত্র-  
দমন বিধিজন্য অগুরুপ্রভৃতি-সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন ॥ ২ ॥ রাজার অপমৃত্যু  
হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যথাবিধি তাঁহার ঔদ্ধদেহিক কার্য্য সকল  
সমাধা করিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গল জন্য বিপ্রগণকে যথোচিত স্ববর্ণ, গাভী, বহু প্রকার  
ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ শুভ  
লগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধক সেই শিশু বালকটাকে পবিত্র রাজসিংহাসনে

পৌরজানপদা লোকাশচক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্ ।

জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬ ॥

ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সৰ্ব্বশঃ ।

দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভূব মহামতিঃ ॥ ৭ ॥

প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ ।

যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্রাহ স যথোচিতাম্ ॥ ৮ ॥

ধনুর্বেদং কৃপং পূর্ণং দদাবস্মৈ স্নসংস্কৃতম্ ।

অৰ্জুনায যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা ॥ ৯ ॥

সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ ।

ধনুর্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১০ ॥

ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

চকার রাজ্যং ধর্মশাস্ত্রা পুরা ধর্মমুতো যথা ॥ ১১ ॥

ইত্যত আহ স্মৃহুর্ভে ইতি । স্মৃহুর্ভে শুভকণে । বাগ্, স্মৃতং জনমেজয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥  
দদৌ বিদ্যাং গায়ত্রীং ক্ষত্রিয়জাতেস্তস্মিন্ কালে ব্রতবদ্ধস্ত সত্যং ॥ ৮ ॥ (কৃপঃ কাপাচার্য্যঃ  
স্নসংস্কৃতং পূর্ণং ধনুর্বেদং অস্মৈ জনমেজয়ায দদৌ শিক্ষয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥) তথা বেদে-  
শ্বশাংসাম্ ॥ ১০ ॥ (ধর্মশাস্ত্রাণাং অর্থোহভিধেয়ঃ যথার্থত্বমিত্যর্থঃ তস্মিন্ কুশলো দক্ষঃ শাস্ত্র-  
তত্ত্বার্থবেত্তা ইত্যর্থঃ । ধর্মমুতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥

স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥ পুরবাসিগণ এই নীবন-রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত  
দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ধাত্রেয়ী সর্ষদাই ইহাকে রাজনিয়ম  
গুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল । এইরূপে সেই নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে  
লাগিলেন তেমনই ক্রমশ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর, একাদশ  
বর্ষ উপস্থিত হইলে কুল পুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রী বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তিনি  
ইহাই ক্ষত্রিয়ের সমরোচিত জানিয়া আনন্দ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর,  
দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্বিদ্যা প্রদান করিয়া-  
ছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে স্নসংস্কৃত ধনুর্বেদ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৯ ॥  
এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা-লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয়  
হইয়া উঠিলেন । তিনি ধনুর্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন সেইরূপ অপর বেদেরও নিপুণার্থ  
সকল জানিতে পারিলেন ॥ ১০ ॥ এইরূপে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি  
জনমেজয়, পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ্য পালন  
করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ততঃ স্ববর্ণবর্ণাক্ষো রাজা কাশিপতিঃ কিল ।  
 বপুষ্টমাং শুভাং কন্যাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২ ॥  
 স তাং প্রাপ্যাসিতাপানীং মুমুদে জনমেজয়ঃ ।  
 কাশিরাজসুতাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা ।  
 বিচিত্রবীৰ্য্যো মুমুদে স্তভদ্রাঞ্চ যথার্জুনঃ ॥ ১৩ ॥  
 বিজহার মহীপালো বনেষুপবনেষু চ ।  
 তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতূৰ্যথা ॥ ১৪ ॥  
 প্রজাস্তস্য সসস্তৃতা নভুবুঃ স্থখলালিতাঃ ।  
 মন্ত্ৰিণঃ কৰ্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যাণি সৰ্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥  
 এতন্নিম্নেব কালে তু মুনিরুত্তরনামকঃ ।  
 তক্ষকেণ পরিক্রিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥  
 বৈরস্বাপচিতিং কোহস্তু প্রকুর্যাদিতি চিন্তয়ন্ ।  
 পরীক্ষিতসুতং মদ্রা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি । পরীক্ষিতোহপত্যং পুমান্ পারীক্ষিতো জনমেজয়স্তস্মৈ । শুভাং লক্ষণাধি-  
 তাম্ ॥ ১২ ॥ স তামিতি । পুরা পূৰ্ব্বকালে রাজা বিচিত্রবীৰ্য্যঃ কাশিরাজসুতাং অম্বিকাং  
 অম্বালিকাং চ প্রাপ্য তথা অৰ্জুনশ্চ স্তভদ্রাং লভ্। যথা মুমুদে হৰ্ষং প্রাপ্তবান্ তথা স  
 জনমেজয়স্তাং বপুষ্টমাং প্রাপ্য মুমুদে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

তক্ষকেণ পরিক্রিষ্ট ইতি ॥ ১৬ ॥ বৈরস্তু তক্ষকেণ কৃতস্তাহপচিতিং প্রতিক্রিয়াম্ । উত্তরস্তু  
 গুরোঃ পিতৃা রাজপত্নীকুণ্ডলানয়নার্থমুত্তরে প্রেষিতে স চোত্তরো রাজপত্নীং প্রার্থয়িত্বা

অনন্তর, কাশীরাজ স্ববর্ণবর্ণাক্ষ এই পরীক্ষিতপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্যা বপুষ্টমাকে  
 প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥ জনমেজয় সেই চারুকলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া, পূৰ্ব্বে মহারাজ  
 বিচিত্রবীৰ্য্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অৰ্জুন স্তভদ্রাকে লাভ করিয়া  
 যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ইজ্জ যেরূপ শতীর সহিত  
 বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্টমার সহিত নানা বন ও  
 উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রজাগণও স্তখেতে প্রতিপালিত হইয়া তাহার  
 প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মন্ত্ৰিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য  
 সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় উত্তর নামে কোনও মুনি, তক্ষক হইতে অতিশয় ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া  
 হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ  
 ইহা চিন্তা করত পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়কেই স্বার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার  
 সমীপে আগমন পূৰ্ব্বক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি সমরাস্রাসারে কোন্টী কর্তব্য আর

কার্য্যাকার্য্যং ন জানাসি সময়ে নৃপসত্তম ! ।  
 অকর্তব্যং করোম্যদ্য কৰ্ত্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮ ॥  
 কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়াম্যদ্য গতামৰ্ষং নিরুদ্যমম্ ।  
 অবৈরজ্ঞমতন্ত্রজ্ঞং বালচেষ্ঠাসমস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিং বৈরম ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া ।  
 তদ্বদ ত্বং মহাভাগ ! করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০ ॥  
 উত্তর উবাচ ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ ছুরাঙ্গনা ।  
 মস্ত্রিণস্ত্বং সমাহুয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১ ॥  
 সূত উবাচ ।

তচ্ছ হুয়া বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মস্ত্রিসত্তমান্ ।  
 উচুস্তে দ্বিজশাপেন দক্ষঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২ ॥

তয়া দত্তে কুণ্ডলে সংগৃহ্য মার্গদ্রুণ্যে কত্ৰচিং সরসঃ তীরে কুণ্ডলে স্থাপয়িত্বা মানার্থমুত্তর  
 তস্মিন্নেব সময়ে তক্ষকোহপ্যাগত্য কুণ্ডলেহপদ্যবাননন্তরং মহারাসেন তে কুণ্ডলে  
 উত্ত্বেন লঙ্কে তদ্দিনান্তক্ষকেণ সহোত্তরত বৈরমাসীদিতি কথা মহাভারতে প্রসিদ্ধা । পরী-  
 ক্ষিতমুত্তো জনমেজয়ঃ কুর্যাদিতি মধ্য তং নৃপং সমুপাগত্য সন্ বভাষে ইতি শেষঃ ॥ ১৭-১৮ ॥  
 অতঃপরমশাস্ত্রজ্ঞং ন হি শাস্ত্রজ্ঞঃ সন্ পিতৃশত্রোরক্ষতং জীবিতং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিং বৈরমিতি । যদ্বত বৈরমুচ্যতে তং কিমিতি বদ ন তদ্বয়া জ্ঞাতমন্তীত্যর্থঃ । ন

কোনটী অকর্তব্য তাহা জানেন না । আমি দেখিতেছি, আপনি এক্ষণে বাহা অকর্তব্য  
 তাহাই করিতেছেন আর বাহা কর্তব্য কার্য্য তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন  
 না ॥ ১৬—১৮ ॥ মহারাজ ! আপনি সন্ন্যাসীর ছায় কেবল ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া একেবারে  
 নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন ; স্তরায় শাস্ত্রের বথার্থ মর্থ বুঝিতে না পারিয়া পূৰ্ণ শত্রুতা  
 ভুলিয়া রহিয়াছেন ; বলত আপনাকে যে রূপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে  
 আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব ॥ ১৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর ! আমি কোন্ বিষয়ে কাহার  
 পূৰ্ণ শত্রুতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছি না, হে মহা-  
 ভাগ ! আপনি তাহা বলুন ; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিতেছি ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া  
 উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! ছুরাঙ্গা তক্ষকে যে, আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা  
 কি আপনি জানেন না ? এক্ষণে মস্ত্রিগণকে আস্থান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের  
 কথা জিজ্ঞাসা করুন ? ॥ ২১ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

শাপোহত্ব কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তশ্চ মুনিনা কিম্ ।

তক্ষকশ্চ তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥

উত্তর উবাচ ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ সন্নিবারিতঃ ।

ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতৃহা তব ভূপতে ! ॥ ২৪ ॥

ভার্য্যা রুরোঃ পুরা ভূপ ! দক্টা সর্পেণ সা যুতা ।

অবিবাহিতা তু মুনিনা জীবিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রুরূপাপি কৃত্বা তত্র প্রতিজ্ঞা চ্ছাতিদারুণা ।

যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬ ॥

এবং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী রুরুরস্তদা ।

ব্যচরং পৃথিবীং রাজম্নিন্নন্ সর্পান্ সতন্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কিং প্রতিকৃতমিতি । বৈরং জাত্বা যুগ্মা ন তৎপ্রতিকৃতমিতি নৈবাহস্তীতার্থঃ । তথাহন্তি চৈতদপি বদেত্যর্থঃ । করোমি করিষ্যামি । বর্তমানসামীপ্যে লট্ ॥ ২০—২২ ॥ শাপেন যুতস্ত দোষস্তক্ষকে নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণশাপান্তক্ষকেণ দংশঃ কর্তব্যঃ । সঞ্জীবয়িতা কশ্যপো ব্রাহ্মণো ধনং দত্ত্বা কিমিতি নিবারিতঃ । ন চ তদভাবে তস্ত কাচিৎ ক্তিরভূতম্ভাং স এব তস্তাপরাধ ইত্যর্থঃ । ইধমপ-  
রাধে স তক্ষকো বৈরী তব পিতৃহা ন কিমিতি বদেত্যাহ ন স কিমিতি ॥ ২৪ ॥ নম্বোতাদৃশা-

মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপতি জনমেজয় উত্তরের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে পিতৃ বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, মহারাজ ! আপনার পিতা ব্রহ্ম-  
শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেই জন্যই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২ ॥ জনমেজয় মন্ত্রিগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তরকে বলি-  
লেন, মুনিসত্তম ! আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিপ্লব হইয়াছিলেন, স্মরণঃ  
তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি ; ইহাতে তক্ষকের কি দোষ  
তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! তক্ষক, বধন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্য সমাগত সর্প-  
বিদ্যা-বিশারদ কশ্যপ মুনিকে ধন প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি  
আপনার পিতৃহত্যা বা শত্রু নহে ? ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! পূর্বকালে রুক্ম মুনির ভার্য্যা প্রমদ্বারা  
অনুচাবস্থাতেই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর রুক্ম তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া-  
ছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্য এই দারুণ প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছিলেন যে, অন্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব তাহাকেই লণ্ডাদি দ্বারা



একদা স বনে ঘোরং ভুগুভঞ্জনসাম্বিতম্ ।

অপশ্চদগুণমুদ্যম্য হস্তং তং সমুপায়যৌ ॥ ২৮ ॥

অত্যহন রুধিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ভুগুভঃ ।

নাপরাদ্ধোমি তে বিপ্র ! কস্মান্মামীভিহংসি বৈ ॥ ২৯ ॥

কুরুকুবাচ ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দক্টা সর্পেণ সা মৃত্যু ।

প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প ! ছুঃখিতেন ময়া কৃত্য ॥ ৩০ ॥

ভুগুভ উবাচ ।

নাহং দশামি তেহন্তো বৈ যে দশস্তি ভুজঙ্গমাঃ ।

শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিতুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

উত্তর উবাচ ।

শ্রদ্ধা তাং মানুষীং বাণীং সর্পেণোক্তাং মনোহরাম্ ।

কুরুঃ পপ্রচ্ছ কোহসি স্বং কস্মাদ্ভুগুভতাপ্রতঃ ॥ ৩২ ॥

পর্যধিনঃ শিক্ষা কেন কৃত্যেতি চেত্তত্রাহ ভার্ঘ্যেতি ॥ ২৫ ॥ ইন্দি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬—  
ভুগুভমঙ্গরম্ ॥ ২৮ ॥ তে ভুভাং নাপরাদ্ধোমি দ্রোহং করোমি ॥ ২৯ ॥

ইয়মিতি । সর্পজ্ঞাতির্হস্তব্যত্যেবংরূপেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ দংশকসর্পবিষয়ে সা প্রতিজ্ঞা তব  
নাহং দংশক ইত্যাহ নাহমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

বিনাশ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ ! কুরু এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুগ্রহণ পূর্বক  
কুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, এক  
সেই মুনি বনমধ্যে দ্বারাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটা ভুগুভ (চোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহ  
মারিবার অস্ত্র লণ্ড উত্তোলন পূর্বক তাহার নিকটে বাইরাই রোষভরে অতিশয় প্র  
করিলেন । তখন, সেই ভুগুভ তাঁহাকে বলিল, ব্রহ্মন ! আমি ত আপনার কোনও অপ  
করি নাই তবে কি অস্ত্র আমাকে মারিতেছেন ॥ ২৮—২৯ ॥

কুরু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সর্প ! পূর্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পত্নী সর্প-দং  
প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্য আমি ছুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা ব  
রাছি ॥ ৩০ ॥ ভুগুভ কহিল, ব্রহ্মন ! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারাত অস্ত্রজাতী  
আমি ত কখন দংশন করি না ; অতএব শরীরসাদৃশ্যে আমাকে প্রহার কর, আপ  
উচিত হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

মহারাজ ! কুরু সেই সর্পের মুখে মনোহর মনুষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞ  
করিলেন, সর্প ! তুমি কে ? কি জন্তই বা সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩

## সৰ্প উবাচ ।

ব্রাহ্মণোহহং পুরা বিপ্র ! সখা মে খগমাভিধঃ ।  
 বিপ্রো ধৰ্ম্মভূতাং শ্ৰেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥  
 স ময়া বঞ্চিতো মৌখ্যাৎ সৰ্পং কৃষ্মা চ তার্ণকম্ ।  
 ভয়ঞ্চ প্রাপিতোহত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তেন ভীতেন শপ্তোহহং বিহ্বলেনাহতিবেপিনা ।  
 ভব সৰ্পো মন্দবুদ্ধে ! যেনাহং ধৰ্ষিতস্তয়া ॥ ৩৫ ॥  
 ময়া প্রসাদিতোহত্যর্থং সৰ্পেণাহসৌ দ্বিজোত্তমঃ ।  
 মামুবাচাথ তৎক্রোধাৎ কিঞ্চিচ্ছাস্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬ ॥  
 রুরুস্তে মোচিতাশাপস্তাস্মৈ সৰ্প ! ভবিষ্যতি ।  
 প্রমতেস্ত স্মৃতো নুনমিতি মাং সোহব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৭ ॥  
 সোহহং সৰ্পো রুরুস্ত্বঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ ।  
 অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

খগমঃ খেচর ইত্যর্থনামা ॥৩৩॥ তার্ণকং তৃণনির্মিতং সৰ্পং কৃষ্মা বঞ্চিতঃ । ময়া অত্যর্থং ভয়ং প্রাপিতশ্চ ॥ ৩৪—৩৬ ॥ (অধুনা শাপমোকোপায়মাহ রুরুরিতি । হে সৰ্প ! ডুগুতরূপ-ধারিন ! প্রমতে: স্মৃতো রুরুরনাম মুনিষ্ঠে অস্ত শাপস্ত মোচিতা মুক্তিকর্তা ভবিষ্যতীতি নুনং নিশ্চিতমেব জানীহি ॥৩৭॥ সোহমিতি । অহং স এব সৰ্পঃ ভবৎকরুণাধিগম্যমুক্তিরিতি ভাবঃ । স্বঞ্চ রুরুরঃ অস্তমুক্তিকর্তা ইতি তাৎপর্যার্থঃ । সৰ্ব্বেষামেব অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মঃ । বিশেষতো

সৰ্প কহিল, বিপ্র ! পূৰ্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন খগম নামে বিপ্র বদ্ধ ছিলেন । তিনি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী । একদিন আমি স্বৰ্ণভাবশত একটা তৃণের সৰ্প নির্মাণ করিয়া, যখন তিনি অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, তিনি এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, যে মুঢ় ! তুমি যেমন নির্দ্বিধ সৰ্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে তেমনি তুমিও বিববিহীন সৰ্প দেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, আমি এই ডুগুত সৰ্পরূপ ধারণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূৰ্বক প্রসন্ন করিলাম । পরে তিনিও তাদৃশ কোধ হইতে কিঞ্চিৎ শাস্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন, সৰ্প ! প্রমতি-পুত্র রুরুর তোমার এই শাপের মুক্তিকর্তা হইবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥ অতএব, বিপ্রবর ! আমি সেই সৰ্প এবং আপনিও সেই রুরুর । এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন । দেখুন, সাধারণতঃ অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সারধৰ্ম্ম

দয়া সর্বত্র কর্তব্য। ব্রাহ্মণেন বিজানতা ।

যজ্ঞাদন্ত্র বিপ্রৈশ্চ । ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা ॥ ৩৯ ॥

উত্তর উবাচ ।

সর্পযোনের্বিনিমুক্তো ব্রাহ্মণোহসৌ রুরন্ততঃ ।

কুত্বা তন্ত্ৰ চ শাপান্তং পরিত্যক্তঞ্চ হিংসনম্ ॥ ৪০ ॥

বিবাহিতা তেন বাল। য়তা সঞ্জীকিতা পুনঃ ।

কদনং সর্বসর্পাণাং কৃতং বৈরমমুশ্মরন্ ॥ ৪১ ॥

ত্বস্ত বৈরং সমুৎসজ্য বর্তসে পন্নগেষ্থ ।

বিমন্যুর্ভরতশ্চেষ্ট ! পিতৃঘাতকরেবু বৈ ॥ ৪২ ॥

অন্তরিক্ষে যতস্তাতঃ স্নানদানবিরজ্জিতঃ ।

তশ্চোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র ! কুরু হত্যাথ পন্নগান্ ॥ ৪৩ ॥

পিতৃবৈরং ন জানাতি জীবমেব য়তো হি সঃ ।

দুর্গতিস্তে পিতৃস্তাবদ্যাবত্তাম্ হনিষ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণানামিতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ) যজ্ঞাদন্ত্র দয়া কর্তব্য। যজ্ঞে তু হিংসৈব কর্তব্য। ন সা যাজ্ঞিকী হিংসা হিংসা ভবতি অহিংসং সর্বভূতান্ত্র তীর্থৈভ্য ইতি প্রত্যয়ত্যাহ। যজ্ঞাদন্ত্র ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥ এতস্তাৎকারণেণ রুরন্তা বাল। স্ত্রী য়তাপি সঞ্জীকিতা য়বোধনানেন ততো বিবাহিতা চ। পুনরনন্তরং পূর্ববৈরমমুশ্মরন্ সর্পাণাং তেন কদনং নাশনং কৃতম্। ততঃ শাপান্তং কুত্বা হিংসনং পরিত্যক্তমিতি পূর্বপাশ্চ ॥ ৪১ ॥ ত্বস্ত বৈরমিতি। ইদমাশ্চর্য্যং মম ভাতীতার্থঃ ॥ ৪২ ॥ (অধুনা পবীকিতো ভগ্নরূপমুক্ত। জনমেজয়মুস্তেজয়ম্। অস্তরিক্ষে ইতি। তাতস্তব পিতা অস্তরিক্ষে শূন্তে স্নানদানাদিপূণ্যকর্ম্মবিরজ্জিতঃ সন্ যতস্তক্কেণ দষ্ট-

তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৩৮ ॥ তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্ব ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন; অতএব, যজ্ঞ ভিন্ন সর্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কর্তব্য ॥ ৩৯ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সর্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং রুরও তাঁহার শাপান্ত করিয়া সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! দেখুন, রুর সেই মৃত বালিকাকে নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান পূর্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা অরণ করত সর্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু, হে ভরতশ্চেষ্ট! আপনি মহাবিহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সর্পগণের প্রতি একেবারেই পূর্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪০—৪২ ॥ মহারাজ! আপনার পিতা স্নানদান-বর্জিত হইয়া শূন্তস্থলে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন; অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন ॥ ৪৩ ॥ দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রু শত্রুতা অরণ না করে, সে জীবিত

অস্বামথমিষং কৃষ্ণ! কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম ! ।

সর্পসত্রং মহারাজ ! পিতুবৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫ ॥

. সূত উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা রাজা জন্মেজয়স্তদা ।

নেত্রোভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাতিবহুঃখিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ধিঙ্মামস্ত স্তম্ভবুর্দ্বৈর্ধামানকরস্ম বৈ ।

পিতা যস্য গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭ ॥

অদ্যাহং মথমারভ্যু করোম্যপচিতিং পিতুঃ ।

হত্বা সর্পানসন্দিক্তো দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮ ॥

আহুয় মস্ত্রিণঃ সর্বান রাজা বচনমব্রবীৎ ।

কুর্বন্ত যজ্ঞসম্ভারং যথার্থং মস্ত্রিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িষ্যামি জ্যোতমৈঃ ।

কুর্বন্ত মণ্ডপং স্বহাঃ শতস্তম্ভং মনোহরম্ ॥ ৫০ ॥

সম্বিত্তি শেষঃ । অতঃ সর্পহননে তন্ত্রোদ্ধারঃ অবশ্যমেব কর্তব্য ইত্যত আহ তন্ত্রোত্তি ॥ ৪৩ ॥  
যাবতায় হনিষ্যসীতি স্বশক্রনাশনে তস্মৈ বাসনায়া অবশিষ্টত্বায়া বাসনয়া হুর্গতিযুক্তৈব ॥ ৪৪ ॥  
অস্বামথো বক্ষ্যামাণো নবরাত্রোৎসবঃ ॥ ৪৫ ॥

জন্মেজয় ইতি । জন্মেনৈবাতিশুদ্ধেন শব্দে নৈজিতবান্ যতঃ । এজ্ঞপনে ধাতোহি জন্মেজয়  
ইতি শ্রুতঃ । ইতি বচনাৎ । শব্দাদিহাৎপররূপে জন্মেজয় ইত্যপি সাধু ॥ ৪৬—৪৯ ॥ মাপ-  
য়িষ্যেতি পরিচ্ছদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদন্ত্রে সতি তাদৃশবেদাদ্যন্ত্রে সতি সর্পসত্রো বিধেয়ো

থাকিলেও মৃতস্বরূপ । অধিক আর কি বলিব, যত দিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ  
করিবেন তত দিন আপনার পিতার হুর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪ ॥ মহারাজ ! ( সর্প বিনাশের  
উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন । ) আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অস্বাঘজ্ঞুলে  
সর্প যজ্ঞ করুন । ( তাহা হইলেই সর্পগণ বিনষ্ট হইবে ) ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, শ্রবণ ! রাজা জন্মেজয় উত্তরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতি-  
শয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আমায় ধিক্ ! আমি অতিশয়  
নির্মোদ ! আমি বৃথা অভিমান করি ; যাহার পিতা সর্পদংশনে ঘোর হুর্গতি পাইয়াছে ।  
তাহার আবার অভিমান কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এক্ষণে, আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া  
প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার হিতসাধন করিব ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর,  
মস্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মস্ত্রিগণ ! শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণ সকল প্রস্তুত  
কর ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ পূর্বক একটা মনো-  
হর শতস্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটা বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর ।

বেদী-যজ্ঞশ্চ কর্তব্য। মমাদ্য সচিবাঃ খলু ।

তদঙ্গস্থে বিধেয়ো বৈ সর্পসজ্জঃ হুবিস্তরঃ ॥ ৫১ ॥

তক্ষকস্ত পশুস্তত্র হোতৌতকো মহামুনিঃ ।

শীত্রমাচুয়তাং বিপ্রাঃ সর্বজ্ঞা বেদপারগাঃ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ ।

মস্ত্রিণস্ত তদা চক্রুর্ভূপবাক্যৈর্বিচক্ষণাঃ ।

যজ্ঞশ্চ সর্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞশ্চ বিস্তৃতাং ॥ ৫৩ ॥

হবনে বর্তমানে তু সর্পাণাং তক্ষকো গতঃ ।

ইন্দ্রং প্রতি ভয়াভৌহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

ভয়ভীতং সমাশ্বাশ্চ স্বাসনে সম্ভিবেশ্চ চ ।

দদাবভয়মত্যাৰ্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ! ॥ ৫৫ ॥

তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দত্তাভয়ং তথা ।

উত্তকোহহ্ময়তুঙ্গিঃ সেদ্রং কৃৎস্না নিমস্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥

স্মৃতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ ।

আত্মীকো নাম ধর্মান্মা জরংকারুস্মতো মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

নান্তপেত্যাৰ্থঃ । পুংস্বমার্ষম্ ॥ ৫১ ॥ (আহুয়তামিত্যেকবচননির্দেশ আৰ্ষঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥)

উত্তকোহহ্ময়ং আহুতবান্ সেদ্রং তক্ষকং প্রথমতঃ পুনোমুবাচাদিভিনিমস্ত্রণং কৃৎস্ন-

এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিব ॥ ৫০—৫১ ॥ মস্ত্রিণগ !

এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞীয় পশু হইবে । তোমরা শীত্র সর্বজ্ঞ বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমস্ত্রণ কর ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ ! অনন্তর, কার্যাদ্যক্ষ মস্ত্রিসকল ভূপতি জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া যজ্ঞের জন্ত অতি বিস্তৃত বেদী এবং অস্ত্রান্ত উপকরণ সকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

পরে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সর্প সকল আহুত হইয়া অলস্ত হৃতাশন-মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্বক বলিল,

দেবরাজ ! আমার রক্ষা করুন, সর্প যজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইরাছি ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং ভয় নাই তুমি নির্ভয় হও বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ মুনিবর উত্তক তক্ষককে ইন্দ্রের

শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমতঃ উষ্মি হইলেন, পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আশ্বাস করিলেন ॥ ৫৬ ॥ এই সময় তক্ষক নিক-

পায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরংকার মুনির পুত্র ধর্মান্মা আত্মীককে শ্রবণ করিল ॥ ৫৭ ॥

তত্রাগত্য মুনেৰ্বালস্তৃষ্টাব জনমেজয়ম্ ।  
 রাজা তমচর্যামাস দৃষ্ট্বা বালং স্থপণ্ডিতম্ ॥ ৫৮ ॥  
 অর্চয়িত্বা নৃপস্তস্ত ছন্দয়ামাস বাঙ্কিতৈঃ ।  
 স তু বত্রে মহাভাগ ! যজ্ঞোহয়ং বিরমস্থিতি ॥ ৫৯ ॥  
 সত্যবন্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা ।  
 হোমং নিবর্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ ॥ ৬০ ॥  
 ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ ।  
 শ্রদ্ধাপি নৃপতিঃ কামং ন শাস্তিমভিজগ্মিবান্ ॥ ৬১ ॥  
 ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শাস্তিঃ কথং ভবেৎ ।  
 মনোহৃতিদহৃতে কামং কিংকরোমি বদস্ব মে ॥ ৬২ ॥  
 পিতৃ মে দুর্ভগশ্চৈবং মৃতঃ পার্থস্থতাত্মজঃ ।  
 ক্ষত্রিয়াণাং মহাভাগ ! সংগ্রামে মরণং বরম্ ॥ ৬৩ ॥  
 রণে বা মরণং ব্যাস ! গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকম্ ।  
 মরণং ন পিতৃশ্মেহভূদন্তরিক্ষে মৃতোহবশঃ ॥ ৬৪ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৮ ॥ বাঙ্কিতৈরিতি । বাঙ্কিতং বৃণুত্বানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ বৈশম্পায়ন  
 ইতি প্রথমান্তঃ ছন্দস্বানুপবিভক্ত্যন্তম্ ॥ ৬১ ॥ ভারতশ্রবণেনাপি শাস্তিন জ্ঞাতেতি ব্যাসং  
 পপ্রচ্ছত্যাং ব্যাসমিতি ॥ ৬২—৬৩ ॥ সংগ্রামে মহতি রণে । রণে সামান্তে । মরণং মে

সেই মুনিপুত্র আন্তীক এই সময় সেই স্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সম্বোধন  
 করিতে লাগিলেন । অনন্তর, রাজা বালকটাকে স্থপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা  
 পূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব । রাজার  
 এই কথা শুনিয়া আন্তীক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই ;  
 এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 মহারাজ জনমেজয় একেত প্রথমে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ  
 আন্তীক কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্ত সর্পাহতি নিবারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥  
 অনন্তর, বৈশম্পায়ন চিত্ত শুদ্ধির জন্ত তাহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করাই-  
 লেন । রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না,  
 তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে,  
 এক্ষণে কি করি, কি হইলেই বা শাস্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন ॥ ৬১—৬২ ॥  
 হায় ! আমি কি দুর্ভাগ্য !! আমার পিতা অর্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবন ত্যাগ  
 করিয়াছেন । মুনিবর ! ক্ষত্রিয়গণের সামান্তই হউক আর বিষম সংগ্রামই হউক একমাত্র

শাস্ত্র্যুপায়ং বদস্বাত্ত্বং সত্যবতীশ্বত ! ।

যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতৃনাভূদিতি গৃহে বা বিধিপূৰ্ণকমিত্যানেনাশ্বেতি ॥ ৬৪ ॥ দুর্গতিং গত ইতি । পরীক্ষিতো  
দুর্গতিশ্চ মহাভারতেপুস্তক । অপৃচ্ছৎ-স তদা রাজা মঙ্গিগন্তান্ সূত্ৰংখিতঃ । উত্তক্ৰত্ব  
সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিনকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমরাস্রপে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; যদি তাহা না হয় তবে গৃহেতে বিধিপূৰ্ণক মৃত্যুই ভাল । কিন্তু  
হায় ! আমার পিতার ইহার কি ছুই হয় নাই ; তিনি বিজ্ঞশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই  
জীবন বিসর্জন দিয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে সত্যবতীনন্দন ! এক্ষণে এ বিষয়ের শাস্তি  
উপায় কি বলুন । যাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন তাহা  
উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫ ॥

মহাবিবেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞকথন-নামক

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।  
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিঞ্চ তম্ ॥ ১ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্বুতম্ ।  
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২ ॥  
অধ্যাপিতং ময়া পূৰ্ব্বং শুকায়াস্তস্মতায় বৈ ।  
শ্রাবয়ামি নৃপ ! ত্বাং হি রহস্যং পরমং মম ॥ ৩ ॥  
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল ।  
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্বগামসমুদ্বৃত্তম্ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

আন্তীকোহয়ং সুতঃ কশ্চ বিস্মার্থং কথমাগতঃ ।  
প্রয়োজনং কিমত্রাস্ত সর্পিণাং রক্ষণে প্রভো ! ॥ ৫ ॥

চতুঃষষ্টিকোষবর্ণেরাতীতকল্প সমুদ্ভবঃ ।

ঐমন্তাগবতস্তাপি দাহাত্ম্যমতি কথ্যতে ॥

তচ্ছ্বেতি । ভারতাদিশ্রবণেন মম চিত্তশান্তির্ন জাতেতি মম পিতা দুর্গতিস্তত ইতি ।  
জন্মেজয়বাক্যং শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ শ্রবণাৎ কারণমিত্যন্বয়ঃ । সর্বগামসমুদ্বৃত্তম্ সর্ব  
বেদেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, শ্রবণ! সত্যবতীতনয় বেদব্যাস, মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষে  
পোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ  
আমি তোমায় অত্যদ্বুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই ভাগবত  
গূঢ়তম্বে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যান সকল বর্ণিত  
আছে ॥ ২ ॥ রাজন্ ! ইহাকেই আমার পরম রহস্ত বলিয়া জানিবেন, পূৰ্বে আমি ইহা নি  
পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩ ॥ ইহ  
সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, একমুখ এই কল্যাণকর সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রব  
কবিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্কর্ণ লাভ করিতে পাল্য যাহা সমস্ত নাই ॥ ৪ ॥



কথয়েতম্মহাভাগ ! বিস্তরেণ কথানকম্ ।

পুরাণঞ্চ তথা সৰ্বং বিস্তরাবদ হত্ৰত ! ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

জরংকার্মুনিঃ শাস্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্ ।

তেন দৃষ্টা বনে গৰ্ভে লম্বমানাঃ স্বপূৰ্বজাঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমাহঃ কুরু পুজ্জদারান্

যথা চ নঃ শ্রাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ ।

স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখমুক্তা

বয়ং সদাচারযুতে হতে বৈ ॥ ৮ ॥

সতানুবাচাথ লভে সনামা-

মবাচিতাং চাতি বশানুগাঞ্চ ।

তদা গৃহারম্ভমহকরোমি

ব্রবীমি তথ্যং মম পূৰ্বজা বৈ ॥ ৯ ॥

বিদ্যার্থঃ সর্পসজ্জবিদ্যার্থম্ ॥ ৫ ॥ ইদং প্রথমত উক্তানস্তরং সৰ্বং পুরাণং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥  
স্বপূৰ্বজাঃ স্ববংশজাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তমাহরিতি । তং জরংকার্মুঃ তৎপিতর আছঃ ।  
দ্যারকরণেন নোহস্মাকং তৃপ্তিঃ স্তাত্থা কুর্কিত্যর্থঃ । তথাচ ভয়ি হতে সতি বয়ং স্ব  
ব্রজামস্তথা কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ইথং পূৰ্বজবাক্যং শ্রুত্বা জরংকার্মুস্তানাহ স তানিতি । সনা-  
নান্না সনানান্ যন্তাঃ কস্তান্না নান্ন মম নাম চ সমানমেবমস্মি । পুনরবাচিতাং ময়াহপ্রার্থিত্বি

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! এই আত্মীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনইবা :  
ব্যাঘাত করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সর্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার  
প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? হে মহাভাগ! অগ্রে এই উপাখ্যানটী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া প  
সমস্ত পূর্ণগণ্যনি বিস্তার পূৰ্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূৰ্বে জরংকার্মু নামে কো  
ণি নিরস্তর তপস্তারত থাকিয়া অতিশয় শক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন । তিনি কদাপি দা  
পরিগ্রহ করিয়া সংসারশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই । একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখি  
যে, তাঁহার পূৰ্বপুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটা গৰ্ভমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনো  
হইতেছেন ॥ ৭ ॥ (ইহা দেখিয়া জরংকার্মু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি  
তাঁহারা বলিলেন, জরংকারো! তুমি আমাদের মুক্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রো  
পাদন কর তাহা হইলেই আমাদের পরম তৃপ্তি লাভ হইবে । দেখ, যদি তোমার এক  
সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি  
নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব ॥ ৮ ॥ অনন্তর, জরংকার্মু ঐ তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করি

ইতুত্ৰান্তান্ জরংকারুগতস্তীর্ধান্ প্রতি দ্বিজঃ ।  
 তদৈষ পরগাঃ শপ্তা মাত্রায়ৌ নিপতস্ত্বিতি ॥ ১০ ॥  
 কণ্ঠপশ্চ মুনেঃ পত্ন্যৌ কজ্জশ্চ বিনতা তথা ।  
 দৃষ্টাদিত্যরথে চান্ধমুচতুশ্চ পরম্পরম্ ॥ ১১ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা চ তদা কজ্জর্কিবনতামিদমব্রবীৎ ।  
 কিংবর্ণেহয়ং হয়ো ভদ্রে ! সত্যং প্রব্রূহি মাচিরম্ ॥ ১২ ॥  
 বিনতোবাচ ।

শ্বেত এবাশ্বরাজোহয়ং কিংবা ভ্ৰং মথ্যসে শুভে ! ।  
 ব্রূহি বর্ণং ত্বমপ্যশ্চ ততস্ত্ব বিপণাবহে ॥ ১৩ ॥  
 কজ্জরবাচ ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্ত্রে হ্রস্মেনং শুচিস্মিতে ! ।  
 এহি সাক্ষিং ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি ! ॥ ১৪ ॥

পুনরতিবশাংগামতিবস্ত্রামেতাদৃশীং কস্তাং যদ্যহং লভে আপুয়াং তর্হি গৃহারং  
 করোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আজ্ঞৌ পতস্ত্বিতি মাত্রা শপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্র কা মাতা কথং বা শপ্তা ইতি সর্গং  
 বৃত্তান্তমাহ কস্তপশ্চৈতি । উচতুর্বক্ষ্যমাশম্ ॥ ১১ ॥ কিংতত্তদাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১২—১৩ ॥

দাসীভাবয়েতি । যস্তাঃ পরাভবঃ সা তস্তা দাসীতি দাসীভবনায় দিব্যং পণং কুর্কি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিলেন, হে পূর্নপুরুষগণ ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি কেন, যদি আমি  
 একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশনাম্নী কোনও কস্তা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি  
 তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ ! সেই দ্বিজ অরংকার পূর্নপুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে  
 প্রস্থান করিলেন । এমিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ, তাহাদের মাতা কজ্জ কর্তৃক “অস্মিতে  
 পতিত হইয়া ভস্মীভূত হও” এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল । ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কস্তপ  
 ঋষির কজ্জ ও বিনতা নামে দুই পত্নী এক দিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলা-  
 বলি করিতে লাগিলেন ॥ ১০—১১ ॥ প্রথমতঃ কজ্জ সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন,  
 ঋষি কল্যাণি ! এই ঘোটকের বর্ণ কিরূপ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২ ॥

বিনতা বলিলেন, এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই গুরুবর্ণ ; ভদ্রে ! তুমি ইহাকে কিরূপ বিবেচনা  
 কর ? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি ? আইস একুণে এ বিষয়ে আমরা একটী পণ করি ॥ ১৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কজ্জ বলিলেন, ভগিনি ! তুমি অনুকৃত্যে মল্য হস্ত করিতেছ  
 ঠে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কুরুবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি । কষ্ট হইও না ; আমার

সূত উবাচ ।

কক্রশ্চ স্বহস্তানাহ সৰ্বান্ সৰ্পান্ বশে স্থিতান্ ।

বালান্ শ্যামান্ প্রকূৰ্ব্বন্ত যাবন্তোহস্থশরীরকে ॥ ১৫ ॥

নেতি কেচন তজ্জাহন্তানথাসৌ শশাপ হ ।

জন্মোজয়ন্ত যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ ছতাশনম্ ॥ ১৬ ॥

অন্যে চকুৰ্হয়ং সৰ্পাঃ কৰূরং বর্ণভোগকৈঃ ।

বেষ্টয়িত্বাশু পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীৰ্ষয়া ॥ ১৭ ॥

ভগিত্বৌ চ স্তসংযুক্তে গতা দদৃশুতুৰ্হয়ম্ ।

কৰূরং তং হয়ং দৃষ্টা বিনতা চাতিদ্রুঃখিতা ॥ ১৮ ॥

তদাজগাম গরুড়ঃ স্ততস্তয়া মহাবলঃ ।

স দৃষ্টা মাতরং দীনামপৃচ্ছৎ পন্নগাশনঃ ॥ ১৯ ॥

মাতঃ ! কথং স্তদীনাসি রুদ্ভিতেব বিভাসি মে ।

জীবমানে ময়ি স্ততে তথান্যে রবিসারথৌ ॥ ২০ ॥

বালানশ্চ কেশান্ । শ্যামান্ স্বকৃষ্ণশরীরবেষ্টনেনৈতার্থঃ ॥ ১৫ ॥ গমিষ্যথ পতন্তে-  
ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ কৰূরং বহুলকৃষ্ণবর্ণকম্ । বর্ণভোগকৈর্নানাবর্ণবিশিষ্টশরীরৈঃ ॥ ১৭ ॥ (ভগ্নিষ্ঠা-  
বিত্তি । ভগিত্বৌ সপত্নৌ কক্রবিনতে হয়ং অথঃ দদৃশুতুঃ । অথ বিনতা তং হয়ং নানাবর্ণ-

সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে এই বিষয়ে পরাস্ত হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, কক্র বিনতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য একান্ত অমুরক্ত নিজপুত্র সৰ্পগণকে বলিল, পুত্রগণ ! তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেষ্টন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫ ॥ জননীর এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সৰ্প উত্তর করিল, ইহা আগরা কখনই করিব না ; অনন্তর, কক্র ইহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে যাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হও ॥ ১৬ ॥ অপর সৰ্পসকল জননীর প্রিয়কার্য্য বাসনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করত অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ১৭ ॥ পরে, অশ্বটী এইরূপে সৰ্পদ্বারা স্তম্বররূপে বেষ্টিত হইলে, কক্র ও বিনতা উভয়ে যাইয়া ঘোটককে দেখিলেন ; পরন্তু, বিনতা ঘোটকটীকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া (সপন্নীর দাসী হইতে হইল ইহা ভাবিয়া) অতিশয় দ্রুঃখিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত সৰ্পভোজী গরুড় সেই স্থানে আসিয়া নিজ জননীকে দীনভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯ ॥ মাতঃ ! আপনি এত বিষমভাবে

দুঃখিতাসি ততো বান্ধিগ্ জীবিতং চারুলোচনে ! ।

কিং জাতেন স্নতেনাথ যদি মাতা স্নদুঃখিতা ।

শংস মে কারণং মাতঃ ! করোমি বিগতজ্বরাম্ ॥ ২১ ॥

বিনতোবাচ ।

সপত্ন্যা দাস্ত্বহং পুত্র ! কিং ব্রবীমি বৃথাক্তা ।

বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা স্নত ! ॥ ২২ ॥

গরুড় উবাচ ।

বহিষ্যেহহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎস্রকা ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! নিশ্চিন্তাং স্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা সা গতা পার্শ্বং কদ্দৃশ্চ বিনতা তদা ॥ ২৪ ॥

যুতং দৃষ্টা অতিদুঃখিতা আসীৎ সপত্নীদাসীভাবশক্যেতি শেষঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ রবিসারথি-  
ররূপঃ । অস্তে অস্তিস্মিতার্থঃ ॥ ২০ ॥ বাৎ গরুড়ারূপেণোঃ ॥ ২১ ॥

বৃথাক্তা বার্থং খণ্ডিতাহং সপত্ন্যা দাসী জাতা ততো দাসীভাবাদধিকং দুঃখং কিং  
ব্রবীমি । বৃথাক্তেত্যপি পাঠঃ ॥ ২২ ॥

বহ মামিতি । স্বস্বন্ধে মাং স্থাপয়িত্বা যত্র দেশে গন্তুমিচ্ছামি তং দেশং মাং বহ প্রাপয়ে-

বসিয়া রহিয়াছেন কেন ? আমার বোধ হয় আপনি যেন রোদন করিতেছিলেন ; জননি !  
আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্ষ্যসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা  
হইয়াছেন, আমাদিগকে ধিক্ ! আমাদের জীবনকেও ধিক্ ! ! যদি পুত্র থাকিতেও মাতা  
দুঃখিতা হয়, তবে পেরুপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল ! জননি ? আপনার দুঃখের কারণ  
বলুন । আমি আপনার দুঃখনাশ করিব ॥ ২০—২১ ॥

বিনতা, নিজপুত্র গরুড়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, পুত্র ! আমি ছলক্রমে  
সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা কি বলিব ।  
বিশেষতঃ অন্য সেই সপত্নী সগর্বে কহিল, বিনতে ! এক্ষণে তুমি আমার স্বন্ধে করিয়া বহন  
কর, রে বৎস ! সপত্নী কজ্রর জন্মগর্ভিত আদেশে আমি অতিশয় মর্মান্বিত হইয়াছি ॥ ২২ ॥

গরুড়, জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ ! আপনি শোক করিলেন না  
আমি আপনাদের ভাবনা দূর করিব । আপনার সেই সপত্নী যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন  
আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কজ্রর নিকটে গমন করিল এবং সেই  
মহারাজ গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রগণের সহিত কজ্রকে

দাসীভাবমপাকর্ষুং গরুড়োহপি মহাবলঃ ।

উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিদ্ধোঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫ ॥

গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ ব্রুহি মাতর্নমোহস্ত তে ।

কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

কঙ্করুবাচ ।

অমৃতং দেবলোকান্তং বলাদানীয় মে স্তুতান্ ।

সমর্পয় স্তুতাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তঃ প্রযযৌ লীলমিস্রলোকং মহাবলঃ ।

কৃৎস্না যুদ্ধং জহারাশু স্ত্রধাকুন্তং খগোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥

সমানীয়ামৃতং মায়ে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ ।

মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অমৃতং সঞ্জহারেন্দ্রঃ স্নাতুং সর্পা যদা গত্যাঃ ।

দাসীভাবাঘিনিমুক্তা বিনতা বিপতের্ব্বলাৎ ॥ ৩০ ॥

তার্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ কথং মুচ্যেত তদেতদার্থঃ ॥ ২৬ ॥ (বিনতারঃ শাপমোচনোপায়মাহ অমৃতমিতি । দেবলোকাৎ স্বর্গাৎ । অবলাং পরতন্ত্রাম্ ॥ ২৭ ॥

গরুড়স্ত অমৃতানয়নায় স্বর্গমনাদিকমাহ । ইতুক্ত ইতি । মহাবল ইত্যনেন দেবগণরক্ষিত-  
তাপ্যমৃতভানয়নে শক্তিঃ সূচিতা ॥ ২৮ ॥ সমানীয় ইতি । বৈনতেয়ঃ বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ । মায়ে  
বিমাত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ সঞ্জহারাপদ্ধতবানিত্যর্থঃ । যদা সর্পাঃ স্নানং কর্তুং গত্যাঃ তদার্থঃ ।

বহন করিতে করিতে সমুদ্রের পরপারে গইয়া যাইল ॥ ২৪—২৫ ॥ সেই স্থানে উপস্থিত  
হইয়া গরুড় বিমাতা কঙ্ককে বলিল, মাতঃ ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এক্ষণে  
বলুন কি করিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলভ্য করিতে  
পারেন ॥ ২৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া কঙ্ক কহিল, পুত্র ! (যদি তোমার জননীকে মুক্ত  
করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে) অন্য এই মুহূর্ত্তেই তুমি স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন  
কর এবং আমার সন্তানগণকে ভোজন করাইয়া তোমার পরাধীন জননীকে বিমুক্ত কর ॥ ২৭ ॥

মহারাজ ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজ গরুড় এইরূপে বিমাতৃকর্তৃক আদিষ্ট  
হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত যোরতর যুদ্ধ করিয়া অমৃতকুন্ত  
হরণ করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর, সেই কুন্ত আনয়ন পূর্ব্বক বিমাতা কঙ্কর হস্তে সমর্পণ করিয়া  
নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত মুক্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥ এমিকে  
সমর্পণ অমৃত ভক্ষণ করিবার জন্ত যেমন স্নান করিতে নির্গত হইল অদ্বনি ইন্দ্র আদিরা  
সেই অমৃতকুন্ত গইয়া অন্তর্হিত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের বলে বিনতা

তদ্রাস্তীর্ণাঃ কুশাষ্টৈস্তু নীচাঃ পন্নগনায়কৈঃ ॥

ষিজিহ্বাস্তে হ্রসপন্নঃ কুশাগ্রস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥

নাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাহুকিপ্রমুখাঃ শুচা ।

ব্রহ্মাণং শরণং গচ্ছা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকার্করম্হামুনিঃ ।

বাহুকের্ভগিনীং তস্মৈ অপয়ধ্বং সনামিকাম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্তাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ।

আস্তীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বাহুকিস্ত তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মণঃ শিবম্ ॥

বনং গচ্ছা হুতাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥

সনামাং তাং মুনির্জাহ্ন্বা জরৎকার্করুবাচ তম্ ।

অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদদা তাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥

বাগ্বন্ধং তাদৃশং কৃৎস্না মুনির্জগাহ তাং স্বয়ম্ ।

দত্ত্বা চ বাহুকিঃ-কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭ ॥

বিপতে: পক্ষিরাজস্ত ॥ ৩০ ॥ লীচা অমৃতকুন্তস্থানস্থিতানাং কুশানামমৃতব্রহ্মকুন্তবুধ  
আবাদিতা জিহ্বয়া ততঃ কুশানাং তীক্ষ্ণগ্রন্থাধ্যো জিহ্বা: কালিতা: ॥ ৩১—৩২ ॥ বা  
মুনিরস্তীতি শেষঃ । সনামিকাং সমাননামিকাং জরৎকার্করনামিকামিতার্থঃ ॥ ৩৩—৩৪  
তং বাহুকিম্ ॥ ৩৫ ॥ (বাগ্বন্ধমিতি) । তাদৃশং অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদিত্যাদিক্রপং পূর্ব্বো

দাসবৃশ্চল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, সর্পগণ আসিয়া অমৃত কুন্ত অপর  
দেখিয়া, যে স্থানে কুন্ত ছিল সেই স্থানস্থিত আস্তীর্ণ কুশ সকল চাটিতে আরম্ভ করি  
ইহাতে সকলেই কুশাশ্রয় ধার দ্বারা ছিন্নজিহ্ব হইয়া ষিজিহ্ব হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

এদিকে বাহুকিপ্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতৃকর্জুক অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহারা অসি  
শয় শোকাতিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপত্ত ভয়ের কথা জানাইল ॥ ৩২  
ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে, সুহৃদি জরৎকার্কর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকার  
নামী বাহুকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই বাহুকি  
ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রা  
করিবে । আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটী এই ভূমণ্ডল মধ্যে আস্তীক নামে  
বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বাহুকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন কর  
সেই জরৎকার্কর দ্বির হস্তে বিনয়পূর্ব্বক নিজভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ জরৎকা:  
প্রথমে তাহাকে সনামী জানিয়া পরে বাহুকিকে বলিলেন যে, বধন তোমার এই ভগিনী  
আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬ ॥ সো

কৃষ্ণাঃপর্ণকুটীং শুভ্রাং জরৎকারুর্মহাবনে ।

তয়া সহ স্তব্ধং প্রাপ রমমাণঃ পরম্পর ! ॥ ৩৮ ॥

একদা ভোজনং কৃষ্ণা স্পৃষ্টোহসৌ মুনিসন্তমঃ ।

ভগিনী বাহুকেন্দ্রৈ সংস্থিতা বরবর্ণিনী ॥ ৩৯ ॥

ন সম্বোধয়িতব্যোহহং তয়া কাস্তে ! কথঞ্চন ।

ইতুক্ত্বা তু গতৌ নিদ্রাং মুনিস্তাং স্মদতীং তদা ॥ ৪০ ॥

রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে ।

কিং করোমি ন মে শান্তিস্ত্যজ্জন্মাং বোধিতঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ধর্মলোপভয়াস্তীতা জরৎকারুরচিস্তয়ৎ ।

নোচেৎ প্রবোধয়াম্যনং সন্ধ্যাকালো বৃণা ত্রজ্জৎ ॥ ৪২ ॥

ধর্মনাশাদ্বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্ ।

ধর্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

বাগ্‌বন্ধং প্রতিজ্ঞাম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ অথ জরৎকারুপরিভ্রাংকণাং সূচয়ন্তীহ একদেতি ॥ ৩৯ ॥  
ন সম্বোধয়িতব্য ইতি । হে কাস্তে ! কথঞ্চন কেনাপি কারণেন অহং ন সম্বোধয়িতব্যঃ  
ন জাগরণীয়ঃ মম নিদ্রাবিচ্ছেদো ন কর্তব্য ইতি যাবৎ ॥ ৪০—৪১ ॥ জরৎকারুর্জরৎকারুর্মুনেঃ  
পত্নী ॥ ৪২ ॥ ধর্মনাশাপেক্ষয়া মম ত্যাগং করিষ্যতি অথবা মম মরণং ত্রাদিতং বরং ন তু

মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাহুকিও ভগিনীকে প্রদান  
করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! জরৎকারু ঋষি এইরূপে বাহুকি-  
ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিগিনে কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহার সহিত পরম  
আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ একদা ঐ মুনিবর ভোজনান্তে শয়ন করিয়া  
বাহুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ; কাস্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক,  
তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রা তস্থ করিও না ; এইমত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিহূত  
হইলেন । এতক্ষণে সেই স্মদরী বাহুকিভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে স্বর্ষ্যদেব অন্তাচলশিখরে গমনোদ্ব-  
হইলেন । বাহুকিভগিনী জরৎকারু ইহা দেখিয়া স্বামী র ধর্মলোপতরে ভীত হইয়া চিষ্টা  
করিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, ইহাঁকে আগরিত না করিলে আমার শান্তিনাশ  
হইতেছে না ; কিন্তু, যদি আগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ  
করিবেন ; আর যদি ইহাঁকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃণা অতি-  
বাহিত হইবে । অতএব, ধর্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ শ্রেয়স্কর ; কারণ,  
মহাব্যয় ধর্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪১—৪৩ ॥

ইতি সক্ষিস্ত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ ।

সন্ধ্যাকালোহপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ স্বত্রত ! ॥ ৪৪ ॥

উথিতোহসৌ মুনিঃ কোপান্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্ ।

ত্বস্ত ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫ ॥

বেপমানাব্রবীদ্বাক্যমিত্যুক্তা মুনিনা তদা ।

ভ্রাতা দত্তা যদর্থং তৎ কথং শ্রাদমিতপ্রভ ! ॥ ৪৬ ॥

মুনিঃ প্রাহ জরংকারুং তদন্তীতি নিরাকুলঃ ।

গতা সা মুনিনা ভ্যক্তা বাহুকৈঃ সদনং তদা ॥ ৪৭ ॥

পৃষ্ঠা ভ্রাতাব্রবীদ্বাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা ।

অন্তীত্যুক্তা চ স্থিরা গাং গতোহসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

বাহুকিস্ত তদাকর্ণ্য সত্যবাঙ্‌মুনিরিত্যুত ।

বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃত্বা ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

দর্শনাণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ (ইতি সক্ষিত্যোতি । সা বালা বাহুকিভগিনী ইতি পূর্বোক্তপ্রকারেণ সক্ষিত্য মুনিঃ জরংকারুং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৪৪ ॥ উথিত ইতি । কোপাৎ নিদ্রাভঙ্গজন্তুকোপাৎ । অহং ব্রজামি যথেষ্টং গচ্ছামি ইত্যং পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥) তদন্তীতি তব ভ্রাতৃর্ষ ইষ্টঃ পুত্রঃ স তব গর্ভেহন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ (পৃষ্ঠেতি । ভ্রাতা বাহুকিনা পৃষ্ঠা জিহ্বাসিতা পুত্র-বিশ্রয়মিতি শেষঃ । পতিনা ইত্যর্থম্ । তদা পরিত্যাগকালে ॥ ৪৮ ॥ বাহুকিরিতি । বাহুকিঃ সর্পরাজস্তংভগিনীকথিতমাকর্ণ্য মুনিঃ সত্যবাক্ ইতি নিশ্চিন্তা চ তন্মনি পরং বিশ্বাসং কৃত্বা

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাহুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া, হে স্বত্রত ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আপনি গাত্রোথান করুন, এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে মুনি জরংকারু গাত্রোথান করিয়া জোড়পূর্বক বাহুকিভগিনীকে বলিলেন, যে হেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ, এজন্ত আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫ ॥ মহর্ষি জরংকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাহুকিভগিনী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মুনিবর ! আপনার প্রভাবের যে পরিমাণ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু, ভ্রাতা আমার যে জন্ত আপনাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাহুকিভগিনী জরংকারুকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা সর্পকুলের অতীষ্ট সিদ্ধির জন্ত বেক্রপ পুত্রের ইচ্ছা করেন তাহা তোমার গর্ভেই আছে ; এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । বাহুকিভগিনী ও তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, তাঁহার ভ্রাতা বাহুকি তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর “সন্তানটী গর্ভে ম্রুছে” এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥



ততঃ কালেন কিয়তা জাতোহসৌ মুনিবালকঃ ।

আত্মীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম ! ॥ ৫০ ॥

তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্ধিবসত্তম ! ।

মাতৃপক্ষস্ত রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতাশ্চনা ॥ ৫১ ॥

ভব্যং কৃতং মহারাজ ! মানিতোহয়ং ত্বয়া মুনিঃ ।

যাযাবরকুলোৎপন্নো বাহুকেৰ্ভগিনীহৃতঃ ॥ ৫২ ॥

স্বস্তি তেহস্ত মহাবাহো ! ভারতং সকলং শ্রুতম্ ।

দানানি বহুদত্তানি পূজিতা মুনয়স্তথা ॥ ৫৩ ॥

কৃতেন স্কৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গতিং গতঃ ।

পাবিতং ন কুলং কুৎসং ত্বয়া ভূপতিসত্তম ! ॥ ৫৪ ॥

দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ ! বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ ।

যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব স্রাজ্জনমেজয় ! ॥ ৫৫ ॥

তাং ভগিনীং সমাপ্রয়ং ভগিনীমেব শাপমোচকপ্রসূতিত্বা অবলম্বিতবানিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ সর্প-  
শাপবিবরণমুক্তা ইদানীং জনমেজয়স্ত প্রমোদরমাহ তেনায়মিতি ॥ ৫০—৫১ ॥ ভব্যং কৃতং  
যজ্ঞলং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ যজ্ঞোক্তং ভারতং সকলং শ্রুতং দানানি নানাবিধানি দত্তানি  
তথাপি মে চিত্তশাস্তির্ন জাতা ন বা পিতুঃ স্বর্গোহুদৃদিতি তত্ত্বৈখবাত্মীত্বাহ ভারতং  
সকলমিতি ॥ ৫৩ ॥ অদ্যাপ্যেভিঃ কৰ্ম্মভিরপি ত্বয়া ন কুলং পাবিতম্ । অতো ময়া যদ্যন্ত  
ত্বংকল্যাণার্থং তচ্ছৃণুতিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ তৎ কিং তদাহ দেব্যাশ্চায়তনমিতি । তদ্বক্তং  
শিবপুরাণে যো দেবীং স্থাপয়েৎ স্বন্দ ! প্রাসাদে ভক্তিভাবতঃ । ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন  
ধতঃ সৰ্ব্বময়ী শিবা । নানেন সদৃশো ধর্মো দেবীস্থাপনকর্মণা । তুঠায়াং ধনু তস্তাং তু সন্তঃ  
জুবনত্রয়ম্ । যঃ কৰোতি নরো ভক্ত্যা দেবীপ্রাসাদমকুতম্ । স কোটিকুলমুক্ত্য মণিহীণে

বাহুকে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস  
স্থাপন পূৰ্ব্বক ভগিনীকেই বিপদনাশের উপায় মনে করিয়া স্বগৃহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯ ॥  
অনন্তর, কিছুকাল পর হইলে, এই মুনিকুমার জয়গ্রহণ করিয়া আত্মীক নামে বিখ্যাত  
হইলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! সেই আশ্চর্য্য মুনি আত্মীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষা অজ্ঞাই  
তোমাকে সর্বযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে তুমি এই যাযাবর কুলোৎপন্ন  
বাহুকিভগিনীপুত্র আত্মীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ হে  
মহাবাহো ! তোমার যজ্ঞ হউক । তুমি ইতিপূৰ্বে সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু  
ধনদান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য ; কিন্তু, মহারাজ !  
এই বিহিত স্কৃতত্বলো তোমার পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন নাই আর তুমি নিজ-কুলকেও  
পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩—৫৪ ॥ অতএব, হে জনমেজয় ! তুমি ভক্তি পূৰ্ব্বক দেবী  
মহাশক্তির সৰ্ব্বদার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিগা

পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা ।

কুলবৃদ্ধিং করোত্যেব রাজ্যঞ্চ স্থস্থিরং সদা ॥ ৫৬ ॥

দেবীমখং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম ! ।

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু ॥ ৫৭ ॥

হ্যামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্ ।

সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমাহৃতাম্ ॥ ৫৮ ॥

ন শ্রোতব্যং পরং চাস্মাৎ পুরাণাং বিদ্যতে ভুবি ।

নারাধ্যং বিদ্যতে রাজন্ ! দেবীপাদাম্বুজাদৃতে ॥ ৫৯ ॥

তে সভাগ্যঃ কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম ! ।

যেষাং চিত্তে সদাদেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে ॥ ৬০ ॥

স্থলুঃখিতাস্তে দৃশ্যস্তু ভুবি ভারত ! ভারতে ।

নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদাশ্রিকা ॥ ৬১ ॥

বিরাজতে । কুলকোটসমাম্বুক্তো দেবীলোকে বসন্তরঃ । জ্ঞানং দিব্যং পরং প্রাপ্য কৈবল্যং  
মৌক্ষ্যাপুয়াং ইত্যাদিবচনানি পুরাণান্তরেষুপি দ্রষ্টব্যানি ॥৫৫॥ রাজ্যং চকারামৌক্ষঞ্চ ॥৫৬॥  
দেবীমখং নবরাত্রোৎসবাদিকং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কোটিহোমাদিকঞ্চ দেবীপ্ৰীত্যর্থং কৃতং  
দেবীমখশব্দেনোচ্যেতে । তং দেবীমখং কৃত্বা শ্রীদেবীভাগবতং শৃণু । অনেন বচনেন নব-  
রাত্রোৎসবে দেবীভাগবতপারায়ণবিধিঃ প্রদর্শিতঃ । অতোহবশ্যং নবরাত্রচতুষ্ঠয়ে দেবীভাগ-  
বতপারায়ণং কর্তব্যং শ্রোতব্যঞ্চ ॥৫৭॥ কিং ফলং তচ্ছ্রবণেনেতি চেৎ সংসারতারিণীমিতি ।  
কৈবলং দেবীভাগবতশ্রবণেনৈব দেবীপ্রসাদে জ্ঞাতে সংসারাম্বুক্তো ভবতীতি মহাক্ষলং  
শ্রবণেনেতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্মাৎ পুরাণাদিকং সমং বাস্তবং পুরাণং শ্রোতব্যং নৈব ভুবি  
বিদ্যতে অস্ত পুরাণস্ত সাম্যাবস্থায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদন্তেষাঞ্চ পুরাণানামেকৈক  
সবাদিশুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ । অতএব সাম্যাবস্থায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যাং  
ভগবত্যা একৈকসবাদিশুণোপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টত্বাদেব দেবীপাদাম্বুজাদৃতে

করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৫ ॥ সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্বক পূজিতা হইলে কুলের  
বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্বদা স্থস্থিরে রাখেন ; অধিক কি, জীব যাহা অভিলাষ  
করে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ মহারাজ ! তুমি এক্ষণে, বিধিপূর্বক দেবী  
ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ  
কর ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম-পবিত্রকর অথচ নানারস  
সম্বিত এই দিব্য পুরাণকথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব ॥ ৫৮ ॥ মহারাজ !  
ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে, এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য  
নাই এবং দেবীপাদপদ্ম ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপবর ! যাহাদিগের  
প্রেমপূর্ণহৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহা লোকে তাহারাই ধন্ত  
এবং তাহারাই ভাগ্যান্ব ও ধর্থাৎ বুদ্ধিমান ॥ ৬০ ॥ ভারতসত্তম ! এই ভারতবর্ষে অগ্ন-

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তরাঃ সৰ্ব্বৈ যদারাদনতং পরাঃ ।

বর্তন্তে সৰ্বদা রাজঃস্তাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৬২ ॥

য ইদং শৃণুয়ামিত্যং সৰ্বান্ কামানবাধুয়াৎ ।

ভগবত্যা সমাখ্যাং বিষ্ণবে যদনুত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥

তেন ঐতেন তে রাজঃশ্চিহ্নশাস্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥

পিতৃণাঞ্চাক্ষয়ঃ স্বৰ্গঃ পুরাণশ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে

আত্মীকজন্মকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ঐতিহ্যসমুৎপাদীতৈর্দ্বিতীয়স্কন্ধ ইতিতঃ ।

আরাধ্যাং নৈবাস্তি তদেব সৰ্বৈরারাদ্যামিতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬১ ॥ মহাব্যোভগবতী সৰ্বদারাদ্যো-  
ত্যত্র কিং বক্তব্যমিতি কৈমুক্তিকল্পায়েনাহ ব্রহ্মাদয় ইহিতি ॥ ৬২ ॥ বিষ্ণবে যদনুত্তমমিতি ।  
পূৰ্ণোক্তার্থলোকাঙ্কং যন্তাগবতং সাক্ষাদ্ভগবত্যা স্বমুখেনৈব বিষ্ণবে উপদিষ্টং যস্মাদ্ভগবদনেন  
সদৃশং মহাকলং কিমন্তং স্ত্রাং কিমপীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ যদ্ব্যক্তং মম চিত্তশাস্তির্ন জাতা  
পিতৃণামুচ্ছারোহপি ন জাত ইতি তত্রাহ তেন শ্রুতেনেতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাস্বজঃ সূদীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবী ভাগবতস্তাস্ত্র ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

তিলকখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সমাগ্ যঃ কৃতবাস্কৃত্যম্ ॥ ২ ॥

স্কন্ধো দ্বিতীয়স্তাস্ত্র সমাপ্তোহিচ্ছুভার্বদঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাস্ত্রশ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতবনীলকণ্ঠ-

কৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকভিধে দ্বিতীয়স্কন্ধে

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মহাব্য সেই মহামায়া অবিকালে আরাধনা করিগ না ; এই  
পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত হুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাইবেন ॥ ৬১ ॥ দেখুন, ব্রহ্মা  
ঐকৃতি দেবগণও সৰ্বদা যাহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তবে এমন কোন্ ব্যক্তি  
আছে যে, তাহার আরাধনা করিবে না ? ॥ ৬২ ॥ অতএব, যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ  
নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই-প্রাপ্ত হয় । এই সৰ্ব্বভোম শ্রীমদ্ভাগবত পূৰ্ণ  
ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥ অতএব, মহারাজ ! এই ভাগবত  
পুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শাস্তি হইবেক এবং এই শ্রবণফলে তোমার পিতারও  
অক্ষয় স্বৰ্গলাভ হইবেক ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাস্ত্র মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-

ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে আত্মীকজন্মকথন-নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

স্বচ্ছন্দঃ সমাপ্তঃ ॥

## তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ ! ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমশ্বাভিধং মহৎ ।  
স। কা কথং সমুৎপন্না কুত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১ ॥  
কীদৃশশ্চ মথস্তথাঃ স্বরূপং কীদৃশস্তথা ।  
বিধানং বিধিবদবুহি সর্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২ ॥  
ব্রহ্মাণ্ডস্ত তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা ।  
যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মল্লখিলং বেৎসি ভূম্বর ! ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

পাশাঙ্কশবরাভীতিধরাং দেবীং চিদাম্বিকাম্ ।  
বন্দে সমল্লহসিতাং মণিদীপাধিবাসিনীম্ ॥  
পঞ্চাশৎপদাকৈরঙ্কুরম্মোচনৈর্ভূবনেশ্বরীম্ ।  
সম্যক্পৃষ্টবতে রাজ্ঞে নির্ণয়ঃ সম্যগ্ভ্যচ্যতে ॥

সর্ব্বৈর্ভগবত্যেবারাধ্যা পূজ্যা চেতি ব্যাসবাক্যং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নिति ।  
যজ্ঞং যজনীয়ং পূজ্যমিত্যর্থঃ । অশ্বাভিধমশ্বাসংজ্ঞকং তদ্ব্যমিত্যর্থঃ । যশ্বয়া প্রোক্তং তত্র কা  
সা অশ্বা কিংস্বরূপা কথং কেন প্রকারেণোৎপন্না কুত্র কস্মিন্ দেশে কালে বা উৎপন্না কস্মাৎ  
কারণাৎপন্না কিংগুণা কিংগুণবতী সা চ ॥ ১ ॥

তস্তা দেব্যা মথো যজ্ঞো যশ্বয়া প্রোক্তঃ স কীদৃশস্তস্ত মথস্ত স্বরূপং কীদৃশং তথা বিধানং  
চ কীদৃশং তৎ সর্ব্বং বিধিবদবুহি যতস্বং সর্ব্বজ্ঞোহসি ॥ ২ ॥

যথোক্তং যাদৃশং পৃষ্টং ময়া তৎ সর্ব্বং স্বং বেৎসি ॥ ৩—৪ ॥

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে, অশ্বা নামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন,  
সে অশ্বা কে ? কি নিমিত্ত কোনস্থলে কোন সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়া-  
ছিলেন ? তাঁহার স্বরূপ কেমন ? আর অর্চনাই বা কি প্রকার ? দয়ানিধান ! এই বিশ্ব-  
সংসারে এমন কোনও বিষয় নাই যাহা আপনার অবিদিত আছে ; অতএব আপনি  
রূপা করিয়া এই বিষয়ের সমস্ত অমুষ্ঠান বিধি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১—২ ॥ এই সজ্ঞে  
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বিস্তাররূপে বলিতে হইবে ; ব্রহ্মন্ ! এই ভূলোক মধ্যে আপনি  
সাক্ষাৎ দেবতা ; অতএব, আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা ত অতি সামান্য  
কথা ; বর্ত্তত আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ হে পরাশর-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা যুগ্মা ঐশ্বর্যতঃ ।

সৃষ্টিপালনসংহারকারকাঃ সপ্তাশ্বিনী ॥ ৪ ॥

স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য ! বদস্ব মে ।

আহোশ্বিং পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ ।

আধিভূতাদিভিযুক্তা ন বা দুঃখৈস্ত্রিধাত্মকৈঃ ॥ ৬ ॥

কালস্য বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ ।

কথং তে বৈ সমুৎপন্নাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমম্বিতাঃ ।

সপ্তধাতুময়ান্তেষাং দেহাঃ কিং বান্ধবী যুনে ! ॥ ৮ ॥

কৈদ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈণ্ডৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা ।

ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমায়ুষস্তথা ॥ ৯ ॥

তে কিং স্বতন্ত্রা আহোশ্বিং পরতন্ত্রা ইত্যপি পারাশর্য্য ! বদ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুধর্ম্মা জীবা বা আহোশ্বিং সচ্চিদানন্দরূপিণস্তে ব্রহ্মাদয়ঃ । তথাধিভৌতিকাদিদৈবিকাদ্যাত্মিকৈস্ত্রিধাত্মকৈস্ত্রিবিধৈঃ দুঃখৈস্তে যুক্তা অথবা ন যুক্তাঃ ॥ ৬ ॥

ইতি চ সংশয়েরাহিত্যিতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

হর্ষশোকযুতাস্তে সন্তি । কিমন্তথা বেতি পাদদ্বয়েণ সংবধ্যতে ॥ ৮ ॥

কুলতিলক শুরো ! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইলেন ; ইহাতে জিজ্ঞাস্ত এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্মার কি স্বতন্ত্র ? না কি কাহারও অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দিষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র ? সম্ভ্রুতি এই বিষয়টী শুনিবার জন্যই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥৪—৫॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের ভ্রায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সকলেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ? আর এক কথা এই যে, তাঁহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন কি না ? ফলতঃ সেই দেবত্রয় সর্বসংহারক-কালের অধীন কি না এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল ? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে । মহর্ষে ! তাঁহারাও কি আমাদের মত হর্ষ শোকের এবং নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত ? আর একটা সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের দেহ ষড়্‌মাংসাদি সপ্তধাতুময় অথবা অন্ত প্রকার ? ॥ ৬—৮ ॥ যদি তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূত-জাত না হয়, তবে তাহা কোন উপাদানে নির্ম্মিত ? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলই বা কোন অনির্লস্টনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইল ? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে, সেই

নিবাসস্থানমপ্যেবাং বিভূতিং চ বদন্ত মে ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্ ! বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দুৰ্গমঃ প্রশ্নভারোহয়ং কৃতো রাজঃস্বয়াধুনা ।

ব্রহ্মাদীনাং সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে ! ॥ ১১ ॥

এতদেব ময়া পূৰ্ব্বং পৃষ্টোহসৌ নারদো মুনিঃ ।

বিস্মিতঃ প্রত্যাবাচেদমুখিতঃ শৃণু ভূপতে ! ॥ ১২ ॥

কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্ ।

অপশ্যং নারদং শাস্তং সৰ্ব্বজ্ঞং বেদবিত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

কৈৰ্জবৈয়সিতি । তেষাং দেহাঃ পাঞ্চভৌতিকা উত ন ॥ ৯—১০ ॥

ব্রহ্মাদীনামিতি । ইদমুপলক্ষণং জনমেজয়েন কৃতানাং সৰ্ব্বেষাং প্রশ্নানাম্ ॥ ১১ ॥

এতদেবেতি । নহু জনমেজয়প্রশ্না অন্তবিধাঃ কৃতাঃ ব্যাসস্ত নারদং প্রতি প্রশ্নাশ্চ-  
বিধাঃ সন্তি তং কথমুচ্যতে এতদেব ময়েতি চেৎ । এতদেবেত্যশ্চৈতৎসদৃশমিত্যর্থঃ । যে  
ত্বা প্রশ্নাঃ কৃতান্তংসদৃশা এব প্রশ্না ময়া নারদং প্রতি কৃতান্তেষাং প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরং  
নারদো দত্তবাংস্তেনৈব ত্বংপ্রশ্নানাং সমাধানং ভবিষ্যতি । ন ত্বংপ্রশ্নানাং পৃথক্প্রতিবচনং  
দেয়ং ভবতীতি ভাবঃ । অতএব জনমেজয়েন কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যেকং প্রতিবচনং ব্যাসো  
ন দত্তবানিতি বোধ্যম্ । উক্ত আবির্ভূতো মদগ্রে প্রকটীভূতঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রাকৃত দেহে বিষয় সম্ভোগইবা কি প্রকার ? অপিচ তাদৃশ অমৌকিক দেহের জীবন  
কালই বা কতদিন ? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! সেই সুরোত্তমজয়ের বাসস্থান কোথায় এবং তাঁহাদিগের  
ঐশ্বর্য্যশক্তিই বা কিরূপ ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্ত আমার স্পৃহা অত্যন্ত বসবতী  
হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূৰ্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় হৃদয়ত্বের অহুসঙ্কানে  
প্ররক্ত হইয়াছে ; কেননা, অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা  
সাধারণ জীবের স্তায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্ম্মের অধীন কি না ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল  
প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১ ॥ পূৰ্বে কোন সময়ে  
দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার কাছে প্রায় তোমারই প্রশ্ন  
সকলের মত কতকগুলি দুৰ্জ্ঞোধ্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম । দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্ন  
শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে  
যথানিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । মহারাজ ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের  
সেই গুরু শিষ্য সম্মতিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ বর্ণন করিব ; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর,  
ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২ ॥

দৃষ্টাং মুদিতো গঙ্গা পাদয়োঃপতন্তুম্বেৎ ।

তেনাজ্জপ্তঃ সমীপেষু সংবিষ্টচ বরাসনে ॥ ১৪ ॥

শ্রদ্ধা কুশলবার্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ স্ততম্ ।

নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জনে সূক্ষ্মবালুকে ॥ ১৫ ॥

মুনেহতিবিততস্তাশু ব্রহ্মাণ্ডস্ত মহামতে ! ।

কঃ কৰ্ত্তা পরমঃ প্রোক্তস্তম্মে ব্রুহি বিধানতঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম ! ।

অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষুঃ দ্বিজোত্তম ! ॥ ১৭ ॥

এককৰ্ত্তৃকমেতন্না বহুকৰ্ত্তৃকমন্যথা ।

অকৰ্ত্তৃকং ন কার্য্যং স্তাদ্বিরোধেইয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮ ॥

ইতি সন্দেহসন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা ।

বিকল্পকোটিঃ কুর্বাণং সংসারেহস্মিন্ প্রবিস্তরে ॥ ১৯ ॥

(অহমপি স্বমিব সংশরাপন্নঃ সন্ পুরা স্বপুংকং দেবর্ষিনারদমপৃচ্ছমিতি বিবক্ষুরাহ কস্মিন্চ সময় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং গুরুদর্শনজ্ঞমানন্দহং হৃচয়ম্মাহ দৃষ্টাসিতি ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতমহুস্তাহ শ্রদ্ধা কুশলবার্তানিতি ॥ ১৫ ॥

মুনেহতিবিততস্তেতি । অতিবিস্তুতস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্ত পরমঃ সর্বোপরিবর্ক্টি এবভূতঃ কৰ্ত্তা কঃ শাস্ত্রেণ প্রোক্ত ইতি বিধানতঃ শাস্ত্রবিধিমহুন্নজ্ঞা ব্রুহীতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদিতি । এতদব্রহ্মাণ্ডং কস্মাৎ সকাশাৎ সজাতং কিঞ্চ এতন্নিত্যং অবিনশ্বরং বা তদপি ব্রুহীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ )

বিরোধোহয়মিতি । কৃতিজগদ্বাভাবে কার্য্যত্বমেব ন স্তাদিতি বিরোধঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কালত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্নারদ জাহ্নবীতটে মোনাবলয়নে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । গুরুদেব মোনাবলয়নে থাকিলে আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিশিত হইলাম; পরে তাঁহার আদেশক্রমে সন্নীপস্থ একটি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জনে গঙ্গাতীরস্থ সূক্ষ্ম বালুকাময় আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্ ! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বসময় কৰ্ত্তা কে ? আমাকে বর্ণনা করিয়া বলুন ॥ ১৩—১৪ ॥

মুনিসত্তম ! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ না অনিত্য ? আর এক কথা এই, ইহার কৰ্ত্তা একটা না বহু ? কলভঃ কৰ্ত্তা অবশ্যই আছে, তাহার কারণ, কৰ্ত্তা না থাকিলে যে, কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে । গুরুদেব ! এই সুবিস্তীর্ণ সংসার বিষয়ে

ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিদ্ভাষী। কারণকারণম্ ।  
 সদাশিবং মহাদেবং প্রলয়োপভিবর্জিতম্ ॥ ২০ ॥  
 আত্মারামং সুরেশং ত্রিগুণং নির্মলং হরম্ ।  
 সংসারতারকং নিত্যং স্থিতিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২১ ॥  
 অন্তে বিষ্ণুং স্তবস্তোত্রং সর্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্ ।  
 পরমাত্মানমব্যক্তং সর্বশক্তিসমম্বিতম্ ॥ ২২ ॥  
 ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্বাদিং সর্বতোমুখম্ ।  
 ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরম্ ॥ ২৩ ॥  
 ধাতারং তথা অন্তে ব্রুবন্তি স্থিতি কারণম্ ।  
 তমেব সর্ববেদারং সর্বভূতপ্রবর্তকম্ ॥ ২৪ ॥  
 চতুর্মুখং সুরেশানং নাতিপদ্মভবং বিভূম্ ।  
 অক্ষরং সর্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্ ॥ ২৫ ॥

যা বিকল্পকোটিস্তা অহমুক্তবানিত্যাহ । ব্রুবন্তি শঙ্করমিতি ॥ ২০ ॥

( তন্ত্বেশ্বরকে হেতুং বর্ণয়দ্বাহায়াসেতি ॥ ২১ ॥

অন্তে বিষ্ণুমিতি দ্বাভ্যাং প্রতিপাদয়তি বিষ্ণোরীশ্বরত্বমিতি শেষঃ ॥ ২২—২৩ ॥

ধাতারমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৪—২৫ ॥

যে সমস্ত কুট সংশয় ছিল সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম ; এক্ষণে রূপা বিতরণ পূর্বক এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে ভীষণ সন্দেহ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন ॥১৭-১৯॥  
 এ বিষয়ে আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, কতকগুলি পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীব-নিস্তারের হেতুত্ব ; তিনিই উৎপত্তি-প্রলয় বর্জিত সদা মঙ্গলময় আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা। সর্ব-গাপরিহিত ভক্তজনের পাপহারী স্থিতি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥ ২০—২১ ॥  
 আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন যে, তিনিই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা সকলের প্রভু ও আদ্যপুরুষ ; সেই হারই অম্বমূর্ত্য-বিবর্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্তা সর্বব্যাপী সর্বতোমুখ ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা ॥২২—২৩॥  
 কেহ কেহ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই সমস্ত স্থষ্টির কারণ ; সুতরাং তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্তা, সর্বকৃতির প্রবর্তক সর্বজ্ঞ । ব্রহ্মাই পয়স কারণ স্বরূপ কোন অনির্জন্যীয় অব্যক্ত অনন্ত শক্তির নাতিপন্ন হইতে আবির্ভূত ; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা মাতা নাই । বিশেষতঃ তাঁহার বসতি সর্বলোকোপরি সত্যলোকে ; অতএব তিনিই লোক সমূহের উৎপাদয়িতা এবং সমস্ত



দিনেশং প্রবদন্ত্যন্তে সর্বেষাং বেদবাদিনঃ ।

স্ববন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতজ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥

যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্ ।

সহস্রাঙ্কং দেবদেবং সর্বেষাং প্রভুমুন্মণম্ ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞাধীশং হুবাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্ ।

যজ্ঞানাক্ষৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥

বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনুস্তথা ।

যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথা পুরে ॥ ২৯ ॥

হেরমং গজবক্রঞ্চ সর্বকার্য্যপ্রসাধকম্ ।

স্মরণাৎ সিদ্ধিদং কার্য্যকামদং কামগং পরম্ ॥ ৩০ ॥

ভবানীং কেচনাচার্য্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্ ।

আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্ ॥ ৩১ ॥

দিনেশমিতি । অতজ্জিতা আগস্তাদিবজ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥

শতক্রতুং শতাংশমেধযাজিনং বাসবমিহম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

ভিন্নরুচিহ্নাং হুর্মলসাধকৈঃ পরমেশ্বরবিত্তিরূপা বরুণাদয়োদিগীশা অপীজান্তে অত  
আহ বরুণমিতিরাভ্যাম্ ॥ ২৬—৩০ ॥

দেবগণেরও ঈশ্বর ॥ ২৪—২৫ ॥ আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতিকেই সর্বেশ্বর বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ; অতএব তাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে অতজ্জিতভাবে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্বক তাঁহাদেরই স্তুতি গান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ কোন কোন ঋষি যজ্ঞাদির অহুষ্ঠান পূর্বক দেবরাজ বাসবের অর্চনা করেন । তাঁহারা এই কথা বলেন যে, ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ ; তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠাতা, সকল জীবের নিগ্রহাহুগ্রহে সমর্থ । তিনিই সর্কাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত ; তিনি সহস্র শ্রোচন, সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব যজ্ঞের আরাধ্য ঈশ্বর । তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপায়িগণই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ; হুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞভোক্তা ॥ ২৭—২৮ ॥ এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি অহুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্বধনের অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্তুতিমাত্রে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি প্রদান করেন এবং যিনি স্বয়ং সর্বকামনার পরপারগত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন সেই সর্বকার্য্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনার নিরত হয়েন ॥ ২৯—৩০ ॥

পবন, কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত

ব্রহ্মৈকতাসমাপন্যঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।  
 মাতরং সর্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ ॥ ৩২ ॥  
 অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সর্বজন্তুযু ।  
 ঈশ্বরীং সর্বলোকানাং নিগুণাং সগুণাং শিবাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 বৈষ্ণবীং শাক্তরীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীমুত্থু ।  
 বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাধৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্ ।  
 সর্বভূতখনিহন্ত্রীঞ্চ স্মরণাং সর্বকামদাম্ ॥ ৩৫ ॥  
 মোক্ষদাঞ্চ মুক্তকণাং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্ ।  
 ত্রিগুণাতীরুপাঞ্চ গুণবিস্তারকারকাম্ ॥ ৩৬ ॥  
 নিগুণাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ ।  
 নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নিগুণং কিল ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং আদ্যাশক্তের্হাদেব্যা ভগবত্যা এব ষড়্ভিঃ শ্রোতৈর্বৈষ্ণব্যাদিবাষ্টিরূপৈস্তথা  
 মায়ামূলতপরব্রহ্মায়কসমষ্টিরূপেণ সর্বগুণোপাধিবজ্জিতসক্তিংসুখস্বরূপেণ চ সর্বৈশ্বর্য-  
 শক্তিমন্তঃ মিতরাং সর্বতোমুখপ্রভুত্বং সর্বারাধ্যত্বং চ প্রতিপাদয়মাং ভবানীতি । কেচন  
 অতিবিরলাস্তে যে আচার্য্যা ভবানীং অধিলার্থদাং প্রবদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

অভিহুতপিতৃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের  
 জননী, জন্মমৃত্যু বিরহিতা এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপিয়া সর্বপ্রাণিতে  
 অবস্থিতি করিতেছেন সেই সগুণ নিগুণরূপা পরম-মঙ্গলময়ী সর্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদি  
 মায়ী ভবদ্বারাই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অধিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সর্বতো-  
 ভাবে সর্ব জীবের আরাধ্যা ॥ ৩১—৩৩ ॥ সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী, শক্তরমোহিনী বাসবী,  
 বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অদ্বিতীয়া বেদমাতা প্রভৃতি অনন্ত মুক্তি ধারণ করেন ;  
 বস্তুত সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিতাই যে, এই ভবসংসার-মহীকূলের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা  
 তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি স্মরণমাত্রেরেই উক্তজনের অনন্ত দুঃখ রাশি ধ্বংস করিয়া  
 সর্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু, বাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থিব  
 বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গভোগাদি ভূরি ভূরি বাসনা সকল জাজ্বল্যমানরূপে নিহিত  
 থাকে, তিনি তাদৃশ হৃর্লল প্রকৃতি সকাম-সাধকদিগকেই কেবল কণ্ঠভর অনিত্য ফল দিয়া  
 ভুলাইয়া রাখেন ; আর নিকামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুক্শুদিগকে একমাত্র সক্তিং  
 সুখস্বরূপ অক্ষর মোক্ষতত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন । আর এক কথা এই, তিনি স্বয়ং  
 ত্রিগুণের অতীত হইয়াও নিজপ্রভাবে ব্যাপ্তি এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার  
 করেন ; সেই জন্য নিকাম যোগেন্দ্র পুরুষেরাই কেবল তাঁহার সেই গুণোপাধিবজ্জিত কৈবল্য-

অরুপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বর্যঃ ।

বেদোপনিষদি প্রোক্তিস্তেজোময় ইতি কচিৎ ॥ ৩৮ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা ।

সহস্রকরকণ্ঠঃ সহস্রাশ্রয়ঃ সহস্রপাৎ ॥ ৩৯ ॥

বিষোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্ ।

বিরাজং বিরজং শাস্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০ ॥

পুরুষোত্তমং তথা চাণ্ডে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ।

নৈকোপীতি বদন্ত্যে প্রভুরীশঃ কদাচন ॥ ৪১ ॥

অনীশ্বরমিদং সর্বং ব্রহ্মাণ্ডমিতি কোঁমু ।

ন কদাপীশজ্ঞং যজ্ঞগদেতদচিস্তিতম্ ॥ ৪২ ॥

বেদান্তমতমাহ । নিরঞ্জনমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বিরটিশ্বরূপবাদিমতমাহ । সহস্রশীর্ষেতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনেকেশ্বরবাদিমতমাহ । নৈকোপীতি গৃহপ্রাসাদাদিবিচিত্রং কার্যমনেককর্তৃকং দৃষ্টং তথৈব জগৎ কার্যমণ্যনেককর্তৃকমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনীশ্বরং স্বভাবাদেবেদং জগদ্ব্যবহৃতি কেষাঞ্চিদমতমাহ । অনীশ্বরমিতি তদ্ব্যতসাধকমাহ । ন কদাপীশজ্ঞমিতি । বদীদং জগদীশজ্ঞং শ্রীমদ্ভাগবতমনির্লচনীয়াং কিমিতি শ্রীমহি কৃষ্ণাকর্তৃকো বটোহনির্লচনীয়োহস্তি তদ্ব্যদচিস্তিততদ্বাদনির্লচনীয়াং স্বভাবাদেব জ্ঞং নদীশজ্ঞমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাবের ধ্যানে নিরত থাকেন । ফলতঃ কর্মফলাসক্ত সকামীরাই তাঁহার কার্যময় হুল মূর্তি সকলের ভাবনা করে । পরন্তু, বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ পরমজ্ঞানী মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে নির্লচনার নিরাকার নিরঞ্জন সমস্ত রূপ ও গুণাদিধর্মবর্জিত সর্বব্যাপক পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন; আবার বেদ ও উপনিষদ্ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থানে তিনি শুদ্ধ তেজোময় রূপেই পরিণীত হইয়াছেন ॥ ৩৮—৩৮ ॥ অপিচ কোন কোন মনীষী পুরুষেরা তাঁহাকে অনন্ত মন্তক অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত শ্রুতি, অনন্ত বাক্তন, অনন্ত পদ, সর্বপাপ-পরিশুশ্রিত বিরটিপুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন । তাঁহারা আকাশকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ অপরাপর পুরাণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন । কতকগুলি হুলগদমণী অজ্ঞ এইরূপ বলে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি কখনও একটি মাত্র জৈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন ? (বস্তুতঃ গৃহ অট্টালিকাাদি নির্মাণের জায় ইহাতেও অনেকগুলি কর্ত্তা আছেন ॥ ৪১ ॥) আবার কতকগুলি নিরীশ্বরবাদী ভ্রাস্রা গাণ্ড এই কথা বলে যে, বুদ্ধির অগম্য এই অচিস্তিত অনন্ত জগৎ যে, কোথাকার একজন জৈশ্বর আশ্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভাবিত কখনই হইতে পারে না; ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের নির্দিষ্টকর্ত্তা

সদৈবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোৎসাহঃ সদেদৃশম্ ।

অকর্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্ত তথা চ সা ॥ ৪৩ ॥

এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ মুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ ।

এতে সন্দেহসন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪ ॥

বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর ! ।

ধর্মাধর্মবিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

কো ধর্মঃ কীদৃশো ধর্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে ।

দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নঃ সত্যধর্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

পীড়্যন্তে দানবৈ পাটৈঃ কুত্র ধর্মব্যবস্থিতিঃ ।

ধর্মস্থিতাঃ সদাচার্য্যঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭ ॥

সাধ্যামতস্ত্রাহ । অকর্তেতি । তথাচ সেনি । কত্রীতার্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

যত্র কল্যাণং তিষ্ঠতীতি ধর্মশ্চ কল্যাণং চিহ্নং জ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্ন ইতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্মিষ্ঠানাং দেবানাং মম বংশজানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ধর্মিষ্ঠত্বপাকল্যাণোপহতত্বাদ্যত্র কল্যাণং তত্র ধর্মতিষ্ঠতীত্যত্র ব্যাপ্ত্যভাবান ধর্মচিহ্নং জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কেহই নহে ॥ ৪২ ॥ কর্তা না থাকিলেও এই জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে এক মাত্র স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে । আবার সাধ্যমতালম্বীরা বলেন যে, পুরুষ চৈতন্যরূপ হইলেও জগতের প্রতি তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই ; অতএব সেই একমাত্র জিগুগমরী প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনকর্ত্রী ॥ ৪৩ ॥

প্রভো ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগেরও পরমারাধ্য, এই জন্ত আপনার নিকট সাধ্যার্থ্য মহামুনি কপিল ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর বাদীদিগেরও মত সকল ব্যক্ত করিলাম ; আমার অন্তরে সন্দেহই এই সমস্ত নানাপ্রকার সন্দেহ রাশি সমুদিত হইতেছে । অবিক কি এই সমস্ত সংশয়জালে জড়িত হইয়া আমার চিত্ত এতদূর উপহত হইয়াছে যে, আমি এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ; বস্তুত ধর্ম-ধর্মবিবক্ষা বিষয়ে আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ধর্ম কি আর অধর্মই বা কি তাহার কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি হয় না ; কেননা, দেখুন, দেবগণ সকলেই সত্ত্বগুণে সমুৎপন্ন এবং সর্বদাই সত্যধর্মে নিরত ; তথাপি পাণ্ডবা হুর্ভুত দানবগণ কর্তৃক প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন ; ইহাতে কি করিয়া ধর্মের স্থায়িত্ব বিশ্বাস করিব ? আরও একটা দেখুন, আমার পূর্বপুরুষ সদাচারসম্পন্ন মহাত্মা পাণ্ডবেরা নিরত ধর্মপথে থাকিয়াও অশেষ-রক্তশরাশি ভোগ করিয়াছেন, এমন স্থলে ধর্মের কি মর্যাদা রহিল! অতএব হে গুরো ! এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মন সংশয় হ্রদে

দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধৰ্ম্মস্ত্র কা স্থিতিঃ ।

অতো মে হৃদয়ং তাত ! বেপতেহতীবসংশয়ে ॥ ৪৮ ॥

কুরু মেহসংশয়ক্ষেতঃ সমর্থোহসি মহামুনে ! ।

ত্রাহি সংসারবার্দ্ধক্যং জ্ঞানপোতেন মাং যুনে ! ॥ ৪৯ ॥

মজ্জন্তুং চোৎপতন্তুঞ্চ ময়ং মোহঙ্কলাবিলে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিদশসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
জনমেজয়প্রশ্নে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দুঃখং বহুবিধমিতি । ধৰ্ম্মপরায়াণা অপি মম বংশজাঃ পাণ্ডবা দুঃখং প্রাপ্তাস্তেতত্ত্ব  
ধৰ্ম্মস্ত্র স্থিতিঃ মর্যাদা কা অতো হৃদয়ং মে বেপতে কম্পিতং এতদ্ধৰ্ম্মগতিকং সমালোচ্যোতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত কম্পিত হইতেছে ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রভো ! আপনি মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ)  
ঋষিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কিছুই অসাধ্য নাই ; অতএব আমার মনের সংশয়  
বিদূরিত করুন । গুরুদেব ! আমি এই মোহসলিল কলুষময় অজ্ঞান হ্রদে নিরন্তর উন্মজ্জিত  
নিমজ্জিত হইতেছি ; দয়াময় ! কৃপাবিতরণ পূৰ্ব্বক বিজ্ঞানতরঙ্গী দানে আমার এই ভীষণ  
সংসার বারিধি হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক

মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্ন

নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

যদ্বয়া চ মহাবাহো ! পৃষ্ঠৌহং কুরুসত্তম ! ।

তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্ঠৌ মুনীশ্বরঃ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ।

বাস ! কিংতে ববীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম ।

উৎপন্নো হৃদয়েইত্যর্থং সন্দেহাসারপীড়িতঃ ॥ ২ ॥

গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।

অপৃচ্ছং যদ্বয়া পৃষ্ঠং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

চত্বারিংশচ্ছোকবৈষ্ণবক্লেশোকাধিকৈরথ ।

বিমানেন গতিবৃদ্ধাদীনামিহ তু কথ্যতে ॥

যদ্ব্যয়েতি । হে মহাবাহো ! যদ্বয়াং পৃষ্ঠৌ যান্ যান্ প্রশ্নান্ ত্বং মাং প্রত্যকার্ষীন্তান্ সৰ্গা প্রশ্নান্ মুনীশ্বরো নারদো ময়া পৃষ্ঠৌ নারদস্ততি তান্ সৰ্গান্ প্রশ্নান্ভ্যাংচ প্রশ্নান্ কৃতবানি তার্থঃ । অত্র বাস উবাচেত্যত উত্তরং যদ্বয়া চেত্যতঃ পূৰ্ব্বমেকাদশশ্লোকানি দাক্ষিণাত্যপাঠে সস্ত পৰন্ত সোহপপাঠঃ । সঙ্গত্যাগ্রহাংপুনরুক্তিদোষাচ্চ গোড়পাঠে প্রাচীনপুস্তকেষু চ তেষা মনুপলম্ব্যচ্চ ॥ ১ ॥

ততস্তদুত্তরং নারদঃ কিমুবাচ তদাহ । বাস কিন্তে ইতি । সন্দেহাসারেণ সন্দেহহার সম্পাদিতেন ॥ ২ ॥

অদ্য যদ্বয়া পৃষ্ঠং প্রশ্নমপৃচ্ছমিত্যর্থঃ । অদ্য যদ্বয়াপৃষ্ঠং প্রশ্নস্তথাবিধমন্তং প্রশ্নং ব্রহ্মাঃ স্তত্য়াকৃতবাংস্তংপ্রত্যুত্তরং যদেব ব্রহ্মা প্রাহ তদেব ত্বংপ্রশ্নানাং প্রতিবচনং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাবাহো কুরুসত্তম ! তুমি আমার যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পুনে আমিও এইমত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ নারদ কহিলেন, বেদব্যাস ! পূৰ্বে যখন, আমারই অন্তরে এইরূপ প্রশ্নাংশরাজাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমার আর কি বলিব । বস্তুত এক্ষণে, তুমি আমার নিকট যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পূৰ্বে আমিও এইরূপ ধারারাহিক সন্দেহ ভারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীম-প্রভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যাইয় প্রশ্ন করিয়াছিলাম । ( তৎকালে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২-৩ ॥ )

পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নঃ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিভো ! ।

ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বা বিষ্ণুকৃতং হৃদম্ ॥ ৪ ॥

রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মনৃ ! বৃহি সত্যং জগৎপতে ! ।

আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

তৎ সর্বং বদ মে ব্রহ্মন্ ! সন্দেহাংশ্চিহ্নি চানঘ ! ।

নিমগ্নো হুশ্মি সংসারি ছুঃখরূপেহনৃতোপমে ॥ ৬ ॥

সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ ।

ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেন্ষিতরেষু চ ॥ ৭ ॥

অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ ! ।

বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥

কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চয়ামি কন্ ।

স্তোমি কং নাভিজানামি দেবং সর্বৈশ্বরৈশ্চরম্ ॥ ৯ ॥

ভবৎকৃতেন ভবদ্বাপাবেষেত্যর্থঃ । অস্তোৎপন্নমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

আরাধনীয়ঃ পূজ্যঃ সর্বদেবেষুৎকৃষ্টঃ সর্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ ॥ ৫—৬ ॥

( সংশয়ক্লিষ্টস্তান্মনঃ খেদং বিজ্ঞাপয়ন্তাহ তৎসর্বমিতি । অনৃতোপমে ইজ্জ্বালবদলীকে  
ংসারে ইত্যর্থঃ । ইতরেষু কেবলপি চেতো ন প্রশাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অশান্তিহেতুনাহবিজ্ঞায়েতি ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানলক্ষণং নির্দিষ্টবাহ কং স্মরামীতি ॥ ৯ ॥

পিতঃ ! আপনি বিশ্বব্যাপক ; আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর । এইজন্ত আপনার  
নিকট একটা প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন ! এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি  
আপনিই সমগ্ররূপে করিয়াছেন ? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব করিয়াছেন ? ঈদৃশ, অখিল  
ব্রাহ্মণ-কোথা হইতে উৎপন্ন হইল বলকথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্বাব্যাপ্ত কে ?  
কর্তৃত্বমুখী প্রভুতা কাহার হস্তে ? ॥ ৪—৫ ॥

ব্রহ্মন্ ! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসার-সাগরে ক্রমশ নিমগ্ন হইতেছি ; আমার  
চিত্ত নিরন্তর সন্দেহ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে ; সেইজন্ত সে, সাধন বা কোন তীর্থে কি  
কোন দেবতায় বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না ; অতএব, আপনিই  
এই বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬—৭ ॥

প্রভো ! কামক্রোধাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত স্মৃত্যং জগতের কোন তথ্যই  
আপনার অবিদিত নাই । বলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্মগরিগ্রহ করিয়া পরমতথ্য  
জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায় ? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ত কি  
— ৩ — শিখর সাগর কলিতে পারে ? ॥ ৮ ॥ এই জগতে বাহারা ঈশ্বর বলিয়া পিত্ত তাহা

ততো মাং প্রভুবাচেনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

ময়া সত্যবতীসুনো ! কৃতে প্রপ্নে হুত্বতরে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং ব্রবীমি হুতাদ্যাং দুর্ভোধং প্রশ্নমুত্তমম্ ।

দ্বয়াশক্যং মহাভাগ ! বিষ্ণোরপি স্থনিশ্চয়াৎ ॥ ১১ ॥

রাগী কোহপি ন জানাতি সংসারেহশ্মিন্মহামতে ! ।

বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥

একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্বাবরজ্জন্মে ।

ভূতমাত্রেঃ সমুৎপন্নে সঞ্জজ্ঞে কমলাদহম্ ॥ ১৩ ॥

ততো মামিতি । ততঃ মদীয়সংশয়লকপ্রশ্নানাকর্ণোত্থার্থঃ ॥ ১০ ॥) হে সূত ! অয়া কৃতং দুর্ভোধং প্রশ্নং কিং ব্রবীমি বিষ্ণোরপি নিশ্চয়ানুকূলশক্যং ভবতীত্যশ্নঃ ॥ ১১ ॥

এতত্ত্ব জ্ঞাতা রাগী বহিমুখঃ কোহপি নাস্তি কিন্তু যোহুত্তমুখো জ্ঞানী স এব জানাতি । তথাচ ক্রুতিঃ তে ধ্যানযোগাভ্যুগতা অপশ্চন্ দেবান্য়শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ১২ ॥

তত্র বিষ্ণুদিভিরপ্যজ্ঞয়েষে পূর্বকথামাহ । একার্ণবে ইতি । নষ্টে স্বাবরজ্জন্মে সতি প্রলয়কালেহনন্তরমায়ান আকাশঃ স্ফুট ইত্যেবংরীত্যা ভূতমাত্রে পঞ্চমহাভূতমাত্রেহস্ত-পদার্থরহিতে উৎপন্নে সতি তদানীমহং কমলাজ্জ্ঞে উৎপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

দিগের সর্বোপরি পরমেশ্বর কে ? তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না ; অতএব, আমি যে সর্বসাধ্য জ্ঞানে কাহার নিকট বাইরা কাহাকে স্মরণ করিব বা কাহার অর্জনা করিয়া কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥ হে সত্যবতীতনয় ! আমি এইরূপ নিতান্ত দুস্তর-বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বাহা উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পুত্র ! অদ্য তুমি আমার নিকট যে প্রকার দুর্ভোধ্য উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব ? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয় নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১১ ॥ হে মহামতে ! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অবগত নহে ; তবে, বাহারা সমস্ত বিষয়ে একেবারে বিরত হইয়াছেন, তাদৃশ নির্ভৎসর নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবিদিত নাই ॥ ১২ ॥ পূর্বে (দৈনন্দিন-প্রলয়ে) এই সমস্ত স্বাবর-জন্মময় বস্তুরাজ্য প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে (পুনঃ সৃষ্টির উপক্রমে) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১৩ ॥ তৎকালে আমি, চক্ষু কি স্বর্ঘ্য বা বৃক্ষ পর্বতাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না ; চতুর্দিক শূন্যময় দেখিয়া অগত্যা সেই নাভিপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৪ ॥

\* ভূতমাত্রে ইতি বা পাঠঃ ।



নাপশ্যং তরণিং সোমং ন বৃক্ষান চ পৰ্ব্বতান্ ।  
 কণিকায়্যং সমাবিষ্টশ্চিস্তামকরবং তদা ॥ ১৪ ॥  
 কস্মাদঙ্কঃ সমুদ্ভূতঃ সলিলেহস্মিন্মহার্ণবে ।  
 কো মে ত্রোতা ঐভুঃ কৰ্ত্তা সংহৰ্ত্তা বা যুগাত্যয়ে ॥ ১৫ ॥  
 ন চ ভূৰ্বিদ্যতে স্পষ্টা যদাধারং জলস্থিদম্ ।  
 পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিদ্ধং রুঢ়িযোগ্যোঃ ॥ ১৬ ॥  
 পশ্চাম্যাদ্যাস্ত পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজস্য চ ।  
 ভবিষ্যতি ধরা তত্র মূলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥  
 উত্তরন্ সলিলে তত্র যাবদ্বর্ষসহস্রকম্ ।  
 অশ্বেষমাণো ধরণীং নাবাপং তং বদী তদা ॥ ১৮ ॥  
 তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী ।  
 ততো ময়া তপস্তপ্তং পদো বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯ ॥

( তরণিং সূর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

কস্মাদিতি । যুগাত্যয়ে প্রায়কালে ॥ ১৫ ॥ )

পঙ্কজং হি পঙ্কজাতম্ । পঙ্কজত্ব নাস্তি ততঃ পঙ্কজং কথমুৎপন্নম্ ॥ ১৬ ॥

মা দৃষ্টতামত্র পঙ্কজখণি কার্ষ্যেণ পঙ্কজেন কারণস্ত পঙ্কজামুমানাদন্ত্যাব । স কূজ-  
 চিদিতি নিশ্চিন্ত্য তং পঙ্কং পশ্চামীতি নিশ্চয়ং কৃতবানিত্যাহ । পশ্চামীতি । পঙ্কজখণি  
 ধরা মূলং সাপি তত্র স্তাদিতি পঙ্কজেষণেন ধরাপি প্রাপ্তা ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

নাবাপং তাং ধরণীং তং পঙ্কজং নাবাপং ন প্রাপ্তবানহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জলস্রব মহার্ণব মধ্যে আমি কোথা হইতে কিজন্তাই বা উৎপন্ন হইলাম ? কে আমার  
 সৃষ্টি করিল ? এই বিবম সঙ্কটস্থলে কে আমার রক্ষা করিবে ? আমার নিরস্তাই বা কে ?  
 আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে ? ॥ ১৫ ॥ ( বস্তু মাজেই ত আধারে  
 অবস্থিত ) কিন্তু এস্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই ; তবে, এই অগাধ  
 জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ? আর এক কথা এই যে, পঙ্ক জন্ম হেতুই  
 পঙ্কজ এই শব্দটী যোগরূঢ়ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ । যদি সেই পঙ্কজরী আধারভূমি না  
 থাকে, তাহা হইলে, এই পঙ্কজটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে, আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা, পঙ্ক দেখিতে  
 পাইলেই পঙ্কের আধার স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া বাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥  
 আমি এইরূপ ভাবিয়া সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবেশি হইয়া সহস্র  
 বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলীভূত পঙ্ক বা পঙ্কের আধাররূপ ভূতাপ কিছুই  
 প্রাপ্ত হইলাম না, তখন, 'তপ' তপস্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোনও অদৃষ্ট শরীর হইতে এইরূপ

সৃজতি পুনরুদ্ভূতা বাণী তত্র শ্রুতা ময়া ।  
 বিমূঢ়োহহং তদাকর্ণ্য কং সৃজামি করোমি কিম্ ॥ ২০ ॥  
 তদা দৈত্যাবতিপ্রাপ্তৌ দারুণৌ মধুকৈটভৌ ।  
 তাভ্যাং বিভীষিতশ্চাহং যুদ্ধায় মকরালয়ে ॥ ২১ ॥  
 ত্রস্তোহহং নালমালম্য বারিমধ্যমবাতরম্ ।  
 তদা তত্র ময়া দৃষ্টঃ পুরুষঃ পুরমাস্তুতঃ ॥ ২২ ॥  
 মেঘশ্যামশরীরস্ত পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 শেষশায়ী জগন্নাথে বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদ্যায়ুধৈঃ স্তবিরাজিতঃ ।  
 তমদ্রাক্ষং মহাবীৰ্য্যং শেষপর্য্যক্ষশায়িনম্ ॥ ২৪ ॥  
 যোগনিদ্রাসমাক্রান্তমবিস্পন্দিনমচ্যুতম্ ।  
 শয়ানং তং সমালোক্য ভোগিভোগোপরিস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

( পয়ে নাভিকমলে উপবিশ্নিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিমূঢ়ং প্রকটয়ন্তাহ কং সৃজামীতি ॥ ২০ ॥ )

যুদ্ধায় যুগ্মৈঃ কৰ্ত্তুম্ ॥ ২১ ॥

( নালং মৃণালম্ ॥ ২২ ॥

শেষঃ অনন্তঃ ॥ ২৩ ॥ মেঘশ্যাম ইতি দ্বাভ্যাং বিষ্ণুং বিশিনতি ॥ ২৪—২৫ ॥

আকাশবাণী হইল ; এতৎ শ্রবণে আমি সেই নিজ জন্মভূমিরূপ সরোজে বসিয়া সহস্র বৎসর  
 কাল ঘোরতর তপস্তায় নিরত হইলাম ॥ ১৮—১৯ ॥ পরে, 'সৃজ' সৃষ্টিকর এইরূপ, অদ্ভুত  
 শরীর হইতে আকাশবাণী প্রাচুর্ভূত হইল । সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিমোহিত  
 হইয়া পড়িলাম ; কারণ, কোন্ বিষয় সৃষ্টি করিব বা কি করিব তাহার কিছুই বুঝিতে পারি-  
 লাম না ॥ ২০ ॥ সেই সময় মধুকৈটভ নামে অতি দারুণপ্রকৃতি দুই দৈত্য সহসা আমার নিকট  
 আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহারা সেই প্রলয়বারিধি-সলিলে নিরবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিয়া  
 আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত বাৎসর্য্য নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥  
 তদনন্তর, আমি সেই পন্দের মৃণাল আশ্রয় পূর্ব্বক জল মধ্যে অবতীর্ণ হইলাম ; তখন,  
 সেই স্থলে কইরাই দেখিলাম নবীননীরদের স্তায় স্ত্রীমকলেবর পীতবসন-পরিধারী ভূজ-  
 চতুষ্টয়ে পরিশোভিত বনমালাবিভূষিত অধিলজগতের আশ্রয়ধরূপ আকর্ষ্যম্বর এক মহা  
 পুরুষ অনন্ত শরীর শয়ান রহিয়াছেন ॥ ২২—২৩ ॥ দেখিলাম, শেষ-নাগরূপ পর্যাঙ্কে শয়ান  
 সেই বিরাটরূপ মহাপুরুষের আভাঙ্গলসিত বিশালবাহচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্ম  
 প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ সকল বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ পরন্তু বৎস! নারদ ! অনন্ত সর্পের  
 বিশ্বব্যাপি-কলেবরে শয়ান সেই অচ্যুত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একেবারে স্পন্দন পূর্ণ

চিস্তা মমাস্তুতা জাতা কিং করোমীতি নারদ ! ।  
 ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬ ॥  
 দেহান্নিগত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা ।  
 অবিতর্ক্যশরীরে সা দিব্যাভরণমণ্ডিতা ॥ ২৭ ॥  
 বিষ্ণোর্দেহং বিহায়াশু বিররাজ নভঃস্থিতা ।  
 উদতিষ্ঠদমেয়াস্মা তয়া মুক্তো জনার্দনঃ ॥ ২৮ ॥  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্ যুদ্ধমুত্তমম্ ।  
 তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ ।  
 উৎসঙ্গং বিপুলং কৃৎস্না তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯ ॥  
 রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তৌ যত্রাবাং সংস্থিতাবুভৌ ।  
 ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ থস্মা দেবী মনোহরা ॥ ৩০ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী যোগনিদ্রাশক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

দেহাৎ বিষ্ণুদেহাৎ ॥ ২৭ ॥

তয়া যোগনিদ্রয়া মুক্ত উদতিষ্ঠৎ উত্তমৌ ॥ ২৮ ॥

তদা বিলোকিতৌ দেব্যা কটাক্ষেণ প্রথমং বিলোকিতৌ ততো বিষ্ণুহিতৌ ততো  
 হরিণা নিপাতিতাবিভি পূর্ববৃত্তান্তঃ স্মারিতঃ ॥ ২৯ ॥

রুদ্রস্তত্রৈব সংপ্রাপ্ত ইতিবচনেনায়াং রুদ্রে ব্রহ্মললাটাদ্বংগপ্রাধিক্যমাণাঃ স্রাজাদিভ্য এবতি  
 নিঃসংশয়মেব বোধ্যতে । অতএব কুর্শ্চপুর্নাগাদিপূরণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাশ্রয়কৃত্তিমূর্তিরহিত-  
 স্তরীয়ে রুদ্রোহস্তীভূতম্ । এতাবাস্ত বিশেষঃ । কচিৎ পুরাণেষু ব্রহ্মললাটোত্তবস্ত মূর্তি-

হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত দেখিয়া আমার এইরূপ ভাবনা  
 উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি! তখন, অগত্যা সেই যোগনিদ্রা স্বরূপিণী  
 দেবীভাগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারাই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ শত  
 শত তর্কাদির দ্বারা বাঁহার রূপ বা মূর্তির নির্ণয় হয় না, সেই সর্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী  
 যোগনিদ্রা আমার প্রতি রূপা করিয়া বিষ্ণুর দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গীয় আভরণে বিভূষিত  
 হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন । বৎস! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিষ্ণুদেহ ত্যাগ  
 করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অমেরোদ্ভা-ভগবান্ জনার্দন যোগ-  
 নিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তশয্যা পরিত্যাগ পূর্বক উত্থান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥  
 অনন্তর, তিনি সেই দুর্জয় দানব মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল যোরতর  
 সংগ্রাম করিয়াও যখন, কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিতাবে  
 ভগবতীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবীর নামান্বয় কটাক্ষাভে অসুরদ্বয় বিমোহিত  
 হইলে, ভগবান্ জনার্দন নিজ উৎসঙ্গ বিধৃত করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে নিপাতিত  
 করিলেন । মধুকৈটভ বিনাশের পর ভগবান্ বিষ্ণু ও আমি যেরূপে অবস্থান করিতেছিলাম

সংস্কৃতা পরমা শক্তিরূপাচাশ্রয়বস্থিতান্ ।

রূপাবলোকনৈঃ কৃৎস্না পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১ ॥

দেব্যাচ ।

কাজেশাঃ ! স্বামি কার্য্যাণি কুরুধ্বং সমতদ্রিতাঃ ।

সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতৌ মহাহরৌ ॥ ৩২ ॥

কৃৎস্না স্বানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজ্বরঃ ।

প্রজাশচতুর্বিধাঃ সর্বাঃ সৃজধ্বং স্ববিতৃতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ স্বা বচনং তস্তাঃ পেশলং সূখদং মূঢ় ।

অব্রম তামশক্তীং স্য কথং কুর্নস্বিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥

ন মহী বিততা মাতঃ ! সর্বত্র বিততং জলম্ ।

ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তস্মাত্ৰাগীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়াস্তর্গতত্বমস্ত তুরীয়ত্বং কচিৎসত্ত্বং সৃষ্টিজয়াস্তর্গতত্বং তস্ত বুদ্ধললাটোক্তবস্ত তু ন তুরীয়ত্বং  
নাপি তুরীয়ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

( ত্রিভিব্রহ্মাদিভিরিতার্থঃ ॥ ৩১ ॥

পাবনৈঃ পাবিত্র্যজনকৈঃ রূপাবলোকনৈরশ্রয়ান্ মুদিতান্ কৃৎস্নেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিশিষ্টানি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

( পেশলং মধুরাক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

মহী আধাররূপা পৃথ্বী বিদ্যুতা ন কেবলং সর্বত্র জলং বিদ্যুতমিত্যর্থঃ । আধাররূপায়া  
অতাব্যং সৃষ্টিরসম্ভাব্যোতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সহসা ভগবান্ কৃত্তদেবও সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বৎস ! আমরা  
তিনজনে একত্র অবস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী সৃষ্টি  
ধারণ পূর্বক অপরতলে বিরাজ করিতেছেন, তদর্শনে আমরা তিনজনেই যথাসক্তি তাঁহার  
স্তব করিমা সেইস্থলে বৎসরামান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র রূপা সৃষ্টির দ্বারা আমাদের  
আনন্দিত করিমা কহিলেন ; ব্রহ্ম বিষ্ণু অহেবর ! হৃদ্যন্ত দানব মধুকটত ত নিহত  
হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্মাণপূর্বক নিকটবেগে তথায়  
অবস্থান করিমা প্রাণতপসিশূন্য হইয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্য পালনে বহু  
পরায়ণ হও এবং নিজ নিজ বিদ্যুতশক্তি বিকাশ পূর্বক চতুর্বিধ প্রকার সৃষ্টি কর ॥ ৩১—৩৩ ॥

বৎস ! আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ কোমল ভ্রতি-সুখকর, মধুর, রাক্ষ্য শ্রবণে কহি-  
লাম, মাতঃ ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিরমাত্র ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্বত্রই অনন্ত  
জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; বিশেষতঃ আকাশাশক্তি পক্ষ মহাত্মত্ব কি পক্ষতমাত্র বা  
ইন্দ্রিয়, অধিক কি, গুণধর্মের কিছুই বর্তমান নাই ; তবে আমরা কি করিমা সৃষ্টি করিতে সমর্থ

তদাকর্ণ্য যচোহস্মাকং শিবা জাতা স্মিতাননা ।  
 ঋটিতোবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছূভম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সোবাচাস্মিন্ সুরাঃ কামং বিশধ্বং গতসাধ্বসাঃ ।  
 বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণুশা দর্শয়ামুদ্যোতীকৃতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 তন্নিশম্য বচস্তস্তা ওমিত্যুক্তা পুনর্ব্বয়ম্ ।  
 সমারুহোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮ ॥  
 মুক্তাদামমুসংবীতে কিঙ্কিণীজালশব্দিতে ।  
 সুরসদ্বনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 সোপবিষ্টাঃ স্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মাশ্বিজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 স্বশক্ত্যা তদ্বিমানং বৈ নোদয়ামাস্তাশ্বরে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাম্ দেবীদম্ভবিমানারোহণেনোর্কলোক-

গমনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সৃষ্টুপাদানাদ্যদর্শনাদাহ ন তৃতানীতি ॥ ৩৬ ॥

গতসাধ্বসা গতভয়াঃ । ( ইদানীং ব্রহ্মাদীন্য অব্যক্তসৃষ্টেনির্ভাঙ্গং দর্শয়িতুমাসমাপ্তেরাহ  
 মান ইতি ॥ ৩৭—৪০ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইব ? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন, সেই পরম কল্যাণরূপিণী দেবীর বদনে  
 যৎ হান্তের সঞ্চার হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইরূপে একটা পরম  
 শোভাময় বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৪—৩৬ ॥ তদনন্তর দেবী কহিলেন, সুরগণ !  
 তোমাদের কোন শঙ্কা নাই। আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই এই বিমানে আরো-  
 হ কর। যদিচ তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সকল দেবগণের ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, তথাপি  
 দ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব। তাহার এইরূপ আদেশ  
 মাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই নিরীক্সচিত্তে সেই নানারসস্বাদশোভিত মুক্তাদাম-  
 বজ্রভিত্তিকিঙ্কিণীজাল-মিনারিত অমরপ্রাসাদ-সমিত দিব্যবাসে আয়োজন পূর্ব্বক উপবিষ্ট  
 ইলাম ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তখন, দেবী অম্বিকা আমাদিগকে সেই বিমানোপবিষ্টাঃ রূপে উপবিষ্ট  
 দম্বিয়া উহারে খীর অনন্তশক্তি প্রভাবে ক্রমশ উর্দ্ধাংশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

সংবিধি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণে দেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে ব্রহ্মাদি দেবগণের

উর্দ্ধলোকগমন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

বিমানোচ্ছ্রাবাচ ।

বিমানং তন্মনোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্ ।  
ন জলং তত্র পশ্যামো বিস্মিতাঃ স্মো বয়স্তদা ॥ ১ ॥  
বৃক্ষাঃ সৰ্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ ।  
মহী মহীধরাঃ কামুং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২ ॥  
নার্যাশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সন্নিহরাঃ ।  
বাপ্যাঃ কূপাশ্চান্ধাশ্চ পদ্মলানি চ নিব্বরাঃ ॥ ৩ ॥  
পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্ ।  
যজ্ঞশালাসমানুজ্ঞাং নানাহর্ষ্যবিরাজিতম্ ॥ ৪ ॥  
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্ ।  
স্বর্গোহয়মিতি কেনাসৌ নির্মিতোহস্তি তদাভূতম্ ॥ ৫ ॥

---

সপ্তবটিলোকং বৈষ্ণবীক্ষ্যমানহা হরাদয়ঃ ।

দধুশুভ্রে দেবদেবীমিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

বিমানভাষরগমনানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ বিমানং তন্মনোবেগমিতি ॥ ১—২ ॥  
নিব্বরা গিরিপ্রভবণানি ॥ ৩—৪ ॥  
স্বর্গোহয়মিত্যস্মাকং প্রত্যভিজ্ঞা জাতা পরন্তু স স্বর্গোহয়মস্মৎসৃষ্টিস্বর্গাপেক্ষাতঃ কেন-  
নির্মিত ইত্যভূতমাস্মাকং তদা জাতম্ ॥ ৫ ॥

---

বৃক্ষা কহিলেন, বৎস নারদ! কিয়ৎকাল পরে মনের জ্ঞান বেগগামী সেই বিমান  
যেস্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের দেশ মাত্রও নাই; তদর্শনে আমরা  
সকলেই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বনুজরা, গি-  
রীসকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ফলভারাবনত নানাবিধ তরু-  
রাজি কোকিলপুঞ্জের কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১—২ ॥ কোন স্থানে প্রেক্ষাপ্রেক্ষা  
বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা নিব্বরিষী সপ্তম বরবর  
শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে; স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ  
ও পবন সকল শোভা পাইতেছে; চতুর্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর  
নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে; তাহার পর, ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে,  
আমাদের সম্মুখে বজ্রশালা-সুশোভিত নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত দিব্যপ্রাকার পরিবেষ্টিত

রাজানং দেবসঙ্কাশং ব্রজস্তুং যুগয়াং বনে ।  
 অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চাখিকা ॥ ৬ ॥  
 ক্ষণাচ্চাল গগনে বিমানং পবনেন্নিতম্ ।  
 মুহূর্ত্তাভ্যাততঃ প্রাপ্তং দেশে চান্তে মনোহরে ॥ ৭ ॥  
 নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুত্তমম্ ।  
 পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥  
 চতুর্দন্তো গজস্তুত্যাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ ।  
 অপ্সরমাস্তু বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯ ॥  
 ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্যসমম্বিতৈঃ ।  
 গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্ত্রৈ যক্ষা বিদ্যাধরাশ্চ ॥ ১০ ॥

তত্র যদা বিমানমাগতং তস্মিন্ সময়ে তৎস্বর্গস্থো দেবরাজো যুগয়াং কর্ভুং বহির্নির্গতঃ সোম্মাভিদৃষ্টঃ । তস্মিয়েব স্থলে স্থিতৈরস্মাভিঃ পূর্বদৃষ্টা যাক্ষিকা সাপি বিমানোপরিস্থিতা দৃষ্টা ॥ ৬ ॥

যুগয়াং কর্ভুং গতমিত্যানেন স্বর্গাদবহদূরং যদা বিমানং স্থিতং তৎকালিকো বৃত্তান্ত এতৎ পর্য্যন্তমুপপাদিতোহথ যদা মুহূর্ত্তান্তরেন বিমানং স্বর্গনিকটে গতং তৎকালিকং বৃত্তান্তমাহ ক্ষণাচ্চালতি দেশে চান্ত ইতি স্বর্গনিকটে দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রমণীয় নগর ॥৩-৪॥ তাদৃশ নগর দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইল যে, একি ? এবে স্বর্গধাম দেখিতেছি ; ঈদৃশ আশ্চর্য্যময়ী নগরী কে নির্বাণ করিল ? ॥ ৫ ॥ দেখিলাম, সেই সময়ে একটা মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত হইয়া যুগয়ার্থে গমন করিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা ; আবার তখনই দেখিলাম যে ঐহাকে পূর্বে আমাদিগের সৃষ্টাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী অখিকা বিমানোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ইহার ক্ষণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুভরে ক্রমে উর্দ্ধগগনে সমুথিত হইয়া প্রচণ্ড সমীরণ বেগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অপর একটা মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭ ॥ দেখিলাম সেখানে, দিবা নন্দনকানন শোভা পাইতেছে । তাহার মধ্যে একটা পারিজাত তরুশুলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮ ॥ তাঁহার অনতিদূরে অঙ্গুশম দন্ত-চতুষ্ঠর পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান ; তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে । আবার মলার-কুম্ববাটিকা মধ্যে শত স্তম্ভ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ, মুচ্ছনাদিগরিপূর্ণ সংগীতরসে বিতোর হইয়া চিন্ত রমণ করিতেছে ; তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় গুলোমকতা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতু ও বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯-১১ ॥

মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ ।

দৃষ্ণঃ শতক্রতুতত্র পৌলোম্য সনিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥

বনস্ত বিস্মিতাশ্চাস্ম দৃষ্টা ত্রৈবিষ্টপস্তদা ।

যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবন্থম্ ॥ ১২ ॥

বিলোকাং বিস্মিতাশ্চাস্ম বয়ং তত্র স্তরান্ স্থিতান্ ।

তদা বিনির্গতো রাজা পুরাতন্যাং স্তমণ্ডিতাং ॥ ১৩ ॥

দেবরাজ ইবাকোভ্যো নরবাহ্যাবনৌ স্থিতঃ ।\*

বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচালণ তরসাগতম্ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সৰ্বদেবনমস্কৃতম্ ।

তত্র ব্রহ্মাণমানৌক্য বিস্মিতৌ হরকেশবৌ ॥ ১৫ ॥

সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সৰ্ব্বৈ সান্নাঃ স্বরূপিণঃ ।

সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পৰ্ব্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬ ॥

স্বরভিঃ স্থিতা দৃষ্টেতার্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

রমন্তি চেতি । তে চ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ । ইজ্রাসনে ইজ্রোহপি দৃষ্ট ইত্যাহ । শতক্রতুরিতি ।  
দৃগ্গাং কৃত্যগতঃ স্বাসনে স্থিতো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যাদঃপতিং বরুণম্ ॥ ১২ ॥

তাহার পর, জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমরা একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; বৎস নারদ ! অধিক আর কি বলিব, একেত আমরা সেই অন্তিমের বিকল্পগণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সহসা সেই রক্তবিশিক্ত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলাম ; কেননা, এইমাত্র বাঁহাকে নন্দনকাননে শটীর সহিত জীড়া করিতে দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুণ্ণভাবে দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একখানি মর্ত্য-লোক স্বতের স্তায় নররাহিত শিবিকায় আরোহণ পূৰ্ব্বক আমাদের সন্মুখীন হইলেন ? কারণ তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূৰ্ব্বস্থল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। বাহা ইউক্ বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি, এমন সময় আমাদের বোমবান সহসা পবনবেগে সৰ্বদেবনমস্ত সৰ্বলোকাভীত ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে আসিয়া দেখি যে, একটা চতুর্ভুজ ব্রহ্মা তথায় বসাজ করিতেছেন। তদ্বর্ণনে ভগবান্ শঙ্কু এবং কেশব অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২—১৫ ॥ সেই বিকল্পম ব্রহ্মসভামধ্যে সাক্ষবৎ সকল মুষ্টিমান রূপে শোভা পাই-

\* কচিং পুত্রে পাটোহয়ং ন দৃশ্যতে ।

† বিমানস্ত ব্রহ্মাভ্যাং চলতঃ । ইতি পাঠঃ কচিং দৃশ্যতে ।



মাযুচতুশ্চতুর্বন্ধু! কোহয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ ।  
 তাববোচমহং নৈব জানে সৃষ্টিপতিং পতিম্ ।  
 কোহং কোহয়ং কিমর্থং বা ভ্রমোহয়ং ময় চেষ্বরৌ ॥ ১৭ ॥  
 ক্ষণাদথ বিমানং তচ্চালাশু মনোজবম্ ।  
 কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণান্বিতে ॥ ১৮ ॥  
 মন্দারবাটিকারম্যে কীরকোকিলকূজিতে ।  
 বীণামুরজবান্দৈশ্চ নাদিতে স্তম্ভদে শিবে ॥ ১৯ ॥  
 যদা প্রাপ্তং বিমানস্তত্ভদৈব সন্দনাচ্ছুভাৎ ।  
 নির্গতো ভগবাক্ষুর্ষুর্যারুচস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২০ ॥  
 পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশৈথরঃ ।  
 ব্যাঘ্রচর্মপরীধানো গজচর্মোত্তরীয়কঃ ॥ ২১ ॥  
 পাঞ্চিরক্ষো মহাবীরো গজাননষড়াননো ।  
 শিবেন সহ পুত্রৌ দ্বৌ ব্রজমার্নৌ বিরোজতুঃ ॥ ২২ ॥

বিস্মিতা ইতি অস্মৎসৃষ্টিস্বদেবতাপেক্ষয়া এভে' কস্মাদাগতা ইতি বিস্মিতা ইত্যর্থঃ ।  
 তস্মিন্নেব সময়ে যঃ সিংহাসনে স্থিত ইক্সৌ দৃষ্টঃ স তস্মাৎ পুরান্নির্গতো দেবরাজঃ । ইব শকো  
 নিশ্চয়ার্থকঃ । দেবরাজ এব নরবাহা যাবনিঃ শিবিকারূপা তস্তাং স্থিতো দৃষ্টঃ ॥ ১৩—২৩ ॥

তেছে ; তদ্বিন্ন, নাগ, পন্নগ, পর্কত, সাগর ও অসংখ্য শোভনস্বতী সকল দেদাপ্যমান রূপে  
 বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥ এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আমার  
 জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে চতুর্ধুখ ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে? তাঁহাদিগের এইরূপ  
 জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে, কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারি-  
 তেছি না । দেখুন, আপনারাও ত, উভয়েই সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ ! স্মৃতরাং আপনাদিগের  
 নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলত ইনি যে, কে? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে  
 আমার বিবন ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে? ॥ ১৭ ॥ আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্তা  
 কহিতেছি, এমন সময় আমাদের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ড-  
 বেগে আকাশমণ্ডলে সমুখিত হইল । অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মন্দারতরুবাটিকা পরি-  
 শোভিত শুক ও কোকিল কুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোহর  
 বাদ্যে নিনাদিত সর্ব্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত্ত পরম কল্যাপময় কৈলাস শিখরে আসিয়া  
 উপস্থিত হইল ॥ ১৮—১৯ ॥ যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে,  
 দশটা বিশাল বাহসম্বিত নেত্রভ্রম-পরিশোভিত শাঙ্গুলচর্ম্মাধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর  
 ভগবান্ শঙ্কু গজাস্তরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পাঞ্চিরক্ষক স্বরূপ মহাবীর গজানন ও ষড়ানন  
 সমভিযাহারে বুরোরোহণে সেই রমণীয় ধাম হইতে নির্গত হইতেছেন । তৎকালে, শুই ও

নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্বৈ গণপাশ্চ বরাশ্চ তে ।  
 জয়শব্দং প্রযুজ্জানা ব্রজন্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ ॥ ২৩ ॥  
 তং বীক্ষ্য শঙ্করং চাত্মং বিস্মিতান্তত্র নারদ ! ।  
 মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহিং শ্রবস্মুনে ! ॥ ২৪ ॥  
 ক্ষণান্তস্মাদিগিরেঃ শৃঙ্গাঙ্ঘ্রিমানং বাতরংহসা ।  
 বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রম্যারমণমন্দিরম্ ॥ ২৫ ॥  
 অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া স্মৃত ! ।  
 বিস্মিয়ৈ তদা বিষ্ণুর্দৃষ্টা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥  
 সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ ।  
 অতসীকুসুমভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৭ ॥  
 দ্বিজরাজাধিরাজশ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ ।  
 বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃশুভৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্বৈ বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্ ।  
 পরস্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতান্তস্মিন্ বরাসনে ॥ ২৯ ॥

শঙ্করমিতি । এতচ্ছঙ্করাধিমানস্বাক্ষরাদন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মাতৃভিঃ সহিতং শঙ্করমিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

গজানন নামক মহাদেবের সেই পুত্রবয় পিতৃসমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীয়া  
 শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন, এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষ সকল নিয়ত  
 জয়শব্দ প্ররোগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতেছিল ॥ ২০—২৩ ॥  
 বৎস নারদ ! অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণপরিবৃত্ত অপর একটা শব্দ  
 শ্রুতি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম । বিশেষত আমিত একেবারে  
 নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিলাম ॥ ২৪ ॥ এদিকে, দেখিতে  
 দেখিতে আমাদের ব্যোমধান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মী-  
 কীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল ॥ ২৫ ॥ পুত্র ! সেখানে পৌছিলা  
 একটা অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাগ্রভাগে দেখি যে অপর এক  
 পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুশ্রুতি গমন করিতেছেন । আমাদিগের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম  
 পুরিটা দেখিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন । বৎস ! বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে  
 বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অজল্যোতিঃসম্পন্ন  
 পীতাবরণপরিধারী চতুর্ভুজ ; এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র গরুড়ো-  
 পরি আকৃষ্ট ছিলেন । পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে স্নহমাসোভিত চামর দ্বারা ব্যজন

ততশ্চচাল তরসা বিমানং বাতরংহসা ।

স্বধাসমুদ্রঃ সম্প্রাপ্তো মিষ্টবারিমহোন্নিমান্ ॥ ৩০ ॥

যাদোগগসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ ।

মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ পাদপৈরতিশোভিতঃ ॥ ৩১ ॥

নানাস্তরগণসংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ ।

মুক্তাদামপরিষ্কিক্তো নানাদামবিরাজিতঃ ॥ ৩২ ॥

অশোকবকুলাধোশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ ।

সংবৃতঃ সর্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

কোকিলারাবসংযুক্তো দিব্যগন্ধসমম্বিতঃ ।

দ্বিরেক্যতিরণংকারৈরঞ্জিতঃ পরমার্জ্বতঃ ॥ ৩৪ ॥

সদনাগ্রে ইতি । যদৈককূৰ্ণস্থিতো বিষ্ণুস্তদৈককূৰ্ণসদনাগ্রে ইত্যর্থঃ । যযৌ প্রাপ্তবান্ ইমে ব্রহ্মাদয়োগব্রহ্মাণ্ডস্তা এতদৃষ্টা ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৭—৩১ ॥

মন্দারপারিজাতেতি । অতিশোভিতো মণিধীপদেশ ইতি শেষঃ । অতএবাগ্রে তস্মিন্ দ্বীপ ইত্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে ॥ ৩২—৩৪ ॥

করিতেছিলেন ॥২৬—২৮॥ নারদ ! সেই সনাতনমূর্তি অভিনব বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমরা এতদূর আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাক্শক্তি বিহীন হইয়া কেবল সেই বিমানস্থ বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥২৯॥ এমন সময়, আমাদেরিগের আকাশদ্বান আবার তৎক্ষণাৎ সমীরণ বেগে সমুখিত হইল । অনন্তর উহা কণমধ্যে মধুময় বারিরাশি-পরিপ্লাবিত অসংখ্য জলচরসমাকীর্ণ স্বধাসাগর মধ্যে উপনীত হইল ; দেখিলাম, ঐ স্বধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তীর্ণ ভরসমালা যেন গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ডবেগে উল্লস্কন করিতেছে ; আবার কোথায়ও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল স্বভাব জলহিল্লোল সকল ঠিক যেন আক্লাদে দ্বীত হইয়া সমুদ্রের বন্ধঃহলে ঝাড়াইয়া নৃত্য করিতেছে । এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুমুদতরুরাজি পরিশোভিত বিবিধ আভরণাক্রান্ত নানা-প্রকার চিত্র বিচিত্রিত মুক্তাদাম বিমণ্ডিত একটা মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, দ্বীপটী স্তবিকত কুমুদভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি পাণ্ডপাবলীতে পরিবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছে ; সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কলনাদী পুংকোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত বিরেক মালার গুণ্ণ গুণ্ণ স্বরের সহিত নিজ নিজ স্তম্ভুর পঞ্চমস্তর সংমিশ্রিত করিয়া কণে কণে কল কলধ্বনি পূর্বক এমন তান ধরিতাছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্বচনীয় কাকলী কুহরব-কৌলারলে দ্বিগুণগুণকে একখানি মধুস্র একতান বস্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিতাছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ বৎস নারদ ! তাহার

তস্মিন্ বীপে শিবাকারঃ পর্য্যকঃ স্তমনোহরঃ ।  
 রত্নালিখচিতোহত্যর্থং নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 দৃষ্টোহস্মাভির্বিমানৈর্দূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 নানান্তরঙ্গসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ।  
 পর্য্যকপ্রবরে তস্মিন্নুপবিষ্টা বরাদনা ॥ ৩৭ ॥  
 রক্তমালাশ্রয়ধরা রক্তগন্ধামূলপেনা ।  
 স্তরস্তনয়না কাস্তা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮ ॥  
 সূচাকুবদনা রক্তদন্তচ্ছদবিরাজিতা ।  
 রমাকোট্যধিকা কাস্ত্যা সূর্য্যবিশ্বনিভাখিলা ॥ ৩৯ ॥  
 বরপাশাকুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী ।  
 অদৃষ্টপূর্বা দৃষ্টা সা স্তন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০ ॥

শিবাকারঃ পর্য্যকঃ ব্রহ্মবিজ্ঞক্লেষরাঃ পর্য্যকপুংসঃ সঙ্গশিবন্ত কলকস্থানীরঃ ততঃশিবাকারো জাতঃ । ইদং সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্ । অত্র মণিধীপস্থানং ব্রহ্মাণ্ডাবহিরন্তীতি স্বাদশ-  
 স্কন্ধে বক্ষ্যতে । স্তমকুমধ্যাশ্লক্কে ভবতীতি তু ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জাণ্যে বলিতোপাখ্যানে স্পষ্টম্ ।  
 তৎপরিমাণং তদ্বর্ণনঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ । চুর্কাসংক্ৰতে স্তবরস্তে শিবরহস্তে দ্বিতীয়াংশে চ ॥ ৩৫ ॥

রত্নালয়ো রত্নভ্রমরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ইন্দ্রচাপবন্দনেকবর্ণবিশিষ্টমণিসমন্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

বরপাশাকুশেতি । আয়ুধস্থানানি বামাধঃকরমারভ্য দক্ষিণাধঃকরপর্য্যন্তম্ । তচ্ছব্দং  
 মহাসম্বোধনে তস্মৈ । “দক্ষিণে চাকুশং দক্ষাধামে পাশং প্রদাপয়েৎ । অতঃ দক্ষিণে দক্ষা-

পর আমরা সেই ব্যোমবানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ  
 মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীখচিত পরমসুন্দর অনর্থ আন্তরঙ্গসমাজ্জ্বলিত ইন্দ্রবজ্র  
 সদৃশ একখানি রমণীয় শিবাকার পর্য্যক ; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ সুসজ্জিত  
 সর্বজন-মনোহর ‘পর্য্যক’ের উপরিভাগে রক্তাশ্রয়ধারিণী একটা নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী  
 দিব্যাসনা রমণী অঙ্গনিচরে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ;  
 সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোহলামান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা,  
 বিশেষতঃ তাহার নরনের অভ্যন্তরদেশ অতীব রক্তবর্ণ । পরন্তু, সেই সূচাকুবদনার  
 অনির্লচনীর দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিরা হিরতাবে  
 পাড়াইকেও উপমার যোগ্য নহে । আহা ! তাহার সেই উমপাশুভ লোহিতবর্ণ ওষ্ঠা-  
 ধরেরই বা কি অনির্লচনীর শোভা ! বৎস ! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় কোটি  
 কোটি লক্ষী বা একত্রিত কোটি কোটি স্বর্গমণ্ডল প্রভাও তাহার সেই অতুল্য দেহকান্তির  
 নিকট পরাভূত হয় ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সেই সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুল্য ভূত  
 চতুষ্টয়ে বরাভয় ও পাশাকুশাদি আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক জীবৎ হাত বদনে বোধ হয়

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈস্ত পক্ষিহ্মৈর্নিষেবিতা ।

অরুণা করুণামূর্তিঃ কুমারী নবযৌবনা ॥ ৪১ ॥

সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দগ্নিতমুখাশ্রজা ।

উদ্যৎপীনকুচম্বন্দ্বনির্জিতাভোজকুটুম্বলা ॥ ৪২ ॥

নানামণিগণাকীর্ণভূমগৈরুপশোভিতা ।

কনকাস্তদকেয়ুরকিরীটপরিশোভিতা ॥ ৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকবিটকবদনাম্বজা ।

হল্লৈখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ ॥ ৪৪ ॥

ধরং বামে প্রদাপয়েদিতি । দশপটল্যামপি ভুবনেশীধ্যানে দক্ষেহুশতায়ৈ প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টমিতি । ইষ্টদং বরম্ । আয়ুধার্থস্ত্র প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছ্রীচক্রভগবৎ-পাদৈর্দর্শিত্বরেণোপাদিত ইতি তত এবাবধারণ্যঃ । ভুবনেশ্বরী সর্বভুবনেশ্বরীতর্থাঃ । ভুবনেশ্বরীপদনিকৃষ্টস্ত ভুবনেশ্বরীপারিজাতে ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াঞ্চ । ইদঞ্চ ধ্যানং দেব্যর্থকশিরসি জংগুপুত্রীকমধ্যস্থ্যং প্রাতঃসূর্য্যসমপ্রভাম্ । পাশাছুশধরাং সৌম্যাং বরদাভরহস্তকাম্ । ত্রিবেন্দ্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামহুবাং ভজ্যে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈবিতা । যদাপক্ষিগণোহপি হ্রীঙ্কারং জপতি তদাত্তে জপন্তি হ্রীঙ্কারবীজ-মিত্যত্র কিং বক্তব্যম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যৎপীনেতি । স্তনদ্বয়েন কমলকুটূলে জিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকেতি । কনতী দীপ্যমানে যৈ শ্রীচক্রাকারে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রাকারে তাটকে রত্নকুণ্ডলে তাভ্যাং বিটকং মন্দরং বদনারবিলম্বং যন্তাঃ সা । হল্লৈখা ভুবনেশীতি । হল্লৈখাপদবাংপন্তিস্ত ভুবনেশ্বরীরহস্তে উক্তা । হৃদি লেখ্যে জাগর্ত্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা ।

ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্য রাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন ; ফলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বৃত্তিতে পারিলাম, যে, এক্রপ মূর্ত্তি আর ইতঃ-পূর্বে কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই ॥ ৪০ ॥ বৎস ! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তদ্রূপ বস্ত্রবিহঙ্গকুলও হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নবযৌবমাঢ্যা অরুণ-বর্ণা করুণাপূর্ণ কুমারীর দেবায় নিরত রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ জগতে বাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎসমস্তই সেই সরোজবদনার চরণ সরোজকে আসিয়া শরণ লইয়াছে ; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতোন্মুখ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমল-কুটূলে লজ্জাভিমনে গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ বৎস ! একেত তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই লীলা নাই তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচর-বিজড়িত রত্নময় অঙ্গ, কেয়ুর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কার সকল ধারণ করায় তিনিই এই বিখ্যাতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্য লক্ষীর আধারভূত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন ; বিশেষতঃ তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজ খানি দেদীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডল-যুগল দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া যেরূপ লোকাভীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী

সখীবন্দে: স্ততা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী ।

হুল্লৈখাদ্যাভিরনরকস্তাভি: পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুহুমাদ্যাভির্দেবীভি: পরিবেষ্টিতা ।

দেবীষট্‌কোণমধ্যস্থা যজ্ঞরাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টা তাং বিস্মিতা: সর্বৈ বয়ং তত্র স্থিতাবন্ ।

কেয়ং কাস্তা চ কিংনাম ন জানীমোহত্র সংস্থিতা: ॥ ৪৭ ॥

সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা ।

সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হুল্লৈখা কথ্যতে তস্মাদিতি । ত্রিপুরতাপনীরঞ্জনীরপি । হৃদয়াগারবাসিনী হুল্লৈখতি । ভুবনেশীপদবাৎপতিস্ত ভুবনেশীপারিজাতে ভুবনেশী হৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংস্থিতায়াঃ । ব্যোম-বীজে মহেশানি কৈলাসাদিপ্রতিষ্ঠিতম্ । বহুবীজাং সুবর্ণাদিনিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে । তেনাং বর্ততে লোকো ভূমণ্ডলসমস্থিতঃ । তুর্যাস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে । মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্তাপি নায়িকা । অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যতে । বিন্দুচক্রায়ুতং দেবি ! প্লাবয়ন্তী লগজয়ম্ । দ্রবরূপা ভবেতস্মাৎ সৃজন্তী চার্কমাত্রয়া । অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যত ইতি । ভুবনেশ্বৰ্য্যুপনিষদি ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি । যজ্ঞাৰ্হস্ত হালাস্তমাহাশ্বো উক্তঃ । সর্বোপোদ্বাতেএব দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

হুল্লৈখাদ্যা অমরকস্তা: ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুহুমাদ্যাশ্চ যজ্ঞাবরণদেবতা: । ইদমুপলক্ষণং সেবার্ধমাগতানামন্তদেবতানামপি । তদুক্তং বন্ধাওপুরাণে । সেবার্ধমাগতান্তত্র বৃদ্ধাগ্নী বৃদ্ধকোটয়ঃ । লক্ষ্মীনারায়ণানাঞ্চ কোটয়ঃ সমুপাগতা: । গৌরীকোটিসহস্রাণাং রুদ্রাণামপি কোটয় ইতি । যজ্ঞমাহ । দেবীষট্‌কোণেতি । ষড়্‌গুণিতযজ্ঞমধ্যাহ্নেত্যর্থঃ । তত্র যজ্ঞং প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্ । যথা পদ্মমষ্টদলং ব্রাহ্মে বৃত্তং ষোড়শভির্দলৈঃ । বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরমিতি শারদোকৃতং গ্রাহ্যম্ ॥৪৬-৪৭॥

যার। বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র ॥ তাহার পর ক্রমশ নিকটস্থ হইয়া দেখি, হুল্লৈখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকস্তা সহচরী হুল্লৈখা, (যেঁ পরা প্রাণশক্তি লেখায় জায় হৃদয় মধ্যে নিরন্তর আগরূক থাকেন) ভুবনেশী, এই নাম যথ করিতে করিতে অহর্নিশ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক স্ততিগান করিতে-ছেন ॥ ৪৫ ॥ বৎস ! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্বুত ব্যাপার সকল লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ তাহার পর দেখি যে, সেই জ্যোতির্ময়ী দেবী অনঙ্গকুহুমাদি যজ্ঞাবরণরূপ দেবীগণে পরিবৃত্ত হইয়া ষট্‌কোণাকার যজ্ঞরাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন ; ফলতঃ তথায় আমরা সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টের রমণীয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়গাগরে নিমগ্ন হইয়া। এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এই অনির্লচরী রূপলাবণ্যবতী কামিনী কে ? ইহার নামই বা কি ? এতলৈ থাকিয়াও, আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥৪৬—৪৭॥ আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে

নাংসরা নাপি গন্ধৰ্বী নেয়ং দেবান্না কিম ।

ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ ! সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

তদাসৌ ভগবান্বিষ্ণুর্দৃষ্টৌ তাং চারুহাসিনীম্ ।

উবাচাস্থাং স্ববিজ্ঞানাং কৃষ্ণা মনসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৫০ ॥

এষা ভগবতী দেবী সর্বেষাং কারণং হি নঃ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৫১ ॥

হুজ্জেরাল্লখিয়াং দেবী যোগগম্যা ছুরাশয়া ।

ইচ্ছা পরাজ্ঞানঃ কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিণী ॥ ৫২ ॥

ইতি বাবস্তুভূজাং পশুস্তি তাবদেব সৈব মূর্তির্বিরাড্রূপেণ দৃশ্যমানভবদিত্যাহ ।  
সহস্রনয়নারামেতি । বিরাট্বরূপং দেব্যাস্ত সপ্তমঙ্কে স্পষ্টম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সবিজ্ঞানাং স্বকীয়স্বরূপাং ॥ ৫০ ॥

এথেতি । যদ্ব্যোহস্বাকং কারণং সাম্যাবস্থায়োপাধিকবুদ্ধরূপং তদিতং তদ্ব্যাকৃতমাসী-  
দ্ভূতামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিতং ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যং মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিহং স্বজতি  
সর্বমিদং রক্ষতি সর্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাযিতি । অজ্ঞানমেকাং  
লোহিতগুরুকৃষ্ণাং ন তত্র কার্যং কারণং চেত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যম্ । তদেবা ভগবতী  
তন্ত্বেব মুখ্যা মূর্তিরিয়মিতি ভাবঃ । পরং ব্রহ্মৈব সর্বকারণমায়ানবলিতং ভক্তাঙ্গগ্রহার্থমিদং  
রূপং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইচ্ছতি । ইচ্ছাশক্তিরূপাকুসারীতি শিবহুজ্জপ্রতিপাদ্যা । তং কিং জড়া নেত্যাহ । নিত্যা-  
নিত্যস্বরূপিণীতি । নিত্যং ব্রহ্মানিত্যং মায়া তদ্ব্যয়রূপিণী মায়ানবলবুদ্ধরূপিণীত্যর্থঃ । তথা  
চ ভগবত্যা উভয়াস্বকৃষ্ণাং কদাচিদবুদ্ধরূপেণৈব বর্ণনং কদাচিৎকৃষ্ণরূপেণৈব বর্ণন-  
মিতীচ্ছাশক্তিরূপেণ বর্ণনেহপি দোষাভাবঃ । তথাচ স্মৃতিঃ । হ্রীকার উভয়াস্বক ইতি ।  
শিবশক্ত্যস্বক ইত্যর্থঃ । হ্রীং বুদ্ধেতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৫২ ॥

বাহাকে দূর হইতে চতুর্ভূজা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছিল; তিনিই আবার এক্ষণে দেখিতে  
দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত কর চরণ ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্বুত বিরাটরূপে প্রতীত হইতে  
লাগিলেন; দেখ, নারদ! তৎকালে, আমরা সংশয়াক্রান্ত চিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে  
লাগিলাম, যে, এ যেরূপ অদ্বুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ইহাকে কোম অঙ্গরা কি  
গন্ধর্বকন্তা বা কোন অশ্রদ্ধার্জনা বলিয়াত বিবেচনা হইতেছে না; এইরূপ ভাবিতোহ এমন  
সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চারুহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূর্বক স্বীয়  
বিজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জন্ম-মৃত্যু  
বিবর্তিত পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্তিত, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া; এই  
দেবী ভগবতীই আমাদের তিন জনের উৎপত্তির হেতুকৃত্তা ॥ ৪৮—৫১ ॥ এই দেবী  
স্বল্পমতি নরের পক্ষে সুহৃজ্জেরা ও দুর্জ্জাত্য হইলেও তৎকাল স্ববিগ্ণ ইহাকে লম্বাধিবোণে  
বিহ্বল আত্মাতেই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন; ইনি আর্যরূপে অমিত্য কটন, ক্রিয়, চিদানন্দ  
বুদ্ধরূপে নিত্য; ইহাকেই আবার বেদে পরাজ্ঞা পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া নির্দেশ

ভূরারাদ্যান্নভাগৈশ্চ দেবী বিধেঃশরী শিবা ।  
 বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩ ॥  
 এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে ।  
 লিঙ্গানি সর্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪ ॥  
 সর্ববীজময়ী হেযা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ ! ।  
 বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্চতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥  
 দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ।  
 পরিচর্যাপরাঃ সর্বাঃ পশ্চতাং ব্রহ্মশঙ্করৌ ! ॥ ৫৬ ॥  
 ধন্য বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম সাম্প্রতম্ ।  
 যদত্রে দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়স্ত্বিদম্ ॥ ৫৭ ॥  
 তপস্তপ্তং পুরা যত্নাভ্যশ্বেদং ফলমুভয়ম্ ।  
 অন্তথা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮ ॥  
 পশুস্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদাত্তাপস্বিনঃ ।  
 রাগিণো নৈব পশুস্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯ ॥

বেদগর্ভা বেদজনয়িত্রী । অস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃস্বসিতমেতদুৎপেদ ইত্যাদিশ্রুতঃ । মনৈ-  
 বাজ্ঞা পরাশক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী । ঋগ্যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ততে ইতি কুর্শ-  
 পুরাণে ষাটশাধ্যায়ে ত্রিভগবত্বাক্ষেপঃ ॥ ৫৩ ॥

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ এই দেবী বিশালাক্ষী বিধেঃশরীই জগতের আদিভূতা, ইনিই সর্বভূতের  
 নিয়ত্রী; মহাত্মা ঋষিরা ইহাঁকেই সর্ব জীবের কল্যাণরূপিণী বেদগর্ভা বলিয়া কীর্তন করিয়া  
 থাকেন; অন্যভাগ্য ব্যক্তিগণই ইহাঁর আরাধনায় সমর্থ হইতে পারে না । ইনি প্রলয়-  
 কালে সমস্ত বিশ্বসংসার সংহার পূর্বক জীবনিবাহের বাসনাসম্বিত ব্যষ্টি-স্থল-শরীর সকল  
 যজ্ঞাশ্বরূপ নিজ সমষ্টি-শরীরে (মূল প্রকৃতিতে) সরিবেশিত করিয়া একমাত্র অবৈতাত্ম-  
 স্বরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর ! হৈহ্রদ্রজ্ঞ ! সংপ্রতি যিনি  
 এইরূপে বিবাক্য করিতেছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণ-স্বরূপিণী; ঐ দেখুন, উহাঁর কোটি  
 কোটি বিভূতি সকল যথাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন; দেখুন দেখি, ঐ সকল দেব-  
 দেবীগণ কেমন দিব্যাভরণে বিভূষিত !! আর কেমন স্বর্ণীয় গন্ধজব্যো বিলেপিভাক হইয়া  
 পরিচর্য্যায় নিমিত্ত চতুর্দিকে লগ্নায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ আজ যখন আমরা দেবী  
 ভগবতীর স্নেহ অনির্বচনীয় চম্ভ রূপ সন্দর্শন করিতে পাইলাম, তখন, অবশ্যই আমরা  
 ধন্যবাদের পাত্র !! সংপ্রতি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে,  
 আমরা কদাচই এতদ্রূপ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতাম না ॥ ৫৭ ॥ পূর্ব্বে যে আমরা ঘোরতর  
 চৈতন্য তর্পণক্লেশ সহ করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয় তাহারই ফল জানিবে; অন্তথা, দেবী জগৎ-



মূলপ্রকৃতিরৈবেষা সদা পুরুষসঙ্গতা ।

ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়তোযা কৃৎস্না বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ হরৌ! ।

তশ্চৈষা কারণং সৰ্ব্বা মায়া সৰ্ব্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১ ॥

কাহং বা ক হরঃ সৰ্ব্বৈ রমাদ্যাঃ হরযোষিতঃ ।

লক্ষাংশেন তুলামস্তা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥

সৈষা বরাদ্ধনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে ।

বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩ ॥

শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যঙ্কে হস্থিরে দৃঢ়ে ।

পাদান্তুষ্ঠং করে কৃৎস্না নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪ ॥

কারণস্বরূপং ভগবত্যা বিশদয়তি । এষা সংজ্ঞ্যোতি । সৰ্ব্বজীবানামিতি । ব্যাপ্তিলিঙ্গ-  
শরীরানি তদ্বাসনাশ সমষ্টৌ হৃদ্রাশ্বনি স্থাপয়িত্বা তৎসমষ্টিলিঙ্গশরীরং সবাসনং স্বশরীরে  
প্রলয়কালে সন্নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা একাকিনী ক্রীড়তি ॥ ৫৪—৫৯ ॥

মূলপ্রকৃতিরৈবেষেতি । এবং বর্ণনং জড়শক্তিরূপত্বেন ক্রিয়তে । ভুবনেশ্বর্যা জড়াজড়-  
রূপত্বেন বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ জীবৌ দৃশ্যমিদং সৰ্ব্বং বিশ্বস্তন্তোভয়বিধস্তাপোঽৈষব কারণম্ । যথা সূদীপ্তাঃ  
পাবকাদিহু লিঙ্গা ইতিশ্রুতজীববিশ্ববিভাগস্ত কারণং ব্রহ্মাবীনত্বাৎ ॥ ৬১—৬২ ॥

সৈষেতি । অনয়েব মমার্থশ্লোকায়কভাগবতস্ত রহস্তভূততোপদেশঃ কৃত ইত্যাত্মা মূর্তি-  
দর্শনেন মম প্রত্যভিজ্ঞা সমুৎপত্তা । তস্ত শ্লোকোদ্ধৃতার্থস্ত । সৰ্বং খবিশং ব্রহ্মাহমেবেতি ।

জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূৰ্ব্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন ? ॥৫৮॥

ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঁহারা ভূরি ভূরি সংকার্গ্যের অমুষ্ঠান পূৰ্ব্বক সতত পুণ্যপুঞ্জ  
উপার্জন করেন, বাঁহারা নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিয়া সংপাত্রে অপৰ্য্যাপ্ত ধনাদি দান  
করিয়া থাকেন, তাদৃশ মহাত্ম্যরাই এই দেবী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর দর্শনলাভে  
সমর্থ; বৎস! বাঁহারা কেবল ঐহিক ভোগবিলাসেই প্রমত্ত তাঁহাদিগের ভাগ্যে কদাচ ইহাঁর  
সন্দর্শন লাভ ঘটে নাই ॥৫৯॥ ইনিই সেই আদ্যা মূলপ্রকৃতি; ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময়  
পুরুষের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন; এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড  
রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন । হে-স্বরস্বয়! বৃক্ষশব্দ! এই অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্যপদার্থ আর কুটস্থ চৈতন্য স্বরূপ  
পরমাত্মাই জীবন্ত উপাধি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া  
থাকেন; কিন্তু, এ উভয়বিধ বিষয়েরই একমাত্র কারণ এই সৰ্ব্ব মঙ্গলময়ী সৰ্ব্বেশ্বরী সমষ্টি  
মায়াকান্তি জানিবেন ॥৬০-৬১॥ এই সমস্ত দেবতা বা লক্ষ্মী প্রকৃতি স্বরূপমণীর্ণ কি আমিই  
কলকথা জামরা কেতট ঠট্টার লক্ষ্যার্থের এতৎস্বরূপ সত্যত এ জ্ঞান নহি ॥৬২॥ ইনি নিশ্চয়ই

লেলিহস্তঞ্চ ক্রীড়ন্তমনৈকৈর্বাচেষ্টিতৈঃ ।

রমমাংগং কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥

গায়ন্ত্রী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে ।

সেয়ং স্থনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬ ॥

কামং নো জননী সৈষা শৃণুতাং প্রবদাম্যহম্ ।

অনুভূতং ময়া পূর্বং প্রত্যভিজ্ঞা সমুখিতা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে মহাদেবীদত্তবিমানারোহণেন দেবদেবীদর্শনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তন্মায়ং যাময়া দৃষ্টা সৈবেয়ং সা চ সর্গকারণং স্বত্ৰাহ । তন্মাদিয়ং সর্গকারণমেবেতি ভাবঃ ।  
নমু কতামবস্থায়ামিযং ত্ৰয়া দৃষ্টা তত্রাহ, বালভাবে ইতি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা মহাদেবী জগদম্বিকা, যাহাকে আমি প্রলয়প্রাবিত মহার্ণব  
মধ্যে আমাকেই একটা ক্ষুদ্র বালকমূর্ত্তি করিয়া পরমাক্সাদসহকারে দোলাইতে দেখিয়া-  
ছিলাম; পূর্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্য্যঙ্কসদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ  
বালকের তায় নিজ দক্ষিণ পদাঙ্ক করে ধারণপূর্ব্বক মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সংলেহন  
করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম; সেই সময়, জননী যেমন স্বীয় শিশুসন্তানকে বিবিধ  
উল্লাপন পূর্ব্বক দোলাইয়া থাকেন ইনি সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আমার কোমলাঙ্গ  
সকলকে নানাবিধ স্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি ইহাঁকে দর্শন  
মাত্রেই জানিতে পারিয়াছি; ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা ॥ ৬৩—৬৬ ॥  
শব্দর ! ব্রহ্মন্! আপনাদের উভয়কে যাহা বলি শ্রবণ করুন, ইনি নিশ্চই আমাদের সেই  
জননী; পূর্বে যে, আমি ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত  
হইতেছে, কেননা, সস্ত্রীতি আমার অন্তরে তদ্বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শন বিষয়ক তৃতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দনঃ ।  
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বৈহ্মতাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১ ॥  
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্ত্যতোষা বরান্ হি নঃ ।  
সুত্রামশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে ॥ ২ ॥  
যদি নো বারয়িম্যস্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ ।  
পঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তে হরিণা বাক্যে স্প্রহক্টৌ স্প্রসংস্থিতৌ ।  
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ ॥ ৪ ॥

একোনপকাশংপদৈঃ স্ত্রীভাবগমনোত্তরং ।

বিষ্ণুনাথ কৃতং স্তোত্রং শ্রীদেব্যা ইতি কথ্যতে ॥

শ্রীদেবীদর্শনোত্তরং ব্রহ্মাদীনাং বৃত্তমাহ ইত্যুক্তেতি । ইতি পূর্বোক্তাং বালাবহাকথাং  
ব্রহ্মণে বিষ্ণুং ব্রহ্মা পুনর্ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরাহ ॥ ১—২ ॥

তত্রস্থা যদ্যেবে বারয়িম্যস্তি তন্নিম্নেব দেশে স্থিতাঃ স্তুতিং করিষ্যামস্তাবতা দয়াদী  
সর্বজ্ঞা দেবী জ্ঞাতৃত্বম্বাকং রূপাং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নারদং প্রতি ব্রহ্মাহ । ইত্যুক্তে ইতি । হরিবাক্যং শ্রুত্বা অহং হরশ্চোভৌ প্রমুদিতৌ  
জাতৌ নিকটে শ্রীদেবীসমীপে গমনায় তদা হরিং প্রত্যোমিত্যঙ্গীকারবাক্যমুক্তা স্থিতৌ ॥৪॥

লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! তাহার পর জনাস্তর-নিহনকারী ভগবান্ বিষ্ণু  
ঐ সকল কথা বলিয়াই-পুনরায় কহিলেন, চলুন আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে  
করিতে উঁহার নিকটে যাই তাহা হইলে, ঐ দেবী বিশ্ববিন্দিনী মহামায়া প্রসন্ন হইয়া  
নিশ্চয়ই আমাদের বর প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই ; মাতার নিকট-যাইতে সন্তানের  
কি কখন ভয় হয় ? অতএব, চলুন আমরা নির্ভয়ে যাইয়া জগজ্জননীর পদপ্রান্তে  
দাঁড়াইয়া স্তব করি ॥ ১—২ ॥ যদি দ্বারপাল বা পরিচারকগণ আমাদের নিকটে যাইতে  
বারণ করে, তাহা হইলে, আমরা সেই স্থলে দাঁড়াইয়াই একাএটিতে মহাদেবীর স্তুতিপাঠ  
করিতে থাকিব । ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! ভগবান্ হরি শঙ্করকে আর আমাকে এই কথা  
বলিলে পর, আমরা উভয়েই লোমাক্ষিত কলেবরে কিয়ৎকাল সেইস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলাম ;  
পরে জননীর নিকটে যাইবার অন্ত একেবারে আক্সাদে ক্ষীত হইয়া উঠিলাম ॥ ৩—৪ ॥

ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সৰ্বেৰ বিমানাঙ্ঘ্রিতাস্ত্রয়ঃ ।

উত্তীৰ্ঘ্য নিৰ্গতা হ্যরি শঙ্কমানা মনস্তলম্ ॥ ৫ ॥

দ্বারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সৰ্বান্ দেবী ভগবতী তদা ।

স্মিতং কৃৎস্না চকারাশু তাংস্ত্রীন্ ত্রীরূপধারিণঃ ॥ ৬ ॥

বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ স্তরূপাশ্চাকুভূষণাঃ ।

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্ত্ৰং সন্নিধিং পুনঃ ॥ ৭ ॥

সা দৃষ্টা নঃ স্থিতাস্ত্ৰে ত্রীরূপাংশ্চরণাস্তিকে ।

ব্যলোকয়ত চার্কবক্ষী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা ॥ ৮ ॥

প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্ ।

পরম্পরং লোকয়ন্তঃ ত্রীরূপাশ্চাকুভূষণাঃ ॥ ৯ ॥

পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্ ।

সূর্য্যকোটীপ্রতীকাশং স্থিতাস্ত্ৰে বয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

কাশ্চিদ্রক্তাশ্বরাস্ত্ৰে সহচর্য্যঃ সহস্রশঃ ।

কাশ্চিন্নীলাশ্বরা নার্য্যাস্তথা পীতাশ্বরাঃ শুভাঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ সৰ্বেৰ বয়ং বিমানাছত্তীৰ্ঘ্য তত্র গতা ইত্যাহ । ওমিত্যুক্তেতি ॥ ৫ ॥

ত্রীরূপধারিণ ইতি । তে বয়ং ত্রয়ত্রীরূপা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৯ ॥

অনন্তর, হরিকে তাহাই হউক এইরূপ বলিয়া তিন জনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শক্তিচিহ্নে দ্বারদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৫ ॥

নারদ ! তাহার পর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, তৎকালে দেবী ভগবতী আমাদের তিন জনকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া জীবৎ হস্ত করত কণমাत्रে আমাদের তিনজনকেই ত্রী মূর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬ ॥ এইরূপে তখন, আমরা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত স্তরূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥ আমরা সকলেই ত্রীভাবাপন্ন হইয়া চরণোপান্তে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া সেই অনির্লচনীয় রূপলাবণ্যবধী দেবী ভগবতী ত্রীতি-প্রদূজনয়নে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কার পরি-শোভিত ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহার সমুখে অবস্থিত রহিলাম ॥ ৮—৯ ॥ তৎকালে আমরা তিনজনেই সেই স্থলে থাকিয়া কেবল বিবিধ মণি-বিভূষিত কোটি সূর্য্য সমূহ প্রভাসম্পন্ন মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥ ১০ ॥ দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তাশ্বর, কাহারও নীলাশ্বর, কাহারও বা পীতাশ্বর এইরূপ বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিতা পরম রমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র

দেব্যঃ সৰ্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রাশ্চরভূষণাঃ ।

বিরেজুঃ পার্শ্বতন্তুস্তাঃ পরিচর্য্যাপরাঃ কিল ॥ ১২ ॥

জগুশ্চ ননুতুশ্চান্ধাঃ পর্য্যাপাসন্ত তাঃ ত্রিয়ঃ ।

বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যো মুদাহ্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি যদৃকং তত্র চাঙ্কুতম্ ।

নখদৰ্পণমধ্যে বৈ দেব্যাস্চরণপঙ্কজে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সৰ্বং তত্র স্থাবরজঙ্গমম্ ।

অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নিৰ্ঘমো রবিঃ ॥ ১৫ ॥

বরুণঃ শীতশুশ্রুতা কুবেৰঃ পাকশাসনঃ ।

পৰ্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসন্তথা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাবহুশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রান্দদন্তথা ।

নারদস্তম্বরুশ্চৈব হাহাহুহুস্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥

অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ পিতরন্তথা ।

নাগাঃ শেযাদয়ঃ সৰ্ব্বে কিমরোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥

পাদপীঠং সিংহাসনম্ । অনেন দাসমর্যাদা বোধিতা । যদ্যসেন স্বামিমুখনিরীক্ষণং  
ন বিধেয়ং কিন্তু পাদয়োরেব দৃষ্টিঃ স্থাপনীভূয়তি ॥ ১০—১২ ॥

মারুতবাদ্যং বেণাদিকম্ ॥ ১৩ ॥

তদন্তরং ত্রীব্রবনৈশ্বৰ্য্যাঃ স্বপাদনখমধ্যে এবানেককোটিব্রহ্মাণ্ডানি দর্শিতানীত্যাহ । শৃণু  
নারদেতি ॥ ১৪—১৮ ॥

সুহৃদ্রী দেবকন্তারা পরিচর্য্যাপরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহি-  
রাছেন ॥ ১১—১২ ॥ সেই সমস্ত দেবরমণীদিগের মধ্য কেহ বীণাবাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা  
অন্যরে সংগীতালাপ করিতেছেন ; কলতঃ তাঁহারা মুকলেই আত্মাদে পুলকিত হইয়া  
সৰ্ব্বতোভাবে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

নারদ ! সে স্থলে আর একটা যে অঙ্কুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ  
কর, সেই সকল দেব কন্তাগণের নৃত্যগানাদি দেখিতে দেখিতে সহসা মহাদেবী ভগবতীর  
চরণপঙ্কজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তদন্তর নখদৰ্পণ মধ্যে স্থাবর জঙ্গমময় অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ; অর্থং বন, ভূমি, পর্বত, নদ, নদী ও সাগর  
প্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবেৰ, প্রজাপতি ষ্টা ও  
মরুত প্রভৃতি দেবগণ ; অধিক কি আমি, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল ।  
তাঁহার পর আবার দেখি যে, গন্ধৰ্ব্ব ও অপ্সরোবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবদেবগণ এক গুচ্ছ

বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকচ্চ কৈলাসঃ পর্বতৌত্তমঃ ।

সর্বং তদধিলং দৃষ্টং নথমধ্যস্থিতঞ্চ ॥ ১৯ ॥

মজ্জমপক্কজং তত্র স্থিতোহহং চতুরাননঃ ।

শেষশায়ী জগন্নাথস্তথাচ মধুকৈটভো ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্ ।

বিস্মিতোহহং ততো বীক্ষ্য কিমেতদিতিশক্তিতঃ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুশ্চ বিস্ময়াবিক্টঃ শঙ্করশ্চ তথাস্থিতঃ ।

তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্ত মাতরম্ ॥ ২২ ॥

ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ ।

স্বধাময়ে শিবে দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩ ॥

সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেহস্মানবস্থিতান্ ।

দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪ ॥

চনেত্যব্যয়মপ্যর্থকং নথমধ্যস্থিতমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥

প্রধান বিদ্যাবস্তু, চিত্রকোষ, চিত্রাস্তদ, শ্বেত, নারদ, তুষ্ক ও হাহাহু ও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে স্বর্কৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, মাধাগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ এবং কিল্লর, উরগ ও রাক্ষসগণ পর্য্যন্তও যথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১৯—১৮ ॥ এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, দেখি যে, উক্তভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্বত নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে ; ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণপঙ্কজস্থ নথদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥ এমন কি, তথায় অনন্ত শয্যার শয়ান জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাঁহার নাতিদেশে আমার জন্মভূমিরূপ সেই পঙ্কজ ; তদ্ব্যতী আমিও এইরূপ চতুর্স্থখে পরিশোভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছি। পরে দেখি যে, আমার আমার বিরোধী দানবপ্রধান মধুকৈটভ ও যুদ্ধলালসার সমুদে দণ্ডায়মান ॥ ২০ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে আমি সেই মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজস্থ নথরগুণাংসু মধ্যে যে এই সমস্ত ক্ষত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কোন সংশয় হইতেছে না ; পরন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে ভাবিলাম যে, এ আমার কি ? ॥ ২১ ॥ রে বৎস ! কেবল আমি নহে আমার সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু এবং শঙ্কর পর্য্যন্তও বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ; ফলতঃ তখন, আমরা তিনজনেই তাঁহাকে বিশ্বলংসারের জননী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম ॥ ২২ ॥ তদন্তর, এইরূপে সেই স্বধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে

বয়মপ্যতিরম্যাস্বাদ্বিষম বিমোহিতাঃ ।

প্রহরক্ৰমনসঃ সর্বে পশ্যন্ ভাবান্মনোরমান্ ॥ ২৫ ॥

একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ।

তুষ্ঠাব ভগবান্ বিষ্ণুর্ভুবতীভাবসংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

নমো দেবৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্রে সততং নমঃ ।

কল্যাণ্যৈ কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ নিক্ট্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥

সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণ্যে নমঃ ।

পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে তে ভুবনেশৈ নমো নমঃ ॥ ২৮ ॥

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ ।

অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হ্রল্লেকায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি দর্শনে নৈব সর্গকারণমিত্যস্মাকং নিশ্চয়ো জাত ইত্যাহ । বিশ্বস্ত মাতর-  
মিতি ॥ ২২—২৭ ॥

সংসারারণ্যে সংসারধোনে । পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংস্কৃতি-  
তিরোভাবাঃ । তদ্বদমুগ্রহকরণং প্রোক্তং সত্যতোদিতত্বাত্তেতিবচনোক্তানি পঞ্চকৃত্যানি-  
তেষাং বিধাত্রী কর্ত্রী ॥ ২৮ ॥

দেখিতে আমরাদিগের পূর্ণশতবর্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল । পরন্তু, যতদিন আমরা সে স্থলে  
অবস্থান করিয়াছিলাম, তাবৎকাল তত্রতা সেই মহাদেবীর সহচরী বিচিত্র বসনাভরণ পরি-  
শোভিতা মুষ্টিমতী প্রমোদরূপিণী দিব্যাজনারীগণ আমরাগিকে নিজ সখী বলিয়াই মনে  
করিতেন ॥ ২৩—২৪ ॥ সেইরূপ আমরাও তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই অত্যন্ত রমণীয়তা প্রযুক্ত  
একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সে স্থলে যতদিন বাস করিয়াছিলাম,  
ততদিন সর্বদাই প্রকল্লাস্তঃকরণে কেবল তাঁহাদিগের মনোরম হাবভাবাদি সন্দর্শন করি-  
তাম ॥ ২৫ ॥ একদিবস আমাদের সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ ভুবতীভাবে  
থাকিয়াই সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সর্গতোবিধানকর্ত্তী সেই জ্যোতিঃস্বরূ-  
পিণী পরমাপ্রকৃতিকে নিরন্তর প্রণাম করি । যিনি ভক্তবুলকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান  
করেন, সেই সর্গসিদ্ধি-স্বরূপিণী অম্বা সনাতনী কল্যাণরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥  
যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অধিতীয় কারণস্বরূপা সেই সচ্চিদানন্দ-  
রূপিণীকে প্রণাম করি । মাতঃ ! এই অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব  
এবং নিজ-সৃষ্টি জীবনিবহের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশরূপ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই  
একমাত্র বিধাত্রী, অতএব হে ভুবনেশ্বরী তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥ যিনি এই

জাতং যথাখিলমিদং স্থয়ি সন্নিবিষ্টং

ইতোহ্য সন্তবলমাপি মাতরদ্য ।

শক্তিশ্চ তেহ্য করণে বিততপ্রভাবা

জাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০ ॥

বিস্তার্য সর্বমখিলং সদসম্বিকারং

সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে ।

তদ্বৈশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিশ্চ

ভাসীজ্জালমিব নঃ কিল রঞ্জনায ॥ ৩১ ॥

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সর্বং বিবর্তরূপং মিথ্যাজগদধিষ্ঠানাবিকৃতবৃক্ষরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ । তথাচ বৃক্ষাণুপুরাণে মিথ্যাজগদধিষ্ঠানেতি । কূটস্থায়ৈ দেহদ্বয়ধিষ্ঠানং কূটবসির্জিকারং চৈতন্যং কূটস্থং তদ্রূপায়ৈ । অর্দ্ধমাত্রার্থঃ পরং বৃক্ষ । অর্দ্ধমাত্রায়িকা দেবী বৃক্ষাননৈক-  
বিগ্রহা । ভুবনাদীশ্বরী তুর্ঘ্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি শ্রুতেঃ । অকারো ভগবান্ বৃক্ষা উকারো  
বিষ্ণুরূচ্যতে । মকারো ভগবান্ রুদ্র অর্দ্ধমাত্রা পরম্পদম্ । অর্দ্ধমাত্রাহিতা নিত্যোতি স্বতেশ্চ ।  
তদ্রূপিন্যৈ । হ্রস্বেথায়ৈ প্রত্যগাত্মত্বায়ৈ ॥ ২৯ ॥

ইথং নিগুণবৃক্ষরূপেণ বর্ণয়িত্বা কারণবৃক্ষেণ জ্যোতি । জ্যোতিমিতি । স্থয়ি সন্নিবিষ্টং  
স্থিতিমিত্যর্থঃ । তে বৃক্ষরূপিণ্যা অস্ত্র জগতঃ করণে যা শক্তিস্মায়াধা সকললোকময়ীতি-  
প্রসিদ্ধান্তি সা জাতা ময়া । নথদর্পণমধ্যেহেনেকবৃক্ষাণ্ডদর্শনাৎ । সর্বং বহিঃসমবাহং নাশ-  
দন্তি সনাতনমিতি ভগবত্বাক্লেশ্চ । তস্মাৎ সর্বকারণত্বা হ্রমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইথং কারণবৃক্ষরূপিণীং বর্ণয়িত্বা মায়্যশক্তিমাত্রাং বর্ণয়তি । বিস্তার্যোতি । সৎ আকাশ-  
বায়ুরূপমমূর্ত্তভূতদ্বয়ম্ । অসৎ তেজো জলভূমিরূপং মূর্ত্তং ভূতদ্বয়ম্ । তযেক্ষিকারণং তৎপরি-  
ণামরূপং সর্বং অগং বিস্তার্য পুরুষায় চৈতনায় ভোক্ত্রে দর্শয়সি । কিমর্থং রঞ্জনায তন্ত  
নানাপ্রকারৈর্ভোগ্যং কর্তৃমিত্যর্থঃ । এতাদৃশী ষোড়শভিত্তয়েঃ সাংখ্যোক্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরি-

মিথ্যাত্বত মায়্যয় বিবর্তজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ (বিবর্তকারণ) সেই কূটস্থ চৈতন্তরূপকে  
প্রণাম করি । যিনি চৈতন্তরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতে-  
ছেন, সেই অর্দ্ধমাত্রার্থস্বরূপা হ্রস্বেথাকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৯॥ মাতঃ ! আমি বিলক্ষণ  
বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে ।  
ইদানীং এই স্থলজগৎ আপনাতেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । আর আপনার নিকট আগমন করিয়া  
এক্ষণে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্বের উৎপাদনার্থে (স্থলরূপ প্রকটের নিমিত্ত)  
আপনার শক্তি প্রভাববিস্তারে উদ্ভূত হইয়া থাকে । ফলত আপনিই যে এই অখিল-লোকময়ী  
তাহাতে আর সংশয় নাই ॥৩০॥ জননি ! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহাদাদি সপ্ত-  
বিভূতিপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ  
প্রভৃতি মূর্ত্তভূতের অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূত ময় এই জগৎকে স্থলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্ত-  
রূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন ।



ন হ্যমৃতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি  
 ব্যাপ্যৈব সৰ্ব্বমখিলং স্বমবস্থিতাসি ।  
 শক্তিং বিনা ব্যবহৃতৌ পুরুষোহপ্যাশক্তো  
 বস্তুগ্যতে জননি ! বুজ্জিমতা জনেন ॥ ৩২ ॥  
 প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ  
 স্বেস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি ।  
 অৎসোব্য দেবি ! তরসা কিল কল্পকালে  
 কো বেদ দেবি ! চরিতং তব বৈভবস্য ॥ ৩৩ ॥  
 ত্রাতা বয়ং জননি ! তে মধুকৈটভাভ্যাং  
 লোকাশ্চ তে স্তুবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ ।  
 নীতাঃ স্তুথস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং  
 যদর্শনং তব ভবানি ! মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৪ ॥

গতা তথা সপ্তভিষ মহাদ্যৈশ্চৈবৈশ্বজ্ঞপৈঃ পরিগতা স্বলোহিত্যাকমিহজ্ঞানমিব বিলক্ষণা  
 ভাসি । অনির্লচনীয়েত্যর্থঃ । যদাহঃ সাংখ্যাঃ । মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্গহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-  
 বিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকল্প বিকার ইতি ॥ ৩১ ॥

হ্যমৃতে কিমপি বস্তু নৈবাস্তীতি ব্যাপ্তিমাহ । নহ্যমিতি । যদ্বস্ত্ব ভাসতে তন্নামরূপ-  
 বিশিষ্টমেব ভাসতে তচ্চ নামরূপং স্বরূপমেব ততস্তব ব্যাপ্তিরবাহতেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

প্রীণাসীতি । ইদং বিশ্বং প্রকটীকরোয়্যাপাদয়সি তথা প্রীণাসি অন্তর্ভাবিতার্থাত্মো-  
 যসি তেন স্বং করুণাবতাসীতি ভাসি । প্রলম্বকালে সৰ্ব্বমংসি ভক্ষয়সি তেন চ জুহেতি-  
 ভাসীতি তে বৈভবত্রেমার্থ্যন্ত চরিতং কো বেদন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব, মাতঃ ! আপনার এই সমস্ত অনির্লচনীয় কার্য্যাপরম্পরা আমাদিগের বুদ্ধিতে ঠিক  
 যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ হে ঈশানি ! এই বিশ্বমধ্যে  
 আপনি না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারে না । বস্তুত আপনিই যে,  
 নানাপ্রকার নামরূপাদি দ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে আর কোন  
 সন্দেহ নাই ! জননি ! এই জগত্ই তৎস্বজ মহাত্মারা সর্বদাই এইরূপ কীর্তন করিয়া থাকেন  
 যে, অধিক কথা কি, শক্তি ব্যতীত স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন ॥ ৩২ ॥  
 বিশেষ্মরি ! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা অব্যক্তভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ  
 করেন । পরে, নিজ প্রভাবে সৃষ্টজীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন ; আবার প্রলম্ব  
 সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষণমাত্রে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন । অতএব,  
 দেবি ! এ জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশক্তির তব  
 অবগত হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥ জননি ! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে দেউ

নাহং তবো ন চ বিরিক্তিবিবেদ মাতঃ !

কোহন্তো হি বেত্তি চরিতং তব ছুর্বিভাব্যম্ ।

কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে !

• হস্মিন্ ভবানি ! চরিতে রচনাকলাপে ॥ ৩৫ ॥

অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরম্ভ এব

দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজঃ প্রথিতপ্রভাবঃ ।

অন্তেষু দেবি ! ভুবনেষু ন সন্তি কিস্তে

কিং বিদ্য দেবি ! বিততং তব স্প্রপ্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥

যাচেহম্ ! তেহজ্জি কমলং প্রণিপত্য কামং

চিতে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ ।

নামাপি বক্তুকুহরে সততং তবৈব

সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥ ৩৭ ॥

অশুভ্রত্র কথং চিদম্মাসু তু স্বমতিকঙ্কণাবতাসীতি নিদর্শনমাহ । জ্ঞাতা বয়মিতি । রক্ষিতা মধুকৈটভাভ্যাং সকাশাং । সুখস্ত ভবনে মণিদীপে নীতা আনীতাঃ পরমাঞ্চ কোটিং নীতা প্রাপিতাঃ । যদ্যস্মাত্তব মহাপ্রভাবং দর্শনং জ্ঞাতং তস্মাদিত্যর্থঃ । নহেতৎ কঙ্কণামস্তরা সম্ভবতি তস্মাদম্মাসু কঙ্কণাবতোবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নাহং ভব ইতি । বানীহ নখদর্পণে দৃষ্টানি ভুবনানি তাদৃশাশুভ্রানি কানি কতিংসংখ্যানি তস্মিন্ প্রভাবে চরিতে রচনাকলাপরূপে সন্তি তানি কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দানব মধুকৈটভের হস্তে রক্ষা করিলেন ; তাহার পর, পরমসুখময় ধাম মণিদীপে আনয়ন পূর্বক যখন আপনার বিরচিত সুবিস্তৃত লোকসংকল এবং নিজ মহাপ্রভাব সন্দর্শন করাইলেন, তখন আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরম সুখ লাভ কি হইতে পারে ? ॥ ৩৪ ॥

মাতঃ ! আমি, অথবা ভব কি বিরিক্তি আমরা তিন জনেও যখন, আপনার এই বিস্মিতব্য চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম না ; তখন, অপরে আর কে জানিতে সমর্থ হইবে ? ভবানি ! আমরা আপনার ঐ নখদর্পণ মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য লোকপুঞ্জ ভুবনোপরি দর্শন করিলাম তাহা ব্যতীত আরও অমন কত শত ভুবন যে আপনার সারাসর চাক্ষুস্য মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ দেবি ! আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হীরে বাহা দর্শন করিলাম ঐরূপ অপরূপ ভুবন সকল মধ্যেও যে, পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি যিনি নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব ? কেননা, আপনার অমন্ত প্রভাবের সীমা ইহা হইতে অধিক ! আপনার ঐ চরণকমলে বারংবার প্রণিপাতপূর্বক এই প্রার্থনা করি

ভূত্যোহয়মস্তু সততং ময়ি ভাবনীয়াং  
 স্বাং স্বামিনীতি মনসা নৃনু চিন্তয়ামি ।  
 এষাবয়োরবিরতা কিম দেবি ! ভূয়া-  
 দ্ব্যাপ্তিঃ সন্মৈব জননীহৃতয়োরিবার্যে ! ॥ ৩৮ ॥  
 হুং বেৎসি সর্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং  
 সর্বজ্ঞতাপরিসমাপ্তিনিভাস্তুভূমিঃ ।  
 কিং পামরেণ জগদম্ব ! নিবেদনীয়াং  
 যদ্যুস্তমাচর ভবানি ! তদেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুক্রমাপতিশ্চ  
 সংহারকারক ইয়ন্তু জনে প্রসিদ্ধিঃ ।  
 কিং সত্যমেতদপি দেবি ! তবেচ্ছয়া বৈ  
 কর্ত্ত্বং কমা বয়মজে । তব শক্তিসুখ্যতাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্বাভিরিতি । যথামিন্ ভুবনে অস্বাভিবৃদ্ধাদয়ো দৃষ্টাঃ সন্তি তথাহন্তেহু ভুবনেষু কিং ন  
 সন্তি সন্তোষ । কথমিদং ভবিষ্যতীতি চেত্তব বৈভবস্ত চরিতং কো বেদ স কোপীত্যর্থঃ ।  
 তব বৈভবেন সন্তবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৭ ॥

জননীহৃতয়োরাধীতাপুত্রয়োরিব ব্যাপ্তিঃ সযদ্বঃ স্বস্বামিতাবঃ সন্মৈব ভূয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

যতঃ সর্বজ্ঞতায়াঃ পরিসমাপ্তিনিভাস্তুভূমিচরমভূমিধমসি । ইদ্রিতমভিপ্রেতম্ ॥ ৩৯ ॥

কিং সত্যমেতন্ন সত্যমিত্যর্থঃ । যতস্তবেচ্ছয়া তব শক্তিসুখ্যতা বয়ং কর্ত্ত্বং কমা নাভ্যা  
 তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় ; আর আপ-  
 নারই নাম যেন আমার মুখকূহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুর্ষ যেন সর্বদাই  
 আপনার পাদপদ্মদ্বয় দর্শনে সমর্থ হয় ॥ ৩৭ ॥ আর্যো ! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী  
 বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সর্বদাই যেন এ আমার তৃত্য এইরূপ  
 মনে করেন ; আমাতে এ ভাবটী কখনও যেন বিস্তৃত না হন । জননি ! অধিক আর বি-  
 জানাইব, আশানিগের উভয়ত যেন চিরদিন অখণ্ডিতভাবে মাতৃপুত্রভাবে দেবীপুত্রমা-  
 থাকে ॥ ৩৮ ॥ জগদধিকে ! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই বাহা আপন  
 অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কারণ, আপনি সর্বজ্ঞতার চরমভূমি । অতএব ভবানি ! এ পদ  
 আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে । তথাপি বাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে আপনাকে  
 অভিপ্রেত মত ; অতএব করুণাবিতরণ পূর্বক মহত্ব প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করুন ॥ ৩৯ ॥  
 তগবতি ! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করি-  
 থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ ; কিন্তু, না ! এইটী কি বার্থ কথা ? বর্ত্তমান

ধাত্রী ধরাধরহুতে ! ন জগদ্বিভক্তি  
 আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভক্তি ।  
 সূর্য্যোহপি ভাতি বরদে ! প্রভয়া যুতন্তে  
 স্বং সর্ব্বমেতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১ ॥  
 ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ  
 সর্ব্বৈ বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্যাঃ ।  
 কেহন্তে সূরাঃ শতমথপ্রমুখাশ্চ নিত্যা-  
 নিত্যা স্বমেবজননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২ ॥  
 হৃক্ষেদুবানি ! দয়সে পুরুষং পুরাণং  
 জানেহহমদ্য তব সন্নিধিগং সদৈব ।  
 নোচেদহং বিভূরনাদিরনীহ ঐশো  
 বিখ্যাত্বাধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩ ॥

স্বং প্রথমতো বিরজা নিগুণায়রূপিণী বিভাসি পশ্চাত্তে প্রভয়া যুতঃ সূর্য্যো বিভাতি ।  
 তথাচ ঐতিঃ তমেব ভাস্তমহুতাতি সর্ব্বং তস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতিতি ॥ ৪১ ॥

তে প্রভাবান্তব শক্তেরূপং সর্ব্বৈ জনিমন্তো জন্মবন্তো ন নিত্যান্ততোহন্তোহন্যদপেক্ষয়া  
 জন্মবান্ কো নিত্যঃ স্থাৎ ন কোপীত্যর্থঃ । কিন্তু স্বমেব নিত্যোত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

হৃক্ষেদিতি । যদি পুরুষং পুরাণং স্বং দয়সে দয়াকরোষি ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিরূপব্রহ্মবিদ্যা-  
 প্রদানেন তদা স স্বস্বরূপং জানীয়াদিতি শেষঃ । ইদং তব সন্নিধিগোহং জানে নিশ্চিনোমি ।

যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া আপনারই ইচ্ছাক্রান্ত সৃষ্টাদি ব্যাপারে সমর্থ,  
 এ কথা মহাত্মা তবদর্শী ব্যতীত অপরে কে বুঝিতে পারে ? ॥ ৪০ ॥ গিরিবর-  
 তনয়ে ! আপনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াকৃতিকে সমাশ্রয়  
 করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ; অতএব, সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্ব  
 জগতের ধারয়িত্রী নহে, এক্রুতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্তী ;  
 অস্ত্রের কথা কি, স্বয়ং সূর্য্যদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিমান্ হইয়া বিশ্ব সংসার  
 প্রকাশ করিয়া থাকেন । বরদে ! এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই বাহা আপনা-ত্তিন্ন  
 প্রকাশ পাইতে পারে, বস্তুত আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা অখিল জগৎকে প্রকাশিত  
 করিয়া নিরন্তর অরক্ষভাক্রমে প্রতিভাসিত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আমি, ব্রহ্মা বা মহা-  
 দেব আমরা তিন জনও যখন আপনার প্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করি হৃতরাং নিত্য  
 পদার্থ নহি, তখন, নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর অধীন ইহ প্রভৃতি অপর আর কোন দেবতা নিত্য  
 হইতে পারে ? বস্তুত আপনিই একমাত্র নিত্যপদার্থ, কেননা আপনিই এই অনন্ত বিশ্বের  
 উৎপাদনকর্ত্তী ঈশাতনী মূলপ্রকৃতি ॥ ৪২ ॥ ভবানি ! সস্রুতি আমি আপনার সন্নিধির্বে বাস

বিদ্যা স্বমেব ননু বুদ্ধিমতাং নরাণাং  
 শক্তিস্বমেব কিল শক্তিমতাং সদৈব ।  
 ত্বং কীর্তিকান্তিকমলামলতুষ্টিরূপা  
 মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যলোকে ॥ ৪৪ ॥  
 গায়ত্র্যসি প্রথমবেদকলা স্বমেব  
 স্বাহা স্বধা ভগবতী সগুণার্দ্ধমাত্রা ।  
 আন্নায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্য  
 সঞ্জীবনায় সততং সুরপূৰ্ব্বেজানাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 মোক্ষার্থমেব রচয়ম্যখিলং প্রপঞ্চঃ  
 তেষাং গতাঃ খলু যতো ননু জীবভাবম্ ।  
 অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য  
 পূর্ণার্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্তথা বিদ্যাবশেনানেকাহঙ্কারাদিধর্মবাংস্তমঃপ্রকৃতিমূঢ়প্রকৃতিরেব ত্যাং বিভূরহমনাদিরহ-  
 মনৌহোহিহমীশোহমিত্যাদয়োহহঙ্কারধর্মাস্তদ্বান্ ত্যাং স পুরুষস্তথা নজ্যতেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

সুরপূৰ্ব্বেজানাং দেবাদিজীবানামপি সঞ্জীবনায় রক্ষণায় মোক্ষায় চান্নায়রূপঃ শাস্ত্ররূপো-  
 হ্রস্বত্রস্থানীয়ো নিগম এব বিহিতো ভবত্যেতা দৃশী ত্বং দয়াবত্যাঙ্গীতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মোক্ষার্থমেবেতি । সমুদ্রতরঙ্গবদনাদিনিধনস্ত ব্রহ্মণো যেহংশা জীবভাবং গতান্তেবাং মোক্ষ-  
 প্রাপ্ত্যর্থমেব স্বপ্রয়োজনভাবেহপি প্রপঞ্চং কষ্টেন রচয়ন্তেতাদৃশ্চতিদয়াবত্যাঙ্গীতিভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুদ্ধিতে প্রারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অহুগ্রহ  
 প্রকাশ পূৰ্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উদয় করিয়া দেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ স্বরূপ জানিতে  
 সমর্থ হয়, অন্তথা সৰ্ব্বদাই বিমূঢ় প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভূ আমি অনাদি পুরুষ  
 আমিই বিশ্বের আত্মা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাজ্ঞ হইয়া মাত্র ॥ ৪৩ ॥ জননি !  
 অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই বুদ্ধিমান্ মানবগণের বিদ্যা এবং  
 আপনিই সমস্ত শক্তিমান্, জীবগণের সর্বশক্তিস্বরূপা ; আপনিই কমলা ( লক্ষ্মী ) কান্তি,  
 কীর্তি ও বিমল সন্তোষ স্বরূপা । দেবি ! এই মনুষ্যলোক মধ্যে মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও  
 আপনি ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধাও সমস্ত  
 শক্তিই আশ্রিত, ফলত সর্বৈখর্য্যস্বরূপিনী ত্রিগুণাত্মিকা বা অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপা তুরীয়রূপা  
 এ সমস্তই আপনি ; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালার ভায় সেই অনাদিনিধন ( জন্মমরণ-  
 পরিবর্তিত ) বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের অংশ স্বরূপ, বাহারা দেবতা প্রভৃতি  
 জীবস্ব লাভ করিয়াছে তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি এই অখিল প্রপঞ্চময়  
 সৃষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মাতঃ ! আপনিই

জীবো যদা তু পরিবেতি তবৈব কৃত্যং  
 স্বং সংহরস্যখিলমেতদিত্তিপ্রসিদ্ধম্ ।  
 নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেষ্টরঙ্গে  
 কার্যে কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা ॥ ৪৭ ॥  
 জাতা স্বমেব মম মোহময়াস্তবাক্কে-  
 স্বামখিকে ! সততমেমি মহার্হি দে ! চ ।  
 রাগাদিভির্বিরচিতো বিতথে কিলান্তে  
 মামেব পাহি বহুদুঃখকরে চ কালে ॥ ৪৮ ॥

নমো দেবি ! মহাবিদ্যে ! নমামি চরণৌ তব ।

সদা জ্ঞানপ্রকাশঃ যে দেহি সর্বার্থদে ! শিবে ! ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বেদবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিষ্ণুকৃতশ্রীদেবীস্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

. জীবো যদেতি । যদা জীবঃ । কৃত্যং কর্তৃবাদিকং তত্বেব স্বংকর্তৃকমেব পরিবেতি  
 জ্ঞানান্তি ন স্বকর্তৃকম্ । স্বং স্বস্বাদ্দাসীন এবাহমিতি বিবেকতো জ্ঞানান্তি । তথা অখিল-  
 মেতদ্বমেব সংহরসীতাপি প্রসিদ্ধং জ্ঞানান্তি । তদা স্বং জীবস্তাসদ্বাদিজ্ঞানন্ত সর্বাদ্বিরমসে  
 উপশমং প্রাপ্নোষি স্বকৃত্যং । তত্র দৃষ্টান্তো যথা বিতথে মিথ্যারূপেহস্তরঙ্গেহতিরহস্তে চমৎ-  
 কাররূপে কার্যে কৃতে নটেন রচিতং নাট্যং যথা বিরমতে তথৈতৎ । ৪৭ ॥

জাতা স্বমেবেতি । মোহময়াস্তবাক্কে : সকাশাম্মম জাতা স্বমেব নান্তঃ । এমি অস্ত শরণমিতি  
 শেষঃ । মহার্হি দে ! চেত্যান্তরেণ কালে ইত্যনেনাশেতি । অস্তকালে নাশকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বেদবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেক বিজ্ঞানবলে জানিতে পারে যে নট রচিত  
 অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাত্ব নট্যাভিনয়ের জ্ঞায় এই অনির্লচনীয় রহস্ত রূপ জগতের  
 রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য্য এবং নিজে অসদ্ব ও নিষ্ক্রিয়  
 রূপ তখনই আপনি তাহার সমস্ত সমস্ত কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হইয়ন ॥ ৪৭ ॥ হে  
 অখিকে ! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার জাগকর্জী অতএব আমি নিরন্তর  
 আপনার শরণাগত হইলাম ; জননি ! রাগদেবাদিজনিত মহতীপীড়াপ্রদ সর্বানর্থকর  
 বহুদুঃখজনক অস্তিমকালে আমার রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮ ॥ হে সর্বমঙ্গলরূপিনি ! আপনিই  
 হস্তের সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, অতএব হে মহাদেবি ! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি ;  
 আপনি এইরূপ রূপা করুন যেন দণ্ডকালের জন্তও আমি তত্ত্ববোধ বিষ্মত না হই ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদবাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্বেদবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত মহাদেবীস্তোত্র কথন নামক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দনে ।  
উবাচ শঙ্করঃ শৰ্ব্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ১ ॥

শিব উবাচ ।

যদি হরিস্তবদেবি বিভাবজ-  
স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ ।  
কিমহমত্র তবাপি ন সদ্গুণঃ  
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে ! ॥ ২ ॥  
ত্বমসি ভূসলিলং পবনস্তথা  
খমপি বহিঃশচ তথা পুনঃ ।  
জননি ! তানি পুনঃ করণানি চ  
ত্বমসি বুদ্ধিমনোহপ্যথ হকৃতিঃ ॥ ৩ ॥

চম্বারিংশংপর্য্যেকস্ত বহুপদৈরন্বিতৈরথ ।

হরস্তত্বান্তরং বুদ্ধস্ততিরত্ৰাপি বর্ণাতে ॥

ব্রহ্মা নারদং প্রত্যাহ । ইত্যুক্তেতি ॥ ১ ॥

যদীতি । হে দেবি ! যদি হরিস্তব বিভাবজঃ পরাক্রমাজ্জাতস্তর্হি তত্র বিষ্ণোরনু পশ্চা-  
জ্জায়মানঃ পদ্মজো ব্রহ্মাপি তবোদ্ভবঃ স্বজ্ঞাত্ত এব । যদৈবমস্তি তত্রাহং সদ্গুণস্তমোগুণবান্  
তব স্বজ্ঞাত্তো ন কিং অপি তু স্বজ্ঞাত্ত এব । গুণত্রয়স্য স্বংস্ববুদ্ধিহাদস্মাকং চ তদান্বকত্বাৎ ।  
যতঃসকললোকবিধানে চতুরাসি ততোহস্মাকং জননং ত্বয়া কথং কৃতমিত্যত্র কিমা-  
শ্চর্য্যম্ ॥ ২ ॥

ত্বমসীতি । বহিঃশব্দরূপতাপ্রতিপাদনং বহিঃস্বরূপতাপ্রতিপাদনস্যাপ্যপলক্ষণম্ । কর-  
ণানি জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়ানি । অথ অহকৃতিরহঙ্কারঃ । শব্দকাদিস্বাং পররূপম্ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! দেবাদিদেব জনার্দনি বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সর্বসংহারক  
শঙ্কর প্রণিপাত পূর্বক দেবীর সন্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১॥ দেবি ! হরি যদি আপ-  
নার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তদনন্তর পদ্মযোনিও যদি আপনার হইতে জন্মগ্রহণ  
করিলেন, তবে তমোগুণাবৃত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব ? শিবে !  
সৃষ্টি বিকল্পে আপনার চাতুর্য্য সর্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, অতএব, আমার উৎপত্তি যে আপনার  
হইতেই হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২ ॥ জননি ! আপনিই ভূমি, জল,

কর্তাঃ প্রকরোদি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যন্ততঃ  
কোহন্তীহ চরাচরে জিহুবনে মতঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
খন্তোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিম যদা ব্রহ্মাস্মি লো-  
ময়োহহং ভবনাগরে প্রবিততে গর্ভালি-  
অদ্যাং তব পাদপঙ্কজপরাগাম-  
গাং যৎসংস্পৃশ্যামি মৃণালং তে বেৎ ।  
যদি তদা কথমদ্য চ তৎক্ষুটং  
প্রভবতীতি তবান্ন ! কলামূতে ॥ ৫ ॥  
ভবসি সর্বমিদং সচরাচরং  
ত্বমজবিম্বুশিবাকৃতিকল্পিতম্ ।  
বিবিধবৈশবিলাসকুতূহলৈ-  
র্বিরমসে রমসেহম্ম ! যথারুচি ॥ ৬ ॥

ন চ বিদন্তীতি । যে নিখিলং জগদ্বিজুহুরব্রহ্মকৃতমিত্যুত্থা বদন্তি তে ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তং বিদন্তি জানন্তি । যতন্তে ত্রয়স্তব কৃতাত্মনা কৃতা এব জগদ্বিরচরন্তি । তদাত্মমেব সকল-  
জগৎকর্তৃতি সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নহ পঞ্চমহাভূতৈরেব জগৎপদ্যাতং নৈবরসোপযোগ ইতি চেত্তজ্ঞাহ অবনীতি । যদি  
পঞ্চভূতৈর্বিষয়সংহিতৈশ্চ পদ্যাহিতৈঃ শব্দস্পর্শাদিসংহিতৈশ্চ জগত্তবেদিতমতঃ তদা তত্ত্ব-  
পঞ্চং তব কলাং চিদংশরূপামূতে কথং ক্ষুটং ভবেৎ তত্ত্বভূতপঞ্চকস্ত দৃশ্যেহন কার্য্যত্বাৎ  
কার্য্যন্ত কত্র পৈক্ষত্বাৎকশিচেতনঃ কর্তাপেক্ষিত এবতি স্বমেব জগৎকর্তৃতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

একোহহং বহুত্বাং প্রজায়য়ং ইজ্ঞো মায়াভিঃ পুরুষপ জায়ত ইতি শ্রুতেরেকৈব ত্বমেনক-  
রূপা ভবনীত্যাহ । ভবনীতি । বিবিধবৈশেষে বিলাসাঃ ক্রীড়াভাস কুতূহলরাশচর্ষে রমসে  
ক্রীড়সে বিরমসে ক্রীড়ানন্তরং প্রলয়কালে বিরামং চ প্রাপ্নোষি । তথাচ ব্যাসহজম্ ।  
লোকবত্ত লীলাটকবল্যমিতি ॥ ৬ ॥

বহি, পদন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় আপনিই  
বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারবরূপা ॥ ৩ ॥ অতএব বাহারা অন্তর্থা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরিহর-  
বিরিকি-বিরচিত্ত, বুলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ত্রম বশতঃ  
মিথ্যা বলিয়া থাকে, ফলতঃ । তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না । কেননা, হরি  
প্রভৃতি তিহঁদেরই আপনাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিতেছেন ॥ ৪ ॥  
জননি ! যদি পঙ্কজল-প্রভৃতি জগৎসম্বন্ধিত জমি জল বহি বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ-  
মহাভূত দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যাত্মক সত্ত্বগ মহাত্মত পঞ্চক  
বা আপনার চিদংশ ব্যক্তিরেকে কিরূপে ব্যক্ত হইল ? ॥ ৫ ॥ মাতঃ শিবো ! আপনিই ব্রহ্মা,  
বহু ও শিবরূপী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এক আপনিই আমার অখিল চরাচর



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যদি দয়া

কথমহং বিহিতশ্চ ৬ নিক্ষো দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।

কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ

সুবিহিতঃ কিমু সম্বুগো হরিঃ ৷ ৮ ৷

যদি ন তে বিষমা মতিরন্বিকে ।

কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ ।

সচিবভূপতিভৃত্যজনারূতং

বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ৷ ৯ ৷

অস্মান্ যং কর্তৃম্ তত্ত্বং স্বংসৃষ্টপদার্থেষেবাকারান্তরোৎপাদকম্ বটং প্রতি কুলা-  
লভ্বেবেত্যাহ । সকললোকোক্তি । এতে বয়ং ভবেম জগৎকর্তারো ভবামঃ । কদা । যদা স্বং-  
পদরজো ভূজলাদিকং সমধিগম্য প্রাপ্য তত্ত্বাকারবিশেষং চক্রিম কৃতবস্তন্তদেভ্যর্থঃ । ইতি-  
পূৰ্ণকরীয়কথা স্মারিতা ৷ ৭ ৷

যদি দয়াৰ্জেতি । যদি দেবি স্বং দয়াবতী নাসি তদা প্রলয়কালে সৃষ্টিমুচ্ছাদিতেভ্যো-  
হস্বভ্যাং তত্ত্বভূগোপাদিকং জ্ঞানযোগ্যং দেহং কো দদ্যাদ্ধতো মেহো দত্তন্তস্মাদদয়াবতী-  
ত্বাত্তব মযাপি দয়াং কুর্নিস্তি ভাবঃ ৷ ৮ ৷

নমু যম সৰ্কে প্রাণিনঃ সমা এবৈতিকথং তাষিহায় বহুপৰ্য্যেব দয়া কর্তব্যোতি চেত-  
ত্য়াহ । যদি ন তে ইতি । যদি তব বিষমা মতির্নাস্তি কিন্তু সূমৈব তর্হি সৰ্কে প্রাণিনঃ সম-  
হঃস্বভ্যাঃ কিমিতি ন কৃত্য বিষমাশ্চ কৃত্যন্তত্ত্বংপ্রাণিকৃতকর্মবশান্তস্মাত্তবাপি জগৎকর্ম-  
বশাষিষমা মতিরন্ত্যেবেতি মযাপি ভক্তিপ্রেমযুক্তে দয়াং কুর্নিস্তি ভাবঃ ৷ ৯ ৷

বিবৰূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ জীড়া কোতুক দ্বারা আগনি আগন  
ইচ্ছানুসারে কখনও লীলা করিতেছেন, কখনও বা (এলয়ে) তাহা হইতে রিয়ত হইতে  
ছেন ৷ ৬ ৷ জননি । বৃদ্ধা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টিকরগাভিলাষী হইয়া  
তত্ত্বংকার্যের কর্তৃম্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আগনার চরণকমলের ভূজলাদিরূপ  
বহুরসঃ প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ৷ ৭ ৷ মাতঃ । আপনি যদি দয়াবতী  
না হইবেন, তবে বিবরূপী অজ্ঞানোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল-লোকপালিক হরি সৰ্বগুণ  
সম্পন্ন এবং সংসার-সংহারক আদিই বা কিরূপে তত্ত্বভূগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম্ ? ৷ ৮ ৷  
জগদন্বিকে ! জীবগণকে কর্তৃকল প্রদান করিবান্নি নিষিদ্ধ যদি আপনার বিষমা মতিই  
থাকিবে তবে, ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজন পরিবৃত্ত এক বহুধন ও দিগ্বিদ পরিপূরিত এ

কর্তাঃ প্রকরোমি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যাভূতং  
কোহন্ত্যস্তীহ চরাচরে জিজ্ঞাস্যে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
যন্তোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাসি  
ময়োহিহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্বাভিঃ  
অদ্যাং তব পাদপঙ্কজপরাগাদান

কমলজেন্দ্রিয়মি মধ্যমৈর্ভবৈ ।  
পথি গঠৈতু বনানি কৃতানি বা  
কথয় কেন ভবানি ! নবানি চ ॥ ১১ ॥  
স্বজসি পাসি জগজ্জগদস্মিকে !  
স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্ ।  
রময়সে স্বপতিং পুরুষং স্দা  
তব গতিং ন হি বিদ্য বয়ং শিবে ! ॥ ১২ ॥

নহু ফ্রাভাং পুংসং জগন্ময়া কেন সাধনেন নিশ্চিতং তত্রাহ। তব গুণা ইতি। তব  
গুণত্রয়েব জগৎ কর্তৃং সমর্থমিত্যর্থঃ। তর্হি ভবন্তঃ কথং জগতাং কারণমিতি চেত্তত্রাহ।  
হরিহরেতি। তৎসৃষ্টপদার্থানাং পঞ্চমহাত্মতানামাকারবিশেষরূপাণাং ত্রিজগতাং কারণং  
বয়ং ত্বয়া রচিতাঃ। তৎসৃষ্টপদার্থেষু হকারাদিষু জগদাকারবিশেষোৎপাদকত্বমেবাস্মাকং কার-  
ণত্বং ন ততোহতিরিক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদি ত্বদগুণানাং কর্তৃত্বং ন স্তাত্তদাহ। পরিচিভানীতি ময়া হরিণা চ বিমানগতেন  
কমলজেন চ এতৈরস্মাভিঃ পথি গতানি নবানি ভুবনানি দৃষ্টানি তানি কেন কৃতানীতি-  
কথয়। নহস্মাকং তৎকর্তৃত্বং কিন্তু ত্বদগুণানামেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎসমেব জগৎস্রষ্টাত্যাহ। স্বজসীতি। কথং জগদেকাকিনী স্বজসীতি তব লীলাং  
ন বিদ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

জ্ঞাখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন ? ॥ ৯ ॥ জননি ! সর্বকালেই আপনার গুণ-  
ত্রয়ই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরি-  
কিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভবানি ! যদি জগতের সৃষ্টাদিতে  
আপনার গুণত্রয়ের কর্তৃত্বই না থাকিবে তবে আমি হরি ও বিরিকি যখন স্রিমানবোপে  
গগন দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তখন পথিমধ্যে বিরচিত নব নব ভূরন সকল কি প্রকারে  
সেষ্টিতে গাইলাম ? আপনি তাহার কারণ বলুন ॥ ১১ ॥ জগদ্রমিকে ! আপনি স্বকীয়কলা দ্বারা  
শায়া এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি এবং পালন করিতেছেন আবার তাহার দ্বারাই সংহার করি-  
বার ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি স্বীয়পতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের  
লীলায় সাধন করিতেছেন, দেবি ! আমরা আপনার কার্য্যবিধি অবগত হইতে ক্লিপে সমর্থ

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

। ১৪ ৷

ব্রহ্মোবাচ ।

ন রুচিরী<sup>১০</sup> ন সিন্ধু<sup>১১</sup> দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।

তব বিহায় শিবে ! ভুবনেশ্বর<sup>১২</sup>

নিবসিভুং নরদেহমবাপ্য চ

ত্রিভুবনস্ত পতিত্বমবাপ্য বৈ ॥ ১৪ ॥

সুদতি ! নাস্তি মনাগপি মে রতি-

যুবতিভাবমবাপ্য তবাস্তিকে ।

পুরুষতা ক স্থখায় ভবত্যলং

তব পদং ন যদীক্ষণগোচরং ॥ ১৫ ॥

ত্রিভুবনেষু ভবত্বিয়মশ্বিকে !

মম সদৈব হি কীর্তিরনাবিলা ।

যুবতিভাবমবাপ্য পদাম্বুজং

পরিচিৎ তব সংসৃতিনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

ভুবি বিহায় তবাস্তিকসেবনং

ক ইহ বাঞ্ছতি রাজ্যমকণ্টকম্ ।

ক্রুটির্মৌ কিল যাতি যুগান্ততাং

ন নিকটং যদি তেহজ্জি সরোরুহম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবতীসান্নিধ্যং প্রার্থয়তে । জননীতি ॥ ১৩—১৫ ॥

পরিচিৎ সেবিতম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইব ? ॥ ১২ ॥ জননি ! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি আপনি আমাদের চরণাবুজ  
সেবনে নিয়োজিত করুন ; পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-বিরহিত হইলে আমরা  
কোথায় আর সুবিনয় স্থখ লাভ করিতে পারিব ? ॥ ১৩ ॥ শিবে ! আপনার পাদপদ্ম পরি-  
ত্যাগ করিয়া ভুবন মধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের অধিপত্য লাভ করিতেও আমরা  
অসম্মত নাই ॥ ১৪ ॥ সুদদনে ! আপনার নিকট যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষতার  
আমার আর কিছুমাত্রই অহুসার নাই, যদি আপনার চরণ কবল নয়ন গেটির ন্য হইল,  
তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখলাভ হইত ? ॥ ১৫ ॥ অগদবিক !

কর্তাহং একস্মৈহি সর্বমধিনঃ ব্রহ্মাণ্ডমত্যভুতং  
কোহন্তীহ চরাচরে জিভুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
ধনোহস্ম্যজ্ঞে ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাভি-  
সম্যোহহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্বাভিবেশ-  
াদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগ-  
নচন্দ্রস্মিকি যথাধ্বজাভুতির্যথা ।  
তব পদাঙ্কপরাগনিবেষণা-  
দ্ভবতি মুক্তিরজ্ঞে ! ভবসাগরাৎ ॥ ১৯ ॥  
কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি ! মাং  
কথয় মন্ত্রমনাবিলম্বতম্ ।  
সমভবম্প্রজপন্ সুখিতো হহং  
সুবিদগ্ধ নবর্ণমমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥

এতাদৃশস্বপ্নদাবুজং যে ন ভজন্তি তে হতভাগ্যা ইত্যাহ । তপসীতি । বিভবে ঐশ্বর্যে  
তপোরূপে সূতাপি পরাতনো মোক্ষাৎ সকাশাৎ পরিকল্পিতো জ্ঞাতপ্তেয়ামিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্ন ভগবসেতি । ন কর্মণা ন প্রজ্ঞা ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তরিতাদিশ্রুতেঃ ।  
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টেন্বেবেভিরুতমামুবেভিঃ । কাময়ে যং যং কাময়ে হহং তন্ত-  
মুগ্রহণোমি তুষ্ণপাণ্ডমুখিতং স্মেমধমিতি শ্রুতেশ্চ । তবপদাঙ্কনিবেষণাদ্যথা মুক্তিঃ সা চ  
বচিতি ভবতি তথা ন কুত্রাপীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

প্রজপন্ সুখিতঃ সমভবমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যে, সুবৃত্তিভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারবাতন-প্রশমনকারি চরণপদ্মের পরিচর্যা লাভ  
করিলাম, আমার এই নির্মলকীর্্তি জিভুবন মধ্যে সততই পরিকীর্্তিত হউক ॥ ১৬ ॥  
আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনিতলে বাইয়া অকণ্টক  
রাজ্য লাভে বাসনা করিয়া থাকে ? তোমার চরণসরোজ বাহার সন্নিহিত না হয়, এই  
হৃদ্যাস্ত্রভাজ তাহাকে পুনঃ পুনঃ জঙ্গগ্রহণ করিয়া যুগপরিমিত কাল তাহার কলতোপ  
করিতে হয় ॥ ১৭ ॥ জননি ! যে নির্মলবুদ্ধি হুনিগণ আপনার চরণাবুজের পূজা পরিহার  
করিয়া তপস্ত্যজ স্নিগ্ধ হন, তাঁহার নিশ্চিতই বিধাতৃকর্তৃক প্রতারিত হন, তাঁহাদের  
জগদ্রূপ বিভব বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার  
গুণত্রয়ের নিকট পরাতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ আপনার পাদপদ্মের পূজা কর্ত্তিরেকে  
কেহই ভগবান্, দয়, সন্ন্যাসিঅথবা বেকবিহিত বজ্রাহুষ্ঠনাদি কোনও প্রকারে সংসারসাগর  
হইতে মুক্তিরূপে কল্পিত সমর্থ হয় না । একনবা, জঙ্গমুজ্জ্বলিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ  
ব্যতীত কখনো তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৯ ॥ করুণাময়ি ! যদি আপনি

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নিম্নো দেবদেবে জনর্দ্দনে ।  
 ইতু্যক্তা সা তদা দেবী ॥ ২১ ॥  
 উচ্চাচারিকা মন্ত্ৰং প্রক্ষুটঞ্চ নবাক্ষরম্ ॥ ২২ ॥  
 তং গৃহীত্বা মহাদেবঃ পরাং মুদম্বাপ হ ।  
 প্রণম্য চরণৌ দেব্যাক্তজৈবাবস্থিতঃ শিবঃ ॥ ২৩ ॥  
 জপন্নবাক্ষরং মন্ত্ৰং কামদং মোক্ষদং তথা ।  
 বীজমুক্তং শুভোচ্চারং শঙ্করস্তস্থিবাংস্তদা ॥ ২৪ ॥  
 তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ।  
 অবোচস্তাং মহামায়াং সংস্থিতোহহং পদান্তিকে ॥ ২৫ ॥  
 ন বোদাস্তামেবং কলয়িতুমিহাশ্রম পটবো  
 যতন্তে নোচুস্তাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্ ।  
 স্বাহাকৃত্য দেবী সকলমথহোমেষু বিহিতাঃ  
 তদা ত্বং সর্বজ্ঞা জননি ! থলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬ ॥

নমু নবর্ণময়োহস্তীত্যেব প্রথমতঃ কথং জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ । প্রথমজন্মনীতি । পূৰ্ণ-  
 জন্মনি ময়া শুরোঃ সকাশাদধিগতঃ প্রাপ্তঃ স্থিতঃ । স ইহ জন্মভূমি ন বিতাতি বিশ্বতদ্ব্যক্ত-  
 ধাপি সংস্কারভুক্তিভিত্তিতত্ত্বাং অরণ্যভূতমিতি ভাবঃ । নবাক্ষর ইতি । নবর্ণশক্তি কামম ইত্যর্থঃ ।  
 তদ্বিধানঞ্চ নবমন্ত্রকান্তিমাধস্যয়ে বক্ষ্যতি । অনেন চ ব্রহ্মাদীন্যে ব্রহ্মাণ্ডে স্পষ্টমেবোক্তম্ ॥ ২১-২৩ ॥  
 বীজমুক্তং বাক্যমমায়ুক্তম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

আমায় প্রতি করা করেন তবে আমাকে সেই অনন্তবীৰ্য্যজনক নির্মল চন্দ্ৰিকু মন্দের  
 উপদেশ করুন, দেবি ! আমি সেই সর্বশ্রেয়স্বর অত্যন্ত স্নবাক্ষর মন্ত্র লেখ করিয়া স্থা  
 হইতে পারিব নবোহ নাই ॥ ২০ ॥ জননি । আমি পূৰ্ণজন্মে শুক্লর নিকট ব্রহ্মজ্ঞে নবাক্ষর  
 মন্ত্র লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহ জন্মে তাহা ক্রুরিত হইতেছে না, তাহিবি ! এখন  
 আপনি আমাকে সেই মন্দের উপদেশ করিয়া ভগবৎ হইতে পরিজ্ঞাপ করুন ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! আমিভক্তেজ্ঞা মহাদেব এইমন্ত্র শক্তি করিলেন পরে দেবী অধিকা  
 পরিস্কুটরূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ॥ মহাদেব, তাহার প্রাণিক্রমে পরম  
 আমনিত হইলেন এবং দেবীর চরণযুগলে প্রণিপাত পূর্বক সেই স্থানেই অবস্থিত করিয়া

কর্তাহং প্রকরোমি সৰ্গমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যাঙ্কতঃ  
 কৌশল্যতীহ চরাচরে জিহুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
 ধন্তোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিম যদা ব্রহ্মাণ্মি লোকাতিগো  
 নমোহহং ভবমাগরে প্রবিততে গৰ্ভাভিবেশাদিতি ॥ ২৭ ॥  
 অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্বেণ বৈ  
 ধন্তোহস্মীতি যথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে ।  
 যাচে স্বাং ভবভীতিনাশচতুরাং মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং  
 হিঙ্গা মোহকৃতং মহার্তিনিগড়ং স্বস্তিক্ষয়কৃতং কুরু ॥ ২৮ ॥

নু বেদা ইতি । বেদাধ্যামেবং সৰ্গজ্ঞাদিবিশিষ্টাঙ্কলয়িতুং জ্ঞাতৃশ্পটবো নাসন্ ইতি ন  
 কিস্তুহি পটব এব । যতঃ সৰ্গজনধাত্মীমবিকলাং ক্ষুদ্রকর্ণণি যজ্ঞাদিষু নোচুতদৈতব্রহ্মহিম-  
 জ্ঞানাভাবে সম্ভবতি কিং নৈব সম্ভবতি তন্মাজ্ঞানন্ত এব তে । নহু তর্হি সৰ্গধা ন জ্ঞানন্তি  
 মামতো নোচুরিত্যেব কিং ন শ্রান্তত্ৰাহ । স্বাহাভূতেতি । যদি স্বাং সৰ্গধা ন জ্ঞানন্তি তর্হি  
 বদেদেদেদন্তশক্তিঃ স্বাহাভূতা কণঃ সকলমথহোমেযু বিহিতা তৈস্তন্মাজ্ঞানন্ত এব তে ।  
 অতএব তব বেদৈকবেদাধ্যমন্ত্যেব । যতঃ স্বাং ক্ষুদ্রকর্ণণি ন বিহিতা ততএব স্বাং সৰ্গজ্ঞা  
 সর্গোক্তরা জাতা নহিত্রাদিক্ষুদ্রদেবগণপংক্তিহা জাতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাভিনিবেশাৎ স্বপ্নস্ততাং বর্ণয়তি কর্তাহমিতি শ্লোকধ্বনয়ন । কর্তাহং ধন্তোহস্মীত্যাদ্যে-  
 তাদৃশভিমানেন কেবলগৰ্ভাভিনিবেশান্মোহসাগরে মগ্নঃ হিতঃ । বিলক্ষণগুণাভাবোহভি-  
 মানস্ত মূর্খধর্ম্মাৎ ॥ ২৭ ॥

যদ্যপোভাবং কালপর্যন্তমেতাদৃশঃ স্থিতস্তথাপাদ্যাহং ধন্তোহস্মীতি বক্তা । যথার্থবাদ-  
 নিপুণো যথার্থবক্তা জ্ঞাতোহস্মি মহাগুণাভাৎ । কোহসৌ মহাগুণন্তত্ৰাহ । তব পাদপঙ্কজ-

সর্গৈরর্থাকামনা-পূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনাস্রাসে উচ্চরণীয় সেই নবাকর বীজময় জপ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২৪ ॥ নারদ ! অখিল লোকের কল্যাণকর শব্দরূপে সেইরূপে  
 অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপদ্ম সন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামারাকে কহিলাম ॥ ২৫ ॥  
 জননি ! বেদ সকল আপনার তব জানিতে পটু নহে এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্রকর্ণে  
 সর্গজনবিধাত্তী ও নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণরূপিণী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইত্যাদি অপ্রধান  
 দেবতাপ্রণয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বদীয় অংশভূত স্বাহাদেবীকে হোমযজ্ঞাদি কার্যের  
 বিধাত্ত্বিরূপে বিধান করিয়াছেন ; অতএব, দেবি ! আপনি এই অখিল ভুবন মধ্যে চৈতন্য-  
 রূপিণী, সর্গজ্ঞা এবং দেবাদি-সমবিত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে-  
 ছেন ॥ ২৬ ॥ দেবি ! আমি এই অতিশয় অদ্বুত সর্গ চরাচর সম্বন্ধিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের  
 স্রষ্টা করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্তা, এই চরাচরে জিহুবনে আমার তুল্য  
 কমতাসম্পন্ন পুরুষ অস্ত্রকার কে আছে ? আমি সর্গলোকাভীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই  
 যত তাহাতে আত্মস্থান নাই ; এইরূপ গর্ভের অভিনিবেশ বশেই আমি এই অতি বিস্তৃত  
 সংসারমাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ পরন্তু, জননি ! এখন আমি আপনার পাদ-

অতোহহং ভ্রাতো বিমুক্তঃ কথং কথং  
 সরোজাদময়ানন্দমাকীর্ণতামৈঃ ।  
 তবাজ্জাকরঃ কিংরোহস্মীতি নুনং  
 শিবে ! পাহি মাং মোহময়ং ভবাকৌ ॥ ২৯ ॥  
 ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি  
 প্রভুং মাং তবাদ্যং চরিত্রং পবিত্রম্ ।  
 যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা  
 ন তে তে প্রভাবং বিদন্ত্যেব কামম্ ॥ ৩০ ॥  
 ত্বয়া নির্মিতোহহং বিধিষে বিহারং  
 বিকর্তুং চতুর্দ্বা বিধায়াদিসর্গম্ ।  
 অহং বেদ্মি কোহন্তো বিবেদাদিময়ে !  
 ক্রমস্বাপরাধং ত্বহংকারজং মে ॥ ৩১ ॥

পরাগভাদানং গ্রহণং তন্ত্ৰী বো গর্ভঃ স এবং মহান্ গুণন্তেন। অনেন চ ভক্তিনির্ভরো দর্শিতঃ ।  
 তত্ত্ব এতাদৃশী ভক্তির্নিগুণস্তাপি দুর্বাচারবতো মহত্বপ্রদা । তন্মান্নহাস্তিনিগড়ং হিমা বভক্তি-  
 ক্তুর্নৃক ইতোব প্রার্থনা মমেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অত ইতি । হে শিবে ! তদাবিস্কৃতাং সরোজাদহজ্জাতঃ কথং মুক্তঃ স্তামিতিক্তিয়া যুক্ত-  
 তবাজ্জাকরঃ কিংরোহস্মীতি নুনং মাং নিশ্চিত্য ভবাকৌ মোহেনাবিবেকেন ময়ং মামতো  
 ভক্তিপ্রদানেন পাহি রক্ষ ॥ ২৯ ॥

যে তবাদ্যাপবিত্রকরিত্রগুণং সর্জনাদিরূপং ন জানন্তি তে মাম্প্রভুং বদন্তি । তথা যে  
 যাজকাঃ স্বর্গকামাস্তেহপি তে প্রভাবং ন জানন্তি । যতো মোক্ষার্থং স্বামনারাধ্য স্বর্গার্থ-  
 মিত্যাদিদেবানেব যথেষ্টং যজন্তি মোহিতা এব তব মায়মৈতে ইতি ভাবঃ । তত্বকং ব্রহ্মাণ্ড-  
 পুরাণে । অশ্রুতা সঃ শ্রুতা সশ্চ বজ্ঞানো যেহপ্যবজ্ঞনঃ । স্বর্ঘস্তো যে নাপেক্ষন্তে ইত্যম্বিক যে  
 বহিঃ । সিক্তা ইব সংযন্তি রস্মিতিঃ সমুদীরিতাঃ । অস্মান্নোকাদমুদ্রাকৃত্যাহ চারণ্যক-  
 শ্রুতিরিতি ॥ ৩০ ॥

পঞ্চজের পরাগগ্রহণপর্বে যথার্থই ধস্ত হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই বদ্ধপবত্তা  
 হইয়াছি । মাতঃ ! আপনার লীলাময় বিলাস ভবভর নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম ;  
 অতএব, ঈশ্বর ! আপনার নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই মোহময়প্রহত  
 মহাহঃখময় নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রেতি শুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ২৮ ॥  
 মাতঃ শিবে ! আমি আপনার আবিস্কৃত পদ্ম হইতে অঙ্গলাভ করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে  
 মুক্তিলাভ করিব এইরূপ চিন্তাকুলিত চিন্তে ভবার্ঘবে মোহবাস্তা দিময় হইয়া রহিয়াছি,  
 আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিংব নিশ্চয় করিয়া সেই দ্বন্দ্বরসীপর হইতে পরিত্রাণ  
 করুন ॥ ২৯ ॥ জননি । বাহারা আপনার পবিত্র চরিত্রগাথা অবগত নহে, তাহারাই আমাকে

প্রমং যেহৈকধর্মযোগমার্গে প্রবৃত্তাঃ  
 প্রকুর্বন্তি মুচাঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ ।  
 ন জানন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা  
 সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্শ্লিষণে ॥ ৩২ ॥  
 বিচারে পরে তত্ত্বসংখ্যাবিধানে  
 পদে মোহিতা নাম তে স্ংবিহায় ।  
 ন কিং তে বিমুচা ভবাকৌ ভবানি !  
 হ্রমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ ॥ ৩৩ ॥

অস্মেতি । বিহারং সংসারসংজ্ঞানাদিরূপং বিশেষণে কর্ত্তুমহং বিধিষ্যে বিধিষ্পদবাস্তব্যা  
 নিশ্চিত উৎপাদিতঃ স্রগপাদিসর্গং চতুর্দ্বীপজশ্বেদজজরায়ুজোক্তিজ্জাদিরূপেণ বিধায়াহকারা-  
 দহমেব বেদ্বি সর্গং মতঃ কোহন্তো বিবেদেতিবুত্তিমান্ জাততদহকারজমপরাধং ক্ষমত্ব ।  
 নহি ত্বয়া নিশ্চিততত্ত্বমপরাধো যুক্ত ইতিভাবঃ ॥ ৩১ ॥

প্রমমিতি । মিশেণাপি ব্যাজেনাপি যন্মাম শ্রীদেব্যাঃ সমুচ্চারিতং জাতু কদাচিদপি ন  
 নিরন্তরন্তথাপি তন্মামোচ্চারিতং মোক্ষপ্রদন্তবতি । ইথং সতি মোক্ষার্থং যেহষ্টাঙ্গযোগাদি-  
 সাধনপ্রমদুর্বন্তি তে মুচা এব । তদ্বক্তং মহাকালসংহিতায়াম্ । সহেগং বা সলীলং বা যন্তাঃ  
 স্রগমাজ্জতঃ । করামলকবমুক্তিত্তাং নসেবেত কো জন ইতি ॥ ৩২ ॥

বিচারে পরে । ইতি যথা যোগিনো মুচা এবত্যাহ । বিচারে ইতি । তত্ত্বসংখ্যাবিধানে  
 তত্ত্বসংখ্যাবিধানবতি বিচারে পদে স্থানে মোহিতা এতে ভবাকৌ কিং ন মুচা এব । যন্তঃ  
 সংসারমুক্তিপ্রদা হ্রমেবাসি ততত্ত্বরাম বিহায় তস্মিন্ পদে মোহিতা মুচাঃ কথং ন স্রা-  
 রিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে তাহারা ই  
 স্বর্গকামনার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ মাতঃ শিবে ! আপনি সনাতনী মহা-  
 য়া, আপনি সংসার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত  
 করিবার জন্য উৎপাদন করিলে আমি বেদজ, অগ্নজ, জরায়ুজ ও উক্তিজ্জ এই চারিপ্রকার  
 জীব সৃষ্টি করিয়া “আমিই সকল জানি” অন্ত কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে”  
 এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩১ ॥ মাতঃ !  
 কোনও প্রকার ছলক্রমে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা  
 যাহারা অবগত নহে সেই সকল মুঢ় মানবই তপস্তায় নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম  
 প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম  
 করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জননি ! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্বক পরম বুদ্ধতত্ত্ব নিরূপণ  
 বিচারে প্রবৃত্ত হয় সেই সাংখ্যাবোগিগণ যথার্থ বস্ত্র বিষয়ে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে  
 সংশয় নাই, ভবানি ! তাহারা কি ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া, মহামোহের কলোদ-লীলার  
 পরিস্রুত হইয়া নাই ? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িণী রহিয়া-



পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদৌজস্বিনেহ-

রজে । চানুভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্ ।

নিমেষাঙ্কমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং

শিবা চান্বিকাশক্তির্নীশেতি নাম ॥ ৩৪ ॥

ন কিং ত্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং

দৃশৈবাশু সর্বং চতুর্ভা বিভক্তম্ ।

বিনোদার্থমেবং বিধিং মাং বিধায়া-

দিসর্গে কিলেদং করোষীতি কামম্ ॥ ৩৫

হরিঃ পালকঃ কিং ত্বয়াসৌ মধোৰ্কা

তথা কৈটভাদ্রক্ষিতঃ সিন্ধুমধ্যৈ ।

হরঃ সংহতঃ কিস্ত্বয়াসৌ ন কালে

কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যাদেশাৎ স জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অনু মূঢ়ানামিষং বার্থী পূর্ণা জ্ঞানিনস্ত হরি প্রেমগৌহতিশয়াস্বরাম কদাপি ন ত্যজন্তী-  
ত্যাহ । পরং ভবেতি । আদৌহরিহরাদিভিজ্ঞনৈঃ যৈঃ পরং তত্ত্বজ্ঞানমভূতং তেহপি কিং  
নিমেষাঙ্কমপি শিবা চান্বিকাশক্তির্নীশেতি নাম ত্যজন্তি নৈব ত্যজন্তীত্যাৰ্থঃ । তদ্বক্তং ভুব-  
নেশীসংহিতায়াম্ । আত্মাত্মভূতিনিষ্কাতা বৈতভাববিবৰ্জিতাঃ । তেহপি প্রেমগৌ ভজন্ত্যে-  
নামিষং মধোৰ্কানা শিবেতি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হরিঃ পালক ইতি । যঃ সিন্ধুমধ্যে ত্বয়া মধোৰ্কা কৈটভায়া রক্ষিতো হরিরসৌ জগতঃ  
পালকঃ কিং ভরতি নৈব ভবতীত্যর্থঃ । যঃ স্বরক্ষণে সমর্থো ন স কণমন্তপালনে সমর্থঃ  
জাদিতি ভাবঃ । তথা সর্বসংহারকো যদি হরস্তর্হি ত্বয়াসৌ কিং কালে প্রলয়কালে সংহতো  
নাশিতঃ যদি ন নাশিতস্তর্হি কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যাদেশাৎ স জাতস্ত্বয়াং সোহপি সর্বসংহারকো  
ন । ন হি সর্বসংহারকমন্তঃ সংহরন্তম্মানুখ্যা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকজী স্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

ছেন ॥ ৩৩ ॥ অনাদীনিনধনে ! হরি ও হর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান  
অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা এবং শিবা অন্বিকাশক্তি ও ঈশানী  
প্রভৃতি নাম কি নিমেষ মাত্রের জ্ঞাতও পরিচয় করিয়াছেন ? ॥ ৩৪ ॥ মাতঃ ! আপনি  
কটাক্ষমাবেই যেদজাদি চতুর্বিধ জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নহেন ?  
বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ;  
কিন্তু আপনি ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহং তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উপকরণ সৃষ্টির সফল  
পূর্বক পুর্বেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ জগদবিক্রে ! আপনিই হরিকে এই অধিল  
মোদের পালন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । আপনি কি প্রলয় লাগিলে মধ্যম ও কৈটভ  
নামক যোক্তর এই দৈত্যের হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই ? তাঁহা । যিনি আত্মরক্ষণে  
অসমর্থ তিনি কি অপরের রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন ? অতএব আপনি হরি দ্বারা এই

ন তে জ্ঞানকুর্য্যপি দুষ্টং প্রভং ক  
 কৃতং সম্ববন্তে ন কোপীহ বেষ ।  
 কিলান্যসি শক্তিস্বমেকা ভবানি ।  
 স্বতন্ত্রৈঃ সর্বৈরতো বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥  
 ত্বয়া সংযুতোহহং বিকর্তুং সমর্থো  
 হরিক্রীড়াম্ব ! ত্বয়া সংযুক্তচ ।  
 হরঃ সম্প্রহর্তু স্বয়ৈবেহ যুক্তঃ  
 ক্রমা নাদ্য সর্বৈ ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথান্যে  
 ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্ ।  
 ন মুহুস্তি কেহস্মিন্দন্তবাত্যন্তচিত্রে  
 বিনোদে বিবাদাম্পদেহক্লাশয়ানাম্ ॥ ৩৯ ॥  
 অকর্ত্তাওগম্পষ্ট এবাদ্য দেবো  
 নিরীহোহনুপাধিঃ সর্দৈবাকলশচ ।  
 তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণং বিনোদং  
 স্তসম্পশ্যতীত্যাহুরেবং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্রৈর্কৈদৈরিতার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্বয়া বিপ্রযুক্তা বিযুক্তাঃ ক্রমা নৈত্যয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অক্লাশয়ানামনুপাধীনাং বিবাদাম্পদে সদাসম্ব্যত্যাগিকলাম্পদে ॥ ৩৯ ॥

জগতের পালন করিতেছেন। আর আপনি কি জগৎসংহারক হইবেন? যথাকালে সংহার করেন না অবশ্যই করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সেই ব্রহ্মদেব আমার ক্রমধ্য হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? ॥ ৩৬ ॥ ভবানি! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল তাহাও এই অধিন বিশেষ কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অন্য কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অপরূপের ঐশ্বর্য সকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ জ্ঞয়িকে! আমি আপনার সহায় বলই, স্বষ্টি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হরও সেইরূপ আপনার প্রভাবেই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞয়িনি! আপনার আশ্চর্যজনক নীতি ব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণে যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিৎ কি? কেমন, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অন্য

দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্ প্রাক্ষতো বৈ পূমান্ পরঃ ।

নাথঃ কোহপি তৃতীয়োহস্তু প্রমেয়ে হুবিচারিতে ॥ ৪১ ॥

ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন ।

বিরোধোহয়ং ময়াভ্যন্তঃ হৃদয়ে তু বিশক্লিতঃ ॥ ৪২ ॥

একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ ।

স্মা কি ত্বং বাপ্যাসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্তয় ॥ ৪৩ ॥

নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভবত্যাশঙ্কিতম্ ।

দ্বিত্বৈকহুবিচারেহ্মিমিমং ক্ল্লকং মনঃ ॥ ৪৪ ॥

নিশ্চয়গোহীধরত্বং বিনোদং সংপত্ত্বীতি বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তীত্যয়ঃ এতাদৃশী হং মহাচমৎকারকর্ত্তী । যন্তাশ্চমৎকৃতিং নিরীহোহীধরে বেদিভূমিচ্ছতীতি ॥ ৪০ ॥

ইখং দেবীং স্তব্ধা স্বমনসি হিতাং শক্যং দূরীকর্ত্তুং পুচ্ছতি । দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্মিতি । দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্মূর্ত্তাস্মূর্ত্তোর্বিভেদো যস্মিন্ সংসারে দৃষ্টাদৃষ্টরাশিধার্য্যকে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্ সংসারে স্তব্ধঃ প্রাণাধারভূতস্তবপরঃ পূমান্ ভবতি । আধারাত্মনোঃ পূর্বাপরীভাবস্তলোক-দৃষ্ট্যোক্তত্বাৎ । নতুবা পূর্বাপরীভাবঃ উভয়োরপ্যনাদিত্বস্ত বেদসিদ্ধত্বাৎ । তথাটেকা হং দটেক ইতি তত্ত্বময়ং সিদ্ধম্ । অনেন তত্ত্বময়েনৈব সর্বপ্রপঞ্চনির্বাহে তৃতীয়স্তোপযোগা-চাবান্তঃ কোহপি তৃতীয়োহস্তু । ইখং প্রমেয়ে পদার্থে স্তব্ধতা যুক্ত্যা লাবণেন চ বিচারিতে পদার্থময়মেব সিধ্যতি । অবিচারিতে তু মতান্তরেহ্নেকানি তদ্বানি জাতান্যোবেতি তদ্ব্যপযোগাভাবঃ ॥ ৪১ ॥

তত্রৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চনেতি স্ত্রুতিবাক্যং কদাপি মিথ্যা নৈব কল্পনীয়ম্ । সর্বপ্রমাণমুর্দ্ধিতত্বাৎ । তত্রৈবং সতি পদার্থময়মভবেন ভাসতে স্ত্রুতিবৈধেতৎ বক্তিতদ্ব্যক্ত্যভাববোর্হান্ বিরোধো ময়া হৃদয়ে বিশক্লিতস্তর্কিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র স্ত্রুতিপ্রামাণ্যাদাব্যবতিরিক্তম্ মিথ্যাত্বং বক্তব্যং তদা কিং স্বমাস্বল্পপান্যাতাসৌ পুরুষ ইতি সন্দেহং বিনিবর্তয় । মিথ্যাপদার্থতজনে শ্রদ্ধায়া অজায়মানবাদ্বিতি নির্ণয় আবশ্যক ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই করিবে না অথবা এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি ! আপনার লীলা অনির্বচনীয় সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিণ কহেন যে ঈশ্বর নিশ্চয়, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও আপনার হুবিবীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ যে সকল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদ সংসার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্বাধারভূত অপর এক পুরুষ আছেন, সেই প্রমের পদার্থ বিচার বিষয়ে আপনাদের এই উত্তর বস্তুতীত তৃতীয় আর কোন বস্তুই নাই ॥ ৪১ ॥ বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্তব্য নহে । অতএব দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থময় প্রতিজ্ঞাত হইতেছেন কিন্তু স্ত্রুতি, অষ্টমের কথাই কহিতেছেন, অতএব মাতঃ ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ের বিরোধ আদর্শ করিতেছি ॥ ৪২ ॥ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অত্রীতির ব্রহ্মপদার্থ একই, বেদ সকল এই কথাই কহিতেছেন, জননি ।

স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি নামকম্ ।

পুণ্যযোগাচ্চ মে প্রাপ্তা সঙ্গতিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

পুমানসি স্বং স্ত্রী বাসি বদ বিস্তরতো মম ।

জ্ঞাহ্যং পরমাং শক্তিং মুক্তং শাস্তবসাগরাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে হরবিরিক্ণিকৃতস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিষ্টকষেতি । দ্বৈতং সত্যং বাচ্যেতং সত্যং বেতি বিচারে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বমুখেনাপি স্বমুখেনৈবেত্যর্থঃ । বহুপুণ্যযোগেন তব পাদয়োঃ সঙ্গতির্লক্ষ্যন্তি তত  
এতাদৃশং রহস্তমেব প্রট্টবাসিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

যেন জ্ঞানেন তাং পরমাং শক্তিং জ্ঞাহ্য ভবসাগরানুজ্ঞঃ স্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সেই পদার্থ কি আপনি ? অথবা সেই পুরুষ ? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ  
করুন ॥ ৪৩ ॥ আমার চিন্তা নিঃসংশয় রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার  
এই ক্ষুদ্র মন এই বৈচিত্র্যের বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বাৱেষণ করিতেও পারিতেছে না ;  
অতএব মাতঃ শিবে ! আপনি নিজমুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন ; বিপুল  
পুণ্যযোগ প্রভাবেই আমরা আপনার চরণ যুগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
আপনি পুরুষ বা স্ত্রী বটেন ইহা আমাকে বিস্তার পূর্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা-  
ণ্ডিককে অবগত হইয়া সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত শ্রীমদ্দেবীভাগবত

মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে হরবিরিক্ণিকৃতস্তোত্র বর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## মতৌখ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি পৃষ্ঠা ময়া দেবী বিনয়াবনতেন চ।

উবাচ বচনং ব্রহ্মমাদ্যা ভগবতী হি সা ॥ ১ ॥

দেব্যা বাচ।

সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্তু চ।

যোহসৌ সাহমহং বাসৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥ ২ ॥

পঞ্চাশতিমহাশয়ৈরঙ্কুরোকাধিকৈরথ।

ঈদেব্যা উপদেশত ব্রহ্মণে কৃত ইখ্যতে।

ব্রহ্মশ্রোত্রঃ ঈদেবীনিজরূপোপদেশং চকারেত্যাহ। ইতি পৃষ্ঠেতি ॥ ১ ॥

সদৈক্যমিতি। যদ্যেকমদৈবতং সত্যং চেদ্বৈতত্ব মিথ্যাবৈত্বতাস্তদন্ত এব ময়াদি-  
পদার্থঃ সম্ভবতীতি মিথ্যাপদার্থভঞ্নে শ্রদ্ধা ন ভায়ত ইতি স্বং ব্রহ্মরূপিণ্যসি বা ততো  
ভিন্নাসি চেতি। তত্রৈতদুচ্যতে। সত্যমদৈবতমেব তথাপ্যদৈবতরূপাদব্রহ্মণো নাহং ভিন্নাস্মি  
শক্তেন্ত শক্তাব্যতিরেকাৎ। অগ্ন্যাশিত্ত্বীনাং মদৈব্যতিরেকোপদর্শনাৎ। যিবিধং হি  
শক্তিরূপং কার্যং কারণঞ্চ। তত্র কার্যরূপমাবরণবিক্ষেপাদিরূপং তত্ত্ব শক্তিমজ্জপাৎ  
পৃথগ্বেব ভাসতে। অহমজ্জাহং সুখী দুঃখী চেত্যাদাহুতবাৎ। অগ্নিরূপাভিন্নত্বেন ভাসমান-  
দাহকোটাদিশক্তি কার্যাবৎ। যচ্চ কারণভূতং মহামায়ারূপং ন তচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ পৃথগব-  
ভাসতে অদেহাদি কার্যভিন্নদাহাদি কার্যভজনকশক্তেভেদোপদর্শনাৎ। স্বাত্মতাবরণবিক্ষেপ-  
ভিন্নাবরণবিক্ষেপজনকমহামায়াশক্তেরহুতবাচ্চ। তস্তাঃ সম্ভাবে তর্হি কিং শ্রোত্রমিতি চেদা-  
বরণবিক্ষেপরূপ কার্যভিন্নত্বাভূতপত্তিঃ শ্রুত্যাদিকং চেতি বুঝঃ। তত্রৈবং সতি যথারৌ হোমেহগ্নি-  
শক্ত্যাং হোমোহর্ষসক্তৌ যথাবাগ্নিশক্তৌ হোমেহরৌ হোমোহর্ষসিদ্ধ এবং ব্রহ্মোপাসনারামপি  
মমোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা মমোপাসনারামপি ব্রহ্মোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা। তথাচোভয়ত্র  
মমোপাসনারাং ব্রহ্মোপাসনারাঞ্চ ময়া বিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্তি ভবতি। তথাচ মমো-  
ভয়ত্রকর্তৃদৈকত্ব ভাগত্ব মায়ারূপত্ব মম মিথ্যাৎসেপি দ্বিতীয়ভাগত্ব ব্রহ্মরূপত্ব মম সত্য-  
ত্বমদৈবতশ্রুতিবিরোধো ন বোপাসনারামশ্রদ্ধা ত্রাৎ। অরহত্বমঃ সর্বোবাং, মমোপাসনা  
মায়য়া এব ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মণ এবেতি। তস্মাৎ কেবলমায়য়াঃ কারণভূতায় ব্রহ্মানধি-  
ষ্ঠিতায় উপাস্তব্যাসম্ভবে ন ময়া বিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্বোপাস্তমিতি। তদেব চ মম মুখ্যঃ  
ব্রহ্মণমিতি ন কশ্চিদোষলেশ ইতি। ইদং সর্বমুপোদধ্যাতে এব স্পষ্টীকৃতং ভদ্রেতৎ সর্বং

ব্রহ্মা বলিলেন নারদ। আমি বিনীতভাবে সেই আশ্বাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ  
সিদ্ধান্ত করিলে তিনি আশ্বাকে বধুর ব্যাক্যে বলিলেন, ব্রহ্মন। সেই ব্রহ্মের এবং আমার  
সর্বমাই একত্বতম, আমাদের কোনও ভেদ নাই। যে ব্রহ্ম সেই আমি এবং যে আমি সেই  
ব্রহ্ম; তবে যে, শক্তি ও শক্তিদানে ভেদবুদ্ধি হয়, এইরূপ শক্তিবিশেষকেই তাহার কারণ

আবুয়াবুয়ঃ সূক্ষ্মং বোঃ শক্তিমাত্রাং হি সঃ ।

বিমুক্তঃ স সূক্ষ্মস্যোচ্চায়েভ্যোঃ সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্ ।

বৈতন্ধ্যং পূনর্ধাতি কাল উৎপৎসুসংজ্ঞকে ॥ ৪ ॥

যথাদীপস্তথোপাধেয়োগাৎ সঞ্জায়তে দ্বিধা ।

ছায়েবাদর্শমধ্যে বা প্রতিবিম্বঃ তথাবয়োঃ ॥ ৫ ॥

ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ ! ।

দৃশাদৃশ্যবিভেদোহয়ং দ্বৈবিধ্যে সতি সর্বথা ॥ ৬ ॥

মনসি নিধায় শ্রীদেব্যবাচ । সৈদকস্মমিতি । তদ্বক্তং পাবকস্তোক্ততেবেয়মুচ্চাংশো দীধিতিঃ । চন্দ্রস্ত চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্ত সহজা এবতি । যোহসৌ পরমাত্মা স এবাহম অহং যাস্মি স এব যোহসৌ পরমাত্মা সোহস্মি । শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ । মতিবিভ্রামানি শক্তিঃ শক্তিমতো ভিন্নেতি ভেদো ভ্রমমূলক এবত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আবয়োঃ শক্তিশক্তিমতোরন্তরভেদঃ । কার্য্যকরণেণ শক্তিঃ শক্তান্তয়েতি রূপত্বং বো চে অর্থাৎ কারণশক্তিরূপস্ত ব্রহ্মণা সহভেদং বো বেদ স পুরুষো মায়্যশক্তিজ্ঞানসময়ে । তদভিন্নব্রহ্মজ্ঞানবান্ সন্ জ্ঞানসময়ে এব বিমুক্তঃ সন্নপি দেহান্তে সংসারাদুচ্চায়ে বিদে কৈবল্যং প্রাপোতীত্যর্থঃ । যদাবয়োরন্তরং নাটমৈব ভেদো ন স্বরূপতো ভেদত্বং বো বেদে সমানার্থম্ ॥ ৩ ॥

যস্যোক্তমেব ব্রহ্ম তর্হীদং দৈতং কস্মাদাগতমিতি চেত্তত্রাহ । একমেবেতি । কালে ঐ পিংসুসংজ্ঞকে উৎপাদনেচ্ছাবতি কালে সৃষ্টিকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যথা দীপ ইতি । যথা দীপ একঃ সন্নপ্যুপাধিযোগাদনেকথা ভবতি । তথা মায়্য বা কার্য্যোপাধিভেদাদান্যেকোহপি দ্বিধানেকদৃশাদৃশ্যকোটিভেদেন দ্বিধা ভবতি । যথা মুখমে মপ্যুপাধিদর্পণভেদাৎ প্রতিবিম্বরূপেণ বহুধা ভবতি যথা বা পুরুষস্ত ছায়োপাধিভেদাদনেকথা ভবতি তথৈবাবয়োঃ প্রতিবিম্বং মায়্যাকার্য্যাস্তঃকরণরূপোপাধিধ্বনেকথা ভবতি ॥ ৫ ॥

কিমর্থময়ং ভেদো ভবতি তত্রাহ । সর্গার্থমিতি । অরন্তাবঃ । নিবৃত্তকালপরিপূর্ণাঙ্ক্য কর্ণাৎ মধ্যে পরিপকানামুপভোগেন ক্ষয়াদিতরেবাং চাপরিপকানাং ভোগাসম্ভবে ন তর্থাৎ । সৃষ্টিরূপযোগাৎ প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ভবতি তস্মিন্ প্রলয়ে সর্গং অগবীজরূপেণ মায়্যা

বলিয়া জানিবে ॥ ১—২ ॥ যে সাধক আমাদের উভয়ের ( শক্তি ও শক্তিমাত্রার ) যে বিষয়ক স্মরণের সুবিধে পাবে, অর্থাৎ স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য ভেদমাত্র এইটী বাহার অস্বত্ব হইবে সেই তত্ত্বজ পুরুষই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে নাহি ॥ ৩ ॥ একটী দ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিক উপস্থিত হইলে তিনিই বৈতন্ধ্যব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ যেমন একমাত্র দীপ উপা যোগে বৈতন্ধ্যব প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ, দর্শনরূপ উপাধিরোগে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিরোগে বিম্বপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ার কার্য্য সত্ত্বকরণোপাধিরূপে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের প্রেরণ প্রাপ্ত হইয়া ॥ ৫ ॥ যে ব্রহ্ম

নাহং জী ন পুমাংচ্চাহং ন জীবং সর্বসংকরে ।

সর্গে সতি বিভেদঃ স্তাৎ কল্পিতোহয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ ৭ ॥

অহং বুদ্ধিরহং ত্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্তির্মতিঃ স্মৃতিঃ ।

শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্রোধা তৃষ্ণা ক্রমাক্রমা ॥ ৮ ॥

কাস্তিঃ শাস্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তস্মা জরাজরা ।

বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঙ্ক্ষা শক্তিচ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

লীনং ভবতি মায়া চ গ্রন্থসমস্তপ্রপঞ্চা বুদ্ধাভেদেন তিষ্ঠতি । তদা নিত্যরঙ্গসমুদ্রকরং বুদ্ধ-  
নিরীহং তথৈব তিষ্ঠতি । যদধিকৃত্যোচ্যতে । নাসদাসীয়ে। সদাসীত্তদানীং নাসীজ্জো নো-  
ব্যোমাপরো বদিতাদি তুচ্ছেনাথ পিহিতমিত্যন্তম্ । পরিপক্ষেষু হু কৰ্ম্মহু তত্ত্বৎকল্পকৰ্ম্ম-  
বশাৎ ক্ষেত্রহং বীজং যথোচ্চনং ভবতি তত্ৰৈবাত্ৰৈবতং নিরীহং বুদ্ধাপি কালকৰ্ম্মবশাচ্ছূনং  
ভবতি । পশ্চাদ্ভূততঃ শাখাস্তাভ্যঃ পজ্ঞাপি ততঃ পুশং ততঃ কলমেবমেব ক্ষেত্রবীজবদ-  
জপি মায়াবীজাদভূতাদিকং জায়তে । স চোচ্চনতাদিপরিয়ামো মায়ায়া এব ন বুদ্ধগন্তত  
নিরবয়বত্বায়ায়াশ্চ সাবয়বত্বাৎ পরিণামে সাবয়ববত্তন এবাপেক্ষণাৎ । বুদ্ধ তু বিবর্তোপা-  
দানং ভবিনা মায়ায়াঃ সত্তাকুর্ভোরভাবেন পরিণামাবোগাৎ । তথাচ মায়ায়াং তৎকার্যো  
বুদ্ধ-বুদ্ধগোঁহুহুতত্বাদবাবে। মায়াভেদাত্তাবস্ত এব বুদ্ধগো ভেদাঃ সর্গার্থং জাতা ইতি ।  
নদৈবং জাতঃ স্তদা বৈবিধ্যে সতি দৃশ্যাদৃশ্যভেদোহপি সৰ্বথা জাতঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাহং মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিণ্যেব ন পুরুষরূপা জীবরূপা বা ন বা জীৱপেতাহ । নাহং  
জীতি । সর্বসংকরে প্রলয়ে ইদং কিমপি নাস্তি অহং পুরুষো বা জীবতি পুনঃ সর্গে সতি  
জীবাত্তপ্রার্থময়ং ভেদো ময়া ধিয়া স্ববৃত্ত্যান্নিকর্য্য কল্পিতঃ ॥ ৭ ॥

অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্ববুদ্ধাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অতুল কৰ্ম্ম  
সমুদ্রজগতের বীজরূপে মায়ায় সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া,  
সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্ববুদ্ধাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরবুদ্ধের সহিত অভেদে অবস্থান করে,  
তখন বুদ্ধস্বত্ত্ব নিত্যরঙ্গ সমুদ্রের ভায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে । তদনন্তর জীবের সেই কৰ্ম্ম  
কালযোগে পরিপক হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের ভায় সেই নিরীহ বুদ্ধবস্ত কাল ও কৰ্ম্মবশে উচ্চন  
হইয়া থাকে, সেই জন্ত মায়া সংকোভ প্রাপ্ত হয় তদনন্তর কৰ্ম্মবীজযুক্ত সেই মায়া  
হইতেই বুদ্ধের অল্প পত্র পুশ কলাদির ভায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে ।  
ইহাতে মায়া ও মায়ায় কার্য্য পরবুদ্ধ অহুহুত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ায় যত  
প্রকার ভেদ হয় বুদ্ধবস্তরও ততপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে । যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন  
উচ্চরূপে বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্চ ও অদৃশ্যরূপে সৰ্বথা প্রভেদ প্রভীত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥  
পদ্যাসন ! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, জী বা পুরুষ নহি এবং জীবও নহি, কেবল সৃষ্টি  
কালেই বুদ্ধি মারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ পদ্যকল্প ! আমিই বুদ্ধি,  
আমিই ত্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্রোধ, তৃষ্ণা, ক্রমা,  
কলাকতি, কাস্তি ও শাস্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তস্মা, জরা ও অজরা এবং আমিই

বস। মজ্জা চ বৃদ্ধ চাহং দৃষ্টির্বাগ্নত্বা নৃত্য ।  
 পরা মধ্যা চ পশ্যন্তী নাভ্যোহহং বিবিধাশ্চ ধাঃ ॥ ১০ ॥  
 কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি ।  
 সর্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ ॥ ১১ ॥  
 ঐতেন্নৈশ্চিৎ নিশ্চিৎ ক্রৌঞ্চৈর্বিহীনং কিং বদস্ব মে ।  
 তস্মাদহং বিধে ! চান্মিল্লগ্নে বৈ বিততাভবম্ ॥ ১২ ॥  
 নুনং সর্বেষু দেবেষু নানানামধরা হুহম্ ।  
 ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥  
 গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা ।  
 বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী ॥ ১৪ ॥  
 উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্ষেযু প্রবিশামি তান্ ।  
 করোমি সর্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫ ॥

ভেদানামানন্তোহপ্যদাহরণার্থং কাংক্ষিত্তেদানাহ । অহম্বিকিরিতি ॥ ৮—১০ ॥

সর্বমেবাহমিতি । একোহং বহুভাং প্রজায়েয় ইচ্ছো মায়ান্তিঃ পুরুষপ ঈদৃশ ইতি শ্রু  
 দ্বায়াবিশিষ্টং বৃদ্ধেব সর্বাকারেণ ভীষত ইতি মদ্বিযুক্তং বস্ত্ৰ কিমস্তি নৈবাস্তীত্যর্থঃ ।  
 ভাত্তর্হি তদ্বদ্ব্যাপ্তোপমমসদেব স্তাদিতি ॥ ১১ ॥

বিততা ব্যাপিকা ॥ ১২—১৪ ॥

প্রবিশামি ভানিতি । তৎসৃষ্টা তদেবাপ্রাবিশদিতিক্রতেঃ । তান্ পদার্থানিত্যর্থ  
 অনেন চাত্ত্ব্যমিহ ভগবত্যা স্তোত্রাক্রম । নিমিত্তং তমিতি । স করোতীতি তং পূর্ব  
 নিমিত্তমাত্রং বিধায়াহমেব সর্বং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাহা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিহে বস।, মজ্জা, বৃদ্ধ, দৃষ্টি ও সত্য  
 সত্য বাক্য এবং আমিহে পরা মধ্যা ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সাক্ষ্যিকোট সংখ্যাবা  
 রুপিণী ॥ ৮—১০ ॥ বিধাতঃ ! আমি সংসারে কোন্ বস্ত্র নহি ? আমা হইতে বিযুক্ত হই  
 কোন্ বস্ত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে ? ফলতঃ আমিহে এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্ত্র  
 বিদ্যমান রহিয়াছি ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১১ ॥ ব্রহ্ম ! আমার এই সকল নিত্যকা  
 ধারা বিহীন হইয়া কোন্ বস্ত্র থাকিতে পারে ? তাহা তুমি আমাকে বল ; ফলতঃ কোন  
 ও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া  
 রাছি ॥ ১২ ॥ আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পুরুষ শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিত  
 পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥ কমলাসন ! আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ্ম  
 বাসী, কৃত্তবেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবে  
 কৌবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রাণী শক্তিরূপে অবস্থিত করিতেছি ॥ ১৪ ॥  
 বস্ত্রভাত্ত্ব্যেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ ময়েই আমি অহম্ব্যবহিত হই ফলতঃ



জলে শীতা তথা বহ্নাবৌষ্ণ্যং জ্যোতির্দিবাকরে ।  
 নিশামাথে হিমা কামং প্রভবামি যথা তথা ॥ ১৬ ॥  
 ময়া ত্যক্তং বিধে । নুনং স্পন্দিতুং ন ক্রমং ভবেৎ ।  
 জীবজাতকং সংসারে নিশ্চয়োহয়ং বুবে হয়ি ॥ ১৭ ॥  
 অশক্তঃ শঙ্করো হস্তং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্জ্বিতঃ ।  
 শক্তিহীনং নরং বুতে লোকশ্চৈবাতীতুর্বলম্ ॥ ১৮ ॥  
 রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল ।  
 শক্তিহীনং যথা সর্কে প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯ ॥  
 পতিতঃ স্থলিতো ভীতঃ শান্তঃ শত্রুবশজতঃ ।  
 অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোহপি কথ্যতে ॥ ২০ ॥  
 তদ্বিক্রি কারণং শক্তির্যথা হুং চ দিস্থকসি ।  
 ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কৰ্ত্তা তদাখিলম্ ॥ ২১ ॥  
 তথা হরিস্তথা শম্বুস্তথেষ্ট্রোহথ বিভাবহুঃ ।  
 শশী সূর্য্যো যমস্তৃক্টা বরুণঃ পবনস্তথা ॥ ২২ ॥  
 ধরা স্থিরা তদা ধৰ্ত্তুং শক্তিযুক্তা যদা ভবেৎ ।  
 অন্তথা চৈদশস্তা স্রাং পরমাণৌশ্চ ধারণে ॥ ২৩ ॥

হিমা শীতলা চন্দ্রিকेत্যর্থঃ ॥ ১৬—২৪ ॥

পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥ পরমেষ্ঠিন্ !  
 আমি সৃষ্টিতে শৈত্য, অনলে উত্তাপ, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতলচন্দ্রিকা ; ব্রহ্মন্ !  
 এইরূপে আমি সর্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥  
 আমি তৈন্মাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবিহীন হইলে কদাচ  
 সড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥ অধিক কি শঙ্করও আমার কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য বিনাশে  
 সমর্থ হয় না । আর দেখ লোক সকল দুর্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে । কিন্তু  
 রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না ॥ ১৮—১৯ ॥ পতিত, স্থলিত, ভীত, শান্ত ও শত্রু  
 বশভাগ্য, মানবগণকে লোকে অশক্ত ( শক্তিহীন ) বলিয়া থাকে কিন্তু এ ব্যক্তি “রুদ্র-  
 হীন” এরূপ ত কেহ কখনই বলে না ॥ ২০ ॥ অতএব, তুমি যদ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক,  
 সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে । তুমি যখন শক্তিযুক্ত হইবে তখনই  
 অশক্তির সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে । হরি, শম্বু, রুদ্র, বিভাবহু, যম, শশী,  
 পবন, পমন, বিশ্বকর্মা, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবভাগ্য শক্তিযুক্ত হইয়াই যথাক্রমে কার্য-

তথা শেবস্তথা কুশৌ যেহন্তে সর্কে চ দিগ্গজাঃ ।

মদুস্তা বৈ সমর্ধাশ্চ আমি কার্য্যাণি সাধিতুম্ ॥ ২৪ ॥

জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবতুম্ ।

পবনং স্তম্ভরাম্যদ্য যদিচ্ছামি তথাচরম্ ॥ ২৫ ॥

তত্বানাক্ষৈব সর্কেবাং কদাপি কমলোদ্ভব ! ।

অসতাং ভাবসন্দেহঃ কর্তব্যো ন কদাচন ॥ ২৬ ॥

কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্তাৎ প্রধঃসাতাব এব বা ।

মৃৎপিণ্ডেষু কপালেষু ঘটাতাবো যথা তথা ॥ ২৭ ॥

যদিচ্ছামীতি । যদিযদিচ্ছামি তত্তৎ সর্কং স্বাতন্ত্র্যেণ করোমি ন মন্তোহন্তঃ কোহপ্যন্তী-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নমু যদি স্বমেব সর্বস্বরূপা তর্হি ওব নিরন্তরং বিদ্যমানত্বাৎ সর্বপ্রপঞ্চস্তাপি বিদ্যমানতা-  
ন্ত্যেবেতি অগৎ ময়োৎপাদ্যতে ইতি তব বচনং ন সঙ্গচ্ছেত । অথচ যদি স্বংসক্যা-  
দন্তোহতিরিক্তমেব অগদপূর্বমুৎপাদ্যত ইতি মতম্ তদা স্বং সর্বরূপাসীতি বচনং ন সঙ্গছে-  
তেতিশঙ্কাঃ নিরাকর্তুমাহ । তত্বানাং চৈবেতি । হে বুদ্ধন্ ! সর্কেবাং তত্বানামসতাং ভাবসন্দেহ  
উৎপত্তিসন্দেহঃ কদাপি নৈব কর্তব্যঃ । অসত উৎপত্তাদ্যাশ্রয়ত্বাযোগাৎ । ন হসন্ বক্ষ্যা-  
পুত্র উৎপত্তাদ্যাশ্রয়ো ভবতি । কিন্তু সঙ্গপেণ সতাং বিদ্যমানানামেব তত্বানামুৎপত্তি-  
রিতি জানীহি ॥ ২৬ ॥

নমু তর্হি সতাং বিদ্যমানানাং তত্বানামুৎপত্তাদ্যাশ্রয়ত্বমপি ন সম্ভবতীতি চেদাবির্ভা-  
বিতরোভাবাবেব সংকার্য্যবাদে উৎপত্তিপ্রলয়ো নাভাবিতাহ । কদাচিদিতি । যথাবিদ্য-

সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ যখন শক্তিসমবিত হই তখনই ধরাদেবী স্থির  
থাকিয়া বিবিধ জীব নিবহ সহনিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা একটা  
পরমাণু মাত্র ধারণ করিতে ও সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ সেইরূপ শেষ নাগ, কূর্ধ ও দিগ্গজগণ  
এবং অজ্ঞাত সকলেই মদুস্ত (শক্তিবিশিষ্ট) হইয়া স্ব স্ব কার্যসাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥  
বুদ্ধন্ ! আমি বাহা বাহা ইচ্ছা করি তৎসমুদায়ই স্বাতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি,  
আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও তত্ত্বিত করিতে  
পারি ॥ ২৫ ॥ কমলাসন ! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান  
রহিয়াছে, “আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন ?” এইরূপে সমস্ত জগৎ  
পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রীতি সংশয় কদাচই কর্তব্য নহে, যেহেতু উৎপত্তি  
প্রকৃতির আশ্রয়যোগ্য (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অমুৎপত্তির প্রীতি কারণ  
বিদ্যমান রহিয়াছে । দেখ বক্ষ্যাপুত্র এবং শশবিবাহ ও আকাশকুসুম প্রকৃতির উৎপত্তির  
আশ্রয়যোগ্য সত্ত্ব-রহিত পাবে না কিন্তু সংরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব  
হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ তির, ধনুশাদির ভাব অজ পদার্থের উৎপত্তির প্রীতি  
সন্দেহ, তুমি একবারেই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬ ॥ যদি বল, তবে সংপদার্থ সমূহের উৎপত্তি

অদ্যত্র পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে ।

সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অতীত পরমাণবঃ ॥ ২৮ ॥

শাস্তং কণিকং শূণ্ডং মিত্যানিত্যং সৰ্বকৃতকম্ ।

অহঙ্কারাগ্রিমকৈব সপ্তভেদৈর্বিবক্ষিতম্ ॥ ২৯ ॥

গৃহাণাজ্জ । মহত্তত্ত্বমহাকারন্তুজ্ঞত্বঃ ।

ততঃ সৰ্বাণি ভূতানি রচয়স্ব যথা পুরা ॥ ৩০ ॥

মানন্তৈব ঘটন্ত মৃৎপিণ্ডেবতাবঃ প্রাগভাব আবির্ভাবজনকঃ । যথা বা কপালেষু ঘটাদেবিদ্য-  
মানন্তৈবাতাবঃ প্রধ্বংসাতাবন্তিরোভাবজনকঃ । তথৈব কারণাত্মনা বিদ্যমানানাস্তত্বানা-  
মাবির্ভাবতিরোভাবাবোৎপত্তিপ্রলয়ে নাস্ত্যাবিতি ন সৎকারণবাদে সৰ্ব্বাশঙ্ক্যং মম ব্যাহত-  
মিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অত্র সংকার্যবাদেহুভবমাং । অদ্যত্রৈতি । অদ্যত্র পৃথিবী ঘটরূপা নাস্তি ধ্বংসে  
সতি সা ক গতেতি বিচারণে সতি লোকা অত্র ঘটরূপায়ঃ পৃথিব্যাঃ পরমাণবো জাত-  
ইতি বদন্তি । তথাচ পরমাণুরূপেণ ঘটন্ত বিদ্যমানতাভ্যাবেতি লোকসিদ্ধে এব সংকার্যবাদ-  
ইতি ॥ ২৮ ॥

ইধং ভগবত্ব্যপদিষ্টাভ্যাপয়তি । শাস্তমিতি । শাস্তমিত্যাদিপরম্পরবিরুদ্ধবিশেষণ-  
স্বতন্ত্রতাপি । মায়াজ্ঞানাদনির্লক্ষণীয়ত্বং সূচিতম্ । অহঙ্কারাত্ম্যে প্রথমতো ভবং সপ্ত-  
ভেদৈর্লক্ষ্যদাতাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তোত্যেবংরূপৈর্ভেদৈর্বিবক্ষিতম্ । মহত্ত্বাদেবস্তেভ্যাঃ  
তত্বানাং সত্বাং স্বতাপি স্বাস্ত্যভাববিবক্ষয়া সপ্ততোক্তিঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

প্রকৃতির আশ্রয়যোগ্যত্বের ও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা ভূমি বলিতে পার না যেহেতু সংপদার্থ  
সমূহের কার্যবিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা  
অন্ত আর কিছুই নহে । ভূমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সংপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব  
বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও  
ঘটের প্রধ্বংসাতাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাতাবই আবার ঘটের তিরোভাবের  
জনক হইয়া থাকে । সেইরূপে কারণাত্মক সংপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই  
উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । অতএব ব্রহ্মন্ ! কারণ বিচারেও আমার  
সৰ্ব্বাশঙ্ক্য অব্যাহতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে । তাহাতে, তোমার সন্দেহের অবসর  
কিছুই নাই ॥ ২৭ ॥ পদ্মাসন ! সংকার্য বিচারে এইরূপ অসম্ভব হয় যে এখন এখানে  
ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই মৃত্তিকা কোথায় গেল এইরূপ  
বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া  
রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥ পরমেশ্বর ! নিত্য ইতিশীল ও কণহারী, অমূল্য প্রকৃতি মিত্যানিত্য  
পদার্থ সমূহেরই সৰ্ব্বকৃত অর্থাৎ কারণ জ্ঞাত আমিবে ; কিন্তু অহঙ্কার সেই সৰ্ব্বকৃত পদার্থের  
লক্ষ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয় । এইরূপে মহাদানি সপ্ত পরমার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সপ্ত  
প্রকার ভেদ মাত্র তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে সর্বভব, মহত্ত্ব হইতে

ব্রজস্তু স্বানি বিক্যানি বিরজ্য নিবসন্ত বঃ ।

স্বানি স্বানি চ কার্যানি কুর্ষন্ত দৈবতাবিতাঃ ॥ ৩১ ॥

গৃহাণেমাং বিধে । শক্তিং হুৰুপাং চাক্ৰহাসিনীম্ ।

মহাসরস্বতীং নাম্না রজোত্তমযুতাং বরাম্ ॥ ৩২ ॥

খেতাস্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাম্ ।

বরাসনসমারুঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩ ॥

এষা সহচরী নিত্যং ভবিষ্যতি বরাদ্ভনা ।

মাবমংস্থা বিভূতিং ন মে মত্বা পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥

গচ্ছ হৃদয়না সৰ্ব্বং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ ।

বীজাক্ষতুর্বিধং সৰ্বং সমুৎপাদয় সাস্প্রতম্ ॥ ৩৫ ॥

লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কৰ্ম্মভিস্তথা ।

বর্তন্তে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু স্বং যথা পুরা ॥ ৩৬ ॥

কালকৰ্ম্মস্বভাবার্থৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ ।

স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তং পূৰ্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতঃ পরমস্বাং স্থানান্তবস্তো ব্রজস্তু নির্গত্য চেদং কুর্ষন্তিত্যাহ । ব্রজস্থিতি । দৈব-  
তাবিতাঃ প্রারব্ধকেনোৎপাদিতাঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বীজাক্ষহস্তস্বাং ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ বীজে কিস্মিন্তি তজাহ লিঙ্গৈতি । লিঙ্গশরীরানি কৰ্ম্মজীবসহিতানি সন্তি তানি  
যথা পুরা পূৰ্ব্ববৎ পৃথক্কর ॥ ৩৬ ॥

অহংকার, তদনন্তর অন্তান্ত সমস্ত ভূতবর্গ, এইরূপে তুমিও পূৰ্বেই জ্ঞাত যথাকালে  
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক ॥ ২৯—৩০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে তোমরা এখানে  
হইতে নিজ নিজ আলয়ে গমন কর এবং এইরূপে বিশ্বসংসারের রচনা করিয়া বাস  
করিজে থাক এবং দৈবতাবিত অর্থাৎ প্রারব্ধকর্তৃক উৎপাদিত স্ব স্ব কার্য সকল নির্বাহ  
করিতে থাক ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন ! তুমি এই দিব্যরূপা, চাক্ৰহাসিনী রজোত্তমযুতা, খেত-  
াস্বরধারিণী, দিব্যভূষণে বিভূষিতা, খেতসরোজবাসিনী, মহাসরস্বতী নামী শক্তিকে, ক্রীড়া-  
সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই অভ্যুতমা ললনা ভৌগোলিক  
সহচরী হইবেন ; ইহাকে আমার বিভূতি আনিয়া সৰ্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে,  
কথাটাই অবমাননা করিবে না ॥ ৩৪ ॥ তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং  
এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥  
লিঙ্গ শরীর সকল জীব ও কৰ্ম্ম সমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে,

স্বভাবের উপর সৰ্ব্ব ইতি বা পাতঃ ।

মাননীয়স্বরা বিকৃঃ পুত্রসীমন্ত-সৰ্বদা ।  
 সন্তুগ্ণপ্রধানবাদধিকঃ সৰ্বভতঃ সদা ॥ ৩৬ ॥  
 যদা যদা হি কার্য্যং যো ভবিষ্যতি দুঃসত্যম্ ।  
 করিষ্যতি পৃথিব্যাং বৈ অবতারং তদা হরিঃ ॥ ৩৭ ॥  
 তিৰ্যগ্‌যোনাবধান্ত্রে মানুষীং তমুমাশ্রিতঃ ।  
 দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ॥ ৪০ ॥  
 ভবোহয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।  
 সমুৎপাদ্য সুরান্ সৰ্বান্ বিহরষ্য যথাস্থখম্ ॥ ৪১ ॥  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নান্যজৈঃ সদক্ষিণৈঃ ।  
 যজ্জিষ্যন্তি বিধানেন সৰ্বান্ বঃ স্বেসমাহিতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 মন্মামোচ্চারণাৎ সৰ্বৈ মথেষু সকলেষু চ ।  
 সদা তৃপ্তাশ্চ সন্তুতা ভবিষ্যধ্বং সুরাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

সামগ্র্যভরমাহ । কালকৰ্ম্মস্বভাবাধৈঃ কারণৈরিত্তি । এতিঃ কারণৈঃ স্বভাবভূতাঃ  
 স্বগুণাঃ সত্যাদয়ঃ শব্দাদয়শ্চ তৈশ্চ যুক্তং পূৰ্ব্বং কুৰ্ম্মিত্যর্থঃ । যো যন্ত গুণো যদ্বন্ত প্রারম্ভঃ  
 যো যন্ত ফলভোগস্ত কালো যো যন্ত স্বভাবভূতো গুণত্বম্ভিন্ কালে তাদৃশকৰ্ম্মগুণাহরোধেন  
 ভগ্নশ্চ ফলং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

মদ্যমিষাহতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

তুমি যথাকালে পূৰ্ণের ভায় তাহাদিগকে পূৰ্ণক্ পূৰ্ণক্ করিও ॥ ৩৬ ॥ কাল, কৰ্ম্ম ও  
 স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণ সমূহ অর্থাৎ সত্যাদি ও শব্দাদিগুণ সমস্ত দ্বারা  
 এই অখিল জগৎকে পূৰ্ণের ভায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার বৈরূপ গুণ, যাহার যে  
 প্রারম্ভ কৰ্ম্ম, যাহার যে ফলভোগের কাল, যাহার বৈরূপ স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি  
 সেইকাল গুণ ও কৰ্ম্মাহরোধে তাহাদিগকে ফল প্রদান করিও ॥ ৩৭ ॥ এই বিকৃ-স্বগুণ-  
 প্রদান, অতএব তোমা অপেক্ষা সততই সৰ্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি ইহার সৰ্ব্ব-  
 দাই সমান ও পূজা করিও ॥ ৩৮ ॥ যখন যখন তোমাদের দুঃস কৰ্ম্ম উপস্থিত হইবে  
 তখন এই হরি সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইবে ॥ ৩৯ ॥ এই জনা-  
 র্দন তিৰ্যগ্‌যোনী অথবা মানবোনিতে অন্যগ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত দানবদিগের বিনাশ  
 সাধন করিবে ॥ ৪০ ॥ এই মহাবল মহাদেব তোমার সহায় হইবে; তুমি যথাকালে সুর-  
 ষণ্ডকে উৎপাদিত করিমাই যথাস্থখে বিহার করিতে থাকিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং  
 বৈশ্যসম, সমাহিতচিত্তে নানাবিধ সধক্ষিপ বজ্রহস্তান দ্বারা তোমাদের কৃতি সাধন  
 করিবে ॥ ৪২ ॥ সমস্ত বজ্রেই আবার যাহা নাম উচ্চারণ হেতু তোমাদের সমস্ত সেবতাই

শিবশ্চ মাননীয়ে। বৈ সৰ্বকামাৰ্থসিদ্ধয়ে ॥  
 যজ্ঞকাৰ্য্যেষু সৰ্বেষু পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 যদা পুনঃ স্মরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাস্তবিস্মৃতি।  
 শক্তয়ো মে তদোৎপন্ন হরিষ্যন্তি হুবিপ্রহাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী বৈষ্ণবী পৌরী নারসিংহী শচী শিবা।  
 এতাস্তাস্মাশ্চ কার্য্যাণি কুরু স্বং কমলোদ্ভব ॥ ৪৬ ॥  
 নবাক্ষরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা।  
 জপনু সৰ্বাণি কার্য্যাণি কুরু স্বং কমলোদ্ভব ॥ ৪৭ ॥  
 মন্ত্রাণামুত্তমোহয়ং বৈ স্বং জানীহি মহামতে ।।  
 হৃদয়ে তে সদা ধ্যায়ঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥  
 ইতুস্তি মাং জগন্মাতা হরিং প্রাহ শুচিস্মিতা।  
 বিষ্ণো! ব্রজ গৃহাগেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 সদা বক্ষঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।  
 ক্রীড়ার্থং তে ময়া দত্তা শক্তিঃ সৰ্বার্থদা শিবা ॥ ৫০ ॥

এতাস্তাস্মাশ্চৈত্যস্ত হরিষ্যন্তীতি পূৰ্বেণাশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাক্ষরমিমং মন্ত্রমিতি। স চ দুর্গায়া নবর্ণঃ প্রসিদ্ধঃ। এতদ্বিধানং নবমন্ত্রকৃত্যভিমা-  
 ধায়ে বক্ষ্যতি ॥ ৪৭—৫৫ ॥

সতত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥ তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়,  
 অতএব সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যেই যত্নপূৰ্ব্বক ইহার পূজা করা কর্তব্য ॥ ৪৪ ॥ প্রজাপতে!  
 যখন দৈত্য হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, পৌরী, নারসিংহী,  
 সদাশিবা এই সকল এবং অস্ত্রাস্ত্র আমার বিতৃষ্ণিতরূপা শক্তি সকল মিলিত হইয়া অক্লান্ত  
 বিগ্রহধারণ পূৰ্ব্বক উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় হরণ করিবে; অতএব ব্রহ্মন! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া  
 বহুার্থে আপনার কর্তব্য সমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ পরব্রহ্মন! তুমি  
 বীজ ও ধ্যান সম্বন্ধিত এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিবে।  
 মহামতে। এই মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিশ্চিত  
 সৰ্বদাই ইহা হৃদয়ে ধারণ করা কর্তব্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নারদ। জগন্মাতা ভগবতী, আমাকে এইরূপ বলিয়া দিব্য হস্ত দ্বিকারে ভগবান্  
 হরিকে কহিলেন, বিষ্ণো! এই মনোহর মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই ক্ষমাপরম্পূর্ণী সততই  
 তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, তোমার বিহারের নিশ্চয়ই এই

ত্বয়ৈং নারায়ণস্য মানসীয়া চ সৰ্বদা ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোহয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া ॥ ৫১ ॥  
 জীবনার্থং কৃতা যজ্ঞা দেবানাং সৰ্বথা ময়া ।  
 অবিরোধেন সততং বৰ্ত্তিতব্যং ত্রিভিঃ সদা ॥ ৫২ ॥  
 ত্বং চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদগুণসম্বাঃ ।  
 মাত্মাঃ পূজ্যাস্ত সৰ্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥  
 যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবা মূঢ়চেতসঃ ।  
 নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদাত্মাঃ সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥  
 যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ ।  
 এতয়োৰ্ভেদমাতীতমরকায় ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তথৈব ক্রহিণো জ্ঞেয়ো নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ।  
 অপরো গুণভেদোহস্তি শৃণু বিষ্ণো ! ব্রূমি তে ॥ ৫৬ ॥  
 মুখ্যঃ সমগুণস্তেহস্ত পরমাত্মবিচিন্তনে ।  
 গৌণস্ত্বেহপি পরো ধ্যাতো রক্তোগুণতমোগুণো ॥ ৫৭ ॥

অপরো গুণভেদোহস্তীতি । স্বয়ং তত্ত্বংকার্য্যো দু তত্ত্বপুণযুক্তা ভবিতারঃ । অস্ত্ৰকার্য্যো  
 যন্তগুণযুক্তা ইতি গুণত্রয়াশ্রয়মেব সৰ্বেষামিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

বদা যো গুণো মুখ্যতমাত্মো গুণো গৌণেষ্টে এব হিতৌ ত্রাতাম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

সৰ্বার্থসিদ্ধি প্রদায়িনী মহালক্ষ্মীকে তোমারে অর্পণ করিলাম ॥ ৪৯—৫০ ॥ তুমি সৰ্বদাই  
 ইহার সন্ধান করিবে কদাচ অবমাননা করিও না । জনার্দ্রনু আমি অগতের হিত  
 সাধনের নিমিত্তই এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কল্যাণকর যোগ সংবিধান করিমাছি ॥ ৫১ ॥  
 দেবতাদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিমাছি ; পরন্তু, তোমরা  
 তিনজন সৰ্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে । তুমি,  
 বিবাক্তা ও শব্দর এই তিনজন আমার, তিনটা গুণপঙ্কত দেবতা, অতএব তোমরা এই  
 সংসারের মানসীর ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২—৫৩ ॥ যে মূঢ়বুদ্ধিমানব  
 তোমাদিগের ভেদ কল্পনা করিবে তাহার যে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে তাহাতে আর  
 সংশয় নাই ॥ ৫৪ ॥ যে হরি সেই সাক্ষাৎ শিব, যে শিব সেই স্বয়ং হরি, যে নর এই  
 উভয়ের ভেদ কল্পনা করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে ॥ ৫৫ ॥ যে রূপ হরি ও  
 হরে ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিতও হরি হরের কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিও ।  
 রূপাণ্ডে । তবে অত্যন্ত বিবক্ গুণভেদ আছে, তাহা আর তোমাকে কহিতেছি প্রবণ  
 কর ॥ ৫৬ ॥ পরমাত্মার ধ্যান বিবরে তোমাতে দুঃস্বপ্নেরো লক্ষণ প্রবর্তিত করক,

লক্ষ্য। সহ বিকারেই মায়াভেদেই সর্বদা ।  
 রজোত্তমভূতো জুহা বিহরখাননা সহ ॥ ৫৮ ॥  
 বাগুবীজং কামরাজকং মায়াবীজং তৃতীয়কম্\* ।  
 মন্ত্রোহয়ং স্বং রমাকান্ত ! মদন্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯ ॥  
 গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাস্বথম ।  
 ন তে মৃত্যুভয়ং বিধো ! ন কালপ্রভবং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 যাবদেষ বিহারো মে ভবিষ্যতি স্থনিশ্চয়ঃ ।  
 সংহরিত্বাম্যহং সর্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্ ।  
 ভবন্তোহপি তদা নুনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১ ॥  
 স্মর্তব্যোহয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা ।  
 উদগীতেন চ সংযুক্তঃ কর্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥  
 কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম ! ।  
 বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্মাং সনাতনীম্ ॥ ৬৩ ॥

বাগুবীজং কামরাজকোতি । অয়ঞ্চ ত্র্যক্ষরো ভুবনেশীমন্ত্রো ভুবনেশীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধঃ ।  
 ধ্যানপূজাদিযজ্ঞাদিকঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥  
 বিহারঃ ক্রীড়া জগৎসৰ্জনাদিরূপা ॥ ৬১ ॥

আর রজোগুণ ও তমোগুণ গৌণরূপে অবস্থিত হউক । নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারে এবং  
 লক্ষীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া উহার সহিত সততই বিহার করিতে  
 থাক ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রমাকান্ত ! আমি তোমাকে বাগুবীজ, কামবীজ ও মায়াবীজ এই  
 অক্ষরত্রয় সম্বিত পরমার্থপ্রদ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ পূর্বক নিরন্তর জপ  
 কর এবং যথাস্বথে বিহার করিতে থাক, এই মন্ত্র প্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কাল-  
 ভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯—৬০ ॥ যখন আমার এই জগৎ সৃষ্টাদিরূপ লীলা স্থানান্তর  
 রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমার  
 আমাতে লীন হইবে সংসার সাই ॥ ৬১ ॥ পরন্তু, যদি কল্যাণ কামনা থাকে তাহা হইলে  
 নিরন্তর আমার এই কামমোক্ষপ্রদ মন্ত্রে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২ ॥  
 পুরুষোত্তম ! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনীমুক্তি লব্ধি  
 ধারণ পূর্বক বধেচ্ছরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

\* দেবানামঃ ধারয়িত্বাভ্যে তমোগুণভূতঃ সবা । বিনাশং যোরনুগুণাণ্য কৰ্ত্তা যৈঃ স্বং সবা কৃতঃ ।  
 গৃহাণেৎ নরোত্তম ! বাগুবীজং পরমং নম । কামবীজং দ্বিতীয়কং মায়াবীজং তৃতীয়কম্ ।  
 ইত্যধিকঃ পাশে কুমাণি বৃন্তে ।



ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাভ্যু বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা ।

নিগুণা শঙ্করঃ দেবমবোচদমৃতং বচঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবুবাচ ।

গৃহাণ হর ! গৌরীং স্বং মহাকালীং মনোহরাম্ ।

কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাস্বথম্ ॥ ৬৫ ॥

মুখ্যস্তমোগুণন্তেহস্ত গৌণৌ সত্ত্বরজোগুণৌ ।

বিহরাস্বরনাশার্ধং রজোগুণতমোগুণৌ ॥ ৬৬ ॥

তপস্তপুং তথা কর্তুং স্মরণং পরমাত্মনঃ ।

শৰ্ক ! সত্ত্বগুণঃ শাস্তো গৃহীতব্যঃ সদানঘ ! ॥ ৬৭ ॥

সৰ্কধা ত্রিগুণা যুয়ং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ ।

এতিৰ্বিহীনং সংসারে বস্ত নৈবাত্র কুত্রচিৎ ॥ ৬৮ ॥

বস্তমাত্রং তু যদৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ ।

দৃশ্যঞ্চ নিগুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

নিগুণঃ পরমাত্মাসৌ নতু দৃশ্যঃ কদাচন ।

সগুণা নিগুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা ॥ ৭০ ॥

উদনীধেনেতি । অগবেন সংযুক্তোহয়ং মন্তো জপ্য ইত্যর্থঃ । তথাচ অগবাদিতুরকরো-  
মন্তঃ সম্পন্নঃ ॥ ৬২—৬৯ ॥

সমর ইতি । সৃষ্টাদিসময়ে সগুণা সমাধিসময়ে নিগুণা ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! যিনি ব্রহ্মরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত  
গুণত্রয়কে সমাপ্ত করেন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া,  
তদনন্তর শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে হর ! এই মহাকাল-  
রূপিণী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুত্রী রচনা করাইয়া তাহাড়ে ইহার  
সহিত যথাস্থে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৪—৬৫ ॥ তোমাতে তমোগুণ প্রধানরূপে এবং সত্ত্ব  
ও রজোগুণ গৌণরূপে অবস্থিতি করিবে, তুমি অস্বরগণের বিনাশের নিমিত্ত রজোগুণ ও  
তমোগুণ ধারণ পূৰ্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ বিষলাভন ! তপস্করণ ও  
পরমাত্মার স্মরণ করিবার নিমিত্ত তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিবা সৰ্কদাই শাস্তিপথ অবলম্বন  
করিবে ॥ ৬৭ ॥ তোমার সকলই সৰ্কতোভাবে ত্রিগুণ-সমবিত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়  
করিতে থাক । হে ঈশান ! এই সংসারে ত্রিগুণ-বিহীন হইয়া কোন্‌ও বস্তু  
কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না । সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে,

সদাহং কারণং শব্দো । ন চ কার্যং কদাচন ।

সগুণা কারণস্থায়ৈ নিগুণা পুরুষাশ্বিতিকে ॥ ৭১ ॥

মহত্ত্বমহকারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা ।

কার্যাকারণরূপেণ সংসরন্তে হুহর্মিশম্ ॥ ৭২ ॥

সদুদ্ভূতত্বহকারন্তেনাহং কারণং শিবা ।

অহকারশ্চ মে কার্যং ত্রিগুণোহসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সদাহমিতি । অহং হে শব্দো । কার্যং কদাপি নাস্মি মমানাদিসিদ্ধত্বেনোৎপত্ত্যভাবাৎ । কিন্তু সর্বকারণরূপৈবাস্মীত্যর্থঃ । নহু নিগুণায়াস্তব কারণমস্মি কথমিতি চেত্তত্রাহ । সগুণেতি । ন মম সদা নিগুণত্বঃ কিন্তু পরমায়াভিন্নাস্তহিতগুণত্রয়সাম্যাবস্থায়ামুদ্ভূতগুণাভাবেন নিগুণাহম্ । সৃষ্টাদি দশায়ান্ত সগুণৈবাস্মি । ততশ্চ কারণত্বং ন বিরুদ্ধত ইতি-  
ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

কারণত্বং বিশদয়তি মহত্ত্বমিতি । শব্দাদয়ঃ শব্দস্পর্শাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ । কার্যাকারণ-  
রূপেণেতি । পূর্বপূর্বত্ব কারণত্বমুত্তরোত্তরত্ব কার্যত্বং তদ্রূপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্মিশং  
ন কদাচিদির্যামোহস্মি ॥ ৭২ ॥

তত্র মহত্ত্বমব্যাক্তাৎ কেন ক্রমেণোৎপদ্যতে তত্রাহ । সদুদ্ভূতত্বহকার ইতি । অহকারো  
দ্বিবিধঃ । একঃ পরাহস্তারূপো দ্বিতীয়ো মহত্ত্বাচ্ছংপন্নঃ । পরাহস্তারূপশ্চ বৃহদারণ্যকে  
সো বেদাহঃ ব্রহ্মাস্মীতি বৃত্তিরূপউক্তঃ । তথাচ সৃষ্টিসময়ে যঃ প্রথমো ভাবো ব্যক্তস্ত পরা-  
বাণীরূপো যমহমস্মীত্যংপন্নঃ পরাহস্তারূপঃ সোহহকারঃ সদুদ্ভূতঃ । সদেব সোম্যোদমগ্র  
আসীদিত্যুক্তোক্তত্বাৎ সত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ । তেন হেতুনাহমব্যাক্তরূপাকারণঃ পরাহস্তা-  
রূপাহকারন্তেত্যর্থঃ । স চ পরাহস্তারূপোহহকারোহপি মৎকার্যভূতো গুণত্রয়স্বকঃ প্রতি-  
ষ্ঠিতোহস্মি । সর্বশ্রেণেব পদার্থজাতস্ত গুণত্রয়স্বকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট । মহেশ্বর । দৃশ্য অথচ নিগুণ এমনত বস্তু জগতে কখন হয় নাই  
এবং হইবেও না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ পরমায়া নিগুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না, হে শব্দর !  
পরমপ্রকৃতিরূপিণী আমি সৃজনাদির সময় সগুণা আর সমাধি সময়ে নিগুণা হইয়া  
থাকি ॥ ৭০ ॥ শব্দো ! আমি অনাদি, অতএব সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান  
থাকি কার্যরূপ কখনই হই না । শব্দর ! আমি যখন কারণরূপিণী হই তখনই সগুণা,  
আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করি, গুণত্রয়ের  
সাম্যাবস্থা যেহেতু গুণোক্তবের অভাবে তখনই আমি নিগুণা হইয়া থাকি ॥ ৭১ ॥ মহত্ত্বম্,  
অহকার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণসমুদয় ইহার দ্বিবারাভই পূর্ব পূর্ব ক্রমে কারণরূপে এবং  
উত্তরোত্তর ক্রমে কার্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই  
তাহার বিরাম হয় না ॥ ৭২ ॥ অহকার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটা পরমাহকাররূপ সংপদার্থ  
হইতে উৎপন্ন, অপরটা মহত্ত্বক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । মহেশ । আমিই সেই পরাহকার-  
সংপদার্থকর্মিণী ; বিচারতত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ, সেই পরাহকাররূপ আমাকেই অব্যক্ত শব্দ  
অতিবিক্ত করিয়া থাকেন, অতএব অখিলের কল্যাণকারিণী আমিই এই জগতের কারণ,

অহঙ্কারান্নহন্তবুদ্ধিঃ সা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

মহন্তত্বং হি কার্যং আদহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাত্রাণি ত্বহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে সর্বদেব হি ।

কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি পঠৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ ।

মহাভূতানি পঠৈব মনঃ ষোড়শমেব চ ॥ ৭৬ ॥

কার্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণেঃসং ষোড়শাত্মকঃ ।

পরমাত্মা পুমানাদ্যো ন কার্যং অ চ কারণম্ ॥ ৭৭ ॥

তথাচার্য্যকৃতং প্রথমং পরাহস্তাক্রপোহহঙ্কার উৎপন্নতৌহঙ্কারান্নহন্তবুদ্ধিঃ পরমিত্যাহ । অহঙ্কারান্নহন্তবুদ্ধিঃ বুদ্ধিঃ সমষ্টিবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । এতেন সাংখ্যোক্তং মহন্তত্বমাপ্রতিং ভবতি । তন্নহন্তত্বং হি কার্যম্ অহঙ্কারো হি পরাহস্তাক্রপন্তত্ব মহন্তত্বত্ব কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাত্রাহঙ্কারো দ্বিতীয় উৎপন্নত্বমাদহঙ্কারাতন্মাত্রাপরপঞ্চাঙ্গাণি হৃদভূতান্যুৎপদ্যন্তি । দ্বিতীয়াহঙ্কারতৌৎপত্তিরনেন বাক্যেনার্থাদ্বেদিতা । কারণং পঞ্চভূতানাং তানীতি । তানি হৃদভূতানি পঞ্চীকৃতানাং পঞ্চভূতানাং কারণন্তবন্তি । অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চ-মহাভূতোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ । সর্বপ্রপঞ্চ সমুদ্ভবে উৎপত্তিসময়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্র পঞ্চভূতানাং সাংখ্যিকংশেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি । মনস্ত পঞ্চভূতানাং মিলিতসাংখ্যিকংশেভ্যো ভবতি তথা প্রাণেঃপি পঞ্চভূতানাং মিলিতরাঞ্জিকংশেভ্যো ভবতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি মনশ্চোড়শমিত্যেবং কার্যমিন্দ্রিয়-রূপকারণং মহাভূতরূপং মিলিত্যং গুণসমুদায়ঃ ষোড়শাত্মকো ভবতি । যদধিকৃত্যোচ্যতে-ষোড়শকন্ত বিকার ইতি । এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারশ্চোক্তাঃ । সৌহৃৎ সর্বৌহপি পরিণামো মায়াদা এব ন পরমাত্মন ইত্যাহ । পরমাত্মেতি । পরমাত্মা ন কন্তুচিৎ কার্যম্ ন কন্তাপি কারণমুপাদানং ভবতি । কিন্তু বিবর্তকারণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অহঙ্কার আমার কার্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩ ॥ সেই পরাহঙ্কার ( সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব ) হইতে মহন্তত্বের উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । অতএব মহন্তত্ব কার্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪ ॥ পরন্ত মহন্তত্বজাত-কার্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত হৃদ ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কারণ হয় । সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাংখ্যিকংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজ অংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং এই তন্মাত্রপঞ্চকের পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাংখ্যিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ পরিণাম উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই কার্য সমুদায় মহাভূতরূপ কারণে মিলিয়া ষোড়শাত্মক এককী পদ বলিয়া উক্ত হইল ।

এবং সমুত্তরং পশ্চোঃ সর্কেষাঙ্গসিসম্বরেঃ ।

সংক্ষেপোপ-ময়া প্রোক্তস্তত্র তত্র সমুত্তরং ॥ ৭৮ ॥

ব্রজস্বদ্য বিমানেন কার্যার্থং ব্রজ সত্তমাঃ ।

অরণাদর্শনস্ত্যং দাস্তেহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯ ॥

অর্ন্তব্যাং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

উভয়োঃ অরণাদেব কার্য্যসিদ্ধিরংশয়ম্ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতুক্ত্বা বিসর্জ্যাম্মান্ দত্তা শক্তীঃ হুসংস্কৃতাঃ ।

বিষ্ণবেহং মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১ ॥

মহাসরস্বতীং মহং স্থানাত্মাদ্বিসর্জিতাঃ ।

শ্রীলাস্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২ ॥

চিন্তয়ন্তঃ স্বরূপস্তং প্রভাবং পরমাদৃতম্ ।

বিমানস্তং সমাসাদ্য সংরূঢ়াস্তত্র বৈত্রয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং সমুত্তর ইতি । আদিসম্বরেঃ আদিসর্গো ঈশ্বরকৃতস্থষ্টৌ সর্কেষামুত্তরো মন্তঃ সকাশা-  
দেবং ভবতীতি সংক্ষেপেণাত্মোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

পুঙ্খোক্তং শ্রীদেব্যা দত্তং মহত্ত্বং গৃহীত্বা চতুর্মুখাদিতিঃ ক্রিয়মাণাব্যষ্টিদেহাদিস্বষ্টি-  
জীবস্থষ্টিঃ । ইং মহাস্থষ্টিং ব্যষ্টিস্থষ্টোক্তানন্তরমাহ । ব্রজস্বিত্তি বিষমে সঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥

ইদানীমুপাসনাশরুপমাহ । অর্ন্তব্যাংমিতি । পরমাশ্রোপাসনামপি ন কেবলং পরমাত্মা  
অর্ন্তব্যো মায়ারাস্তদভিন্নায়া বহিঃশক্তিবত্তাকুমশক্যাত্তথা শক্ত্যুপাসনামপি ন কেবলা  
শক্তিঃ অর্ন্তব্যো । পরমাত্মনস্তদভিন্নস্ত বহিঃশক্তাকুমশক্যাত্তদ্ব্যায়ী বিশিষ্টঃ বুদ্ধিবোত্তরজ  
দেবতেতি ব্রহ্মোপাসনৈকঃ শক্ত্যুপাসনৈকঃ তদেবোপাস্তদ্বয়ং জ্ঞেয়কৈতি । তদভিপ্রায়েণাহ ।  
উভয়োরিতি সর্কেষেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্ ॥ ৮০—৮১ ॥

থাকে ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শঙ্কো ! আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্য্যও নহেন কারণও  
নহেন এই প্রপঞ্চ সমুদয় মায়ারই কার্য্য । আদি স্থষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি  
হইয়া থাকে । মহেশ্বর ! এই আদি স্থষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্ষেপেই কহি-  
লাম ॥ ৭৮ ॥ হে সুরসত্তমগণ ! এক্ষণে তোমরা আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ  
আরোহণপূর্ব্বক গমন কর । সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে আমাকে অরণ ক্রিয়বান্নাজই  
দর্শন দিব । দেবগণ ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার অরণ করিও,  
উভয়ের অরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ থাকিবে না ॥ ৭৯—৮০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী ভুবনেশ্বরী এই বলিয়া আমাদিগকে সেই বিব্যাকৃতিময়ী শক্তি  
সকল প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন । তদনুসারে বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, মহাদেবকে মহাকালী  
এবং আমাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়া সেইস্থান হইতে বিসর্জন করিলেন ॥ ৮১—৮২ ॥

ন স্বীপোহসৌ ন সা দেবী সুধাসিন্ধুস্তথৈব চ ।

পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তজ্জান্নাভিন্ন চাক্ষুধা ॥ ৮৪ ॥

আসাদ্য তস্মিন্মিততে বিমানে

প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ ।

মহার্গবে যত্র হতোঁ দুরত্যয়ৌ

মুরারিণা তৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যং

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্য উপদেশনাম্ নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্ৰং দদেতিশেষঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমরা সেখান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া দেবীর স্বরূপ ও অত্যন্ত প্রভাব চিন্তা করিতে  
করিতে পুনর্বার পুরুষ হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৩ ॥ সেই বিমান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তিনজনে  
তাড়াতে আরোহণ করিয়া দেখি, সেই মণিধীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই সুধা-  
সিন্ধুই রহিয়াছে, অনন্তর আমরা সেই বিমান তিন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম  
না ॥ ৮৪ ॥ আমরা সেই সুবিনীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনাৰ্দ্দন, মধুকৈটভ  
নামক ছদ্মাক্ত অশুরধরকে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্গবে আমার জন্মপঙ্ক-  
জের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকম্ভুক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর বিষ্ণুতি বর্ণন

নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা ।

শিবেনাপি মহাভাগ ! তাস্তা দেব্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য পিতৃৰূপাক্যং নারদো মুনিসত্তমঃ ।

প্রপচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ ।

পুমানাদ্যোহবিনাশী যো নিগুণোহচ্যুতিরব্যয়ঃ ।

দৃষ্টৈশ্চৈবানুভূতশ্চ তদ্বদস্ব পিতামহ ! ॥ ৩ ॥

ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নিগুণা কীদৃশী পিতঃ ! !

তস্তাঃ স্বরূপং মে ব্রহ্মি পুরুষশ্চ চ পদ্মজ ! ॥ ৪ ॥

যদর্থক্ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ ।

দৃষ্টা সিদ্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমশ্রবঃ ॥ ৫ ॥

ধিপকাশংপদ্যকৈল্ল প্রোক্তং তব্বচরূপকম্ ।

গুণান্যং ভেদসংহতৈঃ সাধিদৈবমথোচ্যতে ॥

তাস্তা দেব্য আবরণদেবতাঃ ॥ ১—২ ॥

অচ্যুতিরশ্রবিতঃ । দৃষ্টৈশ্চৈবৈতি । দৃষ্টোহনুভূতশ্চ তাস্তং যথাদৃষ্টং যথানুভূতক্ বদ ॥ ৩ ॥

যথা ত্রিগুণা স্থলরূপা শক্তির্নিগুণীপে করচরণাদিবিশিষ্টা দৃষ্টা তথা নিগুণাপি দৃষ্টা-  
তাস্তথাচ সা নিগুণা কীদৃশীতি তস্তা অপি স্বরূপং ব্রহ্মি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! এইরূপে আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমার তিনজননে সেই মহা-  
প্রভাবশালিনী দেবীকে এবং তাঁহার সেই মহাবৈভবসম্পন্ন আবরণরূপিনী দেবীদিগকে  
পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মুনিসত্তম নারদ পিতার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পরম-  
প্রীতিসহকারে প্রজাপতিকৈ কহিলেন, লোকপিতামহ ! আপনি যে, আদি ও অবিনশ্বর নিগুণ,  
অচ্যুত ও অব্যয় পুরুষকে মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার বিবরণ কীর্তন  
করুন ॥ ২—৩ ॥ পিতঃ ! আপনি কর-চরণ-সংযুক্ত ত্রিগুণাবিতা শক্তি দর্শন করিয়াছেন,  
কিন্তু অদৃষ্টরূপা নিগুণা শক্তি কিপ্রকার ? পদ্মজন্ ! সেই প্রকৃতি ও পুরুষের বর্ণন

পরমাত্মা ন সংপ্রাপ্তো মহাত্মো দৃষ্টিগোচরঃ ।

পুনঃপুনঃপুনঃপুনঃ কৃতস্তত্র প্রজ্ঞাপতে ॥ ৬ ॥

ভবতা সন্তুগা শক্তির্দৃষ্টা তাত ! মনোরমা ।

নিষ্ঠুগা নিষ্ঠুগৈশ্চ কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠঃ পিতা তেন নারদেন প্রজ্ঞাপতিঃ ।

উবাচ বচনস্তথ্যং শ্রিতপূৰ্ব্বং পিতামহঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নিষ্ঠুগস্ত যুনে ! রূপং ন ভবেদৃষ্টিগোচরম্ ।

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৯ ॥

নিষ্ঠুগা দুর্গমা শক্তির্নিষ্ঠুগৈশ্চ তথা পূমান্ ।

জ্ঞানগম্যো মুনীনাং ভাবনীয়ে তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

এতৎ পরমাত্মদেবোদ্বোধনার্থং বহুতপস্তথ্যং তথাপি তৌ ন লভাবিত্যাহ । বদার্থ-  
মিতি ॥ ৫-৮ ॥

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরমিতি । বস্মাদেতোর্গদ্বন্দ্ব্যং তত্ত্বনশ্বরমিতি ব্যাপ্তিস্তত্বে পরমাত্মনো নশ-  
ব্রহ্মাত্মার দৃশ্যং দৃশ্যে নশ্বরং ভাবেদেবতার্থঃ । এতেন প্রমাণ্যারোক্ত সা কা কথ-  
নুংপ্নয়েতি জনমেজয়প্রস্তোভং ব্যাসেন নারদব্রহ্মসম্বাদমুখেনোক্তমিতি বোধ্যম্ ॥২-১০ ॥

কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ৬ ॥ প্রজ্ঞাপতে ! সেই নিষ্ঠুগ পরমাত্মার এবং  
নিষ্ঠুগা দেবীর কীৰ্ত্তনলাগসার, আমি বেতবীপে মহাতপতার অহষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং  
জিতেন্দ্রিয় ও মিতক্রোধ অনেক মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষকেও তদ্রিমিত্ত তপস্তা করিতে দেখিয়া-  
ছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না, পিতা : ! তাহাতেও আমি এক-  
বারে কাত হই নাই, বরং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কঠোর তপস্তা করিয়াছিলাম, তথাপি  
তাহার দর্শনলাভে সফল হই না ॥ ৭ ॥ তাত ! আপনি সেই মনোরমা সন্তুগাশক্তিকে  
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অদৃষ্টরূপা নিষ্ঠুগা শক্তি ও নিষ্ঠুগ পুরুষ কি প্রকার ?  
তাহাদের কথা কীৰ্ত্তন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত মনোরম সকল করুন ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নারদ পিতার নিকট এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, লোক-  
পিতামহ প্রজ্ঞাপতি ইবং হস্ত সহস্রীরে তথা ব্যাচা বলিতে আরম্ভ করিলেন ৮৪ বৃনবর ।  
নিষ্ঠুগ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ, হৃত কল্যাণেরই কারণ হইয়া থাকে, অতএব  
তাহার রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শন পোচন হইবেন ? ৮৫ বৃনবর । নিষ্ঠুগা শক্তি  
তথা নিষ্ঠুগ পুরুষ সহজে জ্ঞানগম্য করেন না, তবে জ্ঞানগম্য হইবার পথ ব্যানপনা

অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতিপুরুষৌ।

বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কহিচিৎ ॥ ১১ ॥

চৈতন্যং সর্বভূতেষু যতঃশক্তিঃ পরাত্মকম্।

তেজঃ সর্বত্রগং নিত্যং নানান্ধাভেবু নারদ! ॥ ১২ ॥

তঞ্চ তাক্ষ মহাভাগ! ব্যাপকৌ বিদ্ধি সর্বগৌ।

তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন ক্লিঞ্চিৎকন্ত বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

তৌ বিচিস্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ।

একরূপৌ চিদাত্মানৌ নিগুণৌ নির্মলারূভৌ ॥ ১৪ ॥

যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোহদৌ সা পরমা মতা।

অন্তরং নৈতয়োঃ কোহপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ! ॥ ১৫ ॥

অধীত্য সর্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সোদ্রাংশ্চ নারদ!।

ন জানাতি তয়োঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাসেনেতি। অন্তীত্যোবোপলব্ধব্যস্তত্রভাবেন চোভয়োরিতি শ্রুতাহুতববিশ্বাসেনৈব জ্ঞেয়াবিতার্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র শ্রুতোর্যাপকত্বমাহ। চৈতন্যমিতি। নানান্ধাভেবু নানান্ধীবেবু ॥ ১২ ॥

যথা চৈতন্যং ব্যাপকং তথা তাং তদভিন্নাং শক্তিমপি ব্যাপিকাং বিদ্ধি তদ্বাহুভাবপি ব্যাপকৌ। তাভ্যাং বিহীনমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ। মায়ান্তং প্রকৃতিং বিদ্যাশাস্ত্রিনকং মহেশ্বরম্। তয়োর্কিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরচরমিতি ॥ ১৩ ॥

তাবিতি। তৌ চ পৃথগ্ভূতৌপাতৌ কিন্তু মিশ্রীভূতাবেবোপাতৌ। তয়োর্মিরন্তরং মিশ্রাভূতয়োরেব সমাং পৃথগ্ভূতৈকত্বাপ্যবস্থানাভাবাদিতি ভাবঃ। অতএব শাস্ত্রে দেব্যা উপাসনা বা উক্তা সা অদ্যাপি মিশ্রাভূতায় উক্তেতি ন-ভ্রমিতব্যম্। তথা চ মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবীপদবাচ্যং মায়াপদশক্তাদিপদবাচ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ। স্পষ্টং চেদমুপোদ্যাত্তে ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি। যা শক্তিরিতি। অন্তরং ভেদঃ। সূক্ষ্মমপি ন বেদ ॥ ১৫ ॥

ও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি ও পুরুষের আদি এবং অন্ত কখনই নাই, বিশ্বাস দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কদাচই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥ নারদ! সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্য অহুতব হয় এবং বিবিধ জীবে যে সর্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকে পুরুষাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥ মহাভাগ! সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্বত্রগামী ও সর্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ সংসারে ভূতভর বিহীন হইয়া কোন-দুঃখই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ সেই উভয়েই চিদাত্মা, নিগুণ, নির্মল ও নির্দোষ, এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সত্তাই। ইহা কল্পে চিন্তা করা কর্তব্য ॥ ১৪ ॥ যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমশক্তি, নারদ! ইহাদের স্বরূপ প্রভেদ কেহই অবগত হইতে পারে।



অহঙ্কারকৃতং সৰ্বং বিশ্বং স্বাধ্বরজসমম্ ।

কথং তদ্রহিতং পুত্র ! ভবেৎ কলশভৈরপি ॥ ১৭ ॥

নিষ্ঠুগং সগুণং পুত্র ! কথং পশুতি চক্ষুধা ।

সগুণঞ্চ মহামুদে । চেতনা সংমিটারয় ॥ ১৮ ॥

পিভেন্নাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম ! ।

কটুপীতং বিজান্নাতি রসং রূপং ম তত্তথা ॥ ১৯ ॥

গুণৈঃ সমায়তং চেতঃ কথং জান্নাতি নিষ্ঠুগম্ ।

অহঙ্কারোত্তবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

স্বাধ্বম গুণবিচ্ছেদস্তাবতদর্শনং কুতঃ ।

তং পশুতি তদা চিতে যদাহঙ্কারবর্জিতং ॥ ২১ ॥

স্বাধ্বপর্যন্তং স্বাদিশুদ্ধা বৈরাগ্যং নাস্তি ভাবংপর্যন্তং সর্বশাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তয়োঃ  
পরমাত্মদেব্যোর্মিমাত্রকৃতং স্বল্পমন্তরং ভেদং ন জান্নাতি কিন্তু স্বরূপতঃ এব মুক্তো ভেদং  
জান্নাতি । কিন্তু সৰ্বগুণস্ত তয়োঃ স্বরূপতো ভেদং নৈব জান্নাতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

নহু তবৈরাগ্যং কুতো দ্রষ্টভূমিতি চেতত্রাহ । অহঙ্কারেতি । সর্বং বিশ্বং দেহাদি-  
হঙ্কারেণ ব্যাপ্তং তদ্বিশ্বং কলশভৈরপি কথং তদ্রহিতং স্তানচ তৎসব্বে বৈরাগ্যং ভবতি  
ততো বৈরাগ্যং দ্রষ্টভূমিতি ॥ ১৭ ॥

তস্মান্নিষ্ঠুগং পরমাত্মনং স্বয়ং সগুণোহহঙ্কারাদিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ কথং চক্ষুশ্চ পশুতি  
ন কথমপীতার্থঃ । তস্মাদ্যোগ্যতাভাবাৎ সগুণমেবাধিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তং চেতসা সং-  
চায়োগ্যোপাস্থ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টান্তমাহ পিত্তেনেতি । রসং রূপং নেতি । যথার্থরসং যথার্থরূপং জান্নাতিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

দাষ্টান্তিকমাহ গুণৈরিতি । তদ্বিহীনং গুণবিহীনম্ । অহঙ্কারতঃ গুণজস্বায়কথেন  
তদ্রূপতঃ চেতনাত্তরয়েন কথং তত্ত চেতসো গুণরহিতং তাদিতার্থঃ ॥ ২০ ॥

না ॥ ১৫ ॥ নারদ ! জীবলোক, সমস্ত শাস্ত্র ও সান্নবেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদের  
নামমাত্র ভেদ জ্ঞাত হয়, বস্তুতঃবিগুণ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কেহই স্বল্পপ্রভেদ অবগত হইতে  
সমর্থ হয় না ॥ ১৬ ॥ বৎস ! অহঙ্কারের নিরাকরণ না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায়  
নাই ; এই স্বাধ্বরজসমম অধিল বিশ্ব অহঙ্কার রূপ উপাদানে নির্মিত, অজ্ঞাব কল-  
শতকাল বিশেষরূপ আয়াস ও যত্ন করিলেও কিরূপে অহঙ্কাররহিত হইকে? অতএব  
নারদ ! বৈরাগ্য অতিশয় দ্রষ্ট পদার্থ ॥ ১৭ ॥ জীবগুণ, সগুণ হইয়া নিষ্ঠুগ পরমার্থকে  
কিরূপে চক্ষু প্রত্যক্ষ করিকে? অতএব হে শ্রবকে ! যদি যোগ্যতায়ই অভাব হইতেছে,  
তবে তুমি অধিকার প্রাপ্তি পুরুষের চিত্ত দ্বারা সগুণ-ব্রহ্মেরই উপাসনা কর ॥ ১৮ ॥ মুনি-  
সত্তম ! রসনা ও দৃষ্টি বর্জিত হইয়া দ্রুতিত হয়, তবে-রসম-কটুরস ও পীতরূপ  
পূরকর ভাস্ত্র প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত জীবগণের সগুণমাত্মক চিত্ত ও  
নিষ্ঠুগ বস্তু অবগতি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে । নারদ ! সেই চিত্ত অহঙ্কার হইতে

নারদ উবাচ ।

স্বরূপং দেবদেবশঃ । ত্রয়াণামেব বিস্তরাং ॥

গুণানাং যৎ স্বরূপোহিতি অহংকারস্তিরূপকঃ ॥ ২২ ॥

সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ ।

বিভেদেন স্বরূপাণি বদন্ত পুরুষোত্তম । ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞাত্মা কিম্মুচ্যেহং জ্ঞানং তদ্বদ মে প্রভো ॥

গুণানাং লক্ষণাত্মেব বিততানি বিভাগশঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্তদব্রবীমি তবানঘ ॥

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরর্থশক্তিস্তথাপর৷ ॥ ২৫ ॥

সাত্ত্বিকস্ত জ্ঞানশক্তী রাজসস্ত ক্রিয়াশক্তি৷ ।

দ্রব্যশক্তিস্তামসস্ত তিস্তশ্চ কথিতাস্তব ॥ ২৬ ॥

তেষাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ । তদ্বত্ত ॥

তামস্তা দ্রব্যশক্তেশ্চ শব্দস্পর্শসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

ন যাবৎগুণবিচ্ছেদস্তাবন্তয়োঃ পরমাশ্রদেবোদর্শনাশপি নাস্তীত্যাহ । যাবন্তেতি ॥ ২১-২৪ ॥

ত্রয়াণামহংকারাণাম্ । তিস্তঃ শক্তয়ঃ । জ্ঞানজনিকা শক্তিঃ সাত্ত্বিকস্ত ক্রিয়াজনিকা শক্তিঃ রাজসস্ত পৃথিব্যাদ্যর্থরূপকার্য্যজনিকা শক্তিস্তামসস্তেত্যাহ ত্রয়াণামিতি ॥ ২৫-২৬ ॥

তামস্তা ইতি । তামসাহংকারসম্বন্ধিদ্রব্যজনকশক্তেঃ সকাশাচ্ছাদিগুণানামুৎপত্তিঃ ॥ ২৭ ॥

উৎপন্ন, তবে তাহা কিরূপে অহংকার বিহীন হইতে পারিবে ॥ ২১-২০ ॥ জীবগণও যাবৎ নিগুণ হইতে না পারে, তাবৎ সেই নিগুণ পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই, নারদ ! জীব যখন অহংকারবর্জিত হয়, তখনই চিত্তমধ্যে সেই নিগুণ পুরুষাদিকে দর্শন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

নারদ কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! গুণত্রয়ের স্বরূপ অহংকার ত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদায়ের স্বরূপগত-প্রকার ভেদে আপনি বিভূর্তিত-ক্রমে বর্ণন করুন ॥ আর কাহা জানিতে পারিলে আমি মুক্তিলাভে সমর্থ হইব সেই জ্ঞানের-বিষয় এবং গুণত্রয়ের-লক্ষণ সকল বিস্তার পূর্বক বিভাগ ক্রমে কীর্তন করিয়া আমার অন্তঃকরণে বিরজিত করুন ॥ ২২-২৭ ॥

ব্রহ্মা-বলিলেন, হে অনঘ ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অহংকারের শক্তি তিন প্রকার ॥ তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহংকারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থজনিকা শক্তি ॥ নারদ ! জ্ঞান, ক্রিয়া ও অর্থ-কিছু ক্রিয়ার অহংকারের পৃথক পৃথক শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণন করিলাম ॥ ২৫-২৬ ॥ এক্ষণে অহংকারে ক্রিয়া সহকার

রূপাঙ্গরসঞ্চ গন্ধশ্চ ভস্মাজ্জাণি প্রচকতে ।

শবৈকগুণস্বাকারং বায়ুঃ স্পর্শস্তপস্তথা ॥ ২৮ ॥

স্বরূপৈকগুণোহস্মিচ্চ জলং রসগুণাস্বকম্ ।

পৃথ্বী গন্ধগুণা ভ্রোয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ ! ॥ ২৯ ॥

দশৈতানি মিলিত্বা তুংদ্রব্যশক্তিযুতানি বৈ ।

তামসাহকারজোহয়ং স্বর্গস্তদমূর্ত্তিকঃ ॥ ৩০ ॥

রাজস্বাশ্চ ক্রিয়াশক্তেরূপম্যানি শৃণু মে ।

শ্রোত্রং স্বগ্রসনাচক্ষুর্জ্ঞাণং চৈব চ পঞ্চমম্ ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ।

বাক্পাণিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যস্তানি চ পঞ্চ রৈ ॥ ৩২ ॥

প্রাণোহপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ ।

পঞ্চদশ মিলিত্বৈব রাজসঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ ।

উপাদানং কিলৈতেষাং চিদমূর্ত্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতেভ্যো গুণেভ্যঃ শবৈকগুণস্বাকারমিত্যাদিক্রমেণ হুমানি ভস্মাজ্জাপরপর্মাণি পঞ্চ ভূতান্যুৎপন্নস্ত ইত্যাহ । শবৈকগুণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

পুনর্লক্ষ্যমাণরীত্যাপেক্ষাকরণে কৃতে সতি দ্রব্যশক্তিযুতামসাহকারাহুত্বিত্ত্বিকৌ বুদ্ধ্যগুণার্থো জারত ইত্যাহ । দশৈতানীতি ॥ ৩০ ॥

রাসাহকারসবিক্রিয়াজনকশক্তেঃ কার্যাপ্যাহ । রাজস্য ইতি । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ গুহ্যাশ্চৈবদ্যস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তথ্যাহুদ্যোগে কহিতেছি অবগ কর । তামসাহকারসবিক্রিয়ী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চভস্মাজ্জ অর্থাৎ হুমান পঞ্চমহাত্ম্য উৎপন্ন হইয়াছে । আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ । নারদ ! এই হুমান দশটী পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি রূপ কার্য্যজুনিরূপিতবিশিষ্ট হয় । পরে পক্ষীকরণ নিশাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহকারের অমূর্ত্তিকৃত হইয়া বুদ্ধ্যগুণের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭—৩০ ॥ এক্ষণে রাজসীপক্তি হইতে

বাহ্য, ন্যায় উৎপন্ন ভৎসমুদায় প্রবণ কর । শ্রোত্র, বাক, রসনা, চক্ষু, জ্ঞাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও ক্রিয়া এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, জ্ঞান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু সমুদায় এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে পৃথিবী, তাহাকে রাজস স্বরূপ বসিয়া থাকে । নারদ ! এই দ্রব্যশক্তিস্বর সাধন পদার্থঃ কর্ম্মসমুদয় ইত্য্রিয় সমুদয় আর ইহাধের উপাদান কার্য্য ইহাদিগকে চিদমূর্ত্তি বলা যায় ।

জ্ঞানশক্তিসমীক্ষিতাঃ সাত্ত্বিকাস্তে সন্তুস্তথাঃ ।

দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চাখিলাবপি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানেজিয়াশাং পক্ষানাং পক্ষাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ।

চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ কৈত্রজশ্চ চতুর্থকঃ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যন্তঃকারণাখ্যস্ত বুদ্ধাদেশ্চাধিদেবতম্ ।

চছাৰ্য্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মনসা সহ চৈতানি নুনং পঞ্চদশৈব তু ।

সাত্ত্বিকস্ত তু সর্গার্হরং সাত্ত্বিকাখ্যঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন ত্বে রূপে পরমাত্মনঃ ।

জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানস্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

সাধনানি কিলেতি । সাধনানি করণসংজ্ঞকানীজিয়াণ্যেতানীত্যর্থঃ । কিঞ্চ ক্রিয়াশক্তি-  
যুক্তত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিসমীক্ষিতাঃ । এতৎবাৎ সর্গেবাধুপাদানং বিবর্তোপাদানস্ত চিদম্বরুত্তিচ্চিদেব  
বর্তত ইত্যর্থঃ । যথা উপাদানং সমবায়িকারণস্ত চিদম্বরুত্তিচ্চিদোন্নতিরূপস্যতত্তা যস্যাং  
মায়াসাং সা মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ । মায়ৈব সর্গেবাৎ পরিণামোপাদানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সমুদ্রবা অর্শ আদ্যজন্তম্ । সাত্ত্বিকাদহকারাধিষ্ঠাতৃদেবতা দিশো বায়ুশ্চেতি বক্ষ্যমাণা  
উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্র জ্ঞানেজিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কথনং কর্ণেজিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানামুপলক্ষণম্ । বৈকা-  
রিকাদহকারাদ্ভয়োরপ্যুৎপন্নত্বাৎ । চন্দ্রো বুদ্ধেতি চতুর্থস্ত বুদ্ধিভেদেন চতুর্কতিমতাত্ত-  
করণত্যাধিষ্ঠাত্রিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বুদ্ধিভেদেনৈব মনসস্ততুষ্টিয়ায়কত্বং ন স্বরূপতঃ । স্বরূপতঃকত্বমেবেতি । পঞ্চ জ্ঞানে-  
জিয়াদি পঞ্চ কর্ণেজিয়াদি পঞ্চ প্রাণা ইতি পঞ্চদশ বস্তুনি একেন মনসা যুক্তানি বোড়শ  
বিকারে গণিতানি বোড়শৈব ভবন্তি নত্বদিকানীতি ভাবঃ । তদ্বৎ মূলতত্ত্বতত্ত্বাত্যক্তা-  
বিকৃত্যৎ পরবস্তনঃ । আসীৎ কিল মহত্ত্বং শুণ্ডাঃ করণায়কম্ । অতুত্বমাদহকারজিবিধঃ  
সৃষ্টিভেদতঃ । বৈকারিকতুত্বসম্প্রতামসচেতজজিবিধা । বৈকারিকাদহকারাদেবা বৈকারিকা  
দশ । দিখাতার্কপ্রচেতোষিবলীজ্যোপেত্রমিজকাঃ । তৈজসাদিজিয়াণ্যাসংস্থত্বাত্ত্রিমবোপতঃ ।  
তুতাদিকাদহকারাৎ পঞ্চভূতানি জজির ইতি শারদায়াম্ । অত্রৈজিরসৃষ্টিবিবরে পঞ্চভূত-  
সৃষ্টিবিবরে চ শৈবসাম্যাবেদান্তিনাং পরস্পরঃ বহবিরোধো দৃশ্যতে তথাপি সৃষ্টেঐশ্বরিকত্বেন  
নিখাতার্কভাদহকারতাইজি যথা কথঞ্চিদ্রজালবদুদমানস্ত নিরুক্তিশূচজনবুদ্ধিশকানিবার-  
ণার্থঃ । ক্রিয়াদি প্রক্রিয়ামাত্রিত্য কত্বম্যোত্যাভিপ্রায়েণ গ্রহকৃত্তা সৃষ্টিপ্তাত্ত্ববিকৃত্যেতি  
ন মত্ব্যমিতি ॥ ৩৮ ॥

থাকে ॥ ৩৯—৪০ ॥ নারদ ! সাত্ত্বিক অহকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেজিয়ার সাত্ত্বিক  
সমবিত পঞ্চ সাত্ত্বিকত্ব কেন্দ্র অর্থাৎ দিক, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নি এইগুলি এবং  
বুদ্ধি প্রভৃতি চাক্ষুরিকরূপে বিভক্ত অস্ত্যকরণের চন্দ্র, সূর্য, সূর্য ও কৈত্রজ এই চারি  
অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন । এইগুলির মধ্যে সাত্ত্বিক জ্ঞানেজির পঞ্চ কর্ণেজির ও  
পঞ্চ বায়ু এই পঞ্চদশ মন এই বোড়শ পদার্থে সাত্ত্বিক সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়া

সাধকস্ত তু ধ্যানাদৌ সুলক্ষণং প্রকথ্যতে ॥

শরীরং সূক্ষ্মমেরেণং পুরুষস্তু প্রকীর্তিতম্ ॥ ৪০ ॥

মম চৈব শরীরং বৈ সূত্রমিত্যভিধীয়তে ।

সুলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

শৃণু নারদ ! যত্নেন যচ্ছৃণু বিপ্রমুচ্যতে ।

তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি সূত্রসূক্ষ্মাণি যানি বৈ ॥ ৪২ ॥

পকীরূত্যা তু তাংস্তেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ ।

পকীরূপভেদোহয়ং শৃণু সংবদন্তঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ইং তৎসংষ্টিমুপপাদ্যোপাসনার্থং মায়াজক্তিবিশিষ্টবুদ্ধিণো ভগবৎপ্রদবাচ্যস্ত বিবিধং রূপমাহ সুলক্ষণমভেদেনেতি । নিদানমিতি । জ্ঞানরূপং সর্বাধিতানং নিদানং বিবর্তাদ-  
কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্ত্বত্বমধিকারিজ্ঞানগম্যমেব নহু মধ্যমাধিকারিধানগম্যম্ । ততো মধ্যমাধিকারিণ  
উপাসনার্থং বিত্তীরং সুলক্ষণমস্তীত্যাহ সাধকভেতি । স্বক্ষমেবেতি মায়াজক্তে রূপধর-  
মস্তম্ বহির্মুখং রূপভেদেন । তত্রাস্তম্ বহির্মুখং রূপস্ত পরাহস্তারূপমুত্তমাধিকারিজ্ঞানবিষয়ো  
বহির্মুখং রূপস্ত তদপেক্ষয়া সুলং ভবতি ততো বহির্মুখমায়াজক্ত্যাকারবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং  
মধ্যমাধিকারিত্তিরূপাত্তমিত্যর্থঃ । অক্ষরার্থস্ত পুরুষস্ত পরমাত্মনো লিঙ্গদেহাপেক্ষয়া স্বক্ষমে-  
বেদং বহির্মুখমায়াকারাপেক্ষয়া তু সুলং শরীরং প্রকীর্তিতং ততস্তদুপাত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মম চেতি । মম চ বচ্ছরীরং হৃদয়ং হৃদয়সংজ্ঞকস্তদপি পরমাত্মনঃ সুলং শরীরমিত্যভি-  
ধীয়তে । ততস্তদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মাপ্যুপাত্ত ইত্যর্থঃ । অথ সুলভতমং বিরাটশরীরমাহ সুলং  
শরীরমিতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমমন্তোঃপুস্তিমাং শৃণুতি ॥ ৪২ ॥

ভক্তেবেতি । ভক্তেব স্বক্ষমত্বানীষরেণ পকীরূত্যা পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

থাকে ॥ ৩৯—৪০ ॥ বহির্মুখং সুল ও স্বক্ষমেবে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার, তন্মধ্যে নিরাকার  
জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তৎসদশী ধর্মিগণ তাহাকেই নিদান অর্থাৎ অবিলের মূলকারণ বলিয়া  
থাকে । উহা কেবল উত্তমাধিকারী জ্ঞানীগণেরই, অস্তের নহে । আর মায়োপহিত ব্রহ্ম-  
রূপাভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে স্বক্ষ ও সুল ভাবে দুইই রূপ আছে, তাহাও  
উপাসকদিগের মধ্যমাধমভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥ ৪০—৪১ ॥ আর এই  
শরীর হৃদয়াদি হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাকে ও পরমাত্মার সুলশরীর কহে,  
অতএব এই হৃদয়সম্বিত পরমাত্মারও উপাসনা করা কর্তব্য । নারদ ! আমি এক্ষণে তোমার  
বিকট পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাটরূপ সুল শরীরের বিবরণ কীর্তন করিতেছি । সুনিঃসংশয় অবিহিত  
চিত্তে শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা ও তত্ত্ব সহকারে উহা শ্রবণ করিলে মহাব্যাধি মুক্তিক্রান্ত করিতে সমর্থ  
হইবে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ শৃণু আমি প্রকীর্তন করি যে স্বক্ষভূত রূপ পঞ্চভূতাদি প্রকীর্তন করিতে সমর্থ  
হইবে ॥ ৪৩ ॥

স্বক্ষমত্বানীষরেণ পকীরূত্যা পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রথমঃ রসতন্মাত্রায়াঃ পাদায়ঃ মনস্তপি।

কল্পয়েৎ তথা তৎকল্পিতম্ভবতি চোদকম্ ॥ ৪৪ ॥

শিক্তানাং চৈব কৃত্তানামংশাম্ কৃদ্বা পৃথক্-পৃথক্।

উদকে নিশ্চয়েচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রথমঃ রসতন্মাত্রায়াঃ মনস্তপাদায়ঃ নিশ্চিত্য বেদা কল্পয়েদিতি শৈবঃ।  
অনন্তরং যথা তৎ কৃত্তমুদকং ভবতি তথা কল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই সকলের পক্ষীকরণক্রিয়া দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পক্ষীকরণ আমি বিশেষরূপে বলিতেছি অবশ্য কর ॥৪২—৪৩॥ মনে কর উদক নামক ভূতসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট স্বল্পভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে পুনর্বার চারিভাগে বিভক্তকর, সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া স্তম্ভ অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্রিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এইরূপে জম্বাদির সৃষ্টি হইলে পর তীহাতে অধিষ্ঠাত্বরূপে চৈতন্ত

\* স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার একটা চিত্র প্রদান করিতেছি।

|               | আকাশ | বায়ু | তেজ | জল  | ক্রিতি |
|---------------|------|-------|-----|-----|--------|
| আকাশ          | ॥    | ১/০   | ১/০ | ১/০ | ১/০    |
| বায়ু         | ১/০  | ॥     | ১/০ | ১/০ | ১/০    |
| তেজ           | ১/০  | ১/০   | ॥   | ১/০ | ১/০    |
| জল            | ১/০  | ১/০   | ১/০ | ॥   | ১/০    |
| ক্রিতি        | ১/০  | ১/০   | ১/০ | ১/০ | ॥      |
| স্থূল পঞ্চভূত | ১    | ১     | ১   | ১   | ১      |

তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্তে চ এবেশিতঃ ।

চৈতন্তস্ত এবেশান্ত তদাহমিতি সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রতীয়মানেন তেনৈব বিশেষণাভিমানতঃ ।

আদিমারম্ভণো দেবো ভগবান্নিতি স্ফোচ্চতে ॥ ৪৭ ॥

ঘনীভূতেহথ ভূতানাং বিভাগে স্পষ্টতাং গতে ।

বুদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চৈতন্তমেককণ্ঠবুদ্ধিতঃ ॥ ৪৮ ॥

আকাশস্ত গুণশ্চৈকঃ শব্দ এব ন চাপরঃ ।

শব্দশ্চৈতন্তো চ বায়োরচ ঘো গুণৌ পরিকীর্তিতৌ ॥ ৪৯ ॥

অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমৈতে ত্রয়ো গুণাঃ ।

শব্দস্পর্শরূপরসাস্চত্বারো বৈ জলস্ত চ ॥ ৫০ ॥

করা কমনরা শুধা ভবতি 'তৎ স্বয়মেবাহ শিষ্টান্নামিতি । যথা রসতন্মাত্রা বিধা কৃত্তা তথাবিশিষ্টা ভূততন্মাত্রা অপি বিধা কর্তব্যাঃ । তত্র সর্বৈষদ্বিভাগস্তথৈব স্থাপনীয়াঃ। বিশিষ্টাঃ ভাগভাংশান্ পৃথক্ পৃথক্ চতুর্ধা কৃত্বা স্ববর্দ্ধিভাগরহিতেহর্দ্ধভাগে তানংশান্ মেলায়েৎ । তথা চ রসতন্মাত্রাভিভাগে উক্তকৈ রসতন্মাত্রাতিরিক্তভূততন্মাত্রাভিভাগচতুঃপদান্ মিশ্রয়ে-  
শ্বেলয়েদেবং কৃতে রসময়ে স্থলজলং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ততোহনন্তরমেব তদা ভূতবিভাগে ইতরেবাং চতুর্গাং ভূতানাং পক্ষীকরণেন বিভাগে জাতে তন্মিন্ পক্ষীকৃতপক্ষভূতাস্থক্বেষিষ্টানতরা চৈতন্তস্ত এবেশে জ্ঞাতেহপি প্রতিনিব-  
তরা এবেশে উক্তন্তে চৈতন্তস্ত চ এবেশিত ইতি । তন্ত প্রতিনিবরূপকৈতন্তস্ত এবেশাং পক্ষভূতাস্থক্বেষে অহমিতি সংশয়তন্মাত্রারূপঃ সংশয়ো মনোবুদ্ধিরূপ উৎপাদ্যতে । তন্ত মেহেহমিতি তাদাত্ম্যমুৎপাদ্যত ইতি কথিতম্ ॥ ৪৬ ॥

তৎ স্থলদেহাভিমানঃ বিশিষ্টং চৈতন্তং চৈতন্তস্য ইত্যাদিভিঃ নারায়ণ ইত্যাদিভিঃ সংজ্ঞাতিকৃত্যতঃ ॥ ৪৭ ॥

পক্ষীকৃতপক্ষভূতানাং গুণবুদ্ধ্যা বরূপমাহ ঘনীভূত ইতি । ঘনীভূতে পক্ষীকরণেন  
ভূতভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি পক্ষীকৃতপক্ষভূতানাং  
গুণৈঃ কারণভূতৈব বুদ্ধিং প্রাপ্য কারণগুণাঃ কাব্যগুণান্নবুভু ইতি ইত্যাদি বুদ্ধিঃ  
প্রাপ্যৈকৈকগুণবুদ্ধিতা যুক্ত্যেতৈককভূতান্নি তবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

করা করা ভগবদ্ভা কিং কিভূতং যুক্তমভিভায়া মিশ্রমভিভায়া মিশ্রমভিভায়া ৪৯-৫০

অনিষ্টং ভয়ং ভয়ং সেই পক্ষভূতাস্থক্বেষে আদিই এই পক্ষভূতাস্থক্বেষে এইরূপে আদ্যা  
করণে সংশয়বৃত্ত মনোবুদ্ধির উদয় হয় ॥ ৪৬ ॥ এইরূপে প্রতীকরণে এইরূপে এই  
মাত্রাভিভায়ে চৈতন্তস্ত তদান্ আদিদেব মনোবুদ্ধিঃ তদান্ বৈশ্যসর মনোবুদ্ধিঃ  
মাত্রাভিভায়ে আকাশাদি ভূতগুণ পক্ষীকরণে স্থাপনীয়াঃ পক্ষীকরণে এইরূপে  
মাত্রাভিভায়ে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে ৪৮ ॥  
মাত্রাভিভায়ে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে ৪৯ ॥  
মাত্রাভিভায়ে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে এইরূপে ৫০ ॥

শব্দস্পর্শরূপরসাদিগুণাঃ পৃথিবীত্বাঃ ।

এবং মিলিতযোঃ পৃথক্যং পত্তিরূপাত্তে ॥ ৫১ ॥

সর্বজীবা মিলিতৈব ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ ।

চতুরশীতিলক্লান্ত প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকায়ং

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৩৭ প্রোক্তে দেবত্ববর্ণনং নাম সপ্তমোহ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এবমিতি । এবং পকীকৃতভূতাত্মকমেব ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্বৈ জীবা । এতে সর্বৈ জীবা মিলিতৈব সর্বজীবাবিদ্যাভিহিতৈ ব্রহ্মাণ্ডতোৎপত্তি-  
রিতার্থঃ । জীবাবিদ্যাভিহিতৈ ব্রহ্মাণ্ডঃ কল্পিতঃ স্বকৰ্মফলভোগার্থমিতি ভাবঃ । নদীশরত  
তৎকল্পনে কিকিৎসাসমুদ্ভবঃ । কিম্বহনেষ্যরোহপি জীবাবিদ্যাভিহিতৈ কল্পিত ইতি রহস্যম্ ।  
কতি জীবাঃ সন্তি তত্রাহ চতুরশীতীতি । ভদ্রেতৎ স্থলভমং রূপমণুপাত্তম্ । তথা চ এতা-  
বতা সর্বগ্রহেন সৰ্বা মহাত্মিরীশ্বরকৰ্ত্তৃকা জীবন্তষ্টিকোপপাদিতা তন্তাং সৃষ্টৌ বিগ্ৰহান-  
জীবানামুদ্ভবিকারিণাং জ্ঞানঘনচ্ছরীং প্রণবমার্যবীজবাচ্যং ব্রহ্মজ্ঞেয়মুক্তম্ । মধ্যমাদি-  
কারিণাং স্থলস্বাক্ষরগণৈর্হাবজিহ্মং ব্রহ্মবৈখানরহস্যত্রিরণ্যগৰ্ভাধ্যাকৃতসংজ্ঞকং বাষ্টৌ বিশ্ব-  
তৈজসপ্রাজ্ঞসংজ্ঞকং প্রণবমার্যবীজাবয়ববর্ণ্যত্রয়বাচ্যমুপাত্তমুক্তং ভবতি । চতুশ্চাদেব চ  
ব্রহ্মাণ্ড ক্যাবিশু প্রতিপাদিতং তত্রাটুকা বর্ণাশ্চ প্রতিপাদিতা ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোহ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ  
পাকীকৃতগুণই নিরূপিত আছে । এইরূপে পকীকৃত ভূত সমূহের মিলন প্রক্রিয়া দ্বারা এই  
অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাটসৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪১—৫১॥ অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি  
এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; পত্তিতগণ কহিয়া থাকেন যে, এই  
জীবজাতি চতুরশীতিলক প্রকার ॥ ৫২ ॥

মহর্ষিঃ সৌর্য্যাসংপ্রীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণে শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ এ অধিতীত দেবতার

মহাবিশ্ব-তত্ত্ববর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥



## অষ্টমোহ্মধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোক্তাঃ ।

সর্গোহ্ময়ঃ কথিতস্তাত । যৎ পুণ্যোহহং স্ময়াধুনা ।

গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১ ॥

স্বং প্রীত্যাম্বকং জ্ঞেয়ং স্থাৎ প্রীতিসমুদ্ভবঃ ।

অর্জবঞ্চ তথা সত্যং শ্রোচং শ্রদ্ধা ক্রমা ধৃতিঃ ॥ ২ ॥

অমুকম্পা তথা লজ্জা শাস্তিঃ সন্তোষ এবচ ।

এতৈঃ সমুপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চলা সদা ॥ ৩ ॥

খেতবর্ণং তথা সমুং ধর্ম্মে প্রীতিকরং সদা ।

সচ্ছক্কেৎপাদকং নিত্যমসচ্ছ জানিষারকম্ ॥ ৪ ॥

সাম্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা ।

শ্রদ্ধা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূনিভিত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ চতুর্দ্বয়ঃ ।

গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ কথয়ামাস বিত্তরাম ।

সর্গোহ্মমিতি । দৃশ্যমাত্রস্ত সর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গুণানাং মূমুক্তিহেয়োপাদেয়জ্ঞানার্থং ব্রহ্মণং কার্য্যাকাং প্রীত্যাম্বকমিতি । সম্বাদি সর্বত্র স্থাৎ ভবতি । সুখে ভাতে সর্বপদার্থতঃ সমুদ্ভবতঃ প্রীতিসংগম্যতে । জ্ঞানক্ষেতোঃ সমুং প্রীত্যাম্বকমিতিার্থঃ ॥ ২ ॥

এতৈশ্চক্ষেণৈঃ সমুকার্য্যভূতৈঃ কারণতঃ প্রতীতিশ্চিন্ময়া জায়তে ময়ি সমুং নিশ্চল-মুৎপন্নমিতি ॥ ৩ ॥

সমুং স্বকীয়ভাবান্যসীহ খেতবর্ণমিতি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস নারদ ! আমি আমাকে যে দৃশ্য-স্বভাবের বিষয় কিছুকি কিছুকি করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে সমুং, রজঃ, তমোভবের কিছুকি বর্ণন এবং তাহাঙ্গণের সংস্থান কিছুকি তাহা কীর্জন করিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ বৎস ! স্বকীয়পক্ষেই প্রীতিজনক জানিবে; কারণ, সমুংগণ হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, সুখ উৎপন্ন করিলে সর্বত্র পদার্থই সুখের এবং তজ্জন্ম 'সর্বত্রই' প্রীতির উৎপত্তি হয়, সুখের প্রীতি, সত্য, শোভা, শ্রদ্ধা, সৎসংস্কার, অমুকম্পা, লজ্জা, শাস্তি ও সন্তোষ এই সকলের সমুৎপত্তি হয়, তজ্জন্ম নিশ্চল ও স্থায়ী হয় ॥ ২ ॥ সমুং স্বকীয়ভাবান্যসীহ খেতবর্ণমিতি ॥ ৩ ॥ সমুং স্বকীয়ভাবান্যসীহ খেতবর্ণমিতি ॥ ৪ ॥ সমুং স্বকীয়ভাবান্যসীহ খেতবর্ণমিতি ॥ ৫ ॥

রজঃ বর্ণঃ রজঃ প্রোক্তঃ অপ্রীতিকরমুত্তমঃ ।

অপ্রীতিকরমুত্তমঃ হইয়াছে অপ্রীতিকরমুত্তমঃ ॥ ৩ ॥

এবেবোহি তথা প্রোক্তঃ মৎসরঃ শুভঃ এব চ ।

উৎকর্ষা চ তৎসমিতি প্রোক্তা তত্র চ রাজসী ॥ ৭ ॥

মানো মদন্তথা প্রোক্তা রজসা কিল জায়তে ।

প্রত্যেতব্যং রজস্তেতৈল্ল কণৈশ্চ বিচকণৈঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহদঞ্চ বিধাদঞ্চ ॥

আলীকঞ্চ তথা জ্ঞানং মিত্রা দৈহ্যং উয়ন্তথা ॥ ৯ ॥

বিবাদশ্চৈব কাপণ্যং কোটিল্যং রোধি এব চ ।

বৈষম্যকাতিনীতিক্যং পরদৌষানুদর্শনম্ ॥ ১০ ॥

প্রত্যেতব্যং তমস্তেতৈল্ল কণৈঃ সর্বথা বুধৈঃ ।

তামশ্রা প্রজ্ঞা যুক্তং পরতাপোপপাদকম্ ॥ ১১ ॥

সত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সদা ।

সংহর্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥

নহ শ্রদ্ধা কিমনেকবিধান্তি যন্মানজোচ্যতেহসচ্ছ দ্বানিবারকমিতি চৈদমন্ত্যবেত্যাহ  
সাধিকীতি । সাধিক্যতিরিক্তা সতী শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রীতিকরমিতি । রজো হি হুংপ্রদং সর্বত্র হুংথে জাতে সর্বপদার্থেবপ্রীতিজায়ত-  
ইতাপ্রীতিকরমুচ্যতে । তদেবাহ অপ্রীতিরীতি ॥ ৬—৭ ॥

রজসেতি । রজঃকার্য্যশ্যতানীত্যর্থঃ । প্রত্যেতব্যমিতি । এতৈল্ল কণৈঃ রজঃকার্য্য-  
ভূতৈর্যদি কার্য্যভূতো রজোগুণোহতীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

পরতাপোপপাদকমিতি । পূর্বাধি তমোগুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তামনীতি । ত্রিণ প্রকার কহিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ রজোগুণ রজঃবর্ণ, অমৃত ও অপ্রীতিকর ;

কামং, ইহা হইতেই হুংথের উৎপত্তি হয়, হুংথ হইতেই সকল বস্তুতে অপ্রীতির উৎপত্তি

হয় ইহা নিশ্চিতই কহিয়াছে ॥ ৬ ॥ যখন বেব, জোহ, মৎসর, শুভ, উৎকর্ষা, আলীক, অজ্ঞান,

অক্রিয়ান, রজ ও সর্ব এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন বিচকণ ব্যক্তি এই সকল লক্ষণ

দ্বারা জ্ঞানকে প্রকটপণ্ডিত উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় করিবেন ॥ ৭—৮ ॥ তমোগুণ

লক্ষণ, পরদৌষাদি ও প্রিয়াক্ষর । তমোগুণ হইতে আলত, অজ্ঞান, মিহা, দৈহ্য

ভদ্র, বিবাদ, কাপণ্য, কোটিল্য, রোধি, বৈষম্য, কতিপয় নাতিকর্ষ, পরদৌষাদি এই

সকলের প্রীতির বিনা সর্বত্র এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রত্যয় করিবেন ৯ ॥ সাত্ত্বিতে

তমোগুণের প্রকটপণ্ডিত হইয়াছে । এই তমোগুণ যখন অমরীক্য হইয়াছে তখন সাত্ত্বিক

হুংথোপপাদক হইয়া থাকে ॥ ১০—১১ ॥ উৎকর্ষা আলী ব্যক্তিগণ সর্বত্রই প্রকাশ করিবেন,

অন্তোষ্ঠাতিভবাক্ষেপে বিকল্যতি পরম্পরম্ ।

তথান্মোক্ষাশ্রয়াঃ সৰ্কে ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বং ন কেবলং কাপি ন রজো ন তদন্তথা ।

মিলিতাশ্চ সনা সৰ্কে তেমাভ্যোক্তাশ্রয়াঃ শূভাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তোষ্ঠমিধুনাস্টৈব বিজ্ঞানং কথমাস্যহম্ ।

শূণু নারদ ! যজ্ঞজ্ঞানমুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৫ ॥

সন্দেহোহত্র নৈকত্বো জ্ঞাতৃত্বাত্ত্বং ময়া বচঃ ।

জ্ঞাতং তদনুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে যতি ॥ ১৬ ॥

শ্রবণাদর্শনাক্ষেপে সপাদ্যেব মহামতে ।

সংস্কারানুভবাক্ষেপে পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমেতানি লক্ষণান্যুক্তানি তত্রাহ সত্ত্বং প্রকাশয়িত্বামিতি । সত্ত্বমুদ্বিগ্ধা ভবতি তথা কর্তব্যমিত্যর্থঃ । ন হি তৎ সত্ত্বলক্ষণজানমন্তরা সম্ভবতি । হেনোপাদেয়য়োঃ স্বরূপ-জানতাপেক্ষিত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অন্তোষ্ঠেতি । এতেহন্তোষ্ঠাতিভবাৎ পরম্পরাতিভবাবিকল্যাতীতি স্বভাব ইয়াম্ । ততশ্চ সত্ত্বৈবোপায়েণ তদ্যোরতিভবঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

মুনেভ্যস্তং বচো জ্ঞাতৃত্বায়ঃ । জ্ঞাতং তদনুভূতমিতি । হে মহামতে ! শ্রবণাদর্শন-াক্ষেপে সপদি তৎকালমেব ফলে সতি যৎ পরিজ্ঞানং ফলজনকং তৎ পরিজ্ঞাতং তদেব জ্ঞাতং কৃতমনুভূতকং ভবতি । যজ্ঞ-সংস্কারানুভবাৎ সংস্কারজ্ঞানপরিজ্ঞাতং তত্র তৎকালে-তৎপরিজ্ঞাতানুভবভাবে ফলজ্ঞাতবান্ তজ্জ্ঞাতং জায়তে । ন হি গল্গাতীরে অত্রো দৃষ্টা ইতি স্বপ্নেণ কিঞ্চিৎ ফলমসি তদ্বত্ত্বং তদনুভবত্বৈব সকলম্ । তথা চ যজ্ঞ কর্ণি ফলং ন দৃষ্টতে তৎ কৃতমনুভবত্বম্ । তাদৃশঞ্চ রাজসত্ত্বাসংখ্যাকর্ষ ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

রজোগুণকে নিরমিত করিয়া রাখিবেন এবং তমোগুণকে নিঃশেষরূপে সংহার করি-বেন ॥ ১৩ ॥ এই তিন গুণ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে, নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান করিতে পারে না ॥ ইহাদের স্বভাব এই যে, ইহারা পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিরোধ করিয়া থাকে ॥ অতএব বুৎপন্ন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাজয় করি-বেন ॥ ১৪ ॥ কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণ কোথাও থাকিতে পারে না, অতএব তাহারা সকলে মিলিত হইয়া মৰ্জ্বাই পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিত করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

নারদ ! এক্ষণে কোন গুণ কোন গুণের সহিত মিলিত হইয়া বিধুম ভাব প্রাপ্ত হন তদ্বিব-বিত্যাদি শূন্যক কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর, তদ্বিক্রমতঃ কইরা ইহা জ্ঞাপন করিলে শ্রীমদ্ভগবৎ সঙ্গার বক্ষ্য হইতে যুক্ত হব ॥ ১৬ ॥ আমি এই সকল বিবরণ নিম্নোক্তরূপে অবগত হইয়াই বলিতেছি, ইহাতে কথ্য সন্দেহ করিও না, এই বিবরণ অস্বীকার হইলে অথবা ইহার কোন প্রকাশ হইলেই ইহার বাধা বিবেচনায় আসিতে পারে ॥ ১৭ ॥ এই ব্রহ্মসংহিতা ॥

শ্রুতঃ সৌম্যঃ পবিত্রঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ১৭ ॥  
 নিরুত্তরঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ১৮ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ১৯ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২০ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২১ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২২ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২৩ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২৪ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২৫ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২৬ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২৭ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২৮ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ২৯ ॥  
 স্রুতঃ সৌম্যঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রঃ ৩০ ॥

তদেবাহ শ্রুতিমিতি । রাজসীতি । কলং ভবতু বা মা বা লোকা গচ্ছতি ইমাপি গন্তব্যঃ  
 নিত্যোৎসবঃ ১৮ ॥

রাজসং কলং ভবতু বা মা বেতুৎসবঃ ১৯—২০ ॥

তত্র কলভাবাস্তীর্থং তেন ন শ্রুতং নাপ্যভুতমিতি ২১ ॥

কিং তত্র তীর্থং কলং তত্রাহ নিশাপদমিতি ২২ ॥

বিগ্ৰহ, মর্শন ও সংস্কারহেতুক অমৃত্যব দ্বারা তৎক্ষণাৎ অবগতি করিতে কেহই সমর্থ  
 ন না ১৭ ॥ কোন ব্যক্তি পবিত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিল, পরে কল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা  
 জানিয়াই সেই তীর্থে গমন করিবার নির্দিষ্ট স্রোতঃ জানিয়া উদয় হইল ।  
 দহুসংসে সে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া পূর্বে বৈষ্ণব শ্রবণ করিয়াছিল সেইরূপই মর্শন  
 করিল । অনন্তর তত্ত্বাধীন করিয়া সমুদয় তীর্থকার্য সমাধান পূর্বক রাজসীক দান  
 করিল । অর্থাৎ কল হউক বা না হউক সে বিবরণে কোন লক্ষ্য নাই করিয়াই দান করিয়াছিল  
 হঠাৎ করিল এবং স্রোতঃ পূর্ণ হইয়া কিংবদন্তি সেই তীর্থে অবস্থিত করিয়া  
 ন্যায়কঃ এই ব্যক্তি বহুকাল তীর্থবাস করিলেও স্রোতঃবাহিনী হইতে নিষ্কৃত হইল না;  
 কে স্রোতঃবাহিনীকে বশীকৃত ছিল সেইরূপ থাকিয়াই পুনর্বার নিষ্কৃত হইল অসম  
 র্কক অবস্থিত করিতে পারিল না । সুনিবরণ । সে ব্যক্তি তীর্থের নাম শুনিয়া করিয়াছিল স্রোতঃ  
 স্রোতঃ কি পদার্থকরা অমৃত্যব করিতে পারে নাই ; অথবা কল স্রোতঃ তীর্থের  
 পদার্থ হইল না ; তৎকালে স্রোতঃ বহিরাৎ বহিরাৎ পাইয়া ১৯—২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫  
 ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০  
 ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০  
 ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

असुरैर्वा कम्प भास्विः पृथिवीरुद्वानि वासु । १

न निर्गतानि श्रवणं, स्पर्शः, गन्धः, रसः, त्वक्, २४ ॥

কৃত তীর্থে যাইতামি কোথায় সিঁধতামি তেহ ।

विष्णुः अमरः कर्षकः वक्ता उवाच ॥ २४ ॥

अमेणापीडितः केन्द्रः कृत्वा दुःखिः हृदयवर्षाः ।

উপঃ বীজঃ অহাৰ্য্যঃ হিতাঃ কৃত্তিকাদিহিতাঃ ॥ ২৬ ॥

अहोरात्रं परित्रिंशो ब्रह्मार्थं करोति शुकः ।

କାଳେ ଶୁଖିବୁ ହେବାରେ ବନେ କାଢ଼ାବିଡ଼େ କୁଳୀ ॥ ୨୭ ॥

ଭକ୍ତିତଃ ସର୍ବତ୍ରାୟଃ ସର୍ବଂ ନିରାଶଂ କୃତଃ ପୁନଃ ।

তদ্বতীর্থশ্রমঃ পুত্র ! কষ্টদো ম কলত্রদঃ ॥ ২৮ ॥

सद्यः नमस्कृतः जातः प्रवृद्धः शास्त्रदर्शनात् ।

বৈরাগ্যং তৎকলং জ্ঞাতং তামসাৰ্থেণ নারদ ॥ ২৯ ॥

• ইতি ॥ ২৩—২৫ ॥

আপীড়িত্তং আ সমভাষকম্ । মর্হার্যমম্বাং বীজমিত্যর্থঃ । হিতা বৃত্তিরিমাং বৃত্তিহিতা-  
কল্যাণকরী উদাক্তা যদ্যপি তথাপি কলাভাবে মিশ্রাশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

ঐষ্টিকৈ বোজয়তি তদ্বদিতি ॥ ২৮ ॥

তুকা, বেব; অহরাণ, মদ, অহরা, জেবা, অকম, অশান্তি এই সকলের দ্বারাই পাণের  
অইমান হয়; অতএব যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেহ হইতে নির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মানব-  
গণ পাণপথে নয় থাকে, তীর্থ দর্শন করিলে ঐ সকল যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়,  
তবে কৃষকের কৰ্মাদির দ্বার তাহার তীর্থ পর্য্যটনাদির-পরিত্রয় মাঝেই-সার হইয়া  
থাকে ২৩-২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫



যদা রজঃ প্রবৃত্তং বৈ ত্র্যম্বকং ধর্ম্মান্ সমাক্রমাদ্ভা-  
 অতথা কুরুতে ধর্ম্মান্ প্রজ্ঞাঃ প্রাপ্য তু রাজসীম্ ॥ ৩৭ ॥  
 রাজসাদর্শসংবুদ্ধিস্তথা জ্ঞেয়ৈস্ত রাজসঃ ।  
 সত্ত্বং বিনির্গতং তেন তমসশ্চাপি মিথ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যদা তমোক্ষিত্বং স্ফাচ্ছংকটং সমভূব হ ।  
 তদা বেদে ন বিশ্বাসৌ ধর্ম্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥  
 প্রজ্ঞাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য কুরোতি চ ধনাত্যয়ম্ ।  
 দ্রোহং সর্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥  
 জিত্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব জ্ঞোযনো দুর্ম্মতিঃ শঠঃ ।  
 বর্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিততেষু চ ॥ ৪১ ॥  
 এবং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা ।  
 মদৈবাক্রিত্য বর্তন্তে গুণা মিথুনধর্ম্মিণঃ ॥ ৪২ ॥  
 রজো বিনা ন সত্ত্বং স্ফাচ্ছজঃ সত্ত্বং বিনা কচিৎ ।  
 তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্তন্তে পুরুষবর্ত ! ॥ ৪৩ ॥  
 তমস্তাভ্যাং বিহীনস্ত কেবলং ন কদাচন ।  
 সর্বত্র মিথুনধর্ম্মাণো গুণাঃ কার্য্যান্তরেষু বৈ ॥ ৪৪ ॥

যদা তমোগুণস্ত বৃদ্ধিঃ ত্র্যং তদা নরস্ত ধর্ম্মাদিশাস্ত্রে বিশ্বাসৌ ন স্ফাচ্ছিত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৪১ ॥  
 গুণানাম্ মিথুনধর্ম্মবৎ স্থচয়তি এবমিতি ॥ ৪২-৪৪ ॥

সমস্তম্ নিশ্চলং হয় ॥ ৩৬ ॥ যখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন মানবগণ রাজসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত  
 হইয়া সম্মতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তথা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজস প্রবৃত্তি  
 দ্বারা ধনবুদ্ধির এবং তখন রাজস ভোগেই কামনা হইয়া থাকে । রজোগুণ সত্ত্বগুণকে  
 বহির্গত করিয়া দেয় এবং তমোগুণের নিগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ নারদ ! এইরূপে যখন  
 তমোগুণ বাড়িয়া উৎকট হইয়া উঠে, তখন বেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না । তামসী শ্রদ্ধা  
 প্রাপ্ত হইয়া শ্রী বসু বিনাশ করে এবং সর্বত্রই কলহ, বিবাদ ও দ্রোহে নিরত হইয়া কদাচই  
 শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না । তখন তমোগুণপ্রধান সেই ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজোগুণকে  
 জয় করিয়া কোপমগ্নতাব দুর্ম্মতি ও শঠ হইয়া সকল বিষয়েই ববেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত  
 হয় ॥ ৩৯-৪১ ॥ নারদ ! এইরূপে সত্ত্ব, রজু কিংবা তমোগুণ কেহই একাকী থাকিতে  
 পারেননা, মিথুনধর্ম্মী গুণত্রয় সর্ববাই অভ্যন্তর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥  
 রজোগুণ কতিপয়েক, সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে রজু এবং তমোগুণ ব্যতিরেকে ঐ উভয় গুণ  
 এবং রজু ও সত্ত্বগুণ কতিপয়েক কেবল তমোগুণ থাকিতে পারেন না । গুণ সকল ভিন্ন ভিন্ন

অশ্রোতৃসংখ্রিতাঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি ন বিরোজিতাঃ ।

অশ্রোতৃজনকাস্ট্রের যতঃ প্রসবধর্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বং কদাচিত্ত রজস্তমসী জনয়ত্যাতি ।

কদাচিত্ত রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যাপি ॥ ৪৬ ॥

কদাচিত্ত তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়ত্যাতি ।

জনয়ন্ত্যেবমশ্রোতৃ মৃৎপিণ্ডস্ত ঘটং যথা ॥ ৪৭ ॥

বুদ্ধিস্থাস্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্ ।

দেবদত্তবিষ্ণুমিজয়জ্ঞদত্তাদয়ো যথা ॥ ৪৮ ॥

যথা জীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্ ।

তথা গুণাঃ সমায়াস্তি যুগ্মভাবং পরস্পরম্ ॥ ৪৯ ॥

রজসো মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বশ্চ মিথুনে রজঃ ।

উভে তে সত্ত্বরজসীতমসো মিথুনে বিদ্বঃ ॥ ৫০ ॥

পরস্পরজনকমুপপাদয়তি সত্ত্বং কদাচিত্তেতি ॥ ৪৬—৪৭ ॥

কমিন্ স্থলে দ্বিতা গুণা ইখং কার্যং কুরুন্তি তজাহ বুদ্ধিহা ইতি । যথা একৈকোং কটহেপোটেকং স্বকার্যং চোক্তং কুরুন্তি তথা মিথুনীভূয়াপ্যভয়গুণকং কার্যমুপাদ-  
য়ন্তীতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ দেবদত্তেতি । যথা দেবদত্তাদয়জ্ঞয়ো মিলিত্বা কার্যং কুরুন্তি  
যথা বা জীপুরুষৌ মিথুনীভূয় কার্যমুপাদয়তস্তথোক্তার্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যুগ্মভাবং মিথুনীভাবং পরস্পরং যাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তদেব দর্শয়তি রজসো মিথুনে সত্ত্বমিতি । রজঃসত্ত্বরূপমেকং মিথুনমিত্যর্থঃ । এবমজ্ঞ-  
দপুংহম্ । যথা রজসো মিথুনে সত্ত্বং গোং জীহ্বানাপন্নং যথা বা সত্ত্বশ্চ মিথুনে রজো গোং

কার্যে মিথুনধর্মী হইয়া কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইহারা বিরোজিত  
হইয়া অবস্থিতি করে না অশ্রোতৃর আশ্রয়ে থাকিয়া অশ্রোতৃর জনক হয়; কারণ, এই গুণ  
সকল প্রসবধর্মী, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কখনও রজ ও তমোগুণ উৎপাদন করে এবং রজোগুণ  
কদাচিৎ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আবার কখনও তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের উৎপত্তি করে  
এইরূপে, পরস্পরে মৃৎপিণ্ডের ঘটোৎপাদনের ভাষ্য পরস্পরের উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৫—৪৭ ॥  
দেবদত্ত, বিষ্ণুমিজ ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনে মিলিয়া যেমন কার্য সম্পাদন করে সেইরূপ  
তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীব বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জাইয়া দিয়া  
থাকে ॥ ৪৮ ॥ জী ও পুরুষ যেমন মিথুনভাব প্রাপ্ত হয় গুণ সকলও সেইরূপ পরস্পর বুদ্ধিভাব  
ধারণ করে ॥ ৪৯ ॥ আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের  
মিথুনে রজ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপে সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত  
পৃথক পৃথক মিলিয়া এক এক মিথুন হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥



নারদ উবাচ ।

ইত্যতঃ কথিতং পিত্তা গুণরূপমনুত্তমম্ ।

ঋত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোহপৃচ্ছং পিতামহম্ ॥ ৫১ ॥

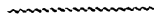
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
গুণানাং রূপসংস্থানকীর্তনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জীসংস্থানাপন্নং তথৈব সৰ্ব্বতমো মিথুনং রজস্তমো মিথুনমিত্যাহ উত্তে তে সৰ্ব্বরজসী ইতি ।  
সৰ্ব্বস্ত্র মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে সঙ্ঘং তথা রজসো মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে রজ ইত্যর্থঃ ।  
একং প্রধানং পুরুষভাবাপন্নমিতরঙ্গগোং জীভাবাপন্নমিত্যর্থঃ । এতেষাং মিথুনানাং বুद्धৌ  
বৰ্ত্তমানতোৎপদ্যমানোভয়ান্নককারণ্যেণ প্রত্যেতব্যা ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, ষৈণায়ন ! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণ সমুদয়ের বিষয় শ্রবণ  
করিয়াও পুনর্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্নক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণগণের রূপ সংস্থান কীর্তন  
নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোহিধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

গুণানাং লক্ষণং তাত ! ভবতা কথিতং কিল ।

ন তৃপ্তোহস্মি পিবন্মিচ্ছং ত্বন্মুখাং প্রচ্যুতং রসম্ ॥ ১ ॥

গুণানাস্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবর্ণয় ।

যেনাহং পরমাং শাস্তিমধিগচ্ছামি চেতসি ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপৃষ্ঠস্ত পুঞ্জেন নারদেন মহাস্থনা ।

উবাচ চ জগৎকর্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবর্ণনম্ ।

সম্যগ্নাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে ॥ ৪ ॥

সত্ত্বস্তু কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিলক্ষ্যতে ।

মিত্রীভাবাতু তেযাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ ॥ ৫ ॥

---

অষ্টাধিকন্তু চত্বারিংশৎপদৈর্নারদেন চ ।

গুণানাং লক্ষণং পৃষ্টং পুনরবোপবর্ণ্যতে ॥

মুগ্ধভক্তিগুণানাং হেয়োপাদেয়তজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্যঞ্চ পুনরাহ গুণানামিতি ॥ ১—৪ ॥

সত্ত্বস্তু কেবলমিতি । একৈকগুণোহস্তগুণাসহায়ঃ কুত্রাপি ন তিষ্ঠতি । তেযাং গুণানাং পরস্পরং মিত্রীভাবাতু মিশ্রত্বমেব সর্বদাতি ॥ ৫ ॥

---

• নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপমি গুণত্রয়ের লক্ষণ বর্ণন করিলেন, কিন্তু আমি আপনায় মুখামুখ-নির্গলিত অতি স্নমধুর রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না । আপনি যথাযথরূপে গুণসমূহের, পরিজ্ঞান বর্ণন করুন যাহা শ্রবণ করিলে আমি মনোমধ্যে পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রজোগুণোৎপন্ন জগৎকর্তা কমলবোমি, মহাত্মা নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ নারদ ! গুণসমূহের পরিজ্ঞান, আমি লম্বাক্ষরে অবগত নহি, তবে আমার এ বিষয়ে বেরূপ জ্ঞান আছে সেইরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ বিশুদ্ধ একরাত্র সত্ত্বগুণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না সেই সত্ত্ব

যথা কাচিচ্ছরা নারী সৰ্বভূষণভূষিতা ।  
 হাবভাবযুক্ত কামং ভৰ্তৃপ্ৰীতিকরী ভবেৎ ॥ ৬ ॥  
 মাতাপিত্রোস্তথা সৈব বন্ধুবর্গস্ত প্ৰীতিদা ।  
 দুঃখং মোহং সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি ॥ ৭ ॥  
 এবং সন্তেন তেনৈব স্ত্রীহৃদ্যাপাদিতেন চ ।  
 রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরনুত্থা ॥ ৮ ॥  
 রজসা স্ত্রীকৃতেনৈবং তমসা চ তুখা পুনঃ ।  
 অন্তোন্তস্ত সমাযোগাদনুত্থা প্রতিভ্যতি বৈ ॥ ৯ ॥  
 অবস্থানাং স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ ।  
 লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগান্নারদ ! কুত্রচিৎ ॥ ১০ ॥

মিশ্রীভাবাদেব গুণানাং স্বধঃখমোহাদ্বিকল্পং ভবতি নানুত্থেতি দৃষ্টান্তমুৎপাদ্য যথা-  
 কাচিদিতি ॥ ৬-৭ ॥

যথৈকৈব স্ত্রী স্বধঃখমোহাদ্বিকল্পা ব্যক্তিভেদেন ভিন্নং প্রতি কালভেদেন বা একাং  
 ব্যক্তিং প্রতি ভবতি তথৈব সত্ত্বং ভবতীত্যাহ এবং সন্তেনেতি । স্ত্রীহৃদ্যাপাদিতেনৈতি-  
 স্ত্রীহৃদ্যাপন্নমিত্যর্থঃ । সন্তেন-সন্তেন কত্চিৎ পুরুষস্ত স্বধজনিকা বৃত্তিজনিতা ভবতি তন্ত্ৰৈব  
 পুরুষস্ত কালান্তরেত্থা দুঃখমোহাদ্বিকল্পজসঃ সন্ধিকিনী তমসো বা সন্ধিকিনী বৃত্তিজনিতা  
 ভবতি ॥ ৮ ॥

এবং রজো যদা স্ত্রীকৃতং স্ত্রীভাবাপন্নং তথা তমো যদা স্ত্রীভাবাপন্নং স্ত্রীহৃদ্যেণ  
 কল্পিতং তদা তেন রজসা তমসা বা দুঃখাদ্বিকল্পা মোহাদ্বিকল্পা বা কত্চিৎ পুরুষস্ত বৃত্তিজনিতা  
 ভবতি তন্ত্ৰৈব পুরুষস্ত কালান্তরে স্বধবৃত্তিকল্পং পাদ্যতে । ন চৈতদগুণানামন্তঃগণসহায়তা-  
 ভাবে সম্ভবতি তন্মামিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ অন্তোন্তস্তেতি ॥ ৯ ॥

অবস্থানাং স্বভাবেষু । যদি গুণা একৈক্য এব স্ত্র্যঃ মিশ্রীভূতাস্তদা তেষাং স্বভাবে-  
 অবস্থানাদেকরূপৈব বৃত্তিঃ স্ত্র্যঃ জাত্যন্তরাণি স্ত্যঃ । লক্ষ্যন্তে তু বিপরীতানি জাত্যন্তরাণি ।

সকলের পরস্পর মিশ্রণঘারা মিশ্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ যেমন হাবভাবসম্পন্ন সর্ক-  
 ভূষণে বিভূষিতা কোনও কামিনী, এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের পর্যাণ্ড  
 পরিমাণে প্ৰীতি, এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে ; সন্ধগুণকে  
 যদি সেই রমণীর রমণীরূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপে তবে তাহা কোনও পুরুষের  
 সন্ধসন্ধি স্বধ জনক মনোবৃত্তি, কালভেদে কোনও পুরুষের দুঃখাদ্বিকল্পজসঃসন্ধি মনো-  
 বৃত্তি কাহারও মোহাদ্বিকল্প তমঃসন্ধি মনোবৃত্তি উৎপাদিত করিয়া থাকে । এইরূপ, রজ বা  
 তমোগুণকে যদি সেই কামিনী বানীর করা যায় তাহা হইলে সেই রজো বা তমো গুণ  
 কোনও পুরুষের দুঃখাদ্বিকল্প ও মোহাদ্বিকল্প মনোবৃত্তি, কালভেদে তাহারই কাহারও স্বধাদ্বিক  
 মনোবৃত্তি উৎপাদন করে । গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সন্ধবহন না অতএব  
 সন্ধসহায়ের মিশ্রভাবই সর্কজ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬-৭ ॥ আরও । গুণান্তরের স্বধ বহন

যথা রূপবতী নারী যৌবনেন বিভূষিতা ।

লজ্জামাধুর্য্যসুক্রা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১ ॥

কামশাস্ত্রবিধিজ্ঞা চ ধর্মশাস্ত্রেহপি সম্যজ্ঞা ।

ভর্তুঃ প্রীতিকরী ভূত্বা সপত্নীনাঞ্চ দুঃখদা ॥ ১২ ॥

মোহদুঃখস্বভাবস্থা সত্বশ্চেতুচ্যুতে জনৈঃ ।

তথা সত্বং বিকুর্বাণমন্ত্যভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩ ॥

চৌরৈরূপজ্ঞতানাং হি সাধুনাং স্তম্বদা ভবেৎ ।

দুঃখা মুঢ়া চ দস্যুনাং সৈব সেনা তথাগুণাঃ ।

বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥

যথাচ দুর্দ্দিনং জাতং মহামেষঘনায়তম্ ।

বিভ্রাহস্তনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধদুঃখিং প্রবর্ষদৈ তমোরূপমুদাস্ততম্ ॥ ১৬ ॥

কদাচিৎ সুখাশ্রয়ং কদাচিদ্দুঃখাশ্রয়ং কদাচিদমোহাশ্রয়কমিতি তস্মাৎপ্রীভূতা এব গুণা ইতি-  
ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যথা রূপবতীত্যরভ্য চৌরৈরূপজ্ঞতেতি পর্য্যন্তং পাঠঃ পুনরুক্তার্থকোহপি দৃষ্টান্তদাষ্টা-  
স্তিকদ্বৈতরূপসংহারার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১১—১৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ চৌরৈরिति । সেনা রাজসেনা ॥ ১৪ ॥

জনয়ন্তি এতে দৃষ্টান্তার্থা যথা তথা গুণাঃ বিপরীতপ্রতীতিং জনয়ন্তীত্যর্থঃ । যথেন্তি ।  
দুর্দ্দিনং মেঘাচ্ছন্নো দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবে অবস্থান করে তখন ভাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও অন্তর্থা ভাব লক্ষিত হয় না,  
কিন্তু যখন মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় তখনই জাত্যন্তর অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবের বিপরীত ভাব ধারণ  
করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যেমন যৌবন ভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্য্য-সমধিতা ধর্মমর্মজ্ঞা বিনীতা  
কামকলাবতী রসবতী ও রূপবতী যুযুতী বলভের প্রেরণী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের  
দুঃখদায়িনী হয় সেইরূপ গুণগণ ও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে লক্ষ্য  
নাই । দেখে নারদ ! যেমন লোকে এই এক রমণীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও দুঃখপ্রদা  
এবং পতিপ্রভৃতি বহুগণের পক্ষে সুখদায়িনী, সেইরূপ সত্বগুণ বিকৃত হইয়াই দুঃখজনক ও  
মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১—১৩ ॥ নারদ ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ  
কহিতেছি, শ্রবণ কর । যেমন সেনাগণ, চৌরকর্তৃক উপজ্ঞত সাধুগণের স্তম্বপ্রায় এবং  
দস্যুগণের স্তম্ব ও মোহপ্রদ হয়, যেমন মহাবেশ সহই ধারা বনরূপে আচ্ছন্ন, বিহাৎ  
ও গভীর পর্য্যায়মিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, বোরভর ধারাসারে ধরাভগ্ন দ্রাবী দুর্দ্দিন,  
বীজ ও উপকরণ সম্বিষ্ট ক্রমক্রমের স্তম্বপ্রায় এবং যে দুর্ভাগ্য বৃহৎগণের গৃহ সকল ভগ্নাদি

যদেতৎ কর্মকাণাং বৈ তদেবাতীতং দুর্দিনম্ ।

বীজোপক্ষরযুক্তানাং জ্ঞানং প্রভবত্ব্যত ॥ ১৭ ॥

অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ দুর্ভগানাং বিশেষতঃ ।

তৃণকাষ্ঠগৃহীতৃণাং চুঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮ ॥

প্রোষিতভর্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি ।

স্বভাবস্থা গুণাঃ সর্কে বিপরীতা বিভাস্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র । ব্রবীম্যহম্ ।

লঘুপ্রকাশকং সত্বং নির্মলং বিশদং সদা ॥ ২০ ॥

যদাঙ্গানি লঘুশ্চেব নেত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি চ ।

নির্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহীতি বিষয়ান তান্ ।

তদা সত্বং শরীরে বৈ মস্তব্যঞ্চ সমুৎকটম্ ॥ ২১ ॥

জ্ঞাতাং স্তম্ভঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ চলং চৈব রজঃ পুনঃ ।

যদা তদুৎকটং জাতং দেহে যন্ত চ কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

তমোরূপং নিবিড়াকারপ্রায়ম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

প্রোষিতভর্তৃকাণাং বিরহিণীনাং কামিনীনাম্ । স্বভাবস্থা ইতি । এতে যথা দৃষ্টান্তা  
এবমেতে গুণাঃ স্বভাবস্থা অস্তগুণসাহায্যেণ বিপরীতা ভাস্তি তন্মান্বিতীভূতা এবতি  
ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সম্বাদিশ্লোকোক্তে সতি জায়মানানি লক্ষণান্তাহ লক্ষণানীতি ॥ ২০ ॥

লঘুরূপমাহ যদাঙ্গানীতি । লঘুশ্চেব ন ভাবন্তি । তান্ রাজসাংস্তমসান্ বা বিষয়ান  
গৃহীতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানমিতি । জ্ঞাতাং স্তম্ভং শরীরগুরুতাং তন্দ্রাঞ্চ যদা পশ্যতি তদা চলং রজঃ সমুৎকটং  
জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যদা আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের চুঃখপ্রদ এবং প্রোষিত-  
ভর্তৃকা কামিনীগণের মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণ সকল ও অস্ত গুণের  
সাহায্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৯ ॥ ৩৭৯ ! আমি তোমাকে পূর্নসীর্ষ

গুণ সমূহের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর । সত্বগুণ নির্মল, প্রকাশক, লঘু ও বিশদ ॥ ২০ ॥

যখন নয়নাঙ্গি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকল লঘু (ভারবস্তা রহিত) এবং চিত্ত নির্মল হইয়া রাজস

ও তমসাদি ভোগ্যবিষয় গ্রহণ করে না তখন শরীরে সমধিক সত্বগুণের উদয় হইয়াছে

অনিবে । যখন জ্ঞান, স্তম্ভ ও তন্দ্রাদি দৃষ্ট হয় তখন রজোগুণের আধিক্য হইয়াছে বিবেচনা

করিতে । বাহ্যর দোহে উৎকট তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কলহ অবশেষ করে প্রোমা-

স্তর ধ্বংস করে এবং সর্বদাই চকলচিত্ত ও বিবাহে উদ্ব্যত হয় ; তাহারে যেরূপে ওর

আবরণে আবৃত হইয়া থাকে । তখন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল গুরু ও আচ্ছাদিত এবং সত্ব পুন্য

কলিং যুগান্তে কৰ্ত্তৃং গন্ত্যে এতান্ধরং তথা ।  
 চলতিষ্ঠ চ মোহিত্যর্থং বিবাদে চৌদ্যতন্তথা ॥ ২৩ ॥  
 গুরুমাবরণং কামং তমো ভবতি তদযদা ।  
 তদান্মানি গুরুণ্যাস্তে ঐতবস্ত্যাবৃতানি চ ॥ ২৪ ॥  
 ইন্দ্রিয়ানি মনঃ শৃংখলং নিদ্রাং নৈবাভিবাঙ্কতি ।  
 গুণানাং লক্ষণাশ্চৈবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ ॥ ২৫ ॥  
 নারদ উবাচ ।

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্তাঃ পিতামহ ! গুণত্রয়ঃ ।  
 কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্বন্তি শাস্ত্রতম্ ॥ ২৬ ॥  
 পরস্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্মাঃ শত্রবঃ কিল ।  
 একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্বন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥  
 ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু পুত্র ! প্রবক্ষ্যামি গুণান্তে দীপবৃত্তয়ঃ ।  
 প্রদীপস্ত যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

তমোলক্ষণমাহ কলিমিতি । কলিঃ কলহঃ । এতানি লক্ষণানি যদা ভবন্তি তদা তত্তম  
 উৎকটং জ্ঞাতমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

গুরুমাবরণমিত্যর্থমাহ তদান্মানীতি । আবৃতানি তমসেত্যর্থঃ । শৃংখলং জ্ঞানশৃংখলম্ ॥ ২৫ ॥  
 মিশ্রীভূতা গুণাঃ কার্য্যং কুর্বন্তীতি শ্রুত্বা নারদঃ শঙ্কিতে বিভিন্নেতি । যথা শত্রবো  
 মিলিতাঃ কার্য্যং ন কুর্বন্তি তথা গুণাঃ পরস্পরং শত্রবঃ সন্তঃ কথং মিলিত্বা কার্য্যং কুর্বন্তী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

হয়, সে, নিদ্রা কামনা করে না । নারদ ! গুণ সকলের লক্ষণ এইরূপ জানিও ॥ ২৩—২৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতা ! আপনি গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল কহিলেন, কিন্তু  
 যখন তাহারা একত্র অবস্থিত হয় তখন তাহারা কিরূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া  
 থাকে ? ॥ ২৬ ॥ শত্রু সকল যেরূপ একত্র মিলিয়া কার্য্য করে না তাহারা সর্ব্বদাই বিভিন্ন  
 থাকে সেইরূপ বিরুদ্ধার্থী গুণ সকল কি প্রকারে একত্র মিলিয়া কার্য্য সাধন করিবে ?  
 তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ ! গুণ সকল দীপবৃত্তি-অর্থাৎ প্রদীপের ভায় বর্ণ বিশিষ্ট,  
 প্রদীপ যেমন ত্রয় প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারও সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে ।  
 দেখ, বহুতল তৈল ও বহুশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও  
 তাহা অগ্নি সহিত সঙ্গত হয় । তৈল, বহুতল এবং অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহার সকলে

বর্তিতৈলং যথার্চিষ্ট বিরুদ্ধানি পরম্পরম্ ।

বিরুদ্ধং হি তথা তৈলমগ্নিমা সহ সজতম্ ॥ ২৯ ॥

তৈলং বর্তিবিরোধেব পাবকোহপি পরম্পরম্ ।

একত্রয়াঃ পদার্থানাং প্রকুর্বন্তি প্রদর্শনম্ ॥ ৩০ ॥\*

নারদ উবাচ ।

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীহৃত । ।

বিশ্বস্ত কারণং তে বৈ ময়া পূর্ব্বং যথাক্রমতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তং নারদেনাথ মম সর্বং সবিস্তরম্ ।

গুণানাং লক্ষণং সর্বং কার্য্যকৈব বিভাগশঃ ॥ ৩২ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তির্যয়া সর্বমিদং ততম্ ।

সগুণা নিগুণা চৈব কার্য্যভেদে সদৈব হি ॥ ৩৩ ॥

দীপবত্ত্ব ইতি । তথাচ যথা দীপবর্তিকা তৈলানি পরম্পরবিরুদ্ধান্তপি মিলিত্ব ঘটার্থ-  
প্রকাশনমেকং কুর্বন্তি তদ্বৎ গুণা অপীতি ভাবঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ইখমেতানং পর্য্যন্তঃ বুদ্ধগা নারদং প্রত্যুক্তং নারদো ব্যাসং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ এবং  
প্রকৃতিজা ইতি । অত্র নারদ উবাচেত্যনেনৈব বুদ্ধনারদসংবাদসমাশ্বেঃ সিদ্ধত্বাৎ সা পুরাণে-  
নোক্তেতি বোধ্যম্ ॥ ৩১ ॥

তে বৈ বিশ্বস্ত কারণং বৈ প্রকৃতিসম্বন্ধিনো গুণা এব নাত্মো বিশ্বস্ত কারণমিত্যর্থঃ ।  
ইত্যুক্তমিতি । হে রাজন্ জনমেজয় ! যত্নয়া পৃষ্টং তদেবোদ্বিশ্র ময়া পৃষ্টো নারদো মাং  
প্রত্যোবৃক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে । নারদ ! গুণ সকল  
পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করে ॥ ২৮—৩০ ॥

নারদ কহিলেন, সত্যবতীনন্দন ! কমলযোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া  
আমার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন এবং এই গুণ সকলই বিশ্বের কারণ । পূর্বে আমি  
পিতামহের নিকট প্রকৃতির গুণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার নিকটও  
সেইরূপ বর্ণনা করিলাম ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি মহর্ষি নারদের  
নিকট পূর্বে তদ্বৎশে প্রশ্ন করিলে তিনি গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্য সকল বিভাগক্রমে  
বিভার পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! শাস্ত্রমধ্যে যেখানে বাহাই উক্ত হইক

\* উক্ত সম্বাদঃ কার্য্য পুরুষ সহিতাঃ । বিরুদ্ধাণি কুর্বন্তি ব্রহ্মে মিলিতাঃ সিন ।

ইত্যবিকঃ পাঠঃ ত্রয়টিং দৃষ্টতে ।

অকর্তব্য। পুণ্য পুণ্য বিদ্যা পুণ্য পুণ্য।  
 কল্যাণে কল্যাণে কল্যাণে কল্যাণে ॥ ৩৪ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঃ সূর্য্যাক্ষরঃ পটীপতিঃ।  
 অখিলৌ নগরমুখৌ কুবেরৌ যাদবান্ধবৌ ॥ ৩৫ ॥  
 বলিকবিন্দুতথা পূবা সেনানীচ বিনায়কঃ।  
 সর্ষে শক্তিযুতাঃ শক্তাঃ কর্ত্ত্বা কার্য্যাণি জানি চ ॥ ৩৬ ॥  
 অতথা তেপ্যশক্তা বৈ প্রম্পাদিতুমীনীশ্বরাঃ।  
 সা চৈব কারণং রাজন্ ! জগতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥  
 সমারাম্যতাং হুপ ! কুরু যজ্ঞঃ জনাধিপ !।  
 পূজনং পরম্না ভক্ত্যা তস্তা এব বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥  
 মহালক্ষ্মীম্বাহাকালী তথা মহাসরস্বতী।  
 ঈশ্বরী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইংং স্খাদপ্রবণে জনমেজয়ন্ত সর্ব্বপ্রশ্নসমাধানে জ্ঞাতেইপি স্খাদনির্গলিতার্থং নিঃ  
 মনহানীয়ং ব্যাস আহ আরাধ্যোতি। হে রাজন্ ! যতো যয়া দেব্যা সর্ব্বনিধং ব্যাপ্তং বা  
 জগৎসৃষ্টিস্থিতিকরতিরোধানাহুগ্রপক্কৃত্যকর্ত্তী উৎপত্তিস্থিতিকরহিতা গুণত্রয়সমুত  
 পক্কৃতসমুত তদেহবতামৈকৈকগুণাভিমানিবদ্ধাদিজীবানাং সৃষ্টিস্থিতিকরকারিণী সায়্যা  
 বহুমারোপাধিকবুদ্ধরূপিণী ঐদেবী হেয়গুণাংস্বংকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা কশোপাসনাদিভির্কৈলাস্ত  
 শাস্ত্রপ্রবণাদিত্যং হেয়গুণাংস্বংকার্য্যাণি চ নিরুধ্য গ্রাহং সবগুণং তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্ব  
 তং সম্পাদ্য সবগুণোজ্জেক্ষেণ যুক্তেন পুরুষেণ সৈব সর্ব্বৌৎকৃষ্টা দেবী সর্ব্ববেদান্তাতংপর্যা  
 ভূমিরারাধ্যা জ্ঞেয়া চ মোক্ষকামেনেত্যাং ॥ ৩৩ ॥

কার্য্যভেদে মোক্ষরূপে কার্য্যে বুদ্ধাভিন্না নিগুণা আরাধ্যা তদন্তকামে তু সগুণা গুণ  
 বিশিষ্টেষমেব ময়া বিশিষ্টবুদ্ধরূপিণী ঐদেবী জগৎকর্ত্তী ন কেবলং বুদ্ধ ন বা বুদ্ধাবদ্যো  
 দেবা ইত্যাহ। অকর্ত্তেতি ॥ ৩৪—৩৬ ॥

তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনি কার্য্যভেদে  
 সর্ব্বদাই সগুণা ও নিগুণা, সেই পরমাশক্তিকেই পরমারাধ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥ পুরুষ  
 অব্যয়, পরম্পূর্ণ হইলেও নিরীহ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না;  
 এই মহাবাহাই সৎ ও অসদাত্মক বিধকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,  
 হর্ষা, চন্দ্র, ইন্দ্র, অখিনশ্বর, বহুগুণ, বিশ্বকর্মা, কুবের, বরুণ, বলি, বায়ু, পূবা, বক্তৃতা ও সপ  
 পতি, ইহারা সকলে শক্তিরূপ হইয়াই স্বব কার্য্যসাধনে লম্ব হন, নতুবা স্পন্দনাদিতেও  
 অশক্ত হইরা থাকেন; অতএব নরপতে! সেই পরমেশ্বরী মহাবাহাকেই এই জনতের  
 কারণ জালিও ॥ ৩৫—৩৭ ॥ নরনাথ! তুমি তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার উদ্দেশে বজ্র কর  
 এবং পরম ভক্তি সহকারে সেই পরমাশক্তিরই পূজা কর ॥ ৩৮ ॥ রাজন্! সেই মহাবাহাই  
 মহাগল্লী, তিনিই বৃহৎকালী এবং তিনিই মহা সরস্বতী; তিনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বরী এবং



সর্বকামার্থীনাং শান্তাঃ স্তব্ধমেব্যাঃ পুরা বিজ্ঞাঃ ।  
 নামোচ্চারণমাত্রেণ বাহিতার্থকরপ্রণা ॥ ৪৭ ॥  
 দেবৈরারাদিতা পূৰ্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ ।  
 মোক্ষকামৈশ্চ বিনিধৈস্তাপসৈর্কিঞ্চিতাশ্চিঃ ॥ ৪৮ ॥  
 অস্পষ্টমপি তন্মাত্রং প্রসঙ্গেনাপি ভাবিতম্ ।  
 দদাতি বাহিতানর্থান্ হুত্ব ভানপি সর্বথা ॥ ৪৯ ॥  
 ঐ ঐ ইতি ভয়ান্তেন দৃষ্টা ব্যাজাদিকং বনে ।  
 বিন্দুহীনমপীত্বাক্তং বাহিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৫০ ॥  
 তত্র সত্যব্রতশ্চৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম ।  
 প্রত্যক্ষ এক চান্মাকং যুনীনাং ভাবিতান্ময় ॥ ৫১ ॥  
 ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্তোদাহরণং বুধৈঃ ।  
 কুধ্যমানং ময়া রাজন্! শ্রুতং সর্বং সবিস্তরম্ ॥ ৫২ ॥

সা চৈব কারণমিতি । যানি ময়া নারদং প্রীতি জগৎকারণানি শক্তিতানি তানি তানি  
 সর্গাণি ন স্বয়শক্তিং বিহায় জগৎ কর্ত্ত্বং সমর্থানি তন্মাত্রং সা শক্তিরেব জগৎকারণং সৈব  
 সর্গোৎকৃষ্টা ধোয়া জ্ঞেয়া চেতি মম নারদস্ত সন্যাসে নারদস্ত ব্রহ্মশক্ত সন্যাসে নির্গত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মমহামখমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

অস্পষ্টং স্বথাবর্ণনরহিতমিত্যর্থঃ । প্রসঙ্গেনাপি সেবতানামুজিরহিতেনাপি পুরুষে-  
 ণাত্তপ্রসঙ্গেনাপীত্যর্থঃ । ইতরদেবতাভ্যর্থনেনৈব যৎকিঞ্চিৎ কলং দদতি । ইয়ত্ত্ব অন্তঃকনামো-  
 চ্চারণে প্রসঙ্গেনাপি কৃতে পুরুষার্থতুষ্টিং দদাতিতি কথং ন সর্গৈঃ সেব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥  
 তদুদাহরণমাহ । ঐ ঐ ইতি ॥ ৪৩ ॥

সমস্ত কারণের কারণরূপিণী ॥ ৩৯ ॥ সেই শক্তিরূপা স্তব্ধমেব্যাঃ করুণাময়ীর আরাধনা করিলে,  
 তিনি ভক্তজনের সকল কামনাই পরিপূর্ণ করেন ; অধিক কি, তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেই  
 তিনি বাহিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ পুরাকালে যুক্তিকামনার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,  
 সমস্ত দেবগণ এবং বহুতর জিতেন্দ্রিয় তাপসগণও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥  
 মহারাজ ! অধিক কি বলিব যদি অস্পষ্টরূপেও তাঁহার নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে  
 তিনি অস্পষ্টভূত বাহিতার্থ সকলও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ বনমধ্যে ব্যাজাদিদিগের  
 ভয়ানক হইয়া ঐ ঐ বীজ ঘরের বিন্দু পরিত্যাগ পূর্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও  
 তিনি বাহিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ নৃপসত্তম ! এতবিধের সত্যব্রতের একটি দৃষ্টান্ত  
 আছে । বুধবর লোমশ্রু যিনি ব্রাহ্মণসমাজে আহার এবং বহু তপসদর্শী যুনিগণের প্রত্যেক  
 আহার আহার্য্য কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময় সান্নিধ্যবিরর সন্নিবিষ্ট করিয়া  
 ছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥

অনকারো মহামুখো নানা সত্যব্রতো বিজঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রবাকরং কোলমুখং সর্গকর্মী স্বয়ং ততঃ ।

বিন্দুহীনঃ প্রসঙ্গেন জাতোহনৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

একাক্ষরোচ্চারণাক্ষরী কুষ্ঠা ভগবতী তদা ।

চকার কবিরাজঃ তং দয়াদ্রীঃ পরমেশ্বরী ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সর্গভিত্তিকঃ দ্বৈয়াসিক্যঃ

তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণনঃ নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ এবতি । অশ্বাকং মুনীনঃ ভগবতী নাম মহিমস্বরূপং নানা প্রকারকজাত-  
সিদ্ধিভির্কারংবারং প্রত্যক্ মেবাতি ন সংশয়োহ্যাকন্তত্রৈতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

অক্ষরমিতি । একাক্ষরমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হে রাজনোক্তাদৃশী দয়াদ্রী ভগবতী সর্বোৎকৃষ্টা ভক্তকামকরক্রমাঙ্গীতি সৈবারাধ্যোতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহারাজ ! সত্যব্রত নামে এক নিরক্ষর মহামুখ ব্রাহ্মণ, শূকরের মুখ হইতে একাক্ষর  
অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তাঁহার একাক্ষর উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া কক্ৰুণাময়ী পরমেশ্বরী দেবী  
ভগবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণলক্ষণবর্ণন-নামক নবম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

\* ঐলোক্যে বিস্তৃতশাসীং স ই সত্যব্রতো বিজঃ । অনায়াধ্য মহাকালীঃ প্রজ্ঞয়ঃ মহেশ্বরীম্ ॥

অতর্ক্যঃ মুগ্ধশীলঃ । প্রবীণী পুনঃ পুনঃ । স্বজঃ কুরু মহারাজ ! বিধিঃ তে কথ্যাম্যহম্ ॥

ইত্যধিকশাঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

## দশমোক্ত্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কোহসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো দ্বিজসন্তমঃ ।

কস্মিন্দ্রেশে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১ ॥

কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ ।

সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্মৈ বিপ্রশ্রুতং তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

কথং তুচ্ছা ভবানী সা সর্বজ্ঞা সর্বসংস্থিতা ।

বিস্তরেণ বদস্বাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা রাজ্ঞ্যব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

উবাচ পরমোদারঃ বচনং রসবচ্ছুচি ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কথং পৌরাণিকীং শুভাম্ ।

শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূৰ্ব্বং কুরুস্বহ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাষ্ট্রলোকবৈষ্ণবগ্ৰন্থসমিতি মহান্ ।

সত্যবতকথাযোগাৎ প্রোচ্যতে ভক্তিকারকঃ ।

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে প্রব্রীজমুপলভ্য কোহসৌ সত্যব্রতঃ কথং তেন প্রসঙ্গেনাপ্পট্টনামোচ্চারণং কৃতং কা চ তেন সিদ্ধিজ্ঞাতেতি পরমভাবুকো রাজা পৃচ্ছতি কোশাবিতি ॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি যে সত্যব্রতের নামোল্লেখ করিলেন, এই ব্রাহ্মণসুতম সত্যব্রত কে ? ইনি কোন্ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ইহার স্বভাবাদি কিরূপ ? তৎসুসুদয় বর্ণন করিয়া আমার কোতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥ মহর্ষে ! সেই সত্যব্রত, কি প্রকারে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা সেই অল্পট্ট নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রের কি রূপই বা সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল ? ॥ ২ ॥ সেই সর্বব্যাপিনী সর্বজ্ঞা ভগবতী ভবানী কি জন্মই বা তাহার প্রীতি সত্ত্ব বন, এই মনোরম পবিত্র আখ্যান আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, বিগণ ! রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীশ্রুত ব্যাস দেব অতিউদারভাব-সম্পন্ন রসময়ী পবিত্র বচনাবলী দ্বারা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

\* সূত ইতি বা পাঠঃ ।

কথনঃ

কথনঃ

একদাহঃ কুরুক্ষেত্রঃ সর্বাধীনঃ শুচি ।

সংগ্রাহ্যঃ পবনঃ মুনিসেবিতম্ ॥ ৬ ॥

প্রাণঃ পুনী সর্বান দ্বিতত্ত্ব বরাহমে ।

সংগ্রাহ্যঃ বরাহম্ জীবমুক্তা মহাত্রতাঃ ॥ ৭ ॥

কথাপ্রসঙ্গ এবাসীতত্র বিশ্রমমার্গমে ।

জমদগ্নিস্ত পপ্রচ্ছ মুনীনৈবঃ সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥

জমদগ্নিরুবাচ ।

সন্দেহোহস্তি মহাভাগা স্মর্য চেতসি তাপসাঃ ! ।

সমাজেষ্ণু মুনীনাং বৈ নিঃসন্দেহো ভবাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোহনলঃ ।

কুবেরঃ পবনস্তৃক্টা সেনানীশচ গণাধিপঃ ॥ ১০ ॥

সূর্য্যোহশ্বিনৌ ভগঃ পৃষা নিশানাথো গ্রহাস্তথা ।

আরাধনীয়তমঃ কোহত্র বাঙ্কিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥

সুখসেব্যশ্চ সততং চাশুতোমশ্চ মানদাঃ ! ।

ব্রহ্মস্তু মুনয়ঃ শীত্ৰং সর্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

( সত্যত্রতবিবরণং বক্রনাহ একদুদতি ॥ ৬ ॥

জীবমুক্তা জীবদশায়াং মায়াবন্ধরহিতাঃ ॥ ৭—১০ ॥ )

রাজন্ ! তুমি কুরুক্ষেত্রে, অতএব আমি পূর্বে মুনিজন সমাজে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই  
কল্যাণদায়িনী পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥  
কুরুবর ! আমি এক সময়ে পবিত্র তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে মুনিজন-সেবিত পরম-  
পাবন নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৭ ॥ এই সময় সেই অমৃতম প্রাণমে মহাত্রত  
জীবমুক্ত সনক-সনাতনপ্রকৃতি বিধাতৃপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন ; আমিও সেই স্থানে  
গমনপূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই বিশ্রামার্থে  
কথাপ্রসঙ্গ উদ্ভূত হইল ; পরে, তত্রস্থিত মহর্ষি জমদগ্নি, মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করি-  
লেন ॥ ৭—৮ ॥

হে মহাভাগা মহাতাপস মুনিগণ ! আমার মনোমধ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে,  
মহর্ষিগণের সমাজে আমি সেই সন্দেহ তজ্জন করিব এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৯ ॥  
হে সংশিতব্রত মানপ্রদ মহর্ষিগণ ! আপনারা সর্বজ্ঞ তাহাতে কোনও কামের নাই ; একগণে  
জিজ্ঞাস্ত এই বে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অনল, কুবের, পবন, বিশ্বকর্মা, যজ্ঞান,  
গণপতি, হর্য্য, অশ্বিনদ্বয়, ভগ, পূষা, চন্দ্র ও গ্রহগণ ইহাদের মধ্যে কে সর্বাধিক প্রেত

এবং প্রিয়ে কৃতে তত্ত্বলোঃ  
 জন্মদমে ! শৃগুর্দৈতদমং পৃষ্ঠং বৈবৃষ্ণং ॥ ১৩ ॥  
 দেবনীরতমা শক্তিঃ সর্বেষাং শুভমিচ্ছতাম্  
 পরা প্রকৃতিরাদ্যা চ সর্বগা সর্বদা শিবা ॥ ১৪ ॥  
 দেবানাং জননী সৈব ব্রহ্মাদীনাং মহাত্মনাম্ ।  
 আদিপ্রকৃতিশূলং সা সংসারপাদপশু বৈ ॥ ১৫ ॥  
 স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবী দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্ ।  
 সর্বদৈবার্জ্জচিত্তা সা ব্রহ্মদানায় দেবিতা ॥ ১৬ ॥  
 ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্ব মুনয়ঃ শুভম্ ।  
 অক্ষরোচ্চারণাদেব যথা প্রাপ্তং দ্বিজেন বৈ ॥ ১৭ ॥

আরাধনীয়তমঃ সর্বোৎকৃষ্টঃ পূজ্যতমশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

পরা প্রকৃতিঃ সাম্যাবস্থায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণী । তদ্ব্যক্তং গীতাম্ । ভূমিরগোহনচে  
 বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ । অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা । অপরেয়মিত্যুত্থা  
 বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবরূপাং মহাবাহো যযেদং ধার্যতে জগদিত্তি । জীবরূপা  
 চৈতন্তরূপাম্ । তথা স্ততসংহিতায়াম্ । চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে বিজ্ঞোক্তমাঃ  
 অমুপ্রবিষ্টা যা সখিরির্বিবকলা স্বয়ম্ভ্রতা ॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী । স  
 শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবকরীতি । শিবাভিন্না ব্রহ্মভিন্নেত্যর্থঃ । অগদধুরূপিণ্য  
 শক্ত্যা যদবচ্ছিন্নং চৈতন্তং সা মূলপ্রকৃতিঃ পরা শক্তিরিতি চোচ্যতে ইতি তত্ত্বীকায়  
 মাধবঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারবৃক্ষস্ত মূলং মূলভূতেত্যর্থঃ । দেবিতা সতী ব্রহ্মদানার্থঃ সর্বদৈবার্জ্জচিত্তা যা ভবতী  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আরাধ্য ও সুধসেবা; কাহার আরাধনা করিলে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল  
 প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আপনারা সত্বর আমাকে বলুন ॥ ১০—১২ ॥

জন্মদমে! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিবয়ের বিশেষ বিবরণ প্রব  
 কল্পন ॥ ১৩ ॥ শক্তিদেবীই সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরমারাধ্য দেবতা; যাহারা কল্যাণ কামনা  
 করেন, তাঁহাদিগের শক্তির আরাধনা করাই কর্তব্য। তিনি পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মাতোপাধি  
 বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণী; তিনিই সর্বকামপ্রদা, শিবকরী, সর্বজ্ঞব্যাপিণী ও ব্রহ্মাদি মহাত্মা  
 দেবগণের জননী। তিনিই আদ্যা প্রকৃতি এবং সংসার-মহীকরের মূলরূপিণী ॥ ১৫—১৬ ॥  
 সেই দেবীকে স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি জীবের সমস্ত  
 রমোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহার আরাধনা করিলে ব্রহ্মদানের নিমিত্ত তিনি  
 সন্তুষ্ট দর্পার্জ্জচিত্ত হন ॥ ১৬ ॥ মুনিগণ! এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর বীজমন্ত্রের একটি অক্ষর

কোশলেইতিহাসঃ কচ্ছিদেবদত্তেতি বিজ্ঞপ্তঃ ।  
 অনপত্যশ্চকচ্ছতিং পুত্রায় বিধিপূৰ্ণকমঃ ॥ ১৮ ॥  
 তমসাতীরমাস্তায় কৃতা মণ্ডপমুত্তমম্ ।  
 দ্বিজানামুয়ঃ বেদজ্ঞান্ সত্রকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ১৯ ॥  
 কৃতা বেদীঃ মিথানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবিসূন ।  
 পুত্রোষ্টিং বিধিবজ্রং চকার দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২০ ॥  
 ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস হুহোত্রং মুনিসত্তমম্ ।  
 অধর্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১ ॥  
 প্রস্তোতারং তথা পৈলং \* উদগাতারঞ্চ গোভিলম্ ।  
 সভ্যানন্যান্ মুনীন্ কৃতা বিধিবৎ প্রদদৌ বসু ॥ ২২ ॥  
 উদগাতা সামগঃ শ্রেষ্ঠঃ সপ্তস্বরসমম্বিতম্ ।  
 রথস্বরমগায়তু স্বরিতেন সমম্বিতম্ ॥ ২৩ ॥  
 তদাস্ত্য স্বরভঙ্গৌহুত্বং কৃতে শব্দে মুহুর্ম্মুহঃ ।  
 দেবদত্তশ্চকৌপাশু গোভিলং প্রত্যাচ হ ॥ ২৪ ॥

যথাপ্রাপ্তং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পুত্রায় পুত্রার্থম্ ॥ ১৮ ॥

তমসানানী নদী ততীরম্ ॥ ১৯—২৪ ॥

উচ্চারণমাত্রেই যেরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময় ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

কোশলদেশে দেবদত্ত নামে বিখ্যাত কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অনপত্য থাকায় পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি পুত্রোষ্টি বাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেই বিজ্ঞসত্তম তমসানদীর তীরদেশে মণ্ডপ ও বেদী নির্মাণ করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে বিশারদ বেদজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রগণকে আহ্বান করত হতাশন স্থাপন পূৰ্ণক যথাবিধানে পুত্রোষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই যজ্ঞে মুনিসত্তম হুহোত্র ব্রহ্মা, যাজ্ঞবল্ক্য অধর্যু, বৃহস্পতি হোতা, পৈল প্রস্তোতা, গোভিল উদগাতা এবং অজ্ঞান মুনিগণকে সমস্তরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদের দিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট সামগায়ক উপদ্রাভা গোভিল, সপ্তস্বরসম্বিত রথস্বর সাম স্বরিতস্বরে গান করিতে লাগিলেন । তখন মুহুর্ম্মুহঃ শব্দ হইয়া গোভিলের স্বরভঙ্গ হইল, তদর্শনে দেবদত্ত ক্রুপিত হইয়া গোভিলকে বলিতে

মূৰ্খোহি মিহিগুণায়াঃ সৰ্বকৰ্মস্বরাঃ কৃতঃ ।

কাম্যকৰ্মণি সজ্ঞাতে পুৰ্কার্থঃ যজ্ঞততঃ মে ॥ ২৩ ॥

গোভিলন্ত তদোবাচ দেবদত্তং হৃদ্যোপিতঃ ।

মূৰ্খস্তে ভবিতা পুত্রঃ শঠঃ শব্দবিক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥

সৰ্বপ্রাণিশরীরে তু খাসোচ্ছ্বাসঃ স্তূতগ্রহঃ ।

ন মেহত্ৰ দূষণং কিঞ্চিৎ স্বরভজ্ঞে মহানতে ॥ ২৭ ॥

তচ্ছ হ্রা বচনং তন্ত গোভিলন্ত মহাজ্ঞনঃ ।

শাপাত্মীতো দেবদত্তমুবাচাজিহ্বাধিতঃ ॥ ২৮ ॥

কথং ক্রুদ্ধোহসি বিপ্রেন্দ্র ! বৃথা ময়ি নিরাগসি ।

অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি স্তূতদাঃ সদা ॥ ২৯ ॥

স্বল্পেহপরাধে বিপ্রেন্দ্র ! কথং শপ্তস্বরা হৃদম্ ।

অপুঞ্জোহহং স্তূতপুং প্রাক্ তাপযুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

মূৰ্খপুজাদপুজস্বং বরং বেদবিদো বিহুঃ ।

তথাপি ব্রাহ্মণো মূৰ্খঃ সৰ্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১ ॥

কামোতি । কাম্যকৰ্ম্মভাংশে কাম্যাদিঙ্গিৰ্ভাতি ভাবঃ । সজ্ঞাতে প্রাপ্তে ॥ ২৩ ॥

শব্দবিক্তিতো মূকঃ ॥ ২৬ ॥

সৰ্বপ্রাণিশরীরে খাসোচ্ছ্বাসঃ স্তূতগ্রহঃ স্বাধীনো নাস্তি তথাচ মদপরাধাভাবে হুৰ্গাক্যঃ  
বদন্তব পুত্রস্তথৈব ভাদিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

আরম্ভ করিলেন ॥২৩—২৪॥ গোভিল ! আপনি মুনীগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও অন্য নিতান্ত অজ্ঞের

স্তায় ব্যৱহার করিতেছেন ; যেহেতু আমার পুত্রনিমিত্তক কাম্যকৰ্ম্মদময়ে আপনি স্বরভজ

করিলেন, ইহাতে আমার কাম্য সিদ্ধির বিষয় ঘটিবার সম্ভাবনা ॥২৫॥ তখন গোভিল অত্যন্ত

কুপিত হইয়া দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র, মূৰ্খ শঠ ও শব্দবিক্তিত মূক হইবে ॥ ২৬ ॥

দেখ, প্রাণিগণের দেহে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস অত্যন্ত হৃদয়া, এই স্বরভজ বিষয়ে আমার

কিছুই দোষ নাই, তুমি মহাবুদ্ধি হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৭ ॥ দেবদত্ত

মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীর্ণভাবে ভীত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহি-

লেন, বিপ্ৰবর ! আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি আপনি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন ?

দেখুন, মুনীগণ ক্রোধহীন এবং সৰ্বদাই স্তূতপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ২৮—২৯ ॥ হে বিপ্রেন্দ্র !

আমার অপরাধ অত্যন্ত অল্প, তাহাতেও আপনি আমাকে এরূপ কঠোর অভিশাপ প্রদান

করিলেন কেন ? আমি পুত্রহীন বলিয়া পূৰ্বাবধিই স্তূতপু হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি

আবার আমাকে অধিকতর উতাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ কারণ, বেদবিদ-পণ্ডিতগণ বলিয়া

পশুবচ্ছবচ্চৈব ন যোগ্যঃ সৰ্বকৰ্ম্মহু ।

কিংকরোমীহ মূৰ্ধেণ পুঞ্জেন দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩২ ॥

যথা শূদ্রস্তথা মূৰ্ধেণ ব্রাহ্মণো নাত্রে সংশয়ঃ ।

ন পূজাহৌ ন দানাহৌ নিন্দ্যশ্চ সৰ্বকৰ্ম্মহু ॥ ৩৩ ॥

দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ।

করদঃ শূদ্রবচ্চৈব মন্তব্যঃ স চ জুভুজা ॥ ৩৪ ॥

নাসনে পিতৃকার্য্যেষু দেবকার্য্যেষু স দ্বিজঃ ।

মূৰ্ধঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্য্যস্য ফলমিচ্ছতা ॥ ৩৫ ॥

রাজ্ঞাং শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সৰ্বকৰ্ম্মহু ।

কৰ্ব্বকস্ত দ্বিজঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥

বিনা বিপ্রেণ কর্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশবটেন বৈ ।

ন তু বিপ্রেণ মূৰ্ধেণ শ্রাদ্ধং কার্য্যং কদাচন ॥ ৩৭ ॥

আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে ।

দাতা নরকমাপ্নোতি গৃহীতা তু বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥

তদ্বক্তং বরং পুত্রাদপুত্রত্বং মূৰ্ধশ্চৈত্বিতা স্মৃত ইতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

দেশে বসমানো বাসং কুর্য্যগঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥

ধাকেন যে মূৰ্ধপুত্র অপেক্ষা পুত্র না হওয়াই উত্তম, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পুত্র মূৰ্ধ হইলে সে সকলেরই নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ মূৰ্ধপুত্র পুত্র ও শূদ্রের জায় সকল কর্ম্মেরই অযোগ্য ; হে দ্বিজোত্তম ! আমি ইহ লোকে মূৰ্ধপুত্র লইয়া কি করিব ? ॥ ৩২ ॥ মূৰ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্রের জায়, স্মতরাং পূজার ও দানের পাত্র হইতে পারে না ; সে সকল কর্ম্মই অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদবর্জিত ব্রাহ্মণ দেশমধ্যে বাস করিলে রাজা তাহাকে শূদ্রের জায় বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যিনি কর্ম্মফল লাভের অভিলাষ করেন, তিনি পিতৃকার্য্যের ও দেবকার্য্যের আসনে কদাচই মূৰ্ধ ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবেন না ॥ ৩৫ ॥ রাজা মূৰ্ধ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান জ্ঞান করিয়া তাহাকে কোনও ধর্ম্মকর্মে নিয়োজিত না করিয়া ভূমিকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩৬ ॥ বিপ্র-গ্রহণ না করিয়া কুশবট নির্মাণ দ্বারা বরং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্বাহ করিবে তথাপি শ্রাদ্ধে কদাচই মূৰ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭ ॥ অপণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিমিত আহারের উপযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে কদাচই অধিক অন্ন প্রদান করিবে না, তাহা করিলে দাতা বিশেষতঃ গৃহীতা

\* মূৰ্ধস্ত চ বিপ্রস্ত বস্ত্রানমুদরে গতম্ । পচ্যন্তে নরকে যোরে সর্কে বৈ তস্ত পূর্ব্বজাঃ ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।



ধিগ্রাজ্যং তস্য রাজ্যো বৈ যন্ত দেশেহবুধা জনাঃ ।

পূজ্যস্তে ব্রাহ্মণা মূৰ্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯ ॥

আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাস্মপি ।

মূৰ্খপণ্ডিতয়োৰ্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০ ॥

মূৰ্খা যত্র স্তগৰ্ব্বিষ্ঠা দানমানপরিগ্রহৈঃ ।

তস্মিন্ দেশে ন বস্তব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥

অসতামুপকারায় হুর্জ্ঞানানাং বিভূতয়ঃ ।

পিচুমর্দঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে ॥ ৪২ ॥

ভুক্ত্বাঙ্গং বেদবিদ্বিশ্রো বেদাভ্যাসং কৰোতি বৈ ।

ক্ৰীড়ন্তি পূৰ্ব্বজাতস্য স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

গোভিলাতঃ কিমুক্তং বৈ ত্রয়া বেদবিদ্বত্তম্ ।

সংসারে মূৰ্খপুত্রস্তং মরণাদতিগর্হিতম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃপাং কুরু মহাত্মাগ ! শাপস্থানুগ্রহং প্রতি ।

দীনোদ্ধারণশক্তোহসি পতামি ভব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

দেশে অবধা-ইতি ছেদঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অসতামিতি । যথা পিচুমর্দে নিম্নঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে । স যথাসং  
কৃকানামুপকারায় তথেষার্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নরকাগামী হয় ॥ ৩৮ ॥ যে রাজার রাজ্যে অপণ্ডিত মূৰ্খ ব্রাহ্মণগণ বাস করে এবং তাহা

দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত হয় তাঁহার সেই রাজ্যে দিক্ !! ॥ ৩৯ ॥ যেখানে আসন, পুত্ৰ

ও দানাদিতে বিন্দুমাত্রও ভেদ লক্ষিত হইবে না, সেখানে বুধগণ বুদ্ধি দ্বারা মূৰ্খ

পণ্ডিতের প্রভেদ বুঝিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥ যেখানে দান ও মান পরিগ্রহ করিয়া মূৰ্খ

অত্যন্ত গর্হিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচই বাস করিবেন না ॥ ৪১ ॥ হুর্জ্ঞানদিগে

সম্পত্তি অসজ্জনের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; কারণ, নিম্নবৃক্ষসকল-কলাচ্য হইতে

কেবল কাকেরই উপভোগের নিমিত্তই হয় ॥ ৪২ ॥ আর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্ন ভোগ

করিয়াও বেদাভ্যাস করিলে তাঁহার পূৰ্ব্বপুত্রগণ প্রমুদিত হইয়া স্বর্গধামে ক্ৰীড়া করি

থাকেন ॥ ৪৩ ॥ অতএব, হে গোভিল ! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য হইয়াও এ কি করি

লেন ? দেখুন, সংসারে মূৰ্খপুত্রপ্রাপ্তি অপেক্ষা মরণও বরং ভাল ; অতএব, কি জন্ত আপ

মহামুনি এবং মহাজ্ঞানী হইয়াও আমাকে মূৰ্খপুত্রপ্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান করি

লেন ? ॥ ৪৪ ॥ হে মহাত্মাগ ! আপনি দীনজনের উদ্ধরণে সমর্থ, আমি আপনার চরণতে

নিপতিত হইতেছি, কৃপা করিয়া আমার অভিশাপ বিবয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

## লোমশ উবাচ ।

ইত্যাশ্রু দেবদত্তস্ত পতিতস্তস্ত পাদয়োঃ ।

স্তবন্ দীনহৃদত্যাৰ্থং কৃপণঃ সাক্ষ্যলোচনঃ ॥ ৪৬ ॥

গোভিলস্ত দয়োৎপন্ন্য দৃষ্টা তং দীনচেতসম্ ।

কৃণকোপা মহাস্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭ ॥

জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাতৃপযোগতঃ ।

উষ্ণং ভবতি তচ্ছীত্ৰং তদ্বিনা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

দয়াবান্ গোভিলস্তাহ দেবদত্তং স্তুত্বঃখিতম্ ।

মূৰ্খো ভূত্বা স্তুতন্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইতিদত্তবরঃ সোহথ মুদিতোহভুদ্ভিজ্জৰ্ভতঃ ।

ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসসজ্জ যথাবিধি ॥ ৫০ ॥

কালেন কিয়তা তস্ত ভার্য্যা রূপবতী সতী ।

গৰ্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১ ॥

গৰ্ভাধানাদিকং কৰ্ম চকার বিধিবদ্বিজঃ ।

পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২ ॥

• সীমস্তোম্ময়নং চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ ।

দদৌ দাদানি মুদিতো মত্রেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩ ॥

কল্পকোপনাঃ বহুকালপর্য্যন্তং কোপবন্তঃ ॥ ৪৭—৫৩ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্ত এই বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং দীন ও সাক্ষ্যলোচন হইয়া অত্যন্ত ছঃখিত হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, তাঁহাকে দীনচিত্ত দর্শন করিয়া গোভিলের দয়ার উদয় হইল, কারণ ষাঁতার। মহান, কৃণকাল পরেই তাঁহাদের কোপ শাস্তি হইয়া যায়, আর পাপিষ্ঠগণের ক্রোধ বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ জল স্বভাবতই শীতল কিন্তু পাবক বা আতপযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার অভাবব শীতই শীতল হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ তখন দয়াবান্ গোভিল স্তুত্বঃখিত দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র মূৰ্খ হইয়াও তৎপরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই দ্বিজ-বর দেবদত্ত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন; অনন্তর, সেই বজ্র সমাপন করিয়া বিপ্রগণকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ॥ ৫০ ॥ কালবশে তাঁহার রূপবতী পতিত্বতা রোহিণীভূত্যা রোহিণীনামী ভার্য্যা গৰ্ভধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ দেবদত্ত গৰ্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি শুদ্ধসাধন কৰ্ম্মসমূহ বিধিপূৰ্ব্বক সম্পাদন করিলেন ॥ ৫২ ॥ তিনি বেদবিধি

শুভেহি-স্বযুবে পুত্রং রোহিণী রোহিণীযুতে ।  
 দিনে লগ্নে শুভেহিত্যর্থং জাতকর্ম চকার সঃ ॥ ৫৪ ॥  
 পুত্রদর্শনকং কৃৎস্না নামকর্ম চকার চ ।  
 উতথ্য ইতি পুত্রস্ত কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫ ॥  
 স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে ।  
 তশ্চোপনয়নং কর্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬ ॥  
 বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুস্তং বৈ ত্রতে স্থিতম্ ।  
 নোচ্চচার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো যুদ্ধবস্তদা ॥ ৫৭ ॥  
 বহুধা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ ।  
 যুৎসবতিষ্ঠতেহিত্যর্থং তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮ ॥  
 এবং কুর্ক্বন্ সদাত্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ ।  
 ন বেদ বিধিবৎ কর্তুং সক্ষ্যাবন্দনকং বিধিম্ ॥ ৫৯ ॥  
 যুর্ধোহভূদिति লোকেষু গতা বার্তাতিবিস্তরম্ ।  
 ব্রাহ্মণেষু চ সর্বেষু তাপসেদিতরেষু চ ॥ ৬০ ॥

(রোহিণীযুতে রোহিণীনক্ষত্রসংযুক্তে শুভদিনে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

স চাষ্টমে ইতি । গভাষ্টমেহং কুর্ক্বাৎ ব্রাহ্মণশ্চোপনয়নমিতি বচনাৎ গভাদষ্টমে বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৬০ ॥)

অনুসারে সীমন্তোন্নয়ন সমাপন পূর্বক তাঁহার পুত্রোষ্ট্রি ভাগ সফল হইল বিবেচনা করিয়া হৃষ্ট-  
 চিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্তু দান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর রোহিণী, রোহিণীযুক্ত জলমে  
 ও শুভদিনে পুত্র প্রদব করিলে দেবদত্ত নবজাত পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্বক পুত্র  
 দর্শন করিলেন । পরে, সেই পুরাবিদ দেবদত্ত পুত্রের উতথ্য এই নাম রাখা করি-  
 লেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ অনন্তর, পুত্র অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে দেবদত্ত তাহার উপনয়ন ক্রিয়া  
 যথাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে গুরু উতথ্যকে ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী করিয়া  
 তাহাকে বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলে সে কোনও বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কেবল  
 মূঢ়ের স্তায় বসিয়া থাকিত । তাহার পিতা তাহাকে বহুপ্রকারে পড়াইলেও সেই শঠ  
 মুনিবালক কিছুতেই মনোযোগ করিল না কেবল মূঢ়ের স্তায় বসিয়াই রহিল, তদুপরে  
 তাঁহার পিতা অত্যন্ত হুঃখিত ও অসুতস্ত হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ এইরূপ অত্যাশ করিতে  
 করিতে দ্বাদশ বর্ষ অগীত হইল তথাপি সে বিধি পূর্বক সক্ষ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে  
 সমর্থ হইল না ॥ ৫৯ ॥ দেবদত্তের পুত্র উতথ্য অতিশয় মূর্খ হইল এই জনরব, সবত ব্রাহ্মণ  
 তাপস এবং অন্তান্ত ইতর জনপণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল ॥ ৬০ ॥ উতথ্য

জহাস লোকন্তঃ বিপ্রং যত্র তত্র গন্তং বনে ।

পিতা মাতা নিমিত্তার্থং মূৰ্খং তমতিভৎসয়ন্ ॥ ৬১ ॥

নিমিত্তোহর্থ জর্নৈঃ কামং পিতৃভ্যামর্থ বান্ধবৈঃ ।

বৈরাগ্যমগমম্বিপ্রো জগাম বনমপ্যদৌ ॥ ৬২ ॥

অন্ধো বরন্তথা পত্নীম্ মূৰ্খস্ত বরঃ স্ততঃ ।

ইত্যুক্তোহসৌ পিতৃভ্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥ ৬৩ ॥

গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কুছোটিজমল্লভম্ ।

বন্যাং বৃত্তিঞ্চ সঙ্কল্প্য স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥

নিয়মঞ্চ পরং কৃত্বা নাসত্যং প্রব্রবীম্যহম্ ।

স্থিতস্তত্রোশ্রমে রম্যে ব্রহ্মচর্য্যত্রতো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিকাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সত্যত্রতকথায়োগেন বাগবীজমাহাদ্ব্যবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উটজং কুটম্ । বন্যাং বৃত্তিঃ ফলমুলাশনরূপাম্ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বনস্থলীর যে কোন স্থলে গমন করিলে লোক সকল তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিত এবং তাহার পিতা ও মাতা, সেই মূৰ্খ পুত্রকে ভৎসনা করিয়া সততই নিন্দা করিত ॥ ৬১ ॥ এইরূপে সকল লোক জনক জননী এবং বান্ধবগণ কর্তৃক নিন্দিত হইলে উত্থোর চিন্তে বৈরাগ্যের সন্ধার হইল ॥ ৬২ ॥ একদিন তাহার পিতা মাতা, বরং অন্ধ এবং পত্নী পুত্র ভাল ভাষি পুত্র পুত্র কোন কার্য্যেরই নহে, তাহা হইতে ছঃখলাভ ব্যতীত কোনও প্রকার সুখ-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ভৎসনা করিলে উত্থা বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর, গঙ্গাতীরে বিঘ্নবিহীন সুশোভন স্থানে এক উত্তম কুটির নির্মাণ করিয়া, বনজাতি ফলমূল দ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক সমাহিত চিন্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল । উত্থা উত্তমরূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক “আমি কখনই মিথ্যা কহিব না” এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্যত্রত ধারণ করত সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে সত্যত্রতকথা উপলক্ষে বাগবীজের মাহাদ্ব্য-  
কথন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

## একাদশোহ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্ঞানাতি ন জপং তথা ।  
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১ ॥  
নাসনং বেদ বিপ্রোহসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ ।  
প্রত্যাহারস্ত নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২ ॥  
ন মন্ত্রং কীলকং জপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদ সং ।  
শৌচং স্নানবিধিং চৈব তথাচমনকং পুনঃ ॥ ৩ ॥  
প্রাণায়মিহোক্তং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্ ।  
ন সন্ধ্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪ ॥  
সোহকরোং প্রাতরুথায় যৎকিঞ্চিদন্তধাবনম্ ।  
স্নানঞ্চ শূদ্রবস্ত্রং গঙ্গায়াম্ মন্ত্রবর্জিতম্ ॥ ৫ ॥  
ফলান্ভাদায় বস্ত্রানি মধ্যাহ্নেহপি যদৃচ্ছয়া ।  
ভক্ষ্যাতক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬ ॥  
সত্যং ব্রুতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ ।  
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতমশ্রু দ্বিজস্য বৈ ॥ ৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তিরেব পদৈঃ সত্যব্রতস্ত হ ।

বাগ্বীল্লোচ্চারণাৎ সিদ্ধিজ্ঞাতেতি পরিগীরতে ।

বনং গন্তান্তোতথ্যস্ত বৃত্তমাহ লোমশঃ ন বেদেতি ॥ ১ ॥

কারণং সর্কোশ্বরঞ্চ ন বেদ ॥ ২—৪ ॥

তর্হি তত্র কিমকরোন্তত্রাহ সোহকরোদিতি ॥ ৫—৬ ॥

সত্যমেব তপো যস্ত স সত্যতপা অয়ঞ্চ ঋষিঃ সত্য ইতি সত্যতপারাধীতর ইতি তৈত্তি-  
রীয়শ্চতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্তপুত্র উত্থা বেদাধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, দেবতাদিগের  
আরাধনা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্র, কীলক, গায়ত্রী, শৌচ, স্নানবিধি,  
আচমন, প্রাণায়মিহোক্ত, বলিদান, আতিথ্য, সন্ধ্যা, সমিধাহরণ ও হোম এই সকল বিষয়ের  
কিছুই জানিত না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাকথঞ্চিরূপে দন্তধাবন এবং গঙ্গাজলে  
শূদ্রের স্তায় মন্ত্রবর্জিত স্নান করিত ॥ ১—৫ ॥ সেই শঠের ভক্ষ্যাতক্ষ্য জ্ঞান ছিল না, মধ্যাহ্ন-  
কাল উপস্থিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে বস্ত্রফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিত ॥ ৬ ॥ কিন্তু সেই

নাহিতং কস্তচিৎ কুর্যাম তথাপি হিতং কচিৎ ।  
 স্বখং স্বপ্নিতি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিস্তয়ম্নিতি ॥ ৮ ॥  
 কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে ।  
 জীবিতং দিক্ চ মূৰ্খস্য তরসা মরণং ভ্রবম্ ॥ ৯ ॥  
 দৈবেনাহং কৃতো মূৰ্খো নাশ্চোহত্র কারণং মম ।  
 প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম যথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০ ॥  
 যথা বন্ধ্যা স্তরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো ক্রমঃ ।  
 অদ্বন্দ্বদোহা ধেমুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥  
 কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নুনং কৰ্ম্ম মমেদৃশম্ ।  
 ন দত্তং পুস্তকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥  
 ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূৰ্ব্বজন্মনি নিৰ্ম্মলা ।  
 তেনাহং কৰ্ম্মযোগেন শঠোহস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥  
 ন চ তীৰ্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চ সাধবঃ ।  
 ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রবৈস্তেন জাতোহস্মি দুষ্কৰীঃ\* ॥ ১৪ ॥

নাহিতং কস্তচিৎ কুর্যাদিতি । জানাতীতি শেষঃ । চিস্তয়ম্নিতি তি ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকা-  
 রেণ ॥ ৮—১০ ॥

অদ্বন্দ্বদোহেতি । ন বিদ্যাতে দুঃখং পয়ো দোহে দোহনে যন্তাঃ সা ॥ ১১ ॥

স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদা সত্য কথা বলিত কদাচই মিথ্যা কহিত না, সেই হেতু তদ্রুপিত জনপদে তাহার “সত্যতপা” এই নাম রাখিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই উত্থা কাহারও অহিত বা হিত করিত না, সেই স্থানেই সুখে নিজা বাইত ; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিত যে, কখন আমার মরণ হইবে, বন মধ্যে এইরূপ দুঃখে থাকিয়া আর কতদিন বাঁচিতে হইবে, মূৰ্খের জীবনে দিক্, মূৰ্খের সম্বন্ধে মরণই উত্তম কল্প ॥ ৮—৯ ॥ দৈবই আমাকে মূৰ্খ করিয়া-  
 ছেন, এ বিষয়ে অস্ত্র কোনও কারণ দেখিতে পাই না ; হায় ! আমি অত্যন্তম মানব জন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈববশে তাহা বিফল হইল ॥ ১০ ॥ হায় ! রূপবতী বন্ধ্যা, দুঃখহীনা ধেমু এবং ফলহীন পাদপ যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ দৈব আমার জীবনকেও বিফল করিল ॥ ১১ ॥ অহো ! আমি দৈবনিন্দাই বা কেন করিতেছি ইহা আমারই কৰ্ম্ম-  
 ফল, আমি পূৰ্বে পুস্তক প্রদত্ত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই বলিয়াই আমার এইরূপ মূৰ্খতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥ আমি পূৰ্ব্বজন্মে প্রিয়শিষ্যগণকে বিমল বিদ্যা দান করি

\* দ্বিজাস্ত তেনাহং জাতোহস্মি জন্মনি কিল ।

ইতি বা পাঠঃ ।

বর্তন্তে মূনিপুঞ্জাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।

অহং ভ্রমুতঃ সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ১৫ ॥

ন জানামি উপস্তুপুং কিং করোমি ভ্রূসাধনম্ ।

মিথ্যায়ং মেহত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিং ॥ ১৬ ॥

দৈবমেব পরং যন্তে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।

বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবান্তবতি সর্ব্বথা ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিং দেবতাঃ ।

কালস্ত বশগাঃ সর্ব্বে কালো হি দু্যরতিক্রমঃ ॥ ১৮ ॥

এবংবিধান্ বিতর্কাস্ত কুর্বাণোহহর্নিশং দ্বিজঃ ।

স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯ ॥

বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ ।

কালান্তিবাহনং শাস্ত্রশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০ ॥

কিংবিত্তি । দৈবঃ বিধিঃ কিম্ কিমর্থং নিন্দামি যতো মম কশ্মৈবেদৃশং ভবতি বিদেঃ  
কশ্মীমুরূপমেব ফলদাতৃত্বাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

ইদং ন ময়া কৃতমিতি.সঙ্কল্পঃ পশ্চাত্তাপোহপি মিথ্যৈব যতো ভাগ্যং মে শুভং নাতি  
ততঃ পশ্চাত্তাপেহপি ন সংকর্ম্ম ভবিষ্যদহীতীতি ॥ ১৬ ॥  
বুধেতি । শ্রমেণ পৌরুষেণ কৃতং কার্য্যং দৈবাৎ সর্ব্বথা বৃথা ভবতি ॥ ১৭—২১ ॥

নাই সেই কারণেই শঠ ও দ্বিজাধম মূর্খ হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ আমি, তীর্থস্থানে তপস্তা করি  
নাই, সাধুজনের সেবা করি নাই, জ্যাজ্ঞাত দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করি নাই সেই সমস্ত  
কারণেই আমি দুইবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ বহুতর মূনিপুত্র বেদ ও শাস্ত্রার্থের  
পারগামী হইয়াছেন, কিন্তু আমি কোন দৈবযোগবশত এইরূপ মূঢ় হইয়া কালব্যাপন  
করিতেছি ॥ ১৫ ॥ আমি ত তপস্তা করিতে জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্তা সাধন  
করিব, আমার তপশ্চরণবিষয়ের সঙ্কল্প করাই বৃথা; আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ,  
অতএব আমার সংসঙ্কল্প কোনমতেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না ॥ ১৬ ॥ আমি দৈবকেই  
সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ মনে করি, নিরর্থক পৌরুষকে ধিক্; যেহেতু উদ্যোগ ও পরিশ্রমাদি  
দ্বারা কৃত কার্য্য সকল দৈবদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই নিফল হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥ কাল অত্যন্ত  
দু্যতিক্রমনীর; কারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্রাদি দেবতাগণ সকলেই কালের অধীন ॥ ১৮ ॥

ঐবিগণ! সেই দ্বিগুপ্ত উত্থা এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর স্পর্শবিজ্ঞ তীরস্থিত  
সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ পরে, সেই আশ্রমস্থলে বাস করিতে করিতে  
ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শাস্ত্রতীর্থ অবলম্বন পূর্ব্বক অতিকটে

এবং স্থিতস্ত তু বনে বিমলোদকে বৈ  
 বর্ষাণি তত্র নব পঞ্চ গতানি কামম্ ।  
 নারাদনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রঃ  
 কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্ বনে বৈ ॥ ২১ ॥  
 জানাতি তস্ত বিততং ব্রতমেব লোকঃ  
 সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্ ।  
 জাতং যশশ্চ সকলেষু জনেষু কামং  
 সত্যব্রতোহয়মনিশং ন মুষাভিভাষী ॥ ২২ ॥  
 তত্রৈকদা তু যুগয়াং রমমাণ এব  
 প্রাপ্তৌ নিষাদিনিশঠৌ ধৃতচাপবাণঃ ॥  
 ক্রীড়ন্ বনেহতিবিপুলে যমতুল্যদেহঃ  
 ক্রুরাকৃতির্হননকর্ষণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩ ॥  
 তেনাতিকৃষ্টেন শরেণ বিদ্ধঃ  
 কোলঃ কিরাতেন ধমুর্ধ্বরেণ ।  
 পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ  
 মুনেঃ সমীপং বিক্রতো জগাম ॥ ২৪ ॥

সত্যং বদতীতি ব্রতমিত্যর্থঃ । অতএব সত্যতপা ইতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥  
 কোলো বরাহঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

সেই বিজনবনে কাল বাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এইরূপে বিমলজল-সম্বিত অরণ্য মধ্যে  
 বাস করিতে করিতে তাহার চতুর্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল । তথাপি তাহার আরাধনা,  
 জপ ও মন্ত্রাদি কিছুই জ্ঞান হইল না, কেবলমাত্র সেই বনে বাস করিয়া কালবাপন করিতে  
 লাগিল ॥ ২১ ॥ জনগণ, তাহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সততই সত্য  
 কথা কহিয়া থাকেন, এই জন্যই ইহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে এবং তাহার এই এক  
 যশঃ সকল লোক মধ্যে প্রেথিত হইল যে, ইনি “সত্যব্রত” ইনি কখনই মিথ্যা কথা  
 কহেন না ॥ ২২ ॥

একদিন দ্বিতীয় যমের ছায় ক্রুরাকৃতি এবং যুগয়ায় অতিশয় নিপুণ নিশঠ নামে নিষাদ  
 ধনুঃশর ধারণ পূর্বক যুগয়ায় উৎসুক হইয়া যুগয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিন্দীর্ণ  
 অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর, সেই ধনুর্ধারী কিরাত আকর্ণ আকর্ণণ  
 পূর্বক হুতীক শরবারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে সে ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন পূর্বক



বিকম্পমানো রুধিরার্দ্দদেহো  
 যদা জগামাশ্রমমণ্ডলং বৈ ।  
 কোলস্তদাভীষ দয়ার্দ্ৰভাবঃ  
 প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫ ॥  
 অগ্রে ব্রজস্তং রুধিরার্দ্দদেহং  
 দৃষ্ট্বা মুনিঃ শূকরমাশু বিক্রম ।  
 দয়াভিবেশাদতিকম্পমামঃ  
 সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬ ॥  
 অজ্ঞাতপূর্ব্বঞ্চ তথাশ্রুতঞ্চ  
 দৈবান্মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ ।  
 ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢ়ো  
 মমজ্জ শোকে স মুনির্মহাত্মা ॥ ২৭ ॥  
 কোলঃ প্রবিষ্টাশ্রমমণ্ডলং তদ  
 স্থিতো নিকুঞ্জে প্রবিলীয় গৃঢ়ম্ ।  
 অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নিৰ্ব্বিঘ্নচেতাঃ  
 প্রবেপমানঃ শরপীড়িতত্মাং ॥ ২৮ ॥

সারস্বতং বীজমিতি । ঐঐ ইতি শব্দং চকারেত্যর্থঃ । স্বভাব এবাং মল্লযাণাং দুঃখা-  
 তুরং দৃষ্ট্বা ঐঐ ইতি শব্দ উচ্চারণীয় ইতি ॥ ২৬ ॥

ন জ্ঞাতবানিতি । ময়া যদুচ্চারিতং তদ্বীজমন্তীতি ন জ্ঞাতবান্ অথ চ তং শূকরং দৃষ্ট্বা  
 শোকে মমজ্জ চ ॥ ২৭ ॥

নিকুঞ্জে নিবিড়বৃক্ষদেশে প্রবিলীয়াদৃষ্টো ভূত্বা ॥ ২৮ ॥

অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সম্মিথানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ শূকর  
 আশ্রমে আসিয়া ভয়ে ধরধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ রুধিরধারায় আর্দ্র  
 হইয়া গেল ; মুনি সেই দীন ভাবাপন্ন বর্য্যাহকে দর্শন করিয়া দয়ার্দ্ৰচিত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥  
 শরবিক্র শূকর রুধির ধারায় আর্দ্র হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে ইহা দর্শন করিয়াই সত্য-  
 ব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং দুঃখা-  
 তুর জীবদর্শনে মাহুততা স্নলভ স্বভাবের বশবর্তী হইয়া ঐ ঐ এইরূপ বিস্ময়ীন সরস্বতীর  
 বীজময় উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণপুত্র ঐকার্য্যানন্দ যে সারস্বত বীজ তাহা  
 পূর্ব্বের কথনও শ্রবণ করেন নাই এবং অস্ত্র কোনও রূপে জামিতে পারেন নাই । দৈবাৎ  
 তাহা মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই অস্ত্র তিনিও বলিয়া কেমিলেন ; কিন্তু সেই মহাত্মা

ততঃ কণাদাকরণান্তকৃষ্ণং

চাপং দধানোহিতিকরালদেহঃ ।

প্রাপ্তস্তদন্তে স চ মৃগ্যমাণো

নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯ ॥

দৃষ্টা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতং

নাম্না তু সত্যত্রতমদ্বিতীয়ম্ ।

ব্যাধঃ প্রণম্য, প্রমুখে স্থিতোহসৌ

পপ্রচ্ছ কৌলঃ ক গতো দ্বিজেশ ! ॥ ৩০ ॥

জানামি তেহং স্তত্রতং প্রসিদ্ধং

তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিক্রম্ ।

ক্ষুধাদিতং মে সকলং কুটুম্বং

বিভর্তুকামঃ কিল আগতোহস্মি ॥ ৩১ ॥

বৃত্তিস্মৈষা, বিহিতা বিধাত্রা

নংন্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র ! ঋতং ব্রবীমি ।

ভর্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা

কেনাপ্যুপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২ ॥

তত ইতি । শূকরে আশ্রমং প্রবিষ্টানন্তরং নিবিড়বনে গতে সতি ততোহনন্তরমেবা-  
করণান্তঃ কৃষ্ণং করণং শ্রোত্রেজ্জিয়ং তৎপর্য্যন্তঃ কৃষ্ণং চাপং দধান ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

কিল আগতোহস্মীত্যত্র সঙ্ক্যতাব অর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

মুনি শূকরকে অত্যন্ত আতুর দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শরপীড়িত,  
অত্যন্ত থিরচিত্ত শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর গধ না  
পাইয়া নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লীন হইয়া গৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥  
কণকাল পরেই, ভীষণমূর্ত্তি দ্বিতীয় যমের ভায় সেই নিষাদরাজ, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন ধারণ  
পূর্ব্বক সেই শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যত্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত  
হইল ॥ ২৯ ॥ সেইখানে সত্যত্রত মুনিকে মৌনাবলম্বী এবং কুশাসনে একাকী উপবিষ্ট  
দেখিয়া ব্যাধ প্রণামান্তে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজবর! বাণবিক্র  
শূকর কোন্ দিকে গমন করিল? ব্রহ্মন্! আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ সত্যত্রতের বিষয়  
অবগত আছি, এই ক্ষণেই আপনারকে বাণবিক্র শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমার  
পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধার কাতুর, ভাহাদিগের পোষণ কামনার সুপন্যায় আগমন করি-  
য়াছি, পণ্ডয়ারণ করই আমার বিধিনির্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহাতির অন্ত কোনও জীবনো-

সত্যং ব্রবীষ্যাম্য সত্যব্রতোহসি

ক্ষুধাতুরো বর্ততে পৌষ্যবর্গঃ ।

কাসো গতঃ শূকরো বাণবিদ্ধঃ

পৃচ্ছাম্যহং বাড়ব ! বৃহি ভূর্ণম্ ॥ ৩৩ ।

তেনেতি পৃষ্ঠঃ স মুনির্মহাত্মা

বিতর্কমগ্নঃ প্রবভূব কামম্ ।

সত্যব্রতং মেহদ্য ভবেম ভগ্নং

ন দৃষ্ট ইত্যাচ্চরিতেন কিং বৈ ॥ ৩৪ ॥

গতোহত্র কোলঃ শরবিদ্ধদেহঃ

কথং ব্রবীষ্যাম্য মুষামৃষা বা ।

ক্ষুধাদ্বিতোহয়ং পরিপৃচ্ছতীব

দৃষ্টা হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ ॥ ৩৫ ॥

সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা

দয়াদ্বিতং চানৃতমেব সত্যম্ ।

হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন

তদেব সত্যং ন তথাত্মৈব ॥ ৩৬ ॥

সত্যমিতি । ভবান্ সত্যং ব্রবীতু ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কমগ্নঃ সন্দেহমগ্নঃ । সন্দেহমেবাহ সত্যমিতি । ন দৃষ্ট ইত্যাচ্চরিতে মম সত্যব্রতং ভগ্নং ন ভবেৎ কিং অপিতু ভবেদেব ॥ ৩৪ ॥

অতো গতঃ কোলঃ শরবিদ্ধদেহ ইত্যমৃষা সত্যং বক্তব্যমিতি চেত্তজাহ কথং ব্রবীমীতি । হিংসাদোষভয়াদপি সত্যং কথং ব্রবীমীতি । তত উভয়তো দোষান্মৃষা বামৃষা কথং ব্রবীমীতি । কথং ব্রবীমীতি বাক্যস্ত দেহলীলীপকত্বায়ৈনাশ্রয়ঃ । সত্যে উক্তেহয়ং হনিষ্যত্যো-বেত্যাহ । ক্ষুধাদ্বিত ইতি ॥ ৩৫ ॥

পায় নাই, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অনিলিত হউক বা নিলিতই হউক যে কোনও উপায় দ্বারা কুটুম্ববর্গের পোষণ করা কর্তব্য, তন্নিমিত্তই আমি এই কার্যে প্রযত্ন হইয়াছি ॥ ৩০—৩২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল আপনি সশর স্ত্রীত্ব কুরিয়া এবিষয়ের উত্তর প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥ সেই নিষাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা সত্যব্রত মুনী সংশয় সমুজ্জ্বল নিমগ্ন হইলেন; তিনি তাবিত্তে লাপিলেন, আমি বহিঃ “দেখিনাই” এই বাক্য উচ্চারণ করি তবে আমার সত্যব্রত কি ভদ্র হইবে না? অবশ্যই ভদ্র হইবে ॥ ৩৪ ॥ শরবিদ্ধ শূকর এই স্থান দিয়া গিয়াছে সত্য; তবে কিরূপে নিষা বলিব?

হিতং কথং শ্রাদ্ধভয়োর্ধ্বিরুদ্ধয়ো-

স্তুত্বত্তরং কিং ন যথা যুধা বচঃ ।

বিচারয়ন্ বোড়বক্ষসঙ্কটে

ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতং বীক্ষ্য দয়াস্থিতেন

কোলং তদন্তে সমুদাহৃতং বচঃ ।

তেন প্রসম্মা নিজবীজতঃ শিবা

বিদ্যাং ছরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥

বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্মুরিতাখিলা ।

বাল্মীকেশ্চ যথাপূর্বং তথা স হৃদবৎ কবিঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ন সত্যমিতি । যেন সত্যভাষণে হিংসা ভবতি তং সত্যং সত্যং ন ভবতি  
দয়াস্থিতং দয়াশ্রদ্ধকল্যাণার্থং প্রযুক্তামানমপ্যনৃতং সত্যমেব ভবতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যন্তকল্যাণার্থমনৃতমপি সত্যং তথাচ সমানৃতকথনেহত্র দোষো নাস্তি তথাহু্যতঃ  
সংরক্ষিতং শ্রাদ্ধে সর্গতো বরমিতি মনসি বিচারয়মাহ হিতং কথং শ্রাদ্ধিতি । উভয়ো-  
র্ধ্বিরুদ্ধয়োঃ প্রসঙ্গে মম হিতং কথং শ্রাদ্ধস্তোত্রং চ ময়া কিং বক্তব্যং যেন মম বচো যুধা ন  
শ্রাদ্ধিতি বিচারয়ন্ সন্ হে বোড়ব ! হে জমদগ্নে ! ধর্মসঙ্কটে যথোচিতং বচনং বক্তুং ন প্রাপ ন  
সমর্থো বভূব ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতমিতি । হে জমদগ্নে ! অগ্নিন্ সময়ে নিজবীজতো নিজবীজবাগ্ভববীজোচ্চারণতো  
দেবী প্রসম্মা সতী ছরাপাং বিদ্যাং বুদ্ধবিদ্যাং তস্মৈ সত্যব্রতায় দদৌ । যয়া বিদ্যায়া বাণাহতং  
কোলং বীক্ষ্য তদন্তে বিচারান্তে দয়াস্থিতেন সত্যব্রতেন বচঃ সমুদাহৃতম্ । যথা বচঃ ঐঐ-  
ইতি সমুদাহৃতং তেন বচসেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবাহ বীজোচ্চারণত ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইয়াই  
বিনাশ করিবে তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব ? ॥ ৩৫ ॥ যে সত্যভাষণে হিংসা হয় সে সত্য  
সত্যই নহে, কিন্তু দয়াদ্বারা অস্ত্রের কল্যাণের নিমিত্ত প্রযুক্ত মিথ্যা সত্যই হইয়া থাকে।  
কলত যদ্বারা ইহলোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য অস্ত্র কিছুই সত্য  
নহে ॥ ৩৬ ॥ জমদগ্নে ! সত্যব্রত এইরূপে ধর্মের সঙ্কটস্থলে পতিত হইয়া এই উত্তর বিব্রত  
বিষয়ের মধ্যে কিরূপে হিতসাধন হয় এবং আমারও মিথ্যা না হয় এমন উত্তর কি ? এইরূপ  
বহু ক্রিয়ার করিয়াও এরিষয়ের যথোচিত বাক্য প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৭ ॥ সত্যব্রত, সেই  
শরাহত শূকরকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পুরঃসর যে বীজাকর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই  
বীজের উচ্চারণহেতু ভগবতী মল্লদারিণী দেবী প্রসম্মা হইয়া তাঁহাকে হৃদয় বিদ্যা  
প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবীর বীজ উচ্চারণহেতু তাঁহার অধিন বিদ্যা প্রস্মুরিত হইল,

তদ্ব্যবহিত্যে ব্যাধিঃ সমুৎপাদ্যঃ ধর্মজন্মঃ ।

সত্যকামস্ত ধর্মাস্তাঃ সৌকম্যেবঃ দয়াপরঃ ॥ ৪০ ॥

যা পশ্যতি ন সা ব্রুতে যা ব্রুত সা ন পশ্যতি ।

অহো ব্যাধি ! স্বকার্যার্থিন্ ! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ইত্যুক্তস্ত তদা তেন গতৌহসৌ পশুহা পুনঃ ।

নিরাশঃ শূকরে তস্মিন্ পরাব্রতো নিজালয়ে ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণস্ত কবিজ্ঞাতঃ প্রচেতস ইবাপরঃ ।

প্রসিদ্ধঃ সর্বলোকেষু নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

যুক্তঃ স্ত্রীয়া বরাহঃ কেন মার্গেণ গত ইতি তত্র দর্শনবদনয়োঃ ককর্ষুঃ এবদঃ  
দন্তবতি ন চ দর্শনবদনকর্ষুঃ মেকস্তান্তি কিন্তু ভিন্নভাবোহ্যে বা পশ্যতীতি । যা অনন্তমন্তো-  
হভিচারশীতিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যা সর্বসাক্ষিনী সা পশ্যতি । তমেব ভাস্তমন্তোহভিচার-  
ভাসা সর্বমিদং ভাতীতিশ্রুত্যা সর্বপ্রকাশকস্ত চিতিশক্তেঃ প্রতিপাদনাং । তথাচ  
না পশ্যতি সা যা পশ্যতি ন সা ব্রুতে বদনকর্ষুঃ বুদ্ধেঃ ন চিতিশক্তেঃ । যা ব্রুতে বুদ্ধির্না  
পশ্যতি ন বিষয়ঃ প্রকাশয়তি তস্তাঃ জড়ত্বাৎ । নহু সত্যানুভূতি মিত্বীকৃত্য যথা গোকে  
চিতিশক্তিভেদজ্ঞোঃ ককর্ষুঃ মাধ্যাসিকঃ স্বীকৃত্য য এব পশ্যতি স এব ব্রুতে ইতি ব্যবহারো  
শ্রুতে তথা ভবতা ব্যবহারঃ ক্রুতো ন ক্রিয়ত ইতি চেদধ্যাসকারণত্বাবিদ্যাকল্পস্ত ময্যভাবা-  
দভ্যভিপ্রায়ঃ । ইৎ সত্যাহো ব্যাধি ! স্বকার্যার্থিনাং প্রতি পুনঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসি নৈতৎ  
প্রষ্টুং যোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পরব্রত ইতি । অয়ং জ্ঞানী ব্রুতে পূজ্যো নাতিশয়প্রসারোহম্যমিতি মত্বা পরাব্রত  
ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

প্রচেতা বরুণঃ স চ শ্রুতিসিদ্ধো জ্ঞানী ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তখন তিনি পুরাতন মুনি বাধ্যকির জায় তৎক্ষণেই সংকবি হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০ ॥ অনন্তর  
সেই ধর্মাস্তা দয়াপর দ্বিজবর সত্যকামনা করিয়া সমুৎপাদিত ধর্মজন্মী নিবাদকে এই সৌক  
কহিলেন ॥ ৪০ ॥

“বেশক্তি, দর্শন করে, সেই নাহি বন্ধে ।

যে বলে সে নাহি দেখে, দেখ সব স্থলে ॥

নিজ কার্য কামনা, রে নিবাদজন ! !

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিছ কিসের কাবণ ॥” ৪১ ॥

পশ্চাত্তক ব্যাধি, দ্বিজবরের সেই বাক্য শ্রবণান্তর শূকরের প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া  
নিলাসবে করিয়া পেল ॥ ৪২ ॥ সেই দ্বিজবর, বরুণের জায় কঁকি এবং সকল লোকে

কুকি পুনঃ পুনঃ এরূপ অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিতে কেন ? এই বর্ষিয়া সত্যব্রত ব্যাধির প্রশংসা  
করিতে লক্ষ্য করিয়া দিলেন । ইহা বার্য ভাষার সত্যব্রত চল হইল না ।

সারস্বতং ততো বীজং জজ্ঞাপ বিধিপূর্বকম্ ।  
 পণ্ডিতশ্চাতিবিত্যাতৌ দ্বিজোহসৌ ধরণীতলে ॥ ৪৪ ॥  
 প্রতিপর্বতঃ গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্যশঃ সদা ।  
 আখ্যানং চাতিবিস্তীর্ণং স্তবস্তি মুনয়ঃ কিম ॥ ৪৫ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্মৈ সমাগম্য তদাশ্রমে ।  
 যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতোহতিমানতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তস্মাদ্রাজন্ম ! সূদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ ।  
 আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হি সা ॥ ৪৭ ॥  
 তস্মা যজ্ঞং মহারাজ ! কুরু বেদবিধানতঃ ।  
 সর্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮ ॥  
 স্মৃতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধাতা চোচ্চারিতা স্তুতা ।  
 দদাতি বাঙ্কিতানর্থান্ কামদা তেন কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

অত্রত্যমেব সত্যকৃতমুনেরাখ্যানং লঘুতবে শ্রীমদাচার্যৈরপি সংগৃহীতম্ । দৃষ্টা সঙ্কম-  
 কারি বস্তু সহস্রা ঐঐইতি ব্যাহতং যেনাকৃতবশাদপীহ বরদে । বিন্দুং বিনাপ্যাকরম্ । তত্চাপি  
 ধ্রুবমেব দেবি ! তরসা জাতে তবাহুগ্ৰহে বাচঃ হস্তিস্থধারসদ্রবমুচো নির্যাস্তি বক্তাবুজাং ॥  
 যস্মিত্যে ! তব কামরাজমপরং মস্ত্রাকরং নিরুলং তৎসারস্বতমিত্যাবেতি বিরলঃ কশ্চিজন-  
 চেদুবি । আখ্যানং প্রতিপর্ক সত্যতপসো যৎ কীর্তয়ন্তো দ্বিজাঃ প্রারম্ভে প্রণবাস্পদপ্রণয়তাং  
 নীহোচ্চরন্তি ক্ষু টমিতি ॥ তথা পৃথ্বীধরাচার্যৈরপি । ঋক্‌সামযোর্বজুবি সন্ধিবশাত্ত্বদীর্ঘং বীজং  
 সরস্বতি ! সক্রতব য়ে জগন্তি । তে সত্যবাক্যমুনিবহ্নিদিত্যবীকা আখের্ণগাদিকমবাপ্য স্মৃতি-  
 ভবস্মিতি ॥ ৪৫ ॥

যেন ত্যক্তস্তেন পিত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশমহৎফলদাত্রী যৎকিঞ্চিন্মিষেণ স্মৃতা ভগবতী তস্মাদব্রতদেবতা বিহায়েমমবারাধে-  
 ত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সত্যত্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি বিধিপূর্বক সারস্বত মন্ত্র জপ করিতে  
 লাগিলেন, এই বিজ্ঞ তৎপ্রভাবে অবনীতলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥  
 ব্রাহ্মণগণ প্রতি পর্ব সময়ে সত্যতাই তাঁহার যশোগান, এবং মুনীগণ সর্বদাই তাঁহার  
 সুবিস্তীর্ণ আখ্যান কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার যশোবোধণা শ্রবণ করিয়া বিনি  
 পূর্বে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পিতা দেবদত্ত তদীর আশ্রমে আগমন  
 পূর্বক সন্মান ও আদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব হে রাজর্ষি ! জগতের কারণরূপিনী আদিশক্তি সেই পরমাদেবীর সর্বদা ভক্তি-  
 পূর্বক পূজা ও সেবা করাই কর্তব্য ॥ ৪৭ ॥ মহারাজ ! তুমি বৈদিক বিধানে সর্ব কামপ্রদ ও  
 নিত্য এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, আমি ঐবিধরের কথা পূর্বেই

অহুমানমিদং রাজন্ ! কর্তব্যং সৰ্ব্বথা বুধৈঃ ।  
 দৃষ্টা রোগযুতান্ দীনান্ ক্লুপিতান্নির্দীনান্ শঠান্ ॥ ৫০ ॥  
 জনানার্ভাংস্তথা মূৰ্খান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা ।  
 দাসানাজ্ঞাকরান্ ক্ষুদ্রান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১ ॥  
 অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদাৰ্থানজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 তৃষাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২ ॥  
 তথা বিভবসম্পন্নান্ পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনান্ ।  
 পুষ্কদেহাংশ্চ সম্ভোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩ ॥  
 রাজলক্ষ্য্য যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ ।  
 স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সৰ্ব্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪ ॥  
 ব্যতিরেকাশ্চয়াভ্যাক্ষ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ ।  
 এভিন্ন পূজিতা দেবী সৰ্ব্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫ ॥  
 সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাশ্রিকা ।  
 যতোহমী স্তম্বিনঃ সৰ্ব্বৈঃ সংসারেহশ্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তেন কারণেন কামদেতি লোকে কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

(অহুমানমিতি । কার্যাদর্শনাৎ কারণতানুমানং পরন্তো বহুমান্ ধূমাদিত্যাদিবৎ অত্র  
 হুঃখরূপকার্যাদর্শনাৎ ভগবত্যা অপূজনরূপকারণং সুখরূপকার্যাদর্শনাৎ ভগবত্যাঃ পূজন-  
 রূপকারণমহুমেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥)

তোমাকে কহিয়াছি ॥৪৮॥ মানবগণ, ভক্তিপূৰ্ব্বক তাঁহার শ্রবণ, পূজন, নাগোচ্চাচরণ, ধ্যান  
 ও স্তব করিলে, তিনি বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন বলিয়া কামদা শব্দে কীর্তিত হইয়া  
 থাকেন ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! বিচক্ষণ বুধগণ, রোগযুক্ত ও দীন এবং ক্লুপিত, নির্দীন, শঠ, আর্ভ,  
 মূৰ্খ বৈরিপীড়িত, কিষ্কর, ক্ষুদ্র, বিকল, বিহ্বল, ভোগে ও ভোজনে অতৃপ্ত, সৰ্বদাই পীড়িত,  
 অজিতেন্দ্রিয়, অধিকতর লোভী, অশক্ত, সৰ্বদাই মনোব্যথার-পরিপীড়িত লোকগণকে এবং  
 বিভবসম্পন্ন, পুত্রপৌত্র-সমবিত, সমৃদ্ধিমান্, পুষ্কদেহ, ভোগ্যসমবিত, বেদবান্দী বিহান্  
 রাজলক্ষী-সমবিত, শূর, বহুজন বাহার বশীকৃত, সৰ্বদাই স্বজন সংযুক্ত ও সৰ্ব্বলক্ষণ-সমবিত  
 ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া অশ্রব্যতিরেকে বিচার দ্বারা অহুমান করিবেন যে, এই এই  
 ব্যক্তি অধিকা দেবীর আরাধনা করে নাই, এই জন্ত ইহারা অজ্ঞানী আর এই এই  
 \* ব্যক্তি অধিকা দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহারা সংসার মধ্যে স্থবী হইয়া  
 রহিয়াছেন ॥ ৫০—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজন্ ! শ্রুতং তত্র ময়া মুনিসমাগমে ।

লোমশস্ত মুখাং কামং দেবীমাহাভ্যামুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সঙ্কিন্ত্য রাজেন্দ্র ! কর্তব্যঞ্চ সদাৰ্চনম্ ।

ভক্ত্যা পরময়া দেব্যঃ প্রীত্যা চ পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সত্যব্রতবাগবীজসিদ্ধিবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সুখিনো জনান্ দৃষ্ট্বৈতৈর্ভগবত্যাধিতাস্তীত্যহুমানং কর্তব্যম্ । হুঃখিনো দৃষ্ট্বা যত  
এতে হুঃখিনস্তস্মাদেতৈর্ভগবতী নারাধিতেত্যহুমানং কর্তব্যমিতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

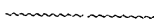
ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এইরূপে আমি মুনিগণের সমাজमध्ये মহর্ষি লোমশের মুখ  
হইতে দেবীর উত্তম মাহাভ্য কথ্য শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৫৭ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই সকল  
বিবেচনা করিয়া ভক্তি ও প্রীতিসহকারে পরমাদেবী ভগবতীর সর্বদা পূজা করাই  
একান্ত কর্তব্য ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত মহা-

পুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাভ্যাবর্ণনে সত্যব্রতের

উপাখ্যান বর্ণনানামক একাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





## দ্বাদশোহিধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্দ্দেব্যাস্ত্যস্তাঃ সমস্ততঃ ।

ঋত্বা করোম্যহং স্বামিন্ ! যথাশক্তি হতদ্রিতঃ ॥ ১ ॥

পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্ ।

ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ দক্ষিণাশ্চ তথা পুনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ ।

ত্রিবিধস্ত সদা জ্ঞেয়ং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৩ ॥

সাত্ত্বিকং রাজসৈকৈব তামসঞ্চ তথাপরম্ ।

মুনীনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥

তামসং ব্রাহ্মসানাং বৈ জ্ঞানিনাস্তু গুণোজ্জ্বিতম্ ।

বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাৎ প্রব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

সপ্তাশীতিমহাপদৈরষাযজ্ঞবিধির্দ্রহান্ ।

যথাবৎ প্রোচ্যতে যেন মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে অষাযজ্ঞস্ত মহাফলত্বং ঋত্বা তদযজ্ঞবিধিং রাজা পূজুতি বদ যজ্ঞেতি ॥১-২॥

ত্রিবিধমিতি । সর্বং কর্ম বিধিদৃষ্টেন কর্মণানুষ্ঠানেন ত্রিবিধং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ত্রৈবিধ্যমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানিনাং বিমুক্তানাং গুণোজ্জ্বিতং জ্ঞানময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

রাজা জনমেজয় কহিলেন, প্রভো ! আপনি সেই দেবীর যজ্ঞবিধি যথাযথরূপে কীর্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া যথাশক্তি তাহা সম্পাদন করিব ॥১॥ মুনিবর ! সেই যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার, পূজাবিধি ও মন্ত্র সকল এবং তাহাতে কতগুলি ব্রাহ্মণ আবশ্যক করে, তাহার দক্ষিণাই বা কিরূপ দিতে হয় তৎসমুদয় বিস্তার পূর্বক বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবী যজ্ঞের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর । সমস্ত কর্ম সর্বদাই বিধিদৃষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার ; ওষধো মুনিগণের সাত্ত্বিক, নৃপগণের রাজসিক ও ব্রাহ্মসগণের কর্ম তামস বলিয়া উক্ত হয় ; আর এক প্রকার কর্ম আছে তাহা গুণ বর্জিত, বিমুক্ত জ্ঞানগণেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া

দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মজ্জাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা ।

শ্রদ্ধা চ সাত্বিকী যত্র তং যজ্ঞং সাত্বিকং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মজ্জশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ ! ।

ভবেদ্যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা ॥ ৭ ॥

অন্যায়োপার্জিতে নৈব দ্রব্যেণ স্নকৃতং কৃতম্ ।

ন কীর্তিরিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্ ॥ ৮ ॥

তস্মান্ময়াপার্জিতে নৈব কর্তব্যং স্নকৃতং সদা ।

যশসে পরলোকে ভবত্যেব স্নথায় চ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবৈস্তু মথঃ কৃতঃ ।

রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥

যত্র সাক্ষাৎকরিঃ কৃষ্ণো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিদ্যাশ্চ ভারদ্বাজাদয়স্তথা ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণা যজ্ঞং স্নসংপূর্ণং মাসমাত্রেণ পাণ্ডবৈঃ ।

প্রাপ্তং মহত্তরং কক্ষং বনবাসশ্চ দারুণং ॥ ১২ ॥

তত্র সাত্বিকরূপমাহ দেশ ইতি । সাত্বিকো দেশো বারাণশ্বাদিঃ । কাল উত্তরায়ণাদিঃ ।  
দ্রব্যং ত্রায়ার্জিতম্ । মজ্জা বৈদিকঃ । ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়াঃ । শ্রদ্ধাশুদ্ধিক্যবুদ্ধিঃ সাত্বিকী বিষয়-  
মৌল্যব্রজনিতরাগাদ্যকলুষিতা ॥ ৬—৯ ॥

ধাকেন, তোমাকে তৎসমস্তই বিস্তার পূৰ্ব্বক বলিব ॥ ৩—৫ ॥ রাজেন্দ্র ! বারাণসী প্রভৃতি  
সাত্বিকদেশ, উত্তরায়ণাদি সাত্বিককাল, ত্রায়ার্জিত দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,  
বিষয়রাগাদিরহিতা সাত্বিকী শ্রদ্ধা, যেখানে এই সমস্তই সংঘটিত হয় তাহাকেই সাত্বিক  
যজ্ঞ জ্ঞানিবে । নরনাথ ! উক্ত সমস্ত দ্রব্য সাত্বিক এবং যদি দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মজ্জ-  
শুদ্ধি হয় তবে সেই যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং তাহার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭ ॥  
যদি ত্রায়বর্জিত বিগৃহিত কার্যাদ্বারা উপার্জিত দ্রব্যে সংক্রিয়ার অহুষ্ঠান করা যায়, তবে  
তাহাতে ইহলোকে কীৰ্ত্তি লাভ হয় না এবং পরলোকেও তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।  
অতএব ত্রায়বর্জিত দ্রব্য দ্বারা ই সংকার্যের অহুষ্ঠান কর্তব্য, তাহাতে ইহলোকে যশঃ,  
পরলোকে সন্মতি ও স্নখলাভ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮—৯ ॥ রাজেন্দ্র ! পাণ্ডব-  
গণ যে অত্যন্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত ভূমি শ্রবণ কহিয়াছ, সেই স্নকৃত  
মহাযজ্ঞ সমাপ্ত এবং সমাপনকালে তদ্রূপ প্রভূত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ সেই  
যজ্ঞে মহাবুদ্ধি বাদবেন্দ্র কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ হরি, এবং ভারদ্বাজাদি পূর্ণবিদ্যা ব্রাহ্মণও বিদ্যা-  
মান ছিলেন ॥ ১১ ॥ শিষ্ট যজ্ঞ সমাপনের পর তিনমাস মধ্যেই পাণ্ডবগণ সহস্রর কষ্ট এবং

পীড়নৈকৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যুতে পরাজয়ঃ ।

বনবাসো মহৎ কষ্টং কু গতং মথজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥

দাসত্বঞ্চ বিরাটশ্চ কৃতং সর্বেশ্বহান্নভিঃ ।

কীচকেন পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদ্বরা ॥ ১৪ ॥

আশীর্বাদা দ্বিজাতীনাং কু গতাঃ শুদ্ধচেতসাম্ ।

ভক্তির্বা বাসুদেবশ্চ কু গতা তত্র সঙ্কটে ॥ ১৫ ॥

ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা ।

প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥

কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্মবৈগুণ্যকারণম্ ।

কেশবে অতি দেবেশে ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭ ॥

ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্মাতদাগমঃ ।

বেদমন্ত্রাস্তথাত্মে বৈ বিতথাঃ স্ম্যরসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যোতাদৃশী সামগ্রী নাস্তি তর্হি তত্র তৎকর্মণঃ ফলং নৈব ভবতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ  
প্রত্যক্ষং তবেতি ॥ ১০—১৩ ॥

কিমত্রৈতি । পরমেশ্বরে কেশবে সত্যপি ধর্মমুখৌ যুধিষ্ঠিরে সত্যপি তাদৃশযজ্ঞোত্তব-  
মেতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তত্র ধর্মবৈগুণ্যং জাতমিতি কিমত্র চিন্তনীয়ং বিচারণীয়ম্ ।  
জাতমেব ধর্মবৈগুণ্যমিত্যেব নিশ্চেষ্টবামিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নহু ধর্মবৈগুণ্যং তত্র ন-জাতং কিন্তু তেষাং পাণ্ডবানাং ভবিতব্যং প্রারব্ধং তথৈব স্থি-  
তস্তথা ফলং জাতমিতি চেতগ্রাহ ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে ইতি । যদি প্রারব্ধমেব মুখ্যং ন  
পুরুষার্থ ইতিমতং স্বীক্ৰিয়তে তদাগমোহনুষ্ঠানপ্রতিপাদকো ব্যর্থ এব স্ম্যৎ । যথা প্রারব্ধং  
স্মাত্তথা ভবিষ্যত্যাগমস্তত্র কিং করিষ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

নিদারুণ বনবাস ক্লেশ লাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥ মহারাজ ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যজ্ঞ  
পরিপূর্ণ হইবার পরই যদি মানিনি দ্রুপদনন্দিনীর পীড়ন ও অবমাননা এবং পাণ্ডবগণ দ্যুত-  
ক্রীড়ায় পরাজয় এবং বনবাসরূপ মহৎ কষ্টপ্রাপ্ত হইল, তবে তাহাদের সেই মহাযজ্ঞের ফল  
কি হইল ? ॥১৩॥ আর যদি সেই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ বিরাটরুদাসত্ব লাভ করিল এবং যদি  
অপাংশুলা ভূপাল বালা দ্রৌপদী কীচককর্তৃক ক্লিষ্ট ও অবমানিত হইল, তবে বিগুহচেতা  
দ্বিজাতিগণের আশীর্বাদের ফল কি হইল ? এবং সেই সঙ্কটস্থলে বাসুদেবের প্রতি ভক্তির  
ফলই বা কোথায় গেল ? ॥ ১৪—১৫ ॥ দ্যুতসভায়, আনয়নপূর্বক ছঃশাসন যখন দ্রৌপদীর  
কেশাকর্ষণ করিয়াছিল তখন সেই বরবর্ণিনী দ্রুপদবালাকে কেহই রক্ষা করেন নাই ॥ ১৬ ॥  
রাজন ! পরমেশ্বর কেশব এবং ধর্মমুখি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকিলেও তাদৃশ মহা-  
যজ্ঞ সমাপনের পর এরূপ মহান্ অনর্থপাত কেন হইল ; এই বিষয়ের বিচার করিলে “কোন  
প্রকার বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়াছিল” এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হয় ॥১৭॥ যদি বল যে কোন বৈগুণ্য

সাধনং নিষ্ফলং সৰ্ব্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ॥ ১৯ ॥

আগমোহপার্থবাদঃ স্ত্রাং ক্রিয়াঃ সৰ্বা নিরর্থকাঃ ।

স্বর্ণার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধর্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০ ॥

সর্বং প্রমাণং ব্যর্থং স্তাদ্ভবিতব্যে কৃতে হৃদি ।

উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবঞ্চোপায় এব চ ॥ ২১ ॥

কৃতে কর্মণি চেৎ সিদ্ধির্বিপরীতা যদা ভবেৎ ।

বৈশুণ্যং কল্পনীয়ং স্ত্রাং প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কর্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কর্মকারিভিঃ ।

কর্তৃত্বেনাম্মভেদাদ্দ্রব্যভেদান্তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

যথা মঘবতা পূর্বং বিশ্বরূপো ব্রতো গুরুঃ ।

বিপরীতং কৃতং তেন কর্ম মাভূহিতায় বৈ ॥ ২৪ ॥

বচনে বেদবচনে ফলপ্রতিপাদকে সত্যপি তত্র বিধাসঃ কস্তাপি ন স্ত্রাং । যদ্যস্মাৎ প্রারব্ধং স্ত্রান্তদানুষ্ঠানমন্তরাপি তৎ কার্যং ভবিষ্যতি নোচেদনুষ্ঠানে কৃতেহপি ন ভবিষ্যতি । ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে সত্যপি কিং ফলমিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ১৯ ॥

নহু তর্হি ফলপ্রতিপাদকবেদঃ কিমর্থমিতি চেৎ সোহপি স্ত্রম্মতেহর্থবাদঃ স্ত্রাদিত্যাহ আগমোহপীতি । এতানি সর্বাণি দূষণানি স্ত্রম্মতে স্ত্র্যরিতার্থঃ । ভবিতব্যমেব মুখ্যমিতি-মতে হৃদি কৃতে সতি ॥ ২০ ॥

উভয়মিতি । তস্মাদ্ভেদং পুরুষকারশ্চেতুভয়ং ফলসিদ্ধিশ্চপ্রতিকারণমিতি বক্তব্যম্ । ততশ্চ পুরুষব্যাপারে ব্যঙ্গমেব ফলং ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

স্তদেবাহ কৃতে কর্মণীতি ॥ ২২—২৩ ॥

হয় নাই কিন্তু ভবিতব্যতা এইরূপই ছিল তাহারই ফলে সেই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আগম ও বেদমন্ত্র এবং অস্ত্রান্ত্র বৈদিক কর্ম সমস্ত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

যদি বল বেদবাক্য ফলপ্রতিপাদক হইলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই হইবে, তবেত সমস্ত সাধন নিষ্ফল ও সমস্ত উপায়ই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥ আর আগম সকল অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহার বিধান সমস্তই বিফল, ক্রিয়া সমুদায় নিরর্থক, স্বর্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্ত্রা ও বর্ণধর্ম সমস্তই বিফল হইয়া যায় ; রাজন্ ! এই মত নিতান্তই দূষণীয়, ইহা মহাস্মাগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! যদি ভবিতব্যতাকেই মুখ্য প্রমাণ মনে কর তবে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইয়া যায় অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়কেই ফল সিদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই কর্তব্য ॥ ২১ ॥ কর্ম করিলে যখন বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয় তখন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই কর্মের বৈশুণ্য কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কৃতবিদ্যা যজ্ঞানুষ্ঠাতা পণ্ডিতগণ, কর্তা মন্ত্র ও ঐদ্রব্যভেদে বহুপ্রকার কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ !

দেবেভ্যো দানবেভ্যস্ত্ব স্বস্তীত্ব্যক্তা পুনঃপুনঃ ।

অন্নরা মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

দৈত্যান্ দৃষ্ট্বাতিসম্পূষ্ঠাংশ্চ ক্রোপ মঘবা তদা ।

শিরাংসি তস্মৈ বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬ ॥

ক্রিয়াবৈগুণ্যমজৈব কর্তৃভেদাদসংশয়ম্ ।

নোচেৎ পঞ্চালরাজেন রোষণাপি কৃতা ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥

ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রস্তোৎপাদনায় চ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাচ্চ দ্রোপদী ॥ ২৮ ॥

পুরা দশরথেনাপি পুত্রোষ্টিস্ত কৃতা যদা ।

অপুত্রস্ত স্ততাস্তস্ত চত্বারঃ সম্প্রজজ্ঞিরে ॥ ২৯ ॥

অতঃ ক্রিয়া কৃতা যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্বথা ভবেৎ ।

অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ৩০ ॥

‘অত্রানেকোদাহরণাত্মাহ যথেন্তি । মাতৃহিতায় মাতৃপক্ষীয়দৈত্যহিতায়েত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

তস্মৈ বিশ্বরূপস্ত ॥ ২৬ ॥

বৈগুণ্যে সতি বিপরীতং ফলং ভবতীত্ব্যক্তা নোচেদ্বৈগুণ্যং তদাধিকং ফলং ভবতীত্ব্যাহ  
নোচেদিত্তি । কর্মবৈগুণ্যং নচেদিত্ত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভারদ্বাজো দ্রোণঃ । পুত্রোহপি লক্ষ্মো দ্রোপদ্যপাধিকা লক্ষ্মা ॥ ২৮ ॥

পুরেন্তি । একপুত্রার্থং কৃতে যত্নে চত্বারঃ পুত্রা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুপ্ত বলিয়া বরণ করেন, কিন্তু সেই বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় দৈত্যগণের হিতের নিমিত্ত বিপরীত কর্ম করিলেন ॥ ২৪ ॥ বিশ্বরূপ, প্রত্যেকে দেবগণের এবং পরোক্ষে অন্নরগণের মঙ্গলময় বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া পরিশেষে মাতৃপক্ষীয় অন্নরগণকেই রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তখন অন্নর গণকেই অতিশয় পুষ্টি দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এই স্থলেই কর্তৃভেদে ক্রিয়াবৈগুণ্য ঘটিয়াছিল তত্ত্ব তাহার সম্ভাবনা নাই । আর দেখ, পাঞ্চালরাজ, দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনার্থে রোষ সহকারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও অন্তিমধ্যে হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং বেদীমধ্য হইতে দ্রোপদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ আর পুরাকালে অপুত্রক কৌশলেজ রাজা দশরথ যখন একটি পুত্রের নিমিত্ত পুত্রোষ্টি দ্বাংগের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ অতএব হে নৃপসত্তম ! ভায়মার্গ দ্বারা ক্রিয়া অস্বষ্ট হইলে তাহা সর্বতোভাবেই সিদ্ধি প্রদান করে, আর অন্ত্যায় মার্গ দ্বারা কৃত হইলে তাহা

পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিকি বৈগুণ্যযোগতঃ।

বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নির্জিতান্তে ছরোদরে ॥ ৩১ ॥

সত্যবাদী তথা রাজন্! ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

দ্রৌপদী চ তথা সাধ্বী তথাক্ষেত্ৰপ্যনুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥

কুদ্রব্যযোগ্যবৈগুণ্যং সমুৎপন্নং মথেষ্বেধবা।

সাভিমানৈঃ কৃতাদ্বাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥

সাত্ত্বিকস্ত মহারাজ! ছল্লভো বৈ মথঃ স্মৃতঃ।

বৈখানসমুদীনাম্ হি বিহিতোহসৌ মহামথঃ ॥ ৩৪ ॥

সাত্ত্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্বন্তি তাপসাঃ।

শ্রায়ার্জিতঞ্চ ক্লৃপঞ্চ তথা ধ্ব্যং স্তসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥

পুরোডাশপরা নিত্যং বিষুপা মন্ত্রপূর্বকাঃ।

শ্রদ্ধাধিকা মথা রাজন্! সাত্ত্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাজসা দ্রব্যবহলাঃ সমুপাশ্চ স্তসংস্কৃতাঃ।

ক্ষত্রিয়াণাং বিশাষ্টৈব সাভিমানাশ্চ বৈ মথাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কিং তত্র বৈগুণ্যং পাণ্ডবানাং মথেষ্ট জাতমিতি চেত্তত্রাহ কুদ্রব্যোতি। অনেকরাজবধ-  
পূর্বকং সম্পাদিত্বাৎ কুদ্রব্যং ধনন্ত্যত্যাগঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদল্লভঃ সাত্ত্বিকো মজ্ঞোহস্তি স চ বৈখানসাদিসাত্ত্বিকমুদীনামেব সম্ভবতি নান্তস্তে-  
ত্যাহ সাত্ত্বিকস্থিতি ॥ ৩৪ ॥

ধ্ব্যং ধ্বিভ্যো হিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বথাই বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥৩০॥ অতএব পাণ্ডবদিগের যজ্ঞেও  
কোন প্রকার বৈগুণ্য হইয়াছিল বলিয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল; তদনুসারে সত্যবাদী  
ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বীৰ্য্যবান্ অমুজগণ এবং সাধুশীলা দ্রৌপদী এই সকলেই  
ছরোদরে নির্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১—৩২ ॥ অথবা কুদ্রব্য অর্থাৎ অনেক রাজগণের বিনাশ  
পূর্বক অশ্রায়ার্জিত দ্রব্য যোগেই বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল, কিংবা তাহারাই অভিমানী হইয়া যজ্ঞ  
করিয়াছিলেন সেই হেতুই দোষ সংঘটিত হয়, ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক তাহাদের যজ্ঞে  
বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! সাত্ত্বিক যজ্ঞ ছল্লভ, এই  
মহাযজ্ঞ বৈখানসাদি সাত্ত্বিক মুনিগুণের পক্ষেই সম্ভব, অন্তের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয়  
না ॥ ৩৪ ॥ যে তাপসগণ নিত্য নিত্য শ্রায়ার্জিত ধ্বিভ্যেন্নের পক্ষে হিতকর পরিষ্কৃত বস্ত্র ও  
সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করেন, তাহারাই সমধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া বৃণ বিহীন অর্থাৎ  
প্রতিসংস্কৃত, পুরোডাশবিশিষ্ট যে যজ্ঞ, মন্ত্র পূর্বক সমাধান করেন তাহাকেই অত্যন্তম

তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধা মদবর্দ্ধকাঃ ।  
 সামর্ষ্যঃ সম্পৃহাঃ ক্রুরা মংথাঃ প্রোক্তা মহাত্মনিঃ ॥ ৩৮ ॥  
 মুনীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্ ।  
 মানসস্ত স্মৃতো যাগঃ সর্বসাধনসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 অগ্নেযু সর্বযজ্ঞেষু কিঞ্চিদ্ভূতং ভবেদপি ।  
 দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়ায়া ব্রাহ্মণৈস্তথা ॥ ৪০ ॥  
 দেশকালপৃথগ্দ্ৰব্যসাধনৈঃ সকলৈস্তথা ।  
 নাহো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ ॥ ৪১ ॥  
 প্রথমস্ত মনঃ শোধ্যং কর্তব্যং গুণবর্জিতম্ ।  
 শুদ্ধে মনসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥  
 ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি ।  
 তদা তত্ত্বম্ব্যক্তাসৌ প্রভবেদধিকারবান্ ॥ ৪৩ ॥

বিষুপাঃ পশুবন্ধনস্তত্তরহিতা ইত্যর্থঃ । অপশুকা যজ্ঞা ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

তত্র সাম্বিকদেবীমথোহপি বাহ্যভাস্তরভেদেন দ্বিবিধঃ । বাহ্যস্ত বৈদিকমন্ত্রাদিপূর্বোক্ত-  
 সাম্বিকসাধননির্ভূতো গৃহস্থানাং স্বকল্যাণার্থিনামাভাস্তরস্ত মোক্ষকামানামিত্যাহ মুনীনা-  
 মिति ॥ ৩৯ ॥

মানসমধ্যযজ্ঞং স্তোতি অগ্নেষ্টিতি ॥ ৪০—৪১ ॥

মানসামধ্যযজ্ঞস্তাধিকারিণ্যাহ প্রথমং স্থিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

সাম্বিক যজ্ঞ দ্বায়ায় ॥ ৩৫—৩৬ ॥ ফল ও বৈশ্বগণ অভিমানী হইয়া বহুল দ্রব্য প্রদান  
 পূর্বক যুগসংযুক্ত অসংস্কৃত যে যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন তাহাই রাজস শব্দে উক্ত হইয়া  
 থাকে ॥ ৩৭ ॥ দানবেরা মদগর্ভ, ক্রোধ, ক্রুরতা ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশাদি  
 অভিলাষ করত যে যজ্ঞ করিয়া থাকে, মহাত্মা মুনিগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহিয়া  
 থাকেন ॥ ৩৮ ॥ বিষয় বাসনা বিবর্জিত মোক্ষকামী মহাত্মা মুনিগণ মনে মনে উপযুক্ত সমব-  
 দ্রব্য সংগ্রহ করত যে যাগ করেন তাহাই মানসযাগ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ অত্যা-  
 বসন্ত যজ্ঞেই দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ নানতা হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥  
 মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, অত্ৰ কোন যজ্ঞ সেরূপ পূর্ণ হয় না, কারণ সেই সকল যজ্ঞ  
 দেশ, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপ কারণ দ্বারা কিঞ্চিৎ হীন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥  
 গান্ধ ! মানসিক অস্বাযজ্ঞের অধিকারী ঐভূতির বিষয় প্রবণ কর । প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ  
 ও গুণবর্জিত করা একান্ত কর্তব্য ; কারণ, মন শুদ্ধ হইলে শরীর ও শুদ্ধ হয় তাহাতে সংশ-  
 য়াই ॥ ৪২ ॥ মন যখন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্বক সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হয়,  
 তখনই সেই ব্যক্তি অস্বাযজ্ঞের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ অধিকারী





ফলদা নিগুণা শক্তিঃ সদা নির্বেদদা শিবী ।

ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপী সর্বত্র সংস্থিতা ॥ ৫২ ॥

তদ্ব্যবস্থেন তদ্ব্যং ইনেং প্রাণায়িষু বিজঃ ।

পশ্চাচ্ছিত্তং নিরালম্বং কৃত্বা প্রাণানপি প্রভো ! ॥ ৫৩ ॥

কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হ্রেন্দব্রহ্মণি শাশ্বতে ।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বানুভূতাং মহেশ্বরীম্ ॥ ৫৪ ॥

সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়ৈচ্চেতস্তনাকুলঃ ।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ॥ ৫৫ ॥

মন এবতি সঙ্কল্পবিকল্পাকর্মিত্যর্থঃ । তথৈব তদ্বিত্তি । তদহঙ্কারবৃত্তিবিধিঃ মন এব যজ্ঞান ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নিগুণা শক্তিরিতি । সাম্যাবস্থমায়ারূপিণী ফলদাত্রী বা শক্তিঃ সা চ দেবত্বত্যাগঃ । তথাচ সাম্যাবস্থমায়োপাদিকব্রহ্মরূপিণী ভগবতী দেবত্বত্যাগে ফলিতম্ ॥ ৫২ ॥

তদ্ব্যবস্থেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্ব্যবস্থেন ত্র্যব্যং মনসা কল্পিতং যৎ স্মৃতিবিদ্যং দ্রব্যমৈতাবদাহতিকমেতৈর্ম্মৈত্রেতেষ্যমিষু ময়া হয়তে ইতি ভাবনাময় এব হোয়ো ভগবতী-প্রীত্যর্থং কর্তব্য ইতি মানসিকহোমোত্তরঃ পশ্চাদ্বিজঃ চিত্তং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং নির্বিবদং কৃত্বা কুণ্ডলীমুখমার্গেণ স্রষ্টারক্লেপং তান্ প্রাণায়ীন্ ব্রহ্মণি ভগবতীপদবাচ্যে হ্রেন্দব্রহ্ম-পয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

ইখং প্রাণলয়ে জাতে সঙ্কল্পবিকল্পাবপি মনসোহন্যায়াসেন লীনৌ ভবত এব প্রাণমনসৌ-দ্ব্যবস্থাবনিলিতদ্ব্যং । তদ্ব্যবস্থং । দ্ব্যবস্থাবং সংমিলিতাবৃত্তৌ তৌ তুল্যাক্রিয়ৌ মানসমাকরতৌ । তত্রৈকনাশাদপরন্ত নাশন্তত্রৈকবৃত্তেইপ্যপরাপ্রবৃত্তিরিতি । ইখং প্রাণলয়ে সঙ্কল্পবিকল্প-লয়ে চ সমাধির্ভবতি । তস্মিন সমাধৌ স্বানুভূতাং মহেশ্বরীং স্বাভিমানং ভগবতীং নির্বিবদ-চেতসি ধ্যয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

ইখং ধ্যায়তো যদৈবং জ্ঞানং ভবতি তদানুভবরূপভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো জাত ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ সর্বভূতস্থমাত্মানমিতি । সর্বভূতেষ্বধিষ্ঠানতয়া স্থিতমাত্মানং যদানুভবতি সর্বভূতানি চ রজ্জুসুপর্বময়ি কল্পিতানীতি যদা পশ্যতি তদা ভগবতীসাক্ষাৎকারো জাত ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

করিবে ॥ ৫২-৫০ ॥ মানসিক যজ্ঞে মনই হোতা ও মনই যজমান এবং সনাত-নিগুণ ব্রহ্মই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । যিনি সততই নির্বেদ প্রদান করিয়া থাকেন সেই নিগুণা শক্তিই এই যজ্ঞের ফলদায়িনী । অধিলেব আধাররূপিণী ব্রহ্মদেবী বিদ্যা সর্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, বিজগৎ, তাঁহার ঐক্যেই ঐশ্বর্য্যগতে হোম করি বেন, অনন্তর চিত্ত ও প্রাণ পবনকে নিরালম্ব করিয়া কুণ্ডলীমুখমার্গে দিয়া শাশ্বৎ ব্রহ্মের হোম করিবে । অনন্তর স্বর্গীয় অনুভূতি দ্বারা, নির্বিবদক-মানসে সমাধি-যোগে স্বর্গীয় আত্ম-স্বরূপা সাক্ষাৎ স্বয়ং মহেশ্বরীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিবে । এই-রূপে যখন আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতগণকেই আত্মাতে অবস্থিত

যদা পশুতি ভূতানাং তদা পশুতি তাং শিবাম্ ।

দৃষ্টা তাং ব্রহ্মবিদ্যুয়াং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥

তদা মায়াদিকং সর্বং দৃষ্টং ভবতি ভূমিপ ! ।

প্রারব্ধকৰ্ম্মমাত্রস্ত যাবদেহে তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥

জীবন্তুস্তদা জাতো মৃতো মোক্ষমবাণুয়াং ।

কৃতকৃত্যো ভবেত্তাত ! যো ভজেজ্জগদসিকাম্ ॥ ৫৮ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।

শ্রোতব্যা চৈব মন্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯ ॥

রাজস্বৈবং কৃত্য যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ ।

অন্তো যজ্ঞাঃ সকামান্ত প্রভবন্তি কয়োন্মুখাঃ ॥ ৬০ ॥

অগ্নিকৌমেন বিধিবৎ স্বর্গকামো যজেদতি ।

বেদানুশাসনকৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণাঃ ॥ ৬১ ॥

ইখমায়রূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারে জাতে স নরো ব্রহ্মবিদভূয়াং । আত্মনো ব্রহ্ম-  
শৈকত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

ইখং যদা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি তদা মায়াবিদ্যাাদ্যাকাররূপসকলসংসার-  
কারণং দৃষ্টং ভবতীত্যাহ তদা মায়াদিকমিতি । তহি দেহঃ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ প্রারব্ধকৰ্ম্ম-  
শেষাদিত্যাহ প্রারব্ধকৰ্ম্মমাত্রসীতি । তন্ত মুক্তিবূবৎ স্ববেগসমাপ্তিং বিনা পতনাত্যাবৎ ॥ ৫৭ ॥

তাবত-জ্ঞানেন জীবন্তুতঃ সম্মৃতো মোক্ষমবাণুয়াং তত্র ন সন্দেহ ইত্যাহ জীবন্তু-  
ইতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রোতব্যা চ সৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দর্শন করিবে, তখন জীব সেই কৈবল্য-কল্যাণময়ী মহাবিদ্যা দেবীর দর্শন প্রাপ্ত  
হইবে। রাজন্ ! মহাত্মা মনিগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে দর্শন করিলে পর  
তখন ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন । তখন মায়াদি সংসারকারণ সমস্তই দৃষ্ট হইয়া যায়,  
কেবল ঘোহাবসান পর্যন্ত প্রারব্ধ কৰ্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ৫৭—৫৭ ॥ তখন জীবগণ  
জীবন্তু, পরে দেহত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । অতএব বৎস ! যে ব্যক্তি জগদসিকায়  
তজনা করে সেই স্থবীর ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ অতএব গুরু বাক্যের  
অনুসারী হইয়া সর্বপ্রযত্নে সেই ভুবনেশ্বরীর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান-  
বাহিক ধ্যান করা একান্তই কর্তব্য ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ ! এইরূপে মানস যজ্ঞ করিলে পর তাহা যে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর  
সন্দেহ নাই, মানস-যজ্ঞ ব্যতিরেকে অস্ত্র সমস্ত যজ্ঞই সাকাম, অতএব সর্বদাই কয়োন্মুখ ॥ ৬০ ॥  
যিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি বিধিপূর্বক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, বেদের

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং যিশিষ্টি চ যথামতি ।

তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠৈর্হৈ যজ্ঞোহপ্যক্ষয় এব সং ॥ ৬২ ॥

ন রাজ্ঞা সাধিতুং যোগ্যো মধোহসৌ জয়মিচ্ছতা ।

তামসস্ত কৃতঃ পূৰ্ব্বং সৰ্পযজ্ঞস্তয়াধুনা ॥ ৬৩ ॥

বৈরং নির্বাহিতং রাজংস্তক্ষকস্ত ছুরাস্তনঃ ।

যৎকৃতে নিহতাঃ সৰ্পাস্তয়ামৌ কোটিশঃ পরে ॥ ৬৪ ॥

দেবীযজ্ঞং কুরুষাদ্য বিততং বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।

বিষ্ণুনাং যঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং সৃষ্ট্যাদৌ নৃপসত্তম ! ॥ ৬৫ ॥

তথা হুং কুরু রাজেন্দ্র ! বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্ ।

ব্রাহ্মণাঃ সন্তি রাজেন্দ্র ! বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥

দেবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ ।

যাজকাস্তে ভবিষ্যন্তি যজমানস্বমেব হি ॥ ৬৭ ॥

কৃত্বা যজ্ঞং বিধানেন দত্ত্বা পুণ্যং মথার্জিতম্ ।

সমুদ্রমহারাজ ! পিতরং দুর্গতিং গতম্ ॥ ৬৮ ॥

বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্ ।

তথৈব শাপজো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্র তবানঘ ! ॥ ৬৯ ॥

ক্ষয়োন্মুখতমেবাহ অধিষ্টোমেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥

ইরূপ অনুশাসন বাক্য, কিন্তু সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্বার মরণশীল মনুষ্যলোকে প্রবেশ  
করিতে হয় ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, অতএব হে রাজেন্দ্র ! মানস যজ্ঞই ক্ষয় এবং  
কর্ষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১—৬২ ॥ এই যজ্ঞ, জয়াকাজী রাজগণের অনুষ্ঠান যোগ্য নহে।  
হারাজ ! পূর্বে আপনি যে সৰ্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তামস, কারণ,  
আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তক্ষকের বৈরনির্ধাতন সমাধান করিয়াছেন এবং  
সেই বৈরনির্ধাতন উপলক্ষে যজ্ঞাধিতে কোটি কোটি সৰ্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, নৃপবর !  
বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে যে দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে বিধিপূৰ্ব্বক  
সেই দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ॥ ৬৩—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি তোমাকে সমস্ত বিধি  
বলিতেছি শ্রবণ কর । বেদস্ত ও বিধিজ্ঞগণের অগ্রদূত এবং দেবীবীজের বিধানবিৎ উত্তম  
ধর্ম জ্ঞানী বহু ব্রাহ্মণগণ তোমার যাজক হইবেন এবং তুমি স্বয়ংই যজ্ঞমান হইবে ॥ ৬৬—৬৭ ॥  
মহারাজ ! তুমি বিধিপূৰ্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদর্জিত পুণ্যবলে তোমার দুর্গতিগ্রস্ত পিতাকে  
উদ্ধার ॥ ৬৮ ॥ হে জ্ঞানবান পিতার অবমাননা জনিত পাপ ঘোরতর ও নরকপ্রদ

তথা দুর্শ্বরগং প্রাপ্তং সর্পদংশনে ভুঙ্কত্ ।

অন্তরালে তথা মৃত্যুং ভূমৌ কুশসংস্তরে ॥ ৭০ ॥

ন সংগ্রামেন গঙ্গায়্যাং স্নানদানাদিবর্জিতম্ ।

মরণং তে পিতৃস্তত্রে সৌধে জাতং কুরুদ্বহ ॥ ৭১ ॥

কপূর্ণানি\* চ সর্ববাণি নরকস্ত নৃপোত্তম ! ।

তত্রৈকং কারণং তস্ত ন জাতং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৭২ ॥

যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জাত্বা কালং সমাগতম্ ।

সাধনানামভাবেহপি হবশচ্চাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩ ॥

যদা নির্বেদমায়াতি মনসা নিশ্মলেন বৈ ।

পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্রে দুঃখদম্ ॥ ৭৪ ॥

পতত্বদ্য যথাকামং মুক্তোহহং নিগুণোহব্যয়ঃ ।

নাশাত্মকানি তদ্বানি তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৫ ॥

দেবীবিজং মায়াবিজং তদ্বিধানজ্ঞাঃ ॥ ৬৭—৭১ ॥

কপূর্ণানি কুংসিতানি । ইমানি সর্বাণি চুষ্টসাধনানি সন্তি চেৎ সন্ত যদ্যেকং সাধনং  
শ্রুত্বাহি মন্তব্যো মুক্ত এব তদপি সাধনং তস্ত ন জাতমিতি প্রাহ তত্রৈকং কারণমিতি ॥ ৭২ ॥  
কিং তন্মোক্ষকারণং তদাহ যত্র যত্র স্থিত ইতি । যত্র কুত্রাপি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অতএব তোমার পিতাও সেই বৃক্ষশাপ এবং তজ্জন্তু ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥  
আর সেই ভূপতির সর্প দংশনে প্রাণ বিয়োগ হয় অতএব তাহার প্রশস্তরূপে মৃত্যু না  
হইয়া দুর্শ্বরগই ঘটয়াছে । আরও দেখ ভূমিতলে কুশস্তরের উপর তাহার মৃত্যু না হইয়া  
আকাশ স্থিত প্রাসাদের তলোপরিই ঘটয়াছে ॥ ৭০ ॥ রাজন্ ! সংগ্রামে অথবা গঙ্গাতীরে  
তাহার মৃত্যু হয় নাই । তিনি স্নান দান বর্জিত হইয়া সৌধোপরি প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
য়াছেন ॥ ৭১ ॥ নৃপবর ! নরকলাভের ততি কুংসিত সমস্ত কারণই তোমার পিতার  
সমক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে ; আর দেখ, মুক্তির জন্ম অতিশয় দুর্লভ একটা কারণ বিদ্যমান  
আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭২ ॥ সে কারণটী এই যে, প্রাণিগণ  
যে কোনও স্থানে থাকুক, কাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অন্ত কোন প্রকার  
সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ হইলেও যখন বিষয় চিন্তা বিরহিত নির্মল  
মানসে বৈরাগ্য আসিয়া উদ্ভিত হয় তখন এইরূপ চিন্তা করা কর্তব্য যে, আমার এই  
পঞ্চভূতাত্মক দেহ এক্ষণে বিনষ্ট হইবেক ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই,  
আমি মুক্ত, নিগুণ ও অকাল পুরুষ, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে সমর্থ নহে, ভূতত্ত্ব সমতই  
নাশাত্মক তাহার বিনাশে আমার কি অহুতাপ হইতে পারে ? আমি সংসারী নহি, আমি

\* ক্ষরগাণি ইতি বা পাঠঃ ।

বৈকোবাং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ ।  
 দেহে ন মম সম্বন্ধঃ কৰ্মণা প্রতিপাদিতঃ ॥ ৭৬ ॥  
 তানি সৰ্ব্বাণি ভুতানি শুভানি চেতরাণি চ ।  
 মনুষ্যদেহযোগেন স্তব্ধঃ খামুসাধনাৎ ॥ ৭৭ ॥  
 বিমুক্তোহতিভয়াদেবারাদম্মাৎ সংসারসঙ্কটাত্ ।  
 ইত্যেবেং চিন্ত্যমানস্ত স্নানদানবিবৰ্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥  
 মরণং চেদবাপ্নোতি সমুদ্রোজ্জমদুঃখতঃ ।  
 এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি ছল্লভা ॥ ৭৯ ॥  
 পিতা তে নৃপশার্দূল ! শ্রদ্ধা শাপং দ্বিজোদিতম্ ।  
 দেহে মমত্বং কৃতবান্ন নির্বেদমবাণুবান্ ॥ ৮০ ॥  
 নীরোগো মম দেহোহয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।  
 কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্ত বৈ ॥ ৮১ ॥  
 ঔষধং মণিমস্ত্রে চ যন্ত্রং পরমকং তথা ।  
 আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্নপতিস্তদা ॥ ৮২ ॥  
 ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্ ।  
 ন ভূমৌ শয়নশ্চৈব দৈবং মহা স্বরং তথা ॥ ৮৩ ॥

মম কিক্রান্ত দুঃখদমিতি । দেহান্তিরিক্তোহহমস্মি । মম দুঃখদং কিমভ্যাস্তি ন কিম-  
 পীতার্থঃ ॥ ৭৪—৭৯ ॥

নির্বেদং বৈরাগ্যম্ ॥ ৮০—৮২ ॥

নিত্যমুক্তং সনাতন ব্রহ্ম, এই কৰ্ম জন্ত দেহের সহিত আমার কিছুই সম্বন্ধ নাই ॥ ৭৬—৭৮ ॥  
 আমি পূৰ্বে দুঃখপ্রদ ও স্তব্ধদায়ক পাপ পুণ্যের অমুষ্ঠান করিয়াছিলাম, উজ্জন্তই এই  
 মনুষ্য দেহ ধারণ পূৰ্ণক সেই সমস্ত শুভাশুভ কৰ্মের ফলভোগ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥ মহাশত্রু !  
 যে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নান দান বৰ্জিত হইয়াও মৃত্যুযথে পতিত হয় সে  
 নিশ্চয়ই এই অতি ভয়ঙ্কর ষোরতর সংসার সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্মের ষোরতর  
 দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৭৮ ॥ রাজন ! এই আমি যোগজনেরও অতি ছল্লভ,  
 সাধনের পরাকাষ্ঠা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ৭৯ ॥ কিন্তু, হে রাজেন্দ্র ! তোমার  
 পিতা, দ্বিজকণ্ঠিত শ্রাপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহে মমতা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই  
 নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নাই ॥ ৮০ ॥ তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার দেহ  
 রোগহীন, রাজ্যও নিরুপক ; অতএব আমি কিক্রান্ত অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিজ্ঞান  
 পাইব, তিনি এই-ভাবিয়াই, “মন্ত্রজ্ঞানবিগগকে আনয়ন কর” এইরূপ আজ্ঞা প্রদান

মমো মৌহার্ণবে ঘোরে হৃতঃ সৌধেহহিনা হতঃ ।

কৃচ্ছা পাপং কলৌৰ্ঘোগাতাপসম্ভাবমানজন্ম ॥ ৮৪ ॥

অবশ্যমেব নরকং এতৈরাচরথৈর্ভবেৎ ।

তস্মাত্তং পিতরং পাপাং সমুদ্রর নৃপৌত্তম ! ॥ ৮৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি অশ্রুত্বা বচন্ত্য-ব্যাসস্থামিততেজসঃ ।

সাক্ষকঠোহতিষ্ঠুঃখার্তো বভূব জনমেজয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

ধিগিদং জীবিতং মেহদ্য পিতা মে নরকে স্থিতঃ ।

তৎ করোমি যথৈবাদ্য স্বর্গং যাত্যুত্তরান্নতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি ত্রীভাষতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগ্যিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

অষ্টমজ্জবিধিপ্রমো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দৈবং প্রারব্ধং মুখ্যং যদ্বা বৈরাগ্যমাস্থায় ন স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অহিনা সর্পেণ হতঃ ॥ ৮৪—৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

করেন ॥ ৮১ ॥ তখন সেই নরগতি ঔষধ, মণিগজ ও যন্ত্রযোগ প্রয়োগ পূর্বক সৌধোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ তিনি তখন স্বীয় প্রারব্ধকে প্রধান মানিয়া তীর্থস্থান, দান, ভূমিতে শয়ন বা দেবীর স্মরণাদি কোন কৰ্ম্মই করেন নাই; কলির প্রবেশবশত তাপসের অপমানরূপ পাপ করিয়া কেবল ঘোরতর মোহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সৌধের উপরি-ভাগে তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥ এই সকল পাপাচরণ দ্বারা সেই নৃপতি অবশ্যই নরকে পড়িয়াছেন, অতএব হে নৃপৌত্তম! তুমি আপনার পিতার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮৫ ॥

হৃত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় অমিততেজা ব্যাসদেবের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তখন অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোল ও কণ্ঠস্থ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ তখন তিনি গদগদ স্বরে কহিলেন, আমার জীবনে ধিক্! আমার পিতা এখন নরকে নিপতিত রহিয়াছেন যে কোনও উপায়ে আমার পিতা স্বর্গলাভ করিতে পারেন এক্ষণে আমি তাহাই করিব ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমজ্জবিধিবর্ণন নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূৰ্বং পিতামহ ! ।

জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১ ॥

কে সহায়ান্ত তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে ! ।

ঋত্বিজো বেদতত্ত্বজ্ঞান্তম্বে ব্রহ্মি পরন্তপ ! ॥ ২ ॥

পশ্চাৎ কারোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ।

ঋত্বা বিষ্ণুকৃতং যাগমশ্বিকায়াঃ সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজহুণু মহাভাগ ! বিস্তরং পরমাদুতম্ ।

যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূৰ্বকঃ ॥ ৪ ॥

বিসর্জিতা যদা দেব্যা দত্তা শত্ৰীশ্চ তাদ্রয়ঃ ।

কাজেশাঃ পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অর্ধাধিকৈরষ্টপকাশংপট্টদারথিকামথঃ ।

বিষ্ণুনা চ কৃতঃ ঋত্বিমিত্তিসমাগিহোচ্যতে ॥

পূৰ্বাধ্যায়ান্তে বিষ্ণুনা দেবীমথঃ কৃত ইতি ঋত্বা পরমভাবুকো জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি হরিণা চেতি । পিতামহ ! হে পূৰ্বজ ব্যাস ! ॥ ১—৪ ॥

রাজা কহিলেন, পিতামহ ! জগতের কারণরূপী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, পুরাকালে কিরূপে অশ্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? মহামতে ! সেই যজ্ঞে কে কে সহায় ছিলেন এবং কোন্ কোন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণই বা ঋত্বিক হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আমাকে বিশেষরূপে বলুন । আমি সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকৃত অশ্বায়জ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরে যথাবিধি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! ভগবান্ হরি, কিরূপে বিধিপূৰ্বক অশ্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যকর যজ্ঞের কথা বিস্তারপূৰ্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজাংশ সম্বৃত্ত তিনটী শক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা বিমানে থাকিয়াই জীভাব হইতে পুস্টিমুক্ত হইয়া পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ সেই সূর্যোত্তমজয় যোরতর মহার্ণবে উপনীত হইয়া ধরিত্রীকে উৎপাদন

প্রাপ্তা মহার্ণবং বোরং ত্রয়ন্তে বিবোধোক্তমাঃ ।

চক্রুঃ স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

আধারশক্তিরচলা মুক্তা দেব্যা স্বয়ং ততঃ ।

তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদঃসমম্বিতা ॥ ৭ ॥

মধুকৈটভয়োর্মদঃসংযোগান্মেদিনী স্মৃতা ।

ধারণাক্ত ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ ॥ ৮ ॥

মহী চাপি মহীয়স্বাক্তা সা শেষমন্তকে ।

গিরয়শ্চ কৃতাঃ সর্বৈ ধারণার্থং প্রবিস্তারাঃ ॥ ৯ ॥

লোহকীলং যথা কাঠে তথা তে গিরয়ঃ কৃতাঃ ।

মহীধরা মহারাজ ! প্রোচ্যন্তে বিবোধৈর্জনৈঃ ॥ ১০ ॥

জাতরূপময়ো মেরুর্নব্বহয়োজনবিস্তরঃ ।

কৃতো মণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শোভিতঃ পরমাদ্বুতঃ ॥ ১১ ॥

মরীচির্নারদোহত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।

দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ প্রথিতাঃ সূতাঃ ॥ ১২ ॥

কদা যজ্ঞঃ কৃত ইত্যাক্ষণ্যং নিবর্তয়ন্ প্রথমং তৎসময়মাহ বিসর্জিতা ইতি । যদা মণি-  
দীপাধিবাসিতা ভুবনৈর্নব্য শক্তির্দেব্যা তে ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ো বিসর্জিতান্তদনন্তরং তে ত্রয়ো  
যুবতীভাবং বিহার পুরুষা জাতাঃ । তদনন্তরমিতি সর্বত্র যোজ্যম্ ॥ ৫—১২ ॥

পূর্বক বাস করিবার নিমিত্ত স্থান নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
তদনন্তর দেবী স্বয়ং তাহাতে অচলা আধারশক্তি প্রদান করিলেন, মেদঃসমম্বিত ধরণী  
সেই শক্তিরূপ আধার দ্বারা স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥ রাজন্ ! মধুকৈটভ নামক অম্বর-  
ধরের মেদযোগে উৎপন্ন হইল বলিয়া এই আধাররূপা ধরিত্রীর নাম মেদিনী, অখিল  
জীবাদিভূত-নিবহের ধারণ করেন বলিয়া ইহার নাম ধরা, অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ইহার  
নাম পৃথ্বী এবং জীবগণের জীবনরক্ষণ ও মহত্ব হেতুক মহয়সী অর্থাৎ অতিমহতী বলিয়া মহী  
শব্দেও উক্ত হইয়াছে । রাজন্ ! শেষ নাগ এই ধরাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন ।  
এইরূপে ব্রহ্মা পৃথিবী ধারণ জন্ত স্থানে স্থানে অবিস্তৃত পর্বত সকলের সৃষ্টি করিলেন,  
লোহকীলক বেমন কাঠমধ্যে নিহিত থাকে গিরিগণও সেইরূপ ধরণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া  
উহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্বক ধারণ করিয়া রহিল; রাজন্ ! এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পর্বত  
কলকে মহীধর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৮—১০ ॥ রাজন্ ! এইরূপে বহুবোজন-  
বর্তীর্ণ, মণিষয়-পুন্ড্রে অশোভিত কনকময় মেদ নামক মহাগিরির সৃষ্টি হইল ॥ ১১ ॥  
মরীচি, নারদ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ ইহারা ব্রহ্মা চর্চিতে উৎপন্ন



মরীচেঃ কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ ।

তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাস্চ সমুৎপন্না হনেরুশঃ ॥ ১৩ ॥

ততস্ত কাশ্যপী সৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা ।

মনুষ্যপশুসর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মণশ্চান্দ্রদেহাত্ম মনুঃ স্বায়ত্ত্ববোহভবৎ ।

শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা বামভাগতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ব্রতোতানপাদৌ স্ততৌ তস্মা বভূবতুঃ ।

তিষ্মঃ কন্যা বরারোহা হভবমতিসুন্দরাঃ ॥ ১৬ ॥

এবং সৃষ্টিং সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ ।

চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্ ॥ ১৭ ॥

বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণু রমারমণমুত্তমম্ ।

ক্ৰীড়াস্থানং সুরম্যঞ্চ সর্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

শিবোহপি পরমং স্থানং কৈলাসাখ্যঞ্চকার হ ।

সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি ॥ ১৯ ॥

স্বর্গজ্জিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ ।

তচ্চ স্থানং সুরেন্দ্রস্তা নানারত্নবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ কশ্যপস্তা স্ত্রিয়স্তাভ্যো দেবা দৈত্যাস্চোৎপন্নাঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

অতিসুন্দরাঃ কন্যাঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইলেন ; ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ॥ ১২ ॥ মরীচির কশ্যপ নামে একটি পুত্র এবং দক্ষের ত্রয়োদশটা কন্যা উৎপন্ন হইল । কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভ হইতে অনেকানেক দেব ও দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর, মহাব্য পশু ও সর্পাদি জাতিভেদে মনেক প্রকার স্ববিত্তীর্ণ কাশ্যপী সৃষ্টির আরম্ভ হইল ॥ ১৪ ॥ এদিকে ব্রহ্মার দেহের অর্দ্ধভাগ হইতে স্বায়ত্ত্বব মনু এবং বামভাগ হইতে শতরূপানারী কন্যা উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥ শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উতানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র এবং রূপ লাভব্যবতী অত্যন্ত সুন্দরী তিনটা কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ কমলগোবিন্, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া মেরুগিরির শৃঙ্গের উপর মনোহর ব্রহ্মলোক নির্মাণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু সকল লোকের উপরিভাগে লক্ষীর সহিত একত্রে ক্রীড়ার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠপুরী নির্মাণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেবও পরম মনোহর কৈলাসপুরী রচনা করিয়া ভূতগণের সহিত যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ তৃতীয় ভুবন স্বর্গ মেরুগিরির উপরিভাগে বিরচিত হইল ; বিবিধ-রত্নরাজি-বিরাজিত সেই স্থান দেবরাজ ইন্দের দিব্যদেব

সমুদ্রমথনাং প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরুতমঃ ।\*

চতুর্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১ ॥

উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাশ্বো বৈ রজ্জাদ্যাপ্সরসস্তথা ।

ইন্দ্রেণোপান্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২২ ॥

ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাক্ষ সমুদ্রবভৌ ।

স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুর্গণৈর্বর্তৌ ॥ ২৩ ॥

এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপত্তা ত্রিবিধা নৃপসত্তম ! ।

দেবতীর্য্যাক্ষনুযাদিভেদৈর্বিবিধকল্পিতা ॥ ২৪ ॥

অণ্ডজাঃ শ্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ।

চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপত্তা জীবাঃ কশ্ময়ুতাঃ কিল ॥ ২৫ ॥

এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

বিহারং শ্বেষু স্থানেষু চত্বাঃ সর্বৈ যথেষ্পিতম্ ॥ ২৬ ॥

এবং প্রবর্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ ।

মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্কৈকুণ্ঠে সংস্থিতঃ পুরা ।

স্থধাসিদ্ধুস্থিতং দ্বীপং সম্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

রমারমণং রমাক্রীড়াস্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১৮—২৫ ॥

(এবমিতি । এবমিখং প্রকারেণ দেব্যাঃ প্রসাদলাভেনেতার্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥)

নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২০ ॥ অররাজ, সমুদ্রমথন সময়ে, তরুণর পারিজাত, ঐরা-  
বত নামক চতুর্দন্ত নাগ, কামপ্রদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বর এবং রজ্জাদি অঙ্গর-  
গণ প্রাপ্ত হইলেন । রজেন্ ! এ সমস্তই স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইল ॥ ২১—২২ ॥ ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা  
সাগর হইতে সমুখিত এবং বহুতর পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গোপরি অবস্থান পূর্ব্বক  
বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! এইরূপে বহুপ্রকার তীর্য্যক্, মহুযা ও দেবতা ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টি সম্পা-  
দিত হইল ॥ ২৪ ॥ অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার জীব শুভাশুভ  
কর্ম্মফল বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য  
সম্পাদন করিয়া স্ব স্ব স্থানে যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য  
প্রবর্তিত হইলে পরমপ্রভু ভগবান্ অচ্যুতদেব, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠভুবনে মহালক্ষ্মীর সহিত  
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর এক দিবস ভগবান্ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট  
আছেন, সেই সময়ে মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ তাঁহার স্তুতিপথে উদ্ভিত হইল ॥ ২৮ ॥

যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশাসাদিতঃ শুভঃ ।  
 স্মৃতা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যয়া ॥ ২৯ ॥  
 যজ্ঞং কর্তুং মনশ্চক্রে অম্বিকার্য্য রমাপতিঃ ।  
 উত্তীৰ্য্য ভুবনান্তস্মাৎ সমাহুয় মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥  
 ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্ ।  
 বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১ ॥  
 সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্ ।  
 মহাবিভবমংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২ ॥  
 মণ্ডপং বিততং তত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ ।  
 ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবংশতিস্বত্রতান্ ॥ ৩৩ ॥  
 চিতিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশ্চৈব স্তবিস্তরাঃ ।  
 প্রজ্ঞেপুৰ্ব্বাঙ্গণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥  
 জুহুবুস্তে হবিঃ কামং বিধিবৎপরিকল্পিতে ।  
 কৃতে তু বিততে হোমে বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

ইথমেতাবৎপর্য্যন্তং ব্রহ্মবিষ্ণুরূপা ন স্বতন্ত্রাঃ কিন্তু পরশক্ত্যধীনাঃ পরাশক্তেরূপমন্ত্র-  
 মৃত্যুধৰ্ম্মাণস্তাপত্রয়যুক্তাঃ পাক্ভৌতিকদেহবস্তো যাবৎকল্পপর্য্যন্তমায়ুষ্যবস্তো বৈকুণ্ঠব্রহ্ম-  
 লোককৈলাসবাসিন ইতিপ্রথমাদ্যায়োক্তপ্রশস্তোত্তরমুক্তং ভবতি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকথনেন চ  
 তৎপ্রশস্তাপ্যুত্তরং নিরূপিতং অস্বাযজ্ঞবিষয়প্রশস্তোত্তরং কিঞ্চিদপূৰ্ব্বং দত্তমগ্রে চ দাস্তৃতীতি  
 বোধ্যম্ । এতাবৎপর্য্যন্তং পূৰ্ব্বং জাতে কথিতে সত্যনস্তরং জাতং বৃন্তমাহ একস্মিন্ সময়  
 ইতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

দেব্যা বীজং মায়াবীজং কল্পেপাশক্তিদেব্যাখ্যা ইতি মন্ত্রকোশাৎ । মায়াবীজস্ত নামানি  
 মাদিনী শিববল্লরী । বাতাবর্গিঃ কলা বাণী বীজং শক্তিচ কুণ্ডলীতি মন্ত্রকোশাচ্চ তেন সম-  
 ম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজন্ ! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানেই মহামায়ার দর্শন এবং কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছিলেন । পূৰ্ব্বে বাহ্যর দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন, সেই পরাশক্তিকে অন্ন করিয়া  
 অম্বিকায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন । অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে নির্গত  
 হইয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, হস্তাশন শুভ্রম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব ও  
 বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত অতি বিস্তর সামগ্রীসম্ভার সকল  
 আহরণ করিতে লাগিলেন । রমাপতি মহাবৈভবযুক্ত মনোহর সাত্ত্বিক স্থান নিরূপিত করিয়া  
 তথায় শিল্পিগণের দ্বারা স্তবিত্ত মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন এবং যজ্ঞকাৰ্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত  
 সপ্তবংশতি সংখ্যক স্বত্ৰত ঋষিক্কে বরণ করিলেন ॥ ২৯—৩৩ ॥ ইতি স্তবিত্ত দেবী ৩৫ চিতি

বিষ্ণুং তদা সমাভ্যাস্য হুশ্বরা মধুরাক্ষরা ।

বিষ্ণো ! স্বং ভব দেবানাং হরে ! শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥ ৩৬ ॥

মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ হুরেষপি ।

সর্বৈ হামর্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রভবিষ্যন্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সর্বতঃ ।

বরদস্তুং সর্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮ ॥

কামদঃ সর্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ ।

সর্বযজ্ঞেষু মুখ্যস্ত্বং পূজ্যঃ সর্বৈশ্চ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ত্বাং জনাঃ পূজয়িষ্যন্তি বরদস্ত্বং ভবিষ্যসি ।

শ্রয়িষ্যন্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০ ॥

শরণং ত্বং সর্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম ! ।

পুরাণেষু চ সর্বেষু বেদেষু বিততেষু চ ।

ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামং কীর্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

জুত্বুরিতি । তে ব্রাহ্মণা বিধিবৎ পরিকল্পিতে বহৌ যথেষ্টং হবিরষ্টদ্রব্যাক্রপং জুহবুঃ কোটিহোমাদিকং চকুরিতার্থঃ । তদ্রক্তং ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াম্ । ‘অশ্বখোদ্রবরপ্লক্সপ্রোধ-সমিধস্তিলাঃ । সিদ্ধার্থপাক্সাজ্যানি দ্রব্যাগ্যেষ্টৌ বিহুর্কুধাঃ ।’ যথেষ্টং খ্যাপ্তিরেকৈক-দ্রব্যোণ যথাবিভাগং কৃৎবা কৰ্তব্যং দ্রব্যান্যনতায়ামস্তিমদ্রব্যাবৃত্তিরাধিক্যেহস্তিমদ্রব্যাহতিদ্বয়ং ত্রয়ং বা একীকৃত্যৈকৈকমদ্বয়েণ হোমঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

নিশ্চিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ বীজসম্বিত দেবীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর হতাশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল । এইরূপে যখন বিধিপূর্বক পরিকল্পিত হইয়া হোম কার্য্য বাহ্যরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর স্বরে তগবান্ বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, বিষ্ণো ! তুমি সর্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও । তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও প্রভাবশালী হইবে । দেবরাজ ইন্দের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত হুরগণই তোমার অর্চনা করিবেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ হে অচ্যুত ! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি সম্বিত হইবে তাহার নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, আর তুমি সকল মানব-গণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে । বিষ্ণো ! তুমিই সর্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমিই সমস্ত ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয় হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ জনগণ তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে । হে পুরুষোত্তম ! দেবতার। যে যে সময় অস্ত্রগণ কর্তৃক অঙ্গীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে । তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইবে । সন্দেহ নাই । আর সমস্ত পুরাণ ও হাবিত্ত্বত অখিল বেদমধ্যে

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰানিৰ্ভবতি ভূতলে ।  
 তদাংশেনাবতীৰ্ঘ্যাশু কৰ্ত্তব্যং ধৰ্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥  
 অবতারাঃ স্ত্রবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ শ্রাননীয়া মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥  
 অবতারেষু সৰ্ব্বেষু নানাযোনিষু মাধব ! ।  
 বিখ্যাতে সৰ্ব্বলোকেসু ভবিতা মধুসূদন ! ॥ ৪৪ ॥  
 অবতারেষু সৰ্ব্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী ।  
 ভবিষ্যতি মমাংশেন সৰ্ব্বকার্য্যপ্রসাধিনী ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা ।  
 নানামুখাঃ শুভাকারাঃ সৰ্ব্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তাভিযুক্তাঃ সদা বিষ্ণো ! স্ত্রকার্য্যাণি মাধব ! ।  
 সাধয়িষ্যসি তৎ সৰ্ব্বং মদন্তবরদানতঃ ॥ ৪৭ ॥  
 তাস্তুয়া নাবমন্তব্যাঃ সৰ্ব্বদা গৰ্ব্বলেশতঃ ।  
 পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়াশ্চ সৰ্ব্বথা ॥ ৪৮ ॥  
 নুনস্তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সৰ্ব্বকামদাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতীমান্ চ ॥ ৪৯ ॥

প্রভবিষ্যন্তীতি । অস্মীতি শেষঃ । ভক্ত্যা তৎসুহিতা মানবা ইত্যমরঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

(যদা যদেতি । হে বিষ্ণো ! যস্মিন্ যস্মিন্ সময়ে ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰানিৰ্গোব্রাহ্মণদেবাদ্যভিব্যজ্ঞ-  
 বিঘাতাদিক্রপেত্যর্থঃ । তদা সম্বরমবনীতলে অবতীৰ্ঘ্য ধৰ্ম্মাভিব্যস্ত কারণমপনীয় ধৰ্ম্ম-  
 রক্ষণং করিষ্যসীতি মহৎ তে কার্য্যং ভবেদिति ভাবঃ ॥ ৪২ ॥)

তুমিই পূজ্যতম-রূপে পরিকীৰ্ত্তিত হইবে ॥ ৪০—৪১ ॥ হে কেশব ! ভূমিতলে যখন যখন  
 ধৰ্ম্মের গ্ৰানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধৰ্ম্মরক্ষা করিবে ॥৪২॥  
 মধুসূদন ! ধরাতলে বিভাগক্রমে, নানাযোনিতে তদ্রূপে মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়,  
 সৰ্ব্বলোকে বিখ্যাত, সৰ্ব্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার অনেক অবতার হইবে ॥৪৩-৪৪॥  
 সমস্ত অবতারেই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিণী  
 হইবে ॥ ৪৫ ॥ বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তি সকল বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত  
 আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিণী হইবে সন্দেহ নাই । হে বিষ্ণো ! তুমি  
 তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদন্ত বরপ্রভাবে স্ত্রকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ  
 হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তুমি কিঙ্কিয়ারাজ ও গৰ্ব্বপ্রকাশ করিয়া তাহাদের অবমাননা  
 করিবে না, সৰ্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের পূজা ও সন্মান করিবে ॥ ৪৮ ॥ ভারতবর্ষে এই সৰ্ব্ব-

তাসাং তব চ দেবেশ ! কীর্তিঃ শ্রাদধিলেষপি ।  
 দ্বীপেষু সপ্তশপি চ বিখ্যাতা ভূবি মণ্ডলে ॥ ৫০ ॥  
 তাশ্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ ! মানবা ভূবি মণ্ডলে ।  
 অর্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে ! ॥ ৫১ ॥  
 অর্চ্যসু চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমস্থিতাঃ ।  
 পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তৈর্মজ্জৈর্মামুজপৈস্তথা ॥ ৫২ ॥  
 মহিমা তব ভুল্লোকে স্বর্গে চ মধুসূদন ! ।  
 পূজনাদেবদেবেশ ! বুদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ ॥ ৫৩ ॥  
 ব্রহ্মস উবাচ ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ বাণী বিররাম খসন্ত্বা ।  
 ভগবানপি প্রীতাত্মা হৃভবচ্ছবণাদিব ॥ ৫৪ ॥  
 সমাপ্য বিধিবদ্যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বিসর্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রান্মুনীনথ ।  
 জগামানুচরৈঃ সার্কিং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫৬ ॥  
 স্থানি স্থানি চ ধিক্ষ্যানি পুনঃ সর্বৈঃ সুরাস্ততঃ ।  
 মুনয়ো বিন্মিতা বার্তাং কুর্বন্তস্তে পরম্পরম্ ॥ ৫৭ ॥

অতএব দেবীপ্রসাদাঙ্কিমোরধিকা লোকে প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৩—৫২ ॥

মহিমতি । এবং তব মহিমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্তৃক প্রতিমাতে পূজিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ হে দেবাধিপ !  
 সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি অধিল ভুবনে বিখ্যাত  
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ হরে ! অবনিমণ্ডলস্থিত মানবগণ ফল-কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির  
 নিমিত্ত এই শক্তিগণের এবং তোমার নিয়তই অর্চনা করিবে ॥ ৫১ ॥ নানাবিধ কামনা-  
 সম্বিত মহুগণ ঐ অর্চনায়, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের  
 পূজা করিবে ॥ ৫২ ॥ বিষ্ণো ! তুমি সমস্ত জ্ঞানরসগণের দৈব হইবে এবং তোমার মহিমা  
 ভুল্লোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অর্চনা দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আকাশসম্বা বাণী, এইরূপ বর দান করিয়া বিরত হইলে  
 ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতীলাভ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সর্বেশ্বর হরি,  
 এইরূপে বথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনীগণকে বিদায় দিয়া  
 গরুড়ের আরোহণপূর্বক অমরগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । সুরগণ সকলেই

যযুঃ প্রমুদিতাঃ কামং স্বাপ্তমান্ পাবনানথ ॥ ৫৮ ॥

শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং বোমজাং শ্রোত্রময়াং

সর্বেষাং বৈ প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ ।

চক্রুঃ সর্বৈ দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিযুক্তা-

স্তুত্যাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতান্বায়জ্ঞবৰ্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

খসন্তুবা আকাশজ্ঞাতা ॥ ৫৪—৫৮ ॥

প্রকৃতিবিষয়ে মূলপ্রকৃতি । তস্তাঃ প্রকৃতেভূবন্মর্থ্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

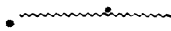
ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন । মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর যজ্ঞাদি বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে হুটচিহ্নে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৫—৫৮ ॥ রাজন্ ! সেই বিশদাক্ষরসম্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতি-বিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল ; তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনীন্দ্রগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া বাহ্যরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দেবীর অখিলফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুর অন্বায়জ্ঞানুষ্ঠানবর্ণন নামক

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুতো বৈ হরিণা ক্লৃণ্ডো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজ ! ।  
মহিমানং তথান্ময়া বদ বিস্তরতো মম ॥ ১ ॥  
শ্রুত্বা দেব্যাস্চরিত্রং বৈ কুর্বে মথমনুত্তমম্ ।  
প্রসাদান্তব বিপ্রেন্দ্র! ভবিষ্যামি চ পাবনঃ ॥ ২ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাস্চরিতমুত্তমম্ ।  
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ কথয়ামি স্ত্রবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥  
কোশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ।  
পুষ্পপুল্লো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥  
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ ।  
অযোধ্যায়াং সমুদ্রায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিত্রতঃ ॥ ৫ ॥  
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্মনো তথা দ্বিজাঃ ।  
স্বাং স্বাং বৃত্তিং সমাস্থায় তদ্রাজ্যে ধর্ম্মতোহভবন্ ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যাকৈস্ত রাজপ্রমোত্তরং ততঃ ।

বৈভবং প্রোচ্যতে সমাগম্যথাবভূবনেন্দিতুঃ ॥

বিষ্ণুকৃতমহাবজ্রং শ্রুত্বা পুনর্ভগবতীমহিম্নো বুভুংস্বর্জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি । শ্রুত ইতি ॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! আমি বিষ্ণুকৃত অশ্বামজ্ঞের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অস্বিকাদেবীর মহিমা-গাথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি দেবীর চরিত-কথা শ্রবণান্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বামজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! তাহাতে আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইব সন্দেহ নাই ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবীর চরিতবিষয়ক পরমোত্তম পৌরাণিক ইতিহাস বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকালে কোশলদেশে পুষ্পনামক নৃপতির পুত্র, ধ্রুবসন্ধি নামে বিখ্যাত এক মহাতেজা সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। সেই সত্যসন্ধ শুভাভিলাষী ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবর ব্রাহ্মণাদিচতুর্কর্ণ প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে মনোনিবেশ করিয়া সমুদ্র অযোধ্যানগরীতে বাস করত রাজকার্য্য পর্যালোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥ তাঁহার রাজ্যাপালনগুণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্তান্ত বিজগণ ধর্ম্মাহুযারী নিজ



ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্তাস্তশ্চ রাজ্যে চ কুত্রচিৎ ।

দস্তাঃ কৃত্য্না মূর্খাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭ ॥

এবং বৈ বর্তমানশ্চ নৃপশ্চ কুরুসত্তম ! ।

দ্বৈ পত্ন্যৌ রূপসম্পন্নে হাসভুঃ কামভোগদে ॥ ৮ ॥

মনোরমা ধর্মপত্নী সুরূপাতিবিচক্ষণা ।

লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণাশ্চিতা ॥ ৯ ॥

বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষুপবনেষু চ ।

ক্ৰীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাশ্চ সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০ ॥

মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রমুত্তমম্ ।

সুদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১১ ॥

লীলাবত্যাপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী ।

সুষুবে সুন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২ ॥

চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্মাদিকং দ্বয়োঃ ।

দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩ ॥

প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার স্তত্যৈর্নৃপ ! ।

নৃপশ্চকার সৌহার্দেষুস্তরং ন কদাচন ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্যতো ধর্ম্যেণ যুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬-৮ ॥

( ধর্ম্যায় ধর্ম্যকাঁখায় যা পত্নী সহধর্ম্মিনীত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার রাজত্ব কালে চোর, থল, ধূর্ত, দাস্তিক, কৃত্য্ন এবং মূর্খ মানবগণ, কোনও স্থানে বাস করিতে পারিত না ॥ ৭ ॥ সেই প্রজারঞ্জন রাজার রূপযৌবনসম্পন্ন ও প্রীতিপ্রদ ছই যুবতী বনিতা ছিল ॥ ৮ ॥ তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্মপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী ; তাহারা উভয়েই পরমরূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥ ৯ ॥ রাজা প্রবসন্ধি পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ, উপবন, ক্রীড়াপর্বত, দীর্ঘিকা এবং বিবিধ প্রকার মনোহর সৌধমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ কিছু দিন গত হইলে মনোরমা শুভদিনে রাজলক্ষণ-সমযিত একটা পুত্রর প্রসব করিলেন । পরে রাজা এই পুত্রটির সুদর্শন এই নাম রাখা করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লীলাবতীও একমাস মধ্যেই শুভপক্ষে ও শুভদিনে এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ১২ ॥ রাজা তখন পুত্রদ্বয়ের জাতকর্মাদি সমাপন করিলেন এবং পুত্রজন্ম-জনিত প্রমোদে প্রসঙ্গিত হইয়া বিপ্রগণকে বহুতর ধন দান করিলেন ॥ ১৩ ॥ নরপতি, এই পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতে লাগিলেন, কদাচই বেহের প্রজ্ঞেয় করিতেন না ॥ ১৪ ॥

চূড়াকর্ম তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ ।  
 যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরস্তপঃ ॥ ১৫ ॥  
 কৃতচূড়ো হৃতো কামং জহুতুর্নৃপতেশ্বরনঃ ।  
 ক্রীড়মানাবুভৌ কাস্তৌ লোকানামনুরঞ্জকৌ ॥ ১৬ ॥  
 তয়োঃ স্নদর্শনো জ্যেষ্ঠৌ লীলাবত্যাঃ স্ততঃ শুভঃ ।  
 শক্রজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুর্বাক্যো বভূব হ ॥ ১৭ ॥  
 নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ ।  
 প্রজানাং বল্লভঃ সৌহৃদ্বত্থা মস্ত্রিজনস্ত বৈ ॥ ১৮ ॥  
 যথা তস্মিন্মূপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ ।  
 মন্দভাগ্যামন্দভাবো ন তথা বৈ স্নদর্শনে ॥ ১৯ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালে তু ধুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ ।  
 জগাম বনমধ্যেহসৌ যুগয়াভিরতঃ সদা ॥ ২০ ॥  
 নিম্নন্ যুগানরুন্ কশূন্ শূকরান্ গবয়ান্ শশান্ ।  
 মহিষান্ শরভান্ খড়্গাংশ্চিক্রীড় নৃপতির্বনে ॥ ২১ ॥

তথা শুভে ইত্যর্থঃ ॥ ১২-১৭ ॥

চাটুনি মনোহরাণি বাক্যানি যন্ত ॥ ১৮ ॥ )

মন্দভাগ্যাদিতি । স্নদর্শনস্ত মন্দভাগ্যাত্মিন্ স্নদর্শনে মন্দভাবো নৃপতিবর্থা শক্রজিতি  
 প্রীতিং চকার তথা স্নদর্শনে প্রীতিং ন চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

অনন্তর, সেই পরস্তপ নরপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিজবৈভবের অমূরূপ যথাবিধি তাহা-  
 দের চূড়াকরণ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এই শোভন-দর্শন পুস্ত্রয়কে দর্শন করিলে  
 লোকের আনন্দ হইত । এক্ষণে ইহাদিগকে কৃতচূড় ও ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজার মন  
 আনন্দ রসে আপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥ এই পুস্ত্রযুগলের মধ্যে স্নদর্শন জ্যেষ্ঠ ; কিন্তু, লীলাবতীর  
 শুভদর্শন পুস্ত্র শক্রজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাষী হইল । তাহার মনোরম রূপদর্শন এবং মনোহর  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । এই সকল গুণ বর্তমান  
 থাকায় শক্রজিৎ প্রজাজনের ও মস্ত্রিগণেরও বল্লভ হইয়া উঠিল ॥ ১৭—১৮ ॥ নানাবিধ  
 গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শক্রজিতের প্রতি বেক্ষপ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, স্নদর্শনের  
 মন্দভাগ্যবশত তাহার প্রতি সেক্ষপ প্রীতিমান হইলেন না ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন রাজা ধুবসন্ধি বনে গমন করিয়া  
 নিরস্তর যুগয়ায় নিরত হইলেন । তিনি যুগ, কক্ক, করী, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও  
 গণ্ডারগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে যুগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২১ ॥ রাজা

ক্রীড়মানৈ নৃপে তত্র বনে ঘোরৈহতিদারুণে ।  
 উদতিষ্ঠন্নিবুজ্ঞাতু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২ ॥  
 রাজ্ঞা শিলীমুখেনাদৌ বিদ্ধঃ ক্রোধবশং গতঃ ।  
 দৃষ্টদ্বাঞ্চে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩ ॥  
 কুত্বাচোৰ্দ্ধং স লাস্কুলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ ।  
 হস্তং নৃপতিমাকাশাছুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪ ॥  
 নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা ।  
 বামে চৰ্ম্ম সমাদায় স্থিতঃ সিংহং ইবাপরঃ ॥ ২৫ ॥  
 সেবকাস্তস্ত্রযে সৰ্ব্বৈ তেহপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুঘাশ্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ ।  
 উৎপপাত ততঃ সিংহো নৃপশ্চোপরি দারুণঃ ॥ ২৭ ॥  
 তং পতন্তং সমালোক্য খড়্গেনাভিহনম্পৃগৎ ।  
 সোহপি ক্রুরৈর্নখাঐশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 স নখৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ ।  
 চুক্রশুঃ সৈনিকাস্তস্ত নিৰ্জ্জ্বলুর্বিশিখৈস্তদা ॥ ২৯ ॥

কীদৃশনিতি । 'কবুঃ' শব্দে দ্বিযাং পুংসি শব্দকে বলয়ে গজে ইতি মেদিনীকোষানুসারে  
 নিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥

সোহপি রাজাপি । তত্রাগত্য সিংহেনেতি শেষঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সেই ঘোরতর নিদারুণ বনে যুগয়া-ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে এক সিংহ অতি কুপিত  
 হইয়া নিকুঞ্জ স্থান হইতে উল্লফন প্রদান পূর্বক রাজার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল । যুগ-  
 য়া প্রথমেই রাজার শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল ; এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেঘ-  
 গজীর রবে ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥ ২২—২৩ ॥ সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সূদীর্ঘ লাস্কুল  
 উৎক্ষিপ্ত এবং বৃহৎ কেশর জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার নিমিত্ত লক্ষ  
 প্রদান পূর্বক আকাশমার্গে উখিত হইল ; তদ্বশনে রাজা তৎক্ষণাৎ বাম করে চৰ্ম্ম ও দক্ষিণ  
 করে অশ্বি ধারণ পূর্বক অপর সিংহের স্তায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ রাজার অমুচর-  
 গণ, সকলেই কুপিত হইয়া রোবতরে সিংহের উপর পৃথক্ পৃথক্ শরনিক্ষেপ করিতে  
 লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখনস্তথায় মহা হাহাকার শব্দ উখিত হইল এবং সিংহের উপর নিদারুণ  
 প্রহার হইতে লাগিল । কিন্তু, সেই দারুণ সিংহ সেই সময়ে রাজার উপর আসিয়া নিপতিত  
 হইল ॥ ২৭ ॥ নরপতি, তাহাকে নিজের উপর নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অসিধারা

মৃতঃ সিংহোহপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ ।  
 সৈনিকৈর্মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মন্ত্রিসত্তমাঃ ।  
 সংস্কারং কারয়ামাস্তুগত্বা তত্র বনান্তিকে ॥ ৩১ ॥  
 পরলোকক্রিয়াং সর্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।  
 কারয়ামাস তত্রৈবং পরলোকস্থাবহাম্ ॥ ৩২ ॥  
 প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ ।  
 স্তদর্শনং নৃপং কর্তুং মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ধর্মপত্নীস্বতঃ শান্তঃ সুরূপশ্চ সুরূপকঃ ।  
 অয়ং নৃপাসনাশ্চ হ্রবব্রহ্মমন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 বশিষ্ঠোহপি তথৈবাহ যোগ্যোহয়ং নৃপতেঃ স্বতঃ ।  
 বালোহপি ধর্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহাইতি ॥ ৩৫ ॥  
 কৃতে মন্ত্রে মন্ত্রিবৃদ্ধৈরুধাজিহ্নাম পার্থিবঃ ।  
 তত্রাজগাম তরসা শ্রুত্বা তুজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

( তত্র অযোধ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

প্রজা ইতি । সর্বো স্তদর্শনং নৃপং কর্তুং মন্ত্রণাং চক্রুঃ । এতেন জ্যেষ্ঠপুত্রস্তেব রাজা-  
 সনাশ্চ সংচিতম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই সিংহ খরতর নখরাগ্র দ্বারা রাজাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল ॥ ২৮ ॥  
 রাজা সিংহের নখাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন । তখন  
 সৈন্তগণ আর্তরব করিতে করিতে শরপ্রহার দ্বারা সিংহের প্রাণ বিনাশ করিল ॥ ২৯ ॥  
 এইরূপে সেই স্থানে নরপতি ও পশুপতি পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সৈন্তগণ  
 রাজপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রিগণ, রাজার  
 পরলোক-গমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সেই বনস্থলীতে গমমপূর্ব্বক তাঁহার সংকার করাই-  
 লেন ॥ ৩১ ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরলোকে মঙ্গলপ্রদ তাঁহার সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সেই স্থানেই  
 বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩২ ॥ প্রজা ও পৌরগণ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইহঁরা  
 সকলেই স্তদর্শনকে রাজা করিবার নিমিত্ত পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রি-  
 প্রবরগণ কহিলেন যে, স্তদর্শন রাজার ধর্মপত্নী-গর্ভজাত পুত্র শান্ত, সুরূপ ও রাজলক্ষণে  
 বিভূষিত ; অতএব, এই রাজপুত্রই নৃপাসনের বথার্থ যোগ্যপাত্র । মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিলেন,  
 এই রাজপুত্র বালক হইলেও ধার্মিক, অতএব এই বালকই রাজা হইবার ও রাঁজাসনে  
 উপবেশন করিবার বথার্থ উপযুক্ত ॥ ৩৪—৩৫ ॥

মৃতং জামাতরং শ্রদ্ধা লীলাবত্যাঃ পিতা তদা ।  
 তত্রাজগাম স্বরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৭ ॥  
 বীরসেনস্তথায়াতঃ স্বদর্শনহিতেচ্ছয়া ।  
 কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥  
 উভৌ তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসংস্থিতৌ ।  
 চক্রতুর্মুদ্রিমুখ্যৈস্তৈর্মুদ্রং রাজ্যস্য কারণাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 যুধাজিতু তদাপৃচ্ছজ্যেষ্ঠঃ কঃ স্নতয়োঽর্থয়োঃ ।  
 রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥ ৪০ ॥  
 বীরসেনোহপি তত্রাহ ধর্মপত্নীস্নতঃ কিল ।  
 রাজ্যার্থঃ স যথা রাজন্ ! শাস্ত্রজ্যেভ্যো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥  
 যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠোহয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ ।  
 রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়েৎ স্বদর্শনঃ\* ॥ ৪২ ॥  
 বিবাদোহত্র স্বসম্পন্নো নৃপয়োস্তুত্র লুক্রয়োঃ ।  
 কঃ সন্দেহমপাকর্তুং ক্ষমঃ স্তাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

শ্রুতম্ । স্বদৌহিত্রশ্চ শক্রজিতো রাজ্যাপ্রাপ্তিমাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ )  
 সাধ্বসংস্থিতৌ ভয়সংস্থিতৌ ভয়ঙ্করাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে উজ্জয়িনী রাজ্যের অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা  
 সেই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সত্ত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি লীলাবতীর  
 পিতা, স্নতরাং জামতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহাতে দৌহিত্রের রাজ্যলাভ হয় এই  
 কামনার তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর, মনোরমার পিতা কলিঙ্গ দেশের  
 অধিপতি রাজা বীরসেন নিজদৌহিত্র স্বদর্শনের হিতসাধনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৩৮ ॥ সৈন্যসংযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত সেই ভূপতিদ্বয় নিজ নিজ দৌহিত্রের রাজ্য-  
 লাভ জন্য প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন যুধাজিৎ  
 জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? যে জ্যেষ্ঠ সেই কি কেবল রাজ্যপ্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে, কনিষ্ঠ পুত্র কি কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৪০ ॥ তখন বীরসেন কহিলেন,  
 রাজন্! যে ধর্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, আমি শাস্ত্রবিদ জ্ঞানিগণের মুখে  
 ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধাজিৎ পুনর্বার কহিলেন,  
 এই রাজপুত্র শক্রজিৎ যেক্ষণ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ স্বদর্শন তদ্রূপ নহে,

\* অভিলেখঃ স্বদর্শনং কর্তুং মন্ত্রিবরা নৃপশ্চ । বশিষ্ঠক মহাতেজা বাসদেবভট্টধিবচ ।

ইত্যধিকপাঠঃ কেয়ুটিং পুণ্ডরেকং দৃশ্যতে ।

যুধাজিগ্মস্রিণঃ প্রাহ যুয়ং স্বার্থপরঃ কিল ।

সুদর্শনং নৃপং কৃত্বা ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪ ॥

যুগ্মাকান্ত বিচারোহয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেষ্মিতৈঃ ।

শত্রুজিৎ সৰলস্তস্মাৎ সম্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫ ॥

ময়ি জীবতি কঃ কুর্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল ।

তাত্ত্বা জ্যেষ্ঠং গুণার্হকং সেনয়া চ সমম্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥

নুনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্য মেদিনী ।

ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুগ্মাকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭ ॥

বীরসেনস্ত তচ্ছত্বা যুধাজিতমভাষত ।

বার্লো দ্বৌ সদৃশপ্রজৌ কো ভেদোহত্র বিচক্ষণ ! ॥ ৪৮ ॥

এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী সদা ।

প্রজাশ্চ ধ্বংসশ্চৈব বভূবুর্ব্যগ্রমানসাঃ ॥ ৪৯ ॥

জ্যেষ্ঠঃ ক ইতি । যদ্যপি বয়সা জ্যেষ্ঠঃ সুদর্শনস্তথাপি গুণেন জ্যেষ্ঠঃ শত্রুজিৎসেব ভবতীতি যুধাজিতোহতিপ্রায়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥

তস্মাৎ সুদর্শনাৎ সৰলো ধর্মপত্নীজাত্বাচ্ছত্রজিৎসেব নৃপাসনে সম্মতো নাহি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

(জ্যেষ্ঠং রাজলক্ষণাদি বিশেষগুণৈরতি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

মদৃশী তুল্যা প্রজা বুদ্ধির্যোগ্যোক্তৌ । ন হি কশ্চিদেতয়োজ্ঞানজ্যেষ্ঠোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অতএব কিরূপে সে রাজ্যার্থ হইতে পারে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! অনন্তর, সেই রাজ্যলুপ্ত নৃপ-  
দ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ ঘটয়া উঠিল । এইরূপ অতিশয় সঙ্কটস্থলে সন্দেহ নিরসন  
করিতে কে সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৪৩ ॥ তখন যুধাজিৎ মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তোমরা  
স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজা করিয়া প্রচুর ধনলাভের অতিলাষ করিতেছ ॥ ৪৪ ॥ তোমা-  
দিগের বিচার এইরূপ তাহা আমি ইঙ্গিত দ্বারা জানিতে পারিয়াছি ; যাহা হউক বহুগুণের  
আধার হেতু সুদর্শন অপেক্ষা শত্রুজিৎই প্রবল অধিকারী ; অতএব, এই পুত্রই তোমাদিগের  
রাজ্যাসন প্রাপ্ত হইবার একান্ত উপযুক্ত, অত্র কেহই নহে । আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতে  
কোন ব্যক্তি সেনাসম্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গুণহীনকে রাজা  
করিতে পারে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধেই আমার খড়্গ  
ধারায় নিশ্চয়ই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহাতে তোমাদিগের আর কি কথা আছে ॥ ৪৭ ॥  
বীরসেন ইহা শুনিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, আমিও এই বালকদ্বয়ের বুদ্ধি সমানই দেখি-  
তেছি । আপনিও বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাদের উভয়ে কি প্রভেদ আছে তাহা আপনিই বিবে-  
চনা করিয়া বলুন ॥ ৪৮ ॥

সমাজগুণৈশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্তাঃ ক্লেশতৎপরাস্ ।  
 বিগ্রহং চাভিজ্জকন্তুঃ পরস্পরমতদ্ভিতাঃ ॥ ৫০ ॥  
 নিষাদা হ্যায়যুস্তত্র শৃঙ্গবেরপুরাশ্রয়াঃ ।  
 রাজদ্রব্যমুপাহর্তুং যুতং শ্রদ্ধা মহীপতিম্ ॥ ৫১ ॥  
 পুঞ্জো চ বালকৌ শ্রদ্ধা বিগ্রহঞ্চ পরস্পরম্ ।  
 চৌরাস্তত্র সমাজগুর্দেহদেহান্তরাদপি ॥ ৫২ ॥  
 সংমর্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে ।  
 যুধাজিদ্ধীরসেনৌ চ যুদ্ধকামৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 ঋবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অরাজকে জনপদে বহবো দোষা ভবন্তীতি সূচয়ন্নাহ সমাজগুরিতি চতুর্ভিঃ  
 শ্লোকৈঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ ! সেই নৃপতিদ্বয় এইরূপে বিবাদ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন, প্রজাগণ ও ঋষিগণ তদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ শত শত সামন্ত রাজগণ  
 পরস্পরের বিবাদ কামনা করিয়া সৈন্তসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায়  
 আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদ সকল, মহীপতির মৃত্যুবর্তী শ্রবণ  
 করিয়া রাজার দ্রব্যসমস্ত লুণ্ঠ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫১ ॥ রাজপুত্র দুইটিকে  
 বালক এবং তাহাদের উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে  
 চৌরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই রাজদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত  
 হইলে সেই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল ; এদিকে যুধাজিৎ ও বীরসেন  
 যুদ্ধ কামনায় সজ্জিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর বৈভবকথনে

কোশলরাজ ঋবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপায়ো-  
 রাহবায় সমুপাতশস্ত্রয়োঃ ।  
 ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ  
 সম্ভব ভুলস্ত বিমর্দঃ ॥ ১ ॥  
 সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ  
 পার্থিবঃ পৃথুলবাহুযুধাজিৎ ।  
 সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-  
 রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ ॥ ২ ॥  
 বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ  
 ক্ষাত্রধর্মমনুষ্যস্য সঙ্গরে ।  
 পুত্রিকাশ্রয়জহিতায় পার্থিবঃ  
 সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ ॥ ৩ ॥  
 স বাণবৃষ্টিং বিসমর্জ্য পার্থিবো  
 যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ ।  
 গিরিং তড়িৎস্থানিব তোয়বৃষ্টিভিঃ  
 ক্রোধান্বিতঃ মত্যাপরাক্রমোহসৌ ॥ ৪ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্ধায়ুধাজিহীরসেনয়োঃ ।

দৌহিত্যর্গং মহাযুদ্ধমভূদিতি তু বর্ণ্যতে ॥

তৌ যুধাজিহীরসেনৌ যুদ্ধকামৌ জাতৌ তদুত্তরং সংগ্রামঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ সংযুগে চ  
 সত্তীতি । আহবায় যুদ্ধার্থং সংগৃহীতশস্ত্রয়োঃ সংগ্রামে সতি বিমর্দঃ সজ্বর্ধো বভূব ॥ ১ ॥  
 পৃথুলবাহঃ পুষ্টবাহশাসৌ যুধাজিচেতি কর্মধারয়ুঃ । স্তু সমরে সংস্থিতঃ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই ভূপতিবরের সময় উপস্থিত হইলৈ উভয়েই লোভ ও  
 ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন সংগ্রামস্থলে বোরতর সংঘর্ষ হইয়া  
 উঠিল ॥ ১ ॥ একদিকে দীর্ঘবাহ রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ পূর্বক স্রীয় সৈন্যাদি সমভি-  
 ব্যাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ২ ॥ অপর দিকে সুরপতিতুল্য তেজঃসম্পন্ন



- ତଂ ବୀରସେନୋ ବିଶିଥୈଃ ଶିଳାଶିଥୈଃ  
 ସମାର୍ବଣୋଦାଂଶୁଗମୈରଜିହ୍ଵାଗୈଃ ।  
 ଚିଚ୍ଛେଦ ବାଣେଷ୍ଠ ଶିଳୀମୁଖାନସୌ  
 ତେନୈବ ସୁକ୍ତାନତିବେଗପାତନଃ ॥ ୫ ॥
- ଗଞ୍ଜରଥଦୁରଗାଣାଂ ସମ୍ଭୂତାତିସୁକ୍ତଂ  
 ଅରନରମୁନିସଂସୈର୍ବୀକ୍ଷିତଂ ଚାତିସୋରମ୍ ।  
 ବିତତବିହଗସ୍ମୈରାର୍ତ୍ତଂ ବ୍ୟୋମ ସନ୍ୟଃ  
 ପିଶିତମଶିତୁକାତ୍ମେଃ କାକଗୁଂଘ୍ରାଦିଭିଷ୍ଠ ॥ ୬ ॥
- ତଦ୍ରାହୁତକ୍ତଜସିଂହୁରୁବାହ ସୋରା  
 ବୃନ୍ଦେଭ୍ୟଃ\* ଏବ ଗଞ୍ଜବୀରଦୁରଙ୍ଗମାନାମ୍ ।  
 ଡ୍ରାସାବହା ନୟନମାର୍ଗଗତା ନରାଣାଂ  
 ପାପାତ୍ମନାଂ ରବିଜମାର୍ଗଭବେବ କାମମ୍ ॥ ୭ ॥

ତଂ ଯୁଧାଞ୍ଜିତଂ ତେନୈବ ଯୁଧାଞ୍ଜିତୈବ । ଅସୌ ବୀରସେନଃ ॥ ୫ ॥

ପିଶିତଂ ମାଂସମ୍ । ବିହଗସ୍ମୈଃ ପକ୍ଷିବୃନ୍ଦେଃ ॥ ୬ ॥

କ୍ତଜଂ ରକ୍ତଂ ତତ୍ର ସିଂହୁନଦୀ ଉବାହ ନିର୍ଗତା ଗଞ୍ଜବୀରଦୁରଙ୍ଗମାନାଂ ବୃନ୍ଦେଭ୍ୟଃ ସମୁଦାୟେଭ୍ୟଃ ।  
 କୀଦୂର୍ଲ୍ଲୀ । ରବିଜଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାଞ୍ଜୋ ଯମସ୍ତତ୍ର ଲୋକତ୍ର ମାର୍ଗେ ଭବା ଯା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସା ପାପାତ୍ମନାଂ  
 ପାପିନାଂ ଯଥା ନୟନମାର୍ଗଗତା ଡ୍ରାସାବହା ତଦ୍ବଦିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୭ ॥

ରାଜା ବୀରସେନଓ ନିଜ ନୋହିତ୍ରର ହିତର ନିମିତ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଧର୍ମର ଅହୁସରଣ ପୂର୍ବକ୍ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ-  
 ସ୍ଥଳେ ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଇଲେ ॥ ୩ ॥ ତଥନ, ସେହି ସତ୍ୟପରାକ୍ରମ ରାଜା ବୀରସେନ ଯୁଧାଞ୍ଜିତ୍କେ  
 ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳେ ଦର୍ଶନ କରିଯା କ୍ରୋଧାନ୍ବିତ ହୁଇଲେ ଏବଂ ବାରିଧର ଯେମନ ଗିରିର ଉପର ବାରିବର୍ଷଣ କରେ  
 ସେହିରୂପେ ଡ୍ରାହାର ଉପର ବାଣବୃଷ୍ଟି କରିତେ ଲାଗିଲେ ॥ ୫ ॥ ବୀରସେନ ଶିଳାଶାନ୍ବିତ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ  
 ବେଗଗାମୀ ଶରନିକର ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାହାକେ ଆଞ୍ଛାଦିତ କରିଲେ ଯୁଧାଞ୍ଜିଓ ସତ୍ତ୍ଵର ଅତିବେଗେ ଶିଳାମୁଖ  
 ସମୂହ ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାହାର ସେହି ଶର ସକଳ ଛେଦନ କରିଯା ଫେଲିଲେ ॥ ୬ ॥ ମହାରାଜ ! ସେହି ସମୟ  
 ଅସାରୋହୀ ଗଞ୍ଜାରୋହୀ ଓ ରଥାରୁଡ଼ ଯୋଧଗଣେର ଘୋରତର ଯୁଦ୍ଧ ଚଳିତେ ଲାଗିଲ, ତଥନ ଅଗ୍ନିଗଣ,  
 ନରଗଣ ଓ ମୁନିଗଣ ବିସ୍ମିତ ହୁଇଯା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ କରିତେ ଲାଗିଲେ । ଅବିଳସେହି କାକ  
 ଗୁଂଘ୍ରାଦି ବିହଙ୍ଗଗଣ ଛିନ୍ନ ସୈନ୍ୟଗଣେରୁ ମାଂସ ଢଳୁଣେ ଅଭିଳାଷୀ ହୁଇଯା ଆକାଶମାର୍ଗେ ସମୁଡ଼ିନ  
 ହୁଇ ॥ ୬ ॥ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳେ ଗଞ୍ଜ, ବାଞ୍ଜୀ ଓ ବୀରଗଣେର ଦେହଭୂଧର ହୁଇତେ ଅତ୍ୟୁତକାର  
 ଶୋପିତନଦୀ ସମୁଦ୍ଘମ୍ନ ହୁଇଯା ଶ୍ରବାହିତ ହୁଇତେ ଲାଗିଲ । ଯେମନ ଧମନମାର୍ଗେ ଶ୍ରବାହିତା ବୈତରଣୀ  
 ପାପାତ୍ମାଗଣେର ଭୟାବହ ହୟ, ସେହିରୂପ ଏହି ନଦୀଓ ସମସ୍ତ ନରଗଣେର ଦୃଷ୍ଟିପଥେ ଉଦିତ ହୁଇଯା

কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমস্তকানি  
 কেশাবৃত্তানি চ বিভাস্তি যথৈব সিকৌ ।  
 তুখীফলানি বিহিতানি বিহর্তু কাঠৈ-  
 র্ভালৈর্যথা রবিস্ততাপ্রভবৈশচ নুনম্ ॥ ৮ ॥  
 বীরং যুতং ভুবি গতং পতিতং রথাত্তৈ  
 গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মন্তে ।  
 জীবোহ্যপ্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কাস্তং  
 কাঙ্ক্ষত্যহোহতিবিবশোহপি পুনঃ প্রবেক্ষু ॥ ৯ ॥  
 আজৌ হতোহপি নৃবরঃ স্তুবিমানরুঢ়ঃ  
 স্বাক্ষে স্থিতাঃ স্তরবধুঃ প্রবদত্যভীক্ষম্ ।  
 পশ্চাধুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং  
 বাণাহতং নিপতিতং করতোরু ! কাস্তম্ ॥ ১০ ॥  
 একো হতস্ত রিপুণৈব গতোহন্তরীক্ষং  
 দেবাস্তানাং সমধিগম্য যুতো বিমানেন ।  
 তাবৎপ্রিয়া হতবহে স্তমসমর্প্য দেহং  
 জগ্ৰাহ কাস্তমবলা সৰলা স্বকীয়া ॥ ১১ ॥

কীর্ণানীতি । ভিন্নঃ আশিতং প্রবাহবেগেন পুলিনং তটং যেন তস্মিন্ প্রবাহে রক্তময়ে কেশাবৃত্তানি নরমস্তকানি যোধমস্তকানি কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি কথং বিভাস্তি যথা রবিস্ততা যমুনা তত্তীরপ্রভবৈর্বিহর্তু কাঠৈর্কালৈস্তুখীফলানি সিকৌ যমুনায়াং বিহিতানি স্থাপিতানি তথৈব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বীরমিতি যুতং বীরং দৃষ্টা তস্তোপরি গৃধ্রো ভ্রমতি যতদহমসৌ জীবো নিজশরীরং কাস্তং রণে পতিতং পুনঃ প্রবেষ্টুং কাঙ্ক্ষতীচ্ছতীতি মন্তে ॥ ৯ ॥

ত্রাসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ঐ নদী, বেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত্ত  
 নরমুণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালক সকল  
 ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তুখীফল সকল রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৮ ॥ কোন বীর প্রাণ প্রতিপাণ  
 করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে  
 পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সেই জীব, আপনার মনোহর কলেবর  
 দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনারত হইলেও তাহাতে পুনর্বার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামনা  
 করিতেছে ॥ ৯ ॥ কোনও বীরবর যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া  
 উৎসঙ্গস্থিতা দেবান্নাকে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন যে, হে করতোরু !  
 আমার কেমন মনোহর শরীর শরাহত হইয়া এখন অবনিতলে নিপতিত রহিয়াছে তাহা

যুদ্ধে মৃতৌ চ স্তভটৌ দিবি সঙ্গতো তা-  
 বন্যোত্তমশস্ত্রনিহতৌ সহ সম্প্রয়াতৌ ।  
 তত্রৈব জলতুরলং পরমাহিতাস্ত্রা-  
 বেকাপ্সারোহর্থাবিহতৌ কলহাকুলৌ চ ॥ ১২ ॥  
 কশ্চিদযুবা সমধিগম্য স্ত্রাস্ত্রনাং বৈ  
 রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিয়ুক্তঃ ।  
 স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদন্তদাসৌ  
 তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥  
 ভৌমং রজোহতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ  
 রাত্রিং চকার তরলঞ্চ সমাব্ধগোদঘৎ ।  
 মগ্নং তদেব রুধিরাম্বুনিধাবকস্মাৎ  
 প্রাহুর্ষভুব রবিরপ্যতিকান্তিযুক্তঃ ॥ ১৪ ॥

তদ্বিকারাতীর্থে মৃতানাং স্বর্গতানাং বৃত্তমাহ আজাবিতি । আজৌ যুদ্ধে । স্বঃ স্বর্কেস্ত্রাম্ ॥ ১০ ॥

তদেবোত্তমশস্ত্রবৃত্তমাহ একো হত ইতি । দেবাস্ত্রনাং স্বর্কেস্ত্রাং সমধিগম্য প্রাপ্য যুতো বিমানে যাবন্তিষ্ঠতি তাবদেব তস্ত মৃতদেহস্ত প্রিয়া স্ত্রী হতবহেহ্মৌ সন্তী ভূত্বা । সমর্প্য পত্যা সহ স্বদেহং দগ্ধা দিব্যদেহা ভূত্বা সৰলা স্বকীয়া তন্ত্ৰৈব স্ত্রী কাস্তং অপ জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ যুদ্ধে মৃতানাংগুণমপি চমৎকারমাহ যুদ্ধে মৃতাবিতি । অত্র যৌ ভটৌ পরস্পরং যুদ্ধং কৃত্বা দিবং গতো তৌ তত্রাপ্যেকা যাপ্সরাঃ সমানপুণ্যসাধ্যা তদর্থং তত্রাপি কলহাকুলৌ ভূত্বা সঙ্গতুরিত চমৎকারঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিদিতি । কশ্চিদযুবা যুদ্ধে মৃতঃ আপেক্ষমাধিকগুণবতীং প্রাপ্য সা ময়ি গুণা-  
 ভাবাদিরজ্যেতেতি ভিয়া যথা সা স্বস্মিন্ প্রেমদামনুকূলগুণদর্শনেন ভবিষ্যতি তথা স্বীয়ান্  
 গুণান্ প্রবদন্ সন্ তাং প্রেমদামনুচকার তদা গুণানুরূপমেবানুকরণং কৃতবানিত্যর্থঃ ।  
 যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অবলোকন কর ॥ ১০ ॥ এক বীর রণস্থলে অরিকর্তৃক নিহত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্বক দেবাস্ত্রনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যখন বিমানে বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে তাহার পূর্বপ্রিয়নী প্রজ্বলিত অনলমধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্বক পতিদেহের সহিত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্বক সেই স্বকীয়া নারিকা পুণঃবলাধিতা যুবতী নিজ কাস্তকে তাহার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল ॥ ১১ ॥ এই বীর পরস্পরের অন্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল, পরে একমাত্র অপ্সরার নিমিত্ত পরস্পর কলহে প্রযুক্ত হইয়া অন্তরীক্ষেই অন্ত্রগ্রহণ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥ কোন যুবকই আপন অপেক্ষা রূপগুণবতী স্ত্রাস্ত্রনা লাভ করিয়া, তাহার

কশিচদগতস্ত গগনং কিল দেবকন্যাঃ  
 সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিযুক্তাম্ ।  
 নাদীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো  
 যাস্ত্যত্যাং মম রথা হনুকূলশব্দঃ ॥ ১৫ ॥  
 সংগ্রামে সংব্রতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ ।  
 জঘান বীরসেনং তং বাণেশ্তীত্রেঃ স্তদারুণৈঃ ॥ ১৬ ॥  
 নিহতঃ স পপাতোৰ্ক্য্যং ছিন্নমূৰ্দ্ধা মহীপতিঃ ।  
 প্রভগ্নং তদ্বলং সৰ্ব্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দিশম্ ॥ ১৭ ॥  
 মনোরমা হতং শ্রদ্ধা পিতরং রণমূৰ্দ্ধনি ।  
 ভয়ত্রস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্বেরমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥  
 হনিষ্যতি যুধাজিদৃষ্টে পুত্রং মম ছুরাশয়ঃ ।  
 রাজ্যলোভেন পাপাত্মা সেতিচিন্তাপরাভবৎ ॥ ১৯ ॥

ভোমং রজ ইতি । যদ্যুদ্ধসময়ে সেনয়োঃ সংন্দাদুস্থিতং ভোমং রজো দিবি গতং তরণিং  
 স্ত্র্যাং সমাবৃণোদ্যচ্চ দিবসেহপি রাত্রিঃ চকার তদ্রজো যুদ্ধমধ্যেইন্দ্রাদিনারাসেন রুধিরাসু-  
 নিধৌ রক্তসমুদ্রে মগ্নং যদাভবত্তদাতিকাস্তিযুক্তৌ রবিরশ্চি সহসা প্রাহুর্ভূবেত্যাশ্চর্য্যমেবং  
 মহাভয়ঙ্করং যুদ্ধমভূদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতি প্রেমভক্তিসমম্বিত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হয়  
 সেইরূপে আপনার গুণ বর্ণন পূৰ্ণক, প্রণয়সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অমুকরণ করিতে  
 লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরশি সৈন্তগণের বিমর্দহেতু বিস্তৃত  
 হইয়া অন্তরীক্ষে উথান ও অবহান পূৰ্ণক দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে  
 রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরশি শোণিতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ  
 সূর্য্যদেব অতিশয় কাস্তিযুক্ত হইয়া প্রাহুর্ভূত হইলেন ॥ ১৪ ॥ কোনও ব্রহ্মচারী রণস্থলে নিহত  
 হইয়া গগনে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটা চাকনয়না দেবকন্যা ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহাকে  
 বরণ করিতে বাঞ্ছা করিলে, সেই চতুর ব্যক্তি ‘আপনার ব্রহ্মচারীরূপ প্রিয়শব্দ বিকল  
 হইবে’ এই ভবিষ্য ব্রতভঙ্গ-ভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না ॥ ১৫ ॥

মহারাজ ! সেই সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতররূপে আরম্ভ হইলে পৃথিবীপতি যুধাজিৎ  
 স্তদারুণ স্ত্রীক্ল শরদ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন, মহীপতি বীরসেন তদ্বারী ছিন্নমস্তক  
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্তগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে  
 পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ মনোরমা রণস্থলে পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে  
 অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, ছষ্টাশয় পাপাত্মা যুধাজিৎ রাজ্যলোভ  
 বশতঃ এবং আমার পিতার শত্রুতা স্বরণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্রকে নিহত করিবে ॥ ১৮-১৯ ॥

কিংকরোমি ক গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে ।

ভর্তা চাপি মৃতোহৈদ্যেব পুত্রোহয়ং মম বালকঃ ॥ ২০ ॥

লোভোহতীব চ পাপিষ্ঠস্তেন কো ন বশীকৃতঃ ।

কিং ন কুর্য্যান্তদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২১ ॥

পিতরং মাতরং ভ্রাতৃনু গুরুন স্বজনবান্ধবান্

হস্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা ॥ ২২ ॥

অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা ।

করোতি কিল তৃষ্ণার্ভো ধর্মত্যাগং তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

ন সহায়োহস্তি মে কশ্চিৎসগরেহত্র মহাবলঃ ।

যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি স্নতং শুভম্ ॥ ২৪ ॥

হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ ।

ন মে ত্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং স্থস্থিতা হুহম্ ॥ ২৫ ॥

সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্বদা ভবেৎ ।

লীলাবতী ন মে পুত্রে ভবিষ্যতি দয়াবতী ॥ ২৬ ॥

যুধাজিতি সমায়ান্তে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ ।

জ্ঞান্বা বালং স্নতং সৌহৃদ্য কারাগারং নয়িষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কশ্চিদতি । অহুকূলঃ শব্দঃ অয়ং বৃক্ষচারীতামুকূলশব্দো যোগ্যঃ শব্দো বৃথা তাদৃশি ভিয়েতার্থঃ ॥ ১৫—২৩ ॥

পালয়ামি পালয়িষ্যামি ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে পিতা ত রণস্থলে নিহত হইলেন, বিপিনবাসী দুর্দান্তসিংহ স্বামীকে বিনাশ করিল, আমার এই পুত্রও নিতান্ত বালক, এখন আমি কি করি, কোথাই বা গমন করি ॥ ২০ ॥ লোভ, অতিশয় পাপকর, তদ্বারা কোন্ ব্যক্তি বশীভূত না হয়; যে রাজা, ভূপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মিষ্ঠ, লোভের বশীভূত হইলে সেও সমস্ত পাপ কার্যেরই অহুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥ লোভাক্রান্ত ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও বন্ধু বান্ধবদিগকে হনন করিয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতুই অগম্যাগমন, লোভ হেতুই অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং লোভহেতুই ধর্ম পরিবর্জন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ এই নগরমধ্যে এমত প্রবল সহায় কোহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই নগরীমধ্যে অবস্থান পূর্বক এই শ্রিয়সন্তানকে পালন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥ রাজা যুধাজিৎ যদি এই পুত্রকে বিনাশ করে তবে আমি কি করিতে পারিব, এই ভুবনমধ্যে আমার এমত আশ্রয়কর্তা কেহই নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি স্থস্থির হইতে

শ্রয়তে হি পুরেন্দ্রেণ মাতৃগর্ভগতঃ শিশুঃ ।  
 কুস্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কৃতান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮ ॥  
 প্রবিষ্ট চোদরং মাতুঃ করে কুত্মাল্লকং পবিম্ ।  
 একোনপঞ্চাশদপি তেহভবশরতো দিবি ॥ ২৯ ॥  
 সপদ্যৈ গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্যয়া ।  
 গর্ভনাশার্থমুদ্दिष्ट্য পুরৈতদ্বৈ ময়া শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥  
 জাতস্ত বালকঃ পশ্চাদ্বেহে বিষ্মুতঃ কিল ।  
 তেনাসৌ সগরৌ নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১ ॥  
 জীবমানোহথ ভর্তা বৈ কৈকেয়া নৃপভার্যয়া ।  
 রামঃ প্রত্নাজিতো জ্যেষ্ঠো যুতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২ ॥  
 মন্ত্রিণস্তবশাঃ কামং য়ে মে পুত্রং হৃদর্শনম্ ।  
 রাজানং কর্তু কামা বৈ যুধাজিঘ্রশগাশ্চ তে ॥ ৩৩ ॥  
 ন মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ ।  
 মহৎ কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমনর্থাঃ পূর্নং বহবো জাতা ইত্যাহ শ্রয়তে হীতি ॥ ২৮ ॥

অল্লকমল্লং পবিং বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥

কথান্তরমাহ সপত্ন্যা ইতি । গর্ভনাশার্থং গর্ভনাশরূপমর্থমুদ্दिष्ट্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

পারি ॥ ২৫ ॥ আর সেই সপত্নী লীলাবতীও সততই শক্রতা সাধন করিবে, সে কখনই  
 আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না ॥ ২৬ ॥ যুধাজিৎ এইখানে আগমন করিলে  
 আমি আমার নগর হইতে বাহির হইতে পারিব না, সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুদ্ধিয়া  
 কারাগারে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৭ ॥ আমি শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র একটা  
 কুজ বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উপরে প্রবেশ পূর্বক বিমাতার গর্ভস্থিত শিশু পুত্রকে প্রথমে  
 সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে, সেই সপ্ত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্বার সপ্ত সপ্ত  
 ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিদিব মধ্যে উনপঞ্চাশৎ মরুদগণ উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিল ॥ ২৮—২৯ ॥ আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে এক রাজপত্নী, সপত্নীর গর্ভবিনাশের  
 নিমিত্ত গরল প্রদান করিয়াছিল । সেই গর্ভস্থ শিশুসন্তান বিষযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল,  
 সেই হেতু সেই বালক পৃথিবীমধ্যে সগর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ ভর্তা  
 বাঁচিয়াছিলেন তথাপি রাজভার্য্যা কৈকেয়ী, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে জ্ঞাননে নির্দা-  
 সিৎ করিলেন, রাজা দশরথও সেই কারণেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রিগণ এখন  
 স্বাধীন নহেন, পূর্বে তাঁহারা আমার হৃদর্শনকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

উদ্যমঃ সৰ্বথা কার্য্যঃ সিক্কির্দৈবাক্ষি জায়তে ।  
 উপায়ং পুত্ররক্ষার্থং করোম্যদ্য হুৱাশ্বিতা ॥ ৩৫ ॥  
 ইতি সক্ষিস্ত্য সা বালা বিদম্লং চাতিমানিনম্ ।  
 নিপুণং সৰ্ব্বকার্য্যেষু চিস্ত্যং মন্ত্ৰিবরোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সমাহুয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদ্রুঃখিতা । /  
 গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭ ॥  
 পিতা মে নিহতঃ সন্ধ্যো পুত্রোহয়ং বালকস্তথা ।  
 যুধাজিদ্বলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥  
 তামুবাচ বিদম্লোহসৌ নাত্র স্বাতব্যমেব চ ।  
 গমিষ্যামো বনে কামং বারাগস্থাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯ ॥  
 তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ততে বলবত্তরঃ ।  
 সুবাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥  
 যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদবহিঃ ।  
 নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অবশাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥

বারাগস্থা বনে ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

এখন তাঁহারা যুধাজিতের বশবর্তী হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ আমার এমত শৌর্য্যশালী ভ্রাতা  
 কেহই নাই যে আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব দেখিতেছি  
 যে, এখন আমি দৈবযোগে মহৎ সঙ্কটেই পতিত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ কার্য্যসিদ্ধি, দৈবের  
 অধীন হইলেও উদ্যোগ করা মনুষ্যগণের একান্ত কর্তব্য, যেহেতু কার্য্যের উল্লোম না  
 করিলে দৈবও প্রস্তুত থাকেন। অতএব আমি সত্ত্বরই পুত্ররক্ষার নিমিত্ত উপায় স্থির  
 করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

মহারাজ! সেই বালা মনোরমা এইরূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত কার্য্যকুশল ও মতিমান  
 বিদম্ল নামক মন্ত্ৰিবরকে নির্জনে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দীন মানসে বালকের  
 হস্তধারণ পূর্ব্বক কাদিতে কাদিতে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্ৰিবর! আমার পিতা রণস্থলে  
 নিহত হইয়াছেন, এই পুত্র অত্যন্ত বালক, আর যুধাজিৎ একজন বলবান্ রাজা, এই  
 সকল বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমার কি কর্তব্য তাহা আশ্বনি বলুন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ তখন  
 মন্ত্ৰিবর বিদম্ল সেই রাজপত্নী মনোরমাকে কহিলেন, এখানে অবস্থিতি করা রুদ্ধাচই কর্তব্য  
 নহে; আমরা শীঘ্রই বারাগমীর বনমধ্যে গমন করিব। তথার সুবাহু নামে বিখ্যাত আমার  
 একজন মাতুল আছেন তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং সৈন্তবলে বলীয়ান্ তিনিই আমাদের

ইত্যুক্তা তেন সা রাজ্ঞী গন্ধা লীলাবতীং প্রতি ।  
 উবাচ পিতরং দ্রক্ষুং গচ্ছাম্যদ্য স্থলোচনে ! ॥ ৪২ ॥  
 ইত্যুক্তা রথমারুহ সৈরক্ষীসংযুতা তদা ।  
 বিদ্বলেন চ সংযুক্তা নিঃস্বতা নগরাদবহিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ত্রস্তা হ্যভীতিরূপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা ।  
 দৃষ্টা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সংস্কার্য চ স্বরায়ুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা ।  
 দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্ ॥ ৪৫ ॥  
 নিষাদৈলুণ্ঠিতা তত্র গৃহীতং সকলং বস্তু ।  
 রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দম্ববঃ শঠাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 রুদতী স্থতমাদায় চারুবস্ত্রা মনোরমা ।  
 নির্যয়ো জাহ্নবীতীরে সৈরক্ষীকরলম্বিতা ॥ ৪৭ ॥  
 আরুহ চ ভয়াচ্ছীত্রমুড়ুপং সা ভয়াকুলা ।  
 তীর্থী ভাগীরথীং পুণ্যং যযৌ ত্রিকূটপর্বতম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরান্নির্গমনোপায়মাহ যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠেতি । যুধাজিজ্ঞাস্ত দর্শনোৎকণ্ঠচেতসা  
 ময়া দর্শনার্থং রাজ্ঞো গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ বহির্দর্শয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পিতরং যুধাজিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

পিতরং গতজীবিতমিতি । বীরসেনঞ্চ পিতরং সংস্কার্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

রক্ষক হইবেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ আমি যেন যুধাজিৎ রাজার দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত চিত্তে  
 গমন করিতেছি এইরূপ ছল করিয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ পূর্বক  
 গমন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ বিদ্বলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মনোরমা  
 লীলাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, স্থলোচনে! অদ্য আমি পিতা যুধাজিতকে  
 দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব। এই বলিয়া পুত্র ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রথে আরো-  
 হণ পূর্বক বিদ্বলের সহিত মিলিত হইয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥  
 পিতৃশোকে সমাকুলা, ভয়সন্ত্রস্তা, কাতরা ও দীন মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্বক পিতা  
 বীরসেনের অগ্নিসংস্কারাদি সমাধা করিয়া, ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে স্তম্ভর গমন  
 পূর্বক দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইস্থানে নিষাদগণ  
 তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং সেই শঠ দম্বাগণ রথখানি গ্রহণ  
 পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন কেবল মনোরমার পরিদেহ সূচক বস্ত্রমাত্র  
 অবশিষ্ট রহিল, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিণীর কর ধারণ পূর্বক জাহ্নবীর তীর-



ভারত্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা হরয়া চ উন্মাকুলা ।  
 সংবীক্ষ্য তাপসাংস্তত্র সঞ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯ ॥  
 মুনিনা সা ততঃ পৃষ্ঠা কাসি কস্ত পরিগ্রহঃ ।  
 কষ্টেনাত্র কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রুহি শুচিস্মিতে ॥ ৫০ ॥  
 দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্/  
 রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু ! ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ৫১ ॥  
 এবং সা মুনিনা পৃষ্ঠা নোবাচ বরবর্ণিনী ।  
 রুদতী ছুঃখসন্তপ্তা বিদল্লক্স সমাদিশৎ ॥ ৫২ ॥  
 বিদল্লস্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধিৰ্নৃপোত্তমঃ ।  
 তস্ত ভার্য্যা ধর্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩ ॥  
 সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ ।  
 পুত্রোহয়ং নৃপতেস্তস্ত নাম্না চৈব স্মদর্শনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 অস্তাঃ পিতাতিধর্মাত্মা দৌহিত্যার্থে মৃতো রণে ।  
 যুধাজিত্যসংক্রান্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকূটপর্ব্বতং চিত্রকূটম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

কস্ত পরিগ্রহঃ কস্ত স্ত্রীত্যাখ্যঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দেশে গমন করিয়া উড়ুপে আরোহণ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর  
 পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ সেই ভয়াকুলা দেবী  
 সত্বর গমন করিয়া মহর্ষি ভারত্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, তথায় তাপসগণকে দর্শন  
 করিয়া তাহার ভয় দূর হইল ॥ ৪৯ ॥ ভারত্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলেক্ষণে ! তুমি কে,  
 কাহার পত্নী, এত কষ্ট সহ করিয়া এখানে আগমন করিলে কেন ? এই সমস্ত বিষয় তুমি  
 সত্য করিয়া বল ॥ ৫০ ॥ শুচিস্মিতে ! তুমি দেবী না মানবী, তোমার পুত্রও আত শিশু,  
 তুমি এই বিজন বনমধ্যে আগমন করিলে কেন ? হে বামোরু ! তুমি যেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ,  
 আমার এইরূপ বোধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥ মুনিবর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল বরবর্ণিনী মনোরমা  
 ছুঃখসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন স্বয়ং কিছুই বলিতে না পারিয়া বিদল্লকে তদ্বিষয়  
 নিবেদন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন বিদল্ল কহিলেন, ধ্রুবসন্ধি নামে এক  
 নরপতি কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি তাহারই ধর্মপত্নী, ইহার নাম মনোরমা ।  
 সেই সূর্য্যবংশীয় মহাবল রাজা বনস্থলে সিংহকর্তৃক নিহত হন । এই বালক স্মদর্শন তাহারই  
 পুত্র ॥ ৫৩—৫৪ ॥ এই মনোরমার পিতা অতিশয় ধর্ম্মশীল, তিনি দৌহিত্যের নিমিত্ত রণস্থলে  
 প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । ইনি যুধাজিতের ভয়ে ভীত হইয়া বিজনবনে উপস্থিত হইয়া-

ছামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাভ্রাজা ।

ক্রান্তা ভব মহাভাগ ! ত্বমস্তা মুনিসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥

অর্তিস্ত রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্ ।

ভয়ত্রস্তস্ত দীনস্ত বিশেষফলদং স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

স্বধিরুবাচ ।

নির্ভয়! বস কল্যাণি ! পুত্রং পালয় সূত্রতে ! ।

ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি ! কর্তব্যং শত্রুসম্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥

পালয়স্ব সূতং কান্তং রাজা তেহয়ং ভবিষ্যতি ।

নাত্র ছুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা মুনিনা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্ভব হ ।

উটজে মুনিনা দত্তে বীতশোকা তদাবসৎ ॥ ৬০ ॥

বিদগ্নং স্বমস্ত্রিণং বক্তুং সমাদিশদাজ্ঞাপিতবতী ॥ ৫২—৫৫ ॥

( ছামেবেতি । বালপুত্রোতি বিশেষণেন যুধাজিহ্ন মহান্ শত্রুরস্তাঃ পিতরং নিহত্য বালকমিহং হস্তমিচ্ছুঃ বালোহয়ং তৎপ্রতিকর্তৃমক্ষমন্তত ইদানীং ভগবতঃ শরণমাগতা মুনি- সত্তমস্তমুভয়ো রক্ষণে সমর্থোহসীতি ভাবো ব্যজ্যতে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

মুনিরাখ্যায়নমাহ পালয়স্বেতি । অয়ং তে পুত্রো রাজা ভবিষ্যতি । অত্মাকৃতিকমনীয়ত্বাদি নৃপতিলক্ষণং দৃষ্ট্বাহং কথয়ামীতি মহর্ষেরতিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ )

ছেন ॥ ৫৫ ॥ এই নৃপতনয়ার পুত্র বালক, ইনি এক্ষণে আপনার শরণ লইতেছেন, হে মুনি- সত্তম! আপনি ইহাঁকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ অর্তি ব্যক্তিমাত্রকে রক্ষা করিলে যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভয়ত্রস্ত ও দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে যে তাহা হইতেও বিশেষ ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ভারদ্বাজ কহিলেন, চারুলোচনে ! তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে বাস কর, এই স্থানেই থাকিয়া তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর, কল্যাণি ! শত্রু হইতে তোমার কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ৫৮ ॥ তুমি এই স্তম্ভের পুত্রটিকে প্রতিপালন কর ; তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই রাজা হইবে, আর এই আশ্রমে থাকিলে কখনই তোমার শোক বা ছুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহামুনি ভারদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর রাজপত্নী মনোরমা সন্তুষ্ট হইলেন । মুনিবর, তাঁহাদিগকে পর্ণকূটর প্রদান করিলে শোক পরিত্যাগ পূর্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে সেই মনোরমা মুনিবর ভারদ্বাজের আশ্রমে প্রিয়

সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ।

সুদর্শনং পালয়ান্না ন্যবসৎ সা মনোরমা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
যুধাজিৎবীরসেনায়োদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দাসীর এবং বিদল্লের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিয়া বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে যুধাজিৎ ও বীর-  
সেনের যুদ্ধ এবং মনোরমার বনগমন বর্ণনানামক  
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিহ্মে সংগ্রামাদগ্ধাযোধ্যাং মহাবলঃ ।

মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ হৃদর্শনজিঘাংসয়া ॥ ১ ॥

সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক গতেতি মুহূর্বদন্ ।

শুভে দিনেহথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে ॥ ২ ॥

মস্ত্রিভিশ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্করৈঃ শুভৈঃ ।

অভিযিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলশৈর্জলপূরিতৈঃ ॥ ৩ ॥

ভেরীশঙ্খনিদ্যাদৈশ্চ তূর্য্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ ।

উৎসবস্ত নগর্যাং বৈ সম্ভূব কুরুদ্বহ ! ॥ ৪ ॥

বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা ।

অযোধ্যা মুদিতেন্বাসীজ্জয়শব্দৈঃ স্তম্ভলৈঃ ॥ ৫ ॥

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রিনিঃস্বনা ।

নবে তস্মিন্মহীপালে পূর্বভৌ নূতনেব সা ॥ ৬ ॥

যষ্টিমৌকৈর্ধুধাজিহ্মে হৃদর্শনজিঘাংসয়া ।

ভারত্বাজাশ্রমে প্রাপ্ত ইতি সমাগিহোচ্যতে ॥

ভারত্বাজাশ্রমে মনোরমায়াং গতায়ামনস্তরং জাতং বৃত্তমাহ যুধাজিহ্মেতি । মনোরমাং চকারান্তংপুত্রঞ্চ ॥ ১—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, যুদ্ধ জয়ের পর মহারাজ যুধাজিহ্ম মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থল হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া হৃদর্শনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে মনোরমা ও হৃদর্শন কোথায় রহিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ তাহার কোথায় গেল, মুহূর্ত্ত এইরূপ বলিয়া তাহাদিগের অধেষণের নিমিত্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিলেন । অনন্তর, শুভদিনে নিজ দৌহিত্রকে রাজ্যাসনে স্থাপন করিলেন ॥ ২ ॥ মন্ত্রিগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিষেক কার্যে নিয়োজিত হইয়া অথর্কবৈদ্যোক্ত মঙ্গলপ্রদ মন্ত্রে সংস্কৃত বারিপূরিত পূর্ণকলস দ্বারা শত্রুজিকে অভিযুক্ত করিলেন ॥ ৩ ॥ কুরুবর ! সেই সময় শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, চতুর্দিকে ভেরী ও তূর্য্য বাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল এবং নগরী মধ্যে মহান্ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ এবং মঙ্গল সূচক জয়-শব্দ দ্বারা অযোধ্যাপুরী যেন আক্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥ নব ভূগতি শত্রুজিং রাজসিংহাসনে

কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ ।  
 স্তদর্শনং বিচিস্ত্যাদ্য ক গতোহসৌ নৃপাস্বজঃ ॥ ৭ ॥  
 মনোরমাসিদ্ধাধী স্য ক গতা স্ততসংযুতা ।  
 পিতাস্তা নিহতঃ সঞ্চে রাজ্যলোভেন বৈরিণা ॥ ৮ ॥  
 ইত্যেবং চিস্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ ।  
 অতিষ্ঠন্দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিহ্মবর্তিনঃ ॥ ৯ ॥  
 যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্বাপয়িত্বা বিধানতঃ ।  
 রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাং কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ১০ ॥  
 শ্রুত্বা স্তদর্শনং তত্র মুনীনামাশ্রমে স্থিতম্ ।  
 হস্তকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্বতম্ ॥ ১১ ॥  
 নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্ \*  
 দুর্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্ ॥ ১২ ॥  
 শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাস্তিস্তদুঃখিতা ।  
 আগচ্ছন্তং বালপুত্রা ভয়ার্তা সৈন্যসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥

পূর্ণগরী নৃতনেব বভৌ ॥ ৬—৮ ॥

( সমবুদ্ধয়ঃ সৰ্বভূতেষু সমদর্শিন ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

আরোহণ করিলে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দিকে স্ততিধ্বনি ও বাদিত্র নিবন  
 হইতে লাগিল, ইহাতে অযোধ্যানগরী নবানার ত্রায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥  
 মহারাজ ! অযোধ্যানগরীতে একরূপ উৎসব হইলেও কোন কোন সাধু ব্যক্তি ঘরে বসিয়া  
 স্তদর্শনের অরণ পূৰ্কক শোক করিতে লাগিলেন, হায় ! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল, সেই  
 সাক্ষী রাজপত্নী মনোরমাই বা পুত্রের সহিত কোথায় গমন করিল ; আচ্ছা ! বৈরিগণ  
 রাজ্যলোভে তাহার পিতাকেও রণস্থলে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৭—৮ ॥ সৰ্বজীবে সমদর্শী  
 সাধুগণ এইরূপ চিন্তাযুক্ত, দুঃখিত ও শত্রুজিতের বশবর্তী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যুধাজিও দৌহিত্রকে বিধিপূৰ্কক রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া মন্ত্রিগণের  
 প্রতি রাজ্যভার সমৰ্পণ পূৰ্কক স্বীয় পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর, যুধাজিও শ্রবণ করিলেন যে স্তদর্শন মুনীগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে ।  
 তখন তিনি সত্তর চিত্রকূট পর্বতে যাত্রা করিয়া বলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্দর্শ  
 নামক শৃঙ্গবের পতির নিকট সত্তর গমন করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ যুধাজিও সৈন্ত সমভিবাহারে  
 আগমন করিতেছেন মনোরমা ইহা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পুত্রটি বাসক এই ভাবিয়া

\* বলাভিকঃ । ইতি বা পাঠঃ ॥

তমুবাচাতিশোকাক্তা মুনিং সাক্ষবিলোচনা ।  
 কিং কৰোমি ক গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥  
 পিতা মে নিহতোহনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ ।  
 কৃতং মে হস্তকামোহত্র সমায়াতি বলাস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 পুত্রাশ্রুতং ময়া স্বামিন্ ! পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ ।  
 মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা ॥ ১৬ ॥  
 গতাস্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে ।  
 দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে ॥ ১৭ ॥  
 ধোম্যোহত্রিগালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ ।  
 চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণ্বশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥  
 বীতিহোত্রঃ স্তমস্তশ্চ যজ্ঞদত্তোহথ বৎসলঃ ।  
 রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীৰ্যজ্ঞকুৎ ক্রতুঃ ॥ ১৯ ॥  
 এতে চাশ্বে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ ।  
 বেদপাঠযুতাঃ সৰ্ব্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ ॥ ২০ ॥  
 দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনৈ ! ।  
 আশ্রমে চারুসৰ্ব্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংযুতে ॥ ২১ ॥  
 পার্থা মৃগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাঘনম্ ।  
 ধনুর্বাণধরা বীরাঃ পশ্কেব শত্রুতাপনাঃ ॥ ২২ ॥

বালো বালকঃ পুত্রো যশা এতেন রক্ষকভাবস্ত্বং স্মৃতিতম্ ॥ ১৩—২০ ॥)

অত্যন্ত দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং অতিশয় শোকাক্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে  
 কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর ! যুধাজিৎ এখানে সসৈন্তে আগমন করিতেছেন, আমি এখন কি  
 করি এবং কোথায় বা যাই ॥ ১৩—১৪ ॥ তিনি আগার পিতাকে নিহত করিয়া আপন  
 দৌহিত্রকে রাজা করিয়াছেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমার এই শৈশব পুত্রকে বিনাশ  
 করিবার নিমিত্ত সৈন্ত সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ প্রভো! আমি  
 শুনিয়াছি পূৰ্ব্বকালে পাণ্ডবগণ রন গমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত  
 বাস করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতায় একেবারেই মৃগয়া করিতে গমন  
 করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী, বেদপাঠে নিরত ধোম্য, অত্রি, গালব, পৈল,  
 জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণ্ব, জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, স্তমস্ত, যজ্ঞদত্ত,  
 বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকুৎ ও ক্রতু এবং অস্ত্রাশ্রয় পুণ্ড্রাঙ্গা ও মহাঙ্গা

তাবৎ সিদ্ধপতিঃ শ্রীমাদ্ভাগবতো বলসংযুতঃ ।  
 আগতশ্চাশ্রমাভ্যাসে ঞ্জিত্বা তু নিগমধ্বনিম্ ॥ ২৩ ॥  
 ঞ্জিত্বা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ।  
 উত্ততার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ ॥ ২৪ ॥  
 যদা নিরগমত্তত্র ভূত্যদ্বয়সমস্থিতঃ ।  
 বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীনুদ্যমসংস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥  
 কৃতাজ্জলিপুটঃ স্বামিন্ ! সংস্থিতোহথ জয়দ্রথঃ ।  
 আশ্রমে মুনিভির্জুষ্টে ভূপতিঃ সংবিশেষ হ ॥ ২৬ ॥  
 তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রক্ষুকামাঃ দ্বিয়স্তদা ।  
 আয়ুর্শ্মুনিভার্য্যশ্চ কোহয়মিত্যববৃম্পম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা ।  
 জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরী ॥ ২৮ ॥  
 তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকণ্ঠামিবাপরাম্ ।  
 পপ্রচ্ছ নৃপতির্ধোম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা ॥ ২৯ ॥

বলাভিধং নিষাদাধিপতিং শৃঙ্গবেরপুত্রাধিপং ছর্দশাখ্যং পুরস্কৃত্য রাজাগাদিত্যর্থঃ ॥ ২১-২৫ ॥

- ভারবাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬—২১ ॥ এদিকে শঙ্করবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ধারণ পূর্বক যুগগণের অঙ্গসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান্ সিদ্ধপতি জয়দ্রথ সৈন্তসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে, বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রম সন্নিধানে আগমন করিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ সেই নরপতি পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্ত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন তিনি ছুইটিমাত্র ভূত্য সঙ্গে করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে গমন পূর্বক তাঁহাদিগকে বেদপাঠে নিরত অবলোকন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষার অবস্থিত রহিলেন । প্রভো ! রাজা জয়দ্রথ এইরূপে মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর মুনিপত্নীগণ, এ ব্যক্তি কে, ইহা জিজ্ঞাসা করত সেই রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যাক্ষী যাজ্ঞসেনীও আগমন করিলে জয়দ্রথ বিতীর্ণ কমলার জ্ঞায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন ॥ ২৮ ॥ জয়দ্রথ দেবকণ্ঠার জ্ঞায় কান্তিমতী সেই অসিতাপাঙ্গী রাজতনয়াকে দর্শন করিয়া মহর্ষি ধোম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য ! মনোরমা স্ত্রীমা ও কমলাননা এই অঙ্গনা কে ? ইনি কাহার ভার্যা বা কাহার তনয়, ইহাঁর নামই বা কি ? আহা ! ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে বোধ হয় যেন

ভাৰ্য্যা কস্ত হতা কস্ত নান্না কা বরবর্দিনী ।

রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা ॥ ৩০ ॥

বর্ষরবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা ।

রাক্ষসীবৃন্দগা নুনং রন্তেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১ ॥

সত্যং বদ মহাভাগ ! কস্তেয়ং বল্লভাবলা ।

রাজপত্নী বচাভাতি নৈষা মুনিবধূর্দ্বিজ ! ॥ ৩২ ॥

ধোম্য উবাচ ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভাৰ্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা ।

পাঞ্চালী সিদ্ধুরাজেন্দ্র ! বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ উবাচ ।

ক গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিস্রজতাঃ ।

বসন্ত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য উবাচ ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ ।

আগমিম্যস্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পাণ্ডিবাঃ ॥ ৩৫ ॥

তচ্ছব্দা বচনং তস্মা উদতিষ্ঠদসৌ নৃপঃ ।

দ্রৌপদীসমিধৌ গত্বা প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

ভামিন্ ! হে ভারদ্বাজ ! ॥ ২৬—২৭ ॥

( ভাসাং মুনিপত্নীনাম্ । যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী ॥ ২৮—৩০ ॥ )

বর্ষুরাঃ কণ্টকবৃক্ষাঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

শচীদেবী অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই ভামিনী কণ্টক বৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ছায়া এবং রাক্ষসী বৃন্দের মধ্যগতা রন্তার ছায়া শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ মহাভাগ ! আপনি সত্য কথিয়া বলুন এই অবলা কাহার প্রেয়সী ? হে দ্বিজ ! আমার বোধ হইতেছে ইনি মুনিবধু নহেন কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা, পাঞ্চালরাজার তনয়া দ্রৌপদী, ইনি পাণ্ডবগণের ভাৰ্য্যা, এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ কহিলেন, সেই সর্বত্র বিখ্যাত শৌর্য্যবীৰ্য্য-সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, তাহারা বিগত শোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন ? ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র রথে আরোহণ পূৰ্ণক মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ মুনিবরের সেই



কুশলস্তে বরারোহে ! রু গতাঃ পতয়ন্ত তে ।  
 একাদশ গত্যন্ত্য বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭ ॥  
 দ্রৌপদী তু তদোবাচ স্বস্তি তেহস্ত নৃপাক্ষজ ! ।  
 বিশ্রমশ্যশ্রমাভ্যাসে কৃণাদায়ান্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 এবং বুভুস্ত্যাং তস্তাস্ত লোভানিষ্ঠঃ স ভূপতি ।  
 জহার দ্রৌপদীং বীরোহনাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥  
 কস্তচিন্মৈব বিশ্বাসঃ কৰ্তব্যঃ সৰ্বথা বুধৈঃ ।  
 কুৰ্ব্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তস্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০ ॥  
 বিরোচনস্ততঃ শ্রীমান্ ধৰ্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 যজ্ঞকর্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১ ॥  
 নাধৰ্ম্মে নিরতঃ কাপি প্রহ্লাদস্ত চ পৌজকঃ ।  
 একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২ ॥  
 সত্বমুত্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি ।  
 নিৰ্জিকারোহপি ভগবান্ দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥

( বনে বসতাং পাণ্ডবানাং একাদশ বর্ষাণি গতানি । অতঃ পাণ্ডবা হি অতিহৃত্যগ্যা  
 ইতি স্মৃতিতম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

লোভাক্ষুণ্ণঃ কোহপি ন বিশ্বসনীয় ইত্যত আহ কস্তচিন্মৈবতি ॥ ৪০—৪৮ ॥ )

বাক্য শ্রবণে সিদ্ধরাজ উঠিয়া দ্রৌপদীর সম্মিথানে গমন পূৰ্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, বর-  
 বর্ষাণি ! আপনার মঙ্গল ত ? আপনার বল্লভগণ কোথায় গমন করিয়াছেন ? অদ্য একাদশ  
 বৎসর গত হইল আপনারা বনমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন দ্রৌপদী কহিলেন,  
 রাজপুত্র ! তোমার মঙ্গল হউক তুমি আশ্রম সম্মিথানে কৃণকাল অপেক্ষা কর পাণ্ডবগণ  
 এখনি আগমন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ পাঞ্চালী এই কথা বলিলে সেই বীর্যবান্ রাজা লোভাবিষ্ট  
 হইয়া মুনিসত্তমগণকে অনাদর করত দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ প্রভো ! কাহার  
 প্রতি কোনও প্রকারে বিশ্বাস করা বুধগণের কৰ্ত্তব্য নহে, যদি কেহ কখন করেন তবে  
 তিনি অবশ্যই দুঃখে পতিত হইবেন, বলিরাজাই এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্তস্থল । বিরোচনের  
 পুত্র শ্রীমান্ ধৰ্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্তা, দাতা, শরণ্য সাধুজনের সম্মত এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন,  
 তাহার মন কখন অধৰ্ম্ম পথে গমন করিত না, তিনি নবনবতি সাংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ  
 সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ কিন্তু, যোগিগণ সততই বাহার সেবা করিয়া থাকেন  
 সেই সত্বমুত্তি নিৰ্জিকার ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য সাধনার্থ, কণ্ট রামনরূপে  
 কল্প পৃথি হইতে উৎপন্ন হইয়া, ছলপূৰ্ব্বক তাঁহার রাজ্য এবং সমাগরা পৃথিবী হরণ

কশ্যপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবানমঃ ।  
 রাজহুগ্ধলেন হৃতবান্ মহীকৈব সমাগরাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সৌভবৎ সত্যবাগ্ৰাজা বলিবৈরোচনিস্তদা ।  
 কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অতঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সত্ত্বমূর্তিনা ।  
 বামনং রূপমাস্মায় যজ্ঞপাতং\* চিকীর্ষতা ॥ ৪৬ ॥  
 ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা ।  
 লোভশ্চেতসি চেৎ স্বামিন্ ! কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥  
 লোভাহতাঃ প্রকূর্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল ।  
 পরলোকাদ্ভয়ং নাস্তি কশ্চচিৎ কহিচিন্মুনে ! ॥ ৪৮ ॥  
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ ।  
 প্রপতন্তি নরাঃ সম্যগ্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥  
 দেবানারাদ্য সততং বাঙ্কস্তি চ ধনং নরাঃ ।  
 ন দেবাস্তুৎ করে কৃত্বা সমর্থ্য দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥  
 অন্তস্থানীয় তে বিভং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্ ।  
 বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১ ॥

প্রপতন্তি নরকে ইতি শেষঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ প্রভো ! আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বিরোচনভনয় সদাশয়  
 রাজা, অঙ্গীকৃত প্রদানপুংসর সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু কপটাচার করিয়া ইন্দের  
 অতীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার বাসনায় বামনরূপ ধারণ  
 পূর্বক সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণুই যদি এরূপ কার্য্য করিলেন, তবে অত্ৰ প্রাকৃত ব্যক্তি যে সেইরূপ  
 কার্য্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৪৬ ॥ অতএব কোনও প্রকারে কদাচিৎ  
 কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, প্রভো ! যাহার চিত্তে লোভ বিদ্যমান রহিল, তাহার  
 দাবার পাপের ভয় কি ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! প্রাণিগণ লোভে আবিষ্ট হইয়াই পাপকার্য্যের  
 লুপ্তান করিয়া থাকে কখন কাহারও পরলোকে ইষ্টানিষ্টের ভয় হয় না । মানবগণ লোভ  
 হেতু সম্যকরূপে অভিজুতচিত্ত হইয়া বাক্য, কৰ্ম্ম ও মানস দ্বারা পুরুষ গ্রহণ পূর্বক  
 পাতিত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেখুন, নরগণ নিয়তই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন  
 কামনা করে, কিন্তু দেবতাগণ তাহা হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে সক্ষম হন না,

\* পক্ষপাতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধাত্তবস্ত্রাদিকং বহু ।  
 দেবানর্চয়তে বৈশ্ণো মহর্ষির্মে ভবেদिति ॥ ৫২ ॥  
 অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাণিজ্যে ন পরস্তপ ! ।  
 গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ঘ্যোপি কাজ্কতি ॥ ৫৩ ॥  
 এবং হি প্রাণিনঃ সর্বৈঃ পরস্বাদানতং পরাঃ ।  
 বর্তন্তে সততং ব্রহ্মন্ ! বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাধ্যয়নমেব চ ।  
 লোভমোহরতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥  
 তস্মাদেনং মহাভাগ ! বিসর্জয় গৃহং প্রতি ।  
 সপুত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫৬ ॥  
 ইত্যুক্তোহসৌ মুনিস্তাবদগত্বা যুধাজিতং নৃপম্ ।  
 উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৭ ॥

সর্বো ব্যবহারো লোভমূলক এবেতি দর্শয়তি অন্তঃস্থানীয় তে ইতি । তে দেবা অন্তঃ  
 পুরুষস্ত বিত্তমানীয় তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি মনীষিতং ধনং বাণিজ্যাদিব্যবহারেণ বা তস্মাদ্বেবা  
 অপি পরস্বাদানতং পরা এবৈত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

তাহারা ইহা বাণিজ্য, দান, চৌর্য বা বলাদি দ্বারা অস্ত্রের নিকট হইতে আনয়ন পূরক  
 প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ বৈশ্তগণ বহুতর ধাত্ত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ  
 পূরক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥  
 হে সংবতাস্তন ! এই বাণিজ্য বিষয়ে কি পর ধন গ্রহণেচ্ছা নাই ? অবশ্যই আছে । আরও  
 আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সময় দ্রব্য ক্রয়  
 করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া  
 থাকে ॥ ৫৩ ॥ হে তপোধন ! এইরূপে সকল প্রাণিগণ পর ধন গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর  
 হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? ॥ ৫৪ ॥ যাহারা  
 লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থ পর্য্যটন, ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই  
 বিফল হয়, যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তৎসমস্তই অকৃতের স্তায়  
 হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥ অতএব হে মহাভাগ ! আপনি যুধাজিতকে গৃহের প্রতি প্রীতি-  
 নিবৃত্ত করুন, তাহা হইলে আমি পুত্রের সহিত এই স্থানে জানকীর স্তায় অবস্থিতি  
 করিব ॥ ৫৬ ॥

মনোরমা এইরূপ নিবেদন করিলে তেজঃশালী মহর্ষি ভারদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন  
 পূরক कहিলেন, রাজন ! তুমি নিজপুরে অথবা বৃথা ইচ্ছা গমন কর, মনোরমার পুত্র

গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং স্বপুরুষং নৃপসন্তম ! ।

নেয়ং মনোরমাত্যোতি বালপুত্রা অদুঃখিতা ॥ ৫৮ ॥

যুধাজিহ্ববাচ ।

যুনে ! মুক্ হঠং সৌম্য ! বিসর্জয় মনোরমাম্ ।

ন চায়াস্তাম্যহং যুক্তা নেয়াম্যদ্য বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাপ্রমাৎ ।

বিশ্বামিত্রো যথা ধেমুং বশিষ্ঠস্ত যুনেঃ পুরা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
অদর্শনহননেচ্ছয়া যুধাজিতো ভারদ্বাজাপ্রমগমনং নাম ষোড়শোইধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গ্রহণকাল ইতি । যস্মাদ্ভাবংপরমিতং বাধুর্ষিকং গ্রাহং তস্মাদ্তদপেক্ষাধিকং  
কাজ্জতি ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বিশ্বামিত্র ইতি । স যথা নীতবাংস্তথা স্বং নয় । তস্ত গতিবন্তবাপি গতির্ভবিষ্যতীতি  
তাৎপর্যম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোইধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বালক, সেই রাজহুহিতা অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, অতএব সে এখন তোমার নিকট  
আসিতে পারিবে না ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যুধাজিৎ কহিলেন, হে সৌম্য ! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে  
প্রদান করুন ; আমি তাহাকে কখনই ছাড়িয়া যাইব না, যদি সহজে প্রদান না করেন,  
তাহা হইলে আমি বলপূর্বক লইয়া যাইব ॥ ৫৯ ॥ ঋষি কহিলেন, মহারাজ ! যদি তোমার  
শক্তি থাকে তবে, পুণ্ড্র যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম হইতে ধেমু হরণ করিয়াছিল,  
সেইরূপ তুমিও আমার আশ্রম হইতে বলপূর্বক মনোরমাকে লইয়া যাও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-

বতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে অদর্শনের হননেচ্ছয়া

যুধাজিতের ভারদ্বাজাপ্রমে গমন নামক ষোড়শ

“অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য বচন্তশ্চ মুনেন্ত্ৰাবনীপতিঃ ।

মস্ত্রিবৃদ্ধং সমাহুয় পপ্রচ্ছ তমতদ্ভিতঃ ॥ ১ ॥

কিং কৰ্তব্যং শ্ৰবুন্ধেহত্র ময়াদ্য বদ শ্ৰুত ! ।

বলান্ময়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ শ্ৰুতাবিগীম্\* ॥ ২ ॥

রিপুরল্লোহপি নোপেক্ষ্যঃ সৰ্ব্বথা শুভমিচ্ছতা ।

রাজযশ্কেব সম্বন্ধো মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥

নাত্র সৈশ্চং ন যোদ্ধাস্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ ।

গৃহীত্বা হন্মি তং তত্র দৌহিত্ৰশ্চ রিপুং কিল ॥ ৪ ॥

নিষ্কটকং ভবেদ্রাজ্যং যতাম্যদ্য বলাদহম্ ।

হতে শ্ৰদর্শনে নূনং নির্ভয়োহসৌ ভবেদতি ॥ ৫ ॥

---

দ্বিষষ্টলোকবর্ধৈস্ত বিখ্যামিত্রকথোত্তরম্ ।

কামবীজস্ত সস্ত্রাণী রাজপুত্রস্ত কথ্যতে ॥

মুনিবাক্যশ্রবণোত্তরং রাজা যৎকৃতবাংস্তদাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি । অবনীপতিযুধাম্জিৎ ॥১॥

শ্রমতমাহ নম্যামি নেম্যামি ॥ ২—৩ ॥

হন্মি হনিষ্যামি ॥ ৪ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধাম্জিৎ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তার কথা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই প্রধান বৃদ্ধমস্ত্রিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবৃদ্ধে ! এখন আমার কৰ্তব্য কি ? আমি সেই শ্রুতাবিগী মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূৰ্ণক লইয়া যাইতে চাই, কারণ আয়ত্নহিতাভিলাষী মানবগণ ক্ষুদ্র রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না, যদি করে তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র বৈরিও রাজ্যসম্ভার ভায় সম্যাক্রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥ আর দেখুন, এস্থলে সৈন্তও নাই যোদ্ধাও নাই, অতএব আমাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, আমি যথেষ্টরূপে দৌহিত্রশত্ৰুকে গ্রহণ করিয়া বিনাশ করিতে পারিব ॥ ৪ ॥ অদ্য আমি তাহাকে বলপূৰ্ণক গ্রহণ করিতে যত্ন করিব কারণ, শ্রদর্শন হত হইলে রাজ্য নিষ্কটক হইবে এবং আমার দৌহিত্রও নির্ভয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

---

\* সপুত্রাকাও ভাবিনীম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

## প্রধান উবাচ ।

সাহসং ন হি কর্তব্যং অস্তং রাজমুনৈর্বচঃ ।

বিশ্বামিত্রস্ত দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ ! ॥ ৬ ॥

পুরা গাধিস্থতঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রোহতিবিশ্রুতঃ ।

বিচ্যন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যাগাৎ ॥ ৭ ॥

নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।

উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনাং দত্তবিস্করঃ ॥ ৮ ॥

নিমজ্জিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা ।

সসৈন্যশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥

নন্দিত্বাসাদিতং সর্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ ।

ভুক্ত্বা রাজা সসৈন্যশ্চ বাঙ্হিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০ ॥

প্রতাপং তঞ্চ নন্দিত্বাঃ পরিজায় স পার্শ্বিবঃ ।

যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যতামি যত্নং করিষ্যামি ॥ ৫ ॥

রাজা মতস্ত শ্রবণান্তরং মন্ত্রী মুনিনা বিশ্বামিত্রস্ত দৃষ্টান্ত উক্তস্তদতিপ্রায়মুপবর্ণ্য রাজানং সাহসান্ধিবারয়তীত্যাহ সাহসমিতি ॥ ৬ ॥

দৃষ্টান্তমুপপাদয়ন্ দৃষ্টান্তোক্তেরতিপ্রায়মাহ পুরিত । গাধিরাজস্ত স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

মুনিনা বশিষ্ঠেন ॥ ৮—৯ ॥

নন্দিত্বাসাদিতং নন্দিত্বা কামধুকৃত্য স্বস্তনেভ্যো নিকৃষ্ট দত্তং বাঙ্হিতং যন্ত যদপেক্ষিতং তৎ ॥ ১০—১১ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আপনার সাহস করা কর্তব্য নহে, আপনি ত মুনি-বরের বাক্য শ্রবণ করিলেন ; ইনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক কহিয়া-ছেন ॥ ৬ ॥ মহারাজ ! পূর্বে গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন, একদিন সেই নৃপবর ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতাপাশ্রিত রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে ঋষিবর তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, রাজাও তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে একটি ধেনু ছিল, ঋষিবর তাঁহার দুগ্ধ হইতে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন, রাজা সমস্ত সৈন্তের সহিত সেই স্মিষ্ট ভোজনীয় ত্রয় সকল ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং নন্দিনীর প্রভাব জানিতে পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মুনিবর ! যে সকল

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

মুনে ! ধেনুসহস্রং তে ঘটোগ্রীনাং দদাম্যহম্ ।

নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরম্পদং ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

হোমধেনুরিয়ং রাজন্ম দদামি কথঞ্চন ।

সহস্রঞ্চাপি ধেনুনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

অমৃতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেপ্সিতম্ ।

দেহি মে নন্দিনীং সাধো ! গ্রহীষ্যামি বলাদথ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কামং গৃহাণ নৃপতে ! বলাদদ্য যথাকৃচি ।

নাহং দদামি তে রাজন্ ! স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাৎ ॥ ১৫ ॥

তচ্ছ ত্বা নৃপতিভৃত্যানাদিদেহ মহাবলান্ ।

নয়ঞ্চ নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পস্বংস্থিতাং ॥ ১৬ ॥

তে ভৃত্য জগৃহ্বর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্ ।

বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাশ্রুলোচনা ॥ ১৭ ॥

ঘটোগ্রীনাং ঘটবদৃধো বাসাং গবাং তাপাং বহুধ্ববতীনামিতি তাৎপর্যম্ ॥ ১২ ॥

ন দদামি ন দাস্তামি । তবেদং তবৈব তিষ্ঠতু ॥ ১৩—১৪ ॥

গৃহারিকাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

ধেনুর আলান কলসের ত্রায় বৃহৎ আমি আপনাকে সেইরূপ সহস্র ধেনু প্রদান করিব, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি এই নন্দিনী ধেনু আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্ ! এইটা আমার হোমধেনু, আমি ইহাকে কোনক্রমেই প্রদান করিতে পারি না, আপনার সহস্র ধেনু আপনারই থাকুক ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে সাধুবর ! আমি আপনাকে অমৃত বা লক্ষ অথবা আপনার ইচ্ছামত ধেনু প্রদান করিব, আপনি আমাকে এই নন্দিনী ধেনুটা প্রদান করুন, আর যদি সহজে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্বক গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, যেরূপ অভিলাষ, আপনি বলপূর্বক সেই রূপেই গ্রহণ করুন, রাজন্ ! আমি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ হইতে নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র, বলশালী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা আপন বলদর্পে এই

মুনে ! ত্যজসি মাং কস্মাৎ কর্ষয়ন্তি স্তুষস্তিতাম্\* ।

মুনিভ্যাং প্রত্ন্যবাচেনং ত্যজে নাহং স্তুষ্মন্ধে ! ॥ ১৮ ॥

বলান্নয়তি রাজামৌ পূজিতোহন্য ময়া শুভে ! ।

কিং করোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯ ॥

ইত্যাশ্রিতা মুনিনা ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ ।

হস্তারবং চকারাশু ক্রুরশবং স্তদারুণম্ ॥ ২০ ॥

উদগতাস্তত্র দেহাত্তু দৈত্যো ঘোরতরাস্তদা ।

সামুখাস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতিব্রুবন্তঃ কবচারতাঃ ॥ ২১ ॥

সৈন্যং সর্বং হতং তৈস্ত নন্দিনী প্রতিমোচিতা ।

একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোহতিদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥

হস্ত পাপোহতিদীনাত্মা নিন্দন্ ফাজ্রবলং মহৎ ।

ব্রাহ্মং বলং তুরারাদ্যং মত্বা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥

তপ্তা বহুনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে ।

ঋষিভ্যং প্রাপ গাধেন্যস্ত্যক্তা ফাজ্রং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪ ॥

বস্ত্রিতাঃ হস্তপাদাদিশ্চ বন্ধাম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধেনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল ॥ ১৬ ॥ ভৃত্যগণ এই আদেশ পাইয়া ধেনুকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলে সুরভিনন্দিনী কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিবরকে কহিলেন ; তপোধন ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা ইহারা আমাকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে কেন ? মুনি কহিলেন, নন্দিনি ! তোমার হৃদয়ে আমার সমস্ত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয় ; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। কল্যাণি ! আমি এই রাজাকে সম্মান পূর্বক আতিথ্যাদি দ্বারা তোমার হৃদয়ে ভোজন করাইয়াছি, সেই জন্ত ইনি বলপূর্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া বাইতেছেন, আমি কি করিব, নন্দিনি ! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ॥ ১৭—১৯ ॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু ক্রোধাব্বিতা হইয়া ঘোরতর হস্মারব করিয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন তাঁহার দেহ হইতে সেই স্থানেই আয়ুধধারী কবচযুক্ত ঘোরতর দৈত্য সকল বহির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, ধাক্ ধাক্ এখনই প্রতিকূল প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যগণ বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্তগণকেই বিনাশ করিল। রাজাও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে একাকী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২২ ॥ হায় ! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে মহৎ ক্ষত্রিয় বলের নিন্দা করিলেন এবং ব্রহ্মবল অত্যন্ত দুর্লভ ভাবিয়া তপত্যাচরণে প্রবৃত্ত

\* কবচাদ্য বসংস্থিতাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।



তস্মাদ্ভগমপি রাজেন্দ্র ! মা কৃথা বৈরমমুতয় ।  
 কুলনাশকরং নুনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্ ॥ ২৫ ॥  
 মুনিবর্ধ্যং ব্রজাদ্যং ত্বং সমাশ্বাস্ত তপোনিধিম্ ।  
 হৃদদর্শনোহপি রাজেন্দ্র ! তিষ্ঠত্বত্র যথাস্থম্ ॥ ২৬ ॥  
 বালোহয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্ ।  
 বৃথা তে বৈরভাবোহয়মনাথে দুর্বলে শিশৌ ॥ ২৭ ॥  
 দয়া সর্বত্র কর্তব্য্য দৈবধীনমিদং জগৎ ।  
 ঈর্ষ্যা কিং নৃপশ্রেষ্ঠ ! যদ্যব্যং তদ্ব্যবসিতি ॥ ২৮ ॥  
 বজ্রং তৃণায়তে রাজন্ ! দৈবযোগান্ন সংশয়ঃ ।  
 তৃণং বজ্রায়তে কাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯ ॥  
 শশকো হস্তি শার্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্ ।  
 সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যুধাজিৎপসন্তমঃ ।  
 প্রণম্য তং মুনিং মূৰ্দ্ধ্না জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ৩১ ॥

হবেতি গবাং শক্ৰস্তানুকরণম্ ॥ ২০—২৪ ॥

তথা হে রাজমুনিনা দৃষ্টাশ্চো দত্তোহয়ং তস্তেদং তাৎপর্যং ত্রয়াপি সাহসং ক্রিয়তে  
 চেত্তবাপি তথৈবাবস্থা ভবিষ্যতীতি যস্মাদেবং তস্মাদিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ২৫—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্তা  
 করিয়া ক্ষান্তার্থ পরিত্যাগ পূর্বক ঋষিধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও কদাচ তাপসদিগের সহিত কুলবিনাশকর এবং ঘোরতর  
 শক্ৰতাজনক সমর করিবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনি মুনিবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এক্ষণে  
 গৃহে গমন করুন । হৃদদর্শনও এইস্থানে যথাস্থখে অবস্থিতি করুক ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! এই  
 বালক নির্ধন, এ আপনার কি অপকার করিবে ? এই অনাথ, দুর্বল, শিশুর প্রতি আপনার  
 শক্ৰতাভাব প্রকাশ করা বিফল ॥ ২৭ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন, অতএব সর্বত্রই দয়া করা  
 কর্তব্য ; নৃপবর ! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে ? বাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটবে ॥ ২৮ ॥  
 রাজন্ ! দৈবযোগে ক্রুখ বজ্রও তৃণতুল্য এবং তৃণও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ মহারাজ !  
 আপনি অভিশয় বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া দেখুন, দৈবযোগে শশকও শার্দূলরাজকে এবং  
 মশকও গজরাজকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব, আপনি সাহস পরিত্যাগ করিয়া  
 মদুস্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥

মনোরম্যাপি স্বস্থাতৃদাশ্রমে তত্র সংস্থিতা ।

পালয়ামাস পুত্রস্তং হৃদর্শনমুতত্রতম ॥ ৩২ ॥

দিনে দিনে কুমারোহসৌ জগামোপচয়ং ততঃ ।

মুনিবালগতঃ ক্রীড়ম্ভির্ভয়ঃ সর্বতঃ শুভঃ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদল্লং সমুপাগতম্ ।

ক্লীবেতি মুনিপুত্রস্তমামন্ত্রয়ত্তদন্তিকে ॥ ৩৪ ॥

হৃদর্শনস্ত তচ্ছ্রদ্ধা দধারৈকাক্ষরং স্ফুটম্ ।

অনুস্বারায়ুতং তচ্ছ প্রোবাচাতি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥

বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা ।

জজাপ বালকোহত্যর্থং ধৃষ্টা চেতসি সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাবিযোগান্মহারাজ ! কামরাজাখ্যমমুতম্ ।

স্বভাবেনৈব তেনেখং গৃহীতং বালকেন বৈ ॥ ৩৭ ॥

তদার্দৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমমুত্তমম্ ।

ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানং শ্রাসবিবর্জিতম্ ॥ ৩৮ ॥

উপচয়ং বৃদ্ধিম্ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্মতি । কংস্মিচ্চিৎ সময়ে বিদল্লং মন্ত্রিণং মুনিপুত্রো হান্তবশাং ক্লীবেতি নাম্না-  
মন্ত্রয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

হৃদর্শনম্ভিতি । তদ্ব্যাক্যং হৃদর্শনঃ শ্রদ্ধা তস্ত নাম আদ্যমেকাক্ষরং প্রারম্ভবশাদহু-  
স্বারায়ুতমন্ত্রস্বারেণ বিহীনমপি চিত্তে দধার স্থাপয়ামাস পুনঃপুনঃ প্রোবাচ জজাপ চেত্যর্থঃ ।

বাস বলিলেন, রাজন্ ! নৃপসন্তম যুধাজিৎ মন্ত্রিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত-  
মস্তকে মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্বক নিজ নগরীতে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ মনোরমাও  
স্বস্থচিত্তে সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ত্রতনিরত হৃদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩২ ॥ সেই প্রিয়দর্শন রাজকুমার দিন দিন শশিকলার স্তায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল  
এবং তথায় মুনিবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে  
লাগিল ॥ ৩৩ ॥ একদিন বিদল্লমন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আমোদ  
করিয়া হৃদর্শনের সন্নিধানে তাঁহাকে “ক্লীব ক্লীব” বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥  
হৃদর্শন সেই ক্লীব শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাক্ষর “ক্লী” এই শব্দ  
ধরিয়া লইল এবং অনুস্বার বর্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে  
লাগিল ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে  
নিয়ন্তর জপ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! ভবিষ্যতের বলবত্তা হেতু বালক হৃদর্শন  
এই প্রকারে কামরাজ নামক অমৃত বীজমন্ত্র স্বীয় স্বভাব দ্বারা এই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

প্রজপন্ননসা নিত্যং ক্রীড়ত্যপি অপিত্যপি ।

বিসম্মার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোহসৌ নৃপাক্ষজঃ ।

মুনিনা চোপনীতোহথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০ ॥

ধনুর্বেদং তথা সাক্ষং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ ।

অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১ ॥

কদাচিৎ সোহপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ ।

রক্তাশ্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্বাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪২ ॥

গরুড়ে বাহনে সংস্থ্যং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্রুতাম্ ।

দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাক্ষজঃ ॥ ৪৩ ॥

বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোহথ সর্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ ।

মাতরং সেবমানস্ত বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪ ॥

শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ ।

তুণীরং কবচং তস্মৈ দত্তং চাম্বিকয়া বনে ॥ ৪৫ ॥

এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্ত স্ত্রপ্রিয়া ।

নাম্না শশিকলা দিব্যা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬ ॥

তেন বকারে উক্তেহুপাংশুচারণাব্যকারমশ্রুত্বা ক্রীত্যেব নাম চমৎকৃতমস্তীত্যভিপ্রায়েণ  
অজ্ঞাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪৬ ॥

রাজপুত্র পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ঋষি ও ছন্দোবিহীন ধ্যান ও ভ্রাসবর্জিত এই  
অত্যাশ্রিত মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন কি ক্রীড়াকালে কি শয়ন সময়ে সর্বদাই ইহা মনে  
মনে জপ করিতে লাগিল; নিজে স্বভাবতই ইহাকে সার পদার্থ জানিয়া আর বিষত  
হইল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নৃপনন্দন ক্রমে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, মুনিবর তাহার  
উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রও সেই মন্ত্রবলে সাক্ষ ধনুর্বেদ  
ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিধি পূর্বক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪০—৪১ ॥  
একদিন স্নানদর্শন রক্তবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তবর্ণ ভূষণে বিভূষিত দেবীরূপ দর্শন করিল  
এবং গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্ভুত বৈষ্ণবীশক্তি সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদনপথ  
বিকসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর বহুবিদ্যা-বিশারদ স্নানদর্শন সেই বনমধ্যে  
অবস্থিতি করিয়া জননীর সেবা করত নদীতটে বিহার করিয়া বেড়াইত ॥ ৪৪ ॥ একদিন,  
অগজজননী সেই ক্ষত্রিয় বাসককে কানন মধ্যে শরাসন, শিলাশাশিত শর, তুণীর ও কবচ  
প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শুভ্রাব নৃপপুঞ্জং তং বনস্থঞ্চ স্মদর্শনম্ ।  
 সর্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্দীজনযুখাচ্ছ ত্বা রাজপুঞ্জং স্তসম্মতম্ ।  
 চক্রে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া ॥ ৪৮ ॥  
 স্বপ্নে তস্তাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশান্তরে ।  
 উবাচ বচনঞ্চৈদং সমাশ্বাস্ত স্তসংস্থিতাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 বরং বরয় স্ত্রোণি ! মম ভক্তঃ স্মদর্শনঃ ।  
 সর্বকামপ্রদস্তেহস্ত বচনাম্মম ভামিনি ॥ ৫০ ॥  
 এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্ ।  
 অম্বায়া বচনং স্মৃত্বা জহর্ষ ভূশমানিনী ॥ ৫১ ॥  
 উথিতা সা মুদা যুক্তা পৃষ্ঠা যাত্রা পুনঃপুনঃ ।  
 প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্রপাস্বিতা ॥ ৫২ ॥  
 জহাস মুদমাপন্না স্মৃত্বা স্বপ্নং মুহুর্মুহুঃ ।  
 সখীং প্রাহ তদাচ্যুতং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্ ॥ ৫৩ ॥

বরং বরয় যন্তবেঃ তদ্বরয় প্রার্থয় । অথচ মম ভক্তঃ স্মদর্শনস্তব কামপ্রদঃ পতিরস্ত  
 মে বচনাৎ ॥ ৫০—৫৫ ॥

মহারাজ ! এই সময়ে সর্বলক্ষণা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী শশিকলা নানী কানী-  
 বাজের প্রিয়তমা কত্কা, শ্রবণ করিলেন যে, সর্বলক্ষণসম্পন্ন শৌর্য্যসমন্বিত, দ্বিতীয়  
 কন্দর্পের ছায় পরম সূন্দর রাজপুত্র স্মদর্শন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
 নৃপনন্দিনী জ্ঞতিপাঠকের মুখে সেই অভিমত রাজপুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে  
 মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ৪৮ ॥  
 অনন্তর, একদিন বামিনীশেষে জগদম্বিকা রাজনন্দিনীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বপ্নযোগে  
 হিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, স্মদর্শন আমার ভক্ত, সে আমার  
 কো'তোমার সকল কামনাই পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানিনী শশিকলা এইরূপে  
 প্নযোগে জগদম্বিকার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে  
 আল্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, রাজবালা প্রকৃতবদনে শয্যা হইতে গাত্রোথান  
 রিলেন, তাঁহার জননী তাঁহার হর্ষ সন্দর্শনে আন্তরিক সন্তোষের অমুমান করিয়া পুনঃ  
 নঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শশিকলা লজ্জাপ্রযুক্ত আনন্দের কারণ প্রকাশ করিলেন না ॥ ৫২ ॥  
 তিনি স্বপ্ন শ্রবণে আল্লাদে পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হান্ত করিতে লাগিলেন এবং  
 বংশে এক সখীর নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

কদাচিত্ সা বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্ ।  
 সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 পুষ্পাণি চিহ্নতী বালা চম্পকাধঃস্থিতাবলা ।  
 অপশুদ্বাক্ষণং মার্গে আগচ্ছন্তং স্থাশ্বিতম্ ॥ ৫৫ ॥  
 তং প্রণম্য দ্বিজং শ্রামা বভাষে মধুরং বচঃ ।  
 কুতো দেশান্মহাভাগ ! কৃতমাগমনং স্থয়া ॥ ৫৬ ॥  
 দ্বিজ উবাচ ।

ভারদ্বাজাশ্রমাদবালে ! নুনমাগমনং মম ।  
 জাতং বৈ কার্য্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭ ॥  
 শশিকলোবাচ ।

তত্রাশ্রমে মহাভাগ ! বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ ।  
 লোকাতিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮ ॥  
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ঋবসন্ধিস্থতঃ শ্রীমানাস্তে স্তদর্শনো নৃপঃ ।  
 যথার্থনামা স্ত্রোশ্রোণি ! বর্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তস্য লোচনমত্যন্তং নিম্ফলং প্রতিভাতি মে ।  
 যেন দৃষ্টো ন বামোরু ! কুমারস্ত স্তদর্শনঃ ॥ ৬০ ॥

( তমিতি শ্রামা পারিভাষিকাকুলকণা উত্তমা স্ত্রী । তহন্তং, নীতকালে ভবেদ্রুমা উষ্ণ-  
 কালে চ নীতলা । সর্কাদ্বেষনবদ্যাকী সা শ্রামা পরিকীৰ্ত্তিতা ইতি ॥ ৫৬—৬০ ॥ )

কোন সময়ে সেই বিশালাক্ষী শশিকলা বিহারার্থ সখীর সহিত চম্পক শোভিত এক  
 মনোহর উপবনে গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ রাজবালা চম্পকতলে অবস্থিত হইয়া পুষ্পচয়ন  
 করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫৫ ॥ সর্কসুলকণা সর্কাসুলন্দরী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে  
 কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি কোন্দেশ হইতে আগমন করিতেছেন ? ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণ  
 বলিলেন, বালিকে ! আমি কার্য্যবশতঃ ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি  
 কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৭ ॥

শশিকলা কহিলেন, মহাভাগ ! সেই আশ্রমে অলৌকিক ও বর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে  
 অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি ? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, নিতম্বিনি ! সেখানে ঋবসন্ধিনামক নরপতির পুত্র পুরুষমণ্ডো পরম-  
 সুন্দর শ্রীমান্ স্তদর্শন তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥ হে বামোরু ! যে ব্যক্তি রাজকুমা-

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সৰ্ব্বৈ সিস্কৃণা ।

গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্ত্রে তেনৈব কৌতুকাৎ ॥ ৬১ ॥

তব যোগ্যঃ কুমারোহসৌ ভর্তা ভবিতুমহতি ।

যোগোহয়ং বিহিতোহপ্যাসীদগণিকাঞ্চনয়োরিব ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিশ্বামিত্রকথাকথনপূৰ্ব্বককামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কৌতুকাৎ সৰ্ব্গুণানামেকমাকরং দ্রষ্টুং তেনৈব বিধাত্রৈকস্মিন্ স্মদর্শনে সৰ্ব্বে গুণা  
নিহিতা ইত্যহং মন্ত্রে ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্মদর্শনকে কথন দর্শন করে নাই, আমার বোধ হয় তাহার লোচনযুগল নিতান্তই  
নিম্নল ॥ ৬০ ॥ হে কল্যাণি ! আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা যেন গুণ সমূহের আকর  
দেখিবার নিমিত্ত কৌতুকাবৃত্ত হইয়া সমস্ত গুণকেই একাধারে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥  
শোভনে ! অধিক আর কি বলিব সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত ;  
আমি বিবেচনা করি বিধাতা নিশ্চয়ই গণিকাঞ্চনের স্তায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্র কথ্য ও রাজপুত্রের কামবীজ

প্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।  
প্রত্যহে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎস্থানাতুত্বা সমাহিতঃ ॥ ১ ॥  
স। তু পূর্বানুরাগাদ্বেময়া প্রেম্নাতিচঞ্চলা ।  
কামবাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২ ॥  
অথ কামাদ্বিতা প্রাহ সখীং ছন্দোহনুবর্তিনীম্ ।  
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যচ্চ বর্ণাদনু ॥ ৩ ॥  
অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্ ।  
ভুনোতি মদনঃ পাপং কিং করোমি ক যামি চ ॥ ৪ ॥  
স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চবাণ ইবাপরঃ ।  
তপতে মে মনোহত্যর্থং বিরহাকুলিতং যদু ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশং পদৈর্যথ নিজাং সূতান্ ।

বিবাহরিতুমুদ্যক্তঃ কণীরাভ ইতীৰ্যতে ।

ইথং শশিকলাং স্তদর্শনসমাচারং ব্রাহ্মণ উক্তা গতবানিত্যাহ শ্রদ্ধেতি ॥ ১—২ ॥  
যচ্চ বর্ণাদনু দেহে বিকার উৎপন্ন ইতি সখীং প্রাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥  
অজ্ঞাতং রসবিজ্ঞানং যন্ত । এতন্ম শৃঙ্গাররসবিজ্ঞানং লোকৈকর্মে জ্ঞাতমিত্যর্থঃ । অধু-  
নৈব সম্ভ্রান্তবোবন ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই শ্যামা\* নৃপনন্দিনী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয়  
প্রোণাবিতা হইলেন এবং বিপ্রবরও সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান  
করিলেন ॥ ১ ॥ রাজনন্দিনী পূর্বাবধি সেই নৃপনন্দনের প্রতি অমুরাগ হেতু তদীয় প্রেম-  
নিমগ্না এবং চঞ্চলাচিতা ছিলেন, এখন ঐ দ্বিজবর গমন করিলে তিনি কামবাণে আহত  
হইয়া পড়িলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্মরণীড়িতা শশিকলা ছন্দোহনুবর্তিনী প্রিয়সখীকে কহিলেন,  
সখি! আমার এখনও সেই সংকুলজ রাজকুমারের রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ মুখে  
ঐহার কথা শ্রবণ করিয়া দেহে ও মনসে কামবিকারের উদয় হইল। পাপ মদন আমাকে  
অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে, বল সখি! এখন কি করি, কোথায় যাই? ॥ ৩—৪ ॥  
শ্রিয়সখি! আমি ঐহাকে স্বপ্নবোধে দ্বিতীয় কামদেবের জ্ঞান দর্শন করিয়াছি, তদবধি  
আমার কোমল মানস, ঐহার বিরহে একান্ত আকুলিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥

\* যে নারী শীতকালে উষ্ণ ও উষ্ণকালে শীতলা এবং বাহার সর্বদা অনিদিষ্ট তাহাকে স্ত্রীমা কহে ।

চন্দনং দেহলয়ং মে বিষবস্ত্যতি ভামিনি ! ।

অগ্নিং সর্পবলৈব চন্দ্রপাদাশ্চ বহুবৎ ॥ ৬ ॥

ন চ হর্ষ্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্বতে ।

ন দিবা ন নিশায়াং বা ন স্তথং স্তথসাধনৈঃ ॥ ৭ ॥

ন শয়া ন চ তাম্বলং ন গীতং ন চ বাদনম্ ।

প্রীগয়ন্তি মনো মেহদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে ॥ ৮ ॥

প্রয়াম্যদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ততে শঠঃ ।

ভীতান্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতৃস্তথা ॥ ৯ ॥

স্বয়ংবরং পিতা মেহদ্য ন করেতি কেরামি কিম্ ।

দাস্তামি রাজপুত্রায় কামং স্তদর্শনায় বৈ ॥ ১০ ॥

সন্ত্যন্তে পৃথিবীপালাঃ শতশঃ সংভূতর্কয়ঃ ।

রমণীয়া ন মে তেহদ্য রাজ্যহীনোহ্যস্যসৌ মতঃ ॥ ১১ ॥

শং কল্যাণং হর্ষ্যে গৃহে ন বনেহুপি ন দীর্ঘিকায়াং বাপ্যামপি ন ॥ ৭ ॥

ন প্রীগয়ন্তি এতে উপঢারা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শঠ ইত্যেনাতিপ্রেমবিরহাকুলচিত্তত্বং সূচিতম্ । প্রয়ামি যান্তামি পরন্তু কুললজ্জায়াঃ  
সকাশাভীতান্মি তথাপি পিতৃঃ পরতন্ত্রান্মি ততো ন ময়া গন্তং শকাতে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্য মে স্তদর্শনেনৈব বিবাহং করিষ্যতি তহি স্তদর্শনায় রাজপুত্রায় কামং মৈথুনং  
দাস্তামি ॥ ১০ ॥

সন্ত্যন্তে ইতি । ন মে তে মতা ইতিশেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

হে ভামিনি ! আমার এই দেহলয় চন্দন বিষের স্থায়, এই মালা ভূজঙ্গের স্থায় এবং চন্দ্র-  
কিরণ অনলের স্থায় বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥ সখি ! কি প্রাসাদ, কি বন, কি দীর্ঘিকা-  
কি পর্বত, কি দিবা, কি নিশা কিছুতেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না, স্তথসাধন বস্ত  
সকল বিপরীত ভাব ধারণ পূর্বক আমাকে নিয়ত দুঃখ প্রদান করিতেছে ॥ ৭ ॥ শয়া, তাম্বল,  
গীত, বাদ্য কিছুতেই আমার মন ও নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৮ ॥ সখি ! সেই  
বৎস যে বনে অবস্থান করিতেছে আমি অদ্যই তথায় গমন করিতাম, কিন্তু পিতার ও কুল-  
লজ্জার অধীন বলিয়াই ভয় করিতেছি ॥ ৯ ॥ আমার পিতা এখনও স্বয়ংবর করিতেছেন না  
আমি কি করিব, যদি তিনি স্বর্ধনের সহিত বিবাহ দিতেন তবে অদ্যই আমি সেই রাজ-  
কুমারকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিতাম ॥ ১০ ॥ সখি ! দেখ দেখি বিধাতার কি আশ্চর্য্য  
লীলা ! অত্যন্ত শত শত সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৃথিবীপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রমণীয়  
বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, কিন্তু সেই রাজপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তিনি আমার  
মন হরণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥



ব্যাস উবাচ ।

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ সূদর্শনঃ ।

বনবাসী ফলাহারস্তৃষ্ণাংশ্চিত্তে স্থসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥

বাগ্বীজস্ত জপাৎ সিদ্ধিস্তৃষ্ণা এষাপ্যপস্থিতা ।

সোহপি ধ্যানপরোহত্যস্তং জজাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্ ।

বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্বসম্পৎকরাস্বিকাম্ ॥ ১৪ ॥

শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্ ।

দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥

চতুর্ভিস্তরগৈযুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্ ।

জৈত্রং রাজসুতং জ্ঞাত্বা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬ ॥

সোহপি জগ্রাহ তং প্রীত্যা মিত্রত্বেন স্থসংস্থিতম্ ।

বৈশ্বমূলফলৈঃ সম্যগর্জয়ামাস শশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥

কৃতাতিথেয় গতে তস্মিন্মিষাদাধিপত্যে তদা ।

মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমুচুস্তাপসা মিথঃ ॥ ১৮ ॥

তস্তাশ্চিত্তে স্থসংস্থিত ইতি ইয়ং বা চিত্তশ্চৈবস্থিতিঃ সা বাগ্বীজস্ত জপং কৰোতি যা শশিকলা তজ্জাপাদ্যা সিদ্ধিস্তৃষ্ণাঃ সকাশাদেবোপস্থিতা ॥ ১৩—১৫ ॥

জৈত্রং জয়কারিণম্ ॥ ১৬ ॥

তং রথমুপায়নভূতং জগ্রাহ মিত্রত্বেন স্থিতং শশ্বরং নিষাদমর্জয়ামাস ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে সেই অসহায়, বনবাসী, ফলমুলাহারী, ধনহীন ও বলবীৰ্য্য-বিহীন সূদর্শন সততই রাজতনয়ার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল ॥১২॥ শশিকলারও সরস্বতী-বীজমন্ত্র জপহেতু, এই রাজপুত্রে অমুরাগরূপ ফলসিদ্ধির সঞ্চার হইয়াছিল। সূদর্শন ধ্যানরত হইয়া অত্যুত্তম কামরাজ-মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদিন স্বপ্নযোগে সেই পূর্ণরূপা, বৈষ্ণবীশক্তি, অব্যক্তা সর্বসম্পৎস্বরূপিণী বিশ্বমাতা অম্বিকার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ এই সময়ে শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ সূদর্শনকে সমস্ত উপকরণ-সম্বিত এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিবার মানসে ভারদ্বাজের পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথখানি অখ-চতুর্ভুজ, উত্তম পতাকার সুষোভিত ও সর্বত্র বিজয়শীল, অতএব ইহা এই রাজপুত্রের উপযুক্ত আনিয়া উপহার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫—১৬ ॥ সূদর্শনও মিত্রদত্ত সেই উত্তম রথ গ্রহণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা নিষাদরাজের সম্যকরূপে পূজা করিল ॥১৭॥ নিষাদপতি আতিথ্য গ্রহণান্তর গমন করিলে মুনীগণ ও তাপসগণ ঈতিহাসকারে কহিতে

রাজপুত্র ! ধ্রুবং রাজ্যং প্রাপ্যসি ত্বঞ্চ সর্বথা ।

অষ্টৈরহোভিরব্যগ্রঃ প্রতাপমাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রসমা তেহস্মিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী ॥

সহায়স্ত্ব স্নসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু স্নত্রত ! ॥ ২০ ॥

মনোরমাং তথোচ্চুস্তে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।

পুত্রস্ত্বহদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ! ॥ ২১ ॥

সাতানুবাচ তস্মদ্বী বচনং যোহস্ত্ব সৎফলম্ ।

দাসোহয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সছপাসনাং ॥ ২২ ॥

ন সৈন্তং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কচ্চন ।

কেন যোগেন পুত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্তুমিহাইতি ॥ ২৩ ॥

আশীর্বাদৈশ্চ বো নুনং পুত্রোহয়ং মে মহীপতিঃ ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিভ্রমাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রথারূঢ়ঃ স মেধারী যত্র যাতি স্নদর্শনঃ ।

অক্ষৌহিণীসমাবৃত ইবাভাতি স তেজসা ॥ ২৫ ॥

তং রাজপুত্রম্ ॥ ১৮—২৩ ॥

অতঃ সাধনং মৎপুত্রস্ত্ব রাজ্যপ্রাপ্তৌ ন দৃষ্টতে ভবতামাশীর্বাদৈরেব কেবলং  
ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

রথারূঢ় ইতি । এক এব সন্নক্ষৌহিণীসমাবৃত ইব ভাতি ॥ ২৫ ॥

লাগিলেন, রাজপুত্র ! ব্যগ্র হইও না, তুমি আপন প্রতাপে অল্প দিনের মধ্যে নিশ্চয়

রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৮—১৯ ॥ হে স্নত্রত ! বিশ্বমোহিনী বরপ্রদা অস্মিকা-

দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ; তোমার সহায়ও স্নসম্পন্ন হইয়াছে স্নতএব তুমি

আর চিন্তা করিও না ॥ ২০ ॥ ধৃতব্রত মুনীগণ মনোরমাকেও কহিলেন, শুচিস্মিতে ! তুমি

আর ভাবনা করিও না, তোমার পুত্র শীঘ্রই পৃথিবীপতি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

অনন্তর কৃশাঙ্গী মনোরমা মুনীগণের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রগণ ! আপন-

দিগের বাক্য সফল হউক, স্নজ্ঞনগণের উপাসনা দ্বারা যে রাজ্যলাভ হইবে তাহাতে

আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২২ ॥ সৈন্ত নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তিও নাই, তবে

কিরূপে কি উপায়ে আমার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥ আপনারা মন্ত্রবিদ-

গণের শ্রেষ্ঠ, আপনাদের আশীর্বাদ-বলেই আমার পুত্র নিশ্চয় মহীপতি হইবে নচেৎ অপর

কোন উপায় নাই ॥ ২৪ ॥

প্রতাপো মন্ত্রবীজস্ত নাথঃ কশ্চন ভূয়তে ।  
 এবং বৈ জপতন্তুস্ত্রীতিযুক্তস্ত সৰ্ব্বথা ॥ ২৬ ॥  
 সম্প্রাপ্য সদগুরোবীজং কামরাজাখ্যমহুতম্ ।  
 জপেদ্যস্ত শুচিঃ শান্তঃ সৰ্বান কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥  
 ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি স্তূৰ্ণভম্ ।  
 প্রসম্মায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্য নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥  
 তে মন্দাস্তেহতিতুর্ভাগ্য্য রোগৈস্তে সমভিক্রুতাঃ ।  
 যেষাং চিত্তে ন বিশ্বাসো ভবেদম্বার্কনাদিষু ॥ ২৯ ॥  
 যা মাতা সৰ্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীর্তিতা ।  
 আদিমাত্যেতি বিখ্যাতা নান্না তেন কুরুদ্বহ ! ॥ ৩০ ॥  
 বুদ্ধিঃ কীর্তির্ভূতিলক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ ।  
 সৰ্ব্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥ ৩১ ॥  
 ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল ।  
 ন ভজন্তি কৃতকৃত্তা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২ ॥

কৃত এবদিত্তিচেন্দ্রমহিমাংয়মিত্যাহ প্রতাপ ইতি । এবং বৈ এবং ফলং জাত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গুরোর্মন্ত্রমপ্রাপ্য জপত এবং সিদ্ধিরহুততা যন্ত সদগুরোবীজং কামরাজাখ্যমহুতং  
 সম্প্রাপ্য জপেৎ স সৰ্বান কামানবাগ্নুয়াদিত্যাহ সম্প্রাপ্যোতি ॥ ২৭ ॥

প্রসম্মাজ্ঞানমেজয়ায় শ্রীদেবীমহিমানমহুবদতি ব্যাসঃ ন তদন্তীতি । শিবায়াঃ সকাশা-  
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই মেধাবী স্মদর্শন রথারূঢ় হইয়া যেখানে গমন করিতে লাগিল,  
 সেই স্থানেই নিজতেজে অক্ষৌহিণী-পরিবৃত্তের ভাষ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ হে ভূপ !  
 ইহা বীজমন্ত্রের প্রতাপ, অত্ৰ কোন সামান্য পদার্থ নহে, স্মদর্শন শ্রীতিসহকারে একাগ্রমনে  
 জপ করিয়াই উক্তরূপ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি শুচি ও  
 শান্ত হইয়া কামরাজ নামক আশ্চর্য্যজনক বীজমন্ত্র সদগুরুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্বক  
 নিরন্তর জপ করে, নিশ্চয়ই তাহার সৰ্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥ ২৭ ॥ হে নৃপোত্তম ! স্বর্গ বা মর্ত্যে  
 এমন কোনও বস্তু নাই যাহা শিবাদেবী প্রসন্ন হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না ॥ ২৮ ॥  
 যাহারা অশ্বাদেবীর অর্জনা দিতে বিশ্বাস না করে তাহারা অত্যন্ত মলমতি ও দুর্ভাগ্য  
 এবং নিরন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া সৰ্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে কুরুবর !  
 অষ্টকালে অশ্বাদেবীই সমস্ত দেবতাগণের জননী, সেই হেতু তিনি আদিমাতা বলিয়া  
 বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি বুদ্ধি, কীর্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, স্মৃতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শঙ্করাসবো বরুণো যমঃ ।  
 বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ দ্ব্যকৌ পৃথিবীনৌ ভগঃ ॥ ৩৩ ॥  
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবো মরুদগণাঃ ।  
 সর্বে ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৩৪ ॥  
 কো ন সেবেত বিদ্বান্বে তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্ ।  
 হৃদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সর্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫ ॥  
 ব্রহ্মৈব সাতিত্বপ্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী ।  
 যোগগম্যা পরাশক্তির্মুমুকুণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬ ॥  
 পরমাত্মস্বরূপং কো বেত্তুমর্হতি তাং রিনা ।  
 যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃৎস্না দর্শয়তাংখিলাত্মনে ॥ ৩৭ ॥  
 হৃদর্শনস্ত তাং দেবীং মনসা পরিচিস্তয়ন্ ।  
 রাজ্যলাভাৎ পরং প্রাপ্য স্তুত্বং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিঃ কীর্ষ্টিরতি । ইত্যাদিরূপৈঃ সর্বেবাং কল্যাণকর্ত্তী প্রত্যক্ষং স্পষ্টমেব বিভা-  
 সতে ॥ ৩১—৩৪ ॥

হৃদর্শনেতি । তস্মাদন্ত কথমেবং ফলং ন আদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মৈতি । ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সন্নিদ এব দেবীপদবাচ্যত্বমিতি ভাবঃ । তথাচ ঋতিঃ । সর্বে  
 বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি স্বং মহাদেবী সাধুবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং  
 জগদতি মুমুকুণাঞ্চ বল্লভেতি । মুমুকুণো হি সর্বং বিহায় মহাপ্রেম্ণা স্বাত্মরূপাং সন্নিদমেব  
 পরিশীলয়ন্তি তস্মাত্তেবাঃ প্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবী তত্র ব্রহ্মভাগরূপেণ বর্ণনং কৃৎস্না মায়াভাগরূপেণাপি বর্ণয়তি  
 পরমাত্মস্বরূপমিতি । সর্বপুণ্যতত্ত্বাদিষু বেদেষু চেত্বমেব রীতিঃ । দেব্যা মায়াবিশিষ্ট-

প্রভৃতি রূপে এই জগতীতলে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ যে যে নরগণ মায়া  
 মোহিত, তাহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং যাহারা কৃতক-পিশাচের কুহকজালে  
 নিহতচিত্ত, তাহারা ই কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে ভজন করে না ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! ব্রহ্মা,  
 বিষ্ণু, শঙ্কর, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, বিশ্বকর্মা, পুশা, ভগ, আশ্বিনদয়, আদিত্য,  
 বহুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, এই সকলেই সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবীর  
 ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সেই পরাশক্তির সেবা না  
 করে ? হৃদর্শন সেই সর্বার্থদায়িনী কল্যাণরূপিণীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥  
 তিনিই চূর্ণত ব্রহ্মবস্ত, তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী এবং তিনিই মুক্তিকার যোগিজগণের  
 যোগগম্যা পরাশক্তি ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! যিনি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ  
 সৃষ্টি করিয়া অখিলাত্মাকে প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় কতিরেক কোন্ ব্যক্তি  
 পরমাত্মার স্বরূপ বিদিত হইতে সমর্থ হয় ? ॥ ৩৭ ॥ হৃদর্শন অরণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়াও

সাপি চন্দ্রকলাত্যর্থং কামবাণপ্রপীড়িতা ।  
 নানোপচারৈরনিশং দধার ছুঃখিতং বপুঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তাবতন্ত্যাঃ পিতা জ্ঞাহ্বা কন্ত্যাং পুত্রবরার্থিনীম্ ।  
 স্রবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতস্মিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 স্বয়ংবরস্ত্রিবিধো বিদ্বন্তিঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নাত্তেষাং কথিতঃ কিল ॥ ৪১ ॥  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ ।  
 যথা রামেণ ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্ত শরাসনম্ ॥ ৪২ ॥  
 তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুদ্ধশ্চ শূরাণাং পরিকীর্তিতঃ ।  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥  
 শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরগৈষুতাঃ ।  
 ততশ্চ বিবিধাকারাঃ সূক্ষ্ণাঃ সভ্যমণ্ডপাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 এবং কৃতেহতিসম্ভারে বিবাহার্থং স্রবিস্তরে ।  
 সখীং শশিকলা প্রাহ ছুঃখিতা চারুলোচনা ॥ ৪৫ ॥  
 ইদং মে মাতরং ব্রুহি ত্বমেকান্তে বচো মম ।  
 ময়া বৃতঃ পতিশ্চিহ্নে ধ্রুবসন্ধিস্ততঃ শুভঃ ॥ ৪৬ ॥

বৃক্ষরূপস্থাং কচিন্মায়োপসর্জনবৃক্ষরূপেণ বর্ণনং কচিদ্রব্ধোপসর্জনমায়ারূপেণ বর্ণনমিতীদং  
 চান্মাভিরসকুতন্তং ন বিস্মর্ত্যাম্ ॥ ৩৭—৪২ ॥

সেই দেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজ্যলাভ-জনিত স্ত্রুথ অপেক্ষাও অধিকতর স্ত্রুথ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ এবং শশিকলাও স্মরসায়কে সাতিশয় পীড়িত ও ছুঃখিত হইয়া  
 নানাবিধ পরিচর্যা দ্বারা দেহ ধারণমাত্র করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥ তখন রাজা স্রবাহ নিজ  
 কন্তাকে বরাকাজ্জিনী জানিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্বক স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥  
 পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে রাজাদিগের বিবাহযোগ্য স্বয়ম্বর তিন প্রকার, কিন্তু অত্রের পক্ষে  
 তাহা নহে। সেই ত্রিবিধ স্বয়ংবর যথা—ইচ্ছা-স্বয়ংবর প্রথম; পণ্য-স্বয়ংবর দ্বিতীয়, যেমন  
 রামচন্দ্র শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া জ্ঞানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শুরগণের শৌর্য্য-  
 শুদ্ধ-স্বয়ংবর তৃতীয়; এই তিন প্রকার স্বয়ংবরের মধ্যে নৃপসত্তম স্রবাহ ইচ্ছা-স্বয়ংবর করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৪১-৪৩ ॥ রাজা শিল্পিগণের দ্বারা স্রশোভন আস্তরণ সমন্বিত মঞ্চ এবং বিবিধ প্রকার  
 সুসজ্জিত সভ্যমণ্ডপ সকল নির্মাণ করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে স্বয়ংবর সভা নির্মিত ও  
 সুসজ্জিত এবং সামগ্ৰী-সম্ভার সমাক্রান্ত হইলে চারুলোচনা শশিকলা স্রুঃখিত হইয়া  
 সখীকে কহিল, তুমি মাতার নিকট গমন করিয়া আমার বচনানুসারে তাঁহাকে নির্জনে

নাশ্চং বরং বরিষ্যামি তমুতে বৈ স্বদর্শনম্।

স মে ভর্তা নৃপস্বতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতুক্ত্বা সা সখী গত্বা মাতরং প্রাহ সত্বরা।

বৈদভীং বিজনে বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিণী ॥ ৪৮ ॥

পুত্রী তৈ ছঃখিতা প্রাহ সাক্ষি! ত্বাং মনুখেন যৎ।

শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি! তদ্বিতং ত্বরিতাধুনা ॥ ৪৯ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুবসন্ধিস্থতোহস্তি যঃ।

স মে ভর্তা বৃতশ্চিত্তে নাশ্চং ভূপং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজ্ঞী তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপতৌ গৃহমাগতে।

নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্ ॥ ৫১ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিস্মিতঃ প্রহসনুহুঃ।

ভার্য্যামুবাচ বৈদভীং স্রবাহস্ত শ্রুতং বচঃ ॥ ৫২ ॥

শৌর্য্যশুদ্ধশ্চ শৌর্য্যং শুদ্ধং যস্মিন্ স ইত্যর্থঃ। যন্ত শৌর্য্যং বর্ততে তেন সর্দান্ রাজো জিহ্বা কণ্ঠাহরণীয়েতি ॥ ৪৩—৫১ ॥

কহিবে, আমি ধ্রুবসন্ধির স্রশোভন পুত্র স্বদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমি, সেই রাজকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার ভর্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সখী রাজকুমারীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা বৈদভীকে মধুর বচনে নিৰ্জ্জনে কহিল, সাক্ষি! আপনার তনয়া ছঃখিত হইয়া আমার দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠাইলেন তাহা শ্রবণ করুন এবং যাহা হিতকর হয় তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তিনি বলিলেন “ভারদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রমে ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্র আছেন, তাঁহাকেই আমি মনে মনে বরণ কবিয়াছি, আর অন্য কোনও হৃপ্তিকে বরণ করিব না” ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পতি গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে তনয়ার বাক্য যথাযথরূপে সমস্তই নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তাহা শুনিয়া রাজা স্রবাহ বিস্মিত হইলেন, পরে মুহুর্হু হাত করিয়া নিজ মহিষী বিদৰ্ভরাজতনয়াকে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, স্রজ। সেই রাজপুত্র স্বদর্শন বালক, রাজ্য হইতে বনে নির্দাসিত হইয়াছে, এক্ষণে অসহায় হইয়া মাতার সহিত নিৰ্জ্জন বনে বাস করি-

হুভ্র ! জানাসি বালোহসৌ রাজ্যান্নিকাষিতো বনে ।  
 একাকী সহ মাত্রা বৈ বসতে নিষ্ক্ৰমে বনে ॥ ৫৩ ॥  
 তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা ।  
 স কথং নির্ধনো ভর্তা যোগ্যঃ স্মাচ্চারুলোচনে ! ॥ ৫৪ ॥  
 বৃহি পুত্রীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্ ।  
 আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাশীরাজকন্যা বিবাহোদযোগ বর্ণনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সুনৃতমিত্যপি পাঠঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

বৃহীতি । অস্মিন্ স্বয়ংবরে স্থিতিমন্তঃ প্রতিষ্ঠিতা রাজান আগমিষ্যন্তি তস্মাদেতাদৃশঃ  
 সর্কেষাং বিপ্রিয়ং বাক্যং কদাপি ত্বয়া ন বক্তব্যমিতি শেষঃ । ইতি পুত্রীঃ বৃহীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তেছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাহারই নিমিত্ত রাজা বীরসেন যুধাজিৎ কর্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন,  
 হে চারুলোচনে ! সেই নির্ধন বনগত অসহায় বালক কিরূপে তাহার ভর্তা হইবে ? ॥ ৫৪ ॥  
 অতএব শশিকলাকে বলিও তোমার স্বয়ংবর-সভায় বহুতর মর্যাদাশালী মহৎ মহৎ রাজগণ  
 আগমন করিবেন তুমি তাহাদের যাহাকে হয় মনোনীত করিবে, অতএব এক্ষণ অপ্রিয়  
 বাক্য আর উচ্চারণ করিও না ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশিরাজের কন্যা শশিকলারস্বয়ংবরের  
 উদ্যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## উনবিংশোহিধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভজ্জী মাভিহিতা বালাং পুত্রীং কৃত্বাক্ষসংস্থিতাম্ ।

উবাচ বচনং শ্লক্ষ্যং সমাখ্যাত্য শুচিস্থিতাম্ ॥ ১ ॥

কিং বৃথা হৃদতি ! স্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাবসে ।

পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যোনানেন স্তত্রতে ! ॥ ২ ॥

হৃদর্শনোহতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ ।

বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্ত বান্ধবৈঃ ॥ ৩ ॥

মাত্রা সহ বনং প্রাপ্তঃ ফলমূলানশনঃ কুশঃ ।

ন তে যোগ্যো বনোহয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ ॥ ৪ ॥

রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ স্তম্ভতাঃ ।

তবাহীঃ পুত্রি ! সন্ত্যজে রাজচিহ্নৈরলঙ্কতাঃ ॥ ৫ ॥

ভ্রাতাশ্চ বর্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ ।

করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

---

দ্বিবচনৈকবচনৈস্ত হৃদর্শনযুতা নৃপাঃ ।

স্বয়ংস্বরে সমাজগ্নুরিতি সম্যক্খোচ্যতে ॥

ভর্তা সেতি । সা রাজপত্নী ভজ্জী রাজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১—৪ ॥

রাজচিহ্নৈঃছত্রচামরাদিভিঃ ॥ ৫—৭ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, সুবাহ এইরূপ বলিলল পর রাজমহিষী নিজতনয়া শুচিস্থিতা শশিকলাকে  
কোড়ে মসাইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, চাকুলোচনে !  
তুমি সর্বদা ব্রতাদি অহুষ্ঠান করিয়া থাক অতএব কেন আমার অপ্রিয় কথা বলিতেছ ? রাজা  
তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ১-২ ॥ সেই হৃদর্শন অতি  
দুর্ভাগ্য, রাজভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোষ-বিহীন, বান্ধবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, মাত্রার সহিত  
বনে নির্বাসিত, ফলমূলাহারী এবং কুশ অতএব এরূপ বনবাসী ভাগ্যবিহীন ব্যক্তি তোমার  
যোগ্য বর নহে । বহুতর কৃতবিদ্যা রূপবান্, সকলের স্তম্ভত, রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, তোমার  
যোগ্য রাজপুত্র আছেন, তাঁহারাই এই স্বয়ংস্বরে আগমন করিবেন ॥ ৩-৫ ॥ ঐ হৃদর্শনের  
সর্বলক্ষণ-সময়িত ও মনোহর রূপগুণ-সম্পন্ন এক ভ্রাতা আছেন. তিনি কোশল দেশে



অশ্রুত কারণং হুত্র ! শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্ ।  
 যুধাজিৎ সততং তস্মৈ বধকামোহস্তু ভূমিপঃ ॥ ৭ ॥  
 দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গমম্ ।  
 বীরসেনং নৃপং হস্তা সংমন্ত্য সচিবৈঃ সহ ॥ ৮ ॥  
 ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হস্তকামঃ স্মদর্শনম্ ।  
 মুনিনা বারিতঃ পশ্চাচ্ছগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥  
 শশিকলোবাচ ।

মাতর্গমেপ্সিতঃ কামে বনস্থোহপি নৃপাত্মজঃ ।  
 শর্যাতিবচনেনৈব হুকৃত্য চ পতিব্রতা ॥ ১০ ॥  
 চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রবণে রতা ।  
 ভর্তৃশুশ্রবণং জ্ঞীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ।  
 অকৈতবকৃতং নুনং স্মদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥  
 ভগবত্যা সমাদিক্ষং স্বপ্নে বরমবুভবম্ ।  
 তমুতেহং কথং চাত্তং সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্ ॥ ১২ ॥

অতিসঙ্গমতিসংগ্রামম্ ॥ ৮—৯ ॥

এবং মাতৃর্কচনং বাক্যং স্মদর্শনপ্রত্যাখ্যানাভিপ্রায়কং শ্রুত্বা শশিকলোবাচ মাতর্গমে-  
 প্সিত ইতি । কামে মন্থনোরথবিষয়ে । তত্র দৃষ্টান্তমাহ শর্যাতিতি ॥ ১০ ॥

যথেনি । যথা শর্যাতে রাজ্যে বচনেন হুকৃত্যনাম্নী শর্যাতিহুতা চ্যবনং বুদ্ধং পতিং  
 প্রাপ্য পতিশুশ্রবণে রতা তত্বেব মম রাজ্যাদিলোভো নাস্তি কিন্তু ভর্তৃশুশ্রবণমেবাভিলষিতং  
 তত্ত্ব মম স্মদর্শনে পত্যাবস্ত্যবেতি ভাবঃ । ভর্তৃশুশ্রবণমেব জ্ঞীণাং পরো ধর্ম ইত্যাহ ।  
 ভক্তিতি ॥ ১১ ॥

রাজত্ব করিতেছেন ॥ ৬ ॥ আমি অশ্রু আর এক বিশেষ কারণ শুনিয়াছি, তুমি তাহা  
 শ্রবণ কর, যুধাজিৎ নামক ভূপাল স্মদর্শনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান  
 আছেন ॥ ৭ ॥ তিনি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্বক যোড়তর যুদ্ধে বীরসেনকে নিহত  
 করিয়া আপন দৌহিত্রকে সেই রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ স্মদর্শনকে বিনাশ করিবার  
 মানসে যুধাজিৎ ভারদ্বাজের আশ্রম পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ; পরে মুনি কর্তৃক নিবারিত  
 হইয়া নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন ॥ ৯ ॥

শশিকলা কহিলেন, জননি ! বনস্থ হইলেও সেই রাজপুত্র আমার মনোরথ বিষয়ে  
 হুসম্মত ; শর্যাতির বাক্যে পতিব্রতা হুকৃত্য যেমন চ্যবনকে প্রাপ্ত হইয়া পতিশুশ্রবণ  
 নিমিত্ত ছিলেন, আমিও এখন সেই রাজপুত্রকে লাভ করিয়া নিরস্তর তাঁহার সেবার নিযুক্ত  
 থাকিব । পতির শুশ্রূষা করিলে নারীগণ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব,

মচ্চিভক্তিতৌ লিখিতৌ ভগবত্যা স্তদর্শনঃ ।

তং বিহায় প্রিয়ং কাস্তুং করিষ্যেহং ন চাপরম্ ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রত্যাদিষ্টাধ বৈদৰ্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ ।

ভৰ্ত্তারং সৰ্ব্বমাচক্ষু পুজ্যোক্তং বচনং হৃশম্ ॥ ১৪ ॥

বিবাহীশ্চ দিনাদৰ্কাগাপ্তং শ্রুতসমম্বিতম্ ।

দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥

যথা ন বেদ মে তাতৌ তথা গচ্ছ স্তদর্শনম্ ।

ভারত্বাজ্ঞাপ্তমে ব্রুহি মদ্বাক্যাত্তরসা বিভৌ ! ॥ ১৬ ॥

পিত্রা মে সম্ভূতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ ।

আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হনেকশঃ ॥ ১৭ ॥

ময়া হং বৈ বৃতশ্চিত্তে সৰ্ব্বথা প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।

ভগবত্যা সমাদিষ্টঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ! ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ স্তদর্শনবিষয়ে মম ভগবত্যা আজ্ঞাপাত্তীত্যাহ । ভগবতোতি । সমাদিষ্টং স্তদর্শনং বরং পতিমুতে ইত্যম্বয়ঃ । সংশ্রয়ামি সংশ্রয়িষ্যামি ॥ ১২-১৩ ॥

প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা ॥ ১৪ ॥

অগ্নিন্ সময়ে শশিকলা যং কৃতবতী তদাহ । বিবাহীশ্চেতি ॥ ১৫—১৬ ॥

মদর্থেন মৎপ্রয়োজনেন স্বয়ংবরঃ সম্ভূতঃ সম্পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

সরলভাবে পতিসেবায় নিরত থাকিলে তাহাদের সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার বর নির্দেশ করিয়াছেন, সেই রাজপুত্র ব্যতীত আমি কিরূপে অস্ত্র কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি ॥ ১২ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী আমার চিত্তভিত্তিতে স্তদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রিয়তম কমনীয় কাস্তকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে বিদৰ্ভরাজ তনয়া বহুতর নিদর্শন দ্বারা নিরস্ত হইয়া শশিকলার বাক্য সমুদায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শশিকলা ব্যস্ত হইয়া বিবাহের পূৰ্ব্ব দিনে একজন বেদজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বিপ্রবরকে ভারত্বাজের আশ্রমে এই বলিয়া পাঠাইলেন, দ্বিজবর ! বাহাতে আমার পিতা জানিতে না পারেন আপনি সেই-রূপে স্তদর্শনের নিকট গমন পূৰ্ব্বক আমার বাক্য সকল তাঁহাকে বর্ণন ॥ ১৫—১৬ ॥ পিতা আমার মিস্ত্র এক স্বয়ংবর সত্য করিয়াছেন, বহুতর সৈন্তসম্বিত পরাক্রমশালী রাজগণ তাহাতে উপস্থিত হইবেন, হে অমরোপম ! দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিলে আমি পূৰ্ব্ব হইতেই তোমাকে প্রীতি পূৰ্ব্বক মনে মনে বরণ করি-

বিষমগ্নি হৃতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে ।

বরয়ে ত্বদৃতে নান্দ্রং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা ॥ ১৯ ॥

মনসা কৰ্ম্মণা বাচা সংব্রতস্ত্বং ময়া বরঃ ।

ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শৰ্ম্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

আগন্তব্যং ত্বয়াজ্জৈব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্ ।

যদধীনং জগৎ সৰ্ব্বং বর্ততে সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥

ভগবত্যা যদাদিফং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ।

যদ্বশে দেবতাঃ সৰ্ব্বা বর্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ ॥ ২২ ॥

বক্তব্যোহসৌ ত্বয়া ব্রহ্মমেকান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ ।

যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কর্তব্যং ত্বয়ানঘ ! ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনির্ব্যাপারিতস্তয়া ।

গত্বা সৰ্ব্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

সুদর্শনস্ত তজ্জুগত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা ।

চকার মুনিনা তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥

হে স্বরোপম স্বং ভগবত্যা স্বপ্নে সমাদিষ্টৌ দর্শিত আজ্ঞণৌ ময়া চিতে বৃত্ত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৮—২২ ॥

বক্তব্যোহসাবিতি । হে ব্রহ্মম্বয়াকার নৃপাত্মজঃ সুদর্শনস্বয়ৈবং বক্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র শশিকলা যদ্বশে তত্র প্রত্যাগতঃ ॥ ২৪ ॥

স্বাহি ॥ ১৭—১৮ ॥ আমি বিষ ভক্ষণ করির, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব ইহাও শ্রেয়, তথাপি তোমা ব্যতিরেকে পিতা মাতার আদেশমত অন্তকে বরণ করিব না ॥ ১৯ ॥ আমি মন, কৰ্ম্ম ও বাক্য দ্বারা তোমাকেই পতিত্ব বরণ করিয়াছি, ভগবতীর প্রসাদে আমাদের অবশ্যই সুখ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ এই চরাচর অধিল জগৎ যাহার অধীন সেই দৈব-বলের উপর নির্ভর করিয়া তুমি এই স্থানে অবশ্যই আগমন করিবে ॥ ২১ ॥ শঙ্করাদি দেবগণ দ্বাংহা বশবর্তী সেই দেবী ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না ॥ ২২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি ধার্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব আপনি সেই নৃপতিপুত্রকে নির্জনে আহ্বান করিয়া এই সকল বাক্য বলিবেন ; অধিক আর কি বলিয়া দিব, বাহাতে আমার কার্য সাধন হয় তাহা আপনি অবশ্য অবশ্যই করিবেন ॥ ২৩ ॥ এই বলিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বিপ্রবরকে সুদর্শন সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি তথায় গমন পূর্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ সুদর্শন ইহা অবগত হইয়া তথায় গমন করিতে হির নিশ্চয় হইলে মহর্ষি তারদ্বাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

## ব্যাস উবাচ ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা ।  
 বেপমানাতিদুঃখার্ভা জাতত্রাসাশ্রলোচনা ॥ ২৬ ॥  
 কুত্র গচ্ছসি তত্রাদ্য সমাজে ভূভূতাং কিল ।  
 একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭ ॥  
 যুধাজিহ্মকামস্তাং সমেষ্যতি মহীপতিঃ ।  
 ন তেহন্যোহস্তি সহায়শ্চ তস্মান্মা ব্রজ পুত্রক ! ॥ ২৮ ॥  
 একপুত্রোতিদীনাস্মি তবান্মা নিরাশ্রয়া ।  
 নাইসি স্বং মহাভাগ ! নিরাশাং কর্তুমদ্য মাম্ ॥ ২৯ ॥  
 পিতা মে নিহতো যেন সোহপি তত্রাগতো নৃপঃ ।  
 একাকিনং গতং তত্র যুধাজিহ্মাং হনিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

## সুদর্শন উবাচ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।  
 আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১ ॥  
 মা শোকং কুরু কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়াসি বরাননে ! ।  
 ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরস্তরম্ ॥ ৩২ ॥

মুনি ভাৰদ্বাজেন প্রেরিতো গমনে নিশ্চয়ং চকার ॥ ২৫—২৬ ॥

কিং বিচিন্ত্যেতি । কিমাশ্রয়ং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে গচ্ছদীত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোরমা দুঃখিতা ও কম্পমানা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুদর্শন! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ? যেখানে তোমার বিষম বৈরি সকল বিদ্যমান তুমি একাকী কি ভাবিয়া সেই রাজাদিগের স্বয়ংবর সভায় গমন করিতেছ। পুত্র! তুমি এখন বালক, রাজা যুধাজিৎ তোমার বিনাশের বাসনা করিয়া তথায় আগমন করিবে, সেখানে তোমার কেহই সহায় নাই অতএব তুমি কদাচই গমন করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমি অতি দীন ও নিরাশ্রয়, আমার স্তম্ভ কোন অবলম্বন নাই, অতএব এসময় আমাকে নিরাশ করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥ দেখ সুদর্শন! যে যুধাজিৎ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সেই হৃদ্যস্ত রাজা তথায় আগমন করিবে, তুমি একাকী সেস্থলে গমন করিলে সে তোমাকে নিশ্চয়ই বিমার্ষ করিবে ॥ ৩০ ॥ সুদর্শন কহিলেন মাতঃ! বাহা ভবিতব্য তাহা অবগুই হইবে, 'এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, জগন্মাতার আদেশের অমুবর্তী হইয়া

## ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা রথমারুহ গন্তকামং হৃদর্শনম্ ।

দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমাশীর্ভিচ্চাত্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

অগ্রতন্ত্বেহম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা ।

পার্ব্বতীপার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥

বারাহী বিষমে মার্গে ছুর্গা ছুর্গেষু কর্হিচিং ।

কালিকা কলহে ঘোরে পাতু হ্রাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥

মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে ।

ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু হ্রাং ভবমোচনী ॥ ৩৬ ॥

গিরিজা গিরিছুর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ ।

কামগা কাননেষ্বেবং রক্ষতু হ্রাং সনাতনী ॥ ৩৭ ॥

বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাস্থাং রঘুদ্বহ ! ।

ভৈরবী চ রণে সৌম্য ! শত্ৰুণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮ ॥

সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু হ্রাং ভুবনেশ্বরী ।

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯ ॥

আদেশাদাক্ষয় ॥ ৩১—৩৩ ॥

অগ্রতন্ত্বেহম্বিকা পাতু । তে তবাগ্রতোহগ্রদেশে স্থিতাম্বিকা হ্রাং পাদ্বিত্যর্থঃ । উত্তরভা-  
প্যাবমেবার্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমি অন্য স্বয়ংবর সভায় গমন করিব ॥ ৩১ ॥ কল্যাণি ! আপনি শোক করিবেন না আমি  
ভগবতীর প্রসাদে কাহাকেও কখন ভয় করি না ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হৃদর্শন এই বলিয়া রথে আরোহণ পূৰ্ণক গমনেচ্ছুক হইল দেখিয়া  
মনোরমা তাহাকে আশীৰ্ব্বচন দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! অম্বিকাদেবী  
তোমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, পদ্মলোচনা পশ্চাৎভাগে, পার্শ্বতী উভয় পার্শ্বে, শিবাদেবী  
সর্বত্র, বারাহী বিষম মার্গে, ছুর্গা রাজছুর্গে, কালিকা ঘোর কলহে, পরমেশ্বরী মণ্ডপস্থানে,  
মাতঙ্গী স্বয়ংবর স্থানে, ভবমোচনী ভবানী ভূপগণের মধ্যে, গিরিজা গিরিছুর্গে, চামুণ্ডা চত্বর-  
স্থানে, সনাতনী কামগা কানন মধ্যে রক্ষা করুন ॥ ৩৪-৩৭ ॥ হে রঘুকুলোদ্ভব ! বৈষ্ণবী শক্তি  
তোমাকে বিবাদে রক্ষা করুন, ভৈরবী রণে ও শত্ৰুসমাগমে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥ যে পুত্রক !  
সচ্চিদানন্দেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়া ভুবনেশ্বরী তোমাকে সর্বদাই সকল স্থানে রক্ষা  
করুন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা ।  
 উবাচাহং ত্বয়া সার্কমাগমিষ্যামি সর্ববথা ॥ ৪০ ॥  
 নিমিষাৰ্দ্ধং বিনা ত্বাং বৈ নাহং স্থাতুমিহোৎসহে ।  
 সৰ্হেব নয় মাং বৎস ! যত্র তে গমনে মতিঃ ॥ ৪১ ॥  
 ইতু্যক্তা নিঃসৃত্য মাতা ধাত্রেয়ীসংযুতা তদা ।  
 বিপ্রৈর্দন্তাশিষঃ সৰ্বেৰ্ নিৰ্ঘযুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 বারাণস্থাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ ।  
 জাতঃ স্রবাহুনা তত্র পূজিতশ্চাৰ্হণাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 নিবেশাৰ্হণং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা ।  
 সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪ ॥  
 মিলিতাস্থথ রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল ।  
 যুধাজিদপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমম্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 করুযাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেস্বরো নৃপঃ ।  
 সিন্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

গিরিসম্বন্ধিনো যে দুর্গাশ্বেষু । পূৰ্ণোক্তা দুর্গাস্ত স্থলদুর্গাঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

রাঘবঃ রথুকুলোৎপন্নঃ সূদর্শনঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

দৌহিত্রেণ শক্রজিতা ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মনোরমা তাহাকে এই বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল অন্তঃকরণে  
 কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, সূদর্শন ! আমি তোমার সঙ্গে গমন করিব, কিছুতেই তাহার  
 অত্রথা হইবে না ॥ ৪০ ॥ তোমা ব্যতিরেকে আমি নিমেষ মাত্রও এখানে অবস্থিতি করিতে  
 পারিব না, বৎস ! যেখানে গমন করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে, আমাকেও তথায়  
 লইয়া চল ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া তখন তাহার মাতা ধাত্রীর সহিত নির্গত হইলেন, বিপ্রগণ  
 আশীর্ষচন প্রদান করিলে সকলেই সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥ রথুকুলনন্দন  
 সূদর্শন একই রথে আরোহণ পূৰ্ণক বারাণসীতে উপনীত হইলে, তত্রত্য রাজা স্রবাহু তাহার  
 আগমন অবগত হইয়া সৎকারাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বাসের নিমিত্ত  
 গৃহ ও অন্ন পানাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে  
 নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নানাদেশ হইতে বহুতর নৃপতিগণ আসিয়া মিলিত  
 হইলেন এবং যুধাজিৎও নিজ দৌহিত্র শক্রজিৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥  
 করুযাধিপতি, মদ্ররাজ, সিন্ধুরাজ, প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধা বীর মাহিষ্মতীর অধীশ্বর, পাঞ্চাল-

পাঞ্চালঃ পৰ্বতীয়শ্চ কামরূপোহতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 কৰ্ণাটশ্চালদেশীয়ো বৈদৰ্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥  
 অক্ষৌহিণীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যা তদা ।  
 বেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সৰ্বত্র সংস্থিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥  
 এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ।  
 মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারণসংযুতঃ ॥ ৪৯ ॥  
 অশ্বোশ্বনৃপপুত্রাস্ত ইত্যাচুশ্লিলিতাস্তদা ।  
 স্তদৰ্শনো নৃপস্ততো হ্যাগতোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥  
 একাকী রথমারুহ্য মাত্ৰা সহ মহামতিঃ ।  
 বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥  
 এতান্ রাজস্বতাংস্ত্যক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ ।  
 কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভুজম্ ॥ ৫২ ॥  
 যুধাজিদথ রাজেশস্তানুবাচ মহীপতীন্ ।  
 অহমেনং হনিষ্যামি কন্যার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ ।  
 নাত্র যুদ্ধং প্রকৰ্তব্যং রাজমিচ্ছাস্বয়ংবরে ॥ ৫৪ ॥

কামরূপ দেশস্পাতীতি কামরূপঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

কিং নু সাম্প্রতমিতি । যুধাজিৎপ্রমুখাশ্বিষষ্ঠ্যক্ষৌহিণীসহিতাঃ প্রাণহারকাঃ শত্রবঃ সৰ্বে সমাগতাঃ । অস্মিন্ সমাজে একাকিন আগমনং কিং নু সাম্প্রতং যোগ্যং ন যোগ্যমিতি তাৎপর্যম্ ॥ ৫১—৫৩ ॥

রাজ, পৰ্বতীয়রাজ, কৰ্ণাটরাজ, বীৰ্য্যবান্ কামরূপাধিপতি, চোলরাজ এবং মহাবল বিদৰ্ভ-রাজ ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন । তখন রারাগসীর চারিদিক সৰ্বত্রই সেনা দ্বারা পরিপূরিত হইল ॥ ৪৬-৪৮ ॥ অত্যাশ্রয় নৃপতিগণ স্বয়ংবর দৰ্শন মানসে উত্তম উত্তম হস্তি আরোহণ পূৰ্ব্বক উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন রাজ-পুত্রগণ, বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমার স্তদৰ্শনও এখানে আসিয়া নিরাকুল চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন মহামতি সহায়বিহীন স্তদৰ্শন বিবাহের নিমিত্তই কি রথারোহণ পূৰ্ব্বক মাতার সহিত এখানে আগমন করিয়াছেন ? ॥ ৫১ ॥ এই সৈন্তসংযুক্ত, সায়ুধ রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজপুত্রী কি এই মহাভুজ স্তদৰ্শনকে বরণ করিবেন ? ॥ ৫২ ॥ অনন্তর রাজবর যুধাজিৎ সমস্ত মহীপতিগণকে কহিলেন, আমি কস্তার নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব ॥ ৫৩ ॥ তাঁহার সেই

বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুক্লস্বয়ংবরঃ।  
 কঠেচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্ত্বিহ ॥ ৫৫ ॥  
 অত্যায়েন স্বয়া পূর্ব্বমসৌ রাজ্যাৎ প্রবাসিতঃ।  
 দৌহিত্রায়ার্পিতং রাজ্যং বলবন্মপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥  
 কাকুৎস্থোহয়ং মহাভাগ ! কোমলাধিপতেঃ স্তুতঃ।  
 কথমেমং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭ ॥  
 লম্প্যাসে তৎফলং নুনমনয়স্ত নৃপোত্তম !।  
 শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুয়ন্ ! জগতোহস্ত জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ধর্মো জয়তি নাদর্শঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্।  
 মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র ! ত্যজ পাণমতিং কিল ॥ ৫৯ ॥  
 দৌহিত্রস্তব সম্প্রাপ্তঃ মোহপি রূপসমস্থিতঃ।  
 রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

নীতিসত্তমো নীতিজ্ঞঃ। ইচ্ছাস্বয়ংবরে কঠায়া যশ্মিন্দিচ্ছা ভবতি স তয়া বরণীয় ইতি  
 নৃপাদিভ্যাং সম্ভারাত্র যুদ্ধং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলেনেতি। অশ্মিন্দিচ্ছাস্বয়ংবরে বলেন হরণং নাস্তি তত্ত্ব শৌর্য্যশুদ্ধে এব বর্ত্ততে নাত্র  
 শুক্লোহস্তি কিন্তুর্হি তত্রাহ। কঠেচ্ছয়েতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাত্তাপরাধাভাবেন কথমেমং হনিষ্যসীত্যাং। অত্যায়েনেতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগৎপতিঃ পরমেশ্বরোহস্তোব শাস্তা কশ্চিদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কথং তং ন বরিষ্যতীতি। যদি কঠায়া ইচ্ছাস্তি তর্হি তং কথং ন বরিষ্যতি যদি নাস্তি  
 তর্হি তব বিবাদেনাপি কিং ফলম্। কঠেচ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া নীতিজগণের অগ্রগণ্য কেরলরাজ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! ইচ্ছা-  
 স্বয়ংবরে যুদ্ধ করা কর্তব্য নহে ॥৫৪॥ এখানে শুক্ল-স্বয়ংবর হইবে না স্ততরাং বলপূর্ব্বক কঠা  
 হরণের ব্যবস্থাও নাই, এখানে কঠা আপন ইচ্ছায় বরণ করিবে, অতএব ইহাতে আবার বিবাদ  
 ঘটবার সম্ভাবনা কি? ॥৫৫॥ তুমি পূর্বে অত্যাগ করিয়া উহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করি-  
 য়াছ এবং শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইয়াও বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজ দৌহিত্রকে প্রদান করি-  
 য়াছ ॥৫৬॥ হে মহাভাগ! স্মদর্শন কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন ও কোমলাধিপতির তনয়, তুমি এই  
 নিরপরাধ রাজপুত্রকে কেন বিনাশ করিবে? ॥ ৫৭ ॥ আয়ুয়ন্! তুমি নিশ্চয় জানিও যে এই  
 জগতে কেহ না কেহ ঈশ্বর আছেন, তিনিই এই অখিলের শাসন করিয়া থাকেন, তুমি যদি  
 কোন দূর্নয়ের অমুষ্ঠান কর, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত ফল প্রাপ্ত হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥৫৮॥ রাজেন্দ্র! ধর্ম ও সত্যেরই সর্ব্বত্র জয় এবং অধর্ম ও মিথ্যার পরাজয় হইয়া  
 থাকে, অতএব তুমি নীচ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনার কলুষিত মতি প্রশমিত  
 কর ॥ ৫৯ ॥ তোমার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপবান্ ও শ্রীমান্ এবং



অন্যে রাজহতাঃ কামং বর্তন্তে বলবত্তরাঃ ।

কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিয়্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥

কৃতে তথা বিবাহঃ কঃ প্রবদন্ত মহীভুজঃ ।

পরস্পরং বিরোধেহত্র ন কর্তব্যো বিজানতা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদর্শনাদিনৃপগণানাং স্বয়ংবরসভাগমনং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

কং বা সাম্প্রতং স্বীকরিয়্যতি তং স্বীকরোহু ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

রাজ্যসম্বিত, রাজকন্যা তাহাকে বরণ না করিবে কেন ? ॥ ৬০ ॥ আরও বিবেচনা করিয়া  
দেখ অত্যাশ্রিত বহুর বলবান রাজপুত্রও কন্যা-স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজতনয়া  
তাহাদিগকেও বরণ করিতে পারে। অতএব এই মহীপালগণ সকলেই বলুন, যদি সেই-  
রূপে বরণ কার্য্য সমাধা হয় তবে তাহাতে আর বিবাদ কি আছে ? এরূপ জ্ঞানিয়া গুনিয়া  
ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার কর্তব্য নহে ॥ ৬১—৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন ও রাজগণের স্বয়ংবরসভা-  
গমন নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## বিংশোহ্মধ্যঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতো তদা ।  
প্রভুবাচ মহাভাগ ! যুধাজিদ্‌পি পার্শ্বিঃ ॥ ১ ॥  
নীতিরিয়ং মহীপাল ! যদব্রুবীতি ভবানিহ ।  
সমাজে পার্শ্বিবানাং বৈ সত্যবাঞ্ছিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥  
যোগ্যেযু বর্তমানেষু কন্ডারত্নং কুলোদ্ধহ ! ।  
অযোগ্যোহহীতি ভূপালো অ্যায়োহয়ং তব রোচতে ॥ ৩ ॥  
ভাগং সিংহস্ত গোমায়ুর্ভোক্তুমহীতি বা কথম্ ।  
তথা হৃদর্শনোহয়ং বৈ কন্ডারত্নং কিমহীতি ॥ ৪ ॥  
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্ ।  
কিমত্যাযং মহারাজ ! ব্রবীম্যহমিহাধুনা ॥ ৫ ॥

একসপ্ততিপদৈস্ত রাজাঃ তত্র পরম্পরম্ ।

সংবাদত্বং বিনির্ব্বর্ত্তা কন্তাবোধ উদীৰ্যতে ॥

কেরলাধিপতিবাক্যানন্তরং যুধাজিদ্‌বাক্যমাহেত্যাহ । ইতি বাদিনীতি । মহাভাগ ! হে জনমেজয় ! ॥ ১ ॥

নীতিরিয়মিতি । ইয়ং নীতিঃ কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ং স্তারস্তবৈব রোচতে । নাশ্তস্তেত্যাহ ॥ ৩ ॥

অসাম্প্রতং তব মতমিত্যাহ ভাগমিতি । সিংহস্ত ভাগং গোমায়ুঃ শৃগালঃ কথং ভৌক্তুমহীতি ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! কেরল দেশের অধিপতি এইরূপ বলিলে রাজা যুধাঞ্জিৎও প্রভাস্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! আপনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, আপনি এই রাজসমাজে যাহা বাহা বলিলেন সে সকলই সত্য ও নীতিসম্মত । নৃপবর ! আপনি সংকুলজাত, অতএব আপনিই বলুন দেখি যে, এই সকল যোগ্যপাত্র বিদ্যমান থাকিতেও অযোগ্য ব্যক্তি কন্ডারত্ন লাভ করিবে ? এই নীতিই কি আপনার অভিমত ? ॥ ২—৩ ॥ যেমন শৃগাল কখন সিংহের ভাগ ভোগ করিতে যোগ্য হয় না, সেইরূপ হৃদর্শনও এই কন্ডারত্ন লাভ করিবার উপযুক্ত নহে ॥ ৪ ॥ বিপ্রগণের বেদই বল, ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম্মবর্ণই বল, ইহা সর্ব্বত্রই নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব, মহারাজ ! আমি এ বিষয়ে কি অত্যা

বলং শুক্লং যথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্তিতম্ ।  
 বলবানেব গৃহ্নাতু নাবলস্ত কদাচন ॥ ৬ ॥  
 তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃৎস্না নীতিরত্র বিধীয়তাম্ ।  
 অনুথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭ ॥  
 এবং বিবাদে সংবৃত্তে রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্ ।  
 আহুতস্ত সভামধ্যে স্তবাহ্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮ ॥  
 সমাহুয় নৃপাঃ সর্বে তমুচুস্তদ্বদর্শিনঃ ।  
 রাজমীতিস্তয়া কার্য্য্য বিবাহেহত্র সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥  
 কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্বদস্ব সমাহিতঃ ।  
 পুত্র্যাঃ প্রদানং কৈশ্চে তে রোচতে নৃপ ! চেতসি ॥ ১০ ॥

স্তবাহ্নৃপবাচ ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল স্তদর্শনঃ ।  
 ময়া নিবারিতাত্যর্থং ন সা প্রত্যোতি মে বচঃ ॥ ১১ ॥

যদুক্ষমিচ্ছাস্বয়ংবর ইতি তত্রাহ । বলং শুক্লমিতি । নিরুপলব্ধবরো বীর্য্য-  
 বতাং রাজ্ঞাস্ত বলমেব শুক্লং পরিকীর্তিতম্ । শুক্লং বরাদিদেয়ে স্তবাহ্নৃপদর্শগ্রহে জিয়ামিতি  
 মেদিনীকোশাচ্ছক্লং বরাদর্শগ্রহরূপং পরিকীর্তিতং নান্তং । তস্ত শুক্লবিবাহরূপস্ত স্পষ্টং রূপ-  
 মাহ বলবানেবেতি । যতো রাজ্ঞাং বলমেব শুক্লং তস্মাৎ কন্যাং বলবানেব গৃহ্নাতবলস্ত কদাচ  
 ন কদাপি ন গৃহ্নাত্বিতি পণং কৃৎস্নাত্ৰ বিবাহে নীতির্ন্যাভিলষিতোহয়ং স্তায়ো বিধীয়তাং  
 ক্রিয়তাম্ । অস্বীকারে দোষমাহ । অন্তথেন্তি ॥ ৬—৮ ॥

রাজমিতি । পণরূপা পুত্র্যাক্তা রাজভিন্নিচ্ছিতা নীতিন্যায়স্তয়া কার্য্য্যত্র স্বয়ংবরে ইত্যস্ব-  
 দভিলষিতমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব যচ্চিকীর্ষিতং তত্ত্ব ত্বমপি বদেত্যাহ কিং তে ইতি । ত্বয়া পণস্ত ন ক্রতোহপ বিব-  
 হার্থং প্রবৃত্তোহসি তস্মাৎ পুত্র্যাঃ প্রদানং কৈশ্চে তে রোচতে তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কামং যথেষ্টং স্তদর্শনো বৃতঃ । প্রত্যোতি স্বীকরোতি ॥ ১১ ॥

বলিতেছি তাহা। আপনিই বলুন ॥ ৫ ॥ রাজাদিগের বলই শুক্ল, তদনুসারে বলবান ব্যক্তিই  
 কন্যার গ্রহণ করুক, দুর্বল ক্ষত্রিয় কখনই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ পণ  
 করিয়া এই বিবাহে নীতি বিধান করুন, তাহা না হইলে মহীপালগণের মধ্যে নিশ্চয়ই  
 কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৬—৭ ॥

সেই স্বয়ংবর সভায় এইরূপ বাগ্‌বিত্তা উপস্থিত হইলে, নৃপসত্তম স্তবাহ্নৃপকে তথায়  
 আহ্বান করা হইল ॥ ৮ ॥ তদ্বদর্শী নৃপতিগণ সকলেই স্তবাহ্নৃপকে কহিলেন, রাজনু ! আপনি  
 সমোযোগী হইয়া এই বিবাহ কার্য্যে একটা স্থনীতি স্থাপন করুন ॥ ৯ ॥ আপনার অভিলষ  
 কি ? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমাহিত চিন্তে তাহা প্রকাশ করুন । হে নৃপ !

কিং করোমি সূতায়। মে ন বশে বর্ততে মনঃ।

সুদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

সম্পন্নভূভুজঃ\* সর্বৈ সমাহুয় সুদর্শনম্।

উচুঃ সমাগতং শান্তমেকাকিনমতস্ত্রিতম্ ॥ ১৩ ॥

রাজপুত্র ! মহাভাগ ! কেনাহুতোহসি সূত্রত !।

একাকী যঃ সমায়াতঃ সমার্জে ভূভূতামিহ ॥ ১৪ ॥

ন বৈ সৈশ্ব্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্বলম্।

কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্তত্ত্বং ব্রুহি মহামতে ! ॥ ১৫ ॥

যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্তন্তেহত্র সমাগমে।

কথ্যার্থং সৈন্যসম্প্রাণঃ কিং ত্বং কৰ্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

ভ্রাতা তে স্তবলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোহস্তি জিহ্মকয়া।

যুধাজিচ্চ মহাবাহুঃ সাহায্যং কৰ্ত্তুমাগতঃ ॥ ১৭ ॥

মে সূতায়। মনো বশে নাস্তীত্যর্থঃ। তথা যথা তত্ভাঃ কথায়। অভিপ্রায়ন্তথৈব সুদর্শনো-  
পানাহুতো মর্যাজ প্রাপ্তঃ। তেন জানামি নুনং কথ্যৈবায়মাহুত ইতি ॥ ১২ ॥

সুবাহবচনং শ্রুত্ব। কেনাহুতস্ত্বং কিমর্থমত্রাগতোহসীত্যভিপ্রায়েণ সুদর্শনং পপ্রচ্ছুরি-  
তাহ সম্পন্নভূভুজ ইতি। শিষ্টা ভূভুজ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৭ ॥

কাধাকে কহ। প্রধান করিতে আপনার অভিলাষ হয়, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া  
বলুন ॥ ১০ ॥

সুবাহু কহিলেন, আমার তনয়া মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে, আমি বহুবান  
বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই। আমি কি করিব, এক্ষণে  
আমার কন্ডার মানস, তাহার বশীভূত নহে। এদিকে সুদর্শন অনিগ্নিত হইলেও একাকী  
এখানে আগমন করিয়া নিরাকুল-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১১—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর, প্রধান প্রধান মহীপালগণ সকলেই সুদর্শনকে আদ্বান  
করিলেন; সুদর্শনও একাকী শান্তভাবে আগমন করিলে তাঁহার। স্তম্ভিত ভাবে তাঁহাকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত্রত ! তোমাকে কোন্ ব্যক্তি আদ্বান করিয়াছে? তুমি অসহায়  
হইয়া এই মহারাজগণের সমাজে আগমন করিয়াছ কেন? ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সৈন্য  
নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আর তোমার কৈশবও বিশেষরূপ বল দৃষ্ট  
হইতেছে না, মতিমন্! তবে তুমি কেন একাকী এখানে আগমন করিয়াছ তাহা বিশেষ  
করিয়া বল ॥ ১৫ ॥ এই রাজসমাজে সৈন্য সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ কন্ডার নিমিত্ত যুদ্ধার্থে

গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ ।

ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে চ যথেক্তং কুরু স্তত্রত ! ॥ ১৮ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ ।

ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯ ॥

অত্র স্বয়ংবরং শ্রুত্বা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ ।

স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোহস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

নানুচ্চিকীর্ষিতং মেহদ্য মামাহ জগদীশ্বরী ।

তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

ন শত্রুরস্তি সংসারে কোহপ্যত্র জগতীশ্বরঃ ! ।

সর্বত্র পশ্যতো মেহদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্ ॥ ২২ ॥

যঃ করিষ্যতি শত্রুহং ময়া সহ নৃপাশ্রজাঃ ! ।

শাস্তা তস্ম মহাবিদ্যা নাহং জানামি শত্রুতাম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে দৃষ্টে সত্যস্মাভির্দ্রাবশাদ্ যাথা তথ্যমশ্রু আদ্যজন্তম্ । যাথা তথ্যমশ্রুতং  
বাক্যং সত্যং বাক্যমুদাহৃতমুক্তং তদ্ব্যস্তরং গচ্ছাথবা তিষ্ঠ যথেক্তং শ্রুতথ্যাকুর্কিতার্থঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

কেনাহুতঃ কিমর্থমাগতোহসীত্যন্তোত্তরমাহ অত্রৈতি । ন কেনাপ্যাহুতঃ কিন্তু ভগবতী-  
প্রেরণায়ৈব স্বয়ংবরং দ্রষ্টুমাগতোহস্মীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এখানে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ১৮ ॥ তোমার  
ভ্রাতাও বলশালী এবং শৌর্যবীৰ্য্য সম্পন্ন, সে কতটা গ্রহণ লালসায় এখানে উপস্থিত  
হইয়াছে, মহাবাহু যুধাঞ্জিও তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করি-  
য়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে স্তত্রত ! তোমাকে সৈন্তবিহীন দেখিয়া, যেরূপ ঘটনা, তাহা আমরা  
তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে তুমি অস্ত্র যাও বা এইস্থানে থাক, তোমার যাহা অভি-  
লাষ হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ সুদর্শন কহিলেন, আমার সৈন্ত,  
সহায়, কোষ, দুর্গ, বন্ধুবান্ধব অথবা রক্ষাকারক রাজা কেহই নাই ; এইস্থানে স্বয়ংবর  
হইবে শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ এক কথা  
এই যে দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে এখানে আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া-  
ছেন, তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি এখানে আগমন করিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সংশয়  
নাই ॥ ১৯—২০ ॥ এক্ষণে আমার অস্ত্র কোনও কার্যের অভিলাষ নাই, ভগবতী ভুবনেশ্বরী  
আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি । তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন,  
তাহাই অদ্য সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে মহীশ্বরগণ ! আমি জগদীশ্বরী জগ-  
দম্বিকা ভগবতী ভবানীকে সর্বত্রই দর্শন করিতেছি, অতএব এই জগতীতলে আমার

যদ্ভাবি তদ্বৈ ভবিতা নান্ধথা নৃপসত্তমাঃ ! ।

কা চিন্তা হ্রজ্জ কৰ্তব্যো দৈবাবীনোহস্মি সৰ্ব্বদা ॥ ২৪ ॥

দেবভূতমনুষ্যোয়ু সৰ্ব্বভূতেষু সৰ্ব্বদা ।

সৰ্বেষাং তৎকৃত্য শক্তির্মান্থথা নৃপসত্তমাঃ ! ॥ ২৫ ॥

সা যং চিকীৰ্ষতে ভূপং তং কৰোতি নৃপাধিপাঃ ! ।

নির্জনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥ ২৬ ॥

তামৃতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।

ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ! ॥ ২৭ ॥

অশক্তো বা সশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ।

তদাজ্ঞয়া নৃপাদৈব সম্প্রাপ্তোহস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮ ॥

সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যাম্ম কিং চিন্তনেন বৈ ।

নাহ্ন শক্কা প্রকৰ্তব্য সত্যমেতদব্রুবীম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

কিং স্বং কৰ্ত্তৃমিহেচ্ছসীত্যন্তোত্তরমাহ নাহ্নর্দিতি । মাং অগ্নীশ্বরী যদাহ স্বয়া তত্র গন্তব্য-  
মিতি তস্মান্ধাক্যপরিপালনাদন্তম্ম চিকীৰ্ষিতং নাস্ত্যেব । যুদ্ধঃ ভবিষ্যতি তদা তব কাব-  
স্থেতি চেত্তদ্রাহ তয়েতি ॥ ২১—২৬ ॥

তামৃতে ইতি । তদ্বক্তং স্তংসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ে । যন্ত ব্রহ্মত্বমা-  
গ্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যন্ত বিষ্ণুত্বমা-

কেহই শক্ত নাই তবে যে ব্যক্তি আমার সহিত শক্ততায় প্রবৃত্ত হইবে, মহাবিদ্যা মহামায়া  
তাহাকে উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিবেন; শক্ততা কাহাকে বলে আমিও অবগত  
নহি ॥২২-২৩॥ হে নৃপসত্তমগণ! যাঁহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটবে, কদাচই অস্তথা হইবে  
না আমি সৰ্ব্বদাই দৈবের অধীন রহিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি ফলোদয়  
হইবে? ॥ ২৪ ॥ নৃপবরগণ! কি দেবতা, কি ভূতযোনি, কি মনুষ্য সকল প্রাণীতেই দেবী-  
মত শক্তি বিদ্যমান আছে, কদাচই তাহার অস্তথা হয় না ॥২৫॥ রাজেন্দ্রগণ! তিনি যাঁহাকে  
ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ভূপতি, ধনপতি বা নির্ধন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমার  
চিন্তার বিষয় কি? ॥২৬॥ যখন সেই পরাশক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কু প্রভৃতি দেবতা-  
গণও নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে? ॥ ২৭ ॥  
নৃপগণ! আমি অশক্তই হই, অথবা শক্তই হই, কিংবা একজন সামান্য ব্যক্তিই হই আমি  
সেই দেবী ভগবতীর আদেশে এই স্বয়ংবর সভায় আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ তিনি যাঁহা  
ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই করিবেন আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই। হে মহাভাগগণ!  
আপনারা এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনাবিগকে সত্য কথাই

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেহত্ৰাণুপি পার্শ্বিবাঃ ।।

ভগবত্যাস্ত লজ্জান্তি তদধীনোহস্মি সৰ্বদা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্ম তদাকৰ্ণ্য বচনং রাজসন্তমাঃ ।

উচুঃ পরস্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১ ॥

সত্যযুক্তং ত্বয়া সাধো ! ন মিথ্যা কৰ্হিচিদ্ভুযেৎ ।

তথাপ্যুজ্জয়নীনাথস্তাং হস্তং পরিকাঙ্কতি ॥ ৩২ ॥

ত্বৎকৃতেন দয়াদিক্টাস্তাং ব্রুবীমো মহামতে ! ।

যদযুক্তং তত্ত্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ ! ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

সত্যযুক্তং ভবন্তিস্ত কৃপাবন্তিঃ সুহৃজ্ঞনৈঃ ।

কিং ব্রুবীমি পুনর্বাক্যযুক্তা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

ন যুভূঃ কেনচিদ্ভাব্যঃ কশ্চচিদ্বা কদাচন ।

দৈবাধীনমিদং সৰ্ব্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫ ॥

পয়ঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যন্ত কৃত্ত্বমাপয়ঃ  
শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থক ইতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ত্বৎকৃতেন স্বদাচরণেন দয়াদিষ্টাঃ প্রেরিতাঃ তস্মাৎ বয়ং ব্রুবীমো ব্রুমো নাশুপে-  
তার্থঃ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

কহিলাম । জয় বা পরাজয় বিষয়ে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই ; কারণ, আমি সৰ্বদাই  
সেই ভগবতীর অধীন, অতএব তদ্বিষয়ের যে লজ্জা, তাহা তাঁহারই আছে ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতিগণ তাঁহার সেইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং ভগবতীর প্রতি  
তাঁহার স্থির নিশ্চয়তা জানিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া সুদর্শনকে কহিতে লাগি-  
লেন, সাধো ! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য, কদাচই মিথ্যা নহে, তথাপি উজ্জয়নীপতি  
বৃধাজিৎ, তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে বুদ্ধিমন ! তোমার  
শরীরে যে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা আমরা জানিয়াছি ; তোমার নিমিত্ত আমাদের  
মানসে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সেই হেতু তোমাকে এই বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে  
মনে মনে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই কর ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন কহিলেন, আপনারা কৃপালু ও সদাশয়, আপনারা বাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য,  
আমি বাণক হইয়া আপনাদিগকে আর কি বলিব ? ॥ ৩৪ ॥ নৃপবরগণ ! কোনও ব্যক্তি  
কখন কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হয় না, এই স্বাবর-জঙ্গমাক্ক সমস্ত জগৎই দৈবের

স্ববশোহয়ং ন জীবোহস্তি স্বকৰ্মবশগঃ সদা ।  
 তৎ কৰ্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং বিদ্বন্তিস্তদ্বদশিভিঃ ॥ ৩৬ ॥  
 সঞ্চিতং বর্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্ ।  
 কালকৰ্মস্বভাবৈশ্চ ততঃ সৰ্বমিদং জগৎ ॥ ৩৭ ॥  
 ন দেবো মানুষ্যং হস্তং শক্তঃ কালাগমং বিনা ।  
 হতং মিমিত্তমাত্রেণ হস্তি কালঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ ।  
 তথা মাতামহোহপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 যত্নকোটিং প্রকুর্বাণো হনুতে দৈবযোগতঃ ।  
 জীবৈর্দ্বর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ ॥ ৪০ ॥  
 নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ ।  
 দৈবমেব পরং মদ্বা হুস্থিতোহস্মি সদা নৃপাঃ ! ॥ ৪১ ॥  
 স্মরণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্ ।  
 বিশ্বস্য জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি ॥ ৪২ ॥  
 পূর্ব্বার্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা ।  
 স্বকৃতস্য চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন কেবলং কৰ্মবশগঃ কিন্তু কালকৰ্মস্বভাববশগশ্চেত্যাহ কালেতি । স্বভাবো মূলভূতা  
 প্রকৃতিঃ । ততঃ ব্যাপ্তং তদ্বশগমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তদেবোপপাদয়তি ন দেব ইতি ॥ ৩৮—৪৩ ॥

অধীন ॥ ৩৫ ॥ জীবগণের মধ্যে কেহই নিজবশে অবস্থিত নহে, সকলে সর্বদাই নিজ নিজ  
 কৰ্মের বশবর্তী । তদ্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহেন, সঞ্চিত, বর্তমান ও প্রারব্ধভেদে কৰ্ম তিন  
 প্রকার ; এই অখিল জগৎ, কাল কৰ্ম ও স্বভাব কর্তৃক বিস্তারিত রহিয়াছে, সময় উপস্থিত  
 না হইলে দেবতারও যথুধ্যাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন না ; জীবগণ কোনও নিমিত্ত-  
 কারণ দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু সনাতন কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬-৩৮ ॥  
 সেইরূপে আমার পিতা শত্রুগণের সংহারক হইলেও সিংহ দ্বারা এবং মাতামহ যুধাজিতের  
 দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ জীবগণ জীবনের জন্ত কোটি কোটি যত্ন করিলেও  
 মহা দৈবযোগে নিহত হয় এবং কেহ রক্ষা না করিলেও দৈবযোগে সহস্র বৎসর পর্যন্ত  
 জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ হে পরম ধার্মিক নরপতিগণ ! আমি যুধাজিৎ হইতে  
 কদাচিৎ ভয় করি না, দৈবকেই প্রধান মানিয়া সর্বদা হুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪১ ॥  
 আমি নিত্য নিত্য সততই ভগবতীর স্মরণ করিয়া থাকি, যিনি বিশ্বসংসারের জননী সেই



স্বকৰ্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ ।  
 নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্লমতিঃ কিল ॥ ৪৪ ॥  
 ন তথাহং বিজ্ঞানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা ।  
 নিঃশব্দমিহ সম্প্রাপ্তঃ সমাজে ভূভূতামিহ ॥ ৪৫ ॥  
 একাকী দ্রষ্টুকামোহং স্বয়ংবরমমৃতমম্ ।  
 ভবিষ্যতি চ যদ্ব্যবং প্রাপ্তোহগ্নি চণ্ডিকাজ্জয়া ॥ ৪৬ ॥  
 ভগবত্যাঃ প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংযতঃ ।  
 তৎকৃতঞ্চ স্ত্বং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা ॥ ৪৭ ॥  
 যুধাজিৎ স্ত্বমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমাঃ ।।  
 যঃ করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্স্যতি ফলং তথা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে তথা তেন সন্তুষ্টা ভূভুজঃ স্থিতাঃ ।  
 মোহপি স্বমাজ্জমং প্রাপ্য স্ত্বস্থিতঃ সম্ভব হ ॥ ৪৯ ॥  
 অপরেহহি শুভে কালে নৃপাঃ সংমন্ত্রিতাঃ কিল ।  
 স্রবাহুনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে ॥ ৫০ ॥

অচেতনো বুদ্ধিরহিতো মূঢ়ঃ । নিমিত্তকারণে দুঃখস্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
 একাকীত্যাদি পূৰ্ব্বাশয়ি ॥ ৪৬ ॥  
 ভগবত্যা বাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৭—৫২ ॥

দেবাই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৪২ ॥ দেখ, শুভই হউক আর অশুভই হউক,  
 পূৰ্ব্বার্জিত নিজকৰ্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, নিজ নিজ কৃতকৰ্ম্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, যে  
 ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন সে ব্যক্তি আর শোক করিবেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মোহাজ্ঞান  
 অল্পমতি মানবগণ নিজকৃত কৰ্ম্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্ত কারণেই শত্রুতা করিয়া  
 থাকে ॥ ৪৪ ॥ আমি সেরূপ শত্রুতাজনিত শোক বা ভয় কিছুই জানি না ; আমি নিঃশব্দটিতে  
 এই ভূগতিগণের সভ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪৫ ॥ আমি চণ্ডিকার আজ্ঞায় এই অত্যাধম  
 স্বয়ংবর দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ; যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা অবশ্যই সংঘটিত  
 হইবে ॥ ৪৬ ॥ ভগবতীর বাক্যই আমার প্রমাণ, আমি অস্ত্র কিছুই জানি না, একান্ত মনে  
 তাঁহাকেই জানি ; তিনি যেৰূপ স্ত্ব দুঃখের বিধান করিয়াছেন কদাচই তাহার অস্ত্র  
 হইবে না ॥ ৪৭ ॥ রাজগণ ! যুধাজিৎ স্ত্বলাভ করুন, তাঁহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই,  
 যিনি আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন তিনি অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ  
 নাই ॥ ৪৮ ॥

দিব্যাস্তরগণযুগ্মেষু মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।

উপবিশাশ্চ রাজানঃ শুভালঙ্করণৈর্যুতাঃ ॥ ৫১ ॥

দিব্যবেশধরাঃ কামিং বিমানেষু মরা ইব ।

দীপ্যমানাঃ স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ॥ ৫২ ॥

ইতি চিন্তাপরাঃ সর্বের্ কদা সাপ্যাগমিষ্যতি ।

ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

যদি স্তদর্শনং দৈবাং অজা সন্তুষয়েদিহ ।

বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মঞ্চেষু সংস্থিতাঃ ।

বাদিত্রযোষঃ স্তমহানুস্থিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫ ॥

অথ কানীপতিঃ প্রাহ স্ততাং স্নাতাং স্নলঙ্কতাম্ ।

মধুকমালাসংযুক্তাং ক্ষৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥

বিবাহোপস্করৈর্যুক্তাং দিব্যাং সিন্ধুস্নতোপমাম্ ।

চিন্তাপরাং স্তবসনং স্মিতপূর্বমিদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুতপুণ্যং কং বরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

সিন্ধুস্নতা লক্ষ্মীঃ । চিন্তাপরাং ভগবতীধ্যানপরাম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! স্তদর্শন এইরূপ कहিলে পর নরপতিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, স্তদর্শনও আপন আশ্রমে গমন করিয়া স্থিরচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরদিন নরপতি স্নবাহ সমস্ত সমাগত নৃপতিগণকেই স্বয়ংবর সভায় নিজ নিজ মনোহর মণ্ডপে আহ্বান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রাজগণ মনোহর অলঙ্কারসমূহে স্ত্রোশোভিত হইয়া স্তরচিত দিব্য আস্তরণ পরিশোভিত মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন তথায় তাঁহারা দিব্য বেশধারী বিমান স্থিত অমর বৃন্দের জায় রত্ন-সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দীপ্যমান হইয়া স্বয়ংবর দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কখন সেই রাজবালা আগমন করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে বরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এই স্বয়ংবর সভায় যদি দেববশে স্তদর্শনকে মায়া প্রদান করে তাহা হইলে অবশ্যই নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূপগণ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে সেই নৃপতিগণের সভামণ্ডপে স্তমহং বাদিত্র নির্ঘোষ সমুখিত হইল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর কানীপতি স্নবাহ, কস্তার সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে শশিকলা স্থান করিয়া পটবস্ত্র পরিধান পূর্বক বিবিধ অলঙ্কারে ও মধুকমালা

উত্তিষ্ঠ পুত্রি ! স্ননসে ! করে ধৃষ্টা শুভাং ব্রজম্ ।  
 ব্রজ মণ্ডপমধ্যেহ্য সমাজং পশ্য ভূভুজাম্ ॥ ৫৮ ॥  
 গুণবান্ রূপসম্পন্নঃ কুলীনশ্চ নৃপোত্তমঃ ।  
 তব চিত্তে বসেদ্যন্ত তং বৃণুষ স্নমধ্যমে ! ॥ ৫৯ ॥  
 দেশদেশাধিপাঃ সর্বের মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।  
 সংবিষ্টাঃ পশ্য তদ্বজ্রি ! বরয়স্ব যথারুচি ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী ।  
 উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্মসংযুতম্ ॥ ৬১ ॥  
 শশিকলোবাচ ।

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ ! কিল ।  
 কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্ত্যশ্চ যোষিতঃ ॥ ৬২ ॥  
 ধর্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত ! ময়েদং বচনং কিল ।  
 এক এব বরো নার্যা নিরীক্ষ্যঃ স্মান চাপরং ॥ ৬৩ ॥  
 সতীক্বে নিগতং তস্থা যা প্রযাতি বহুনথ ।  
 সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্বের দৃষ্টা মে ভবতাদিতি ॥ ৬৪ ॥

অন্তা ব্যভিচারিণ্যঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

সুশোভিত এবং সমস্ত বিবাহ সম্বন্ধায় সজ্জিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর স্থায় শোভা পাইতে-  
 ছেন। নৃপতি, ক্ষৌমবসনে বিভূষিত তনয়ারে চিন্তাতুরা নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্তের  
 সহিত কহিলেন, বৎসে ! উঠ উঠ, করকমলে সুশোভন মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপ মধ্যে  
 গমন পূর্ব্বক রাজগণের সমাজ অবলোকন কর ॥ ৫৮—৫৯ ॥ তদ্বজ্রি ! গুণবান্, রূপবান্ ও  
 আভিজাত্যসম্পন্ন যে নৃপসন্তম, তোমার মনোমন্দিরে বাস করিতেছেন, তুমি তাহাকেই  
 বরণ কর ॥ ৫৯ ॥ হে শোভনাদ্রি ! দেশদেশান্তরের অধিরাজগণ সুরচিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট  
 রহিয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর এবং যাহাকে তোমার অভিরুচি হয়  
 তাঁহাকেই বরমালা প্রদান কর ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহ এইরূপ বলিলে পর মিতভাষিণী শশিকলা তাহাকে ধর্মসংযুক্ত  
 সুললিত মনোহর মধুর বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥ পিতঃ ! আমি কামুক নরপতি-  
 গণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না, তথায় আমার স্থায় রমণীগণ গমন করে না, ব্যভিচারিণী  
 কামিনীরাই গমন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ পিতঃ ! আমি ধর্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, নারীগণ

স্বয়ংবরে অজং ধ্বজা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে ।  
 সামান্য সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধুঃ ॥ ৬৫ ॥  
 বারজী বিপণে গজা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্ ।  
 গুণাগুণপরিজ্ঞানং কৰোতি নিজমানসে ॥ ৬৬ ॥  
 নৈকভাবা যথা বেষ্ঠা বৃথা পশ্চতি কামুকম্ ।  
 তথাহং মণ্ডপে গজা কুর্বে বারজিয়া কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥  
 বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধৰ্ম্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্ ।  
 পত্নীভ্রতং তথা কামং চরিষ্যেহং ধৃতব্রতা ॥ ৬৮ ॥  
 সামান্য প্রথমং গজা কৃতা সঙ্কলিতং বহু ।  
 বর্ণোতি চৈকং তদ্বদৈ বর্ণোমি কথমদ্য বৈ ॥ ৬৯ ॥  
 স্তদর্শনো ময়া পূৰ্ব্বং বৃতঃ সৰ্ব্বাত্মনা পিতঃ ! ।  
 তস্মতে নান্যথা কৰ্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম ! ॥ ৭০ ॥

সঙ্কলয়ন্তীতি । মাং দৃষ্ট্বয়ং মে ভবতাদিতি তে সঙ্কলয়ন্তি । ভবতাদিত্যাশীর্গোটি  
 তাতঙ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

কুর্বে ইতি । বারজিয়া কৃতং কথং কুর্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

নহ বৃদ্ধসম্প্রদায় এবমেবাস্তি স চ ত্রয়াপ্যাশ্রয়ীয় ইতি চেত্তত্রাহ বৃদ্ধৈরिति ॥ ৬৮ ॥

একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না ॥ ৬৩ ॥ যে নারী  
 বহুজনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই “আমার হউক” বলিয়া সঙ্কল্য করিয়া  
 থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৬৪ ॥ বরার্থিনী রমণী যখন বরমালা ধারণ  
 করিয়া স্বয়ংবর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার স্থায় সামান্ত বধু হইয়া  
 থাকে । যেমন বারবধু বিপণি স্থানে গমন পূৰ্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ  
 মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ংবরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয় ॥ ৬৫—৬৬ ॥  
 বেশা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন  
 করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার স্থায় সেইরূপ কার্য্য কিরূপে  
 সম্পাদন করিব ? ॥ ৬৭ ॥ বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অমুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার  
 অমুসরণ করিব না, আমি পাত্তিব্রত্য ধারণ পূৰ্ব্বক উত্তমরূপে পত্নীভ্রতের আচরণ করিব ॥ ৬৮ ॥  
 সামান্ত রমণী যেমন প্রথমে গমন পূৰ্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্য করিয়া পরে এক  
 ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেইরূপ করিতে পারিব না ॥ ৬৯ ॥ পিতঃ ! আমি  
 প্রথমেই কায়মনো বাক্যে স্তদর্শনকে বরণ করিয়াছি ; তাহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তিকে বরণ  
 করিয়া তাহার অন্তথা করিতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৭০ ॥ হে নৃপসত্তম ! যদি

বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে ।

সুদর্শনায় নৃপতে । যদীচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১ ॥

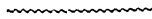
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাজাং  
পরম্পরসংবাদকথনপুৰ্ব্বকং কল্পায়া বোধবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

তত্র দৌষমাহ সামান্ত্রেতি । যথা কাচিং সামান্ত্রা জী প্রথমং সভায়াং গতা মনসি বহু-  
পুরুষসংস্রঃ সঙ্কলিতঃ কৃত্বা পশ্চাৎ স্বভাগো লিখিতমেকমেব বর্ণোতি তথা সামান্ত্রাবৎ কথ-  
মদ্য পুরুষং বর্ণোম্যহং পতিব্রতা সতীত্যর্থঃ ॥ ৬২—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহের বিধান অনুসারে  
সুদর্শনকে কল্পা প্রদান করুন ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে স্বয়ংবর সভায় রাজগণের পরম্পর  
কথোপকথন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

সুবাহুরপি তচ্ছ্রদ্ধা যুক্তযুক্তং তয়া তদা ।  
চিন্তাবিষ্টো বভূবাসু কিং কৰ্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ১ ॥  
সঙ্গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্তাঃ সপরিগ্রহাঃ ।  
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধু কামাঃ মহাবলাঃ ॥ ২ ॥  
যদি ব্রবীমি তান্ সৰ্ব্বান্ স্তুতা নায়াতি সাম্প্রতম্ ।  
তথাপি কোপসংযুক্তা হনুম্যর্মাং দুষ্কবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩ ॥  
ন মে সৈন্তবলং তাদৃগ্গ্ণ দুর্গবলমদ্বুতম্ ।  
যেনাহং নৃপতীন্ সৰ্ব্বান্ প্রত্যাদেফুমিহোৎসহে ॥ ৪ ॥  
সুদর্শনস্তথৈকাকী হসহায়োহধনঃ শিশুঃ ।  
কিং কৰ্ত্তব্যং নিমগ্নোহহং সৰ্ব্বথা দুঃখসাগরে ॥ ৫ ॥  
ইতিচিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসম্মিধৌ ।  
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ বট্টিপদৈরাজাং কোলাহলে সতি ।

কন্তায়াঃ সন্দভৌ রাজা স্থিত ইত্যেতদুচ্যতে ॥

কন্তাবাক্যান্তরং চিন্তাগ্রস্তো রাজা যচ্চকার তদুচ্যতে সুবাহুরপীতি । কন্তয়া তু সম্য-  
শুভং পরন্তু ময়া কিং কৰ্ত্তব্যমিতি চিন্তাবিষ্টো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

নায়াতীতি । ইতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাদেফুং প্রত্যাখ্যাতুম্ ॥ ৪—৬ ॥

বাস বলিলেন, কাশীরাজ সুবাহু স্বীয় কন্তা শশিকলার যুক্তযুক্ত বচন পরস্পরা শ্রবণ  
করিয়া এখন শীঘ্র কি কৰ্ত্তব্য এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তাধিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরাক্রান্ত ভূপাল  
সকল যুদ্ধ কামনায সৈন্ত সমূহ সঙ্গে করিয়া নিজ নিজ অমুচরগণের সহিত এখানে আগমন  
পূৰ্ণক স্বয়ংবর মঞ্চে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এখন যদি আমি তাহাদিগকে বলি যে মদীয়  
তনয়া শশিকলা স্বয়ংবর সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে সেই দুৰ্ব্বুদ্ধি ভূপালগণ ক্রোধাক্ত  
হইয়া আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ২—৩ ॥ আমার তাদৃগ্গ্ণ সৈন্তবল স্তম্ভবা দুর্গবল নাই যে  
তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃপতিগণের বাক্য অস্বীকার করত তাহাদিগকে দুরীভূত  
করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪ ॥ সুদর্শনও একাকী, অসহায়, নির্ধন ও বালক, এখন আমার কৰ্ত্তব্য

\* অষ্টকামাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

কিং কর্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে সূতা ।  
 বহুশঃ প্রের্যমাণাপি সা মাত্রাপি ময়্যপি চ ॥ ৭ ॥  
 মুক্খা পতামি পাদেষু রাজ্ঞাং দাসোহস্মি সাশ্রুতম্ ।  
 পূজাদিকং গৃহীত্বাদ্য ব্রজস্তু সদনানি বঃ ॥ ৮ ॥  
 দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্ ।  
 গৃহীত্বাদ্য কৃপাং কৃত্বা ব্রজস্তু ভবনান্যুত ॥ ৯ ॥  
 ন বশে মে সূতা বাল্য যদি ত্রিয়েত খেদিতা ।  
 তদা মে শ্রান্মহদুঃখং তেন চিন্তাতুরোহস্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 ভবন্তুঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্য মহৌজসঃ ।  
 কিমেতয়া চ্ছিত্রা মে মন্দয়া চ্ছুর্কিনীতয়া ॥ ১১ ॥  
 অনুগ্রাহোহস্মি বঃ কামং দাসোহহমিতি সর্বথা ।  
 সূতা সূতেব মন্তব্যা ভবন্তিঃ সর্বথা মম ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা স্খবাহবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ ।

মুখাজিৎ ক্রোধতাত্রাক্ষস্তমুবাচ রুমাবিতঃ ॥ ১৩ ॥

মাত্রা জনস্তা ॥ ৭ ॥

বঃ সদনানি যুগং ব্রজস্থিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

খেদিতা তাদ্ভিতা সতী যদি ত্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কি ? হায় ! আমি এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৫ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে  
 নরপতি স্খবাহ বিনয়বনত হইয়া রাজগণের নিকট গমন পূর্বক প্রণাম করিয়া বলিতে  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ ভূপতিগণ ! আমি এখন কি করি ? আমি এবং তাহার জননী বহবার  
 স্বরংবর সত্য আসিতে বলিলেও আমার কত্যা আসিতে সম্মত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ আমি  
 আপনাদিগের দাস আপনাদের চরণতলে উত্তমাক্ষ নিপাতিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি,  
 এক্ষণে পূজাদি গ্রহণ পূর্বক আপনারা নিজ নিজ ভবনে গমন করুন । আমি বহুতর  
 রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূর্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া গৃহে গমন  
 করুন ॥ ৮—৯ ॥ আমার তনয়া এখন বালিকা, তাহাকে ত্যাগ করিলে যদি প্রাণ পরি-  
 ত্যাগ করে তাহা হইলে আমার আত্মিক দুঃখ হইবে এই নিমিত্তই আমি অত্যন্ত  
 চিন্তাতুর হইতেছি ॥ ১০ ॥ আপনারা সৌভাগ্যশালী, তেজস্বী ও করুণাবান, আমার এই  
 দুর্কিনীত মনভাগ্য কত্যা গ্রহণে আপনাদের প্রয়োজন কি ? ॥ ১১ ॥ আমি আপনাদিগের  
 দাঁস, অতএব আমার প্রতি করুণা প্রকাশ এবং আমার কত্যাকে আপনাদিগের তনয়ার  
 স্তায় মনে করা একান্তই কর্তব্য ॥ ১২ ॥

রাজমূৰ্খোহসি কিং ব্রূষে কৃত্বা কার্য্যং হুনিদিতম্ ।  
 স্বয়ংরঃ কথং মোহাদ্রুচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪ ॥  
 মিলিতা ভুভুজঃ সৰ্বৈঃ স্বয়াহুতাঃ স্বয়ংবরে ।  
 কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাশ্চে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 অবমান্য নৃপান্ সৰ্ব্বাংস্ত্বং কিং হুদর্শনায় বৈ ।  
 দাতুমিচ্ছসি পুত্রীঞ্চ কিমনার্য্যমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥  
 বিচার্য্য পুরুষোদৌ কার্য্যং বৈ শুভমিচ্ছতা ।  
 আরব্ধব্যং স্বয়া তত্ কৃতং রাজমজানতা ॥ ১৭ ॥  
 এতান্ বিহায় নৃপতীন্ বলবাহনসংযুতান্ ।  
 বরং হুদর্শনং কৰ্ত্ত্বং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥  
 অহং ত্বাং হস্মি পাপিষ্ঠ ! তথা পশ্চাৎ হুদর্শনম্ ।  
 দৌহিত্রাদ্য মে কত্যাং দাস্তামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কিসেতয়েতি । এতয়া ছষ্টয়া মন্দভাগ্যা ভবতাং কিং ফলং ভবিষ্যতি যদর্থমেতাবান-  
 গ্রাহো ভবন্তিঃ ক্রিয়তে ॥ ১১—১৫ ॥

অবমান্তি । পুত্রীং দাতুং কিমিচ্ছসি । যদীচ্ছসি তর্হি অতোহস্মাৎ পরমধিকমনার্য্যম-  
 দ্ভাষ্যং কিমস্মি । মহানপরাধস্তব তদেতর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিচার্য্যেতি । শুভমিচ্ছতা পুরুষোদৌ কার্য্যং সাধ্যমসাধ্যং বেতি বিচার্য্য পশ্চাদারব্ধ-  
 ব্যম্ । স্বয়া তু রাজমজানতা তৎ কার্য্যং কৃতমতঃ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

বাস বলিলেন, অতঃপর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কেহ কিছুই বলিলেন না,  
 কিন্তু যুধাম্বিন্বে ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষভরে কানীরাজকে বলিতে আরম্ভ  
 করিলেন ॥ ১৩ ॥ রাজন ! তুমি নিতান্ত মূৰ্খ, অত্যন্ত নিদিত কৰ্ম্ম করিয়া এখন কি  
 বলিতেছ ; যদি তোমার সন্দেহ ছিল, তবে না বুঝিয়া মোহবশে স্বয়ংবর সভা রচনা  
 করিলে কেন ? ॥ ১৪ ॥ তুমি আহ্বান করিয়াছ বলিয়া ভূপালগণ সকলেই স্বয়ংবর  
 সভায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এখন তাঁহার কিরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে  
 পারেন ॥ ১৫ ॥ সমস্ত নরপতিগণের অবমাননা করিয়া তুমি কি হুদর্শনকে কৃত্যদান করিতে  
 ইচ্ছা করিতেছ ? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনার্য্য কার্য্য আর কি হইতে পারে ? ॥ ১৬ ॥  
 কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণের প্রথমে বিচার করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা কৰ্ত্তব্য, কিন্তু তুমি  
 বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, ইহার ফল অবশ্যই পাইতে হইবে, সন্দেহ  
 নাই ॥ ১৭ ॥ তুমি এখন এই বলবাহনসম্পন্ন পৃথিবীজগৎকে পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসহায়  
 ও নির্ধন হুদর্শনকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ॥ ১৮ ॥ পাপাধম ! আমি অন্য  
 তোমাকে বধ করিব, পশ্চাৎ হুদর্শনকে বিনাশ করিয়া দৌহিত্রকে কৃত্য প্রদান করিব,



ময়ি তিষ্ঠতি কোহন্তোহস্তি যঃ কণ্ঠাং হতুমিচ্ছতি ।  
 হৃদর্শনঃ ক্রিয়ানন্দ্য নিরুদনো নিরুদনঃ শিশুঃ ॥ ২০ ॥  
 ভারত্বাজ্ঞানমে পূর্বং মুক্তো মুনিকৃতে ময়া ।  
 নাদ্যাং মোচয়িষ্যামি সর্বথা জীবিতং শিশোঃ ॥ ২১ ॥  
 তস্মাদ্বিচার্য্য সমক্ ত্বং পুত্র্যা চ ভার্য্যয়া সহ ।  
 দৌহিত্র্য প্রিয়াং কণ্ঠাং দেহি মে হৃদ্রবং কিল ॥ ২২ ॥  
 সম্বন্ধী ভব দত্তা ত্বং পুত্রীমেতাং মনোরমাম্\* ।  
 উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকর্তব্যঃ সর্বদা শুভমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥  
 হৃদর্শনায় দত্তা ত্বং পুত্রীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্ ।  
 একাকিনেহপ্যরাজ্যায় কিং স্বখং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥  
 “কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুর্গং হৃদ্রজনম্ ।  
 দৃষ্ট্বা কণ্ঠা প্রদাতব্যা নানুথা স্বখমিচ্ছতি ॥ ১ ॥”  
 পরিচিন্তয় ধর্মং ত্বং রাজনীতিক শাস্ত্রতীম্ ।  
 কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কুথা মতিমন্তথা ॥ ২৫ ॥

দৌহিত্র্যৈবেমাং কণ্ঠাং দাত্তানীতি মে বিনিশ্চয়োহস্তি ॥ ১৯—২০ ॥

মুনিকৃতে মুনিসঙ্কোচার্থম্ ॥ ২১—২২ ॥

সম্বন্ধী ভবেতি । মমেতি শেষঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১৯ ॥ আমি বিদ্যমান থাকিতে এমন কোন  
 ব্যক্তি আছে যে কণ্ঠা হরণের ইচ্ছা করিতে পারে ? বলহীন, নির্ধন ও শিশু হৃদর্শনের  
 ক্ষমতাত গনণার আনিবারই যোগ্য নহে ॥ ২০ ॥ পূর্বে ভারত্বাজের আশ্রমে মুনিজনের  
 অমুরোধ মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অন্য আমি সেই শিশুর জীবন কোন-  
 মতেই রাখিব না ॥ ২১ ॥ অতএব, তুমি ভার্য্যা ও কণ্ঠার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ  
 করিয়া, আপনার প্রিয়তমা মনোরমা কণ্ঠা আমার দৌহিত্রকে প্রদান কর ॥ ২২ ॥ তুমি  
 আমার দৌহিত্রকে এই পরমাত্মদরী কণ্ঠাদান করিয়া আমার সহিত বৈবাহিক হুত্রে  
 আবদ্ধ হও, দেখ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণের সর্বদা মহদাপ্রিয়ই কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ প্রাণতুল্য  
 প্রিয়তমা এই কল্যাণী কণ্ঠাকে রাজ্যভ্রষ্ট অসহায় হৃদর্শনকে প্রদান করিয়া কি স্বখ লাভের  
 প্রত্যাশা করিতেছ ? ॥ ২৪ ॥ “কুল, বিত্ত, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও হৃদ্র সহায়াদি ধর্শন  
 করিয়া কণ্ঠাদান করা কর্তব্য, তাহা না হইলে স্বখ লাভের সম্ভাবনা নাই ।” তুমি রাজনীতি  
 ও সনাতন ধর্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যথাযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, নীতি ও ধর্মপথ পরিহার

\* সম্বন্ধী ভব মে রাজন্ । সহায়োহস্মি সঙ্গা ভব । ইতি পাঠোহপি কৃত্তিঃ বৃত্ততে ।

সুহৃদসি সমাত্যর্থং হিতস্তে প্রবীৰ্য্যহম্ ।  
 সমানয় স্ততাং রাজন্ ! মণ্ডপে তাং সখীযুতাম্ ॥ ২৬ ॥  
 সুদর্শনমুতে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যদৌ ।  
 বিগ্রহো মে তদা ন স্তাদ্বিবাহোহস্ত তবেপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥  
 অন্তে নৃপতয়ঃ সৰ্বে কুলীনাঃ সৰলাঃ সমাঃ ।  
 বিরোধঃ কীদৃশশ্চেনং বৃণোদ্যদি নৃপোভম ! ॥ ২৮ ॥  
 অন্তথাহং হরিষ্যেহদ্য বলাং কন্তামিমাং শুভাম্ ।  
 মা বিরোধঃ সুহুঃসাধ্যং গচ্ছ পার্থিবসত্তম ! ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিতা সমাদিষ্টঃ স্রবাহঃ শোকসংযুতঃ ।  
 নিঃশ্বসন্ ভবনং গতা ভার্য্যাং প্রাহ শুচারুতঃ ॥ ৩০ ॥  
 পুত্রীং ব্রুহি স্বধর্ম্মজ্ঞে ! কলহে সমুপস্থিতে ।  
 কিং কর্তব্যং ময়া শক্যং ত্বদ্বশোহস্মি স্রলোচনে ! ॥ ৩১ ॥

বহ যদি স্ময়া প্রার্থ্যতে তর্হীদং স্বীকরোমীত্যাহ সুদর্শনমুত ইতি । সুদর্শনং বিহায় যং  
 বা কং বা নৃপতিমিয়ং কন্তা বরিষ্যতি তদাদৌ বিগ্রহো ন স্তাতদা তবেপ্সিতো বিবাহোহস্ত  
 নোচেন্নতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বিরোধঃ কীদৃশ ইতি । বিরোধঃ কিংবিষয় ইত্যর্থঃ । স্বয়মেব বদতি এনং বৃণোদ্যদীতি ।  
 এনং সুদর্শনমিয়ং কন্তা যদি বৃণোদ্যুত্তর্হি তদ্বিষয়ে বিরোধো নান্তরাজবিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥  
 অন্তথেতি । যদি সুদর্শনায় দাগ্রসীত্যর্থঃ । অতো নিরর্থকং ময়া সহ বিরোধঃ হুঃসাধ্যং  
 মা গচ্ছ মা ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

করিয়া অন্তমতে কদাচই কার্য্য করিও না ॥ ২৫ ॥ তুমি আমার অত্যন্ত স্নেহ এই নিমিত্তই  
 তোমাকে হিতকথা কহিতেছি, রাজন্ ! তুমি নিজ তনয়াকে সখীপরিবৃত্ত করিয়া স্বয়ংবর  
 সভামণ্ডপে আনয়ন কর ॥ ২৬ ॥ এই বলা, সুদর্শন ব্যতিরেকে অস্ত্র যাহাকে বরণ করে কল্লক  
 তাহাতে আমার বিগ্রহ করিবার বাসনা নাই, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ অনুসারেই  
 বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে ॥ ২৭ ॥ হে নৃপোভম ! অন্তান্ত নৃপতিগণ সকলেই কুলীন ও  
 সৈন্তবলসম্বিত এবং সর্ব্বতোভাবেই তোমার সমূশ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ  
 করিলে কোনও বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না ; কিন্তু যদি এই কন্তা সুদর্শনকে বরণ  
 করে, তবে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব, অতএব হে নৃপসত্তম ! ভয়ঙ্কর বিবাদ  
 বিবাদ না করিতে হয় তাহার উপায় কর ॥ ২৮—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে যুধাজিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীরাজ স্রবাহ অত্যন্ত  
 গৌরাবিত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোক-

## ব্যাস উবাচ ।

সাত্ত্বিক পতিবাক্যস্ত গম্য প্রাহ সত্যাত্মিকম্ ।

বৎসে ! রাজাতিতুঃখার্তঃ পিতা তেহৃদ্যাগ্নি বর্ততে ॥ ৩২ ॥

স্বদর্শে বিগ্রহঃ কামং সমুৎপন্নোহদ্য ভূতাম্ ।

অন্যং বরয় স্ত্রোশাগ্নি ! স্তদর্শনমুতে নৃপম্ ॥ ৩৩ ॥

যদি স্তদর্শনং বৎসে ! হৃষ্টাত্মং বৈ বরিস্যসি ॥

যুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং হনিষ্যতি বলাশ্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥

স্তদর্শনঞ্চ\* রাজানো বলমন্তঃ প্রতাপবান্ ।

দ্বিতীয়ন্তে পতিঃ পশ্চাত্ত্বিতা কলহে সতি ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ স্তদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্মং নৃপোত্তমম্ ।

স্বখমিচ্ছসি চেন্মহাঃ তুভ্যং বা মৃগলোচনে ! ॥ ৩৬ ॥

ইতি মাত্ৰা বোধিতাং তাং পশ্চাদ্রাজাপ্যবোধয়ৎ ।

উভয়োর্বচনং শ্রুত্বা নির্ভয়োবাচ কথকা ॥ ৩৭ ॥

পুত্রীং বুহীতি । এতাদৃশে কলহে জাতে প্রাপ্তে ময়া শক্যং যৎ কিং কর্তব্যং তস্মাৎসদৃশে  
হস্মি তব যদ্বক্তুং ভাসতে তথা কুর্শ্চিতি পুত্রীং বুহীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৪২ ॥

সন্তপ্তচিত্তে রহিবীকে কহিলেন, স্নোচনে ! আমি এক্ষণে তোমারই বশবর্তী হই  
রাছি তুমি শশিকলাকে বুঝাইয়া বল, যে বিষম কলহ উপস্থিত, এক্ষণে আমার কর্তব্য  
কি ? ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী পতিবাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক তনয়ার নিকট গমন করিয়া কহিবে  
লাগিলেন, বৎসে ! তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই  
মুপতিগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল, অতএব হে স্ত্রোশাগ্নি ! তুমি স্তদর্শন ব্যতিরেকে  
অন্যকে বরণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ বৎসে ! যদি বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা দ্বারা  
স্তদর্শনকেই বরণ কর তবে সৈন্তসমন্বিত বলবীৰ্য্যমন্ত প্রতাপাশ্রিত রাজা যুধাজিৎ তোমাকে  
আমাকে এবং স্তদর্শনকে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই । এইরূপে কলহ উপস্থিত হইলে পর  
তোমার দ্বিতীয় পতি হইবারও সম্ভাবনা, অতএব এই সময়েই বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর  
একান্ত কর্তব্য ॥ ৩৪—৩৫ ॥ মৃগনয়নে ! তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে যদি তোমার এবং আমার  
স্বখ ও মঙ্গল কামনা থাকে তবে অন্য এক নৃপতিকে বরণ করা তোমার একান্তই  
কর্তব্য ॥ ৩৬ ॥ মাতা এইরূপে বুঝাইলে পর রাজাও তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন । উভয়ের  
বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিকলা নির্ভরচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কঙ্কোবাচ ।

সত্যমুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! জানাসি চ ত্রতং মম ।  
 নান্যং যুগোমি ভূপালং স্নদর্শনমূতে কচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 বিভেষি যদি রাজেশ্ব ! নৃপেভ্যঃ কিম কাতরঃ ।  
 স্নদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জয় পুরাদবহিঃ ॥ ৩৯ ॥  
 স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিষ্যতি তে পুরাৎ ।  
 ভবিতব্যস্ত পশ্চাৎ ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৪০ ॥  
 নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্য ভবিতব্যে নৃপোত্তম ! ।  
 যন্তাবি তন্তবত্যেব সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥  
 রাজোবাচ ।

ন পুত্রি ! সাহসং কার্য্যং মতিমদ্রিঃ কদাচন ।  
 বহুভিন্ন বিরোদ্ধব্যমিতি বেদবিদো বিচুঃ ॥ ৪২ ॥  
 বিস্রম্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজসুতায় চ ।  
 রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুয়সাম্প্রতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 যদি তে রোচতে বৎসে ! পণং সংবিদধাম্যহম্ ।  
 জনকেন যথাপূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে ॥ ৪৪ ॥

পণে কৃত্তে কলহো ন ভবিষ্যতীত্যাহ যদি ত্বদ্বিতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

নৃপবর ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার দৃঢ়ত্রতের কথাত আপনি অবগত আছেন, আমি স্নদর্শন ব্যতিরেকে অশ্রু কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না ॥ ৩৮ ॥ রাজেশ্ব ! আপনি যদি রাজগণের ভয়ে ভীত ও কাতর হন, তবে আমাকে স্নদর্শনের করে সম্প্রদান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন, তিনি আমাকে রথে আরোপিত করিয়া নগর হইতে নির্গত হইবেন, তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, কদাচই তাহার অন্তথা হইবে না ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে নৃপোত্তম ! ভবিতব্য বিষয়ে আপনি কিছুই ভাবনা করিবেন না, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪১ ॥

রাজা কহিলেন, বৎসে ! বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কদাচই অতিশয় সাহস করেন না, বেদজগণ কহিয়া থাকেন যে বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করা কর্তব্য নহে ॥ ৪২ ॥ আমি রাজপুত্রকে কষ্টাদান করিয়া তাহার সহিত নিজ কষ্টাকে কিরূপে বিসর্জন দিব ? রাজগণ বৈর-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন । এমন অকার্য্য কিছুই নাই যাহা তাঁহারা এখন সম্প্রদান করিতে না পারেন ? ॥ ৪৩ ॥ বৎসে ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে পূর্ব্ব জনকরাজ যেমন সীতাব

শৈবং ধনুর্ঘথা তেন ধৃতং কৃদ্ধা পণং তথা ।  
 তথাহমপি তদ্বসি ! করোম্যদ্য ছুরাশ্চিদম্ ॥ ৪৫ ॥  
 বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ভ্রজেৎ ।  
 পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥  
 হৃদর্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদবলবন্তরঃ ।  
 পালয়িত্বা পণং স্থাং বৈ বরয়িষ্যতি সর্ব্বথা ॥ ৪৭ ॥  
 এবং কৃতে নৃপাণাস্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ ।  
 হুখেনাহং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃপরম্ ॥ ৪৮ ॥

কন্যোবাচ ।

সন্দেহেনৈব মজ্জামি মুখকৃত্যমিদং যতঃ ।  
 ময়া হৃদর্শনঃ পূর্ব্বং ধৃতশ্চেতসি নান্যথা ॥ ৪৯ ॥  
 কারণং পুণ্যপাপানাং মন এব মহীপতে ! ।  
 মনসা বিধৃতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ ! ॥ ৫০ ॥  
 কৃতে পণে মহারাজ ! সর্ব্বেষাং বশগা হুহম্ ।  
 একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ ॥ ৫১ ॥

কামং পণম্ ॥ ৪৬—৫০ ॥

সর্ব্বেষামিতি । যে যে পণং সাধয়িষ্যন্তি তেষাং সর্ব্বেষাং বশগা ভবিষ্যমীত্যর্থঃ । ন  
 হেতুেনৈব পণঃ সাধনীয় ইতি পণসময়ে নিয়মঃ ক্রিয়তে কিন্তু সমুদারোদেপেনেতি ।

স্বয়ংবরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিমিত্ত সেইরূপ পণ সংস্থাপন করি ॥ ৪৪ ॥  
 তিনি যেমন শৈবধনু পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ ছুরাশ্চিদম্ পণ সংস্থাপন  
 করিতে পারি । তাহা হইলে রাজগণের বিবাদও প্রশমিত হইতে পারে । কারণ, যে ব্যক্তি  
 পণ প্রতিপালনে সমর্থ হইবেন সেই ব্যক্তিই তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন ; তাহাতে  
 হৃদর্শনই হউন অথবা অস্ত্র যে কোন ব্যক্তিই হউন, যে বলবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই পণ  
 প্রতিপালন পূর্ব্বক তোমাকে বরণ করিবেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ এইরূপ করিলে নৃপতিগণের  
 বিবাদ প্রশমিত হইয়া নাইবে, আমিও তাহার পর স্থখে তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন  
 করিতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

কস্তা কহিলেন, পিতঃ ! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ;  
 কারণ, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা মূর্খের কার্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ; আমি পুঙ্কেই  
 মনে মনে হৃদর্শনকে বরণ করিয়াছি তাহার আর অস্ত্রথা হইবে না ॥ ৪৯ ॥ মহীপতে ! মনই  
 পাপ পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমি মনে মনে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে পরি-

কিং কৰ্তব্যং তদা তাত ! বিবাদে সমুপস্থিতে ।  
 সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্যে মতিং নাহং কৰোম্যতঃ ॥ ৫২ ॥  
 মা চিস্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! দেহি হৃদদর্শনায় মাম্ ।  
 বিবাহং বিধিনা কৃদ্ধা শং বিধাস্মতি চণ্ডিকা ॥ ৫৩ ॥  
 যন্মামকীৰ্ত্তনাদেব দুঃখৌঘো বিলয়ং ব্রজেৎ ।  
 তাং স্মৃদ্ধা পরমাং শক্তিং কুরু কার্য্যমতশ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 গদ্ধা বদ নৃপেভ্যস্তং কৃতাজ্জলিপুটোহদ্য বৈ ।  
 আগন্তব্যঞ্চ শ্বঃ সৰ্বৈরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥  
 ইতু্যুক্তা স্বং বিস্বজ্যাশু সৰ্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্ ।  
 বিবাহং কুরু রাত্রৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ! ॥ ৫৬ ॥  
 পারিৰ্ব্বং যথা যোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জ্য ।  
 গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিস্থতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥

এতদেবাহ একঃ পালয়িত্তেতি । ত্রিভির্ধদি বা দ্বাভ্যাং বা পণঃ সাধ্যাতে তদৈকা কস্তা  
 কস্ত ভবিষ্যতীতি বিবাদে সমুপস্থিতে কিং কৰ্তব্যম্ । ন কশ্চিদত্রোপায়ো বিদ্যতে তস্মা-  
 দ্বাভ্যাং ত্রিভ্যো বা সা কস্তা দেয়েতি প্রসঙ্গঃ শ্রুততশ্চ মহাননর্থঃ পণে ক্রুতে সতি ভাব্যতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সংশয়াধিষ্ঠিতে সংশয়বিষয় ইত্যর্থঃ । অয়ং বা পতিরয়ং বা পতিরিতি পতিবিষয়ে সংশয়ে  
 কুলটাবদহং মতিং ন কৰোমি পতিব্রতা সতীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

ত্যাগ করিয়া অস্ত্র ব্যক্তিকে কিরূপে বরণ করিতে পারি ॥৫০॥ মহারাজ ! পণ করিলে আমি  
 সকলেরই বশবর্ত্তিনী হইব, যদি একজন, দুইজন অথবা বহু ব্যক্তি সেই পণ প্রতিপালন করিতে  
 সমর্থ হয়, তবেত আমি সকলেরই বশীভূতা হইব সন্দেহ নাই, পিতঃ ! তাহাতেও বিবাদ  
 উপস্থিত হইতে পারে, তখন আমি কি করিব, অতএব সংশয়সংযুক্ত কার্য্যে আমি কিছুতেই  
 সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না ॥ ৫১-৫২ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না,  
 আপনি আমাকে বিবাহ বিধি-দ্বারা হৃদদর্শনে সমর্পণ করুন, তাহাতে চণ্ডিকা দেবী অবশ্যই  
 আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! যাহার নাম কীৰ্ত্তন করিলে দুঃখরাশি  
 বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমশক্তিকে স্মরণ করিয়া সাবধানে কার্য্য সাধন করুন ॥ ৫৪ ॥  
 আপনি অদ্য নৃপতিগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলুন,  
 আপনারা সকলেই কল্যা স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবেন ॥ ৫৫ ॥ এই বলিয়া সমস্ত ভূপতি-  
 মণ্ডলকে বিদায় দিয়া রাজিযোগে বেদোক্ত বিধানে আমার পাণিপীড়ন কার্য্য সমাধান  
 করুন । তদনন্তর যথাযোগ্য বিবাহের দানদ্রব্য প্রদানানন্তর রাজপুত্র হৃদদর্শনকে বিদায়  
 দিউন, তাহা হইলে ধ্রুবসন্ধি তনয় হৃদদর্শন আমাকে লইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংগ্রামং কর্তুমুদ্যতাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥  
 সোহপি রাজহুতৈতৈস্তত্ত্ব সংগ্রামং সংবিধাশ্রতি ।  
 দৈবান্মৃধে যুতে তস্মিন্মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৫৯ ॥  
 স্বস্তি তেহস্ত গৃহে তিষ্ঠ দত্তা মাং সহসৈন্যকঃ ।  
 ঐকৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্কং রিরংসয়া ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ ।  
 মতিং চক্রে তথাকর্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাশীপতেঃ কন্যাসা মতাহুসরণং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহং বিধিনা কৃত্বা স্মদর্শনায় মাং দেহীতিপূৰ্ণেণায়ঃ ॥ ৫৩—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তাহাতেও যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে দেবী  
 ভগবতী আমাদের সহায় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ স্মদর্শনও তখন সেই রাজপুত্রগণের  
 সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে যদি দৈবাৎ রণস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমিও  
 প্রাণ পরিত্যাগ পূৰ্ণক তাঁহার অমুগামিনী হইব ॥ ৫৯ ॥ রাজনু! আপনার মঙ্গল হউক  
 আপনি আমাকে স্মদর্শনে সমর্পণ করিয়া সনৈস্তে গৃহে অবস্থান করুন; তাঁহার সহিত  
 প্রেয়স-বাসনায় আমি একাকিনীই তাঁহার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ নিজ তনয়াব এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে  
 বিশ্বাস করিলেন এবং কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপে শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে  
 মানস করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাক্রমমহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতির কন্যাসামতাহুসরণ নামক  
 একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা স্ত্রতাবাক্যমনিন্দিতাত্মা  
নৃপাংশ্চ গত্বা নৃপতির্জগাদ ।  
ব্রজস্তু কামং শিবিরানি ভূপাঃ  
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাশ্চে ॥ ১ ॥  
ভক্ষ্যাণি পেয়ানি ময়্যর্পিতানি  
গৃহস্তু সর্বৈ ময়ি স্প্রসমাঃ ।  
শ্বো ভাবি কার্য্যং কিল মণ্ডপেহত্র  
সমেত্য সর্বৈরহি সংবিধেয়ম্ ॥ ২ ॥  
নায়াতি পুঞ্জী কিল মণ্ডপেহদ্য  
করোমি কিং ভূপতয়োহত্র কামম্ ।  
প্রাতঃ সমাশ্বাস্ত স্ততাং নয়িষ্যে  
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরানি ভূপাঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদৈরথ বর্ণ্যতে ।

স্ববর্ণনবিবাহশ্চ স্তবাহোক্তৈব কথয়া ॥

কস্তাবাক্যং শ্রুত্বা যচ্চকার রাজা তদাহ শ্রুত্বৈতি । কামং যথেষ্টম্ । শ্বো বা স্ব এব ॥ ১ ॥  
কার্য্যং বিবাহরূপম্ ॥ ২ ॥  
নয়িষ্যে আনয়িষ্যে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সেই উদারাত্মা কানীপতি স্ত্রবাহ, কন্যার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নৃপতিগণের সমীপে আসিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্রগণ ! আপনারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করুন, আমি কল্য কন্যাতরু বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ১ ॥ রাজগণ সকলেই আমার প্রীতি প্রসন্ন হইয়া মদন্ত পান ভোজনাদি গ্রহণ করুন, আপনারা কল্য এই সভামণ্ডপে আগমন করিয়া বিবাহ কার্য্যের বিধান করিয়া দিবেন ॥ ২ ॥ ভূপগণ ! অদ্য আমার তনয়া এই সভামণ্ডপে আগমন করিল না, তাহাতে আমি আর কি করিব, কল্য প্রাতঃকালে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের



ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাশ্রিতে  
 কৃপা বিধেয়া সততং হৃপত্যে ।  
 বিধায় তাং প্রাতরহানয়িস্যে  
 স্নাতাং তু গচ্ছন্ত নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪ ॥  
 ইচ্ছাপণং বা পরিচিন্ত্য চিন্তে  
 প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্ ।\*  
 সর্ষেঃ সমেত্যাত্র মৃগৈঃ সমেতৈঃ  
 স্বয়ংবরঃ সর্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫ ॥  
 শ্রদ্ধা নৃপান্তেষু বিতথং বিদিত্বা  
 বচো যযুঃ স্থানি নিকेतনানি ।  
 বিধায় পার্শ্বে নগরস্ত রক্ষাং  
 চক্রুঃ ক্রিয়ামধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬ ॥  
 স্নানোপহার্য্যাজনৈঃ সমেত-  
 শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে-  
 পুত্রীং সমাহুয় গৃহে স্তম্ভে  
 পুরোহিতৈর্বেদবিদাং বরিতৈঃ ॥ ৭ ॥

ন বিগ্রহ ইতি । বিগ্রহো ন যুক্ত ইতি শেষঃ । প্রাতঃরহ স্নাতমানয়িস্যে । অতঃপা তাং  
 কৃপাং বিধায় যথেষ্টং নৃপা গচ্ছন্ত ॥ ৪ ॥

কথং শো বিবাহং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ ইচ্ছাপণং বেতি । ইচ্ছাপণং বা শৌর্য্যপণং বা  
 যথা ভবতাং মনীষিতং বর্ততে তথা চিন্তে পণং পরিচিন্ত্যত্যাগঃ ॥ ৫ ॥

অবিতথং সত্যং নগরস্ত পার্শ্বে আপমস্তাদ্রক্ষাং বিধায় কদাচিত্ত্রাজা ছলং বিধাত্তীতি  
 শঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

বিবাহ অথবা বিগ্রহ করা। কর্তব্য নহে, তাঁহারা নিজাশ্রিত সন্তানের প্রতি সতত কৃপা  
 প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক তনয়াকে বুঝাইয়া প্রাতঃকালে এই স্থানে-আনয়ন  
 করিব, আপনারা এক্ষণে যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪ ॥ কল্যা প্রাতঃকালে ইচ্ছাপণ  
 অথবা শৌর্য্যপণ বাহা ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা হইবে,  
 অথবা আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, সকলের অভিমত স্বয়ংবর কার্য্য নির্বাহ  
 করিবেন ॥ ৫ ॥ নৃপতিগণ স্নানোপহার্য্যাজনৈঃ সমেত-  
 শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে-  
 পুত্রীং সমাহুয় গৃহে স্তম্ভে  
 পুরোহিতৈর্বেদবিদাং বরিতৈঃ ॥ ৭ ॥

স্নানাদিকং কৰ্ম বরন্ত কৃত্বা  
 বিবাহভূষাকরণং তথৈব ।  
 আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ  
 তস্মাহিণাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮ ॥  
 সবিকটরং চাচমনীয়মর্ঘ্যং  
 বস্ত্রদ্বয়ং গামথ কুণ্ডলে দ্বে ।  
 সমপ্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র  
 ঐচ্ছৎ স্নতাদানমহীনসম্বৎ ॥ ৯ ॥  
 সোহপ্যগ্রহীৎ সর্বমদীনচেতাঃ  
 শশাম চিস্তাথ মনোরমায়াঃ ।  
 কন্যাং স্বকেশীং নিধিকল্পকাসমাং\*  
 মেনে তদাঙ্গানম্নুভমঞ্চ ॥ ১০ ॥  
 স্পৃজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-  
 বরোত্তমং তং সচিবাস্তদানীম্ ।  
 নিম্ন্যশ্চ তে কোতুকমণ্ডপান্ত-  
 মুদাস্বিতা বীতভয়াশ্চ সর্বৈ ॥ ১১ ॥

আর্য্যজ্ঞনৈঃ পুরোহিতাদিভিঃ ॥ ৭ ॥

তস্ত জামাতুঃ । অর্হণাং পূজাম্ ॥ ৮—৯ ॥

মনোরমায়াশ্চিস্তা মম পুত্রায় কন্যাং দাস্ততি বান দাস্ততীতি সা শশাম । নিধিকল্পকা-  
 সমাং কুবেরকল্পকাসমাং মেনে । আঙ্গানং ত্রুমুত্তমম্নং কন্যাপেক্ষয়া মেনে মহতাং বিবাহে  
 এতৈব রীতিঃ ॥ ১০—১১ ॥

সকল নির্বাহ করিলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে রাজা সুবাহও প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত  
 মিলিত হইয়া বৈবাহিক কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তিনি বিবাহকালে  
 স্রুগুপ্ত গৃহমধ্যে কন্যাকে জ্ঞানয়ন করিয়া বেদবিদ্যাগ্রগণ্য পুরোহিতগণের দ্বারা বরের  
 স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর তাহার বেশ ভূষাদি কার্য্য সমুদায় সমাধান করাইলেন ;  
 অনন্তর, বরকে গৃহমধ্যে বিরচিত বেদীতে আনয়ন করিয়া তাহার বরোচিত পূজাবিধান  
 সম্পাদন করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ তদনন্তর উদারচেতা মহীপতি আসন, আচমনীয়, অর্ঘ্য, কোম্যা  
 বস্ত্রযুগল, গো.ও কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ পূর্ব্বক স্নদর্শনকে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি-  
 লেন ॥ ৯ ॥ উন্নতমনা স্নদর্শনও নৃপতিদত্ত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন । ইহা দেখিয়া

\* কন্যাক-বারাংনিধিপুত্রীভূল্যাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

সমাপ্তভূমাং বিধিবধিবিজ্ঞাঃ  
 দ্বিযশ্চ তাং রাজস্বতাং স্থানে ।  
 আরোপ্য নিত্যব্রতসম্মিধানং  
 চতুৰ্যুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২ ॥  
 অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোহসৌ  
 হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে ।  
 আস্থায়য়তো কৃতকৌতুকৌ তু  
 বধুবরৌ প্রেমযুতৌ নিকামম্ ॥ ১৩ ॥  
 লাজাবিসর্গং বিধিবদ্ধিধায়  
 কৃত্বা হুতাশস্ত্র প্রদক্ষিণাক্ষ ।  
 তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ  
 সৰ্ব্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্ ॥ ১৪ ॥  
 শতদ্বয়ং চান্বয়ুজাং রথানাং  
 স্থভূষিতঞ্চাপি শরৌঘসংযুতম্ ।  
 দদৌ নৃপেন্দ্রস্ত হৃদর্শনায়  
 স্থপূজিতং পারিবর্হং বিবাহে ॥ ১৫ ॥

চতুৰ্যুক্তে বেদীযুক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

আস্থায়য়ৎ পিত্রাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

লাজাবিসর্গং লাজাহোমম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

মনোরমার উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইল। মনোরমা সেই স্থশোভনা কন্যাকে কুবেরতনয়ার জ্ঞান  
 ভাবিতে ভাবিতে আগুনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর  
 রাজসচিবগণ নির্ভয়ে ও আস্থাদ সহকারে বসন ভূষণাদি দ্বারা স্থপূজিত বরোত্তম হৃদর্শনকে  
 উত্তম বানে আরোপিত করিয়া কৌতুকমণ্ডপের মধ্যভাগে লইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে  
 বিধিবেদিনী গৃহিণীগণ রাজকন্ডার বিবাহোচিত বেষভূষা সমাপিত করিয়া উত্তম বানে  
 আরোপণ পূর্বক বেদীবিশিষ্ট মণ্ডপে বরসম্মিধানে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন ॥ ১২ ॥  
 অনন্তর, রাজপুরোহিত মণ্ডপমধ্যে অগ্নিহোম করিয়া যথাবিধি হোম করিলেন, তদন্তর  
 প্রেমসংযুক্ত বধুবরের কৌতুক মঙ্গলকার্য্য বিধি পূর্বক সমাধা করিয়া পিত্রাদি দ্বারা  
 তাহাদিগকে আস্থান করাইলেন। তৎপরেই বর ও বধু যথাবিধি লাজাহোম সমাপন  
 পূর্বক হস্তাগ্নির প্রদক্ষিণ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে গোত্রনিষ্ঠ ও কুলপ্রচলিত সমস্ত  
 কার্য্যই যথাবিধানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ অনন্তর, মহারাজ সুবাহ

মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ  
 গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্ ।  
 শতং সপাদং নৃপসূনবেহসৌ  
 দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥  
 দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ  
 করেণুকানাঞ্চ শতং হুচারু ।  
 সমর্পয়ামাস বরায় রাজা ।  
 বিবাহকালে মুদিতোহনুব্ধবেলম্ ॥ ১৭ ॥  
 অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং  
 সর্বাযুধৈঃ সংভূতভূষিতঞ্চ ।  
 রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি  
 দিব্যানি চিত্রাণি তথাবিকানি ॥ ১৮ ॥  
 দদৌ পুনর্বাসগৃহাণি তস্মৈ  
 রম্যাণি দীর্ঘাণি-বিচিত্রিতানি ।  
 সিদ্ধদুবানাং তুরগোত্তমানা-  
 মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং হ্রস্বম্যম্ ॥ ১৯ ॥  
 ক্রমেলকানাঞ্চ শতত্রয়ং বৈ  
 প্রত্যাদিশস্তারভূতাং হুচারু ।  
 শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং  
 তস্মৈ দদৌ ধাতুরসৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ২০ ॥

সপাদং পঞ্চবিংশত্যধিকং শতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

করেণুকানাং শতম্ ॥ ১৭ ॥

সম্ভূতং ভূষিতমিতি কন্মধারয়ঃ । আবিকানি উর্গাবস্ত্রাণি ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রেমসংযুক্ত হইয়া বিবাহকালে রাজপুত্র হৃদর্শনকে, শররাশি পরিপূরিত সুশোভিত ও  
 অশ্বযুক্ত দুইশত রথ, এবং হেমবিভূষিত গিরিশৃঙ্গ তুল্য দেহধারী পঞ্চবিংশতিক একশত  
 মদমত্ত মাতঙ্গ, স্বর্ণভরণ ভূষিত শত দাসী ও শত সংখ্যক হুচারুদর্শনা হস্তিনী প্রদান  
 করিলেন ॥ ১৫—১৭ ॥ আর তিনি তাঁহাকে সর্বাযুধ সম্পন্ন ও বিভূষিত এক সহস্র দাস  
 ও বহুতর রত্ন বস্ত্র এবং দিব্য বিচিত্র উর্গাবসন এবং মনোরম সুপ্রশস্ত বাস গৃহ এবং  
 অত্যুত্তম দুই সহস্র সিদ্ধজাত অশ্ব, ভারবাহী তিনশত অতুত্তম উষ্ট্র এবং ধাতুরস পরিপূরিত

মনোরমাং রাজস্বতাং প্রণম্য  
 জগাদ বাক্যং বিহিতাজ্জলিঃ পুরঃ ।  
 দাসোহস্মি তে রাজস্বতে ! বরিত্তে  
 তদব্ৰুহি যৎ স্মাতু মনোগতস্তে ॥ ২১ ॥  
 তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি  
 স্বস্ত্যস্ত তে ভূপ ! কুলস্ত বৃদ্ধিঃ ।  
 সম্মানিতাহং মম সুনবে ত্বয়া  
 দত্তা যতো রত্নবরা স্বকন্ঠা ॥ ২২ ॥  
 ন বন্দিপুত্রী নৃপ ! মাগধী বা  
 স্তৌমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহত্তরম্ ।  
 স্মেরুতুল্যস্ত কৃতঃ স্মতোহদ্য মে  
 সম্বন্ধিনা ভূপতিনোত্তমেন ॥ ২৩ ॥  
 অহোহতিচিত্রং নৃপতেশচরিত্রং  
 পরং পবিত্রং তব কিং বদামি ।  
 যদ্ভ্রষ্টরাজ্যায় স্মতায় মেহদ্য  
 দত্তা ত্বয়া পূজ্যস্বতা বরিত্তা ॥ ২৪ ॥

ক্রমেলকানাং উষ্ট্রাণাঞ্চ ॥ ২০ ॥

ইখং পারিবর্হং বরায় দত্তা বরমাতরং তোষয়তি মনোরমামিতি ॥ ২১ ॥

হে ভূপতে ! কুলস্ত বৃদ্ধিরপ্যস্তিত্যর্থঃ । মম হৃর্তগায়াঃ সুনবে ত্বয়া কন্ঠা দত্তা ততস্তব  
 কল্যাণং ভবত্বস্মাচ্চাধিকং ন কিঞ্চিন্মমাতিলমণীয়মস্তি ॥ ২২ ॥

অথাগ্নিন্ সময়ে তব মহত্তর্য স্তুতিঃ কর্তব্য্য পরস্ত সা স্তুতিঃ স্তুতিবিষয়স্ত পরকীর্ত্তে  
 স্তুতিঃ কর্ত্ত্বং বন্দিজনবৎ কবিতাশক্তিমশ্বে এবং সম্ভবতি ন চাত্রেতচ্ছভয়মস্তি তব স্বজনস্বা-  
 ন্মন চ কুলীনায়্য বন্দিজনস্বাতাবাদিত্যাহ ন বন্দিপুত্রীতি ॥ ২৩ ॥

ছইশত শকট প্রদান করিলেন ॥ ১৮—২০ ॥ অনন্তর, রাজা রাজতনয়া মনোরমাকে প্রণাম  
 করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক কহিলেন, নৃপস্বতে ! আমি আপনার দাস হইলাম; এক্ষণে  
 আপনার মনোগত কি ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥ রাজার সেই শ্রবণ-মনোহর বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া মনোরমা কহিলেন, মহারাজ ! আপনার কুশল এবং কুলবৃদ্ধি হউক; আমার  
 পুত্রকে আপনি কস্তারত্ন প্রদান করিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন আপনার কুশল  
 ও কুলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমার অন্ত কোনও অভিলাষ নাই ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! আপনি  
 নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি কস্তা প্রদান পূর্বক পুত্রকে সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া তাহাকে  
 স্বদেহ ভূলা মহান করিয়া তুলিলেন, আপনি মহত্তর ও আমার স্বজন, আমি বন্দিজনের

বনাধিবাসায় কিলাধনায়  
 পিত্রা বিহীনায় বিসৈচ্ছকায় ।  
 সৰ্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়  
 ফলাশনায়ার্থবিবৰ্জিতায় ॥ ২৫ ॥  
 সমানবিত্তেহথ কুলে বলে চ  
 দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ ! ।  
 ন কোহপি মে ভূপস্তুতেহর্থহীনে  
 গুণান্বিতাং রূপকতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥  
 বৈরস্তু সৰ্বৈঃ সহ সংবিধায়  
 নৃপৈর্বরিষ্ঠৈর্বলসংযুতৈশ্চ ।  
 হৃদর্শনায়াথ স্তুতাপিতা মে  
 কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং হৃদীয়ম্ ॥ ২৭ ॥  
 নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ  
 কৃতাজ্জলির্বাক্যমুবাচ ভূয়ঃ ।  
 গৃহাণ রাজ্যং মম স্তুপ্রসিক্তং  
 ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮ ॥

পুত্র্যস্ত স্তুতা ॥ ২৪ ॥

কথন্তুতায় মম স্তুতায় তত্রাহ বনাধিবাসায়েতি ॥ ২৫ ॥

বলে বলবতীত্যর্থঃ । হে ভূপ ! মেহর্থহীনে স্তুতে ন কোহপি দদাদিত্যশ্বয়ঃ ॥ ২৬—২৭ ॥  
 নিশম্যেতি । রাজ্যং স্বং গৃহাণাহং তু তব সেনাধিপতির্ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তনয়া বা স্তুতিপাঠিকা নহি, অতএব আপনার এই সমস্ত মহৎ কার্যের নিমিত্ত আমি  
 কি স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩ ॥ মহারাজ ! আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পবিত্র,  
 তাহা আপনাকে আর কি বলিব, যেহেতু আপনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া  
 রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, পিতৃহীন, ধনহীন, সৈন্তবিহীন, ফলমূলভোজী মদীয় পুত্রকে কস্তারহ  
 প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ নৃপতিগণ প্রায়ই সমানকুল, সমানবল ও সমানবিত্তশালী  
 ব্যক্তিকেই কস্তা প্রদান করিয়া থাকেন, কোনও রাজা মদীয় পুত্রের স্তায় অর্থহীন রাজ্য-  
 পুত্রকে রূপবতী কস্তা প্রদান করেন না ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! সৈন্তবল সম্বিভ সমস্ত শ্রেষ্ঠ  
 ভূপতিগণের সহিত শক্ততা করিয়া মদীয় পুত্র হৃদর্শনকে স্তুতা সমর্পণ করিলেন, এ বিষয়ে  
 আপনার যে কতদূর ধৈর্য্য, আমি জীজ্ঞাতি হইয়া তাহার আর কি বর্ণনা করিতে  
 পারি ? ॥ ২৭ ॥ ক্রাশীরাজ সুবাহু, মনোরমার হৃদধর বচন শ্রবণ করিয়া অধিকতর হৃষ্ট

নোচেত্তদৰ্দ্ধং প্রতিগৃহ্য চাত্ৰ  
 স্ততাশ্বিতা রাজ্যফলানি ভুঞ্জদ্ ।  
 বিহায় বারাণসিকানিবাসং  
 বনে পুরে বা স মতো ন মেহস্তি ॥ ২৯ ॥  
 নৃপাস্ত সন্ত্যেব রুদাশ্বিতা বৈ  
 গহ্না করিষ্যে প্রথমস্ত সাস্ত্রনম্ ।  
 ততঃ পরং দ্বাবপরাবুপায়ৌ  
 নো চেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে ॥ ৩০ ॥  
 জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি  
 ধৰ্ম্মে জয়ৌ নৈব কৃতেহপ্যধৰ্ম্মে ।  
 তেষাং কিলাধৰ্ম্মবতাং নৃপাণাং  
 কথং ভবিষ্যত্যনুচিন্তিতং বৈ ॥ ৩১ ॥  
 আকৰ্ণ্য তদ্ভাষিতমর্থবচ্চ  
 জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্ ।  
 মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ  
 সৰ্ব্বাঙ্গনা মোদযুতা প্রসন্না ॥ ৩২ ॥

বনেহথবা পুরে স বাসো মে মতো ন মাছোহস্তি । এতাদৃশক্ষেত্রবাসং বিহায় নাভ্য  
 গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুপিতনৃপভয়ং স্বয়া নৈব কর্তব্যমিত্যাহ নৃপাশ্বিতা । দ্বাবপরাবুপায়ৌ দানভেদৌ তৈ-  
 জ্জিভিস্তেবাং সাধনং জাতং চেৎসরম্ । নোচেত্নযুদ্ধমহং করিষ্যে স্বয়া ন ভীতিঃ কর্তব্যো-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নহু যুদ্ধে তব পরাজয়ে মম ভয়ং তদবস্থমেবেতি চেত্তত্রাহ জয়াজয়বিতি । যদ্যপি তৌ  
 দৈববশৌ তথাপি যতো ধৰ্ম্মস্ততো জয় ইতিনিয়মাদ্ধৰ্ম্মে ময়েতাদৃশে কৃতে জয় এব মম

হইয়া কৃতান্ত্রিলি পূৰ্ণক পুনরীক কহিলেন, দেবি ! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য  
 গ্রহণ করুন, আমি এক্ষণে সেনাপতি হইয়া এই রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত বহ্ন করিতে  
 থাকিব ॥ ২৮ ॥ অথবা এই রাজ্যের অৰ্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই পুত্রের সহিত রাজ্য  
 ভোগ করুন ; বারাণসীবাস পরিত্যাগ করিয়া বনে বা অস্ত্র নগরে বসবাস আমার অভিমত  
 নহে ॥ ২৯ ॥ রাজগণ রোষান্বিত হইরাছেন, আমি প্রথমে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া  
 শাস্তনা করিব, তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে দান ও ভেষ্য নামক উপায় দ্বয় অবলম্বন করিব,  
 তাহাতেও শান্ত না হইলে পরিশেষে অবশ্যই যুদ্ধ করিব । দেবি ! জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত ;  
 তথাপি ধৰ্ম্মের জয় ও অধৰ্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে, তবে অধাৰ্ম্মিক নৃপতিবর্গের অরাজক-

রাজন্ ! শিবং তেহন্ত কুরুষ রাজ্যং  
 ত্যক্তা ভয়ং স্বং স্বহৃদেঃ সমেতঃ ।  
 হতোহপি মে নুনমবাধ্য রাজ্যং  
 সাকেতপূর্যাং প্রচরিত্যতীহ ॥ ৩৩ ॥  
 বিসর্জয়াম্মি জময় গন্ত্যং  
 শিরং ভবানী তব সংবিধাশ্রুতি ।  
 ন কাপি চিন্তা মম ভূপ ! বর্ততে  
 সন্ধিস্তয়ন্ত্যাঃ পরমাশ্রিকাং বৈ ॥ ৩৪ ॥  
 দোষা গতা বিবিধবাক্যপদৈ রসানৈ-  
 রন্যোন্মভাষণপদৈরমুতোপমৈশ্চ ।  
 প্রাতর্নৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং  
 রোষাশ্রিতা নগরবাহুগতাস্তথোচুঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অদৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হস্তা  
 বাসং তথৈব ক্লিষ্ট তং নবিবাহযোগ্যম্ ।  
 গৃহীম তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং  
 লজ্জামবাধ্য নিজসম্ম কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতি । অধর্মোহপি অধর্মে তু ক্লুতেনৈব জয়ন্তম্মান্তেযামহুচিস্তিতমভিগমিতং কথং ভবেন্ন  
 কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

রাজ্যমবাধ্যতি । অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকাশ্রীভুবনেশ্বরীভগবতীপ্রসাদাদিতি রহস্যম্ ।  
 সাকেতপূর্য্যামবাধ্যায়াম্ ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ বিসর্জয়েতি । পরমাশ্রিকাং সন্ধিদানন্দরূপিনীম্ ॥ ৩৪ ॥

দোষা গতেতি । এবং বদতোঃ সন্ধিনোর্ভাষণৈরেব দোষা রাত্রিগর্তানন্তরং প্রাতঃ  
 কৃতং বিবাহং নৃপাঃ সমধিগম্য জ্ঞাত্বা নগরবাহুগতাস্তথা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ অভিলষিতমিচ্ছি কল্পে সন্তব হইতে পারে ? ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজার সেই সারগর্ভ  
 বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনোরমা অত্যন্ত সম্মান লাভানন্তর প্রকট হইয়া প্রসন্ন মানসে  
 হিতকর বাক্যাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি  
 ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্ত্রুতগণের সহিত রাজস্ব করুন, আমার পুত্র স্বদর্শন ও অনন্ত-  
 কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে অবাধ্যার অধীশ্বর হইয়া এই সংসারমধ্যে  
 বিচরণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গলবিধান করুন, আপনি  
 আশাধিগকে গৃহ প্রমুখের নিমিত্ত বিদায় করুন; নৃপবর ! আমি নিরতই পরমাদেবী অধিকার  
 চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব আমার অন্ত কোনও চিন্তার অবসর নাই ॥ ৩৪ ॥



শৃগুস্ত তূর্য্যানিনদান্ কিল বাদ্যমানান্  
 শশ্বদ্বনানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ ।  
 গীতধ্বনিক্ বিবিধং নিগমস্বনঞ্চ  
 মন্ত্যামহে নৃপতিনাত্ম কৃতো বিবাহঃ ॥ ৩৭ ॥  
 অস্মান্ প্রত্যাৰ্য্য বচনৈর্কিধিবচকার  
 বৈবাহিকেন বিধিনা করণীড়নং বৈ ।  
 কর্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিস্তয়ন্ত  
 ভূপাঃ পরম্পরমতিঞ্চ সমর্থয়ন্ত ॥ ৩৮ ॥  
 এবং বদৎস্ব নৃপতিস্বথ কন্যকায়াঃ  
 কুত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ ।  
 ভূপান্মিমস্তুরিতুমাশু জগাম রাজা  
 কালীপতিঃ স্বস্বহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ ॥ ৩৯ ॥  
 আগচ্ছন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কালীপতিং তদা ।  
 নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মোনমাধায় সংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অদ্যেবেতি । অস্মৎপ্রতারণকর্তারঃ সুরাহং তং বালং সূদর্শনঞ্চ হতা ভাং কন্ত্যাং লক্ষ্মীং  
 রাজ্ঞো লক্ষ্মীঞ্চ গৃহীমো বদ্যেতন্ন ক্রিয়তে তহি লজ্জামবাপ্য নিজসম্ম নিজগৃহং কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥  
 বিবাহনিষ্ঠয়ঃ কথং ভবতা জাত ইতি চেত্তজ্জোচুঃ শৃগুশ্চিতি । মৃদঙ্গশব্দা মধুরা অপি নিজ-  
 বাহুল্যাৎ ক্রূরান্ শশ্বদ্বনানভিভবন্তি এতৈরঙ্গৈর্কিধিবাহঃ কৃত ইতি মন্ত্যামহে ॥ ৩৭ ॥

মনোরমা ও রাজা সুরাহ, এইরূপে প্রীতিপ্রদ অমৃতোপম বিবিধ সন্মলাপ করিতে  
 লাগিলেন, ইত্যবসরে রজনী প্রভাত হইল ; প্রাতঃকালে রাজগণ, কন্তার পাণিগ্রহণ কার্য্য  
 সমাধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষাধিত হইলেন এবং নগরের বহির্দেশে গমন  
 পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ অদ্যই সেই নৃপতি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ সুরাহকে এবং  
 বিবাহের অযোগ্য সেই বালককে নিহত করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শশিকলাকে গ্রহণ করিব,  
 অত্থা আমরা এইরূপে লজ্জা পাইয়া কিরূপে গৃহে প্রতিগমন করিব ? ॥ ৩৬ ॥ ভূপালগণ !  
 তোমরা শ্রবণ কর, বাদ্যমান তূর্য্যানিনাদ এবং মৃদঙ্গধ্বনিকে শশ্বদ্বনান অভিভূত করিয়া  
 সমুখিত হইতেছে। ঐ শোন ! বিবিধ সঙ্গীতধ্বনি এবং বেদধ্বনি সমুখিত হইতেছে। ইহাতে  
 নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে নরপতি সুরাহ সূদর্শনের সহিত নিজ কন্যা শশিকলার বিবাহ  
 কার্য্য সম্পাদন করিল ॥ ৩৭ ॥ অহো ! এই রাজা আমাদিগকে বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া  
 বৈবাহিক বিধি অমুসারে নিজ নন্দিনীর পাণিপীড়ন কার্য্য সম্পাদন করিল ; ভূপগণ !  
 তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের কর্তব্যতা অবধারণ করিয়া সকলেই সেই বিষয়ে ঐক্যমত

স গচ্ছা প্রণিপত্যা হ কৃতাজ্ঞলিরভাবত ।  
 আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্কৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১ ॥  
 কন্যাসৌ বৃতো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্ ।  
 ভবন্তিস্তু শমঃ কার্যো মহান্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২ ॥  
 তন্নিশম্য বচন্তস্ত নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ ।  
 প্রত्यूহুর্ভূক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩ ॥  
 কুরু কার্য্যাণ্যশেষাণি যথেষ্টং স্বকৃতং কৃতম্ ।  
 নৃপাঃ সর্কৈ প্রয়াস্তুদ্য স্বানি স্বানি গৃহাণি বৈ ॥ ৪৪ ॥  
 স্রবাহুরপি তচ্ছ্রদ্ধা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্ ।  
 কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোক্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 গতে তস্মিন্মহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ ।  
 রুদ্ধা মার্গং প্রহীষ্যামঃ কন্যাং হস্তা স্তদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

করপীড়নং কতাকরগ্রহণং চকারান্তর্ভাবিতণিজর্থদ্বাং কারয়ামাসেতার্থঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

হে নৃপতে ! স্বগৃহং ব্রজেত্যেবাম্যাকং প্রার্থনা ভবতোহন্তং সর্কমেবাস্মাভির্লব্ধং পূর্ণ-  
 কামা বয়ং জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বকৃতং কৃতং হে রাজঃস্বয়া স্বকৃতং পুণ্যং কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্ । অস্বদবজ্ঞয়েত্যর্থঃ ।  
 ইংস রাজানমুক্তা পরস্পরং বদন্তি নৃপা ইতি ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা স্তদর্শনমুক্তা বাক্যং শ্রদ্ধা নেমে সান্তনাযোগ্যা ইতি মর্ষেতে সংবিগ্না হুঃখেন  
 ক্রোধযুক্তাঃ কিং করিষ্যন্তীতি ন জানে ইতি শঙ্কিতো গৃহং জগাম ॥ ৪৫ ॥

স্বলখন কর ॥ ৩৮ ॥ নৃপতিগণ এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে অতুল্যপ্রভাব কাশীপতি  
 রাজা স্রবাহু, কস্তার বিবাহ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত  
 প্রথিতপ্রভাব স্তদ্বদগণের সহিত গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ নরপতিগণ কাশীপতিকে সমাগত  
 দেখিয়া কিছুই বলিলেন না, পরন্তু রোষভরে পরিপূরিত হইয়া মোনাবলখন পূর্ব্বক অবস্থিত  
 হইয়া রহিলেন ॥ ৪০ ॥ স্রবাহু, রাজগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞলি-  
 খুটে কহিলেন, আপনারা সকলেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আগমন  
 করুন ॥ ৪১ ॥ ভূপালগণ ! মদীয়কস্তা শশিকলা, একান্তই সেই স্তদর্শনকেই বরণ করিল,  
 আমি তদ্বিষয়ে হিতাহিত কিছুই, করিতে পারিলাম না ; আপনারা দয়ান্বিত ও মহান, অতএব  
 এ বিষয়ে সকলেই ক্ষান্ত হউন ॥ ৪২ ॥ নৃপগণ, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে  
 পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমরা সকলেই ভোজন করিয়াছি, আমাদের কামনা পরিপূর্ণ  
 হইয়াছে তুমি এখন গৃহে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার যথেষ্ট সর্বাচরণ করা হইয়াছে এক্ষণে  
 তোমার অজ্ঞাত সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন কর, রাজগণ এক্ষণে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান

কেচনোচুঃ কিমশ্মাকং হস্ত তেন নৃপেণ বৈ ।

দৃষ্ট্বা তু কৌতুকং সৰ্ব্বং ধৰ্মবিদ্যাযো যথাগতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতু্যক্ত্বা তে নৃপাঃ সৰ্ব্বে মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ ।

চকারোত্তরকার্য্যাণি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদৰ্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সময়ং সংজ্ঞতম্ ॥ ৪৬ ॥

কেচনোচুরিতি । উদাসীন্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

উত্তরকার্য্যাণি বরবধুপ্রস্থাপনবিষয়াণি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজগণের বাক্য শ্রবণে কাশীপতি, অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রধান প্রধান নৃপগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে আমার কি অনিষ্ট করেন এই ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সুবাহু গমন করিলে ভূপালগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা গমনমার্গ অবরোধ পূৰ্ব্বক সুদৰ্শনকে নিহত করিয়া কল্যাণ গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন সেই নৃপতিপুত্রকে নিহত করিবার প্রয়োজন কি আছে ? আমরা সকলেই কৌতুক দর্শন পূৰ্ব্বক যথেষ্ট প্রতিগমন করিব ॥ ৪৭ ॥ এই বলিয়া সেই ভূপতিগণ গমনমার্গ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, রাজা সুবাহুও গৃহে গমন করিয়া বরবধুর প্রস্থান বিষয়ক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদৰ্শনের বিবাহ নামক দ্বাবিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## য়োবংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবদ্ভদা ।

বাসরাণি চ ষড়্রাজ্য ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥

এবং বিবাহকার্য্যাণি কৃত্বা সৰ্ব্বাণি পার্শ্বিকঃ ।

পারিৰহং প্রদত্ত্বাথ মন্ত্রয়ন্ সচিবৈঃ সহ ॥ ২ ॥

দূতৈস্ত কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্ ।

বভূব বিমনা রাজা সুবাহুরমিতদ্ব্যতিঃ ॥ ৩ ॥

সুদর্শনস্তদোবাচ স্বশুরং সংশিতব্রতঃ ।

অস্মান্ বিসৰ্জয়াম্যু হং গমিষ্যামো হৃশঙ্কিতাঃ ॥ ৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ ।

নিবাসায় বিচারো'বৈ কর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

গুণাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ মহারণে ।

শত্রবো নিহতা দেব্যোতোবসর্গোহজ বর্ণতে ॥

তস্মৈ ইতি । গৌরবভোজ্যানি গৌরবেণ মানেন ভোজ্যানি মানপূরঃসরং ভোজ্যানী-  
ত্যাঃ ॥ ১—২ ॥

মার্গসংরোধনং কৃতং রাজভিরিতি শেষঃ ॥ ৩—৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমমিতি । ভারদ্বাজমূনেরাজ্যয়া বয়মত্রাগতাঃ পুনস্তমুখিং ত্রষ্টুং ভারদ্বাজাশ্রমং  
গত্বা স্থাত্যামঃ পশ্চাদস্মাভিস্তম্মিমাশ্রমে স্থায়মুত তব গৃহে স্থায়মিতি বিচারঃ কর্তব্যো ন  
মধ্যে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু জামাতার সম্মান পূরঃসর বধাবিধি অহুসারে বিবিধ ভোজ্য  
দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমানসে তাঁহাকে ছয়দিন ভোজন করাইলেন ॥ ১ ॥ এইরূপে সমস্ত  
বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বরষথকে বিবাহ-দেয় বিবিধ  
প্রকার রত্ন-ভূষণাদি প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর, অমিতদ্ব্যতি কানীপতি দূত মুখ  
হইতে নরপতিগণ সুদর্শনের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা  
হইয়া রহিলেন ॥ ৩ ॥ তখন দৃঢ়ব্রত সুদর্শন স্বশুরকে কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগকে সত্তর  
বিধায় করুন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিব ॥ ৪ ॥ নৃপবর ! অগ্রে আমরা সুপবিজ্ঞ ভার-  
দ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তদনন্তর কোন স্থানে বাস করিব তাহার সম্যক্রূপ বিচার

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিৎকিয়ানঘ ! ।  
জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তশ্চেতি মতমাজ্জায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ ।  
বিসমর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতশ্চে সোহপি সত্ত্বরঃ ॥ ৭ ॥  
বলেন মহতাবিক্টো যযাবনু নৃপোত্তমঃ ।  
সুদর্শনো বৃতন্তত্রে চ্চালি পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮ ॥  
রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ ।  
গচ্ছন্দদর্শ সৈন্যানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯ ॥  
সুবাহুরপি তান্ বীক্ষ্য চিন্তাবিক্টো বভূব হ ।  
বিধিবৎ স শিবাং চিন্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০ ॥  
জজ্ঞাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্ ।  
নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১ ॥  
ততঃ সর্বৈ মহীপালাঃ কুত্বা কোলাহলং তদা ।  
উস্থিতাঃ সৈন্যসংযুক্তা হর্তু কামান্ত কন্যকাম্ ॥ ১২ ॥

ইদমুত্তরং পূৰ্ণং রাজা মদগৃহে হ্যেয়মিত্যুক্তং তশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥

সোহপি সুদর্শনোহপি ॥ ৭ ॥

অনু পশ্চাদ্ভূপোত্তমঃ সুবাহুঃ । বৃত্তো বিবাহিতঃ ॥ ৮—৯ ॥

সুদর্শনঃ শিবাং শরণং জগাম পত্ন্যা সহ নির্ভয়ো জাতো মন্ত্রজপপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥

করিব ॥ ৫ ॥ বিমলায়ন ! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভগবতী ভবানী অবশ্যই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! নৃপতিসত্তম সুবাহু জামাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল ধন প্রদান পূৰ্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সুদর্শনও সত্ত্বর হইয়া গ্রহান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ তদনন্তর নৃপসত্তম সুবাহু, সহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন । এইরূপে সুদর্শন বিবাহ করিয়া পথিমধ্যে নির্ভয়চিন্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ রঘুনন্দন বীরবর সুদর্শন নববধূর সহিত রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক রথসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে করিতে রাজগণের সৈন্য সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা সুবাহু তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন । কিন্তু, সুদর্শন আনন্দিত মনে সম্পূর্ণরূপে শিবরূপিনী শঙ্করীর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি অত্যন্তম একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রভাবে নবোঢ়া পত্নীর সহিত বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া অবস্থিত

কাশীরাজস্ত তান্ দৃষ্ট্বা হস্তকামো বভূব হ ।  
 নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩ ॥  
 তত্রাপি নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চানকদ্বন্দ্বুভিঃ ।  
 স্রবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪ ॥  
 শক্রজিতু স্রংবৃত্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া ।  
 যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সম্রদ্ধঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫ ॥  
 কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্য সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা ।  
 যুধাজিদত্রতো গম্বাঃ স্তদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥  
 শক্রজিতেন সহিতো হস্তং ভ্রাতরমামুজঃ ।  
 পরস্পরং তে বাণৌঘেষ্ততক্ষুঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 সংমর্দঃ স্রমহাংস্তত্র সম্প্রবৃত্তঃ স্রমার্গগৈঃ ।  
 কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্যেন বহ্নান্বৃতঃ ।  
 সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাঘবেণ স্তদর্শনে ॥ ১৩ ॥

পরস্পরজিঘাংসতাং রাজাং শঙ্খা ভৈর্যাশ্চ নেদুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

অত্রতঃ সর্বসৈন্তস্ত তু স্তদর্শনমুপস্থিতঃ প্রাপ্তস্তেন যুধাজিতা সহিতঃ শক্রজিচ্চোপস্থিত ইতি পূর্ণপাশ্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর মহীপালগণ সকলেই কথাহরণ-কামনায় সৈন্তগণের সহিত  
 কোলাহল শব্দে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্তীর্ণ হইল ॥ ১২ ॥ কাশীরাজ, তাহাদিগকে দর্শন  
 করিয়া নিধন করিতে ইচ্ছা করিলে, জয়াভিলাষী রঘুনন্দন স্তদর্শন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ  
 নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন পরস্পর হননেচ্ছুক নরপতিগণের ও স্রবাহুর শঙ্খ,  
 ভেরী ও রণচক্র ঘোরশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শক্রজিৎ, শক্রসংহার বাস-  
 নায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যুধাজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ স্রসজিত হইয়া অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন কোন বীরগণ, নিজ নিজ সৈন্তগণের সহিত উদাসীনভাবে কেবল  
 মাত্র দর্শন করত অবস্থিত রহিলেন । অনন্তর যুধাজিৎ স্তদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হই-  
 লেন, যুধাজিতের সহিত অমুজ শক্রজিৎও ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে যুদ্ধস্থলে  
 উপস্থিত হইলেন । তখন যোদ্ধগণ ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত  
 করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে স্রভীক সাবকসমূহ দ্বারা ঘোরতর  
 সংমর্দ হইয়া উঠিলে, কাশীপতি বহুতর সৈন্তসমভিব্যাহারে জামাতার সাহায্যার্থ সত্বর  
 গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে ।  
 প্রাচুর্ভব সহস্রা দেবী সিংহোপরিস্থিতা ॥ ১৯ ॥  
 নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা ।  
 দিব্যাস্ত্রপরীধানা মন্দারশ্রবসংযুতা ॥ ২০ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা তেহথ ভূপালা বিশ্বয়ং পরমং গতাঃ ।  
 কেয়ং সিংহসমাক্রুতা কুতো বেতি সমুখিতা ॥ ২১ ॥  
 স্তদর্শনস্ত তাং বীক্য স্ববাহুমিতি চাব্রবীৎ ।  
 পশ্য রাজন্ ! মহাদেবীমাংগতাং দিব্যদর্শনাম্ ॥ ২২ ॥  
 অনুগ্রহায় মে নুনং প্রাচুর্ভূতা দয়াস্বিতা ।  
 নির্ভয়োহং মহারাজ ! জাতোহস্মি নির্ভয়াদপি ॥ ২৩ ॥  
 স্তদর্শনঃ স্ববাহুশ্চ তামালোক্য বরাননাম্ ।  
 প্রণামং চক্রতুস্তস্তা মুদিতৌ দর্শনেন চ ॥ ২৪ ॥  
 ননাদ চ তথা সিংহো গজাস্ত্রস্তাশ্চকম্পিরে ।  
 ববুর্বীতা মহাঘোরা দিশ্শাসন্ স্তদারুণাঃ ॥ ২৫ ॥  
 স্তদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রীতি ।  
 মার্গে ব্রজ স্বং তরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কিমর্থং ভ্রাতরং স্তদর্শনং হস্তম্ । অহুজ এবাহুজঃ । প্রজাদিহাদণ্ । ততক্ষুশিক্ষিত্তে  
 ত্রয়ঃ ॥ ১৭—২০ ॥

বিশ্বয়মেবাহ । কেয়মিতি ॥ ২১—২৩ ॥

এইরূপে সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ সময় উপস্থিত হইলে, সিংহাধিক্রুতা দেবী ভগবতী  
 সহস্রা তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তাঁহার দেহকান্তি অতিশয় মনোহর, তিনি বিবিধ  
 উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে  
 দিব্য অস্ত্র ও গলদেশে আজ্ঞাহুল্লিখিত মনোহর মন্দারমালা শোভা পাইতেছে। ভূপাল-  
 সকল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিতে  
 লাগিলেন এই সিংহসমাক্রুতা রমণী কে, কোথা হইতেই বা সহস্রা উপস্থিত হইলেন ॥ ২০—২১ ॥  
 স্তদর্শন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কানীপতি স্ববাহুকে কহিলেন, রাজন্ ! দিব্যদর্শনা দয়াস্বিতা  
 মহাদেবী আমাকে অহুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবলোকন করুন, মহা-  
 রাজ ! এক্ষণে আমি নির্ভয় হইতেও নির্ভয় হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ স্তদর্শন ও স্ববাহু সেই  
 বরাননা মহাদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিতাবে তাঁহার চরণে  
 প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন মহাদেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই

কিং করিষ্যন্তি রাজানঃ কুপিতা চুৰ্ভচেতসঃ ।

শরণার্থঞ্চ সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭ ॥

নিরাতক্লেশ্চ গন্তব্যং মার্গেহস্মিন্ ভূপসঙ্কলে ।

স্বতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থকুপাগতা ॥ ২৮ ॥

তচ্ছব্দা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাত্রজৎ ॥ ২৯ ॥

যুধাজিতু স্বেংকুঙ্কস্তানুবাচ মহীপতীন ।

কিং স্থিতা ভয়সম্ভ্রান্তা নিরস্ত কন্ডকাষিতম্ ॥ ৩০ ॥

অবমন্ত চ নঃ সর্বান বলহীনো বলাধিকান্ ।

কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১ ॥

কিং ভীতাঃ কামিনীং বীক্ষ্য সিংহোপরি স্বেংস্থিতাম্ ।

নোপেক্ষো হি মহাভাগা হস্তবোহত্র সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

হৃদৈনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্ ।

নাযং কেশরিণাদভাং ছেদুমহিতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বা দর্শনেন মুদিতাবিত্যয়ঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

( আতঙ্কানুভূত্যায়াঃ কারণমাহ স্বতেতি । যেথাং দেবী স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী তেষাং ন কুতো-  
হপ্যাতঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

যুধাজিহিত । স্বেংকুঙ্কঃ নির্ভয়েন সেনাপতিগমনদর্শনাদিত্যি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে মাতঙ্গগর্গ কল্পিত হইতে লাগিল ; সেই সময়ে ঘোরতর বায়ু বহিতে  
লাগিল এবং দিক্ সকল নিদারুণ ভাবধারণ করিল ॥ ২৫ ॥ স্বদর্শন তখন আপন সেনাপতিকে  
কহিলেন, ভূপাল সকল মার্গ রোধ করিয়া যেখানে অবস্থিত করিতেছেন, তুমি সমস্ত সেই  
স্থানে গমন কর । চুইচেতা নৃপতিগণ প্রকুপিত হইলেও আমাদের কি করিতে পারিবে ?  
দেবী ভগবতী আমাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥  
তোমরা নিরাকুল হইয়া সেই ভূপসঙ্কল মার্গমধ্যে গমন কর, আমি স্বরণ করিবামাত্র মহা-  
দেবী রূপাষিত হইয়া আমাদের রক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সেনাপতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পথেই গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল । তখন  
যুধাজিৎ অতিশয় ক্রোধাধিক হইয়া মহীপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা ভয়ে সমস্ত  
হইয়া রহিলেন কেন ? এই কচ্ছারী স্বদর্শনকে নিহত করুন ॥ ২৯-৩০ ॥ এই বলহীন শিশু,  
বলাধিক সকল ভূপালকে অবমাননা করিয়া কচ্ছা গ্রহণ পূর্বক নির্ভয়চিত্তে বলপূর্বক গমন  
করিতেছে, আর আপনারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্যের  
বিষয় ॥ ৩১ ॥ আপনারা কি সিংহোপস্থিত একটি কামিনীকে দর্শন করিয়া ভীত  
হইতেছেন ? হে মহাভাগ ভূপতিগণ ! এই বালককে ক্রমাচৈ উপেক্ষা করিবেন না,



ইত্যাঙ্কঃ সৈন্তসংযুক্তঃ শত্রুজিৎসহিতস্তদা ।

যোদ্ধু কামঃ স্রসংগ্রামো যুধাজিৎ ক্রোধসংযুক্তঃ ॥ ৩৪ ॥

মুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুঙ্খাঙ্কিলাশিতান্ ।

ধনুরাক্ষ্য কর্ণাস্তং কর্ণারপরিমার্জিতান্ ॥ ৩৫ ॥

হস্তকামঃ স্রুত্বর্মধাঃ স্রদর্শনমথোপরি ।

স্রদর্শনস্ত তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ কণাৎ ॥ ৩৬ ॥

এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেৎখচুকোপ চণ্ডিকা ভ্রশম্ ।

দুর্গা দেবী মুমোচাথ বাণান্ যুধাজিৎ প্রতি ॥ ৩৭ ॥

নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা ।

সম্প্রাপ্তা ভুমলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮ ॥

শত্রুজিম্বিতস্তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ ।

পতিতো তো রথাভ্যাস্ত জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

নৃপাত্তস্তেজরিতুনাহ অবনত্বেতি ॥ ৩১—৩২ ॥

কেশরিণা আদস্তাং গৃহীতান্ । আদস্তামিতি ছেষঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

কর্ণারোণ লোহকারোণ পরিমার্জিতাঃস্তীকীকৃতান্ ॥ ৩৫ ॥

স্রদর্শনং হস্তকামঃ স্রদর্শনৈত্বেবোপরীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

তত্র সম্প্রাপ্তা জগদম্বিকা ভুমলং যুদ্ধককারেত্যর্থঃ । যদাপি সম্বোধু ভগবত্যাঃ  
শস্ত্রধারণমুচিতং তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদমুচিতমপি কর্ণ ভগবতী করোতীত্যনেন বোধি-  
তম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মনোগোপ পূর্বক ইহাকে নিহত করুন ॥ ৩২ ॥ ইহাকে হনন করিয়া এই চারুভূষণ  
কামিনীকে গ্রহণ করিব । এই শৃগাল সিংহ-গৃহীত কামিনীকে ছিনাইয়া লইতে কখনই সমর্থ  
হইবে না ॥ ৩৩ ॥

রাজা যুধাজিৎ এই বলিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সৈন্তসমভিব্যাহারে যুদ্ধ বাসনার  
শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই স্রুত্বর্ম্ম্ভি রাজা স্রদর্শনের  
নিধনবাসনার আকর্ষণমুদ্রাকর্ষণ পূর্বক শিলাশাণিত ও কর্ণার-পরিমার্জিত সমপুঙ্খ সায়ক  
তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; স্রদর্শন সেই সংক্ষেপপাতী শায়ক সকলকে শর-  
সমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত  
হইলে চণ্ডিকাদেবী অত্যন্ত ক্রোধাবিত হইলেন এবং যুধাজিতের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে  
লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ বিবিধ অস্ত্রধারিণী কল্যাণময়ী জগদম্বিকা দুর্গাদেবী নানারূপ ধারণ  
পূর্বক তথায় উপস্থিত হইয়া ভুমল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই ভীষণ  
সংগ্রামে শত্রুজিৎ ও রাজা যুধাজিৎ নিহত হইল । দুই জনেই রথ হইতে নিপতিত হইলে

বিশ্বয়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সৰ্ব্বৈ বিলোক্য তান্ ।

নিধনং মাতুলস্তাপি ভাগিনেয়স্ত সংযুগে ॥ ৪০ ॥

স্বৰাহুরপি তদৃষ্টা নিধনং সংযুগে তয়োঃ ।

তুষ্ঠাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১ ॥

স্বৰাহুরূবাচ ।

নমো দেবৈ জগদ্ধাত্রৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।

দুর্গায়ৈ ভগবতৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে ! নমঃ ।

বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রৈ নমঃ শিবে ! ॥ ৪৩ ॥

নাহং গতিং তব ধিয়া পরিচিস্তয়ন্ বৈ

জানামি দেবি ! সগুণঃ কিল নিগুণায়াঃ ।

কিং স্তোমি বিশ্বজননি ! প্রকটপ্রভাবাং

ভক্তার্তিনাশনপরাং পরমাক্ষ শক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥

মাতুলস্তাপীতি । মাতুলভাগিনেয়ৌ স্বৰাহো রাজ্ঞঃ । তৌ চ যুধাজিৎপক্ষপাতিনৌ  
হিতৌ ॥ ৪০—৪৩ ॥

নামিতি । অহং সগুণো গুণত্রয়বদ্ধাত্মমতিধিরা তব নিগুণায়াঃ সাম্যাবস্থামায়া-  
পাদিকবুদ্ধরূপিণ্যা গতিং পরাক্রমং ব্যাপ্তিং বা পরিচিস্তয়ন্ বাণ্ডুমনসায়োরবিষয়হীন জানামি ।  
তদা কিং স্তোমি স্তুতিবিষয়স্তব জ্ঞানাত্মবাং ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ সমুখিত হইল ॥ ৩৯ ॥ স্বৰাহুর মাতুল ও ভাগিনেয়  
যুধাজিৎয়ের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন । ভূপাল সকল তাঁহাদের  
মরণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজা স্বৰাহুও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের  
নিধন দর্শন পূর্বক পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর স্তুতি করিতে  
লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি শিবরূপিণী জগদ্ধাত্রা দেবীকে নমস্কার করি, কামপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীকে  
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । যিনি মঙ্গলময়ী শান্তি ও বিদ্যারূপিণী তাঁহাকে নিরন্তরই নমস্কার  
করি । মাতর্মোক্ষদে ! শিবে ! আপনি বিশ্বব্যাপিনী, জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী আমি আপনাকে  
প্রণাম করি ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে বিশ্বজননি ! দেবি ! আপনি নিগুণা, আমি সগুণ, অতএব  
বাক্য মনের অগোচর আপনার প্রভাব পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়াও জানিতে  
সমর্থ নহি । জননি ! আপনি পরমশক্তি, সততই ভক্তজনের হৃৎখ বিনাশের নিমিত্ত  
তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্বত্রই প্রকটিত রহিয়াছে আমি আপনার কি স্তুতি

বাগ্দেবতা ভ্রমসি সৰ্বগতৈব বুদ্ধি-  
 বিদ্যা মতিশ্চ গতিরপ্যসি সৰ্বজন্তোঃ ।  
 ত্বাং শ্তোমি কিং ভ্রমসি সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী  
 কিং স্তুষ্যতে হি সততং খলু চান্নরূপম্ ॥ ৪৫ ॥  
 ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তবন্তো  
 নাস্তং গতাঃ হ্রবরাঃ কিল তে গুণানাম্ ।  
 কাহং বিভেদমতিরম্ম ! গুণৈর্বতো বৈ  
 বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোহপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৬ ॥  
 সংসঙ্গতিঃ কথমহো ন কৰোতি কামং  
 প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তশুদ্ধিঃ ।  
 জানাতুরস্মি বিহিতেন সমাগমেন  
 প্রাপ্তং ময়াহুতমিদং তব দৰ্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ত্বাং শ্তোমিতি । যতস্তং সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী ততস্ত্বাং কিং শ্তোমি মনসো বিষয়ত্বাভাব-  
 দিতি ভাবঃ । কিং স্তুষ্যতে ইতি । সৰ্বব্যাপকমাত্মরূপং কিং স্তুষ্যতে ন স্তুষ্যতে । মনোবিষয়ত্বা-  
 ভাবাৎ তথৈব তদায়াভিমাং ত্বাং মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ কিং শ্তোমি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চেতি । এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহাশ্বোহনিশং স্তবন্তোহপি তব গুণানামস্তং ন  
 গতাঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । যন্তাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাচ্ছ্রুচ্যতেহজ্ঞেয়া যন্তাঃ অস্তো  
 ন বিদ্যাতে তস্মাচ্ছ্রুচ্যতেহনন্তেতি । যদেতদস্মি তদাহমপ্রসিদ্ধো গুণৈঃ সম্বাদিভিক্কো  
 বিভেদমতিজীবব্রহ্মভেদমতিরজ্ঞস্তব চরিত্রং বক্তুং ক কস্মিন্ কালে ক্ষমো ন কস্মিন্নপী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মম চিত্তশুদ্ধ্যভাবাদ্যদ্যপি ভবত্যা দৰ্শনযোগাতা নাস্তি তথাপি ভবচ্চরণকমলনিম-  
 গ্নাস্তঃকরণানাং সতাং সঙ্গত্যা কঃ কামো ন সিধ্যোদপি তু সিধ্যাত্যেবেত্যাহ সংসঙ্গতিরिति ।  
 সংসঙ্গতিঃ কামং মনোরপং কথং ন কৰোতি সম্পাদয়তি অপিতু কৰোত্যেব । ভগবত্যাঃ  
 স্বস্মিন্ ভক্তিং কুর্য্যাপেক্ষয়া স্বভক্রে ভক্তিং কুর্য্যাপেক্ষয়া প্রেমযুক্তত্বাৎ । তদুক্তং দেবী-  
 পুরাণে মন্ত্রক্যাপেক্ষয়া ভক্রে মম ভক্তিস্ত সিদ্ধিমেতি । নহু চিত্তশুদ্ধিং বিনা কথং মদদর্শন-

করিব ? ॥ ৪৪ ॥ দেবি ! আপনি প্রাণিগণের বাগ্দেবী সৰ্বত্রগতা বুদ্ধি, মতি ও গতি এবং  
 আপনিই সকলের মনোনিয়ন্ত্রী ; অতএব আমি আপনার কি স্তব করিব ? দেবি !  
 আপনি আশ্রয়পিত্রী, আমি ষাণ্মনের অগোচর পরমাত্মমণীর স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ  
 হইব ? ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা হরী, হর এবং প্রধান প্রধান দেবগণ নিরন্তর স্তুতি করিয়াও আপনার  
 গুণগণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, অথিকে ! আমি কীটাপুতীট তুলা অপ্রসিদ্ধ এবং গুণ দ্বারা  
 সম্পূর্ণরূপে সযত্ন, সজ্ঞ আমি, জীববুদ্ধির প্রভেদ জ্ঞান কিরূপে বুঝিব, যাতঃ ! আমি  
 তোমার হ্রবরাহ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হইব না ॥ ৪৬ ॥ জ্ঞানি ! সংসঙ্গ

ব্রহ্মাপি বাঙ্কতি সৰ্দৈব হরো হরিশ্চ  
 সেদ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ ।  
 যদদর্শনং জননি ! তেহদ্য ময়া ছুরাপং  
 প্রাপ্তং বিনা দমশমাদিসমাধিভিশ্চ ॥ ৪৮ ॥  
 কাহং স্তমন্দমতিরাস্ত তবাবলোকং  
 কেদং ভবানি ! ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্ ।  
 জ্ঞাতাসি দেবি ! সততং কিল ভাবযুক্ত-  
 ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্য ॥ ৪৯ ॥  
 কিং বর্ণয়ামি তব দেবি ! চরিত্রমেতদ্  
 যদ্রক্ষিতোহস্তি বিষমেতত্র স্তদর্শনোহয়ম্ ।  
 শত্রু হতো স্তবলিনো তরসা ত্বয়া যদ-  
 ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০ ॥

তেতি চেৎ সা চিত্তগুপ্তির্ভবদ্বক্তৃদর্শনপ্রসঙ্গেনান্যাসেনাপি বিহিতা ভবতি কৃত্য ভবতি ।  
 এতাদৃশো ভবদ্বক্তৃদর্শনমহিমেতি ভাবঃ । কোহসৌ মম ভক্তগুণৈবতাদৃশো মিলিত ইতি  
 চেদন্ত জামাতুঃ স্তদর্শনন্ত তব ভক্তগুণৈবদেবেন বিহিতেন সমাগমেন চ প্রাপ্তং ময়াভূতমিদং  
 তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ইদানীং স্তত্র ধন্ত্যতাং বর্ণয়তি ব্রহ্মাপীতি । শমদমাদিসমাধিভির্বিনাপি প্রাপ্তং ততো  
 মৎসমোহন্তঃ কো বা ধন্তোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করিবে ? আমার এই চিত্তগুপ্তি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পা-  
 দিত হইয়াছে ; জননি ! আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈববশে তাঁহার  
 সহিত আমার সঙ্গতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাতেই আমি আপনার দর্শন প্রাপ্ত হই-  
 য়াছি ॥ ৪৭ ॥ জননি ! ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্রাদি সুরগণ ও বিদিততত্ত্ব মুনিগণও যাহার কামনা  
 করিয়া থাকেন, অদ্য শম দমাদি ও সমাধি ব্যতিরেকেও আমি আপনার সেই জ্বলন্ত দর্শন  
 প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব দেবি ! ত্রিভুবনে আমার তুল্য ধন্ত ব্যক্তি আর কে আছে ? ॥ ৪৮ ॥  
 ভবানি ! স্তমন্দমতি আমিই বা কোথায় ? এবং একমাত্র ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ ভবদীপ  
 দর্শনই বা কোথায় ? তথাপি হে সুরপুঞ্জ্য ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম, জননি !  
 আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিরন্তরই অহু-  
 কম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ দেবি ! আপনি যে এই বিষয় সময় সঙ্কটে স্তদর্শনকে  
 রক্ষা করিলেন এবং হুইজন অতিশয় বলবান্ ব্যক্তি নিহত করিলেন তদ্বিবয়ে আপনার  
 চরিত্র কথা আর কি বর্ণন করিব ? বুঝিলাম আপনার পবিত্র চরিত্র ভক্তগণের প্রতি

নাশচর্য্যমেতদিতি দেবি ! বিচারিতেহর্থে  
 ত্বং পাসি সর্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং যৈ ।  
 ত্রাতস্তুয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দয়াতঃ  
 সংরক্ষিতোহয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥ ৫১ ॥  
 ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোহতিদীপ্তং  
 কর্তুং ভবানি ! রচিতং চরিতং ত্বয়েতৎ ।  
 নোচেৎ কথং স্থপরিগৃহ্য স্ততাং মদীয়ং  
 যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫২ ॥  
 শক্তাসি জন্মমরণাদিভয়ান্ বিহন্তঃ  
 কিঞ্চিদ্রমত্র কিল ভক্তজনস্য কামম্ ।  
 ত্বং গীয়সে জননি ! ভক্তজনৈরপারা  
 ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণাগুণা চ ॥ ৫৩ ॥  
 ত্বদর্শনাদহমহো স্কৃতি কৃতার্থো  
 জাতোহস্মি দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! ধন্যজন্মা ।  
 বীজং ন তেন ভজনং কিল বেদ্বি মাত-  
 র্জাতন্তু বাদ্য মহিমা প্রকটপ্রভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

জাতাসীতি । অথাপি ময়া জাতাসি দৃষ্টাসি ততো মদন্তঃ কোহস্তি ধন্তঃ । কণ্ঠস্থতা  
 ত্বং ভাবগুক্ততক্রেমকল্পনপরা ॥ ৪৯—৫২ ॥

নিয়তই অমুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দেবি ! এইরূপ বিচারিত বিষয়েই  
 বা বিচিত্রতা ও আশ্চর্য্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু আপনিই ত এই স্বাবর জঙ্গমায়ুক  
 অখিল বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে আপনি এক্ষণে করুণাবশে ভক্তের শত্রুকে  
 নিহত করিয়া এই ধ্রুবসন্ধির পুত্র স্মদর্শনকে রক্ষা করিলেন-॥ ৫১ ॥ ভবানি ! আপনি স্বীয়  
 সেবানিরত ভক্তজনের রক্ষার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ চরিত প্রকাশ করেন তাহা নহে,  
 ভক্তগণের বশোরাশি প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্তও করিয়া থাকেন ; নতুবা এই ভবদীয়  
 ভক্ত সাধুচরিত স্মদর্শন মদীয় কন্ঠার পাণিপীড়ন পূরঃসর যুদ্ধস্থলে বিজয় লাভ করিয়া  
 কুশলী হইলেন কেন ? ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনি জন্ম ও মরণ ভয় বিনাশে একান্তই সমর্থ ;  
 আপনি যে ভক্তজনের মনোরথ সাধন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?  
 ভক্তগণ আপনাকে পাপপুণ্য-বিরহিতা অপারা এবং সগুণা ও নিঃগুণা বলিয়া কীর্তন  
 করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া স্কৃতি

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা ।

উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় স্তুত ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
মহারণে স্তদর্শনশক্রসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

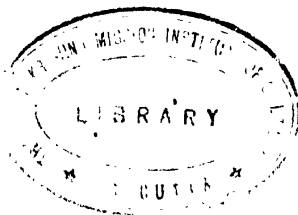
কামং মনোরথং \*কর্তুং শক্তাসীতি কিং চিত্রমিত্যম্বয়ঃ । অতএব ত্বং ভট্টক-  
র্গায়সে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ও কৃতার্থ হইলাম, মাতঃ ! আমি ভজন সাধন ও কীজমন্ত্রাদি কিছুই জানিনা, অদ্য কেবল  
আপনার মহিমার প্রকটিত প্রভাব মাত্র অবগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু এইরূপে কৈবল্যকল্যাণময়ী ভগবতীর স্তুতি করিলে  
দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে স্তুত ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে স্তদর্শনের শক্রসংহার বর্ণন  
নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মাস্তবচনং শ্রদ্ধা ভবান্নাঃ স নৃপোত্তমঃ ।

প্রোবাচ বচনং তত্র স্ৰবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥

স্ৰবাহুরুবাচ ।

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ ।

একতো দর্শনশ্চে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন ॥ ২ ॥

দর্শনাং সদৃশং কিঞ্চিদ্ভিন্ন লোকেষু নাস্তি মে ।

কং বরং দেবি ! যাচেহং কৃতার্থোহস্মি ধরাতে ॥ ৩ ॥

এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্বাচিৎ বাঞ্ছিতং বরম্ ।

তব ভক্তিঃ সদা মেহস্ত নিশ্চিন্তা হনপায়িনী ॥ ৪ ॥

নগরেহত্র ত্বয়া মাতঃ ! স্মাতব্যং মম সর্বদা ।

দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥ ৫ ॥

রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্য সর্বদা নগরস্য হ ।

যথা স্তদর্শনস্ত্রাতো রিপুসজ্জাদনাময়ঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশত্তিত্থা প্লৌকৈঃ ত্রীদেবীমহিমোচ্যতে ।

দুর্গাদেব্যা নিবাসন্ত কাশ্মাং কৃত ইতীর্থাতে ॥

তস্তা ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসন্তম স্ৰবাহু ভক্তিসমম্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ দেবি ! একদিকে দেবলোকের ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজ্য এবং অপরদিকে আপনার দর্শন, যদি এই উভয়ের তুলনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রাজ্যাদি কদাচই আপনার দর্শনের তুল্য হইতে পারে না । দেবি ! আপনার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, তবে জননি ! আমি আর কোন্ বর প্রার্থনা করিব, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ২—৩ ॥ মাতঃ শিবে ! আমার বাঞ্ছিত এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সততই যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি-অবিনাশিনী ও অচলা হয় । জননি ! আপনি নিয়তই যেন আমার এই নগরী মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হইয়া শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করেন ইহাই

তথাত্র রক্ষা কর্তব্য। বারাগস্তাস্ত্রাস্থিতিকৈঃ ।।  
 যাবৎ পুরী ভবেদ্ভূমৌ স্প্রতিষ্ঠা স্তসংস্থিতা ॥ ৭ ॥  
 তাবৎস্বয়ং স্মাতব্যং দুর্গে ! দেবি ! কৃপানিধে ! ।  
 বরোহয়ং মম তে দেয়ঃ কিমন্তু প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥  
 বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি ।  
 অভদ্রাণাং বিনাশঞ্চ কুরু লোকস্ত সর্বদা ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী ।  
 তমুবাচ নৃপং তত্র স্তুত্বা বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০ ॥  
 দুর্গোবাচ ।

রাজন্ ! সদা নিবাসো মে যুক্তিপূর্য্যং ভবিষ্যতি ।  
 রক্ষার্থং সর্বলোকানাং যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১ ॥  
 অথো স্তদর্শনস্তত্র সমাগম্য স্তুদাম্বিতঃ ।  
 প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্ঠাব জগদম্বিকাম্ ॥ ১২ ॥  
 অহো কৃপা তে কথয়াম্যহং কিং  
 ত্রাতস্বয়া যৎ কিল ভক্তিহীনঃ ।  
 ভক্তানুকম্পী সকলো জনোহস্তু  
 বিমুক্তভক্তেরবনং ব্রতং তে ॥ ১৩ ॥

ত্বং পরাশক্তির্দুর্গাদেবীতি নাম্না সংস্থিতা তবেতি শেষঃ ॥ ৫—১১ ॥

অথো ইত্যেকারান্তো নিপাতঃ ॥ ১২ ॥

আমি আপনার নিকট কামনা করিতেছি ॥ ৪—৫ ॥ দেবি ! অধিকে আপনি যেমন  
 স্তূর্ণনকে বিষয়বহীন করিয়া পরিভ্রাণ করিলেন, সেইরূপে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া,  
 যে পর্য্যন্ত এই বারাগসীপুরী পৃথিবীতলে স্তসংস্থিত ও স্প্রতিষ্ঠিত থাকে তাবৎকাল  
 আপনি ইহার রক্ষা করুন ; দুর্গে ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এই বর প্রদান  
 করুন । দেবি ! আপনি আমাকে অন্ত্যস্ত বিবিধ প্রকার মনোরথ প্রদান এবং আমার  
 শত্রু সংহার করুন ; আর এই লোক মধ্যে সমস্ত অভদ্র জনগণের বিনাশ সাধন করুন ।  
 কৃপাময়ি ! ইহা হইতে আর অপর কি প্রার্থনা করিব ॥ ৬—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ দুর্গভিবাশিনী দুর্গাকে এইরূপে স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া  
 পুরোভাগে কৃতান্ধলিপুটে দণ্ডারমান হইলে দেবী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! যাবৎ পর্য্যন্ত



• স্বং দেবি ! সর্বং সৃজসি প্রপঞ্চং  
 শ্রুতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্ ।  
 স্রমৎসি সংহারপরে চ কালে  
 ন তেহত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ ॥ ১৪ ॥  
 করোমি কিং তে বদ দেবি ! কার্য্যং  
 ক বা ব্রজামীত্যনুগোদয়াশু ।  
 কার্য্যে বিমূঢ়োহস্মি তবাজ্জয়াহং  
 গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাতঃ ! ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণস্ত্ব দেবী প্রাহ দয়াশ্রিতা ।  
 গচ্ছামোধ্যাং মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্ ॥ ১৬ ॥

ভক্তাঙ্কস্পীতি । সকলোহপি জনো দেবাদিলোকো ভক্তাঙ্কস্প্যন্তি বিমুক্তভক্তৈর্ভক্তি  
 রহিতস্ত পুরুষস্ত স্ববনং ন কোহপি কৰোতি তে তব ব্রতং তু তাদৃশভক্তিরহিতস্ত পুরুষস্তা  
 প্যবনং কৰ্ত্তব্যমিতি ॥ ১৩—১৪ ॥

যেদিনী বর্তমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোকগণের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই  
 মুক্তিনগরী বারাণসীতে অবস্থিতি করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অনন্তর সূদর্শন হৃষ্টচিত্তে  
 সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমাত্মীতি ও ভক্তি সহকারে জগদধিকা  
 ত্বব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥ জগদধিকে ! এই অখিল ভুবন মধ্যে সকল  
 তত্ত্বজ্ঞের প্রতি অমুক্সা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননি ! আমি দেখিতেছি যে  
 আপনাত্ত ভক্তিবহীন ব্যক্তিকে পরিভ্রাণ করাই দৃঢ়তর ব্রত হইয়াছে ; কারণ, আমি  
 ভক্তিহীন হইলেও আপনি আমাকে পরিভ্রাণ করিলেন ; অতএব জননি ! আপনার অপা  
 কৰুণাসিদ্ধির বর্ণনে আমি কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ১৩ ॥ দেবি ! আমি শ্রবণ করিয়া  
 আপনি এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পালন করি  
 ছেন এবং যথাকালে তাহার সংহার করিবেন ; অতএব মাতঃ ! আপনি যে আমাকে র  
 করিয়াছেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? ॥ ১৪ ॥ দেবি ! এক্ষণে আমি আপন  
 কি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং কোণার গমন করিব, আপনি শীঘ্র তাহার অনুমো  
 কনন । মাতঃ ! এক্ষণে কৰ্ত্তব্যকার্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে আ  
 কনন আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিব, অথবা অন্ত কোথাও গমন করিৎ কিংবা যথ  
 বিহার করিব ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, সূদর্শন এইরূপ নিবেদন করিলে দেবী দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহা  
 কহিলেন, মহাভাগ ! তুমি অবোধায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রাপ্তিপালন করি

স্মরণীয়া সদাহং তে পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ।

শং বিধানাস্মাহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম ! ॥ ১৭ ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।

মম পূজা প্রকর্তব্যা বলিদানবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥

অর্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্রয়ানঘ ! ।

পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯ ॥

শরৎকালে মহাপূজা কর্তব্য মম সর্ব্বদা ।

নবরাত্রিবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥ ২০ ॥

চৈত্রেহশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্য্যো মহোৎসবঃ ।

নবরাত্রৌ মহারাজ ! পূজা কার্য্য্য বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশাং মম ভক্তিসমম্বিতৈঃ ।

কর্তব্য নৃপশাদূল ! তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তহিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।

নতা স্তদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩ ॥

অন্তহিতাং তু তাং দৃষ্ট্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।

প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শত্রুং সুরাস্তথা ॥ ২৪ ॥

করোদীতি । কিং তে কার্য্য্য ময়া কর্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥

অর্চা প্রতিমা ॥ ১৯—২০ ॥

চৈত্রে মাঘেহশ্বিনে আষাঢ়ে নবরাত্রৌ ইত্যম্বয়ঃ । ইতি নবরাত্রচতুষ্টয়েহপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

থাক ॥ ১৬ ॥ নৃপসত্তম ! তুমি সততই আমার স্মরণ এবং যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, আমি তোমার রাজ্যमध्ये নিয়তই কল্যাণ বিধান করিব ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী চতুর্দশী ও নবমীতে বিধিপূর্ব্বক আমার পূজা ও বলি প্রদান করিও ॥ ১৮ ॥ হে অনঘ ! তুমি নগরী মধ্যে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ শরৎকালে ভক্তিভাব-সম্বিত চিত্তে নবরাত্রি বিধান দ্বারা আমার মহাপূজা করা একান্ত কর্তব্য ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! চৈত্র, মাঘ, অশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ এই নবরাত্রি চতুষ্টয়ে আমার মহোৎসব এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে ভক্তি-যুক্ত মানসে আমার পূজা করা মানবগণের একান্ত কর্তব্য ॥ ২১—২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিপদ-বিনাশিনী দুর্গা এইরূপ বলিলে পর, স্তদর্শন তাঁহাকে বহুবিস্তর স্তব ও প্রণাম করিলেন । দেবী ও উক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

স্রবাহুরপি তং নম্রা স্থিতশচাগ্রে মুদাম্রিতঃ ।  
 উচুঃ সৰ্বে মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫ ॥  
 হুমস্মাকং প্রভুঃ শাস্তা সেবকাস্তে বয়ং সদা ।  
 কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়াম্মাপোত্তম ! ॥ ২৬ ॥  
 হুংপ্রসাদাম্মহারাজ ! দৃষ্টা বিশেষ্বরী শিবা ।  
 আদিশক্তিৰ্ভবানী সা চতুৰ্ভগফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥  
 ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোহসি বহুপুণ্যো ধরাতলে ।  
 যস্মাচ্চ হুংকৃতে দেবী প্রাহুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮ ॥  
 ন জানীমো বয়ং সৰ্বে প্রভাবং নৃপসত্তম ! ।  
 চণ্ডিকায়ান্তমোযুক্তা মায়য়া মোহিতাঃ সদা ॥ ২৯ ॥  
 ধনদারস্ততানাক্ষ চিস্তনেহভিরতাঃ সদা ।  
 মগ্না মহার্গবে ঘোরে কামক্ৰোধঝষাকূলে ॥ ৩০ ॥  
 পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগ ! সৰ্ব্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ।  
 কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতা কিংপ্রভাবা বদস্ব তৎ ॥ ৩১ ॥

বুধৈর্মতোৎসবঃ তথা পূজা চ কার্যোত্যর্থঃ ॥ ২২—২৪ ॥

অযোধ্যাধিপতিং সূদর্শনম্ ॥ ২৫—২৭ ॥

হুংকৃতে স্বদর্থম্ ॥ ২৮—৩১ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ সমস্ত রাজগণ, তাঁহার অন্তর্ধান দর্শন করিয়া সুরগণ যেরূপ দেবরাজের  
 নিকট গমন করেন সেইরূপ সূদর্শনের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-  
 লেন ॥ ২৪ ॥ কাশীপতি স্রবাহুও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হঠাৎ অগ্রে অবস্থিত রহিলেন,  
 তখন সমস্ত ভূপালগণ, অযোধ্যাধিপতি সূদর্শনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর !  
 আপনি আমাদের প্রভু ও শাসনকর্তা, আমরা সর্বদাই আপনার সেবক, আপনি  
 অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া আমাদেরকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! আপনার  
 প্রসাদেই আমরা চতুৰ্ভগ ফলপ্রদা আদ্যাশক্তি কল্যাণময়ী বিশেষ্বরী সনাতনী ভবানী  
 দেবীকে দর্শন করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজন ! আপনার নিমিত্তই সেই নিত্যরূপা পরমা-  
 শ্রুতি দেবী প্রাহুর্ভূত হইরাছিলেন, অতএব আপনিই এই ধরাতলে বহুপুণ্য, কৃতকৃত্য  
 ও ধন্যপুরুষ ॥ ২৮ ॥ নৃপোত্তম ! আমরা সেই মহামায়ার চণ্ডিকাশক্তি মায়ার সর্ব-  
 দাই বিমোহিত, অতএব আমরা কেহই তাঁহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহি ॥ ২৯ ॥  
 আমরা ধন পুত্র ও কলত্রাদির চিস্তনেই নিরন্তর নিরত, অতএব আমরা কামক্ৰোধাধিরূপ  
 প্রাক-সমুদ্র ঘোরতর ঝোলাধবে নথ হইরা রহিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ ! আপনি মহামতি ও

ভব স্বং নোশ্চ সংসারে সাধবোহতিদয়াপরাঃ ।

তস্মাশ্চো বদ কাঙ্ক্ষ স্ব ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ।

তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং ব্রুহি নুবরোত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা তৈস্ত্ব ধ্রুবসন্ধিস্থতো নৃপঃ ।

বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদাস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

হৃদর্শন উবাচ ।

কিং ব্রুবীমি মহীপালান্ত্রাস্ত্রাশ্চরিতমুত্তমম্ ।

ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি দেশাঃ সুরগণাস্তথা ॥ ৩৫ ॥

সর্বস্বাদ্যা মহালক্ষ্মীরেণ্যা শক্তিরুত্তমা ।

সাত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা ॥ ৩৬ ॥

স্বজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ।

সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥ ৩৭ ॥

ভব স্বং নোশ্চেতি । স্বং সংসারে সংসাররূপে সমুদ্রে নৌর্ভব নৌকা ভবান্ধাংস্বারয়িতুম্ । যতঃ সাধবোহতিদয়াপরা ভবন্তি ॥ ৩২—৩৫ ॥

চতুর্বিংশত্যং হি ভগবত্যাঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি । সর্বস্বাদ্যোতি । একা পালয়িত্রী সাবিকা মহালক্ষ্মীরিষ্ণুশক্তিঃ সর্বপ্রপঞ্চতাদ্যোয়ম্ । দ্বিতীয়া তু স্বজতি বা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ইতিপুনরুক্তিরম্ববাদরূপা । সংহারে তমোরূপা বা সেয়ং তৃতীয়া শক্তিঃ । এতাসাং নামানি প্রথমতঃ এবোক্তানি । তত্শাস্ত্র সাবিকী শক্তিী রাজসী তামসী তথা । মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ ত্রিয ইতি । নমু রহস্তে তু সবাখ্যানোতিগুচেন গুণে-

সর্বস্ব ; এজন্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা কনিতেছি, এই শক্তি কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহার প্রভাব কিরূপ ? তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীর্তন করুন ॥ ৩১ ॥ হে কাঙ্ক্ষ স্ব ! সাধুগণ সততই রূপাপরবশ, অতএব আপনি করুণা করিয়া আমাদেরগর সংসারসাগরের তরণিস্বরূপ হইয়া অতু্যন্তম দেবীর মাছাত্ম্য কথা আমাদের নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩২ ॥ নরপতে ! সেই দেবীর প্রভাব ও স্বরূপ যেস্বরূপ এবং বাহা হইতে তাঁহার উদ্ভব, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদেরগর বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপগুণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুবসন্ধিতনয় রাজা হৃদর্শন, আনন্দিত হইয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ রাজগণ ! ইহার অমু-ত্তম চরিত ইন্দ্রাদি সুরগণ অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্তও অবগত নহেন, আমি সেই মহামায়াক মহৎ চরিত কিরূপে বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥ হে মহীপালগণ ! ভগবতী

নিগুণা পরমা শক্তিঃ সৰ্বকামকলপ্রদা ।

সৰ্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥

নিগুণা সৰ্বথা জ্ঞাতুমশক্যাযোগিভিনৃপাঃ ! ।

সগুণা সুখসেব্যা সা চিন্তনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৩৯ ॥

রাজান উচুঃ ।

বাল এব বনং প্রাপ্তস্বস্ত নুনং ভয়াতুরঃ । .

কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা ॥ ৪০ ॥

উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ ! ।

যা প্রসন্না তু সাহায্যং চকার ত্রয়্যাস্থিতা ॥ ৪১ ॥

নেমুপ্রভাঃ দধাবিতি বচনেন মহালক্ষ্মী রজোগুণা সরস্বতী সঙ্কণ্ঠেতি লভ্যত ইতি চেন্ন ।  
কল্পভেদেন গুণভেদব্যবস্থায়াঃ সুস্থত্বাৎ । এতাসাং শক্তীনাং শক্ত্বরূপাব্যতিরেকাদব্রূ-  
শ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবে ন তদগুণবিশিষ্টং বৃদ্ধৈব মহালক্ষ্ম্যাদিনামকমিতি বোধ্যম্ ॥৩৬-৩৭॥

নিগুণেতি । অথ যা গুণত্রয়কারণভূতা সাম্যাবস্থাস্থিতিকা সা নিগুণা । তত্ৰাপি  
পরশক্তিষ্চেন ব্রূশ্রয়ং বিনাবস্থানাসম্ভবেন সাম্যাবস্থারোপাধিকং বৃদ্ধৈব পরা শক্তির্ময়া  
ভুবনেশ্বরী শব্দবাচ্যং ভবতি । সৰ্বং চেদমুপোদঘাতে স্পষ্টম্ । তত্র নিগুণা সৰ্বেষাং কারণ-  
মিত্যাহ । সৰ্বেষাং কারণং সা হীতি । সৰ্বকারণত্বানবস্থাভিরা কস্মাদপ্যুৎপত্ত্যভাবেন  
নিত্যম্বুক্তং তেন চ কেয়ং শক্তিঃ কুতো জ্ঞাতেত্যন্তোত্তরং দত্তং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

রূপচতুষ্টয়মধ্যোপ্যাহ নিগুণেতি । অব্যোগিভিরিতি ছেদঃ । অব্যোগিভিরির্কিকল্পসমাধি-  
রহিতৈর্নিগুণা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিবুদ্ধিগম্যৈব সেতুর্থাৎ । তথাচ যেতান্বতরে তে ধ্যান-  
যোগানুগতা অপশ্লন্দেবায়শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি । মধ্যমাধিকারিণামযোগিনাং তু

ভবানী চারি রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি সকলের আদি সেই সৰ্বপূজ্য  
উত্তমা সাস্বিকীশক্তি, মহালক্ষ্মীরূপে এই অখিল জগতের পালনকার্যে নিরন্তর নিরত রহি-  
য়াছেন । যিনি সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত, তিনিই রজোগুণরূপা এবং যিনি সংহারকার্যে নিরত,  
তিনিই তমোরূপা শক্তি ; আর যিনি ব্রহ্মাদি অখিলের কারণ সেই সৰ্বকামার্থদায়িনী পরমা-  
শক্তি নিগুণাই চতুর্থশক্তি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ হে রাজত্ববর্গ !  
বাহারা যোগী নহেন, তাঁহারা নিগুণাশক্তিকে কোনরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইন না,  
সগুণা শক্তিই সুখসেব্যা, মধ্যমাধিকারী বৃদ্ধগণ নিরন্তর তাঁহারই ধ্যান ও পূজা করিয়া  
থাকেন ॥ ৩৯ ॥

রাজগণ कहিলেন, মরপতে ! আপনি বাল্যকালেই ভয়াতুর হইয়া বনগমন করিয়া-  
ছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনি স্বয়মোত্তমা দেবী মহামায়াকে জানিতে পারিলেন ?  
কিরূপেই বা তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিলেন ? বাহাতে তিনি সখর প্রসন্ন হইয়া আপ-  
নার সাহায্য করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥

## সুদর্শন উবাচ ।

বালভাবাময়া প্রাপ্তং বীজং তস্তাঃ স্তনস্মতম্ ।  
 স্মরামি প্রজপস্মিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ॥ ৪২ ॥  
 ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাশ্চিকা শিবা ।  
 স্মরামি তাং দিবারাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩ ॥

## ব্যাস উবাচ ।

তস্মিন্ময়া বচস্তস্য রাজানো ভক্তিতৎপরাস্তে ।  
 তাং মত্বা পরমাং শক্তিং নির্যযুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪ ॥  
 সুবাহুরগমং কাশ্যাং তমাগৃহ্য সুদর্শনম্ ।  
 সুদর্শনোহপি ধর্ম্মাজ্ঞা নির্জগাম সুকোশলান্ ॥ ৪৫ ॥  
 মস্ত্রিগন্ত নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং যুধে ।  
 জিতং সুদর্শনৈকৈব বভূবুঃ প্রেমসংযুতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 আগচ্ছন্তং নৃপং শ্রুত্বা তং সাক্ষেতনিবাসিনঃ ।  
 উপায়নানুপাদায় প্রযযুঃ সংযুখে জনাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বৈ নানোপায়নপাণয়ঃ ।  
 ধ্রুবসন্ধিস্থতং মত্বা মুদিতাঃ প্রযযুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥

সগুণা মহালক্ষ্মাদিরূপা চিস্তনীয়ত্যাৰ্থঃ । তদ্বারা মূলপ্রকৃतेৱেব সৰ্ব্বত্রোপাত্তত্বমিতি রহ-  
 স্তম্ । সৰ্ব্বং চেদং মংকৃতশক্তিভববিমর্শিত্বাং স্পষ্টম্ ॥ ৩৯—৪৭ ॥

সুদর্শন কহিলেন, নৃপগণ ! আমি বাল্যকালে তাঁহার কামবীজ নামক অত্যন্তম বীজমত্ৰ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বীজ প্রতিদিনই স্মরণ ও জপ করিতাম । পরে, ঋষিগণের নিকট  
 হইতে আমি সেই নিত্য কল্যাণময়ী অম্বিকাকে অবগত হইয়াছিলাম, এবং তদবধিই পরম-  
 ভক্তি সহকারে দিবারাত্রই সেই পরাংপরা দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজগণ সুদর্শনের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণান্তর সেই দেবীকেই পরমা-  
 শক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসমর্পিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করি-  
 লেন ॥ ৪৪ ॥ কাশীপুরাধিপতি সুবাহুও সুদর্শনকে সজাষণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রেমান-  
 করিলেন । ধর্ম্মাজ্ঞা সুদর্শনও কোশলরাজ্যের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ মস্ত্রিগণ শত্রুজিৎ  
 নরপতির সময়ে মরণ এবং সুদর্শনের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশর প্রেমান্বিত হই-  
 লেন ॥ ৪৬ ॥ সাক্ষেত নগরবাসী সেনাগণ ও প্রজাবর্গ সুদর্শনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া  
 তাহাকে ধ্রুবসন্ধির গুহে জানিয়া দৃষ্টচক্ষে বিবিধ উপহার জব্য সমভিবাহায়ে তাঁহার

স্ত্রিয়োপসংযুতঃ সৌহৃদ্য প্রাপ্যায়োধ্যাং হৃদর্শনঃ ।

সম্মান্য সর্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯ ॥

বন্দিতস্তুয়মানস্ত বন্দ্যমানশ্চ মস্ত্রিভিঃ ।

কন্ধ্যাভিঃ কীর্যমাণশ্চ লাজৈঃ স্তমনসৈস্তথা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং রৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতয়োহযোধ্যাবাসিনো মহাজনাঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

স্তমনসৈঃ পুংসৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সম্মুখে গমন করিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ হৃদর্শন, নববধূর সহিত প্রফুল্লচিত্তে অযোধ্যায় উপস্থিত  
হইলেন এবং সমস্ত প্রজাবর্গের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। অনন্তর মস্ত্রিগণ আসিয়া  
তাঁহার বন্দনা করিল, কন্ধ্যাগণ তাঁহার উপর লাজাজলি ও পুষ্পাজলি নিক্ষেপ করিতে  
লাগিল; বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে রাজা  
হৃদর্শন নানাবিধ মাদলিক কার্য দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজতবনে প্রবেশ করি-  
লেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দুর্গাদেবীর কাশীবাস এবং হৃদর্শনের  
অযোধ্যাগমন নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

গহ্বাযোধ্যাং নৃপশ্ৰেষ্ঠো গৃহং রাজঃ স্নহদ্রুতঃ ।  
 শক্রজিহ্নাতরং গ্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কলাম্ ॥ ১ ॥  
 মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল ।  
 ন পিতা তে যুধাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা ॥ ২ ॥  
 দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ ।  
 অবশ্চম্ভাবিতাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥  
 ন শোকোহত্র হয়া কার্য্যো মৃতপুত্রস্ত মানিনি ! ।  
 স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্ক্তে ভোগান্ স্নখাস্নখান্ ॥ ৪ ॥  
 দাসোহস্মি তব ভো মাতর্ষথা মম মনোরমা ।  
 তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞে ! ন ভেদোহস্তি মনাগপি ॥ ৫ ॥  
 অবশ্চমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।  
 তস্মান্ন শোচিতব্যং তে স্নখে দুঃখে কদাচন ॥ ৬ ॥

ষট্শ্লোকৈরধিকৈশ্চত্বারিংশৎপদৈর্মিলাধিকাম্ ।

তোষরিষা পুরে দেবী স্থাপিতেভ্যুচ্যতে পরা ।

সুদর্শনস্তাযোধ্যাগমনোত্তরং কৃত্যমাহ গণ্ডেতি ॥ ১—২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

বাস বলিলেন, নৃপবর সুদর্শন স্নহদ্রুগণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যার রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক  
 শোকাকুলা শক্রজিহ্নাতর জননী লীলাষতীকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আপ-  
 নার চরণ স্পর্শ করত শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র শক্রজিহ্নকে এবং আপ-  
 নার পিতা যুধাজিহ্নকে সংগ্রামে বিনাশ করি নাই, দেবী দুর্গা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া-  
 হেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। জননি ! আপনি অভিমান করিবেন না ;  
 যাহা অবশ্চম্ভাবিতে সে বিষয়ের কোন প্রতীকার নাই ; অতএব, আপনি মৃতপুত্রের নিমিত্ত  
 শোক করিবেন না, আপনি জানিবেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মবশেই স্নখদুঃখ ভোগ  
 করিয়া থাকে ॥ ১—৪ ॥ জননি ! আমি আপনার দাস, যেমন মনোরমা আমার পূজনীয়া  
 আপনিও সেইরূপ তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিবেন ॥ ৫ ॥ মাতঃ ! স্বকৃত শুভাশুভ  
 কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্চম্ভাবিত করিতে হইবে ; অতএব, স্নখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনি



ছুঃখে ছুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্ ।  
 আত্মানং শোকহর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যাশ্চ নার্পয়েৎ ॥ ৭ ॥  
 দৈবাবধীনমিদং সর্বং নাত্মাবধীনং কদাচন ।  
 ন শোকেন তদাত্মানং শোষয়েন্মতিমাম্বরঃ ॥ ৮ ॥  
 যথা দারুণময়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে ।  
 তথা স্বকর্ষবশগো দেহী সর্বত্র বর্ততে ॥ ৯ ॥  
 অহং বনগতো মাতর্নাভবং ছুঃখমানসঃ ।  
 চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্বি চ ॥ ১০ ॥  
 মৃতো মাতামহোহত্রৈব বিধুরা জননী মম ।  
 ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১ ॥  
 লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথা কৃত্য ।  
 পাথেষু হতং সর্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২ ॥  
 মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি ।  
 বিদল্লোহয়ং সমায়াতস্তথা ধাত্রেয়িকাহবলা ॥ ১৩ ॥  
 মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দায়ুর্জৈঃ সমস্ততঃ ।  
 পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সুখানুপ্রাণিত্যর্শ আদাজন্তম্ ॥ ৪—৭ ॥

আত্মাবধীনমন্তঃকরণাবধীনং ন নাত্মানং নাস্তঃকরণং শোষয়েৎ ॥ ৮ ॥

কদাচই হর্ষ বা শোক করিবেন না ॥ ৬ ॥ ছুঃখ উপস্থিত হইলে অধিকতর ছুঃখ দর্শন এবং  
 সুখ উপস্থিত হইলে অধিকতর সুখ দর্শন হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে  
 অতিশয় শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য বলিয়া তাহাদের হস্তে কদাচ আত্মাকে সমর্পণ করা কর্তব্য  
 নহে ॥ ৭ ॥ জননি ! এই অখিল জগৎ দৈবের অধীন, আপনার কিছুই নহে; অতএব বুদ্ধি-  
 মান ব্যক্তিগণ কদাচই শোক দ্বারা আত্মাকে পরিশোধিত করিবেন না ॥ ৮ ॥ দারুণময়ী  
 পুতুলিকা যেমন রক্তকূমে নটাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ জীবগণও সর্বদাই  
 নিজ নিজ কর্ণের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ মাতঃ ! আমি  
 জানি যে নিজকৃত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আমি বন মধ্যে গমন করি-  
 য়াও ছুঃখিতচিত্ত হই নাই ॥ ১০ ॥ আপনি জানেন যে আমার মাতামহ এই স্থানেই নিহত  
 হইয়াছেন, আমার জননী তাহাতে শোকাতুর ও ভয়াতুর হইয়া আমাকে লইয়া গহন বনে  
 প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় তত্ত্বরণ পথিমধ্যে সমস্ত পাথেরাদি লুণ্ঠন করিয়া বস্ত্রমাত্র  
 অবশিষ্ট রাখিয়াছিল ; আমি তখন তাহার একমাত্র বালক পুত্র ; নিরাশ্রয়া জননী আমাকে

দুঃখং ন মে তদা হ্যসীৎ স্নুখং নান্য ধনাগমে ।  
 ন বৈরং ন চ মাৎসর্য্যং মম চিত্তে তু কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥  
 নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরন্তপে ! ।  
 তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥  
 ধর্ম্মাচারণং কার্য্যং পুরুষেণ বিজ্ঞানতা ।  
 সঞ্জিতেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥  
 মানুষ্যং দুর্লভং মাতঃ ! খণ্ডেহস্মিন্ ভারতে শুভে ।  
 আহাৰাদিস্নুখং নূনং ভবেৎ সর্ব্বাস্থ যোনিষু ॥ ১৮ ॥  
 প্রাপ্য তং মানুষং দেহং কর্তব্যং ধর্ম্মসাধনম্ ।  
 স্বর্গমোক্শপ্রদং নৃণাং দুর্লভং চান্থযোনিষু ॥ ১৯ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যতিলজ্জিতা ।  
 পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রবিলোচনা ॥ ২০ ॥

দাক্ষয়ী পুত্রনী । নটাদীনামিত্যস্ত বশগতি শেষঃ ॥ ৯—১৫ ॥

তদাশী রাজভোগাশী ॥ ১৬ ॥

যথা ন নরকং ব্রজেতথা ধর্ম্মাচারণং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

সন্দেহইয়া এই বিদম্ভমন্ত্রী ও অবলা ধাত্রীর সহিত ভারতবর্ষের আশ্রমে উপনীত হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ তথায় দয়ালু মুনি ও মুনিপত্নীগণের সহিত বাস করিয়া বহুফল ও  
 নীবার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা সকলে সেই স্থানে বাস  
 করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ মাতঃ ! আমার তখন দুঃখ ছিল না এবং এই ধনাগম সময়েও স্নুখ  
 নাই অধিক কি আমার মানসে বৈর মাৎসর্য্যাদি কিছুই নাই ॥ ১৫ ॥ জননি ! আমার  
 বিবেচনায় রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বরং নীবার ভোজন ভাল ; যেহেতু রাজ্যভোগী ব্যক্তিগণ  
 নরকগামী হয়, কিন্তু নীবারভোজী ব্যক্তিগণ কদাচই সেরূপ হয়েন না ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রিয়গণকে  
 জয় করিয়া নরকে বাইতে না হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মের আচরণ করা জ্ঞানিগণের  
 পক্ষে একান্তই কর্তব্য ॥ ১৭ ॥ মাতঃ ! এই কল্যাণময় ভারতবর্ষে মহুষ্য জন্ম একান্তই  
 দুর্লভ । আহাৰ-বিহারাদি জন্ত স্নুখ সকল যোনিতেই সম্ভব হইয়া থাকে ; কিন্তু, মহুষ্যদেহ  
 লাভ করিয়া অন্ত যোনিতে দুর্লভ, স্বর্গমোক্শপ্রদ ধর্ম্ম উপার্জন করা মানবগণের পক্ষে  
 একান্তই কর্তব্য ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, স্নুগদর্শন এইরূপ বলিলে পর লীলাবতী অত্যন্ত লজ্জাবিত্তা হইলেন এবং  
 পুত্রশোক পরিত্যাগ পুত্রক অঙ্গপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র স্নুদর্শন !

সাপরাধাস্মি পুত্রাহং কৃত্য পিত্রা যুধাজিতা ।  
 হুত্বা মাতামহং তেহত্ম হতং রাজ্যাস্ত যেন বৈ ॥ ২১ ॥  
 ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন স্তুতং মম ।  
 যৎ কৃতং কর্ম তেমনৈব নাপরাধোহস্তি মে স্তুত !\* ॥ ২২ ॥  
 তৌ যুতো স্বকৃতেনৈব কারণং স্বং তয়োর্ন চ ।  
 নাহং শোচামি তং পুত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্ ॥ ২৩ ॥  
 পুত্রস্তমসি কল্যাণ ! ভঁগিনী মে মনোরমা ।  
 ন ক্রোধো ন চ শোকো মে স্তয়ি পুত্র ! মনাগপি ॥ ২৪ ॥  
 কুরু রাজ্যং মহাভাগ ! প্রজাঃ পালয় স্তত্রত ! ।  
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নহা তাং নৃপনন্দনঃ ।  
 জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূৰ্ব্বং মনোরমা ॥ ২৬ ॥

লীলাবতী তু তব নাপরাধঃ কিস্ত পিত্রা তু তবানিষ্টং কৃতং তজ্জ্যত্নোদ্যোগপরাধঃ স  
 মনৈবেত্যাহ সাপরাধাস্মীতি ॥ ২১ ॥

ন স্তুতং শত্রুজিতং বারয়িতুং শক্তাহং তদা তস্ত মৎপিত্রদীনবাদিতি ভাবঃ । যৎকৃত-  
 মিতি । যদ্বদ্যদুঃ কর্ম কৃতং তত্ত্বং সৰ্ব্বং তেমনৈব যুধাজিতা কৃতম্ ॥ ২২ ॥

আমার জনক যুধাজিৎ তোমার মাতামহকে নিহত করিয়া রাজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া  
 আমিই অত্যন্ত অপরাধিনী হইয়াছি ॥ ২০—২১ ॥ আমি তখন আমার পিতা ও পুত্রকে  
 নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন যে যে দুই কর্মের অশুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎ সমস্তই  
 পিতা যুধাজিৎ করিয়াছিলেন, অতএব বৎস ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই অপরাধ  
 নাই ॥ ২২ ॥ আমার পিতা ও পুত্র, উভয়েই নিজ নিজ কার্য্য দোষেই নিহত হইয়াছেন,  
 তোমাকে তাঁহাদের বিনাশের কারণ কিরূপে বলা যাইতে পারে ? পুত্র ! আমি আমার  
 পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, তাহার কার্য্যের নিমিত্তই শোক করিতেছি ॥ ২৩ ॥  
 হে স্তুতগ ! তুমিই আমার পুত্র, মনোরমা আমার ভগিনী ; বৎস ! তোমার প্রতি আমার  
 ক্রোধ অথবা তোমার রাজ্যলাভ অস্ত দুঃখ কিছুমাত্রই নাই ; বৎস ! তুমি অতিশয় ভাগ্য-  
 শালী এজ্ঞ ভগবতীর প্রসাদে এই অকণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ধর্ম্মাহুত্রে  
 প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজ্য করিতে থাক ॥ ২৪—২৫ ॥

\* কিম্বা চ স্বং বিলোক্যৈব পিত্রা পুৰ্ব্ববিবাদিতম্ । মনোরমাঃ তথা দৃষ্ট্বা ত্রপা মে মহতী হত ! ।  
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ স্কন্ধচিৎ দৃষ্টতে ।

শ্রবসত্ত্ব গচ্ছা তু সৰ্বানাহুয় মস্ত্রিণঃ ।  
 দৈবজ্ঞানথ পঞ্চ মুহূৰ্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭ ॥  
 সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্ ।  
 সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িষ্যে সদাপ্যহম্ ॥ ২৮ ॥  
 স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্ ।  
 রাজ্যং পশ্চাৎ করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯ ॥  
 পূজনীয়া সদা দেবী সৰ্বৈর্নাগরিকৈর্জনৈঃ ।  
 মাননীয়া শিবা শক্তিঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০ ॥  
 ইতু্যুক্তা মস্ত্রিণস্তে তু চক্রুর্বে রাজশাসনম্ ।  
 প্রাসাদং কারয়ামাস্ত্রঃ শিল্পিভিঃ স্তম্ভনোরমম্ ॥ ৩১ ॥  
 প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূৰ্ত্তেহথ শুভে দিনে ।  
 দ্বিজানাহুয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥  
 হবনং বিধিবৎ কৃত্বা পূজয়িত্বা দৈবতান্ ।  
 প্রাসাদে মতিমান্ দেব্য্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তয়োর্মরণে কারণং নৈবাসি ॥ ২৩—২৭ ॥

কঠৈশ্চ শ্রয়োজনায় মুহূৰ্ত্তপ্রাণ ইতি চেত্তদ্রাহ । সিংহাসনং তথা হৈমমিতি । দেবীস্থাপ-  
নার্থমিত্যর্থঃ ২৮—২৯ ॥

অথ মস্ত্রিণ আজ্ঞাপয়তি । পূজনীয়েতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নৃপনন্দন স্বদর্শন লীলাবতীর সেই সকল বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পুরঃসর মনোরমা যেখানে পূর্বেই গমন করিয়াছেন  
 সেই মনোরম ভবনে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর, মস্ত্রিগণকে আহ্বান  
 করিয়া দৈবজ্ঞদিগকে শুভদিন ও শুভ মুহূৰ্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আমি  
 মনোহর হৈম সিংহাসন নির্মাণ করাইব এবং তাহাতে চূর্ণদেবীর প্রতিকৃতি করিয়া  
 ততই তাঁহার পূজা করিব ॥ ২৬—২৮ ॥ মস্ত্রিগণ ! আমি অগ্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ  
 এই চতুর্বর্ণদায়িনী দেবীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপগণ যেক্রপে  
 রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২৯ ॥ আর নিখিল নগর-  
 বাসী নরগণেরও সেই সৰ্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা সৰ্বজন-মাননীয়া কল্যাণময়ী শক্তিদেবীর পূজা  
 করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, মস্ত্রিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরमध्ये রাজ-  
 শাসন প্রচার করিলেন এবং শিল্পিদিগের দ্বারা মনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥  
 তদনন্তর নরপতি স্বদর্শন দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া বেদজ্ঞ দ্বিজগণকে আনয়ন

উৎসবন্তত্র সংস্রতো বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ।

ব্রাহ্মণানাং বেদবোষ্টৈর্গানৈস্তু বিবিধৈর্নৃপ ! ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্বেদবাদিভিঃ ।

পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্বপৈতৃকম্ ।

বিখ্যাতশ্চান্দ্রিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬ ॥

রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্বসামন্তকনৃপানথ ।

বশে চক্রেহতিধর্মাত্মা সদ্ধর্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥

যথা রামশ্চ রাজ্যেহভূদ্দিলীপশ্চ রঘোর্বথা ।

প্রজানাং বৈ স্মৃৎ তদ্বশ্মর্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮ ॥

ধর্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবতথা ।

নাধর্মো রমতে চিত্তং কেয়ামপি মহীতলে ॥ ৩৯ ॥

প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যা ইতি । মূর্ত্তিমিতি শেষঃ । পূর্কঃ সামান্ততঃ স্থাপনমুক্তমত্র তু  
ক্রমেণেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

কৃষ্ণেতি । কৃষ্ণা বিখ্যাতো বভূবেত্যম্বয়ঃ । অন্দ্রিকা চ দেবী বিখ্যাতা বভূবে-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

(রামাদিরাজ্যবৎ প্রজানাং স্মৃতিাদিকং জাতমিতি বিশদীকর্ত্তুমাহ ধর্ম ইতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্কক শুভদিনে ও শুভমূহর্ত্তে দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥ মতিমান্ নৃপতি  
বধাবিধি পূজা ও হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্কক প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩ ॥  
জনমেজয় ! তথায় বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, ব্রাহ্মণগণের বেদ শব্দ এবং বহুবিধ সংগীত  
স্বনির সহিত নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা হৃদর্শন বেদবাদি বিপ্রগণের দ্বারা শিবাদেবীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য  
এইরূপে সম্পাদন পুরঃসর বিধানানুসারে বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৫ ॥  
হৃদর্শন, আপন পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজাবিধি সংস্থাপন  
করিলেন । তাহাতে তিনি এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত অন্দ্রিকাদেবী কোশল-রাজ্যमध्ये বিখ্যাত হইয়া  
উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্মবিজয়ী সদাশয় হৃদর্শন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সামন্ত রাজগণকে ধর্মবলেই  
আপন বশে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রজাগণ, মহারাজ দিলীপ রঘু এবং রামচন্দ্রের রাজ্যের  
স্তায় হৃদর্শনের রাজ্যে স্থব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তখন বর্ণাশ্রমি জনগণের  
ধর্ম চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবনীতলে কাহারও অধর্মে মতি রহিল না ॥ ৩৯ ॥

গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশচক্ৰঃ সৰ্বে জনাধিপাঃ ।  
 দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্তিতা ॥ ৪০ ॥  
 সুবাহুরপি কাশ্যাস্ত দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্ ।  
 কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 তত্র তস্তা জনাঃ সৰ্বে প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ।  
 পূজাং চক্ৰুর্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্ত হ ॥ ৪২ ॥  
 বিখ্যাতা সা বভূবাত দুর্গা দেবী ধরাতলে ।  
 দেশে দেশে মহারাজ ! তস্তা ভক্তিৰ্যবদ্ধত ॥ ৪৩ ॥  
 সৰ্বত্র ভারতে লোকে সৰ্ববর্ণেষু সৰ্বথা ।  
 ভজনীয়া ভবানী তু সৰ্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪ ॥  
 শক্তিভক্তিরতাঃ সৰ্বে মানিনশ্চাভবম্প ! ।  
 আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীপূজামাহাত্ম্যবিস্তৃতিং বর্ণয়িতুমাং গ্রামে গ্রামে ইতি ॥ ৪০ ॥  
 এবং অযোধ্যায়াং দেবীমাহাত্ম্যবিস্তারমুক্তা কাশ্যামপি তদ্বক্তুমাং সুবাহুরিতি । কারয়িত্বা  
 নিজামুচরবর্ণৈরিতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥  
 তত্র কাশ্যাং সৰ্বে জনাঃ প্রগাঢ়প্রীতিভক্তিপূর্ণেন মনসা বিশ্বেশ্বরবতাং পূজয়ামাসেত্যর্থঃ ।  
 এতেনস্তা মাহাত্ম্যং ভক্তমনোরথপ্রসঙ্গকং স্মৃতিতম্ ॥ ৪২ ॥  
 বিখ্যাতেনিতি । তস্তা মাহাত্ম্যাধিক্যং ভক্তিবর্ধন ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 সৰ্বত্রৈতি । বিশেষণ ভজনীয়ম্ভবমাং ভারতে ইতি ॥ ৪৪ ॥  
 নৃপ ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গ্রামে গ্রামে দেবীর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া প্রীতি পূৰ্ব্বক তাঁহার  
 পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কোশল রাজ্যের সৰ্বত্র দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইল ॥ ৪০ ॥  
 এদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দুর্গা দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক  
 তাঁহার প্রতিমা করিলেন ॥ ৪১ ॥ কাশীবাসি জনগণ সকলেই প্রেমভক্তি-পরায়ণ হইয়া বিশ্ব-  
 শরের ভায় বিধি পূৰ্ব্বক দেবীর পূজা করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, সেই দুর্গাদেবী  
 ধরগীতলে বিখ্যাত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্ধিত  
 হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন ভগবতী ভবানী দেবী, ভারতবর্ষের সৰ্বত্রই সৰ্ববর্ণের মধ্যে  
 সৰ্বতোভাবে সৰ্বজননেরই ভজনীয়া ও পূজনীয়া হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সকলেই ভগবতীর  
 জপ ও ধ্যান এবং আগমোক্ত স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর স্তুতি পরায়ণ ও শক্তিভক্তিতে অগ্রসর  
 হইয়া সৰ্বত্রই মাননীয় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! তদবধি সমস্ত লোকগণ প্রত্যেক

নবরাত্রেষু সৰ্বেষু চক্ৰঃ সৰ্বে বিধানতঃ ।

অৰ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপরা জনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
অযোধ্যায়াং কাণ্ডাঙ্ক দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেষু । সৰ্বেষু নবরাত্রেষু শব্দকালীনপ্রভৃতিষু ইত্যর্থঃ । হবনং হোমঃ ।  
বিধানতঃ আগমোক্তবিধিনা ॥ ৪৬ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রিতেই ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিধি পূৰ্ণক দেবীর অৰ্চনা, হোম ও যাগ করিতে  
লাগিল ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যা এবং কাশীপুরীতে দেবীর  
প্রতিষ্ঠা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥\*॥

~~~~~

ষড়বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে কিং কর্তব্যং দ্বিজোত্তম ! ।

বিধানং বিধিবদ্ ব্রহ্মি শরৎকালে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

কিং ফলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্যো মহামতে ! ।

এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মি কৃপয়া দ্বিজসত্তম ! ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রত্বতং শুভম্ ।

শরৎকালে বিশেষণে কর্তব্যং বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৩ ॥

বসন্তে চ প্রকর্তব্যং তথৈব প্রেমপূৰ্ব্বকম্ ।

দ্বারতু যমদংষ্ট্রাখ্যো নূনং সৰ্ব্বজনেষু বৈ ॥ ৪ ॥

শরৎসম্প্রাপ্তনামানো দুৰ্গমো প্রাণিনামিহ ।

তস্মাদ্যত্নাদিদং কার্যং সৰ্বত্র শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥

দ্বাবেব স্তমহাঘোরারতু রোগকরৌ নৃণাম্ ।

বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ ॥ ৬ ॥

দ্বিবিষ্টলোকবৰ্ধমান নবরাত্রবিধিঃ নৃপঃ ।

পঞ্চচ্ তন্মৈ প্রোবাচ ব্যাস ইত্যেতদ্বচ্যতে ॥

নবরাত্রোৎসবঃ কর্তব্য ইতি পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে উক্তং তত্ত্ব বিধিঃ জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি নব-
রাত্রৌ তু সম্প্রাপ্ত ইতি ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, বিজসত্তম ! নবরাত্রের সময় উপস্থিত হইলে মহাযোগের কি করা
কর্তব্য ? বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র ত্র্যোপলক্ষে কিরূপ বিধানে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়,
আপনি তৎসমুদায় বিধিপূৰ্ব্বক আমাকে বলুন ॥ ১ ॥ হে মহাবুদ্ধে ! সেই নবরাত্র ত্র্যেতের ফল
কি এবং তাহাতে কিরূপ বিধি কর্তব্য তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তারিত
রূপে কীর্তন করুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মঙ্গলময় নবরাত্র ত্র্যেতের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ত্র্যে
প্রীতিপূৰ্ব্বক বসন্তকালে বিশেষতঃ শরৎকালেই বিশেষরূপে কর্তব্য । শরৎ ও বসন্ত নামক
ঋতুদ্বয় সমস্ত লোকমধ্যে যমদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত এবং উহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুৰ্গম ;
অতএব, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ সৰ্ব্বত্রই বসন্ত পূৰ্ব্বক এই ত্র্যেতের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৩—৫ ॥

তস্মান্তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ ।
 চৈত্রেহস্থিনে শুভে মাসে ভক্তিপূৰ্ব্বং নরাধিপ ! ॥ ৭ ॥
 অমাবান্ত্যঞ্চ সম্প্রাপ্য সন্তারং কল্পয়েচ্ছুভম্ ।
 হবিষ্যক্ষাশনং কার্য্যমেকভুক্তস্ত তদ্দিনে ॥ ৮ ॥
 মণ্ডপস্ত প্রকর্তব্যঃ সমে দেশে শুভে স্থলে ।
 হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভধ্বজসমস্থিতঃ ॥ ৯ ॥
 গৌরমৃদগোময়াভ্যঞ্চ লেপনং কারয়েত্ততঃ ।
 তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কর্তব্যা চ সমা স্থিরা ॥ ১০ ॥
 চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রী পীঠার্থং স্থানমুত্তমম্ ।
 তোরণানি বিচিত্রাণি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥
 রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্র্য দেবীতন্ত্রবিশারদান্ ।
 আচারনিরতান্ দান্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২ ॥

ঋতুদ্বয়ে কিমিত্যবশ্যং কর্তব্যং তত্রাহ দ্বাবুত্ব ইতি ॥ ৮—৭ ॥

অমাবান্ত্যং চৈতি । পূৰ্বেদ্ব্যরমাবান্ত্যায়ং পূজাস্বামী সম্পাদনীয়েত্যর্থঃ । একভুক্তং স্থিতি । অমাবান্ত্যায়ামেকবারং ভোজনং হবিষ্যাক্ষাশনরূপং কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

অমাবান্ত্যায়ামেব মণ্ডপাদিকং কার্য্যং কর্তব্যমিত্যাহ মণ্ডপস্থিতি । শুভে স্থলে ইত্যনেন ভূশোধনাদিকমুক্তং ভবতি । সমে স্থলে নিম্নোন্নতরহিতে প্রাচীনাধনযুতে ইত্যর্থঃ । হস্ত-ষোড়শেতি । তদ্বক্তব্যং শারদায়াম্ । পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্বা মিতাস্তরম্ । ষোড়শস্তম্ভ-সংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগা ইতি । তত্র সপ্তভির্নবভির্হস্তৈর্মিলিত্বা ষোড়শহস্তাঃ সম্প্রায়াঃ । ইদং চোক্তমমানম্ ॥ ৯—১১ ॥

মহারাজ ! শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে সেই হেতু অনেকের প্রাণ নষ্ট হয় ; অতএব, নরপতে ! সেই শুভজনক চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ভক্তি পূৰ্ব্বক চণ্ডিকাদেবীর পূজা করা জ্ঞানীগণের একান্তই কর্তব্য ॥ ৬—৭ ॥ ত্রতের পূৰ্ব্বদিনে অমাবস্তা তিথি প্রাপ্ত হইলে পূজার সামগ্রী সন্তার আহরণ করিবে ঐ তিথিতে একবার মাত্র হবিষ্যাক্ষ ভোজন করিয়া ঐ দিনেই সমদেখে বিশুদ্ধস্থানে ষোড়শ-হস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজ-সমস্থিত মণ্ডল প্রস্তুত করিবে ; অনন্তর গৌরমৃত্তিকা ও গোমর দ্বারা ঐ মণ্ডপ লেপন করাইয়া তন্মধ্যে প্রশস্ত চারিহস্ত ও উচ্চে একহস্ত পরিমিত সমান ও স্নদৃঢ় বেদী নির্মাণ করিবে এবং তন্মধ্যে দেবীর পীঠের নিমিত্ত উত্তম স্থান রচনা করিবে ; এই মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র তোরণ সকল রচনা করিয়া উপরিভাগে শূন্য বিতান বোজনা করিবে ॥ ৮—১১ ॥ রাত্রিকালে, আচারনিষ্ঠ দান্ত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ বিশেষতঃ দেবীর পূজাবিধান-বিশারদ দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে । অনন্তর, প্রতিপদ-দ্বিবসে নদী, নদ, দীর্ঘিকা, কুপ অথবা নিজগৃহে বিধিপূৰ্ব্বক প্রাতঃদান করিয়া অগ্রে নিত্য-

প্রতিপদ্বিবেসে কার্য্যং প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ।

নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেহথ বা ॥ ১৩ ॥

প্রাতর্মিত্যং পুরঃ কৃত্বা দ্বিজানাং বরণং ততঃ ।

অৰ্য্যপাদ্যাদিকং সৰ্ব্বং কৰ্ত্তব্যং মধুপূৰ্ব্বকম্ ॥ ১৪ ॥

বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিতঃ ।

বিত্তশাঠ্যং ন কৰ্ত্তব্যং বিভবে সতি কৰ্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥

বৈপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং সম্পূর্ণং সৰ্ব্বথা ভবেৎ ।

নব পঞ্চ ত্রয়শ্চৈকৌ দেব্যাঃ পাঠে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

বরয়েদব্রাহ্মণং শাস্তং পারায়ণকৃতে তদা ।

স্বস্তিবাচনকং কার্য্যং বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ১৭ ॥

বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্য ক্ষৌমবস্ত্রসমম্বিতম্ ।

তত্র স্থাপ্যাম্বিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধাশ্রিতা ॥ ১৮ ॥

রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা ।

দিব্যাস্বরধরা সৌম্যা সৰ্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৯ ॥

অমাবাস্তাধামেব রাবাস্তুদ্বিগ্নিমগ্নগং কার্য্যমিত্যাহ রাজীবতি ॥ ১২—১৩ ॥

মধুপূৰ্ব্বকং মধুপূৰ্ব্বকপূৰ্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

বৈপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং নিজঃ সম্পূর্ণং ভবেন্নান্যথা তস্মাত্তেষাং সন্তোষঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ । দেব্যাঃ পাঠে সপ্তশত্যাধঃস্তাত্রপাঠে কৰ্ত্তব্যে দেবীভাগবতপাঠে কৰ্ত্তব্যে চেত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং দুর্গাতরঙ্গিণ্যাং যামলে । নবরাত্রে তু দেবেশি ! দৌৰ্গং ভাগবতং পঠেৎ । অপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিত ইতি । মহেশঠকুরকৃতদুর্গাপ্রদীপে দেবীযামলে চ । দেবীভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতজ্ঞিতঃ । নবরাত্রে বিশেষণে ত্রীদেবীপ্ৰীত্যে মুদেতি । দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ শক্তানুসারেণ লঘুগুরুমুঠানানুসারেণ চ ॥ ১৬ ॥

একব্রাহ্মণপক্ষে আহ বরয়েদিতি । তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনং কার্য্যমিত্যাহ ॥ ১৭ ॥

কৰ্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবে, তৎপরে পাদ্য অৰ্ঘ্য ও মধুপূৰ্ব্বকাদি দ্বারা বিপ্রগণকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শক্তি অনুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে; বৈভব থাকিলে কদাচই তাহাতে বিস্তৃষ্টতা বা রূপগতা করিবে না, কারণ বিপ্রগণ সমুদ্র হইলেই সৰ্ব্বতো-
ভাবে কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন । রাজন্ ! এই ব্রতে দেবীর প্ৰীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠে ও দেবীভাগবত পাঠে, নয়জন অথবা পাঁচজন, কিংবা তিনজন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করা কৰ্ত্তব্য, এতদ্বিত্ত পারায়ণের নিমিত্ত এক শাস্তচিত্ত দ্বিজবরকে বরণ করিবে; এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে কৃত্তিব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রবিধানে স্বস্তিবাচন করিবে ॥ ১২-১৭ ॥

মহারাজ ! এইরূপে কর্ম্মারম্ভ হইলে বোদীর উপর ক্ষৌমবসনযুগ্ম-সমম্বিত সিংহাসন সংস্থাপন পুরঃসর, আয়ুধবিশিষ্ট ভূজচতুর্ভুজসম্পন্ন বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহারে বিরাজিতা,

শঙ্খচক্রগদাপন্নধারা সিংহে স্থিতা শিবা ।
 অষ্টাদশভূজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী ॥ ২০ ॥
 অর্চাভাবে তথা যন্ত্রং নবর্গমন্ত্রসংযুতম্ ।
 স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ ॥ ২১ ॥
 পঞ্চপল্লবসংযুক্তং বেদমন্ত্রৈঃ হ্রসংস্কৃতম্ ।
 হৃতীর্থজলসম্পূর্ণং হেমরত্নৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥
 পার্শ্বে পূজার্থসম্ভারান্ পরিকল্প্য সমস্ততঃ ।
 গীতবাদিত্রিনির্বোধান্ কারয়েন্নমঙ্গলায় বৈ ॥ ২৩ ॥
 তিথৌ হস্তাশ্বিতায়াঞ্চ নন্দায়াং পূজনং বরম্ ।
 প্রথমে দিবসে রাজন্ ! বিধিবৎ কামদং নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥

তদনন্তরং দেবীস্থাপনমাহ বেদ্যামিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

অষ্টাদশভূজা বা প্রতিমা কার্য্যা । তদ্যানং ত্রক্ষস্কপরশূগদেষুকুলিশমিত্যাদিকং প্রাধা-
 নিকরহস্তাজ্জ্যেয়ম্ ॥ ২০ ॥

অর্চাভাবে প্রতিমায়া অপাভাবে তস্মিন্ সিংহাসনে নবর্গমন্ত্রসংযুতং মধ্যে লিখিতং
 নবর্গমন্ত্রেণ সংযুতং প্রত্যাসত্যা নবর্গমন্ত্রশ্চৈব যন্ত্রং 'স্থাপয়েদিত্যর্থঃ' । তদ্যন্ত্রং তদাবরণ-
 দেবতাচ্চ মন্ত্রমহোদধাদিগ্রন্থেষু স্পষ্টাঃ । স্থাপয়েদিতি । তত্র বেদ্যাং পার্শ্বতঃ সিংহাসনস্ত
 দক্ষিণভাগে কলসং কলসস্থাপনবিধানেন স্থাপয়েৎ । স চ বিধিগ্রন্থাস্তরে স্পষ্ট এব । কচিং-
 সিংহাসনস্তাণ্ডেহপি কলসস্থাপনমুক্তম্ । নহু স্থানদ্বয়ে দেবীস্থাপনস্ত কিং প্রয়োজনমিতি চেন্ন ।
 সিংহাসনে নিত্যপূজা মূর্ত্তেঃ স্থাপনস্ত কলসে তু নৈমিত্তিকনবরাত্রপূজার্থং দেব্যাঃ স্থাপন-
 স্তাভিহিতস্তাভ্যচ কলসে এব প্রাণাদিস্থাপনং সিংহাসনস্থমূর্ত্তৌ তু পুঙ্খং জাতমেবেতি ন
 তত্র তর্হিদেয়ম্ । তদ্ব্যক্তং দেবীপুরাণে । নিত্যপূজাকৃতেরণে কলসং স্থাপয়েত্ত্ব ইতি নিত্য-
 পূজাকৃতেনিত্যপূজামূর্ত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কলসস্থাপনপ্রকারমাহ পঞ্চপল্লবেতি ॥ ২২ ॥

পার্শ্বে স্বস্তেতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দায়াং হস্তনক্ষত্রযুতানন্দাপ্রতিপত্তিখিস্ত্যং পূজনং সর্বোত্তমমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিবিধ-রত্নভূষণে বিভূষিতা, দিব্যাস্তর-সমন্বিতা সর্ব-মূলকর্ণসম্পন্নয়া, সিংহোপরি সংস্থিতা,
 শঙ্খচক্রগদাপন্নধারিণী সনাতনী বিশ্বজননী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ১৮-২০ ॥ যদি প্রতিমার
 অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবাকর মন্ত্র সংযুক্ত যন্ত্র এবং তাহার
 পার্শ্বে পঞ্চপল্লব সমন্বিত, উত্তম তীর্থজলে পরিপূরিত, স্বর্ণ রত্নসমন্বিত ও বেদমন্ত্রে হ্রসংস্কৃত
 কলস স্থাপন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ আপন পার্শ্বদেশে পূজার সারগ্রাসম্ভার সর্বতঃ সংস্থাপিত
 রাখিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত গীত ও বাদিত্রি নির্বোধ করাইবে ॥ ২৩ ॥

রাজন্ ! প্রথম দিন যদি নন্দা অর্থাৎ প্রতিপত্তিখি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে
 বিধিপূরক পূজা করাই সর্বোত্তম, ইহাতে নরগণের বিশেষ কল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

নিয়মং প্রথমং কৃৎ পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ ।

উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুনঃ ॥ ২৫ ॥

করিষ্যামি ত্রতং মাতনবরাজমমুত্তমম্ ।

সাহায্যং কুরু মে দেবি ! জগদম্ব ! মমাখিলম্ ॥ ২৬ ॥

যথাশক্তি প্রকর্তব্যো নিয়মো ত্রতহেতবে ।

পশ্চাৎ পূজা প্রকর্তব্যো বিধিবশস্তপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২৭ ॥

চন্দনাগুরুকপূরৈঃ কুসুমৈশ্চ স্তব্ধগন্ধিভিঃ ।

মন্দারকরজাশোকচম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮ ॥

মালতীব্রহ্মকাপুষ্পৈস্তথাবিষ্মদলৈঃ শুভৈঃ ।

পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপৈর্দীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯ ॥

ফলৈর্নানাবিধৈরঘ্যাং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ ।

নারিকেলৈর্মাতুলৈর্দ্রোণীকদলীফলৈঃ ॥ ৩০ ॥

নারঙ্গৈঃ পনসৈশ্চৈব তথা পূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ ।

অম্বদানং প্রকর্তব্যং ভক্তিপূৰ্ব্বং নরাধিপশ্চ ! ॥ ৩১ ॥

মাংশানং যে কুৰ্ব্বন্তি তৈঃ কার্যং পশুহিংসনম্ ।

মহিযাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

নিয়মং সঙ্কল্পম্ । তৎ স্বরূপমাহ উপবাসেনেতি ॥ ২৫—২৬ ॥

উপবাসাদ্যশক্তাবাহ যথাশক্তিতি ॥ ২৭ ॥

করজং পুষ্পজাতিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মকাপুষ্পব্রাহ্মীপুষ্পৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পূর্ণফলৈর্বিষ্মদলৈঃ ॥ ৩১ ॥

পূৰ্ণরাজিতে উপবাস অথবা পূৰ্ণ দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যন্ত ভক্ষণ পূৰ্ণক পরদিন প্রথমেই
কর করিয়া পশ্চাৎ পূজার অর্হুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে,
তাতর্জগদধিকৈ ! আমি অতুত্তম নবরাজ ত্রতের অর্হুষ্ঠান করিব আপনি আমাকে সকল
বৈষয়েই সাহায্য করুন ॥ ২৬ ॥ ত্রতের নিমিত্ত যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ
বৈধি অহুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূৰ্ণক পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥ চন্দন, অগুরু কপূর, মন্দার, করজ,
শোক, চম্পক, করবীর মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি উত্তম উত্তম স্তব্ধগন্ধি পুষ্প সকল ও উত্তম
উত্তম বিষদল, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা জগদ্ধাত্রীর বিধিপূৰ্ণক পূজা করিয়া নারিকেল, মাতুল-

* নৈবেদ্যানি বিচিত্রানি সর্কাস্তসংযুতানি চ । ওষনং পায়সঞ্চৈব পুষ্পাংস্ত বটকাংস্তথা ॥

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুজাপি বৃজভেদে ।

দেব্যাগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বৰ্গমব্যয়ম্ ।

ন হিংসা পশুজা তত্র নিম্নতাং তৎকৃতেহনঘ ! ॥ ৩৩ ॥

অহিংসা যান্তিকী প্রোক্তা সৰ্বশাস্ত্রবিনির্গয়ে ।

দেবতার্থে বিন্ধকানাং পশুনাং স্বৰ্গতিষ্ঠুবা ॥ ৩৪ ॥

হোমার্থৈষ কৰ্তব্যং কুণ্ডৈষ ত্রিকোণকম্ ।

হুণ্ডিলং বা প্রকৰ্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ ।

গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ কৰ্তব্যৈশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

মাংসাশনং যে কুর্ষন্তীতি । যদাপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে তথাপি ব্রাহ্মণস্ত কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষ্যবলিদানন্ত নিবেদকথনাং ক্ষত্রিয়বিষয়ক এবাং বিধিরিতি বোধ্যম্ । তথাচ শারদায়াং ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুদ্ধঃ সাত্বিকঃ বলিমাহরেদিতি । তথা হিংসায়ুক্তো বলি-
ত্বাদ্যবর্ণং হিত্বা প্রশস্ততে ইতি । আদ্যবর্ণং ব্রাহ্মণবর্ণং হিত্বা তাত্ত্বিকার্থঃ । তথা কালিকা-
পুরাণে । সিংহব্যাদ্বাদিকং দত্ত্বা চাত্ত্ববধ্যায়বাপুয়াং । মদ্যাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব
হীয়তে । অবশ্যং বিহিতো যত্র বলিস্তত্র দ্বিজঃ পুনঃ । পিষ্টেনাপি ঘৃতেনাপি নিশ্চিত্ত
সমর্পয়েদিতি । ছান্দোগ্যশ্রুতিরপি । অহিংসন্ সৰ্বভূতাত্ত্বত্ব তীৰ্থেভ্য ইতি ন হিংস্তাং সৰ্ব-
ভূতানীত্যপি ॥ ৩২ ॥

নমু দেবান্তিরিক্তদেবতাসু শাস্ত্রেবলিদানমুজ্ঞা দেব্যাংসানার্যামেব কিমিতি বলিদানঃ-
শাস্ত্রেযুক্তমিতি চেদত্র সমাহিতং দুর্গাপ্রদীপে যামলে । ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গীবদশানিহন্ত্রীতি শ্রুতৌ
শ্রুতং তন্ত্রাং কারণদেব্যা বলিদানং প্রিয়ং মতমিতি । যতঃ কারণাদেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী
ভবতি ব্রহ্মবিদ্যায়াশ্চ স্বভাবো জীবদশা নাশয়িতব্যেতি তন্মাদেব্যাঃ প্রিয়ো বলিৰ্ভবতীতি
তদর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন হিংসা পশুজা তত্রৈতি অহিংসা যান্তিকী প্রোক্তেতি চ ক্ষত্রিয়োদদেশেনৈব তন্ত চিত্তে
জায়মানহিংসাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ন ব্রাহ্মণোদদেশেনৈতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

মানত ইতি । হোমামুসারেণৈকহস্তাদিদশহস্তান্তমানত ইত্যর্থঃ । তত্ৰুক্তং শার-
দায়াম্ । দশহস্তান্তমন্ত্রেষামিতি । মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডঃ শতার্কে সম্প্রচক্ষতে । শতহোমেরত্নি-

লিঙ্গ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস ও বিবিধ বিবিধ ফল দ্বারা অৰ্ঘ্যপ্রদান পূরঃসর ভক্তি-
সম্বিত চিত্তে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৮—৩১ ॥ বাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায়
পশু হিংসা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্ত ছাগ অথবা বস্ত্রবরাহের বলি প্রদানই উত্তম কৰ্ম ॥ ৩২ ॥
হে অনঘ ! দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বৰ্গ লাভ করিয়া থাকে ; অতএব পশুঘাতী
ব্যক্তিগণের পশু হনন নিমিত্ত পাতক জন্মে না । রাজন্ ! দেবতাদিগের বলিকার্যে
কৃতোৎসর্গ পশুগণের নিশ্চয়ই স্বৰ্গলাভ হয়, একান্ত সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ব্যক্তিকী হিংসা
অহিংসা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হোমের নিমিত্ত তাহার পরিমাণ অমুসারে
একহস্ত হইতে দশহস্ত পর্যন্ত ত্রিকোণ কুণ্ড এবং ত্রিকোণ হুণ্ডিল নির্মাণ কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥
প্রতিদিন ত্রিসঙ্খ্যায় বিবিধ মনোহর দ্রব্যে দেবীর পূজা করিয়া পরিশেষে স্নাত ও নৃত্যাদি

নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীগাঞ্চ পূজনম্ ।
 বস্ত্রালঙ্করণৈর্দৈব্যাভোজনেচ্চ স্নানময়ৈঃ ॥ ৩৭ ॥
 একৈকাং পূজয়েন্মিত্যেমেকব্রত্যা তথা পুনঃ ।
 দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥
 বিভবস্থানুসারেণ কর্তব্যং পূজনং কিল ।
 বিভ্রাশাঠ্যং ন কর্তব্যং রাজহস্তিমথৈ সদা ॥ ৩৯ ॥
 একবর্ষা ন কর্তব্য্যা কন্যাপূজাবিধৌ নৃপ ! ।
 পরমজ্ঞা তু ভোগানাম্ গন্ধাদীনাম্চ বালিকা ॥ ৪০ ॥
 কুমারিকা তু সা প্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ ।
 ত্রিমূর্ত্তিঞ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুরব্দিকা ॥ ৪১ ॥
 রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্ বর্ষা কালিকা স্মৃতা ।
 চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্তাদষ্টবর্ষা চ শান্তবী ॥ ৪২ ॥

মাত্রমিত্যাदि । अत्र होमस्तु तत्तत्कल्लोक्त एव ग्राह्यो यो यत्रोक्तो नित्यनैमित्तिककाम्या-
 त्तेदेन ॥ ३५—३७ ॥

স্নানময়ৈরমৃতমট্টমিষ্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুমারীপূজনে পক্ষানাহ একৈকামিতি । প্রত্যাহমেকৈকামিত্যেকঃ পক্ষঃ । একৈক-
 ব্রত্যাতি তু দ্বিতীয়ঃ । দ্বিগুণত্রিগুণব্রত্যাতি তু তৃতীয়চতুর্থপক্ষৌ । প্রত্যেকং প্রত্যহং
 নবকঞ্চ বা নব নব কুমারীগাং পূজনমিত্যুক্তম্ পক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিমথৈহাযজ্ঞে ॥ ৩৯ ॥

একবর্ষা ন কর্তব্যেতি । তত্র হেতুর্ভূতঃ সা গন্ধাদিভোগানামজ্ঞা ততঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিবর্ষাদিশবর্ষান্তানাং পূজ্যানাং কুমারীগাং নামানি তৎপূজাফলং তাसां পূজামজ্ঞা-
 শ্চোচ্যন্তে । কুমারিকা তু সেতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বারা উৎসব করিবে ॥ ৩৬ ॥ প্রতিদিন ভূমিতে লে শয়ন করিবে এবং স্নান সঙ্গ স্মিষ্ট ভোজ্য-
 দ্রব্য ও দিবা বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কুমারীগণের পূজা করিবে ॥ ৩৭ ॥ প্রতিদিন এক একটা অথবা
 প্রত্যহ এক একটা বুদ্ধি করিয়া কিংবা প্রতি দিবস দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অথবা প্রতিদিন নয়
 নয়টা করিয়া কুমারী পূজা কর্তব্য ॥ ৩৮ ॥ রাজন ! বৈভবানুসারে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত
 কুমারী পূজা করিবে, তাহাতে কদাচই বিভ্রাশাঠ্য বা রূপগতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! কুমারী পূজার নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন ; একবর্ষীয় কুমারী পূজা করা
 কর্তব্য নহে, যেহেতু তাহারা গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুর রসাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ॥ ৪০ ॥
 এ বিষয়ে দ্বিবর্ষীয়া কস্তাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্ত্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী,
 ষড়্ বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শান্তবী, নববর্ষীয়া দুর্গা, দশবর্ষীয়া হুভদ্রা
 নামে কথিত হইয়া থাকে ; ইহার অধিক বয়স্ক কস্তা সর্ব কার্যেই গহিত, অতএব তাহা-

নববর্ষা ভবেদুর্গা স্তভদ্রা দশবার্ধিকী ।
 অত উচ্চং ন কর্তব্য সর্বকার্যবিগর্হিতা ॥ ৪৩ ॥
 এভিচ্চ নামভিঃ পূজা কর্তব্য বিধিসংযুতা ।
 তাশাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪ ॥
 কুমারী পূজিতা কুর্যাদুঃখদারিদ্র্যনাশনম্ ।
 শত্রুক্লয়ং ধনায়ুষ্যবলবৃদ্ধিং করোতি বৈ ॥ ৪৫ ॥
 ত্রিমূর্তিপূজনায়াস্ত্রিবর্গস্য ফলং ভবেৎ ।
 ধনধাত্রাগমশৈচব পূজাপোজাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
 বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্শ্ববঃ ।
 স্তুথার্থী পূজয়েন্নুনং কল্যাণীং সর্বকামদায় ॥ ৪৭ ॥
 রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবল্লবঃ ।
 কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েত্তত্ত্বিপূর্বকম্ ॥ ৪৮ ॥
 ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ ।
 পূজয়েচ্ছান্ত্রবীং নিত্যং নৃপ ! সংমোহনায় চ ॥ ৪৯ ॥
 দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ ।
 ক্রুরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকর্মসাধনে ॥ ৫০ ॥
 দুর্গাঞ্চ পূজয়েত্তত্ত্বা পরলোকস্তুথায় চ ।
 বাঙ্কিতার্থস্য সিদ্ধার্থং স্তভদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥

ন কর্তব্য পূজার্থং ন কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

দ্বিগুণে পূজার নিমিত্ত কুমারী কর্তব্য নহে ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই সকল নাম দ্বারা বিধি
 পূর্বক দেবীর পূজা করিবে । নববিধ কুমারী পূজনের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ কুমা-
 রীর পূজা করিলে দুঃখ নাশ দারিদ্র্যভঞ্জন, শত্রুক্লয়, ধন, আয় এবং বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥
 ত্রিমূর্তি পূজা করিলে আয় বৃদ্ধি, ত্রিবর্গের কললাভ, ধনাগম ও পূজ পোজাদির বৃদ্ধি হইয়া
 থাকে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী রাজ্যার্থী ও স্তুথান্ত্রিলাষী হইবেন তিনি সর্ব-
 কামদায়িনী কল্যাণী কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৪৭ ॥ মানবগণ, রোগবিনাশের নিমিত্ত
 বিধি পূর্বক রোহিণীর পূজা করিবে । শত্রু বিনাশের নিমিত্ত তত্ত্বিপূর্বক কালিকা পূজা,
 এবং ঐশ্বর্য ও ধন কামনার তত্ত্বিসহকারে চণ্ডিকা পূজা করিবে । রাজনৃপ ! শত্রু সমো-
 হনের নিমিত্ত, দুঃখ ও দারিদ্র্য বিনাশের এবং সংগ্রামে বিজয় লাভের নিমিত্ত শান্ত্রবীর
 পূজা করা কর্তব্য ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতিশয় নিষ্ঠুর শত্রু নিপাতের নিমিত্ত এবং পায়সৌকর্য

শ্রীরস্বিত্তি চ মস্ত্রেণ পূজয়েদুত্তিতংপরঃ ।

শ্রীযুক্তমস্ত্রেণথবা বীজমস্ত্রেণথাপি বা ॥ ৫২ ॥

কুমারস্ত চ তদ্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া ।

কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥

সদ্বাদিভিস্ত্রিমূর্তিযা তৈহি নানাস্বরূপিণী ।

ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্তিং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥

কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্ ।

পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্বকামদাম্ ॥ ৫৫ ॥

রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্জন্মসংকিতানি বৈ ।

যা দেবী সর্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥

কালী কালয়তে সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।

কল্লান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥

চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনীম্ ।

তাং চণ্ডপাপহরিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্রস্বতৈকরস্বতৈর্মদৈবর্বা ॥ ৫০ ॥

তান্ ময়ানেনবাহ কুমারস্ত চৈতি । কুমারস্ত বাগকস্ত স্বন্দস্ত বা তদ্বানি রহস্তভূতানি বস্ত্বনি
যা সৃজতীত্যর্থঃ । কাদীন ব্রহ্মাদীনপি দেবান্ ॥ ৫৩ ॥

সদ্বাদিভিঃ সদ্বাদিগুণৈস্ত্রিমূর্তির্মহালক্ষ্ম্যাদিরূপিণী । তৈঃ সদ্বাদিগুণৈরেব নানারূপিণী
প্রস্তাররীত্যা ত্রিকালব্যাপিনী কালত্রয়াবধ্যা চিত্ত্রপিণী ॥ ৫৪—৫৫ ॥

রোহয়ন্তী অঙ্কুরীভূতানি কুর্কস্তুী ॥ ৫৬—৫৮ ॥

স্বথের নিমিত্ত দুর্গার অর্চনা করিবে । নরগণ, বাহিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত স্রজত্রার পূজা
করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ মানবগণ, ভক্তি তৎপর হইয়া শ্রীরস্ব ইত্যাদি মস্ত্রে অথবা শ্রীযুক্ত
মস্ত্রে কিংবা বীজমন্ত্র দ্বারা কুমারীগণের পূজা করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥ যিনি অবলীলাক্রমে
কুমার কান্তিকেষের রহস্তভূত পবিত্র তত্ত্ব সকলের এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সৃষ্টি
করিয়াছেন, আমি সেই কুমারী দেবীর পূজা করিতেছি ॥ ৫৩ ॥ যিনি সন্ম, রজঃ ও তমঃ
এই গুণত্রয় ভেদে ত্রিমূর্তি হইয়াছেন, এবং সেই গুণত্রিতয়ের বহল প্রভেদে বহুরূপিণী
হইয়াছেন, ত্রিকালব্যাপিনী সেই ত্রিমূর্তিকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ যিনি পুজিতা
হইয়া নিয়তই কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্বকামদায়িনী কুমারী কল্যাণীকে
আমি ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি ॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত জীবগণের পূর্বজন্ম সংকিত
কর্মবীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকেন সেই রোহিণীদেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত চিত্তে পূজা
করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ যিনি কল্লান্ত সময়ে কালীরূপে চরাচর সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সকল

অকারণাং সমুৎপত্তির্গম্যৈঃ* পরিকীৰ্ত্তিতা ।

যন্তাস্তাং স্তম্বদাং দেবীং শাস্ত্রবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯ ॥

দুর্গা ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গার্তিনাশিনী ।

দুর্জের্যা সর্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০ ॥

স্তভদ্রাণি চ ভক্তানাং কুরুতে পূজিতা সদা ।

অভদ্রনাশিনীং দেবীং স্তভদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১ ॥

এভিমৈত্রেঃ পূজনীয়াঃ কণ্ঠকাঃ সর্বদা বুধৈঃ ।

বস্ত্রালঙ্কারগৈর্মাল্যৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
নবরাত্রিবিধিকীৰ্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অকারণাদিতি । যন্তাঃ সমুৎপত্তির্গম্যৈর্ষেৎস্বরূপৈর্বেদৈরকারণাদেব পরিকীৰ্ত্তিতা ।
যন্তা অবিভাবো কারণাদেব ভবতি । স্বপাদেব স্বয়মাবির্ভবতি নাত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥
নবরাত্রিপূজাক্রমস্বষ্টিগ্ৰন্থাদবসেয়ঃ । গৌরবাদত্র ন লিখ্যতে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

কবিরাজেন সেই কালিকা দেবীকে আমি ভক্তি পূর্বক পূজা করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ যিনি চণ্ড-
রূপিণী বলিয়া চণ্ডিকা নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি চণ্ড মুণ্ড নামক অস্ত্রদ্বয়কে
বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রচণ্ড পাপহারিণী চণ্ডিকা দেবীকে আমি ভক্তি নম্র মানসে পূজা
করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ বেদ ব্রহ্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই বেদে অকারণেই যাঁহার উৎপত্তি পবি-
কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, সেই সর্বমুখপ্রদা শাস্ত্রবী দেবীকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ যিনি
ভক্তগণকে পরিদ্রাণ করেন এবং যিনি নিয়তই বিপদ বিনাশ করিয়া থাকেন, অখিল দেব-
গণও যাহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই দুর্গার্তিনাশিনী দুর্গাদেবীকে ভক্তি পূর্বক
পূজা করিতেছি ॥ ৬০ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া ভক্তগণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া নিরন্তর
কল্যাণবিধান করেন সেই স্তভদ্রা দেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত মানসে অর্চনা করি-
তেছি ॥ ৬১ ॥ বুধগণ এই সকল মন্ত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য গন্ধাদি ও অস্ত্রাস্ত্র নানা প্রকার
দ্রব্য দ্বারা সর্বদাই কুমারী প্রভৃতি কণ্ঠাগণের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রিবিধানকীৰ্ত্তন নামক
ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

হীনাক্ষীং বর্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ত্রণাক্ষিতাম্ ।
 গন্ধস্কুরিতহীনাক্ষীং* বিশালকুলসম্ভবাম্ ॥ ১ ॥
 জাত্যক্ষাং কেকরাং কাগিং কুরুপাং বহুরোমশাম্ ।
 সম্ভ্রাজ্জৈদ্রোগিগিং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাম্ ॥ ২ ॥
 ক্রমাং গর্ভসমুদ্ভূতাং গোলকাং কন্যাকোম্ভবাম্ ।
 বর্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্বপূজাদিকর্শস্ব ॥ ৩ ॥
 অরোগিগিং সুরূপাক্ষীং সুলন্দরীং ত্রণবর্জিতাম্ ।
 একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥
 ব্রাহ্মণী সর্বকার্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা ।
 লাভার্থে বৈশ্ববংশোপা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫ ॥

সপ্তাদিকৈস্ত পক।শংগদৌবথ কুমারিকাঃ ।

কথয়িহা বর্জনীয়া মাহাত্ম্যঃ পি চোচ্যতে ॥

বর্জনীয়াঃ কুমারিকা আহ হীনাক্ষীমিতি । নানাক্ষীগিতার্থঃ । গন্ধেন দুর্গন্ধেন স্কুরিতং যুক্তমতএব হীনমঙ্গং যন্তান্তাম্ । বিশালং বেঃ শালঙ্কটচৌ । বিশালকুলসম্ভবাং হৃষ্টকুল-সম্ভবামিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাং রক্তপুষ্পং জীরজাদিযৌবনচিহ্নস্তেনাদিতাম্ ॥ ২ ॥

ক্রমাং ক্রশাম্ । গর্ভসমুদ্ভূতামতিবাল্যমেকদিনাদিজাতাম্ । গোলকাং মৃতভর্জুমাভূজাতাং বিধবাজ্ঞামিত্যর্থঃ । কন্যাকোম্ভবামবিবাহিতকন্যাজ্ঞাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! হীনাক্ষী, কুষ্ঠরোগিণী, ত্রণাবিতা, দুর্গন্ধদুর্বিতাক্ষী ও হৃষ্টকুল-সম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রপূজায় গ্রহণ করিবেন না ॥১॥ আর যাহারা জন্মাক্ষা, কেকরাক্ষী (যাহার চক্ষু টেরা), কাগি (একচক্ষু হীনা) কুরুপা, বহুরোমাবিতা, রোগিণী ও রক্ত-বলা অথবা অন্য কোন যৌবনচিহ্নযুক্তা, অতিক্রশা, সদোজাতা, বিধবার গর্ভেৎ-পন্ন অথবা অবিবাহিতার গর্ভজাতা, সেই সকল কুমারীগণ, সর্বদা পূজাদি সমস্ত কার্যেই বর্জনীয় ॥২-৩॥ রাজন ! অরোগিণী, সুরূপাক্ষী, সুলন্দরী, ত্রণবর্জিতা ও যাহারা জীরজ নহে সেই সকল কুমারীগণের পূজা করাই কর্তব্য ॥৪॥ সমস্ত কার্যেই ব্রাহ্মণবংশজা, ভয়ের নিমিত্ত

* অধিষ্টিত নীলাক্ষীং । ইতি বা পাঠঃ । + বিশালকুলসম্ভবাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

ঃ যোগীশর্ভসমুদ্ভূতাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণৈব ব্রাহ্মজাঃ পূজ্যাঃ রাজশৈব ব্রাহ্মজাঃ ।
 বৈশ্বক্শিত্রিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রাঃ পাদসম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥
 কারুভির্ভিষ্যৎ বংশোখা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ ।
 নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি ॥ ৭ ॥
 অশক্তো নিয়তং পূজাং কর্তুং চেম্ববরাত্রকে ।
 অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষণ কর্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৮ ॥
 পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ।
 প্রাহুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥ ৯ ॥
 অতোহষ্টম্যাং বিশেষণ কর্তব্যং পূজনং সদা ।
 নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১০ ॥
 পায়সৈরামিষৈহোমৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ ।
 ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১১ ॥
 উপবাসে হ্রস্কানানাং নবরাত্রত্রে পুনঃ ।
 উপোষধত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ ! ॥ ১২ ॥

একবংশসমুদ্ভূতামজারজানিতার্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

পাদসম্ভবৈঃ শূদ্রৈশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়জ্ঞাঃ কথ্য পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কারুভিরিতি । কারুর্বিষকর্ম্মণি না ত্রিষু কারকশিল্পিনোরিতি মেদিনীকোশাৎ কারুভিঃ
 শিল্পিভিঃ স্ববংশোখাঃ পূজ্যাঃ । শূদ্রাপেক্ষয়েতেষ্বংশ বিশেষঃ ॥ ৭—৯ ॥

অত ইতি । তদুক্তমীশানসংহিতায়াম্ । একাদশীকোটিসহস্রতুলা জন্মাষ্টমী পর্বতরাজ-
 পুত্র্যাঃ । ততোহপি শুক্লা গণিতা শতেন পরাশরব্যাসবর্ষিষ্ঠমুখ্যৈরিতি ॥ ১০ ॥

কল্পকুলজা, লাভের নিমিত্ত এবং বৈশ্ববংশজা মঙ্গলের জন্য শূদ্র কুলোৎপন্ন। কুমারীর পূজা
 করিবে ॥ ৫ ॥ রাজেন্দ্র ! নবরাত্রবিধানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বংশজা ; ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের
 কুলোৎপন্ন ; বৈশ্ব, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ববংশজা এবং শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ভবংশজা কুমারীর
 ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেক, কিন্তু শিল্পজীবগণ নিজ নিজ বংশোৎপন্ন কুমারীকে যথাযোগ্য
 পূজা করিবেক ॥ ৬—৭ ॥ নবরাত্র ত্রেতে যদি নরগণ নিয়ত পূজা করিতে অক্ষম হয়, তবে
 অষ্টমীতেই বিশেষ রূপ পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ পুরাকালে দক্ষযজ্ঞনাশিনী ভদ্রকালী কোটি
 কোটি যোগিনীগণের সহিত ঘোরতর রূপে প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন ; অতএব, গন্ধ মাল্য ও
 অম্বুলেপনাদি নানাবিধ উপহার দ্বারা বিশেষ রূপে অষ্টমীতেই পূজা করিবে ॥ ৯—১০ ॥
 এই ত্রিধিতে পায়স ও আমিষ দ্রব্য প্রদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ফলপুষ্পাদি বহুবিধ
 উপহার দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে ॥ ১১ ॥ নৃপবর । নবরাত্র ত্রেতে দ্বাভায়া উপবাসে

সপ্তম্যাঞ্চ তথাক্ষম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ ।
 ত্রিরাত্রকরণাং সৰ্বং ফলং ভবতি পূজনাং ॥ ১৩ ॥
 পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা ।
 সম্পূর্ণং তদ্ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাক্ষৈব ভোজনৈঃ ॥ ১৪ ॥
 ব্রতানি যানি চান্ধানি দানানি বিবিধানি চ ।
 নবরাত্রব্রতস্তাস্মৈ নৈব তুল্যানি ভূতলে ॥ ১৫ ॥
 ধনধান্যপ্রদং নিত্যং স্নাত্তসন্তানবৃদ্ধিদম্ ।
 আয়ুরারোগ্যদৈৰ্ঘ্যং স্বৰ্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৬ ॥
 বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ ।
 তেনেদং বিধিবৎ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্ ॥ ১৭ ॥
 বিদ্যার্থী সৰ্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাং ।
 রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সৰ্বথা ॥ ১৮ ॥
 পূৰ্ব্বজন্মানি যৈর্নূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্ ।
 তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবৰ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥
 বক্ষ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবৰ্জিতা ।
 অনুমাতা কৰ্ত্তব্যে নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্ ॥ ২০ ॥

আমিষৈর্মাংসৈঃ । ইদং ক্ষত্রিয়াদিপরম্ ॥ ১১—১৩ ॥

বিপ্রাণাং চৈব ভোজনৈরৈতৈঃ সৰ্বৈর্ব্রতং সম্পূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৯ ॥

অশক্ত, তাঁহারা তিন দিন উপবাস করিলেই যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ সপ্তমী
 অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ভক্তিভাবে ত্রিরাত্র করিয়া পূজা করিলে সমস্ত ফল লাভ
 হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীর পূজা, হোম, কুমারী পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সমস্ত কার্য্য
 দ্বারা নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ জনমেজয় ! ভূতলে অস্তিত্ব যে কিছু ব্রত ও
 দান কর্ত্ত্ব অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই নবরাত্র ব্রতের তুল্য ফলপ্রদ নহে ॥ ১৫ ॥
 এই ব্রতের অমুষ্ঠানে ধন, ধাত্ত, সন্তান বৃদ্ধি, স্নাত্তসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বৰ্গ অধিক
 কি মোক্ষ পৰ্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ বিদ্যার্থী, ধনার্থী অথবা পুত্রার্থী হইয়া বিধি
 পূৰ্ব্বক এই কল্যাণকর সৌভাগ্যপ্রদ নবরাত্র ব্রতের অমুষ্ঠান করিলে সঞ্চলননোরথ
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা এবং
 রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ১৮ ॥ বাহারা পূৰ্ব্বজন্মে এই অত্যাভ্যাস
 পূণ্যপ্রদ ব্রতের অমুষ্ঠান করে নাই, তাহারা এই জন্মে ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রবৰ্জিত
 হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ যে নারী বক্ষ্যা, বিধবা ও পুত্রবৰ্জিতা ; ভাহাদিগকে দর্শন

নবরাত্রত্ৰতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে ।

স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেহত্ৰ তথা দিবি ॥ ২১ ॥

রক্তচন্দনসংমিশ্রৈঃ কোমলৈর্বিষ্মপত্রকৈঃ ।

ভবানী পূজিতা যেন স ভবেম্পতিঃ ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥

নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী

দুঃখার্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্ধরা ।

দুঃখাবৃতঃ শত্রুযুতশ্চ ভূতলে

নুনং দরিত্রো ভবতীহ মানবঃ ॥ ২৩ ॥

যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হরপদ্মজৌ তথা

বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ ।

ধ্যায়ন্তি সর্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা

স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥ ২৪ ॥

স্বাহাস্থধানামমনুপ্রভাবৈ-

স্তৃপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব ।

যজ্ঞেষু সর্বেষু মুদা হরন্তি

যম্মামযুগ্মং শ্রুতিভিমূর্নীশ্রাঃ । ২৫ ॥

ইয়ং বিধবু ত্রতং ন কৃতবতীত্যম্মাম্মমিতিঃ কৰ্ত্তব্যোত্যাৰ্থঃ । যত ইয়ং বিধবা জাতা তত ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২৩ ॥

সৰ্কার্থানাং সমাপ্তিঃ সমবাপ্তিঃ প্রাপ্তিস্তয়া নন্দিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া এই অম্মান করিবে যে, তাহার পূৰ্ণ জন্মে কখন এই ত্রতের অম্মান কবে নাই ॥ ২০ ॥ এই অবনিতলে যে ব্যক্তি উপরোক্ত নবরাত্র ত্রতের অম্মান করে নাই, সে কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে ও স্বথ সম্ভোগে বাস করিতে পারিবে ? ॥ ২১ ॥ যিনি রক্তচন্দনলিপ্ত কোমল বিষদল দ্বারা ভগবতী ভবানী, দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীতলে রাজা হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ যে মানব এই অখিল জগতের জয়ী, সৰ্কার্থ সিদ্ধিকারিণী দুঃখার্তিবিনাশিনী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভবানীর আরাধনা করে নাই, সে ব্যক্তি এই অবনীতে দুঃখিত দরিদ্র ও শত্রুসংযুত হইয়া বাস করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ হরি, হর, ব্রহ্মা, বাসব, বহ্নি, বরুণ, কুবের ও দিবাকর, ইহারা সৰ্ব্ববিধ বৈভবে ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়াই যখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী জগদধিকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যাগণ, সেই সৰ্কার্থসাধিকা চণ্ডিকাদেবীর ভজনা করে না কেন ? ॥ ২৪ ॥ স্বাহা ও স্বধা নামক মন্ত্র প্রভাবে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিভূপ্ত হইয়া

যশ্চেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো
 নানাবতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ ।
 নুনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শত্ব-
 স্তাং শর্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ ॥ ২৬ ॥
 নৈকোহস্তি সর্বভুবনেষু তয়া বিহীনো
 দেবো নরোহথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা ।
 গন্ধর্বরাক্ষসপিশাচনগেষু শুনং
 যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিযুতো যথেষ্টম্ ॥ ২৭ ॥
 তাং ন সেবেত কশ্চণ্ডীং সর্বকামার্থদাং শিবাম্ ।
 ত্রতং তস্মা ন কঃ কুর্যাদ্বাঞ্ছমর্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥
 মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রত্রতধরেৎ ।
 মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯ ॥

স্বাহেতি । স্বাহা স্বপদানামকপো যো মনুষ্যঃ প্রভাবৈর্মূদা হর্ষণে হরন্তি বদন্তি । যন্মাম-
 যং স্বাহা স্বধেতোবাং রূপং প্রতিভর্বেদমস্তে ইত্যর্থঃ । যতস্তৃপ্যস্তি ততো বজ্রেন্দ্রাঙ্কেষু
 চ বেদমস্তান্তে স্বাহা স্বধেতি প্রযুক্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাসো জনান্ শোচতি যশ্চেচ্ছয়েতি । (যশা ইচ্ছয়া ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ) ॥ ২৬ ॥

নৈকোহস্তীতি । তস্মা শক্ত্যা বিহীনঃ সন্ যথেষ্টং স্পন্দিতুং শক্তিযুতঃ সামর্থ্যযুতো ভবতি
 এতাদৃশো নৈকোহপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থচতুষ্টয়ং ধর্মার্থকামমোক্ষরূপং বাঞ্ছনিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মুচ্যতে ইতি । তদ্বক্তৃমুদাসংহিতায়াম্ । প্রায়শ্চিত্তং ন পাপানাম্ যেযান্তেষ্টাস্ত নশনে ।
 প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং জগদ্বাপদস্মৃতিঃ । স্মরণেনৈব হুগায়া নিমিষাঙ্কেন যৎ ফলম্ । ন
 তদ্বক্তৃ সমর্থোহস্তি শিবো বর্ষশতৈরপি । বিষ্ণুনাশসহশ্রেভ্যঃ শিবনাম বিশিষ্যতে । শিবনাম-

থাকেন সেই স্বাহা ও স্বধা যাহার নানাস্তর যাত্র ; মুনিবরণ যাহার উক্ত নামধ্ব সমস্ত
 যজ্ঞেই প্রতির সহিত কীর্তন করেন ; যাহার ইচ্ছার অধীন হইয়া প্রজাপতি এই বিশ্বের সৃষ্টি
 করিয়া থাকেন, দেবদেব জন্মর্দন নানাবিধ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিশ্বের
 পালন করেন এবং শঙ্কর এই অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ সেই সর্বশর্মপ্রদায়িনী
 ভবানীকে কেননা ভজনা করিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ এই অখিল সংসার মধ্যে সেই শক্তিরূপিনী
 প্রকৃতি দেবী ব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না ; কি দেব কি মানব কি বিহগ, পন্নগ,
 গন্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও নগাদি সকলে শক্তিযুক্ত হইয়াই যথেষ্ট নড়িতে চড়িতে
 সমর্থ হয় সম্ভেই নাই ॥ ২৭ ॥ অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই সর্বকামার্থদায়িনী চণ্ডিকাদেবীর
 পূজা না করিবে ? আর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বাসনা করিয়া
 কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার ত্রতাহুষ্ঠান না করিবে ? ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকী মানব নবরাত্র

পুরা কশ্চিদ্বগিগ্ দীনো ধনহীনঃ হৃদ্বঃখিতঃ ।
 কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসন্তম ! ॥ ৩০ ॥
 অপত্যানি বহুশ্চাভবন্ ক্ষুৎপীড়িতানি চ ।
 ভক্ষ্যং কিঞ্চিৎ সায়াক্ষে প্রাপুস্তস্মৈ চ বালকঃ ॥ ৩১ ॥
 ভুঙক্তে স্ম কার্য্যকর্তাসৌ পরশ্চাথ বুভুক্ষিতঃ ।
 কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ ॥ ৩২ ॥
 সদা ধর্ম্মরতঃ শাস্ত্রঃ সদাচারশ্চ সত্যবাক্ ।
 অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্মির্দশানদূষকঃ ॥ ৩৩ ॥
 সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৃনপ্যতিথীংস্তথা ।
 ভুঞ্জানে পোষ্যবর্গেহথ কৃতবান্ ভোজনং বগিচ্ ॥ ৩৪ ॥
 এবং গচ্ছতি কালে বৈ হৃশীলো নামতো গুণৈঃ ।
 দারিদ্র্যাত্তো দ্বিজং শাস্ত্রং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

হৃশীল উবাচ ।

ভো ভূদেব ! কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে ! ।
 কথং দারিদ্র্যনাশঃ শ্রাদ্ধিতি মে নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৩৬ ॥

সহস্রৈভ্যো দেবীনাং বিশিধ্যতে । স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদাম্বুগঃ । ন চ ভুক্তির্ন
 বা মুক্তির্ন গতিনগনন্নিহি ।। বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রীং নিফলং জীবনং ভবেদिति । চরমে
 জন্মনি পরং শ্রীদেবীভক্তিমান্ ভবেদिति ॥ ২৯ ॥

দীনো হৃদ্বী ॥ ৩০ ॥

সায়াক্ষে কিঞ্চিৎ প্রাপুর্নৌদরপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রতাহুতান করিলে সমস্ত পাপ হইতেই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে তদ্বিশয়ের আর বিচারে
 প্রয়োজন নাই ॥২৯॥

মহারাজ ! পূর্বকালে কোন এক ধনহীন হৃদ্বী বগিচ্ কোশল রাজ্যে বহু কুটুম্ববর্গে
 পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত ॥ ৩০ ॥ তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহার
 ক্ষুধায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দিনান্তে সায়াক্ষকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত
 হইত ॥৩১॥ ঐ বগিচ্ ও ক্ষুধাতুর হইয়া পরের কার্য্য করিয়া সায়াক্ষকালে ভোজন করিত;
 এইরূপে সে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিত ॥ ৩২ ॥ এই
 বগিচ্ শাস্তিভিত্ত, সদাচার, সত্যবাদী, সত্যতই ধর্ম্ম তৎপর, ক্রোধহীন, ধৃতিমান, মদবর্জিত
 ও অহংরাগপরিশ্রুত ছিল; সে প্রতিদিন, দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ
 ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিত ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে

ধনেষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্তামিতি মানদ ! ।

কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি স্বাং বিজ্ঞাতমঃ ॥ ৩৭ ॥

পুত্রী স্ততস্ত্ব মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্ ।

তাবস্মাত্ৰং গৃহে নাম্নং মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥

বিসর্জিতো যতো গেহাদগতো বালো রুদম্ময়া ।

অতো মে দহতেহত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯ ॥

বিবাহোহস্তি স্ততয়া মে নাস্তি বিত্তং করোমি কিম্ ।

দশবর্ষাধিকায়াস্ত্ব দানকালোহপি যাত্যলম্ ॥ ৪০ ॥

তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র ! সর্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে !

তপো দানং ব্রতং কিঞ্চিদ্বুহি মন্ত্রজপং তথা ॥ ৪১ ॥

যেনাহং পোষ্যবর্গস্ত করোমি দ্বিজ ! পোষণম্ ।

তাবস্মৈ স্তান্নপ্রাপ্তিনাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২ ॥

ভুক্তো স্মেতি । বুদ্ধিতঃ পরস্ত কার্যকর্তাসাবপি সায়াক্বে এব ভুক্তো স্মেতা-
বয়ঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

সুশীল নামক সেই সুশীল বণিক্ একদিন দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধিত হইয়া শাস্তচিত্ত এক
দ্বিজবরকে জিজ্ঞাসা করিল ; ভো ! ভূদেব ! কিরূপে দারিদ্র্য বিনাশ হয় আপনি কৃপা
করিয়া নিশ্চিত রূপে অন্য আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ মহামতে ! বাহাতে আমার মান
রক্ষা হয় তাহা করুন ; আমার ধন বাসনা নাই, ধনী হইব এরূপ কামনাও করি না, বিজ্ঞো-
ত্তম ! আমি কেবল কুটুম্বভরণের নিমিত্তই আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥
আমার তনয় তনয়া সকল বালক, তাহার ক্ষুধাতুর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া থাকে,
আমার এতদ্ব্যতীত অন্য গৃহে নাই যে তাহাদিগকে মুষ্টি মাত্র প্রদান করিতে পারি ॥ ৩৮ ॥
হায় ! অন্য আমার বালকপুত্র ভোজন্যের নিমিত্ত রোদন করিতেছিল, আমি তর্জনাঙ্গুলি দ্বারা
তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়াছি, দ্বিজবর ! যখন আমার পুত্র ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে
কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সেই অবধি আমার হৃদয় সন্তাপনলে দগ্ধ হইতেছে, আমার
ধন নাই আমি কি করিব ? ॥ ৩৯ ॥ আমার তনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত, ধন নাই আমি কি
করি, হায় ! তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসরেরও অধিক হইল, তাহার সম্প্রদান কাল গত হইয়া
গাইতেছে ॥ ৪০ ॥ হে বিজ্ঞে ! আমি সেই নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি দয়ানিধি ও
সর্বজ্ঞ, আমাকে তপস্তা, দান, ব্রত ও মন্ত্র জপ প্রভৃতির মধ্যে বাহা কিছু একটা উপায়
বলিয়া দিউন, আমি সেই উপায়ে পোষ্যবর্গের পরিপোষণ করিব, বিপ্রবর ! বাহাতে পরি-
ষ্যবর্গের পোষণ হয় আমি সেই পরিমিত ধনই প্রার্থনা করিতেছি ; অধিক প্রার্থনা করি

ত্বংপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে স্তুখিতং প্রভবেদিহ ।

তৎ কুরুষ মহাভাগ ! জ্ঞানেন পরিচিন্ত্য চ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপৃষ্ঠস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।

উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম ! ॥ ৪৪ ॥

বৈশ্যবর্ষ্যং কুরুষাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্ ।

পূজনং ভগবত্য্যশ্চ হর্বনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫ ॥

বেদপারায়ণং শক্তিৰূপহোমাদিকং তথা ।

কুরুষাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

এতস্মাদপরং কিঞ্চিদব্রতং নাস্তি ধরাতলে ।

নবরাত্রাভিধং বৈশ্য ! পাবনং স্তুখদং তথা ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞানদং মোক্ষদৈবৈব স্তুখসন্তানবর্দ্ধনম্ ।

শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮ ॥

রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ ।

কিঞ্চিদ্ধায়াং ব্রতং চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥ ৪৯ ॥

প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহিনা ।

বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০ ॥

ময়া বিসর্জিতো যতো রুদন্ বালো গেহাদপ্তোহিত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৯—৫০ ॥

নাই ॥ ৪১—৪২ ॥ হে মহাভাগ ! আপনার প্রসাদে আমার পরিজনবর্গ যাহাতে এই সংসারে স্থবী হইতে পারে, আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া দিউন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বৈশ্যকর্তৃক এইরূপে তিস্তাসিত হইয়া পরম শ্রীতিসহকারে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৈশ্যবর ! তুমি এক্ষণে কল্যাণদায়ক নবরাত্র ব্রতের অমুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর পূজা ও হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন, বেদ-পারায়ণ, শক্তিমন্ত্র জপ ও হোমাদির যথাশক্তি অমুষ্ঠান কর, তাহাতে অবশ্যই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত অবনীতলে আর নাই, এই ব্রত অতি পবিত্র ও স্তুখদায়ক ॥ ৪৭ ॥ এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ শত্রুনাশক এবং স্তুখ ও সন্তান বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ পূর্বে রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সীতার বিরহে আকুল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়, কিঞ্চিদ্ধায়া এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাম সীতার বিরহানলে অত্যন্ত

তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃষ্ণা সেতুং মহার্ণবে ।
 হৃদ্বা মন্দোদরীনাথং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১ ॥
 মেঘনাদঃ স্তুতং হৃদ্বা কৃষ্ণা ভূপং বিভীষণম্ ।
 পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২ ॥
 নবরাত্রব্রতস্তাস্ত্র প্রভাবেন বিশাংবর ! ।
 স্তুতং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্রস্তং দ্বিজং গুরুম্ ।
 কৃষ্ণা জগ্ৰাহ সন্নতং মায়াবীজাভিধং নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥
 জজ্ঞাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতদ্রিতং ।
 নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫ ॥
 নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ ।
 নবমে বৎসরান্তে তু মহাক্ষম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

(তেনেতি । তেন নবরাত্রব্রতানুষ্ঠানেন হেতুনেত্যর্থঃ । মহার্ণবে সেতুকর্ণং মহাবল-
 কুম্ভকর্ণাদিবীরাণাং বিনাশশ্চ কিলিক্কায়াং দেবীপূজনস্ত্র ফলং, মন্দোদরীনাথহননমকণ্টক
 রাজ্যপ্রাপ্তাদিকঞ্চ লঙ্কায়াং দেবীপূজনস্ত্র ফলমিতি নির্গলিত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

নবরাত্রোতি । অমিতপ্রভাবেণ রামেণাপি তৎকৃতমিত্যাহে ! দেবীমাহাত্ম্যমিতি ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজাভিধং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

(জজ্ঞাপেতি । অতজ্ঞিতো জাগরঃ । পরয়া ভক্ত্যা জজ্ঞাপ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিতি শেষঃ ।
 বিবিধোপহারৈরবলিভিঃ সাদরং শ্রদ্ধাপূৰ্ণকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরমিতি । মায়াবীজপরায়ণঃ মায়াবীজজপনিরতঃ । দেব্যাপ্রসাদকালমাহ ।
 নবমে বৎসরান্ত ইতি নবমে বৎসরান্তে দশমে প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সজ্ঞাপিত হইয়াও নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বিধি পূৰ্ণক দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥
 সেই ফলেই তিনি মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূৰ্ণক কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে
 বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হন এবং বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া পরিশেষে
 অযোধ্যায় আসিয়া অকণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫১—৫২ ॥ বৈশ্রবর ! অমিততেজা রামচন্দ্র
 নবরাত্র ব্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে স্তুত লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর ! সেই বণিক্ বিপ্রবরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক তাঁহাকে
 গুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মায়াবীজ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং আলস্ত পরিশূন্ত
 হইয়া পরম ভক্তিসহকারে নবরাত্র জপ করিয়া পরম বস্ত্রে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীর
 পূজা করিতে লাগিল । এইরূপে মায়াবীজের জপানুষ্ঠানে রত হইয়া নয় বৎসর বাপন করি-
 লেন, পরে নবম বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহেশ্বরী দেবী মহাঠমীর নিশীথ সময়ে প্রত্যক্ষরূপে

অৰ্দ্ধরাত্রে তু সঞ্জাতে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং ত্রৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বর্জনীয়কুমারীবর্ণনপুরঃসরং দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দেব্যা অধিষ্ঠান সময়মাহ অৰ্দ্ধরাত্র ইতি । প্রত্যক্ষং দর্শনমিত্যনেন দেব্যা তুরিভুক্ত-
বৎসলত্বং হৃচিতম্ । কৃতকৃত্যং দারিদ্র্যখণ্ডমেন সঙ্গতিপ্রদানেন চেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দর্শনং দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূৰ্ব্বক তাহাকে সম্বুদ্ধিসম্পন্ন ও কৃতার্থ করিয়া দারিদ্র্যসমুদ্র
হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্জনীয়াকুমারীর বিষয় বর্ণন পূৰ্ব্বক •

দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন নামক সপ্তবিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্ ।
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সোহথ কথং সীতা হতা পুনঃ ॥ ১ ॥
ব্যাস উবাচ ।

রাজা দশরথঃ শ্রীমানযোধ্যাধিপতিঃ পুরা ।
সূর্য্যবংশবরশ্চাসীদেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২ ॥
চত্বারো জজ্ঞিরে তস্মৈ পুত্রা লোকেষু বিক্রতাঃ ।
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩ ॥
রাজঃ প্রিয়করাঃ সর্ব্বে সদৃশা গুণরূপতঃ ।
কৌশল্যারাঃ স্ততো রামঃ কৈকেয়া ভরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
স্মিত্রাতনয়ৌ জাতৌ যমলৌ দ্বৌ মনোহরৌ ।
তে জাতা বৈ কিশোরীশচ ধনুর্বাণধরাঃ কিল ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্নবরাত্রপ্রসঙ্গতঃ ।

রামায়ণকথা রাজা পৃষ্টা ব্যাসেন চোচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ নবরাত্রব্রতং কৃতং তেন তৎকল্যাণং জাতমিতি বর্ণিতং
তৎপ্রমুখীজমুপলভ্য রাজা পৃচ্ছতি কথং রামেণ তচ্চীর্ণমিতি ॥ ১ ॥
সূর্য্যবংশে বর উৎকৃষ্টঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! রামচন্দ্র কিরূপে সেই সুখপ্রদ দেবীব্রতের অনুষ্ঠান
করিয়াছিলেন ? তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ কি ? কিরূপে কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ
করিয়াছিল ? এই সকল বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বকালে অযোধ্যানগরে দশরথ নামে সূর্য্যবংশীয় এক
সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন ; তিনি সর্ব্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেন ॥ ২ ॥
তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক চারিটা লোকবিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহারা
চারি জনেই রূপে ও গুণে তুল্য ছিলেন এবং চারি জনেই রাজার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন
করিতেন । তদ্বিধৌ রামচন্দ্র কৌশল্যার পুত্র, ভরত কৈকেয়ীর পুত্র এবং স্ততদর্শন লক্ষণ
ও শত্রুঘ্ন হইজনই স্মিত্রাতার যমজ পুত্র ছিলেন । রাজপুত্র চতুষ্টয় কিশোর অবস্থায়

সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ স্তবধৰ্মকাঃ ।

কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬ ॥

রাঘবং মথরক্ষার্থং স্নুং ষোড়শবার্ষিকম্ ।

তস্মৈ সৌহৃদ্যং দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষণম্ ॥ ৭ ॥

• তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুচ্চারদর্শনৌ ।

তাটকা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮ ॥

• রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা ।

যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র স্ৰবাহ্নিহতঃ শঠঃ ॥ ৯ ॥

মারীচোহথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ ।

এবং কৃত্বা মহৎ কৰ্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

গতান্তে মিথিলাং সর্বৈ রামলক্ষণকৌশিকাঃ ।

অহল্যা মোচিতা শাপান্নিস্পাপা সা কৃতাবলা ॥ ১১ ॥

বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুমুনিনা সহ ।

বভঞ্জ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

কৌশিকেন বিশ্বামিত্রেণ । রঘুনন্দনো দশরথঃ ॥ ৬—৯ ॥

মারীচস্রবাহু দৈত্যৌ ॥ ১০—১২ ॥

ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দশরথের ধারণ পূর্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৩—৫ ॥ এইরূপে পুত্র সকল কৃতসংস্কার হইয়া রাজা দশরথের স্তব বর্দ্ধন করিতে লাগিল; অনন্তর, এক দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অবোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করুন। রাজা মহর্ষির বাক্য উল্লেখন করিতে না পারিয়া সেই ষোড়শবার্ষিক পুত্র রাম ও লক্ষণকে মূনির সহিত প্রেরণ করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ চারুদর্শন রাম ও লক্ষণ মূনির সহিত মিলিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন, সেই মার্গে তাড়কা নামী এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বনমধ্যে বাস করিয়া সর্বদাই মূনিগণকে দুঃখ দিত, রামচন্দ্র এই রাক্ষসীকে এক শরাঘাতেই নিহত করিলেন। অনন্তর, স্রবাহুকে বধ করিয়া এবং মারীচ নামক নিশাচরকে বাণবেগে মৃতপ্রায় করত বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। এইরূপে যজ্ঞরক্ষণ রূপ মহৎকর্ম সম্পাদন করিয়া রাম, লক্ষণ ও মূনিবর কৌশিক তিনজনে মিলিত হইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অহল্যাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পাপমোচন করিলেন ॥ ৮—১১ ॥ অনন্তর মূনির সহিত তাঁহার। দুইজনে বিদেহনগরে উপনীত হইলেন; এই সময় জলক রাজা, হৃদয় ভঙ্গ করিলে সীতাকে প্রদান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া

উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশকীম্ ।
 লক্ষ্মণায় দদৌ রাজা পুত্রীমেকাং তথোশ্মিলাম্ ॥ ১৩ ॥
 কুশধ্বজস্থতে কশ্চে প্রাপতুর্ভ্রাতীরাবুভৌ ।
 তথা ভরতশক্রনৌ স্মশীলৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ১৪ ॥
 এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভরম্প ! ।
 চতুর্গাং মিথিলায়াস্ত যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ১৫ ॥
 রাজ্যযোগ্যং স্তুতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা ।
 রাঘবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রেহগ্রজায় বৈ ॥ ১৬ ॥
 সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্বকল্পিতৌ ।
 বরৌ সম্প্রার্থয়ামাস ভর্তারং বশবর্তিনম্ ॥ ১৭ ॥
 রাজ্যং স্তুতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে ।
 রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দশ সমাস্তথা ॥ ১৮ ॥
 রামস্ত বচনান্তস্থাঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ ।
 জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্ ॥ ১৯ ॥
 রাজা দশরথঃ পুত্রবিরহেণ প্রপীড়িতঃ ।
 জহৌ প্রাণানমেয়াত্মা পূর্বশাপমনুস্মরন্ ॥ ২০ ॥

উপযেমে বিবাহং কৃতবান্ স্বীকৃতবানিতি বা ॥ ১৩ ॥

কুশধ্বজো জনকবধুঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

ধুরং রাজ্যভাবম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ছিলেন ; রামচন্দ্র সেই শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতাকে বিবাহ করি-
 লেন । রাজা জনক, আপনার অগ্র কন্যা উশ্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিলেন ॥ ১২-১৩ ॥
 স্মশীল ও শুভলক্ষণ সম্পন্ন ভরত ও শক্রয় কুশধ্বজের মাওবী ও শ্রুতকীর্তি নামক কন্যাভ্রাতৃকে
 বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজন ! এইরূপে মিথিলানগরীতে সেই চারি ভ্রাতার যথাবিধি
 বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ রাজা দশরথ, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাবাক্তার
 গ্রহণের উপযুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন ॥ ১৬ ॥
 কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সামগ্রীসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া আশ্রনার
 বশবর্তী স্বামীর নিকট পূর্বকল্পিত বরষয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ ॥ একবারে নিজপুত্র মহাত্মা
 ভরতের রাজ্য এবং অগ্রবরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থিত হইল ॥ ১৮ ॥ রামচন্দ্র,
 সেই কৈকেয়ীর বাক্যে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসপরিষেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন
 করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাত্মা রাজা দশরথ পুত্র বিরহে পরিপীড়িত হইয়া অক্লক অনির শাপ

ভরতঃ পিতরং দৃষ্ট্বা যুতং মাতৃকৃতেন বৈ ।
 রাজ্যমুচ্ছং ন জগাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১ ॥
 পঞ্চবট্যাং বসনামো রাবণাবরজাং বনে ।
 শূর্ণগথাং বিরূপাং বৈ চকারাতিশয়রাতুরাম ॥ ২২ ॥
 খরাদয়স্ত তং দৃষ্ট্বা ছিন্ননাশং নিশাচরাঃ ।
 চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩ ॥
 স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্ ।
 মুনীনাং হিতমস্থিচ্ছিন্নানাম্ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
 গহ্বা শূর্ণগথা লঙ্কাং খরদুষণঘাতনম্ ।
 দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাং ॥ ২৫ ॥
 সোহপি শ্রুত্বা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ ধলঃ ।
 জগাম রথমারুহ্য মারীচশ্রান্ত্রমং তদা ॥ ২৬ ॥
 কৃহ্মা হেমমৃগং নেতুং প্রেষয়ামাস রাবণঃ ।
 সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥
 সোহথ হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ ।
 মায়াবী চাতিচিত্রাঙ্গশ্চরন্ প্রবলমস্তিকে ॥ ২৮ ॥

একেন বরেণ ভরতায় রাজ্যং দ্বিতীয়েন বরেণার্থাদ্রামায় বনবাসং বস্ত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮-২৬ ॥

স্বরূপ পূৰ্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরত, নিজ মাতার নিমিত্ত পিতার মরণ
 দর্শন করিয়া, ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১ ॥
 রামচন্দ্রে বন গমন করিয়া পঞ্চবটী নামক বিজন অরণ্যে বসতি করিলেন; অনন্তর, এক
 দিবস রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্ণগথা কামাতুর হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে কর্ণ ও
 নাসা ছেদন পূৰ্ব্বক তাহাকে বিক্রম করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ তাহার নাসাচ্ছেদ দর্শন করিয়া
 খরদুষণাদি রাক্ষস সকল বিপুল বিক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত যোব্রতর সংগ্রাম করিল ॥ ২৩ ॥
 সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রে মুনিগণের হিত কামনা করিয়া বহুতর দৈন্ত্যসম্বিত খরাদি নিশাচর-
 গণকে সসৈন্তে নিধন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর শূর্ণগথা লঙ্কার গমন পূৰ্ব্বক রাম হইতে
 আগনার নাসাচ্ছেদন এবং খরদুষণের নিধন বার্তা রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ২৫ ॥ ক্রূ-
 ষ্ণপ্রকৃতি রাবণ, তাহাদের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং সশর রাণে
 আরোহণ করিয়া মারীচের আশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করিতে
 ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রলোভন কৃত সেই অদ্বুত মায়াবী রাক্ষসকে হেমমৃগ রূপে পাঠাইল

তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাহ রাঘবং দৈবনোদিতা ।
 চন্দ্রাননস্য কাস্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা ॥ ২৯ ॥
 অবিচার্য্যাপি রামোহপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্ ।
 শশরং ধম্মুরাদায় যযৌ যুগপদাকুগঃ ॥ ৩০ ॥
 সারঙ্গোহপি হরিং দৃষ্ট্বা মায়াকোট্যবিশারদঃ ।
 দৃষ্টাদৃষ্টো বভূবাপ জগাম চ বনাস্তরম্ ॥ ৩১ ॥
 গম্বা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধনুঃ পুনঃ ।
 জঘান চাতিতীক্লেণ শরেণ কৃত্রিমং যুগম্ ॥ ৩২ ॥
 মহতোহতিবলান্তেন চুক্ৰোশ ভূশছুঃখিতঃ ।
 হা লক্ষ্মণ ! হতোহস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ ॥ ৩৩ ॥
 স শব্দস্তমূলস্তাবজ্ঞানক্যা সংশ্রুতস্তদা ।
 রাঘবশ্চেতি সা মম্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥
 গচ্ছ লক্ষ্মণ ! তূর্ণং ত্বং হতোহসৌ রঘুনন্দনঃ ।
 ত্বামাহবয়তি সৌমিত্রে ! সাহায্যং কুরু সত্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

কুশ্চেতি । সীতাপ্রলোভনপ্রয়োজনায় তং হেমমৃগং কৃষ্ট্বা সীতাং নেতুমিত্যশয়ঃ । রামং
 দূরদেশং নেতুমিতি বা ॥ ২৭—৩০ ॥

সারঙ্গো যুগরূপঃ পশুঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

স মারীচো যুগরূপস্তেন রামেণ নিহতোহতিবলাচ্চুক্ৰোশ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

দিল ॥ ২৭ ॥ মায়াবী মারীচ হেমমৃগের আকার ধারণ পূর্বক জানকীর দৃষ্টিগথে উপস্থিত
 হইল । অনন্তর, সেই চিত্রিতাঙ্গ কুরঙ্গ, সীতার সম্বিহিত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে
 লাগিল ॥ ২৮ ॥ হেমমৃগের মনোহর তত্ত্বকান্তি অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী দৈবকর্তৃক
 প্রেরিত হইয়া স্বাধীনপতিকা কামিনীর ভ্রাতা রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো ! এই হেমমৃগের
 চৰ্ম্ম আলয়ন কর ॥ ২৯ ॥ দৈবনির্ভর বশত রামচন্দ্রও বিচার না করিয়াই লক্ষ্মণকে তথায়
 রাখিয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্বক মৃগের অন্বেষণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ কোটি মায়া-বিশারদ কুরঙ্গও
 রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া কখন দৃষ্ট এবং কখন অদৃষ্ট হইয়া একবন হইতে বনান্তরে
 গমন করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বহুদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়া-
 ছেন, তখন তিনি কোণে শরাসন আকর্ষণ পূর্বক স্ত্রীতন্ত্র শরাসন দ্বারা সেই মারীচপী
 মৃগকে প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥ খলস্বভাব মায়াবী ব্রাহ্মস জতি বেধে আহত ও অত্যন্ত
 ব্যথিত হইয়া মুত্থলকালে “হা লক্ষণ হত হইলাম” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৩ ॥
 সেই উচ্চতর ভূমূল চীৎকার শব্দ জানকীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই স্থর রামচন্দ্রের

তত্রাহ লক্ষণঃ সীতামম্ব ! রামবধাদপি ।

নাহং গচ্ছেহদ্য মুক্তা স্বামসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥

আজ্ঞা মে রাঘবশ্চাত্রে তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে ! ।

তদতিক্রমভীতোহহং ন ত্যজামি তবাস্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

হতং বৈ রাঘবং দৃষ্টা বনে মায়াবিনা কিল ।

ত্যক্তা হ্যাং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ! ॥ ৩৮ ॥

কুরু ধৈর্য্যং ন মন্ত্বেহদ্য রামং হস্তং ক্ষমং ক্ষিতৌ ।

নাহং ত্যক্তা গমিষ্যামি বিলজ্য রামভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রুদতী স্তদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা ।

অক্রুরা বচনং ক্রুরং লক্ষণং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪০ ॥

রামবধাদপীতি । রামবধে জাতেহপি স্বামসহায়ামাশ্রমে মুক্তাহং ন গচ্ছে । আশ্রমে-
পদমার্বম্ । কিং পুনঃ রামে জীবতি সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হতং বৈ ইতি । যদা বধে জাতেহপি ন গমিষ্যামি তদা হতমেব দূরদেশং প্রীতি মায়া-
বিনেতি জ্ঞাত্বা কথং গমিষ্যামীতি ভাবঃ । যদা রাঘবসদৃশং পরাক্রমিণং মায়াবিনা কেন
চিদ্ধৈতেয়ন দৃষ্টোপদ্রবযুক্তে তাদৃশে দেশে হ্যাং ত্যক্তা পদমেকমপি নাধিগচ্ছামি ন গমি-
ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামং হস্তং ক্ষিতৌ ক্ষমঃ সমর্থস্তং ন মন্ত্বে নৈব তাদৃশোহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনে করিয়া দীনমনে দেবরকে কহিলেন, লক্ষণ ! তুমি শীঘ্র যাও, রঘুনন্দন বৃষ্টি হত
হইলেন ঐ শ্রবণ কর, “সৌমিত্রে ! শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর ” এই বলিয়া তিনি
তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তখন লক্ষণ উত্তর করিলেন, মাতঃ ! আপনি
এই আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্রের নিধন হইলেও আমি আপনাকে
ছাড়িয়া এস্থান হইতে গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ জনকনন্দিনি ! রামচন্দ্র আমাকে
আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি এই স্থানে থাক, আমি যদি আপনার সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া
অস্ত্র হস্ত গমন করি, তবে তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, অতএব আমি সেই উয়েই এই
স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৭ ॥ বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে কোনও
মায়াবী এই স্থান হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ
করিয়া একপাদ গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৮ ॥ আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি বিবেচনা
করি, এই অবনীতলে কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ; আমি
রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থান হইতে কোনমতেই গমন
করিব না ॥ ৩৯ ॥

অহং জানামি সৌমিত্রে ! সানুরাগঞ্চ মাং প্রতি ।

প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১ ॥

নাহং তথাবিধা নারী স্বেরিণী কুহকাধম ! ।

মুতে রামে পতিং স্থাং ন কর্তু মিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২ ॥

নাগমিস্যতি চেদ্রামো জীবিতং সন্ত্যজাম্যহম্ ।

বিনা স্তেন ন জীবামি বিধুরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥

গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে ! ন জানেহং তবেষ্পিতম্ ।

ক গতং তেহত্র সৌহার্দং জ্যেষ্ঠে ধর্মরতে কিল ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্তা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্ত তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫ ॥

কিমাশ্ব ক্ষিতিজ্যে ! বাক্যং ময়ি ক্রুরতরং কিল ।

কিং বদস্ত্যানিষ্ঠং তে ভাবি জানে দিয়া হহম্* ॥ ৪৬ ॥

মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুহক ! হে অধম ! স্বেরিণী কুলটা ॥ ৪২—৪৫ ॥

কিং বদসীতি । এতাদৃশবদনে তেহত্যানিষ্ঠং ভবতীত্যাহং দিয়া জানে জানামি ॥ ৪৬ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন সূদতী রাম-যুবতী ক্রুরস্বভাবা না হইলেও দৈবনির্ধক্ক বশত রোদন করিতে করিতে নিষ্ঠুর বচনে নির্মল-চিত্ত লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ স্মিত্রা-নন্দন ! তুমি যে আমার প্রতি অহুরাগী তাহা আমি জানি, তুমি ভরত-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত এখানে মিলিত হইয়াছ, তাহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥ ৪১ ॥ রে মায়াবিন্ কল্লিয়াধম ! আমি সেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি, রামচন্দ্র নিহত হইলে আমি কদাচই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে পতি করি না ॥ ৪২ ॥ যদি রামচন্দ্র, কিরিয়ানা আইসেন, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জন করিব ; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অত্যন্ত শোকার্তা ও দুঃখিতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে কদাচই সমর্থ হইব না ॥ ৪৩ ॥ সৌমিত্রে ! তুমি এখন যাও বা থাক, তাহাতে আর আমি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার মনে কি আছে তাহা আমি জানি না ; কিন্তু, এইমাত্র বলিতে চাই যে, ধর্মনিরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার যে সৌহার্দ্য ছিল তাহা নৈ কোথায় গেল ? ॥ ৪৪ ॥

* বিধিনা প্রেরিতা ক্রবে ময়ি ভং লাক্ষণং বচঃ । অকল্যাণমহং মন্তে জাত্বর্মম চ তেহনবো ! ।

বাগবাণশোদিতো বামি তাক্কা ভাং রঘুনন্দনম্ । ন দোষোমেহত্র বৈদেহি ! ভবিতবো শুভাশুভে ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃত্বাপি দৃষ্টতে ।

ইত্থাক্তা নির্যযো বীরস্তাং ত্যক্তা প্রকদন্ ভূশম্ ।
 অগ্রজস্ত পদং পশ্যন্ শোকাক্তঃ পৃথিবীপতে ॥ ৪৭ ॥
 গতেহথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ ।
 ভিক্ষুবেষং ততঃ কৃদ্ধা প্রবিবেশ তদাশ্রমে ॥ ৪৮ ॥
 জানকী তং যতিং মত্ত্বা দত্ত্বাৰ্য্যং বন্যমাদরাৎ ।
 ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় দুরাশ্রমে ॥ ৪৯ ॥
 তাং পপ্রচ্ছ স দুষ্টাত্মা নত্ৰপূৰ্ব্বং মুহূৰ্ষরঃ ।
 কাসি পদ্মপলাসাক্ষি ! বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে ! ॥ ৫০ ॥
 পিতা কন্তেহথ বামোরু ! ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব ।
 মুঢ়েবৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনী ॥ ৫১ ॥
 নির্জনে বিপিনে কিং স্বং সৌধার্হা স্বমসি প্রিয়ে ! ।
 উটজে মুনিপত্নীব দেবকন্যাসমপ্রভা ॥ ৫২ ॥

অগ্রজস্ত রামস্ত পদং পদচিহ্নং ভূমাং পশ্যন্তেন মার্গেণ যযাবিতার্থঃ ॥ ৪৭—৫১ ॥
 সৌধার্হা সৌধযুক্তমহাগৃহে বস্তুমর্হা ॥ ৫২ ॥

সীতাদেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইলেন এবং অন্তরীক্ষে
 রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সীতাকে কহিলেন, অযোনিজ্ঞে ! আপনি আমাকে ক্রুরতর নির্ধুর বাক্য
 কেন বলিতেছেন ? এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পষ্টই জানিতে
 পারিতেছি যে আপনার শীঘ্রই অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজন্ !
 এই বলিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে
 বহির্গত হইলেন এবং শোকাক্ত হইয়া অগ্রজের পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই মার্গে গমন
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ এদিকে লক্ষ্মণ গমন করিলে রাবণ, কপট ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া
 আশ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮ ॥ জানকী দুরাশ্রা রাবণকে যোগী মনে করিয়া আদর পূর্বক
 অৰ্ঘ্য ও বস্ত্রকল প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ দুষ্টাত্মা রাবণ সীতাকে নত্নভাবে মুহূৰ্ষরে জিজ্ঞাসা
 করিল, স্নহরি ! তোমার লোচন পদ্মপলাশের স্তায় মনোহর, অতএব তোমাকে সামান্ত
 রমণী বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি একাকিনী এই বিজন বনমধ্যে বাস করিতেছ,
 কেন ? হে বামোরু ! তোমার পিতা কে ? এবং তোমার ভ্রাতা ও পতিই বা কে ? তুমি
 বরবর্ণিনী হইয়া মুগ্ধবুদ্ধি রমণীর স্তায় একাকিনী এই স্থানে অবস্থিত করিতেছ কেন ?
 স্নহরি ! তুমি স্বধাধবলিত গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত ; তুমি কি জন্ত দেবকস্তার স্তায়
 প্রত্যাশা পরিশোভিত হইয়াও মুনিপত্নীর স্তায় এই বিজন বিপিন মধ্যে পর্ণকূটরে
 বাস করিতেছ ? ॥ ৫০—৫২ ॥

বাস্য উবাচ ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যাচাচ বিদেহজা ।
 দিব্যং দিষ্ট্য। যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদরীয়াঃ পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥
 রাজা দশরথঃ শ্রীমাংস্চহারন্তস্ত বৈ স্নাতাঃ ।
 তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্মহন্তি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥
 বিবামিতোহথ কৈকেয়া কৃতে ভূপতিনা বনে ।
 চতুর্দশ সমা রামো বসতেহত্র সলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥
 জনকস্ত স্নাতা চাহং সীতানান্নীতি বিশ্রুতা ।
 ভংক্তা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬ ॥
 রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে ।
 কাঞ্চনং মৃগমালোক্য হস্তং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥
 লক্ষ্মণোহপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোহধুনা ।
 তয়োর্বাহুবলদাত্র নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥ ৫৮ ॥
 ময়েদং কথিতং সর্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্ ।
 তেহত্রাগত্যাঁহং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥
 যতির্বিষ্ণুস্বরূপোহসি তস্মাত্ত্বং পূজিতো ময়া ।
 আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কৃতেহস্তি রাক্ষসংকুলে ॥ ৬০ ॥

দিব্যং দিষ্টোতি । মন্দোদরীয়াঃ পতিং রাবণং দিষ্ট্য। প্রারব্ধবশেন যতিং দিব্যং জ্ঞাত্বা ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বাস্য বলিলেন, জনকতনয়া মন্দোদরীপতি রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ভাগ্য-
 বশে তাকে দিব্য যোগী মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্বক বলিতে আরম্ভ করি-
 লেন ॥৫৩॥ আপনি শুনিয়া থাকিবেন অধোধানগরীতে দশরথ নামে সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক রাজা
 আছেন । তাঁহার চারিপুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি রামনামে বিখ্যাত, তিনিই আমার
 পতি । রাজা কৈকেয়ীকে বর দিয়া ছিলেন, তাহা দ্বারাই রামচন্দ্র চতুর্দশবর্ষ বনে নির্বাসিত
 হইয়া লক্ষণের সহিত এই বনে বাস করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ আমি জনক রাজার ছুহিতা
 আমার নাম সীতা, রামচন্দ্র শিশুরাশন ভঞ্জন করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥
 আমি রামচন্দ্রের বাহুবলেই এই বিজন বনে নির্ভয়ে বাস করিতেছি, কাঞ্চন মৃগ অবলোকন
 করিয়া আমার নিমিত্ত সেই মৃগকে মারিবার জন্য তিনি এখান হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥
 লক্ষণও তাঁহার স্তর শুনিয়া এখনি গমন করিলেন, যোগিবর ! আমি সেই ব্রহ্মজ্ঞের বাহ-
 বলেই এই স্থানে বাস করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ আমি আপনার নিকট বনবাসের বৃত্তান্ত সমস্তই

তস্মাত্ৰাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং বৃহি মমাগ্রতঃ ।

কোহসি ত্রিদশিরূপেণ বিপিনে স্বং সমাগতঃ ॥ ৬১ ॥

রাবণ উবাচ ।

লঙ্কেশোহং মরালক্ষি ! শ্রীমাম্মদেবীপতিঃ ।

স্বংকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েখং শোভনাকৃতে ! ॥ ৬২ ॥

আগতোহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোহত্র বৈ ।

জনস্থানে হতো ঞ্জিত্বা ভ্রাতরৌ ধরদূষণে ॥ ৬৩ ॥

অঙ্গীকুরু নৃপং মাং স্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষং পতিম্ ।

হতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্ ॥ ৬৪ ॥

পট্টরাজ্ঞী ভব স্বং মে মন্দোদর্যুপরি ক্ষু টম্ ।

দাসোহস্মি তব তস্বঙ্গি ! স্বামিনী তব ভামিনি ! ॥ ৬৫ ॥

জেতাং লোকপালানাং পতামি তব পাদয়োঃ ।

করং গৃহাণ মেহদ্য স্বং সনাথং কুরু জানকি ! ॥ ৬৬ ॥

(যতেঃ পরিচয়মিচ্ছন্তী প্রাহ যতিরিত্তি ॥ ৬০ ॥

তস্মাদিত্তি । তস্মাৎ রাক্ষসসঙ্কুলবিজনারণ্যে আশ্রমকরণাক্ষেতোরিত্যর্থঃ । রাক্ষসানা-
মীদৃশবেশোনাগমনসম্ভবাৎ পরিপৃচ্ছামীতিভাবঃ ॥ ৬১ ॥

নীতাং বশীকর্তৃং রাবণঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যং প্রকটয়মাং লঙ্কেশোহহমিতি) ॥ ৬২ ॥

বলিলাম ; এক্ষণে তাঁহারা আগমন করিয়া আপনার যথাবিধি পূজা করিবেন ॥ ৬১ ॥ যতি
ব্যক্তি বিষ্ণু স্বরূপ, সেই হেতু আমি আপনার পূজা করিলাম । যোগিবর ! এই রাক্ষসপরি-
সেবিত বোরতর অরণ্যমধ্যে আমাদিগের আশ্রম, এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-
তেছি, আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন, ত্রিদশিরূপে এই বনমধ্যে আগমন
করিলেন, অতএব আপনি কে ? ॥ ৬০—৬১ ॥

রাবণ কহিল, কুটিলনয়নে ! আমি মন্দোদরীর স্বামী শ্রীমান্ লঙ্কেশ্বর, শোভনে ! তোমার
নিমিত্তই আমি এই বতিবেশ ধারণ করিয়াছি ॥ ৬২ ॥ সুনন্দ ! জনস্থানে ধরদূষণ নামক
ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইয়াছে বলিয়া ভগিনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করি-
য়াছি ॥ ৬৩ ॥ এক্ষণে তুমি হতরাজ্য শ্রীহীন, ধনহীন ও বনবাসী মানুষ পতিকে পরিত্যাগ
করিয়া আমাকে ভজনা কর । হে তবঙ্গি ! আমি রাজাধিরাজ রাবণ, তুমি মন্দোদরীর
উপরি পরিস্ফুটরূপে পট্টমহিষী হও, আমি তোমার দান, তুমি এক্ষণে আমার স্বামিনী
হও ॥ ৬৪—৬৫ ॥ জনকনন্দিনি ! আমি লোকপালগণের জেতা হইয়াও তোমার চরণ
কমলভলে নিপতিত হইতেছি তুমি আমার অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ

পিতা তে যাচিতঃ পূৰ্বং ময়া বৈ হৃৎকৃতেহবলে ! ।

জনকো মায়ুবাচেষ্টং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

রুদ্রচাপভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্ত্ব স্বয়ংবরে ।

মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥ ৬৮ ॥

বনেহত্র সংস্থিতাং ঞ্চত্বা পূৰ্ব্বানুরাগমোহিতঃ ।

আগত্বেতাহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাণ্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
রামায়ণবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

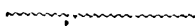
রুদ্রচাপভয়াদিতি । মমারাধ্যো যো রুদ্রস্তস্ত চাপভঙ্গে ময়া কৃতে তস্তাবমানো ভবিষ্য-
তীতি হেতোর্ময়া স্বয়ংবরে নাগতং ন পুনর্মম বলং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কর ॥ ৬৬ ॥ পূৰ্ব্বে আমি তোমার জনক জনকরাজের নিকট তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা
করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমি ধনুর্ভঙ্গরূপ পণবন্ধন করিয়াছি ।
ভগবান্ রুদ্রদেব আমার গুরু, তাঁহার শরণন ভগ্ন করিতে হইবে এই ভয়ে আমি তোমার
স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিন্তু তদবধিই আমার মন তোমার বিরহসাগরে
নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে । হে অসিতাপাঙ্গি ! তুমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছ ইহা শ্রবণ
করিয়া সেই পূৰ্ব্বানুরাগে বিমোহিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার
এই পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৭—৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-
বতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রব্রত প্রসঙ্গে রামায়ণবর্ণন নামক

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥



উনত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো হৃষ্টং জানকী ভয়বিহ্বলা ।
 বেপমানা স্থিরং কৃদ্ধা মনো বাচমুবাচ হ ॥ ১ ॥
 পৌলস্ত্য ! কিমসম্বাক্যং ত্বমাথ্ অনমোহিতঃ ।
 নাহং বৈ শ্রৈরিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা ॥ ২ ॥
 গচ্ছ লঙ্কাং দশাস্য হস্তং রামস্তাং বৈ হনিষ্যতি ।
 মৎকৃতে মরণং তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
 ইতু্যক্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহ্নিসন্নিধৌ ।
 গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণং লোকরাবণমু ॥ ৪ ॥
 সোধথ কৃদ্ধা নিজং রূপং জগামোটজমস্তিকম্ ।
 বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদতীং ভয়বিহ্বলামু ॥ ৫ ॥
 রামরামেতি ক্রন্দন্তীং লক্ষ্মণেতি মুহুমুহুঃ ।
 গৃহীত্বা নির্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাষট্শত পঞ্চাশৎপদৈঃ সীতাহতে: পদম্ ।

রাম: পোকং চকারেতি ভগ্নাতে বিস্তরাদিহ ।

রাবণবাক্যশ্রবণোত্তরং যজ্ঞাতং তদাহ তদাকর্ণ্যেতি ॥ ১—৩ ॥
 বহ্নিসন্নিধাৱিহোজস্বদ্ধিগার্হপত্যসন্নিধৌ । লোকান্ হুংখাদিনা রাবয়তি স লোক-
 রাবণঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, জানকী সেই হৃষ্টবাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ে বিহ্বল ও কল্পমান হইয়া
 চিন্তের স্বৈৰ্য্য সম্পাদন পূৰ্ব্বক বলিতে লাগিলেন । পৌলস্ত্যকুল-তিলক ! তুমি অনমোহিত
 হইয়া এরূপ অসম্বাক্য কেন বলিতেছ ? আমি জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব
 যেচ্ছাচারিণী নহি ॥ ১—২ ॥ দশানন ! তুমি সত্বর লঙ্কায় গমন কর, নতুবা রামচন্দ্র
 তোমার গ্রাণ বিনাশ করিবেন, আমার নিমিত্ত তোমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥
 এই বলিয়া সীতাদেবী, “বাও বাও” বলিতে বলিতে অগ্নিহোত্র গৃহস্থিত গার্হপত্য অগ্নি
 সন্নিধানে গমন করিলেন । বাহার দৌৰ্জন্তজনিত ক্লেশ পরম্পরায় লোক সন্তপ্ত হ্রাদি জাহি
 রধে চীৎকার করিতে থাকে, সেই হৃষ্টবুদ্ধি রাবণ, স্বকীয় বেশ ধারণ পূৰ্ব্বক কুটীর নিকটে
 গমন করিয়া, ক্রন্দনশীলা বালা ও তর-বিহ্বলা জানকীকে ধারণ করিল ॥ ৪—৫ ॥ সীতা

গচ্ছন্নরূপপুঙ্খেন মার্গে রুদ্ধো ভটায়ুধা ।
 সংগ্রামোহভূম্মহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনান্তরে ॥ ৭ ॥
 হস্তা তং তাং গৃহীত্বা চ গতৌহসৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
 লঙ্কারাং ক্রন্দতী তাত ! কুররীব ছুরাশ্বনা ॥ ৮ ॥
 অশোকবনিকারাং সা স্থাপিতা রাক্ষসীযুতা ।
 স্ববৃত্তম্বেব চলিতা সামদানাদিভিঃ কিল ॥ ৯ ॥
 রামোহপি তং যুগং হস্তা জগামাদায় নিবৃত্তঃ ।
 আয়াস্তং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেহনুজাসমম্ ॥ ১০ ॥
 একাকিনীং প্রিয়াং হিহ্না কিমর্থং ভ্রমিহাগতঃ ।
 শ্রেষ্ঠা স্বনস্ত পাপস্ত রাঘবস্তুব্রবীদিদম্ ॥ ১১ ॥
 সৌমিত্রিস্তুব্রবীদ্বাক্যং সীতাবাগ্ৰাণতাড়িতঃ ।
 প্রভোহত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগাম সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
 তদা তৌ পর্ণশালায়াং গস্তা বীক্ষ্যাতিদুঃখিতৌ ।
 জানক্যশ্বেষণে যত্নমুভৌ কর্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩ ॥

নিজং রাক্ষসরূপম্ ॥ ৫—৭ ॥

তং ভটায়ুধং হস্তা তাং জানকীঞ্চ গৃহীত্বা গত ইত্যায়ঃ । লঙ্কারামিত্যন্তোত্তরোণায়ঃ ।
 ছুরাশ্বনা লঙ্কারামশোকবনিকারাং কুররীব ক্রন্দতী স্থাপিতৈত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

হে অমুজ লক্ষ্মণ ! অসমং বিষমম্ ॥ ১০ ॥

রাম রাম ও লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পাপমতি রাবণ তাঁহাকে
 ধরিয়া সত্তর রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ পথিমধ্যে অরুণপুত্র
 ভটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই বনমধ্যে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, দৃষ্টবুদ্ধি
 রাক্ষাসেশ্বর রাবণ তাহাকে বিনাশ করিল। সেই ছুরাশ্বা সীতারে গ্রহণ করিয়া লঙ্কায়
 গমন করিল। অনন্তর, সীতা কুররীর ছায় ক্রন্দন করিতে লাগিলে রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসী-
 গণে পরিবেষ্টিত করিয়া অশোক-বনমধ্যে রাখিয়া দিল। লঙ্কাপতি সীতাকে অনেক সাত্বনা
 প্রয়োগ পুঙ্ক ঐশ্বর্য দানাদির প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজ নির্মল ও
 পবিত্র চরিত্র হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭—৯ ॥

এদিকে রামচন্দ্র, সেই যুগকে বধ করিয়া গ্রহণপূর্বক হস্তির চিত্তে আগমন করিতে-
 ছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি কি বিষম কণ্ঠই
 করিয়াছ, তুমি পাণিষ্ঠ মায়াবীর স্বর শ্রবণ করিয়া একাকিনী প্রেয়সীকে পরিত্যাগ পূর্বক
 এখানে আগমন করিলে কেন ? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো ! আমি সীতাদেবীর বাক্যবাণে
 বিতাড়িত হইয়া দৈব বশতই এখানে আগমন করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১২ ॥ তখন

মার্গমাণৌ তু সম্প্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ ।
 জটায়ুঃ প্রাণশেষস্ত পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥
 তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হতাসৌ জনকাস্বজা ।
 ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোহহং যুধে পুনঃ ॥ ১৫ ॥
 ইতু্যক্তাসৌ গতপ্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ ।
 কৃষ্ণোৰ্দ্ধৈদহিকং রামলক্ষ্মণৌ নির্গতো ততঃ ॥ ১৬ ॥
 কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎপ্রভুঃ ।
 বচনান্তস্ত হরিণা সখ্যং চক্রেহথ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
 হস্তা চ বালিনং বীরং কিঙ্কিয়ারাজ্যমুত্তমম্ ।
 স্ত্রীবায়ুর্দদৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্যভ্যতঃ ॥ ১৮ ॥
 তত্রৈব বামিকান্মাসাংস্তস্মৌ লক্ষণসংযুতঃ ।
 চিস্তয়ন্ জানকীং চিন্তে দশাননহতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥
 লক্ষণং প্রাহ রামস্ত সীতাবিরহপীড়িতঃ ।
 সৌমিত্রে ! কৈকয়স্থতা জাতা পূর্ণমনোরথা ॥ ২০ ॥

অর্থোক্তি । পাপস্ত দুষ্টস্ত মারীচেঃ শ্বনং শ্রদ্ধা প্রিয়ামেকাকিনীং হিহা কিমর্থং ষমিহাগত
 ইতীদং রাঘবোহুব্রবীৎ ॥ ১১—১৪ ॥

পাতিতস্তেনেতি শেষঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

তস্ত কবন্ধস্ত । হরিণা বানরেণ স্ত্রীবেণ ॥ ১৭—২০ ॥

তাঁহার দুইজনে পর্ণশালায় গমন করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত
 হইলেন, এবং জানকীর অবেশে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষণ, সীতার অবেশণ
 করিতে করিতে, প্রাণস্বাত্তাবশিষ্ট খগরাজ জটায়ু যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন,
 সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ জটায়ু কহিলেন, অদ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ, সীতাদেবীকে
 হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই পাপাত্মাকে রোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে
 আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া অস্ত্রাঘাতে আমাকে অবনীতলে পাতিত করিয়াছে। এই
 বলিয়া পক্ষিরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার দেহসংস্কার ও ঔর্দ্ধৈদহিক
 কর্ম সমাধা করিলেন, তদনন্তর উভয়েই সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥
 অনন্তর, প্রভু রামচন্দ্র কবন্ধকে নিপাতিত করিয়া তাহাকে শাপ হইতে বিমোচিত করিলেন
 এবং তাহারই বাক্যে বানররাজ স্ত্রীবেণ সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বন্ধ হইলেন ॥ ১৭ ॥
 তৎপরে রামচন্দ্র কার্যবশত বালীকে বিনাশ করিয়া কিঙ্কিয়ারাজ্য নববদ্ধ স্ত্রীবকে
 প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, রাবণ কর্তৃক অগচ্ছত সীতার বিবর নিরন্তর চিন্তা করিতে
 করিতে বর্ষা চারি মাস লক্ষণের সহিত সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র

ন প্রাপ্তা জানকী নুনং নাহং জীবামি তাং বিনা ।
 নাগমিষ্যাম্যযোধ্যায়ামুতে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১ ॥
 গতং রাজ্যং বনে বাসো যুতস্তাতো হতা প্রিয়া ।
 পীড়য়ন্মাং স দুষ্কৃত্বা দৈবোহগ্রে কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥
 দুর্জয়ং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতামুজ ! ।
 আবল্লোঃ কা গতিস্তাত ! ভবিষ্যতি স্নুহুঃখদা ॥ ২৩ ॥
 প্রাপ্য জন্ম মনোর্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল ।
 বনেহতিহুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্বকুতেন চ ॥ ২৪ ॥
 ত্যক্ত্বা হমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ ।
 দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে ! ভুঙ্কুঃ হুঃখং ছুরতায়ম্ ॥ ২৫ ॥
 ন কোহপ্যস্মৎকূলে পূর্বং যৎসমো হুঃখভাঙ্ নরঃ ।
 অকিঞ্চনোহক্ষমঃ ক্লিষ্টো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
 কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে ! মমোহস্মি হুঃখসাগরে ।
 ন চাস্তি তরণোপায়ো হসহায়স্তু মে কিল ॥ ২৭ ॥

(ন প্রাপ্তেতি । সীতায়ন্তজীবিত্বাং তাং বিনা ন জীবামিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

গতমিতি । রাজ্যভ্রংশাদিনা কষ্টতাবশেষো ন রক্ষিতঃ । ন জানে অতঃপরং দৈবং কিং
 কষ্টাং কষ্টতরমস্মৎকং পাতয়িষ্যতি যতঃ স দুষ্টায়ৈতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

পূর্বমস্তু প্রতীকারো নাস্তীত্যাহ । দুর্জয়মিতি ॥ ২৩ ॥

সুখাত্যস্ত হুঃখভোগঃ অতিশয়ক্লেশকর ইত্যাহ প্রাপ্য জন্মেতি ॥ ২৪—২৬ ॥

সীতার বিরহে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! কেবলরাজ-তনয়ার
 মনোরথ এখন পরিপূর্ণ হইল ॥ ২০ ॥ জানকীকে আর পাওয়া যাউবে না, জানকী ব্যতিরেকে
 আমিও অযোধ্যায় গমন করিব না দেখ, জানকী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিতেও
 সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥ রাজ্য গেল, বনে বসতি হইল, পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, প্রিয়াকেও
 হারাইলাম ; দুষ্টান্না দৈব, এখন আমাকেত এইরূপ পীড়া দিতেছে, পরে যে কি করিবে,
 তাহা আমি এখন কিরূপে বলিব ? ॥ ২২ ॥ বৎস লক্ষ্মণ ! ভবিতব্য প্রাণিগণের অত্যন্ত
 দুর্জয় ইহার পর আমাদেরিগের যে কি হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না ॥ ২৩ ॥
 দেখ, আমরা উভয়ে মম্বর বংশে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিমাও পূর্বকৃত কৰ্মবশে বন-
 বাসের হুঃখভাগী হইলাম ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমিও দৈবযোগে রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্বক
 আমার সহিত নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে আমার সহিত দ্বন্দ্বের হুঃখরাশি ভোগ করিতে
 থাক ॥ ২৫ ॥ আমাদের কূলে পূর্বে আমার মত হুঃখভাগী কখনও কেহই জন্মগ্রহণ করেন
 নাই, কেবল আমাদের কূলের কথা কেন আমার স্থায় ক্লেশবৃত্ত, অক্ষম ও অকিঞ্চন

ন বিত্তং ন বলং বীর ! ত্বমেকঃ সহচারিকঃ ।
 কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেহস্মিন্ স্বকৃতেহনুজ ! ॥ ২৮ ॥
 গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিস্তসতোপমম্ ।
 বনে বাসন্ত সস্ত্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনিশ্চিতম্ ॥ ২৯ ॥
 বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ ।
 নীতা দৈবেন দুষ্টেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০ ॥
 লঙ্কেশস্য গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতে ।
 পতিব্রতা স্মশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা হৃশম্ ॥ ৩১ ॥
 ন চ লক্ষ্মণ ! বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ ।
 স্মৈরিণীব বরারোহা কথং শ্যাজ্জনকাজ্জা ॥ ৩২ ॥
 ত্যজেৎ প্রাণাম্মিয়ন্তু স্তে মৈথিলী ভরতানুজ ! ।
 ন রাবণস্য বশগা ভবেদিতি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥
 যুতা চেজ্জানকী বীর ! প্রাণাংস্ত্যক্ত্যাম্যসংশয়ম্ ।
 যুতা চেদসিতাপাঙ্গী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ ! ॥ ৩৪ ॥

অকিঞ্চনস্ত মে নাস্তি কোহপ্যায় ইত্যত আহ কিং করোমীতি ॥ ২৭—৩০ ॥)
 কথং দুঃখং ভবিষ্যতীত্যনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ । তন্ন বোধ্যাহমিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যক্তি কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৬ ॥ সৌমিত্রে ! আমি দুঃখমাগরে নিমগ্ন হই-
 লাম, আমার সহায় নাই, অন্ত কোন উপায়ও নাই, আমি এখন কি করিব ? ॥ ২৭ ॥ আমার
 বল নাই, বিত্ত নাই, হে বীর ! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহচর, ভাই ! এই নিজকৃত
 কর্মভোগে আমি কাহার উপর কোপ করিব ॥ ২৮ ॥ হায় ! ইজ্জসভাসদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন
 হস্তগত রাজ্য ক্ষণকাল মধ্যে হারাইয়া বনবাস প্রাপ্ত হইলাম, লক্ষ্মণ ! বিধি নির্দিষ্ট
 কর্ম কোন ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ? ॥ ২৯ ॥ আহা ! কোমলাঙ্গী বৈদেহী বাল্যভাববশে
 আমাদের সহিত বনে আসিল, দুর্দান্ত দৈব সেই সর্কানুস্মরী মনোরমা কামিনীকে হস্তর
 দুঃখমাগরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥ সেই শ্যামা জনকনন্দিনী আমার প্রতি অত্যন্তই প্রীতি-
 সম্ভী, তিনি সততই সাধুচরিত্রা ও পতিব্রতা, অতএব লঙ্কেশ্বরের গৃহে কিরূপে দুঃখভোগে
 সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩১ ॥ লক্ষ্মণ ! সীতাদেবী কখনই রাবণের বশবর্তিনী হইবেন না, সেই
 বরবর্ণিনী পতিব্রতা 'জনকনন্দিনী' কিরূপে বৈরিণীর জ্ঞায় আচরণ করিতে সমর্থ হই-
 বেন ? ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে রাবণ আপনার প্রভু বল যদি জনকজ্ঞার
 প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে সীতা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তথাপি তাহার বশ-
 বর্তিনী হইবেন না ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মণ ! জানকী যদি জীবন বিসর্জন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই

এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্ ।

লক্ষ্মণঃ প্রাহ ধৰ্ম্মাত্মা সান্ত্বয়ন্তয়া গিরা ॥ ৩৫ ॥

ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো ! ত্যক্তা কাতরতামিহ ।

আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হস্তা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ৩৬ ॥

আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্যাদ্ভবন্তি তে ধীরাঃ ।

অল্পধিয়ন্ত নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেহপি ॥ ৩৭ ॥

সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ দৈবীধীনাবুভাবপি ।

শোকস্ত কীদৃশস্তত্ৰং দেহেহনাত্মনি চ কচিৎ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদ্যথা বনে বাসো বৈদেহ্য হরণং যথা ।

তথা কালে সমীচীনে সংযোগোহপি ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

প্রাপ্তব্যং স্তখছুঃখানাং ভোগান্নিবর্তনং কচিৎ ।

নানুথা জানকীজানে ! তস্মাচ্ছেদ্যং ত্যজাধুনা ॥ ৪০ ॥

নিয়ন্ত্বে রাবণেন নিয়ন্ত্বে স্বীকৃত্যে সতীত্বার্থঃ । নিয়ন্ত্বে স্বীকৃত্য যদি বলাৎকারং
কুৰ্যাদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আপদি সম্পদি সত্যামিত্যর্থঃ । তুল্যাঃ সমচিত্তা ইত্যর্থঃ । নিমগ্নাঃ কষ্টে ইতি । অল্পধিয়ন্ত
বিভবেহপি সতি কষ্টে নিমগ্না ভবন্তি ॥ ৩৭ ॥

(সংযোগাদেদৈবীধীনত্বাৎ বৃথা শোকাদিকং মা কুরু ইত্যত আহ সংযোগ ইতি ।
অনাত্মনি দেহে শোকঃ কীদৃশঃ অকর্তব্যঃ এব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদিতি । সমীচীনে দৈবেন পুরুষকারেণ চানীতে সমুপস্থিতে বা কালে ইত্যর্থঃ ।
দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ । ত্রয়মেতন্নরাণাম্ পিণ্ডিতং ত্রাং ফলাবহমিতি
বচনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; কারণ, সেই অসিতাপাদ্রী সীতাই যদি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন,
তবে আমার এই দেহে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৪ ॥

কমললোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিলে ধৰ্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে
সান্ত্বনা করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ বীরবর ! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ
করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি সম্বরই সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতা-
দেবীকে আনয়ন করিব ॥ ৩৬ ॥ বীরগণ, ধৈর্য্যধারণ হেতু আপদে এবং সম্পদে অবিকলিত-
চিত্তই থাকেন, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সম্পদে সঙ্কেত কষ্টে নিমগ্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ সংযোগ ও বিয়োগ
উভয়ই দৈবের অধীন ; তবে এই অনাত্মা দেহের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন
কি ? ॥ ৩৮ ॥ যেভাবে রাজ্য হইতে বনবাস হইয়াছে এবং যেভাবে সীতা বিয়োগ ঘটয়াছে,
সেইরূপ উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই আবার সীতার সহিত সংযোগ হইবে ॥ ৩৯ ॥ হে

বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দিশম্ ।

শুদ্ধিং জনকনন্দিন্যা আনয়িষ্যন্তি তে কিল ॥ ৪১ ॥

জ্ঞাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃষ্টা পরাক্রমম্ ।

হত্বা তং পাপকর্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২ ॥

সসৈন্ত্যং ভরতং বাপি সমাহুয় সহানুজম্ ।

হনিষ্যামো বয়ং শক্রং কিং শোচসি বৃথাগ্রজঃ ॥ ৪৩ ॥

রঘুগৈকরথেনৈব জিতা সর্বা দিশঃ পুরা ।

তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্তুর্মহসি রাঘব ! ॥ ৪৪ ॥

একোহহং সকলাং জ্ঞেতুং সমর্থোহস্মি সুরাসুরান্ ।

কিংপুনঃ সমহাযো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫ ॥

জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন ! ।

হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬ ॥

সুখস্থানন্তরং দুঃখং দুঃখস্থানন্তরং সুখম্ ।

চক্রনেমিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্রঘুনন্দন ! ॥ ৪৭ ॥

প্রাপ্তব্যমিতি । কচিং সুখদুঃখানাং বা নিবর্তনমন্তি সুখদুঃখয়োঃচক্রবৎ পরিবর্তনশীলত্বা
দিত্যর্থঃ । অতঃ শোকস্ত্যাজ্য ইতিভাবঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥)

অধুনা রামমুত্তেজয়িতুমাহ রঘুগেতি ॥ ৪৪ ॥

একোহহমিতি । ত্রিভুবনজয়সমর্থস্ত মে রাবণস্ত তৃণবৎ প্রতিভাতি । অতঃশোকো ন
কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জানকীবল্লভ ! কোনও সময়ে সুখভোগ ও দুঃখভোগ অবশ্যই বিবর্তিত হইয়া থাকে সন্দেহ
নাই ; অতএব আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥ ৪০ ॥ বহুতর
বানর আমাদের সহায় হইয়াছে, ইহারা চারিদিকে, গমন করিয়া জনকনন্দিনীর সমাচার
আনয়ন করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রভো ! লঙ্কার গমনমার্গ অবগত হইয়া সেখানে গমন ও পরাক্রম
প্রকাশ পূর্বক পাপকর্ম্ম রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা
সৈন্ত ও শক্র সহিত ভরতকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়াই শত্রু সংহার করিব,
তবে আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ প্রভো ! আমিদিগের পূর্ব পুরুষ
মহারাজ বীরবর রঘু, পূর্ব্বে একাকী দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, আপনি সেই বংশে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া কিরূপে শোক করিতেছেন ? ॥ ৪৪ ॥ আমি একাকীই সুরাসুর সকলকেই
পরাজয় করিতে সমর্থ, তবে যদি সহায় পাই তাহা হইলে রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে
সংহার করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৫ ॥ হে মহাবাহো ! আমরা সাহায্যের নিমিত্ত

মনোহতিকাতরং যন্ত স্তুত্বদুঃখসমুদ্ভবে ।
 স শোকসাগরে মমো ন স্তুখী স্তাৎ কদাচন ॥ ৪৮ ॥
 ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন ! ।
 নহ্ষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সর্বৈর্মঘবতঃ পদে ॥ ৪৯ ॥
 স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগণানপি ।
 অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্তা নিজং পদম্ ॥ ৫০ ॥
 পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালৈ বিপরিবর্তিতে ।
 নহ্ষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ ॥ ৫১ ॥
 ইন্দ্রানীং কাময়ানস্ত ব্রাহ্মণানুবমন্ত চ ।
 অগস্তিকোপাৎ সঞ্জাতঃ সর্পদেহো মহীপতিঃ ॥ ৫২ ॥
 তস্মাচ্ছোকো ন কর্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব ! ।
 উদ্যমে চিত্তমাস্থায় স্নাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা ॥ ৫৩ ॥
 সর্বজ্ঞোহসি মহাভাগ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ।
 কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

স্বথদুঃখানাগস্থিরত্বং বিজ্ঞায় দুঃখং ন কর্তব্যমিত্যাহ স্বথস্থানান্তরমিতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥
 অজ্ঞাতবাসং কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥

জনকরাজকে আনয়ন করিয়া সেই দুরাচার সুরকণ্টক রাবণকে নিহত করিব ॥ ৪৬ ॥
 রঘুনন্দন ! চক্রনেমির আয় স্বথের পর দুঃখ ও দুঃখের পর স্বথ উপস্থিত হইয়া থাকে, স্বথ
 এবং দুঃখ একবারে কখনই হয় না । স্বথ ও দুঃখে ঘাহার মন অত্যন্ত অভিভূত হয়, সেই
 ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং সে কদাচই স্তুখী হইতে পারে না ॥ ৪৭—৪৮ ॥ দেখুন,
 পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ একত্রিত হইয়া
 নহ্ষরাজকে ইন্দ্র পদে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই সময় দেবরাজ ভীত হইয়া
 আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্বে বহুতর বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কাল
 পরিবর্তিত হইলে তিনি আপন পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং নহ্ষরাজ অধিশাপে
 ভূমিতে পতিত হইয়া অজগর মূর্তি ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫১ ॥ মহীপতি নহ্ষ ইন্দ্রাণী
 দেবীকে কামনা এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া মহর্ষি অগস্তির কোপবশে ভূজঙ্গ বোনিতে
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে রাঘব ! বিপদ উপস্থিত হইলে শোক করা
 কর্তব্য নহে ; বিপদকালে উদ্যমে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক অবস্থিতি করা পণ্ডিতগণের একান্তই
 কর্তব্য ॥ ৫৩ ॥ হে জগতীপতে ! আপনি মহাভাগ, সর্বজ্ঞ ও সকল কার্য্যেই সমর্থ ; এক্ষণে
 প্রাকৃত অনেক কাল অতিশয় শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন ? ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি লক্ষণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ ।

ত্যক্ত্বা শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
সীতাহরণরামশোকবর্ণনং নাম একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অত্যাধমতিশয়িতম্ । (প্রতীকারশ্রবণাৎ ভবিষ্যে কালেহপি সীতাসংযোগ স্মরণেন
আত্যন্তিকসস্তাপস্তা বিগমাৎ বিগতজ্বরত্বম্ ॥ ৫৫ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন রামচন্দ্র লক্ষণের এইরূপ সান্দ্রনা বাক্যে সেই কঠোর
ভর শোক পরিত্যাগ পূর্বক স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ
বতের তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণানন্তর রামের দুঃখ বর্ণন নামক
ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং তৌ সন্নিদং কৃৎস্না যাবত্তৃষ্ণীং বভূবতুঃ ।
আজগাম তদাকাশান্নারদৌ ভগবানৃষিঃ ॥ ১ ॥
রথয়শ্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্ ।
গায়ন্ বৃহদ্রথং সাম তদা তমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তং রাম উথায় দদাবথ বৃষং শুভম্ ।
আসনং চার্য্যপাদ্যঞ্চ কৃতবানমিতদ্ব্যতিঃ ॥ ৩ ॥
পূজাং পরমিকাং কৃৎস্না কৃতাজ্জলিরূপস্থিতঃ ।
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্জো মুনিনা হরিঃ ॥ ৪ ॥
উপবিষ্টং তদা রামং সানুজং হৃৎখমানসম্ ।
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥
কথং রাঘব ! শৌকার্ত্তৌ যথা বৈ প্রাকৃতৌ নরঃ ।
হতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন হুরাষ্ট্রনা ॥ ৬ ॥

ত্রিংশোল্লোকবর্ধৈশ্চ নারদৌ ব্রতমাহ হি ।

রামশ্চকার তচ্চাপি সমাপেতদিশোচ্যতে ॥

লক্ষণভাষণানন্তরং জায়মানং কৃত্যমাহ । এবং তাবিতি । সন্নিদং বিচারম্ ॥ ১ ॥

তং রামমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥

রামস্তং দৃষ্টোথায় বৃষং শ্রেষ্ঠমাসনং দদৌ ॥ ৩—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাম ও লক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ভগবান্ নারদঋষি, স্বরগ্রামসম্বিত আপনার মহতীবীণা যোগে রথস্তর-সামবেদ গান করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ অমিতভেজা রামচন্দ্র, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়া সম্বর উত্তম আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা, করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, রহিলেন এবং মুনিবর আজ্ঞা করিলে ভগবান্ তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ রামচন্দ্র অহুজের সহিত হৃৎখিতচিত্তে উপবেশন করিলে মুনিসত্তম নারদ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘুনন্দন ! আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির দ্বার শৌকার্ত্ত হইয়া রহিয়াছেন কেন ? হুরাষ্ট্রা রাবণ যে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে তাহা আমি জানি । ত্রিশদ্ববনে অবস্থিত করিতে

হ্রস্বসদ্রাগতশ্চাহং শ্রুতবাজ্জনকাত্মজাম্ ।
 পৌলস্ত্যেন হুতাং মোহাম্মরণং স্বমজানতা ॥ ৭ ॥
 তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! পৌলস্ত্যানিধনায় বৈ ।
 মৈথিলীহরণং জাতমেতদধঃ নরাধিপ ! ॥ ৮ ॥
 পূৰ্ব্বজন্মানি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী ।
 রাবণেন বনে দৃষ্টা তপশ্চস্তী শুচিস্মিতা ॥ ৯ ॥
 প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব ! ।
 তিরস্কৃতস্ত্যাসৌ বৈ জগ্রাহ কবরং বলাৎ ॥ ১০ ॥
 শশাপ তৎক্ষণং রাম ! রাবণং তাপসী ভূশম্ ।
 কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতম্ ॥ ১১ ॥
 দুরাত্ম্যস্তব নাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে ।
 অযোনিজা বরা নারী ত্যক্তা দেহং জহাবপি ॥ ১২ ॥
 সেয়ং রমাংশসম্ভূতা গৃহীতা তেন রক্ষমা ।
 বিনাশার্থং কুলশ্চৈব ব্যালী অগিব সজ্জমাৎ ॥ ১৩ ॥

কবরং কেশপাশম্ ॥ ১০ ॥

সংস্পর্শদূষিতং পরস্পর্শদূষিতং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছন্তীভাবয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

ব্যালী অগিবেতি । সজ্জমায়ালী অগিব অগ্নুচ্ছা মালাবুচ্ছা গৃহীতা ব্যালীর সপিণী-
 বেতার্থঃ । রমায়াঃ শাপেন পূৰ্ব্বজন্মানি মুনিপুত্রীং জাতং তৎকথা তু স্বান্দে প্রসিদ্ধা সৈব
 দ্বিতীয়জন্মানি সীতাভবৎ ॥ ১৩ ॥

করিতে শুনিলাম যে পুলস্ত্যকুলজ রাবণ আপনার মরণ না বুঝিয়া মোহবশে জানকীকে
 হরণ করিয়াছে । হে কাকুৎস্থকুলতিলক ! পৌলস্ত্যকুলের নিধনের নিমিত্তই আপনার
 জন্মগ্রহণ হইয়াছে, অতএব তচ্ছত্রই এক্ষণে এই জানকী হরণ সংঘটিত হইল ॥ ৫—৮ ॥
 রাঘব ! জানকীদেবী পূৰ্ব্বজন্মে মুনিতনয়া ও তপস্বিনী ছিলেন । তিনি তপোবনে তপস্তার
 অমুষ্ঠানে নিরত আছেন, এমন সময়ে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রার্থনা
 করিল, শুচিস্মিতে ! তুমি আমার ভার্য্যা হও । ইহা শুনিয়া তিনি রাবণকে তিরস্কার
 করিলে হুটমতি দশানন বলপূৰ্ব্বক তাহার কবরীঘটন ধারণ করিল । তখন তাপসী
 অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং দুরাত্মের স্পর্শে দূষিত দেহ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাবণকে
 অভিশাপ দিলেন, দুরাত্মন ! আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত অযোনিজা রমণী হইয়া
 অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিব । এই বলিয়া তিনি আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৯—১২ ॥
 হে পরমেশ্বর ! রাক্ষসাদিপতি রাবণ নিজ কুল বিনাশের নিমিত্ত মালাব্রমে তাঁহাবিধা সপিণীর

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! তন্তু নাশায় চামরৈঃ ।
 প্রার্থিতন্তু হরেরংশাদজবংশেহপ্যজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥
 কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো ! তত্র সা বর্ততে বশা ।
 সতী ধর্ম্মরতা সীতা স্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫ ॥
 কামধেনুপয়ঃ পাশ্রে কৃদ্ধা মঘবতা স্বয়ম্ ।
 পানার্থং প্রেষিতং তন্তাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬ ॥
 সুরভীদুগ্ধপানাং সা ক্ষুৎর্ভৃৎস্থবিবর্জিতা ।
 জাতা কমলপত্রাঙ্গী বর্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥ ১৭ ॥
 উপায়ং কথয়াম্যদ্য তন্তু নাশায় রাঘব ! ।
 ত্রতং কুরুষ শ্রদ্ধাবানাম্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
 নবরাত্রৌপবাসঞ্চ ভগবত্যাং প্রপূজনম্ ।
 সর্ব্বসিদ্ধিকরং রাম ! জপহোমবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥
 মেধৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ ।
 দশাংশং হবনং কৃদ্ধা স্নশস্তুং ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

অজ্ঞো নাম রঘুপুত্রস্তু বংশে ॥ ১৪ ॥

যত এতাদৃশঃ পরমেশ্বরস্বং সীতা চ পরমেশ্বর্যংশভূতা ততঃ কুরু ধৈর্য্যমিত্যাহ কুরু ধৈর্য্যমিতি । স্বাং ধ্যায়ন্তীত্যনেন প্রাতিব্রতভঙ্গো ন জাত ইতি বোধিতম্ ॥ ১৫ ॥

উদরক্ষুধা পীড়িতা সতী রাবণস্ত বশা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ । কামধেনুপয় ইতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অশ্বতত্ত্বতাঃ পাতিব্রত্যাং যদি সা প্রাপ্ততি তর্হি তদুপযোগায় নোচেয়ম কিং ফলং তন্তেতি চেত্তত্রাহ উপায়মিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

তায় সেই রমার অংশভূতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে কাকুৎস্থ ! সেই
 দুর্দান্ত রাবণের বিনাশের নিমিত্ত অমরুণ প্রার্থনা করিলে জন্ম, জরা ও মরণ বর্জিত হইয়া
 অংশ হইতে অবনীধামে অজবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ হে মহাবাহো ! আপনি
 ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সীতাদেবী দিবারাত্র আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং দেব-
 রাজ ইন্দ্র তাঁহার পানের নিমিত্ত অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ পাশ্রে করিয়া নিত্য নিত্য প্রেরণ
 করেন, তিনি তাহাই পান করিয়া থাকেন । এতো ! সুরধেনুর পুয়ঃপানে পদ্মপলাশাকী
 সীতাদেবী ক্ষুধাতৃষ্ণা দীর্ঘকাল বর্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আমি নিত্যনিত্য তাঁহাকে
 দেখিয়া আসিতেছি ॥ ১৬—১৭ ॥ রঘুনন্দন ! এখন তোমাকে আমি রাবণের নিধনোপায়
 বলিতেছি শ্রবণ কর । আপনি শ্রদ্ধাবান হইয়া এই আশ্বিনমাসেই ব্রতাহুতানে নিরত
 হউন ॥ ১৮ ॥ নবরাত্র উপবাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও বিধিপূরক জপ হোমাদির অহ-

বিষ্ণুনাচরিতং পূৰ্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা ।

তথা মঘবতা চীর্ণং স্বৰ্গমধ্যস্থিতেন বৈ ॥ ২১ ॥

অধিনা রাম ! কর্তব্যং নবরাত্রত্ৰতং শুভম্ ।

বিশেষেণ চ কর্তব্যং পুংসা কষ্টগতেন বৈ ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ ! কৃতমেতন্ম সংশয়ঃ ।

ভৃগুগাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥

গুরুণা হৃতদারেন কৃতমেতন্মহাত্রতম্ ।

তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! রাবণস্ত্ৰ বধায় চ ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ত্রতমনুভবম্ ।

ত্রিপুরস্ত্র বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে ! ।

বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ ! ত্রতমেতদতদ্রিতং ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

কা দেবী কিম্‌প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া ।

ত্রতং কিং বিধিবৎ ব্রুহি সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২৭ ॥

বিশংসিতৈঃ শনৈঃ । দশাংশং হবনং জপদশাংশমিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধুনাশায়িত । যদ্যপি তস্মিন্‌ সময়ে ত্রতং কর্তৃমুবকাশো ন জাতো নিদ্রোত্তরমবাব-
হিতকালে এব যুদ্ধস্ত জায়মানস্তাং তথাপি মম জ্ঞেযো ভবত্বং ত্রতং করিষ্যামীতি তস্মিন্‌
সময়ে সঙ্কর্যানস্তরং কৃতমিত্যত্র তাৎপর্য্যং ॥ ২৬—২৭ ॥

ষ্ঠান করিলে সৰ্ব্ব কামনাই পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ রঘুকুলতিলক ! পবিত্র ও
প্রশস্ত পণ্ডারা দেবীর বলি প্রদান ও জপ এবং জপের দশাংশ হোম করিলে নিশ্চয়ই
সীতার সমুদ্ধারে সমর্থ হইবেন ॥ ২০ ॥ পূৰ্বে বিষ্ণু, ত্রিলোচন ও পদ্মাসন, এবং স্বৰ্গস্থিত
দেবরাজও এই ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ অতএব হে রাঘব ! সুখী ব্যক্তির
বিশেষতঃ কষ্টসঙ্কটে নিপতিত পুরুষগণের এই কল্যাণকর ত্রতের অনুষ্ঠান করা একান্তই
কর্তব্য ॥ ২২ ॥ হে কাকুৎস্থ ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহঁরা সকলেই এই ত্রতের
আচরণ করিয়াছিলেন । সোম সুরগুরুর ভাৰ্য্যা তারারে হরণ করিলে, তিনিও এই
মহাত্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও রাবণ
বধের নিমিত্ত এই ত্রতের আচরণ করুন ॥ ২৩—২৪ ॥ হে মহামতে ! ইন্দ্র-বৃত্রবিনাশের
নিমিত্ত ত্রিলোচন ত্রিপুরবিনাশার্থ এবং নারায়ণ মধুকৈটভবিনাশের নিমিত্ত পূৰ্বে এই
ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব আপনিও সমাহিতচিত্তে বিধিপূৰ্ব্বক এই ত্রাত্তান
দৃঢ়সঙ্কল্প হউন ॥ ২৫—২৬ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণু রাম ! সদা নিত্য শক্তিরাদ্যা সনাতনী ।

সর্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা হুঃখনাশিনী ॥ ২৮ ॥

কারণং সর্বজন্তুনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘুবহ ! ।

তস্তাঃ শক্তিং বিনা কোহপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ ॥২৯॥

প্রশ্নচতুষ্টয়স্ত ক্রমেণোত্তরমাহ শৃণু রামেতি । হে রাম ! যা নিত্য কালত্রয়াবধা আদ্যা
কাদিকারণত্বতা ব্রহ্মরূপা যা চ সনাতনাদিসিদ্ধা শক্তির্জড়রূপা মায়াখ্যা বহৌ বহিশক্তি-
দব্রহ্মণি স্থিতা । এতদুভয়াস্বকমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং তৎসং সা দেবী দেবীপদবাচ্যং ভবতি ।
তথা গজশরীরে প্রবিষ্টং চৈতন্তং গজনামকং ভবতি তথা জগৎকরণমায়াশরীরে প্রবিষ্টং প্রথম-
শ্চৈতন্তং মুখ্যতয়া মায়াশক্তিপ্রকৃতিসংজ্ঞকং ভবতি অতএব সর্বোৎকৃষ্টং প্রথমং দেবীতৎসং
সতি তদনন্তরং দেবীতৎসমেব তত্তদুপগোপাধিষু প্রবিষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণুাদিসংজ্ঞাং ভজতে তদেব
কৃতমাত্মানু প্রবিষ্টং তথা মহাভূতেষু প্রবিষ্টং তত্তৎসংজ্ঞাং ভজতে ইতি দেবীরূপমেব
ক্সমিতি সর্ববেদসিদ্ধান্তে । জাগর্তি ন পুনরৈক্যবশৈবমতাপত্তং । কীদৃশী সা যা পূজিতা
তী হুঃখনাশিনী জননমরণাদিসর্বসংসারহুঃখনাশিনী সর্বকামপ্রদা ধর্মকামার্থমোক্ষপ্রদা
ভবতি । এতেন কা দেবীতি রামপ্রশ্নোত্তরং দত্তং ভবতি । ইদং ভগবত্যাঃ স্বরূপং
হৃদারণ্যকে গার্গিবাক্ষণে স্পষ্টম্ । তত্র হি পৃথিব্যাদিকং কস্মিন্নোত্স্প্রাতং চেতি গার্গ্য
প্রথমে প্রশ্নে কৃতে যাজ্ঞবল্ক্যেন পরীকাশশক্তিতয়া চিদম্বরশক্তৌ মায়ায়ামোত্স্প্রাতং
চতুত্তরিতে গুনঃ সা চিদম্বরশক্তিঃ পরীকাশশক্তিতা মায়া কস্মিন্নোতা চ প্রোতা চেতান্তি-
প্রায়েণ সা হোবাচ । যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যাদিবো যদবাকৃপৃথিব্যাং যদন্তরা দ্যাব্যাপৃথিবী ইমে
দুতং চ ভবতু ভবিষ্যচেত্যাচক্ষতে কস্মিন্নেব তদোতং চ প্রোতং চেতি গার্গ্য প্রশ্নে কৃতে
জ্ঞানোব সা শক্তিরোতা চ প্রোতা চেতান্তিপ্রায়েণ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গি
দবো যদবাকৃ পৃথিব্যা যদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে যদুতং চ ভবচেত্যাচক্ষতে । আকাশ এব
গদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিণাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি সহোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি !
পাক্ষগা অভিবদন্ত্যস্থলমনুস্থমিত্যাদিনোত্তরং দত্তবান্ । তেন চ গ্রহেনেদমেব ভগবতী-
বরূপং প্রতাপাদিতং ভবতি স্পষ্টীকৃতং চৈতন্ত্যভিবৃহদারণ্যকটীকায়ামীনলকৃত্যামিতী-
হাপরম্যতে । অথ কিস্তপ্রাভাবা সেতি পৃষ্টশ্রোত্তরমাহ কারণমিতি । সর্বজন্তুনাংমিতীদং সর্ব-
জড়াপ্রপঞ্চশ্রোতগলক্ষণম্ । তথাচ সর্বকর্তৃত্বমেবাত্মাঃ প্রভাব ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ । তথাক্ষ-
রং সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি । মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যামায়িনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়োর্বিভূতিলেশো
বৈ জগদেতচ্চরচরমিতি ॥ ২৮ ॥

অধুনা কুতো জ্ঞাতেতি পৃষ্টশ্রোত্তরমাহ তস্তাঃ শক্তিং বিনেতি । তস্তা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগ-
বত্যাঃ সখিদঃ শক্তিমায়াখ্যা তাং বিনা কোহপি প্রাণী স্পন্দিতুং চলিতুং ক্ষমঃ সমর্থো নৈব
ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

রাম কহিলেন, জ্ঞাননিষ্ঠে !, সেই দেবী কে ? তাঁহার প্রভাব কিরূপ, কোথা
হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, সেই ব্রতই বা কি প্রকার ? আপনি
করণবিতরণ পূর্বক তৎসমস্তই বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্তন করুন ॥ ২৭ ॥

নারদ কহিলেন, রাঘব ! শ্রবণ করুন, সেই দেবী নিত্য ও সনাতনী আদ্যাশক্তি,
তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকল হুঃখ দূর করিয়া সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন ॥২৮ ॥

বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্তৃশক্তিঃ পিতৃশ্রম ।
 রুদ্রস্য নাশশক্তিঃ সা ভূত্যা শক্তিঃ পরা শিবা ॥ ৩০ ॥
 যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিৎস্তু সদসম্ভুবনত্রেয়ে ।
 তস্য সর্বস্য যা শক্তিস্তুত্বংপত্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
 ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ ।
 ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ ॥ ৩২ ॥
 তদা সা প্রকৃতিং পূর্ণা পুরুষেণ পরেণ বৈ ।
 সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নিগুণা শিবা ॥ ৩৩ ॥
 সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ম্ ।
 পূর্বারং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন দত্ত্বা শক্তীশ্চ সর্বশঃ ॥ ৩৪ ॥
 তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ।
 সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি । বিষ্ণুাদীনাম্ শক্তিঃত্রয়মপি সৈবেত্যর্থঃ । কা সা তত্রাহ অত্রা শক্তি-
 রিতি । পরা শিবা বাহুত্যা শক্তিঃ পরব্রহ্মশক্তিঃ সৈব বিষ্ণুাদিশক্তিঃত্রয়রূপিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

কিং বহুনা যচ্চ কিঞ্চিদিতি । যদৈতাদৃশো যদীয়য়াঃ শক্তের্হিমা তদা তাদৃশশক্তিমত্যা
 ব্রহ্মরূপিত্যা ভগবত্যা উৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ কুতোহপীত্যর্থঃ । নহি সর্বকারণস্তোৎপত্তিঃ
 কস্মাদপি সম্ভবত্যানবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সর্বাদিত্বমেব বর্ণয়ন্তুংপত্তিরাহিত্যং ভ্রুয়তি ন বুঞ্জেতি ॥ ৩২ ॥

যদা সর্কাতাবস্তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরচিহ্নেণ সংযুতা নিগুণা সাম্যাবস্থা
 রূপা যুগাদৌ বিহরতি ॥ ৩৩ ॥

সা ভূজেতি । সৈব পশ্চাৎ সগুণা গুণত্রয়সম্ভিত্বা ভূত্বা ততদগুণোপাধিতিঃ পূর্বারং ব্রহ্মা-
 দীন সংসৃজ্যোৎপাদয়িত্বা তেভ্যঃ শক্তীশ্চ দত্ত্বা ভুবনত্রয়ং করোতি ॥ ৩৪ ॥

তিনি ব্রহ্মাদি অখিল জীবগণের কারণ, তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নড়িতে
 চড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ সেই পরাংপরা শিবাদেবীই বিষ্ণুর পালনশক্তি, বিধাতার
 সৃষ্টিশক্তি, এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি ॥ ৩০ ॥ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে যে কোনও
 স্থানে যে কিছু নশ্বর ও নিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের শক্তি ; অতএব
 তাঁহার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে? ॥ ৩১ ॥ তাঁহার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মা নহেন,
 বিষ্ণু নহেন, রুদ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, ইন্দ্রাদি জ্ঞয়গণ নহেন, ধরা নহেন, ধরাধরও নহেন,
 অতএব তিনিই নিগুণা কৈবল্যরূপিণী পূর্ণা প্রকৃতি, তিনি ঐলয়কালে পরমপুরুষের সহিত
 মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৩ ॥ তিনিই অব্যয় বস্তু হইয়া প্রথমে ব্রহ্ম
 বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রদান পূর্ব্বক এই ভুবনত্রয়ের
 সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ তিনিই পরমাবিদ্যা বেদাদ্যা ও বেদকারিণী, জীবগণ তাঁহা

অসংখ্যাতানি নামানি তস্মা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল ।
 গুণকৰ্ম্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং বুবে ॥ ৩৬ ॥
 অকারাদিচ্ছকারান্তৈঃ স্বরৈর্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ ।
 অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন ! ॥ ৩৭ ॥
 রাম উবাচ ।

বিধিং মে ব্রুহি বিপ্রর্ষে ! ত্রতস্তাস্মৈ সমাসতঃ ।
 করোম্যদ্যেব শ্রদ্ধাবান্ শ্রীদেব্য্যাং পূজনং তথা ॥ ৩৮ ॥
 নারদ উবাচ ।

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্ ।
 উপবাসামবৈব ত্বং কুরু রাম ! বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥
 আচার্য্যোহহং ভবিষ্যামি কৰ্ম্মণ্যশ্চিন্নম্বহীপতে ! ।
 দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তাং জ্ঞাত্বৈতি । তাং ব্রহ্মরূপিণীং জ্ঞাত্বা নির্দিকল্পচেতসা স্বাভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য জন্ত-
 জীবো জন্মাদিরূপসংসাররূপবন্ধনামুচ্যতে । তথাচ ঋতিঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি ।
 সা বিদ্যেতি । পরমা যা বিদ্যা নির্দিকল্পবৃত্তিরূপা সা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী জ্ঞেয়া । ব্রহ্মণো
 বিদ্যাশরীরত্বাৎ । তদ্বক্তঃ শক্তিঃ শরীরমধিদেবতমন্তরাত্মা জ্ঞানং ক্রিয়াঃ করণমাসমজাল-
 মিচ্ছা । ঐশ্বর্য্যমারতনমাবরণানি চ ত্বাং কিস্তন্ন যন্তবসি দেবি ! শশাঙ্কমোলেঃ । এতাদৃশা
 ভগবত্যাশ্রিত্যপিত্যা উৎপত্তির্নন্যাপি ন সম্ভাব্যোত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ কিমাহ্বয়েতি পৃষ্টস্তোত্তরমাহ । অসংখ্যাতানীতি । হে রাম ! শ্রীভগবত্যা নামৈক-
 মন্তীতি চেম্ময়া বক্তব্যঃ কিন্তু যাবন্তঃ পদার্থান্তে সর্ব্বৈ ভগবতীরূপাঃ । একৈব সর্ব্বজ বর্ত্ততে
 তস্মাদুচ্যতে একেতিঋতেঃ একোহং বহুত্বাং প্রজ্ঞায়ৈয়েতিঋতেঃ । তথাচ যাবন্তঃ পদার্থা-
 ন্তেষ্বাং গুণকৰ্ম্মভেদেন বিধানেন ব্রহ্মাদিভিরসংখ্যেয়ানি নামানি কল্পিতানি যদেখং রাম
 বর্ত্ততে তদেদং নাম ভবতীদং নেতি কথং বুবে তস্মাৎ সর্বাণি নামান্তস্তা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ।
 তথাচ ঋতিঃ । তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ আনিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদি-
 সবর্ণণ, গুণ ও কৰ্ম্ম অল্পসারে' তাঁহার অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়া থাকেন । তাহা আমি
 বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥ হে রঘুনন্দন ! বিবিধ স্বরবর্ণ সংযোজিত অকারাদি
 ক্ষকারান্ত বর্ণ সমূহ দ্বারা তাঁহার অসংখ্য নাম বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রাম কহিলেন, বিপ্রবর ! আপনি:স্বংক্ষেপে সেই ত্রতের বিধি সুমন্ত আমাকে উপদেশ
 করুন, আমি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অদ্যই দেবীর পূজা করিব ॥ ৩৮ ॥

নারদ বলিলেন, রাঘব ! সমস্তগ স্থানে পীঠ রচনা করিয়া তথায় জগদম্বিকার সংস্থাপন
 পূরঃপর বিধিপূৰ্ণক নর দিন উপবাস করুন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্ ! আমি এই কৰ্ম্মে আচার্য্য
 হইয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে ইহা সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ভক্ষুহা বচনং সত্যং মহা রামঃ প্রতাপবান্ ।
 কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বাশ্বিকং শিবাম্ ॥ ৪১ ॥
 বিধিবৎ পূজনং তস্মাশ্চকার ত্রতবান্ হরিঃ ।
 সম্প্রাপ্তে চাশ্বিনে মাসি তস্মিন্ গিরিবরে তদা ॥ ৪২ ॥
 উপবাসপরো রামঃ কৃতবান্ ত্রতমুক্তমম্ ।
 হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪৩ ॥
 ভাতরৌ চক্রভূঃ প্রেমুণা ত্রতং নারদসম্মতম্ ।
 অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৪৪ ॥
 সিংহারুঢ়া দদৌ তত্র দর্শনম্প্রতিপূজিতা ।
 গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সানুজং গিরা ।
 মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫ ॥
 দেবুবাচ ।

রাম রাম মহাবাহো ! তুষ্টিস্মাদ্য ত্রতেন তে ।
 প্রার্থয়স্ব বরং কামং যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪৬ ॥
 নারায়ণাংশসমুত্তমং বংশে মানবেহনঘে ।
 রাবণশ্চ বধায়েব প্রার্থিতস্তুমরৈরসি ॥ ৪৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অকারাদিককারান্তরিত্তি ॥ ৩৭—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সেই প্রতাপবান্ ভগবান্ হরি মুনিবরের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক সত্য মনে করিয়া আশ্বিনমাস উপস্থিত হইলে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর সুশোভন পীঠ নির্মাণ করাইয়া তথায় জগদম্বিকা শিবা দেবীকে সংস্থাপিত করিলেন এবং বিধিপূৰ্ণক সেই ত্রতের অনুষ্ঠান ও দেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রঘুর উপবাস করিয়া সেই মহা ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিপূৰ্ণক হোম, বলিদান ও পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ত্রাতৃষ ভক্তিভাবে অষ্টমীর মহারাত্রে সেই নারদ সম্মত ত্রত সম্পূর্ণ করিলে তখন মহাদেবী ভগবতী পূজার পরিতুষ্ট হইয়া সিংহোপরি আরোহণ পূৰ্ণক তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত করিয়া মেঘের দ্বারা গম্ভীরস্বরে ও মধুর বচনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, রাম ! আমি তোমার ত্রতানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইলাম, বাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহা এখন আমার নিকট প্রার্থনা কর ॥ ৪৬—৪৭ ॥ রাম ! তুমি রাবণ বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মহুর নির্মল ও পবিত্র বংশে নারায়ণের অং

পুরা মৎস্ততনুং কৃৎস্না হৃদা ঘোরক রাক্ষসম্ ।
 ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮ ॥
 ভূত্বা কচ্ছপরূপস্ত ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্ ।
 অকূপারং প্রমহানং কৃৎস্না দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯ ॥
 কোলরূপং পুরা কৃৎস্না দশনাগ্রেণ মেদিনীম্ ।
 ধৃতবানসি যজ্ঞাম্ ! হিরণ্যাক্ষং জঘান চ ॥ ৫০ ॥
 নারসিংহীং তনুং কৃৎস্না হিরণ্যকশিপুং পুরা ।
 প্রহ্লাদং রাম ! রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব ! ॥ ৫১ ॥
 বামনং বপূরাস্থায় পুরা চ্ছলিতবান্ বলিম্ ।
 ভূত্রেম্ভস্তানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাদকঃ ॥ ৫২ ॥
 জমদগ্নিস্ততস্ত্বং বৈ বিষ্ণোরংশেন সংগতঃ ।
 কৃৎস্নান্তং ক্ষত্রিয়াণাস্ত দানং ভূমেরদাদদ্বিজৈঃ ॥ ৫৩ ॥
 তদেদানীং তু কাংকুৎস্ব ! জাতো দশরথাস্বজঃ ।
 প্রার্থিতস্ত্ব সুরৈঃ সৰ্বৈৰ্ রাবণেনাতিপীড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥
 কপয়ন্তে সহায়্য বৈ দেবাংশা বলবত্তরাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি নরব্যাত্র ! মচ্ছক্তিসংযুতা হমী ॥ ৫৫ ॥

অকূপারঃ সমুদ্রঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

জম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭ ॥ তুমিই পুরাকালে দেবতাগণের হিত কামনায় মৎস্ততনু পরিগ্রহ
 করিয়া ঘোরতর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বেদ সকলের রক্ষা করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ তুমিই কচ্ছপ-
 রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরগিরি ধারণপূৰ্ব্বক পয়োনিধি মছন করিয়া দেবতাদিগের পুষ্টিসাধন
 করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥ রাম ! তুমিই পুরাকালে বরাহাবতার হইয়া দশনাগ্রতাগে মেদিনীমণ্ডল
 ধারণ করিয়াছি এবং নারসিংহ তনু পরিগ্রহ পূৰ্ব্বক হিরণ্যকশিপুর দেহ পর্তত-ধরতর-
 নখরাগ্র-কুলিশে বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫০—৫১ ॥ রঘুনন্দন ! তুমিই
 পুরাকালে বামনরূপ ধারণ পূৰ্ব্বক ইত্দের অমুজরূপে বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণের
 কার্য সাধন করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ কৌশল্যানন্দন ! তুমিই জমদগ্নির পুত্ররূপে বিপ্রবংশে অংশাবতার
 হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্মূলরূপে সংহার পূৰ্ব্বক তগবান্ কস্তপ ঋষিকে অধিল ভূমণ্ডল প্রদান
 করিয়াছ ॥ ৫৩ ॥ সেইরূপ এক্ষণে তুমি রাবণ কর্তৃক প্রপীড়িত সুরগণের প্রার্থনার নির্মূল
 কাংকুৎস্বকুলে দশরথের পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ ॥ ৫৪ ॥ অতএব দেবতাদিগের
 অংশোৎপন্ন মনীয় শক্তি সমন্বিত অত্যন্ত বলশালী কপীজগণ তোমার সহায় হইবে। তোমার

শেবাংশোহিপ্যমুজন্তেহয়ং রাবণাশ্রজনাশকঃ ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কর্তব্যোহত্র স্বয়ামব ! ॥ ৫৬ ॥

বসন্তে সেবনং কার্যং ত্বয়া তত্রোতিশ্রদ্ধয়া ।

হত্থাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাস্বখম্ ॥ ৫৭ ॥

একাদশহস্ত্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীতলে ।

কৃহ্য রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ ! গন্তাসি ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবী রামস্ত প্রীতমানসঃ ।

সমাপ্য তদব্রতং চক্রে প্রয়াগং দশমীদিনে ॥ ৫৯ ॥

বিজয়াপূজনং কৃহ্য দত্ত্বা দানাত্মনেকশঃ ।

নারদায় প্রতস্থেহসৌ সমুদ্রাভিমুখো হরিঃ ॥ ৬০ ॥

কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ,

প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ ।

উদধিতটগতোহসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-

ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্তিঃ ॥ ৬১ ॥

যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্য দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।

স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৬২ ॥

দ্বিজে দ্বিজাধিকরণে ॥ ৫৫—৫৮ ॥

ইত্যুক্তেতি । ইতি বরং দত্ত্বার্থঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥

অমুজ লক্ষণ শেবনাগের অবতার, এই অমুজ ভুলবলশালী পুরুষ, রাবণাশ্রজ ইন্দ্রজিতকে সংহার করিবে তাহাতে তুমি কিছুনাশ্র সন্দেহ করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥ তুমি রাবণকে সংহার করিয়া বসন্তকালে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিয়া যথাস্বখে রাজ্য করিতে থাকিবে ॥ ৫৭ ॥ রঘুবর ! তুমি একাদশ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতলে রাজ্য করিয়া পুনর্বার ত্রিদিব ভবনে গমন করিবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন এবং সেই কল্যাণকর ব্রত সমাপন পূর্বক দশমীদিনে বিজয়া-পূজা সমাধা এবং মহর্ষি নারদকে বহুবিধ বস্তু দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯-৬০ ॥ রাজন ! এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত মহাশক্তি মহাদেবী কর্তৃক প্রেরিত ও পূর্ণকাম হইয়া কমলাপতি রামচন্দ্রঅমুজের সহিত কপিগোত্র সমভিব্যাহারে সিদ্ধতটে গমন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্বক অরশত্রু রাবণকে সংহার করিলেন । তাহার এই অমূল্য কীর্তি ত্রৈলোক্য-মণ্ডলের সর্বত্রই

সন্ত্যস্তানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহুনি চ ।

শ্রীমদ্ভাগবতস্তাং ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেব্যা ভাগবতস্তাং তৃতীয়স্কন্ধবিভরণং । (১৮৭৬) সাঠেঃ বড়কিশৈলেন্দ্রপুণ্ডরীকাসো ব্যারীচয়ঃ ॥

ন তুল্যানীতি । 'তানি পুরাণাশ্চৈককণ্ঠ্যোপাধিবুদ্ধবুদ্ধাদিপ্রতিপাদকানীদন্ত দেবী-
ভাগবতং তদগুণবৃন্তভূতসাম্যাবস্থায়োপাধিবুদ্ধরূপপরাশক্তিপ্রতিপাদকমতো ন তন্তু-
ল্যানি তানি পুরাণানীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমদ্বৈবকুলোৎপন্নরত্ননাথায়জঃ স্বধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুত্তো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতস্তাং ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সমাগ্ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধ এতাস্তাঃ সমাপ্তো ভূচ্ছুভার্দদঃ ।

তেন তুষাতু সা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যে ত্রিংশদধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ ।

পরিকীর্ণিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ যে মানব ভক্তি সমন্বিত চিত্তে দেবীর এই অত্যাশ্রম চরিত
কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিপুল সুখসম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয়
সন্দেহ নাই ॥৬২॥ মহারাজ ! অন্তান্ত বহুতর পুরাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোনটাই এই
শ্রীমদ্ভাগবতের তুল্য নহে, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত নারদের নবরাত্র ব্রত বর্ণন ও রাম-

চন্দ্রের তদনুষ্ঠান বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তাধ্যায়ঃ তৃতীয়স্কন্ধঃ ।

চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বাসবেয় ! মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! সৰ্বজ্ঞাননিধেহনঘ ! ।
প্রক্ষমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্স্মাকং কুলবৰ্দ্ধন ! ॥ ১ ॥
শূরসেনস্বতঃ শ্রীমান্ বসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
শ্রুতং ময়া হরির্যশ্চ পুত্রভাবমবাণ্ডবান্ ॥ ২ ॥
দেবানামপি পূজ্যোহভূন্নাম্না চানকহুন্দুভিঃ ।
কারাগারে কথং বন্ধঃ কংসশ্চ ধৰ্ম্মতৎপরঃ ॥ ৩ ॥

গণেশায় নমঃ ।

যদ্বৈশ্বনরমেঘাভ্যাং জগতঃ প্রলয়োক্তবো ।
বলে তাত্ত্বেনেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিনীম্ ॥
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশতিঃ পদৈবনস্তরম্ ।
কৃষ্ণাবতাবসম্প্রাপ্তো রাজা কৃত্যুদীর্ঘাতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে রাবাবতারপর্যাস্তমবতারাঃ শ্রীভগবত্যাধীনাস্তয়া যথা যথা প্রের্যাস্তে তথা-
তথা তে কুর্কস্তীত্বাক্রং ন তু কৃষ্ণাবতারস্তুত্বধীন উক্তঃ । তথা চ তন্ত্বেশ্বরশক্তিযুক্তেষু ন তন্ত
হৃদশা তদাশ্রিতানাং যাদবানাং পাণ্ডবানাং হৃদশা কিমিতি জাতেত্যভিপ্রায়েণ । কিঞ্চ
জগতঃ কারণং শ্রীভুবনেশ্বরী ভগবতী মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিণীতি সৰ্ববেদসিদ্ধং তত্ত্বাশ্চ বৈষম্য-
নৈর্ঘ্যারাহিত্যেনোচ্চাবচস্থষ্টিকল্পনং কিংনিমিত্তমভবদिति তন্নিমিত্তপরিচয়ার্থঞ্চ জনমে-
জয়ঃ পুঞ্জতি বাসবেয় মুনিশ্ৰেষ্ঠেতি । বাসব্যাঃ স্নগন্ধায়াঃ অপত্যং বাসবেয়ঃ । শ্রীভ্যো
চগিতি চক্ । হে বাস ! ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সৰ্বজ্ঞাননিধে ! প্রভো ! হে বিমলাশ্রয় ! মুনিবর ! বাস-
বেয় ! আপনি নিয়তই অশ্রংকুলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে
কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ১ ॥ মুনিবর ! আমি পূৰ্বে শুনিয়াছি
যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি স্বাহার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপবান্ আনকহুন্দুভি
দেবগণেরও পূজ্যমী, সেই শ্রীমান্ শূরসেন-তনয় বসুদেব, সত্যত ধৰ্ম্মনিরত থাকিয়াও কি

দেবক্যা ভাৰ্য্যয়া সাক্ষং কিমাগঃ কৃতবানসৌ ।

দেবক্যা বালঘটকশ্চ বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥

তেন কংসেন কস্মাৎ যয়াতিকুলজেন চ ।

কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবশ্চ বৈ হরেঃ ॥ ৫ ॥

গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাহিত্যাম্পতিঃ ।

গতো জন্মান্তরং কস্মাৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬ ॥

দেবকীবাসুদেবৌ চ কৃষ্ণশ্চামিততেজসঃ ।

কথং ন মোচিতৌ বন্ধৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭ ॥

জগৎ কর্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে ।

প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কস্মৈ দুর্বিজ্ঞেয়ং মহাস্বভিঃ ॥ ৮ ॥

জন্ম বৈ বাসুদেবশ্চ যত্রাসীৎ পরমাস্তনঃ ।

কে তে পুত্রাশ্চ কা বালা যা কংসেন বিপোধিতা ॥ ৯ ॥

আগোহপরাধঃ । যেনাপরাধেন কারাগারে বদ্ধস্তাদৃশমাগঃ কিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যযাতে: কুলমৃতমমেব তদুত্তবেনাপি কংসেন কুলীনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গতো জন্মান্তরমিতি । ক্ষত্রিয়বংশজঃ সন্ গোপালবংশজত্ববিশিষ্টং লোকদৃষ্ট্য জন্মাতঃ
কস্মাদগত ইত্যর্থঃ । পিতরাবিত্যন্তোত্তরত্বেষ্যঃ ॥ ৬—৭ ॥

নমু প্রাক্তনকর্মবশাত্তৌ বন্ধৌ তত্র হরিঃ কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ প্রাক্তনং কিমিতি
বত্র পরমাস্তনো জন্মভবতত্র প্রাক্তনং কিমবশিষ্টম্ । যস্মদ্যত্রিভিরপি দুজ্ঞেয়ম্ । ন হি তস্মি
নতি পরমেশ্বরস্ত জন্ম শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নিমিত্ত কংসের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥ দেবকী-ভাৰ্য্যার সহিত তিনি
অপরাধ করিয়াছিলেন ? কি নিমিত্ত যযাতিকুলনন্দন কংসরাজ, দেবকীর ছয়টা শিশু পুত্রকে
বিনাশ করিয়াছিলেন । কি নিমিত্তই বা হরি বাসুদেবের পুত্র হইয়া কারাগারে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন ? ॥ ৪—৫ ॥ কেনই বা সাহিত্য কুলপতি ভগবান্ বাসুদেব গোকুলে নী
হইয়াছিলেন, ক্ষত্রবংশে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা তিনি লোকমধ্যে গোপালকুলজ বলিয়া
বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; অপ্রমিত তেজঃসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জনকজননী বাসুদেব ও দেবকী
কি নিমিত্ত নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ, যৌ
অপ্রমিত-প্রভাব হরি জননীর জঠরদেশে অবস্থিত হইয়াও কি নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ পিত
মাতাকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিলেন না । তাঁহারা যে বহাদুরগণের
দুজ্ঞেয় আপন আপন প্রাক্তন কর্মকলে কারাবদ্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইবে
পারে না, কারণ, পরমপুঙ্খ শ্রীকৃষ্ণ বেহানে জন্মশরিপ্রহ করিয়াছিলেন, সেখানে কি আ
প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ হইতে পারে ? আর, বাসুদেবের ওরুলে ও দেবকী গর্ভে সমুৎপন্ন
হইয়া পরিশেষে বাহারা কংস কর্তৃক নিহত হইয়াছিল তাহারা পূর্বজন্মে কে ছিল ? ৬৮ ।

শিলায়াং নির্গতা ব্যোম্মি জাতা স্বকৃভুজা পুনঃ ।
 গার্হস্থ্যঞ্চ হরেবৃহি বহুভাৰ্য্যাস্ত চানঘ ! ॥ ১০ ॥
 কার্য্যাণি তত্র তাস্তেব দেহত্যাগঞ্চ তস্মৈ বৈ ।
 কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যন্তম্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১ ॥
 চরিতং বাহুদেবস্ত ভ্রমাখ্যাহি যথাতথম্ ।
 নরনারায়ণৌ দেবৌ পুরাণায়ম্বিসত্তমৌ ॥ ১২ ॥
 ধৰ্ম্মপুঞ্জৌ মহাত্মানৌ তপশ্চৈরতুরন্তমম্ ।
 যৌ মুনী বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
 নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতষড়্গুণৌ ।
 বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্থেন্নৈ তপশ্চৈরতুরন্তমম্ ॥ ১৪ ॥
 তয়োরংশাবতারৌ হি জিহ্মকৃষ্ণৌ মহাবলৌ ।
 প্রসিদ্ধৌ মূনিভিঃ প্রোক্তৌ সৰ্ব্বজ্ঞৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ কে তে পুত্রা ইতি । শিলায়াং যে বিপোধিতা ইতি শেষঃ । তে কে পূৰ্ব্বজন্মনি
স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১—১০ ॥

কিংবদন্ত্যা জনশ্রুত্যা মনো মোহয়তীবেতি । কচিদীশ্বরবচ্ছরিতেন কচিজীববচ্ছরিতেন
হময়মাখরো বা জীবো বেতি মনসো মোহো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ নরনারায়ণাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

জিতষড়্গুণৌ জিতকামক্রোধাদিষট্কে । জগৎস্থেন্নৈ জগৎকল্যাণায় ॥ ১৪—১৫ ॥

৷ বালিকা কংস কর্তৃক শিলায় আহত ও তৎক্ষণাৎ অষ্টভুজা হইয়া আকাশপথে উখিত হইয়া-
 হলেন তিনিই বা কে ? হে বিমলান্মন ! যিনি বহুতর রমণীয় পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই
 ঐহিকি কল্পে গৃহস্থ ধর্ম্মের আচরণ করিলেন ; এবং তিনি সেই জন্মে যে যে কর্ম্ম করিয়া
 যন্ত্রপে দেহত্যাগ করেন তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন । আমি কিংবদন্তীতে বাহা
 হা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় যেন আমার মনকে মোহিত করিয়া আনিতেছে । ভগবন্ !
 গহাতে শুনিতেছি যে বাহুদেবের চরিত্র কখন ঈশ্বরের ভ্রায় কখন ও বা সামান্ত জীবের
 ায়, অতএব তিনি ঈশ্বর অথবা সামান্ত মানব এইরূপ সংশয়বিজ্ঞপ্তিত মোহে আমার মন
 াকুল হইয়া উঠিয়াছে আপনি বাহুদেবের চরিত যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই
 মাহ বিমূর্ত্তিত করুন ॥ ১—১১ ॥

হে ভগবন্ ! পূর্বে, পূৰ্ণপুৰ্ণ মহাত্মা পুরাতন মূনি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ নামক দেবতা
 ায় পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহুবর্ষ ব্যাপিতা অতু্যন্তম তপতা করিয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ এই
 নিষয় বিস্তার অংশ, ইহারা জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, নিঃস্পৃহ, জিতেজিয় ও নিরা-
 ায় হইয়া কামক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয় পূৰ্ণক অতু্যন্তম তপতা করিয়াছিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ সৰ্ব্ব-

বিদ্যমানশরীরো তৌ কথং দেহান্তরং গতো ।
 নরনারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জুনৌ কথম্ ॥ ১৬ ॥
 যৌ চক্রভূতপশ্চোগ্রং মৃত্যুর্থং যুনিসতমৌ ।
 তৌ কথং প্রাপভূর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭ ॥
 শূদ্রঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্ত যতো বৈশ্যঃ কামাধুর্যং ।
 বৈশ্যঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্ত দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
 ক্ষত্রিয়স্ত শুভাচারো যতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
 ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শাস্তো ভবরোগাধিযুচ্যতে ॥ ১৯ ॥
 বিপরীতমিদং ভাতি নরনারায়ণৌ চ তৌ ।
 তপসা শোষিতাত্মানৌ ক্ষত্রিয়ৌ তৌ বভূবুহুঃ ॥ ২০ ॥
 কেন তৌ কর্মণা শাস্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ ।
 ব্রাহ্মণৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে ! বদ ॥ ২১ ॥

বিদ্যমানশরীরো ভাবিতি । পূর্বদেহং পরিত্যজ্য দেহতিরোগমনং সম্ভবতি ন চ তদিত্যু-
 ক্তিঃ । তথা চ কথং তয়োর্দেহান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ যৌ চক্রভূতমিতি । মৃত্যুর্থং তপস্ততোর্দেহান্তরগমনফলং বিব্রুজুঃ কথমভূতমি-
 ত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদ্বস্তপসা যদ্যদ্বফলং ভবতি তদাহ শূদ্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥

এবং নিয়মে সতি নরনারায়ণয়োর্ব্রাহ্মণয়োজ্ঞানি নোপেক্ষ্য পরিত্যজ্য ক্ষত্রিয়জন্মফলং কথমভূত-
 মিত্যাহ বিপরীতমিতি ॥ ২০ ॥

বিপরীতফলকারণং তর্কয়তি কেন ভাবিতি ॥ ২১ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন নারদাদি মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, স্প্রসিদ্ধ মহাবল অর্জুন ও কৃষ্ণ পূর্বোক্ত
 পুরাতন মুনিষয়ের অংশাবতার ॥ ১৫ ॥ সেই নরনারায়ণ দেবভাষর পূর্বদেহ বিদ্যমান সবে
 কিরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জুন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ॥ ১৬ ॥ আর
 মুনীন্দ্রবৃন্দ মুক্তির নিমিত্ত উগ্রতর তপসা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার
 কিরূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ? ॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আমরা শুনিয়াছি, স্বধর্ম নিরত
 শূদ্র, দেহান্তে বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ বৈশ্য সদাচারনিষ্ঠ হইলে
 ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া থাকে এবং সদাচার সম্পন্ন ক্ষত্র, দেহ পরিহার পূর্বক ব্রাহ্মণকুলে
 জন্মিয়া থাকে । আর ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্পৃহ ও শাস্তিপথাবলম্বী হরেন তাহা হইলে ভবঘর্যা
 হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮—১৯ ॥ তগবন্ ! সেই নরনারায়ণ, তপসা বারা পরিত্য-
 জ্য করিয়া ও বে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, এ বিষয় নিয়মের বিপরীত বলিয়াই আমার নিকট
 প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তাঁহার বোপী হইলেও কি কর্ম বারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ
 করিয়াছিলেন ? অথবা তাঁহার ব্রাহ্মণ হইয়া শাপপ্রযুক্তই ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন ?

যাদবানাং বিনাশশ্চ ব্রহ্মশাপাদিতি জ্ঞতিঃ ।
 কৃষ্ণস্তাপি হি গাক্ষর্যাঃ শাপেনৈব কুলক্লয়ঃ ॥ ২২ ॥
 প্রত্যাশ্রয়হরণং চৈব শস্যরেণ কথং কৃতম্ ।
 বর্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনার্দনে ।
 পুত্রস্ত সূতিকাগেহাক্ষরণক্কাতিদুর্ঘটম্ ॥ ২৩ ॥
 দ্বারকাদুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশাদ্দুরতয়াং ।
 ন জাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা ॥ ২৪ ॥
 সন্দেহোহয়ং মহান্ ব্রহ্মস্মিন্দেহং কুরু প্রভো ! ।
 যৎ পত্ন্যো বাসুদেবস্ত দম্ব্যভিনুর্গীতা হতাঃ ॥ ২৫ ॥
 স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম ! ।
 সংশয়োহন্যোহস্তি মে ব্রহ্মশ্চিত্তান্দোলনকারকঃ ॥ ২৬ ॥
 বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরির্ভূভারহারকৃৎ ।
 ন কথং মথুরারাজ্যং ভয়াভ্যক্তা জনার্দনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ যাদবানামিতি । স কথং জাত ইতি বদেতি শেষঃ । কৃষ্ণস্তাপীতি । গাক্ষর্যাঃ
 শাপেনেখরস্তাপি কৃষ্ণস্ত কুলক্লয়ঃ কথং জাত ইত্যপি বদেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
 বাসুদেবে বর্তমানে পুত্রস্ত হরণং কথং কৃতমিত্যভ্যয়ঃ ॥ ২৩ ॥
 কিঞ্চ তেন কৃতং হরণং বাসুদেবেন দিব্যচক্ষুষা কথং ন জাতম্ । যদর্থং মহানোহে নিমগ্ন
 ইত্যাহ ন জাতমিতি ॥ ২৪ ॥
 কিঞ্চ যৎ পত্ন্য ইতি ॥ ২৫ ॥
 স্বর্গতে বৈকুণ্ঠং গতে ॥ ২৬ ॥

বাহাই হউক, হে মুনে ! আপনি আমার নিকট ইহার কারণ বর্ণন পূর্বক সংশয় অপনোদন
 করুন ॥ ২১ ॥ আমি শুনিয়াছি যে ব্রহ্মশাপে যতকূল ধ্বংস হয় এবং ত্রীকূক্ষ ঈশ্বরবতার
 হইলেও গাক্ষারীর অভিলাষে তাঁহার কুলক্লয় হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অশ্বরাজ শস্যর কি নিমিত্ত
 প্রত্যাশ্রয়ে হরণ করিয়াছিল, দেবদেব বাসুদেব জনার্দন বিদ্যমান থাকিলেও সূতিকাগার
 হইতে পুত্রের হরণ অত্যন্ত দুর্ঘট বলিয়া মনে হয় ॥ ২৩ ॥ শস্যরাস্তর ছরতিক্রম্য দ্বারকা
 মধ্যস্থিত হরির গৃহ হইতে প্রত্যাশ্রয়ে হরণ করিয়া লইয়া গেলেও বাসুদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা
 দেখিতে পাইলেন না কেন ? ॥ ২৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব দেহত্যাগ করিলে দম্ব্যগণ তাহার
 পত্নীগণকে যে লুপ্ত করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হই-
 য়াছে ॥ ২৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! দেবদেব বাসুদেব স্বর্গগত হইলেই উক্ত ব্যাপার কেন সংঘটিত
 হইল, ব্রহ্মন্ ! ইহা ব্যতীত আমার আর একটি গুরুতর সংশয় আছে বাহা মানসপথে
 উদ্ভূত হইয়া চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে ॥ ২৬ ॥ সাধো ! ত্রীকূক্ষ বিষ্ণুর অংশ হইতে

দ্বারবত্যাং গতঃ সাধো ! সসৈশ্বঃ সমুদ্রকরণঃ ।
 অবতারো হরেঃ প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮ ॥
 পাপাঙ্গানাং বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ।
 তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরাস্ত্রে ন নিপাতিতাঃ ॥ ২৯ ॥
 যৈর্হতা বাসুদেবশ্চ পত্ন্যাঃ সংলুপ্তিতাশ্চ তাঃ ।
 স্তেনাস্ত্রে কিং ন বিজ্ঞাতাঃ সর্বজ্ঞেন সতা পুনঃ ॥ ৩০ ॥
 ভীষ্মদ্রোণবধঃ কামং ভূভারহরণে মতঃ ।
 অবিতাশ্চ মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্মতৎপরাস্তে ॥ ৩১ ॥
 কৃষ্ণভক্তাঃ সদাচার্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ।
 তে কৃষ্ণা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানতঃ ॥ ৩২ ॥
 দক্ষিণা বিবিধা দত্তা ব্রহ্মণোভ্যোহতিভাবতঃ ।
 পাণ্ডুপুত্রাস্ত্র দেবাংশা বাসুদেবাশ্চিত্তা মুনৈঃ ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

ভীষ্মদ্রোণাদয়ো ধর্মাত্মানোহপি ভূভারকারক্য ইতি জ্ঞাত্বা তেষাং বধস্তত্ মত ইষ্টৌ
 জাতস্তথা সতি তেষাং স্তেনানাং কথং তেন বধো ন কৃত ইতি বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণভক্তা ইতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

উৎপন্ন ; যুনিগণও কহিয়া থাকেন যে ভূভার হরণের নিমিত্ত ভগবান্ হরি অবনীতে
 অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ত্রীকূক্ষ, অরাসন্ধের ভয়ে মথুরারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৈন্ত
 ও স্ত্রীদ্বগণের সহিত দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমার আশ্চর্য্য
 বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর দেখুন যদি অমেরাঙ্গা বাসুদেব, পৃথিবীর ভার হরণ,
 পাপাঙ্গগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যে সকল
 দুষ্ট তত্ত্বর তাঁহার পত্নীগণের লুপ্তন করিয়া লইয়াছিল ; তাহাদিগকে পূর্বে তিনি বিনাশ
 করেন নাই কেন ? তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াও কি সেই চৌরগণকে জানিতেন না ? ২৭—৩০ ॥
 তিনি ধর্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি মহাত্মা ধর্ম-
 পরায়ণ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে ভূভার বিবেচনা করিয়া কিরূপে তাহাদের বধ সাধন করিয়া-
 ছিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডু-
 পুত্রগণ সদাচার দেবাংশ সমুত্ত কৃষ্ণভক্ত, তাঁহার্য ভক্তিভাবে বিধিপূরক রাজহর মহাজ্ঞ
 সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বাসুদেবের আশ্রিত
 হইয়াছিলেন, তথাপি হে মুনৈ ! তাঁহার্য কিজন্ত ঘোরতর হুংস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের
 স্মৃতিরাশি কোথায় অপভ্রুত হইয়াছিল, মুনিবর ! তাহার্য এমন কি ঘোরতর পাপ

ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তাঃ ক গতং স্মৃতঞ্চ-তৎ ।
 কিং তৎ পাপং মহারোদ্ভং যেন তে পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩৪ ॥
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাং সমুখিতা ।
 রমাংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিসুতা তথা ॥ ৩৫ ॥
 সা কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুনঃ পুনঃ ।
 দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥
 রজস্বলা সভায়াস্ত নীতা ভীতৈকবাসসা ।
 বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎস্যস্থ সা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
 ধর্মিতা কীচকেনাথ রুদতী কুররী যথা ।
 ছতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮ ॥
 মোচিতা পাণ্ডবৈঃ পশ্চাদ্ভলবদ্বিগ্নহাজাভিঃ ।
 পূর্বজন্মকৃতং কিং তদ্ পাতকং যেন পীড়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥
 দুঃখান্বনেকান্যাপ্তান্তে কথয়াদ্য মহামতে ! ।
 রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃতা তে মম পূর্বজাঃ ॥ ৪০ ॥

ক গতং স্মৃতঞ্চ তদ্বিতি । নমু পূর্বমেবোক্তং রাজসূয়ঃ সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি
 তৎকথমত্র শঙ্কতে ক গতং স্মৃতঞ্চ তদ্বিতি চেষ্ট । এতাদৃশবাহুদেবাদিসর্বজ্ঞপুরুষসান্নিধ্যে
 কথং সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইত্যত্রৈব প্রশ্নতাৎপর্যাৎ । তদেবাহ কিং তৎ পাপমিতি । যেন
 পাপেন সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি ক্রীড়া দুঃখেন পীড়িতান্তৎ পাপং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ দ্রৌপদাতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥

কিঞ্চ রাজসূয়মিতি ॥ ৪০ ॥

করিয়াছিলেন, যদ্বারা তাহাদিগকে নিরন্তরই ক্রেশরাশি ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥ ৩২-৩৪ ॥
 মহাভাগা দ্রৌপদী বেদিমধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি লক্ষ্মীর অংশজাতা, সাধ্বী
 ও কৃষ্ণভক্তিসমম্বিতা ; তিনিই বা কি নিমিত্ত অতুলনীয় ঘোরতর দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন ? হায় ! দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্তৃক কেশাকর্ষণে অতিশয় প্রপীড়িতা এবং
 রজস্বলা একবস্ত্রা ও ভীতা হইলেও সেই দৃষ্ট কর্তৃক রাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তিনি
 বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী, ও কুররীর স্ত্রায় রোদন করিলেও কীচক কর্তৃক ধর্মিতা ও
 অপমানিতা হইয়াছিলেন ; হায় ! সেই দ্রৌপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও
 জয়দ্রথ কর্তৃক অপহৃত হইয়া পরিশেষে বলবান্ মহারাজা পাণ্ডবগণ কর্তৃক মোচিত হইয়া-
 ছিলেন ; যুনে । পূর্বজন্মে সেই পাণ্ডবগণ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যদ্বারা তাহাদিগকে
 এরূপ ঘোরতর মহারোদ্রে পড়িতে হইয়াছিল ? ॥ ৩৫—৩৯ ॥ হে মহামতে ! আমাদের
 পূর্বপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও কি কারণে এবংবিধ অনেক প্রকার দুঃখ

দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তাঃ পূৰ্বজন্মকৃতেন বৈ ।
 দেবাংশানাং কথং তেবাং সংশয়োহয়ং মহান্ হি মে ॥ ৪১ ॥
 সদাচারৈস্তু কৌন্তেয়ৈর্ভীষ্মদ্রোণাদয়ো হতাঃ ।
 ছলেন ধনলোভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪২ ॥
 প্রেরিতা বাহুদেবেন পাপে ঘোরে মহাত্মনা ।
 কুলং ক্ষয়িতবস্তস্তে হরিণা পরমাত্মনা ॥ ৪৩ ॥
 বরং ভিক্ষাটনং সাধোনীবারৈর্জীবনং বরম্ ।
 যোধাম হৃদা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪ ॥
 বিচ্ছিন্নস্ত ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম ! ।
 সমুৎপাদ্য হতানাম্ গোলকাক্ষত্রেশানান্* ॥ ৪৫ ॥

মম পূৰ্বজাঃ পূৰ্বজন্মকৃতপাপেন দুঃখং প্রাপ্তা ইতি বক্তব্যং তদপি ন সম্ভবতি । দেবাং-
 শানাং তেবাং পূৰ্বজন্মভাবাদ্ দেবানাঞ্চ পরমেশ্বরাধিকারিপূৰ্বকত্বাৎ পাপসম্ভাবনাভাব-
 ত্বাচ্চ দেবাংশানাং তেবাং কথং দুঃখসম্ভব ইত্যয়ং সংশয়ো মে বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিক্ সদাচারৈষ্বিতি । নশ্বরং মিথ্যাজগজ্জানানৈর্জীবনবহিঃ সদাচারৈঃ কথং হতা
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কিক্ প্রেরিতা ইতি । বাহুদেবেনশ্বরেণ কথং পাপে প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

লোভেন যোধাম হৃদা ন বিনাশ্য ভিক্ষাটনাদিনা জীবনং বরম্ । ন তু লোভেন যোধান্
 হৃদা রাজ্যভোগো বর ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিক্ বিচ্ছিন্নস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪০ ॥ যদি বলেন তাঁহারা
 পূৰ্বজন্মকৃতকৰ্মবশে অতি মহত্তর দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না;
 কারণ, তাঁহারা দেবাংশ, অতএব তাঁহাদের এক্ষণ দুঃখভোগ কিজন্ত ঘটয়াছিল, এতদ্বিষয়ে
 আমার মহৎ সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ কুন্তীপুত্রগণ সদাচার সম্পন্ন হইয়া এবং এই জগতের
 নশ্বরতা জানিয়াও ধনলোভে কি নিমিত্ত ছলপূৰ্বক ভীষ্মদ্রোণাদির বধ সাধন করিয়া-
 ছিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা, পরমাত্মস্বরূপ মহাত্মা বাহুদেব হরি কর্তৃক ঘোরতর পাপকাণ্ডে
 প্রেরিত হইয়া আপনাদের কুলক্ষয় করিয়াছিলেন ইহাত আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য
 বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥ হে সাধো ! বরং ভিক্ষাটনও ভাল, বরং নীবার কবিতার
 গ্রন্থ ধারণও ভাল, বরং শিল্পকর্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করাও ভাল তথাপি লোভ-
 বশে অস্ত্রাঘাত দ্বারা বোধগণের বধ সাধন করা কদাপি কর্তব্য নহে ॥ ৪৪ ॥ হে মুনিসত্তম !
 আপনিই, অতুল পরাক্রমী গোলক পুত্র সকল + উৎপন্ন করিয়া এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা

* মাতৃশাসনাৎ । ইতি বা পাঠঃ ।

! পুত্র, হত হইলে সেই নারীর গর্ভে অল্প পুত্র কন্যা উৎপাদিত পুত্রের নাম শ্লেসক ।

সোহিল্লেনৈব তু কালেন বিরাটতনয়ান্নতঃ ।

তাপসস্য গলে সর্পং শ্বস্তবান্ কথমদ্রুতম্ ॥ ৪৬ ॥

ন কোহপি ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ ।

তাপসং মৌনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং যুনে ! ॥ ৪৭ ॥

এতৈরশ্বেশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং মে মনোহধুনা ।

স্থিরং কুরু পিতঃ ! সাধো ! সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

জনমেজয়স্ত সন্দেহকথনপুরঃসরং কৃষ্ণাবতারপ্রশ্নকথনং নাম

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ঋদ্ধশমহানুভাবাচ্চৎপন্নং বংশে জায়মানঃ সং বিরাটতনয়া উত্তরা তস্তাঃ স্ততঃ পরিক্ষি-
তাপসস্ত গলে সর্পং কথং শ্বস্তবানিতার্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন ॥৪৫॥ আর সেই সংকুণ্ণসম্বৃত উত্তরাশ্রজ মহানুভব পিতৃদেব, অকস্মাৎ কিজন্ত
তাপস ব্রাহ্মণের গলদেশে, মৃতসর্প বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ? এই বিষয় আমার মহৎ আশ্চর্য্য
বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ
করেন না ; পিতৃদেব কি মৌনব্রতধারী তাপসের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ?
আপনি কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! এই সকল এবং অন্তান্ত
বহুতর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া আমার মন এক্ষণে অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া
উঠিয়াছে, হে দয়ানিধে ! সাধো আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ ; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল
মানসের স্থিরতা সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্ন নামক প্রথম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
পরিক্রিতসুতং শাস্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্ ।
উবাচ সংশয়চ্ছেত্বং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১ ॥
ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! কিমেতদ্বক্তব্যং কৰ্ম্মণাং গহনা গতিঃ ।
দুজ্জেরা কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা ॥ ২ ॥
যদা সমুৎখিতং চৈতদব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
কৰ্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সৰ্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
অনাদিনিধনা জীবাঃ কৰ্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ ।
নানাযোনিষু জায়ন্তে ত্রিযন্তে চ'পুনঃপুনঃ ॥ ৪ ॥

যদ্বিলােকিকিচিৎপ্রপঞ্চত চ কারণম্ ।

দেবাদীনাঞ্চ সৰ্বেষাং কৰ্ম্মণোভ্যুৎপাদ্যতে ॥

ইংং জনমেজয়েনানেকবিধান কৃতান্ প্রশ্নান্ শ্রুত্বা, তেষাং সৰ্বেষাং প্রশ্নানাং সমাধানং
প্রপঞ্চত দেবাদীনাঞ্চ কৰ্ম্মাধীনত্বমিতি ব্যাস উবাচেতি শৌনকাদীনু প্রতি হৃত আহ এবং
পৃষ্ঠঃ পুরাণজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ রাজন্ ! কিমিতি । এতদ্ব্যাপ্তপৃষ্ঠং কিং বক্তব্যং যতো দেবানাং
কৰ্ম্মণাং গহনা কঠা গতির্দুজ্জেরা ভবতি । যদা দেবাদীনাং কৰ্ম্মণৈব গতিস্তদা মানবানাং
কা কথা । তস্মাৎ কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কৰ্ম্মাধীনত্বমেব সৰ্বেষামাহ যদেতি । অত্র তদেতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

কৰ্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ কৰ্ম্মরূপকারণজন্তাঃ ॥ ৪ ॥

হৃত কহিলেন, অনন্তর সত্যবতীতনয় পুরাণবিদ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব, এইরূপে
জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিতপুত্র প্রশান্তচেতা জনমেজয়কে সংশয়চ্ছেদি বাক্য সকল
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে?
আপনি জানিবেন এই সংসারে কৰ্ম্মের গতি সহজেই বোধগম্য হয় না; ইহার বিচিত্র
গতি দেবতারাও হৃদয়লম্ব করিতে সমর্থ নহেন, বহুব্যাদিগের পক্ষে আর কি
বলিব ॥ ২ ॥ যখন এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন কৰ্ম্মের দ্বারাই সকলের
উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ কৰ্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন হই

কৰ্মণাং রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫ ॥
 শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কৰ্মভির্বেষ্টিতং হৃদম্ ।
 ত্রিবিধানি হি তান্মাহুৰ্ভূতাস্তদ্বিদশ্চ যে ॥ ৬ ॥
 সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারন্ধানি তথা পুনঃ ।
 বর্তমানানি দেহেহস্মিঃ ত্রৈবিধ্যং কৰ্মণাং কিল ॥ ৭ ॥
 ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সৰ্বেষাং তদ্বশস্ত্বং নরাধিপ ! ।
 সূত্ৰদুঃখজ্জরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥
 কামক্রোধো চ লোভশ্চ সৰ্বৈ দেহগতা গুণাঃ ।
 দৈবাধীনাশ্চ সৰ্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৯ ॥

দেহসংযোগোহয়ং ত্রিবিধকৰ্মরহিতঃ কদাপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

তত্র কৰ্মাণি ত্রিবিধানি সতীত্যাহ শুভাশুভৈরিতি । শুভানি সাধিকানি । অশুভানি
 তামসানি । মিশ্রাণি রাজসানি । তেষাং স্বরূপঞ্চ তৃতীয়ত্বক্কে সৰ্বাদিশুণনিরূপণপ্রকরণে
 স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৬ ॥

তানি চ প্রত্যেকং ত্রিবিধানীত্যাহ সঞ্চিতানীতি এবং কৰ্মণাং ত্রৈবিধ্যং ভবতী-
 ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরাঃ সন্তি তথাপি তে কৰ্ম্মণৈবেশ্বরা জ্ঞাতা ইতি কৰ্ম্মবশ্যত্বং তেষা-
 মন্তোবেত্যাহ ব্রহ্মাদীনামিতি । পূৰ্ণজন্মনি কন্দিষিধ্যমানো জীবঃ কৰ্ম্মোপাসনাতিশয়েন
 হিরণ্যগৰ্ভো ভবতি । সে। বিভেৎ স নৈব রেমে ইতি বৃহদাণ্যকশ্রুতঃ । কৰ্ম্মভির্কঙ্ক এবং স
 পূৰ্ণজন্মকৃতপ্রবণাদিসাধনসংস্কারবশাদেব হিরণ্যগৰ্ভজন্মনি জ্ঞানবাংশ্চ ভবতীত্যোক্তদপি
 বৃহদাণ্যক এবোক্তম্ । কৰ্ম্মাধীনস্ত তস্ত হিরণ্যগৰ্ভস্তৈবাবতারা এতে ব্রহ্মবিজ্ঞানহারাঃ
 ইতি । হিরণ্যগৰ্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তম্ । তথাচ কৰ্ম্মাধীনহিরণ্যগৰ্ভাংশ্চাব্রহ্মা-
 দীনামপি কৰ্ম্মাধীনত্বং ভবত্যোবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

দৈবাধীনাঃ কৰ্ম্মাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলের আদি ও অন্ত নাই, ইহারা ঐ কৰ্ম্ম-বীজ দ্বারাই নানাবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ
 জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, কৰ্ম্মক্ষয় হইলে জীবকে
 কদাচই আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৫—৫ ॥ জীবগণের কৰ্ম্ম শুভ, অশুভ
 ও মিশ্র, তন্মধ্যে সাধিক কৰ্ম্ম শুভ, তামস কৰ্ম্ম অশুভ এবং রাজসিক কৰ্ম্ম মিশ্রিত,
 তদ্বর্ণি পণ্ডিতগণ জীবের কৰ্ম্ম এই তিন প্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥
 উক্ত তিন প্রকার কৰ্ম্মের প্রত্যেকই আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারন্ধভেদে তিন
 প্রকারে বিভক্ত; এই তিন প্রকার কৰ্ম্ম জীবদেহে নিয়তই বিদ্যমান থাকে ॥ ৭ ॥
 যে নৃপতে ! ব্রহ্মাদি সকলেই সেই কৰ্ম্মের বশীভূত । আর সূত্ৰ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ,
 শোকাদি এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দেহগত গুণ সকল কৰ্ম্মজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী
 হইয়া প্রোহত্ব হইয়া ॥ ৮—৯ ॥ অতএব রাগ ঘেবাদি শারীরিক ধৰ্ম্ম সকল সমভাবেই

রাগদ্বৈবাদয়ো ভাবাঃ সর্বৈহপি প্রভবন্তি হি ।

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

বিকারাঃ সর্ব এবেতে দেহেন সহ সঙ্গতাঃ ।

পূৰ্ববৈরাগ্ন্যযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিঃ সর্বজন্তুনাং বিনা কৰ্ম ন বিদ্যতে ।

কৰ্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২ ॥

কপালী চ তথা রুদ্রঃ-কৰ্মণৈব ন সংশয়ঃ ।

অনাদিনিধনৈতৎ কারণং কৰ্মসম্ভবে ॥ ১৩ ॥

তেনেহ শাস্ত্রতং সৰ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

নিত্যানিত্যবিচারেহত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥ ১৪ ॥

ন জ্ঞানন্তি কিমেতদ্বৈ নিত্যং বানিত্যমেব চ ।

মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্নিত্যং প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঃ সর্বৈবামপি কৰ্মাধীনবস্ত তুল্যত্বাদিত্যাহ দেবানা-
মিতি ॥ ১০ ॥

পূৰ্ববৈরাগ্ন্যযোগেনত্যৰ্থঃ পূৰ্ব্ভাষ্যি ॥ ১১ ॥

কৰ্মাধীনঃ নিগময়তি উৎপত্তিরিতি ॥ ১২ ॥

নহু কস্মাদেতাদৃশং চৰ্ঘটং কৰ্মোৎপন্নমিতি চেত্তত্রাহ অনাদিতি । বীজাত্তরবদেতজ্ঞানা-
দিদাদনাদিহিৎ । অনিধনবস্ত মোক্ষপৰ্য্যন্তাবস্থানাং । তদেতাদৃশকৰ্মসম্ভবে সৰ্ব্বতোংপত্তৌ
কারণং ভবতীত্যর্থঃ । তেন কারণেন সৰ্বং জগচ্ছাযতঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যং ভবতীত্যর্থঃ ।
তথাচ কৈবল্যাক্রুতিঃ । পুনশ্চ জ্ঞানান্তরকৰ্মযোগাৎ স এব জীবঃ অপিতি প্রবন্ধ ইতি । কৰ্মণ
এব কারণত্বং দর্শয়তি । তথাচ নৈতাদৃশং কৰ্ম কস্মাদপ্যুৎপন্নং ভবিতুমিতিত্যর্থঃ । অতএবাহঃ
বড়মাকমনাদয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইৎ কৰ্মসম্ভবে আগমং প্রদর্শ্যার্থাপত্তিসমপ্যাহ নিত্যানিত্যোতি । ইদং জগন্নিত্যং
প্রলয়সহিতমাহোশ্বিননিত্যং প্রলয়সহিতং ভবতি ইতিবিচারে সদা মুনয়ো নিমগ্নাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভুত্ব করিয়া থাকে । দেব মানব ও তির্য্যগ্জাতির পূৰ্ব বৈরাগ্ন্যযোগ জন্ত ক্রোধ দর্শ
দ্বৈবাদি এবং স্নেহযোগ জন্ত দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার বিকারই দেহের সহিত কৰ্ম্মহু
সবক হইয়া বহিয়াছে ॥ ১০—১১ ॥ রাক্ষস! কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবেরই উৎপত্তি
হইতে পারে না । কৰ্ম্ম দ্বারাই সূর্য্যহেদ, গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কৰ্ম্ম
দ্বারাই শিশাকর, রাজকন্যা যোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং রুদ্রদেব কৰ্ম্ম দ্বারাই কপাল
মালা ধারণ করিয়াছেন । অতএব, এই কৰ্ম্মের জাদিও নাই এবং মোক্ষের পূৰ্ব্বকণ
পৰ্য্যন্ত মিলাও নাই, এই কৰ্ম্মক্ষেই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ বলিয়া
জানিবে ॥ ১২-১৩ ॥ এই জগতই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অশ্লিষ্ট জগৎ নিত্য, কিন্তু সুনিগ্গ, ইহার

কার্য্যভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে সতি সর্ব্বথা ।

মায়া নিত্য্য কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্মবীজং ততো নিত্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ ।

ভ্রমত্যেব জগৎ সর্ব্বং রাজন্ ! কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥

নানাযোনিষু রাজেন্দ্র ! নানাধৰ্ম্মগয়েষু চ ।

ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮ ॥

যুগেযুগেষ্বনেকাসু নীচযোনিষু তৎকথম্ ।

ত্যক্তা বৈকুণ্ঠসংবাসং স্বথভোগাননেকশঃ ।

বিন্ম্ভ্রমন্দিরে বাসং স্বতন্ত্রঃ কোহভিবাঙ্কতি ॥ ১৯ ॥

কূতো নিমগ্নাস্তজাহ ন জানন্তীতি । যতো নিত্যং বানিত্যং বেতি ন জানন্তি ততো নময়া ইত্যর্থঃ । নহু জগন্নশ্বরং ভাতি ততো নিত্য্যকোটিঃ কথমুখিতেতি চেদহুমিত্যোত্যাহ যোগ্যমিতি । কারণস্ত নিত্য্যে কার্য্যমপি সदैব শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবাহ কার্য্যভাব ইতি অতো হেতোর্নিত্য্যকোটিঃ সমুখিতেত্যর্থঃ । নহু মারৈবানিত্য্য শ্রাদিতি চেদেত্যাহ মায়া নিত্য্যোতি । মোক্ষপর্য্যন্তং নিত্য্যোত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি প্রত্যক্ষোপলভ্যমানস্ত জগৎ নশ্বরস্ত কা গতিরিতি চেদুদত্তথাহুপপত্ত্যা কৰ্ম্ম-
বীজস্ত সহকারিকারণশ্রানিত্য্যং কল্পনীয়মিত্যাহ কৰ্ম্মবীজস্ততোহনিত্য্যমিতি । অনিত্য্য
কৰ্ম্মবীজং সহকারিকারণং বুদ্ধৌ চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ । তস্মাজ্জগত উৎপত্তিপ্রলয়াদুপপ-
ত্ত্যপি কৰ্ম্মগত্বাঃ সিদ্ধ ইতি ভাবঃ । তস্মিন্শ্চানিত্য্যে কস্মিণী স্বীকৃতে যদা প্রারব্ধং কৰ্ম্মো-
ত্তরতি তদা মায়া বিলুপতি যদা প্রারব্ধং সর্ব্বপ্রাণিনাং নশ্যতি তদা কারণভূতয়া মায়ায়া
নিত্য্যেপি সহকারিকারণস্ত কৰ্ম্মণোহভাবাজ্জগতঃ প্রলয়ো ভবতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥ ১৭ ॥

যদি কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতং জগন্ম শ্রাবদেধরাণাং কণমেতাদৃশী গতির্ভবেদিত্যাহ নানাযোনি-
ষিতি । ইচ্ছয়া যদি নানাযোনিষু অধৰ্ম্মময়েষু দেশেষু জন্ম ন শ্রান্তদা দেবাদীনাম্ কৰ্ম্মনিয়-
ন্ত্রিতং ন শ্রাম চেচ্ছয়া কশ্চন হুংপেষু পততি তস্মাদেবাদীনামপি কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতত্বমেবেতি
ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যানিত্য্য বিচারে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই জগৎ নিত্য্য কি অনিত্য্য
তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না, যেখানে মায়া বিদ্যমান সেখানে জগৎ
নিত্য্য বলিয়াই প্রতীত হয় ; কারণ, যেখানে কারণ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান, সেখানে
কার্য্যভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে । মায়া নিত্য্য ও সর্ব্বদাই সকলের কারণরূপে
দায়মান রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬ ॥ অতএব রাজন্ ! বুধগণ, কৰ্ম্মবীজ নিত্য্য বলিয়া বিবেচনা
রিয়া থাকেন । হে নৃপ ! এই অখিল জগৎ কৰ্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই নিরন্তরই পরি-
ণত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! এই জগৎ অনিত্য্যতজা বিষ্ণুর ইচ্ছা দ্বারা নানাবিধ ধৰ্ম্মময়
না যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ নৃপতে ! যদি অনিত্য্যপরাক্রমশালী বিষ্ণুর জন্ম
আক্রমেই হইয়া থাকে তবে কি জন্ম তিনি অধৰ্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?
জন্মই বা ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে অনেকানেক নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

পুষ্পাবচয়লীলা চ'জলকেলিঃ স্ন্যথাসনম্ ।
 ত্যক্ত্বা গৰ্ভগৃহে বাসং কোহভিবাঙ্কতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০ ॥
 তুলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনিশ্চিন্তাম্ ।
 ত্যক্ত্বাহধৌমুখবাসঞ্চ কোহভিবাঙ্কতি পণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥
 গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমস্থিতম্ ।
 মুক্ত্বা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২ ॥
 সিন্ধুজাহ্নুতভাবানাং রসং ত্যক্ত্বা স্নুদুস্ত্যজম্ ।
 বিম্বদ্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্নতিমাম্বরঃ ॥ ২৩ ॥
 গৰ্ভবাসাং পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রেয়ে ।
 তদ্বীতীশ্চ প্রকুর্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ ॥ ২৪ ॥
 হিহ্না ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যাস্তি মনস্বিনঃ ।
 যদ্বীতীশ্চ বিমূঢ়াত্মা কন্তং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥
 গৰ্ভে তুদন্তি কুময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ ।
 বপাসংবেষ্টনং ক্রুরং কিং স্ন্যথং তত্র ভূপতে ! ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছয়া দেবাদীনাং নানাজন্মভোকৃতমিতি বক্তারমুপহসতি । যুগেযুগেস্থিতি ॥ ১৯—২১ ॥
 অধৌমুখবাসং বালাবস্থায়াং গৰ্ভে বা ॥ ২৫ ॥
 যদ্বীতীশ্চিতি পুৰুষোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাস এবং বিবিধ স্ন্যথাস্তোত্রগ পরিভ্যাগ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিপূরি
 মন্দির মধ্যে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে ? ॥ ১৯ ॥ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন
 লীলাবিলাস, জলকেলি ও স্ন্যথাসন বিসর্জন দিয়া গৰ্ভ গৃহে বাস করিতে অভিলাষ করি
 থাকে ॥ ২০ ॥ তুলিকাপূর্ণ, স্ন্যকোমল মনোরম দিব্য শয্যা পরিভ্যাগ করিয়া কোন্ বিচক্ষণ
 ব্যক্তি অধৌমুখে গৰ্ভবাস করিতে অভিলাষী হয় ? ॥ ২১ ॥ হে নরেন্দ্র ! নানাবিধ ছাবজাব
 পরিপূর্ণ নৃত্য গীত ও বাদ্য পরিভ্যাগ পুৰুষক কোন ব্যক্তি নরকে বাস করিতে মনে
 মনেও চিন্তা করিতে পারে ? ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! ঐশ্বর্যালঙ্কার অমূল্য মনোরম অতু
 ভাবের হস্তজ্য মোহনরস পরিবর্জন পুরসর বিষ্ঠামূত্রের রসপান করিতে কোন বুদ্ধিমান
 ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ॥ ২৩ ॥ হে জনমেজয় ! এই ভুবনত্রেয়ে গৰ্ভবাসের তুল্য নরক
 আর কিছুই নাই, ইহারই ভয়ে ভীত হইয়া মূনিগণ, দুস্তর তপস্যা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥
 মনীষিগণ, বাহার ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ও বিধয় সম্ভোগ পরিহার পুৰুষক বনগমন করেন,
 এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সেই নরকের সেবা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পুৰুষক কামনা
 করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ দেখ, গৰ্ভবাসকালে ক্রিমিগণ দংশন করিতে এবং জঠরাগ্নি অধোভাগ
 তাপ দান করিতে থাকে, তাহাতে আবার গৰ্ভবেষ্টন মাংস দ্বারা নিয়তই নির্দয়রূপে বধ

বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ৈর্বরম্ ।
 অল্পমাত্রাং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ কচিচ্ছুভঃ ॥ ২৭ ॥
 গর্ভবাসে মহদুখং দশমাসনিবাসনম্ ।
 তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেহতিদারুণে ॥ ২৮ ॥
 বালভাবে তথা দুঃখং মুকাজ্জভাবসংযুতম্ ।
 ক্ষুত্ৰৃষ্যবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোহতিকাতরঃ ॥ ২৯ ॥
 ক্ষুধিতে রুদিতে বাসে মাতা চিস্তাতুরা তদা ।
 ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিব্যাথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০ ॥
 নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ ।
 কিং স্বেদং বিবুধা দৃষ্ট্বা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥
 সংগ্রামমমরৈঃ সার্কিং স্বেদং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্ ।
 কর্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং স্বেদনাশনম্ ॥ ৩২ ॥
 সর্ববৈথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ ! সর্বৈব ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 কৃতকর্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি স্বেদাস্থে ॥ ৩৩ ॥
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ।
 দেহবস্তির্নৃভির্দেবৈস্তির্যোগ্যগ্ভিষ্ঠ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৪ ॥

গর্ভবেষ্টনমাংসং বপা ॥ ২৭—৩৭ ॥

ইয়া থাকিতে হয় । রাজেন্দ্র ! তাহাতে কিছুই ত স্বেদ দৃষ্ট হয় না ॥ ২৬ ॥ কারাগৃহে
 নিবাস, ও নিগড় দ্বারা বন্ধনও বরং ভাল, তথাপি অল্পক্ষণমাত্র ও গর্ভবাস শুভকর নহে ॥ ২৭ ॥
 প্রথমতঃ দশমাস গর্ভবাসে এবং তৎপরে নিদারুণ যোনিগত দিয়া নির্গমনকালেও জীবকে
 বহু দুঃখ অনুভব করিতে হয় ॥ ২৮ ॥ বাল্যাবস্থায় বাক্যানিষ্করণের অভাব ও অজ্ঞানতা
 নিবন্ধন দ্বারা তৎক্ষণাৎ জানাইতে অশক্ত, স্তব্ধতা, পরাধীন ও অতিশয় কাতর হইয়া জীবগণ
 দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥ আবার, বালক ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিলে তৎশ্রবণে মাতা ও চিস্তা-
 তুর হইয়া থাকেন । তখন তিনি বালকের ব্যাধির যাতনা অধিকতর জানিয়া ঔষধ পান
 করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ এইরূপে বাল্যাবস্থাতেও নানাবিধ দুঃখ সংঘটিত
 হইয়া থাকে । অতএব দেবগণ কি স্বেদ দেখিয়া এই ঘোরতর দুঃখসঙ্কল সংসারে স্বেচ্ছাক্রমে
 জয়গ্রহণ করিতে বাহ্য করিবেন ॥ ৩১ ॥ হে নৃপ ! নিরন্তর সন্তোষ স্বেদ পরিত্যাগ পূর্বক
 কোন মূঢ় ব্যক্তি, অমরগণের সহিত শ্রমদায়ক ও স্বেদনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা
 করেন ॥ ৩২ ॥ নৃপেন্দ্র ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই কৃতকর্মের বিপাক হেতু সর্বতোভাবে
 স্বেদ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ নৃপোত্তম ! কি অমর কি নর কি তির্থাগজ্ঞাতি যে

তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্চৈশ্চ তাং ব্রজেৎ ।

ক্ষীণে পুণ্যেহথ শত্রোহপি পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ ।

তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপযাদবতাং গতাঃ ॥ ৩৬ ॥

এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ।

করোতি ধর্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভূশম্ ॥ ৩৭ ॥

পুনঃপুনর্হরিরেবং নানায়োনিষু পার্শ্বিব ! ।

অবতারা ভবন্ত্যন্তে রথচক্রবদধুতাঃ ॥ ৩৮ ॥

দৈত্যানাং হননং কর্ম কর্তব্যং হরিণা স্বয়ম্ ।

অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃত্বা জন্ম মহাত্মনা ॥ ৩৯ ॥

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্ ।

স এব ভগবান্বিষ্ণুরবতীর্ণো যদোঃ কূলে ॥ ৪০ ॥

কশ্যপস্ত মুনেরংশো বহুদেবঃ প্রতাপবান্ ।

গোবৃতিরভবদ্রাজন্ ! পূর্বশাপানুভাবতঃ ॥ ৪১ ॥

রথচক্রবৎ পরিবর্তনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইৎং সর্বপ্রপঞ্চ সামান্ততঃ কর্মজহ্মমুপপাদিতম্ । অয়ং ভাবঃ সচ্চিদানন্দরূপিণা ভগবত্যা নিতাতৃপ্তা জগৎকরানন কিঞ্চিৎ কলমস্তি । কিন্তু নানাকর্মভির্ভ্রষ্টাঃ প্রাণিনো জগৎসঙ্কলনাবে বিষয়াভাবাদ্ব্যোগাদন্তবে ন তথৈব ব্রহ্মা স্মারিত তেষাং ভোগেন কর্ম-ক্ষার্থং স্বপ্রয়োজনাত্যবেহপি কেবলং প্রাণিদয়ানবলম্বেণ ভগবত্যা জগৎসঙ্কলনে প্রবৃতিঃ ।

কোনও দেহধারী মাত্রকেই আপন আপন কৃতকর্মের শুভাশুভ ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥ হে পার্শ্বিব ! মহুয়া তপসা দান ও যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্র প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে, ইন্দ্রও স্বহান হইতে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ দেব, রামাবতার সময়ে দেবগণ, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত বানর হইয়া এবং কৃষ্ণাবতারে গোপ ও যাদব হইয়া অগ্ন্যগ্রহণ করিয়া ছিলেন ॥ ৩৬ ॥ এইরূপে যুগে যুগে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্মরক্ষার নিমিত্ত অনেকবার অবনিমগ্নে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পৃথিবীজ ! এইরূপে ভগবান্ হরি রথচক্রের স্তায় পরিবর্তিত হইয়া নানায়োনিতে বহবার অদ্ভুতরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ অমেরায়া হরি স্বয়ং অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যসংহাররূপ কর্তব্য কর্মসম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ অতএব আমি আপনাকে সেই কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণকথাই বলিব । সেই ভগবান্ বিষ্ণুই বহুকূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! কশ্যপমুনির অংশাংশের প্রতাবসম্পন্ন বহুদেব পূর্বশাপ হেতু জন্মগ্রহণ পূর্বক

কশ্যপস্ত চ হে পত্ন্যৌ শাপাদত্ব মহীতলে ।

অদितिঃ সুরসা চৈবমাসভুঃ পৃথিবীপতে ! ॥ ৪২ ॥

দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ ! ।

বরুণেন মহাশ্রাপো দত্তঃ কোপাদিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তো মহানৃষিঃ ।

সভার্যঃ স কথং জাতস্তদ্বদন মহামতে ! ॥ ৪৪ ॥

কথঞ্চ ভগবাম্বিস্মৃত্তত্র জাতোহস্তি গোকুলে ।

বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রমাপতিরথশ্রুতঃ ॥ ৪৫ ॥

নিদেশাৎ কশ্য ভগবান্ বর্ততে প্রভুরব্যয়ঃ ।

নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্বধারকঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র যথা যথা যন্ত কৰ্ম্ম বর্ততে তথা তথা তন্ত ফলং দেয়মিতি ন ভগবত্যা বৈষম্যনৈনুগ্ৰাহাদোষ-
প্রসক্তিঃ । ন চ প্রপঞ্চে সতি কৰ্ম্মোদ্ভবস্তস্মিন্ সতি তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চ ইত্যন্তোক্তাশ্রয়ো
বৈষম্যনৈনুগ্ৰাহাদোষপ্রসক্তিশ্চ তদবস্থেবেতি চেদং, বীজাক্কুরবৎ কৰ্ম্মণাং প্রপঞ্চস্ত চানাদিহাৎ ।
যদাহঃ ষড়ম্বাকমনাদয় ইতি । অতএব বৃহদাবগ্যকে পূৰ্ব্বজন্মনি কৃতকৰ্ম্মোপাসনস্ত যজমানস্ত
হিরণ্যগভপদপ্রাপ্তৌ সত্যং কৰ্ম্মবদ্ধতাদেবেশ্বরস্তাপি হিরণ্যগভস্ত ভয়াবত্যাডিকং সো বিভেৎ
স নৈব রেমে ইত্যাদিনোক্তম্ । অনন্তরং চ সো বেদাহঃ ব্রহ্মাস্মি ইত্যনেন তত্ত্বজ্ঞানমপ্যুক্তম্ ।
যদা হিরণ্যগভস্তাপি কৰ্ম্মবদ্ধতং তদা তদবতারেষু হরিব্রহ্মাদিষু তদবতারাবতারেষু রাম-
কৃষ্ণাদিষু কৰ্ম্মবদ্ধত্বৈ কা কপেতি । অধুনা শাপাদিবিশেষকৰ্ম্মবদ্ধতং চ বদন পূৰ্ব্বপ্রস্তানা-
মুত্তরমপ্যাহ কশ্যপস্ত মুনরংশ ইতি । গোবৃন্তিঃ পশুপালবৃন্তিঃ ॥ ৪১ ॥

কশ্যপস্ত ঋষেঃ পত্ন্যাবদিতিঃ সুরসা চেহেবং নাম্না বভূবুস্তে বরুণশাপাদেবকীরোহিণীচ
জাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

যেন শপ্ত ইতি । যেনাগসাপরাধেন সভার্যঃ স ঋষিঃ কথং শপ্তো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

গোকুলে বৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াহতিনিকৃষ্টে ॥ ৪৫ ॥

পশু পালন বৃন্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন ॥ ৪১ ॥ নৃপবর ! কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী
অদिति ও সুরসা অভিশাপ বশে দেবকী ও রোহিণী দুই ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । হে ভরতর্ষভ ! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে জলাধিপতি বরুণ কোন সময়ে কোপ-
ভরে তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহামতে ! মহর্ষি কশ্যপ কি অপরাধ করিয়াছিলেন যদ্বারা
তিনি ভাব্যায় সহিত পশুভীৰ্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বৈকুণ্ঠবাসী অথথিতায়া
বিকুই বা কি জন্ত গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৪—৪৫ ॥
যিনি, ভগবান্ ও নারায়ণ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহাহুগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্বাধার ও অব্যয়
সেই সর্বযুগাদি, বৈকুণ্ঠবাসী ক্ষরীকেশ কি নিমিত্ত আপন ভবন পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক নর-

স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মবানিব মানুষে ।
 করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৪৭ ॥
 প্রাপ্য মানুষদেহস্ত করোতি চ বিড়ম্বনম্ ।
 ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্কৃতজন্মনি ॥ ৪৮ ॥
 কামঃ ক্রোধোহমৰ্ষশোকৌ বৈরঃ প্রীতিশ্চ কৰ্হিচিং ।
 স্নেহঃ দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্তমার্জবমেব চ ॥ ৪৯ ॥
 দুষ্কৃতং স্নেহতং চৈব বচনং হননং তথা ।
 পোষণং চলনং তাপো বিমর্শশ্চ বিকণ্ঠনম্ ॥ ৫০ ॥
 লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শোচনং তথা ।
 এতে চান্তে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি ॥ ৫১ ॥
 স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা স্নেহমনশ্বরম্ ।
 করোতি মানুষ্যং জন্ম ভাবৈরৈতৈরভিভূতম্ ॥ ৫২ ॥
 কিং স্নেহং মানুষ্যং প্রাপ্য ভূবি জন্ম মুনীশ্বর ! ।
 কিংনিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদগৰ্ভবাসং করোতি বৈ ॥ ৫৩ ॥
 গৰ্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ ।
 যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যহতিমহত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥
 দুঃখান্বেতান্ধবাপ্নোতি মানুষে দ্বিজসন্তম ! ।
 কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

কন্তু নিদেশাদাক্ষরৈতাদৃশো বর্ততে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

দুষ্টদ্বমেবোপপাদয়তি কামঃ ক্রোধ ইতি ॥ ৪৯ ॥

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ্যের কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহি-
 রাছে ॥ ৪৬-৪৭ ॥ তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া নানারিধি বিড়ম্বনা ভোগ এবং নানাবিধ দুষ্ট-
 ভাব অশ্রুত করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কারণ, মহুষ্য জন্মে কখন কাম, ক্রোধ, অমৰ্ষ, শোক ও
 বৈর ; কখন প্রীতি, কখন স্নেহ, কখন দুঃখ, কখনও মানুষ্যতানুলভ দৈন্য, স্নেহত দুষ্কৃত, বচন
 ও হনন, পোষণ ও চলন, তাপ, বিমর্শ ও ভ্রাতা লোভ, দম্ভ ও মোহ, কাশট্য ও অশুশোচনা
 এই সকল ও অন্তান্ত নানাপ্রকার ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৯-৫১ ॥ অতএব সেই ভগবান্
 বিষ্ণু, নিত্য স্নেহ পরিহার করিয়া কি নিমিত্ত এই সকল দুষ্টভাব পরিপ্লুত মানুষ্য জন্ম গ্রহণ
 করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ হে মুনীশ্বর ! তৃতলে মানুষ্যজন্ম গ্রহণে এমন কি স্নেহ আছে যে, সেই
 সাক্ষাৎ হরিঃ বাহার নিমিত্ত গৰ্ভবাস স্বীকার করিয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ হে মুনীজ ! যে মহুষ্য-
 জন্মে গৰ্ভবাসে, উৎপত্তিকালে, বালভাবে ও যৌবনেও দুঃখ এবং গার্হস্থ্য আচরণেও দুঃখের

প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিনা ।
 দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেহতিদারুণে ॥ ৫৬ ॥
 সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃপুনঃ ।
 কাস্তাত্যাগোহপ্যনেনৈবমভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
 তথা কৃষ্ণাবতারেহপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ ।
 গোকূলে গমনং চৈব গবাং চারণমিত্যুত ॥ ৫৮ ॥
 কংসস্তৃ হননং কষ্টাদ্ভারকাগমনং পুনঃ ।
 নানাসংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯ ॥
 স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মুক্তো দুঃখানি জ্ঞানবান্ ।
 সংশয়ং ছিন্তি সর্বজ্ঞ ! মম চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
 কর্ম ফল প্রাধান্য কথনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বচনং বিশ্বাসভাষণম্ । নিমর্শো বিচারঃ । বিকথনং বলগনম্ ॥ ৫০—৫৬ ॥
 এবমিদং সর্বমভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥
 রক্ষাগৃহে কারাগৃহে ॥ ৫৮—৫৯ ॥
 নহেতুং স্বেচ্ছয়া কশিৎ করোতি কিস্ত্যাধীনতয়ৈবেত্যাহ স্বেচ্ছয়েতি ॥ ৬০ ॥

ইতিশ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সীমা নাই, হে দ্বিজসত্তম ! তবে সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্ম পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্মে অবতীর্ণ
 হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ দেখুন, সেই বৃক্ষগন্তব হরি, রামাবতার প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ
 বনবাসে অতি মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই মহাত্মা, জনকাস্তার বিরহজনিত দুঃখ ;
 পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, প্রিয়তমা কাস্তার বিয়োগ প্রভৃতি মহত্তর দুঃখকর বিষয় সকল অহুভব
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ এইরূপে কৃষ্ণাবতারে, কারাগৃহে জন্ম, গোকূলে গমন ও
 গোচারণ, কংসনাশ, অতি কষ্টে দ্বারকায়া গমন প্রভৃতি নানাবিধ সংসার দুঃখ কেন ভোগ
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন ; অতএব বলুন,
 কোম জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি দুঃখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আপনি আমার চিত্ত
 শান্তির নিমিত্ত এই মহান্ সংশয় ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন ॥ ৬০ ॥

মহাবিবেকবাসবিরচিত্তি অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-
 বতের চতুর্থস্কন্ধে কর্মফল-প্রাধান্যবর্ণন নামক দ্বিতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কারণানি বহুশ্রুতাপ্যবতারে হরেঃ কিল ।
সর্বেষাশ্চৈব দেবানামংশাবতরণেষপি ॥ ১ ॥
বহুদেবাবতারস্ত কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ ।
দেবক্যাশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারস্ত কারণম্* ॥ ২ ॥
একদা কশ্চপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বেষ্মুমাহরৎ ।
যাচিতোহয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেমুমুত্তমাম্ণং ॥ ৩ ॥
বরুণস্ত ততো গহ্বা ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভুম্ ।
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়শ্চিত্তঃ ॥ ৪ ॥
কিং করোমি মহাভাগ ! মত্তোহসৌ ন দদাতি গাম্ ।
শাপো ময়া বিস্কটোহস্মৈ গোপালো ভব মানুসে ॥ ৫ ॥

সাদৃশ্যকাধিকৈঃ পদ্যশক্তিঃ পদৈরনুধরম্ ।

অদ্বিতৈঃ শাপকথনং বিস্তরাধিহ বর্ণ্যতে ॥

দেবকী কেন শাপেন জাতোতি রাজা পৃষ্ঠে ব্যাস উবাচ কারণানীতি । মুখ্য কারণং হু
কর্ষেভ্যাক্রমবাস্তবকারণানি তু বহুনি সস্তীতার্থঃ । ন হরের্দেবক্যা এব কিন্তু সর্বেষাং দেবা-
নামবতারেষুত্যাঃ ॥ ১—২ ॥

ধেমুমিতি জাঠ্যাকবচনং উত্তরত্র ধেনব ইতি বচনাং । বরুণস্ত সম্বন্ধিনীমাহরদাজ্জীবান্ ।
বরুণেন স্বধেমুর্থে যাচমানোহপি কশ্চপো ন দদাতিত্যাঃ ॥ ৩—৪ ॥

মত্ত উন্নতঃ অতো ময়া শাপো বিস্কটঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই হরির অবতারে, এবং অখিল দেবগণের অংশাব-
তারে বহুতর কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ এক্ষণে আপনি বহুদেব, দেবকী ও রোহিণীর
অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ এক দিবস শ্রীমান্ কশ্চপ ঋষি যজ্ঞের
নিমিত্ত বরুণদেবের কামধম্ব অপহরণ করিয়া আনেন ; অনন্তর বরুণদেব ঐ ধেমুর নিমিত্ত
বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ উত্তমা ধেমু প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥
তদনন্তর বরুণদেব, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অগতঃপ্রভু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া
বিনয় সহকারে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ ! মদ্বি কশ্চপ

* শাপান্ত বরুণস্ত বৈ । ইতি বা পাঠঃ ।

† একদা কশ্চপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বরুণস্ত হ । অহাং রাজীয়া পাবঃ পরোদ্যঃ হরতি সমাঃ ॥

অদ্বিতৈঃ হরতিভব ভাষ্যে যে তস্য ঋগ্নিরে । তস্যোঃ শ্রিয়ার্থঃ তেনাভ্য রক্ষিতা পাসঃ পরোদ্যুতাঃ ॥

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ভার্ঘ্যে হে অপি তত্রৈব ভবেতাং চাতিদুঃখিতে ।
 যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ স্তদুঃখিতাঃ ॥ ৬ ॥
 মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি ধরাতলে ।
 কারাগারনিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুয়া বচনং তস্মা যাদোনাদন্ত্য পদ্মভূঃ ।
 সমাহুয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥
 কস্মাক্ষয়া মহাভাগ! লোকপালস্ত ধেনবঃ ।
 হতাঃ পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোমি বৈ ॥ ৯ ॥
 জানন্ শ্রায়ং মহাভাগ! পরবিতাপহারণম্ ।
 কৃতবান্ কথমন্যায়ং সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ১০ ॥
 অহো লোভস্ত মহিমা মহতোহপি ন মুঞ্চতি ।
 লোভং নরকদং নুনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১ ॥
 কণ্ঠপোহপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোম্যহম্ ।
 সর্বদৈবাধিকস্তস্মাল্লোভো বৈ কলিতো ময়া ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মাংসে এব। বৎসা রুদন্তি ভ্রাদদত্তানাং গবামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
 তস্মাং তেন কারণেনেত্যর্থঃ । তেনাপি তেনৈব কারণেন ইতি শাপে দন্তেহপি ন
 দদাতীত্যশ্চর্য্যং ব্রহ্মাণং প্রত্যুক্তবানিতি ভাবঃ ॥ ৭—১০ ॥

এক্ষণে উল্লস্ত প্রায় তিনি কোন প্রকারেই আগাকে ধেনু প্রদান করিলেন না। আমি,
 মাতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত বৎসগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, এই বলিয়া শাপ
 প্রদান করিয়াছি যে, আপনি নরলোকে গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করুন এবং আপনার
 ভার্ঘ্যায়র, অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে জন্মলাভ করুক” ॥ ৫—৬ ॥ হে ব্রহ্মন্!
 বৎসগণের সেই কষ্ট দর্শন করিয়া অতিশয় রোষভরে পুনর্বার অদিতিকে কহিয়াছি যে তুমি,
 ধরাতলে মৃতবৎসা, কারাগারবাসিনী এবং বহুদুঃখভাগিনী হইবে ॥ ৭ ॥

জনমেজয়! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বরুণের সেই বচন শ্রবণ পূর্বক মূনিবর কস্তুরকে আহ্বান
 করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥ মহাভাগ! আপনি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের ধেনু সকল
 হরণ করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা ধেনু সকল পুনঃ প্রদান না করিয়া অস্তায় করিয়া-
 ছেন? ॥ ৯ ॥ ভগবন্! আপনি সর্বজ্ঞ ও মতিমান্ হইয়া এবং জ্ঞানের তথ্য অবগত হইয়াও
 পরধন অপহরণ করিয়া কি জন্য অজ্ঞায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ॥ ১০ ॥ অহো! লোভের কি
 অপূর্ব মহিমা! মহৎ ব্যক্তিগণও লোভের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন না। লোভ,

ধন্যন্তে মুনয়ঃ শাস্তা জিতো যৈলোভ এব চ ।
 বৈখানসৈঃ শমপটৈঃ প্রতিগ্রহপরাস্থা বৈঃ ॥ ১৩ ॥
 সংসারে বলবান্ধুক্রলোভোহমেধাবরঃ সদা ।
 কশ্যপোহপি দুরাচারঃ কৃতস্নেহো* দুরাঅনা ॥ ১৪ ॥
 ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ।
 মর্যাদা রক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫ ॥
 অংশেন হং পৃথিব্যাং বৈ প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে ।
 ভাৰ্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালস্ত্বং করিষ্যসি ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং শপ্তঃ কশ্যপোহসৌ বরুণেন চ ব্রহ্মণা ।
 অংশাবতরণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭ ॥
 তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভূশম্ ।
 জাতাজাতা বিনশেৱংস্তব পুত্রাস্ত সপ্ত বৈ ॥ ১৮ ॥

অহো লোভস্তেতি । যো লোভো মহতোহপীতি দ্বিতীয়াবহবচনম্ । তানপি ন মুঞ্চতী-
 ত্যর্থঃ । লোভং নরকদমিত্যন্তোত্তরত্র তমিত্যেনেনাশ্বঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অমেধাবর ইতি ছেদঃ যতো দুরাঅনা কৃতস্নেহস্ততো দুরাচার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

পাপের আকর, সজ্জনগণের অসম্মত এবং নিশ্চয়ই নরকপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মহর্ষি
 কশ্যপও এই লোভকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে আমি আর কি করিব ?
 এক্ষণে সর্বপ্রকার দৈব হইতেও লোভকে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করি-
 লাম ॥ ১২ ॥ যে সকল মহর্ষিগণ, শাস্তিপরাগণ প্রশান্তচেতা ও প্রতিগ্রহে পরাস্থা এবং
 বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোভকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারা ই ধস্ত ॥ ১৩ ॥ সংসারে
 লোভই বলবান্ধু শত্রু, লোভের তুল্য অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু সংসারে আর নাই ; হায় ! সেই
 লোভ, মহর্ষি কশ্যপকেও সামান্য স্নেহে বদ্ধ ও দুরাচার করিয়া তুলিল ! ইহা অতিশয়
 আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, প্রজাপতি ব্রহ্মাও জ্ঞান ও ধর্মের মর্যাদা
 রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরমপ্রিয়তম আপন পৌত্র কশ্যপকে অভিষাপ প্রদান করিয়া
 कहিলেন, তুমি পৃথিবীতলে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্বক ভাৰ্য্যার সহিত মিলিত হইয়া
 গোপালন কার্য সম্পাদন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

মহারাজ ! অংশাবতার ও ভূভার হরণের নিমিত্ত ব্রহ্মা ও বরুণ, মহর্ষি কশ্যপকে এইরূপে
 অভিষাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ আর দিতি, অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়া অদিতিকে এই
 বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার সাতটা পুত্র জন্মিয়া জন্মিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

* কৃতস্নেহ । ইতি বা পাঠঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কস্মাদিত্যা চ ভগিনী শপ্তেন্দ্রজননী মূনে ! ।

কারণং বদ শাপে চ শোকস্ত মুনিসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ ।

পারিক্ষিতেন পৃষ্ঠস্ত ব্যাসঃ সত্যবতীস্বতঃ ।

রাজানং প্রত্যাচাচদং কারণং স্তসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! দক্ষস্বতে ধৈ তু দিতিশ্চাদিতিরুত্তমে ।

কশ্যপস্ত প্রিয়ে ভার্য্যে ভবুবতুরুরুক্রমে ॥ ২১ ॥

অদিত্যা মঘবা পুত্রো যদাভূদতিবীৰ্য্যবান্ ।

তদা তু তাদৃশং পুত্রং চকমে দিতিরোজসা ॥ ২২ ॥

পতিমাহাসিতাপাক্ষী পুত্রং মে দেহি মানদ ! ।

ইন্দ্রতুল্যবলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীৰ্য্যবত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

তামুবাচ মুনিঃ কাশ্তে ! স্বস্থা ভব ময়োদিতৈ ।

ব্রতাস্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ স্বতঃ ॥ ২৪ ॥

অদিতৈঃ শাপান্তরমপ্যাহ তথৈতি ॥ ১৮ ॥

শোকস্থিতি । অশ্লিষ্মিষয়ে মম শোকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৩ ॥

জনমেজয় कहिलेन, मुनिसत्तम ! दिति, इंद्रजननी भगिनी अदितिके कि कारणे अति-
शप प्रदान करिराहिलेन तैहार शपेपर कारण कि ? ताहा आमाके बलून, এই বিষय
श्रवण करिया आमार अस्त करणे शोकैर उदय हईतेछे ॥ १९ ॥

सूत कहिलेन, ऋषिगण ! परीक्षितपुत्र जनमेजय, सत्यवतीतनय व्यासदेवके এইरूप
जिज्ञासा करिले, महर्षि समीहित हईया राजाके এইरूपे সেই সেই विषयैर कारण कहिते
आरम्भ करिलेन ॥ २० ॥ राजन् ! दिति औ अदिति नामे प्रजापति दक्षैर दुईटी तनया छिल ;
এই সূত্রতা কামিনী দুইটি মহর্ষি কশ্যপের প্রিয়তমা ভার্য্যা হন ॥ ২১ ॥ অদিতির গর্ভে অতিশয়
বীৰ্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতি আপনার সেইরূপ বীৰ্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন পুত্র
কামনা করিলেন ॥ ২২ ॥ সেই অসিতাপাক্ষী দিতি পতিকে সোধোন করিয়া कहিলেन, मानिन् !
আপনি সকলের মানদান করিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা করি আমাके इंद्रतुल्या बलशाली
वीर, वीर, धर्मिष्ठ औ वीर्यवान् पुत्र प्रदान करून ॥ २३ ॥ महर्षि कहिलेन, काश्टे ! स्वस्था हव
आमि तौमाके षे ब्रतचरणैर कथा कहितेछि, সেই ব্রত সমাপন হইলেই তুমি ইন্দ্র তুল্য

সা তথেন্দি প্রতিষ্ঠাত্য চকার ব্রতমুত্তমম্ ।
 নিষিক্তং মূনিম্ গৰ্ভং বিভ্রাণা স্তমনোহরম্ ॥ ২৫ ॥
 ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়ণা ।
 পবিত্রা ধারণামুক্তা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ২৬ ॥
 এবঞ্জাতঃ স্তম্প্পূর্ণো যদা গৰ্ভোহতিবীৰ্য্যবান্ ।
 শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্টা তু হুঃখিতা* ॥ ২৭ ॥
 মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।
 দিত্যাস্তদা মম স্তনুস্তেজোহীনৌ ভবেৎ কিল ॥ ২৮ ॥
 ইতিচিন্তাপরা পুত্রমিস্ত্রকোবাচ মানিনী ।
 শত্রুস্তেহদ্য সমুৎপন্নো দিতিগৰ্ভেহতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ২৯ ॥
 উপায়ং কুরু নাশায় শত্রোরদ্য বিচিন্ত্য চ ।
 উৎপত্তিরেব হস্তব্য দিত্য গৰ্ভস্থ শোভন ! ॥ ৩০ ॥
 বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমান্বিতাম্ ।
 ছুনোতি হৃদয়ে চিন্তা স্তম্মশ্বিনীশিনী ॥ ৩১ ॥

ময়োদিতং যদব্রতং তত্শাস্ত্রে ইত্যর্থঃ । তত্শাঃ কিঞ্চিপুল্লজনকং ব্রতমুক্তমিতি তাৎ-
 পর্যম্ ॥ ২৪—২৬ ॥

শুভ্রাংশুং শ্বেতবর্ণং গৰ্ভিণীস্বভাবত্বাচ্ছবর্ণশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

পুত্র লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥ আপনি যাহা আঞ্জা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব এই
 বলিয়া দিতি সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভ
 নিবেদন করিলেন । দিতি সেই গর্ভ যথানিয়মে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ বরবর্ণিনী
 দিতি, নিয়মাবিত ও পবিত্র থাকিয়া একান্তচিত্তে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক ভূমিতে
 শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সেই তেজঃসম্পন্ন গর্ভ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,
 তখন অদিতি, দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া হুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে
 লাগিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে তখন আমার পুত্র তেজো-
 হীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ অতিমানিনী অদিতি, এইরূপ চিন্তাবিত্তা হইয়া আপন
 পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস ! অতিশয় বীৰ্য্যবান্ তোমার এক শত্রু, এক্ষণে দিতির
 গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তুমি এখন হইতেই শত্রুবিনাশের নিশ্চিত উপায় চিন্তা
 কর । হে শোভন ! দিতির গর্ভ বাহাতে ভূমিষ্ট হইবার পূৰ্বেই বিনাশ পায়, তদ্বিষয়ে
 তুমি যত্নবান্ হও ॥ ৩০—৩১ ॥ সপত্নীভাবে গৰ্ভিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া,

* বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমান্বিতাম্ । অদিতিক্ৰিয়রাস কিং কলোহীতি হুঃখিতা ।

ইতি বা পাঠঃ ।

রাজযজ্ঞেব সংরক্ষো নষ্টো নৈব ভয়েদ্রিপুঃ ।

তস্মাদবুজিতং হস্তাদবুদ্ধিমানহিতং কিল ॥ ৩২ ॥

লোহশঙ্কুরিব ক্ষিপ্তো গর্ভো বৈ হৃদয়ে মম ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পাতয়াদ্য শতক্রতো ! ॥ ৩৩ ॥

সামদানবলেনাপি হিংসনীয়স্তয়া স্তত ! ।

দিত্যা গর্ভো মহাভাগ ! মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা মাতৃবচঃ শক্ৰো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ ।

জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫ ॥

ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতিনৃপ ! ।

প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগর্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্ষীণদেহাতিদুর্বলা ।

সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কর্তব্যং বদস্ব মে ॥ ৩৭ ॥

পাদসংবাহনং তেহং করিষ্যামি পতিব্রতে ! ।

গুরুশুশ্রূষণাৎ পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

অহিতং শক্ৰম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

(সামদানেতি । চেৎ যদি মম প্রিয়ং অভিলষসি তদা ত্বয়া দিত্যা গর্ভো হিংসনীয়ো বিনাশ ইত্যর্থঃ । দিতিগর্ভনাশনাৎ মে অস্তং কিমপি প্রিয়ং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

স্থানাশিনী ও মর্দঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পরিতাপিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥ দেখ শক্ৰ, রাজযজ্ঞার স্থায় বজ্রমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, শক্ৰকে অজুহিত অবস্থাতেই বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥ হে শতক্রতো ! দিতির গর্ভ, লোহ শঙ্কুর জ্ঞার আনার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তুমি যে কোন উপায়ে ইহার নিপাত সাধন কর ॥ ৩৩ ॥ মহাভাগ ! যদি তুমি আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাক, তবে সাম দানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার সস্তাপিত চিন্তকে স্থশীতল কর ॥ ৩৪ ॥

মহারাজ ! অমররাজ ইন্দ্র, মাতার বচন শ্রবণান্তর মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পাপমতি বিনরাষিত হইয়া দিতির পাদ বন্দন পূর্বক বিষগর্ভিত মধুর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ ! আপনি ব্রতচরণে ক্ষীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন

ন মে কিমপি ভেদোহস্তি ভবাদিত্যা শপে কিল ।
 ইত্যুক্ত্বা চরণৌ স্পৃষ্ট্বা সংবাহনপরোহভবৎ ॥ ৩৯ ॥
 সংবাহনস্থং প্রাপ্য নিদ্রামাপ স্থলোচনা ।
 শ্রাস্তা ব্রতকৃশা স্থপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥ ৪০ ॥
 তাং নিদ্রাবশমাপমাং বিলোক্য প্রাবিশতমুম্ ।
 রূপং কৃষ্ণাতিসূক্ষ্মঞ্চ শব্দ্রপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥
 উদরং প্রবিশেশাশু তস্তা যোগবলেন বৈ ।
 গৰ্ভং চকর্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২ ॥
 রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা ।
 মা রুদেতি শনৈর্বা ক্যমুবাচ মঘবানমুম্ ॥ ৪৩ ॥
 শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কর্তিতানি চ ।
 তদা চৈকোনপঞ্চাশন্নরুতশ্চাভবম্প ! ॥ ৪৪ ॥
 তদা প্রবুদ্ধা স্তদতী জাহ্না গৰ্ভং তথাকৃতম্ ।
 ইন্দ্রেণ চ্ছলরূপেণ চূকোপ ভৃশছুঃখিতা ॥ ৪৫ ॥

পাপে বিমাতৃগৰ্ভবিনাশরূপে মতির্যজ্ঞ । বিষগভিতং চুটীভিপ্রায়ত্বাৎ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

অদিত্যা মম মাত্রা সহ তব ভেদঃ কিমপি মে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

পবিনায়কঃ পবিধারকঃ ॥ ৪২ ॥

মঘবানমুমিতি । মঘবা বহনমিতি সিদ্ধম্ । অমুং বালম্ ॥ ৪৩ ॥

করিলাম, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৭ ॥ হে পতিব্রতে ! আমি আপনার পদসেবা
 করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ গুরুসেবা করিলে পুণ্য ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥
 মাতঃ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদ্বিতি ও আপনাতে কিছুমাত্র
 ভেদ বুদ্ধি নাই । এই বলিয়া চরণস্পর্শন পূর্বক পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯ ॥
 ব্রতপরিশ্রান্তা কৃশা স্থলোচনা দ্বিতীয়া সংবাহনের স্থখ প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্র বচনে বিশ্বাস
 করিয়া, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৪০ ॥ বজ্রপাণি ইন্দ্র, তাঁহাকে সুস্থপ্তা দেখিয়া অন্তত
 স্তম্ভরূপ ধারণ পূর্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে আশ্রয় প্রবেশ করিলেন এবং
 বজ্র দ্বারা ছেদন পূর্বক তাঁহার গৰ্ভ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥
 উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ইন্দ্র, কাঁদিও না কাঁদিও না
 বলিয়া বালককে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া
 সেই সপ্ত বণ্ডের প্রত্যেককেই পুনর্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন । নৃপনর ! তাহা
 হইতেই ঊনপঞ্চাশৎ মনুষ্যের উৎপত্তি হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ স্তম্ভতী দ্বিতীয়া তখন আগরিয়া

ভগিনীকৃতং সা বৃদ্ধা শশাপঃকুপিতা তদা ।
 অদিতিং মঘবস্তু সত্যব্রতপরায়ণা ॥ ৪৬ ॥
 যথা মে কর্ত্তিতো গৰ্ভস্তব পুঞ্জেন ছদ্মনা ।
 তথা তন্মাশমায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনশ্চ তু ॥ ৪৭ ॥
 যথা গুপ্তেন পাপেন মম গৰ্ভো নিপাতিতঃ ।
 অদিত্য! পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ স্ততঃ ॥ ৪৮ ॥
 তস্তাঃ পুত্রাস্ত নশাস্ত জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ ।
 কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভূশম্ ।
 অশ্রুজন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুৎসৃষ্টং তদা শ্রুত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ ।
 উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শময়ন্নিব ॥ ৫০ ॥
 মা কোপং কুরু কল্যাণি ! পুত্রস্তে বলবভরাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি স্তরাঃ সর্বৈ মরুতো মঘবৎসথাঃ ॥ ৫১ ॥
 শাপোহয়ং তব বামোরু ! স্বর্ঘ্যবিংশেশ্চ দ্বাপরে ।
 অংশেন মানুষ্যং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ত্যতি ভামিনী ॥ ৫২ ॥

সপ্তধেতি । সপ্তশকলেষু মধ্যে ঐককং শকলং সপ্তধা সপ্তধা কৃত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৯ ॥

মরীচিনন্দনঃ কল্পপঃ ॥ ৫০ ॥

মঘবৎসথাঃ । রাজাহঃসথিতাষ্টজিহ্বা টটসমাস্তঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গৰ্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও জ্বঙ্ক হইলেন ॥ ৪৫ ॥ 'এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিয়া সত্যবাদিনী ব্রতপরায়ণা দিতি, অদিতি ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র ছল পূৰ্ব্বক যেমন আমার গৰ্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর পাপচারিণী অদিতি যেমন গোপনে আমার গৰ্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র নাশ করিয়াছে তেমনি তাহার পুত্র সকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়াই বিনাশ পাইবে, পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃত-বৎসা হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মরীচিনন্দন মহর্ষি কল্পপ, অভিশাপ বচন শ্রবণ পূৰ্ব্বক প্রণয়বচনে তাঁহার কোপ শান্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ কল্যাণি ! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্র সকল অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের

বরুণেনাপি দত্তোহস্তি শাপঃ সস্তাপিতেন চ ।

উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

পতিনাশ্বাসিতা দেবী সন্তুষ্টা সা ভবতদা ।

নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৫৪ ॥

ইতি তে কথিতং রাজন্ ! পূৰ্ব্বশাপস্ত কারণম্ ।

অদিতির্দেবকী জাতা শ্বাংশেন নৃপসত্তম ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
অদিশাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মদ্বিতিঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সধা হইবে ॥ ৫১ ॥ হে বামোক্ষ ! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না, অষ্টাবিংশমন্তরে
দ্বাপরযুগান্তে ইহার ফল কলিবে ; তখন ঈর্ষাকলুষিতা কোপনা অদिति অংশ দ্বারা
মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে ॥ ৫২ ॥ বরুণও সস্তাপিত হইয়া ইহাকে
অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তোমাদের উভয়ের শাপযোগে এই অদिति মানুষী হইয়া
জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

মহারাজ ! তখন বরবর্ণিনী দেবী দ্বিতি, পতি কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ
করিলেন, তদনন্তর আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না ॥ ৫৪ ॥ রাজন্ ! এই আমি
তোমার নিকট পূৰ্ব্ব শাপের কারণ বর্ণন করিলাম । হে নৃপসত্তম ! এইরূপে অদिति
আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকী বহুদেবের পূৰ্ব্বশাপ বর্ণন
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

বিস্মিতোহস্মি মহাভাগ ! শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে ! ।
সংসারোহয়ং পাপরূপং কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১ ॥
কশ্যপস্তাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি ।
কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুৰ্য্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥
গৰ্ভে প্রবিশ্য বালস্য হননং দারুণং কিল ।
সেবামিষেণ মাতৃশ্চ কৃত্বা শপথমদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
শাস্তা ধৰ্ম্মস্য গোপ্তা চ ত্রিলোক্যাঃ পতিরপ্যুত ।
কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুৰ্য্যাদসাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈর্দ্বিগুণাশংপদৈরথ নিরন্তবন্ ।

অধৰ্ম্মে চ স্থিতঃ সৰ্ব্বং জগদিতোতদৌবাতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ে ইন্দ্রাদীনামপি মহতাং গৰ্ভহননাদ্যধৰ্ম্মচরণং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা পৃচ্ছতি
বিস্মিতোহস্মীতি । অয়ং পাপরূপং সংসারঃ । অস্মাদ্বন্ধনাৎ সংসাররূপান্নমুখ্যঃ কথং মুচ্যেত ।
নাম্মান্মোচনাশা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কৃত ইতি চেত্তব্রাহ কশ্যপস্তাপীতি । দায়াদঃ পুত্রঃ উত্তমকুলোৎপন্নোহপীত্যর্থঃ ।
ত্রৈলোক্যাধিপতোহপি জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তদান্তঃ কো ন কুৰ্য্যাজ্জুগুপ্সিতং নিন্দ্য
কৰ্ম । সৰ্বৌহপি কুৰ্য্যাদেব । ততশ্চ সংসারান্মোক্ষো দুৰ্লভ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কিং তজ্জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তব্রাহ গৰ্ভে প্রবিশেতি । শপথং কৃত্বা হননং কৃতবানি-
ত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । হে
মহামতে ! আমি দেখিতেছি এই সংসারই পাপের স্বরূপ, তবে জীবগণ সংসারে আসিয়া
কিৰূপে মুক্তি লাভ করিবে তদ্বিশয়ের আশাত কিছুই করা যাইতে পারে না ॥ ১ ॥ কারণ,
যিনি পরম পবিত্র কশ্যপ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্য বাহ্যর বিভব,
সেই দেবরাজ ইন্দ্রও যখন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত
কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে ॥ ২ ॥ সেবা করিবার ছলে গুরুতর শপথ করিয়া মাতার গর্ভে
প্রবেশ পূৰ্ব্বক বালকের প্রাণ বিনাশ করা অতিশয় নিদারুণ কার্য্য সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥
যিনি, অধিলেয় শাসক ও ধৰ্ম্মের রক্ষক, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, যখন তিনিও
এরূপ স্থগিত কৰ্ম্ম করিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি গর্হিত ও দূষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না

পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।

কৃতবস্তন্তথাশ্চর্য্যং দ্রুতং কৰ্ম্ম জগদু রো ! ॥ ৫ ॥

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ধৰ্ম্মাংশোহপি যুধিষ্ঠিরঃ ।

সৰ্বে বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ বাহুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬ ॥

অসারতাং বিজানন্তঃ সংসারস্ত স্মমেধসঃ ।

দেবাংশাশ্চ কথং চক্রুর্নিন্দিতং ধৰ্ম্মতৎপরঃ ॥ ৭ ॥

কাস্ত্বা ধৰ্ম্মস্ত বিপ্রেন্দ্র ! প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্ ।

চলচিত্তোহস্মি সংজাতঃ শ্রুত্বা চৈতৎ কথানকম্ ॥ ৮ ॥

আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্ ।

পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সৰ্ব্বথা ॥ ৯ ॥

ন কেবলং স এব কৃতবান্ কিস্ত্রোহপি ধৰ্ম্মাশ্বানো মংপিতামহাদয়োহপি দ্রুতং কৰ্ম্ম
গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকং কৃতবস্তন্তদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ পিতামহা স ইতি ॥ ৫ ॥

তথাস্ত্রোহপীত্যাহ ভীষ্মো দ্রোণ ইতি । বাহুদেবেন বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকপেণ
নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ । ন হীশ্বরত্বাধৰ্ম্মে প্রেরকত্বং যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ অসারতামিতি । ন হি সংসারেহসারতাং জানতাং তদাগ্রহেণাধৰ্ম্মাচরণং
সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥

এতাদৃশানাং বদেখমাচরণং তদা ধৰ্ম্মত্ৰাবস্থানে কা আস্থা কা শ্রদ্ধা ন কাপীত্যর্থঃ ।
কিঞ্চ প্রমাণত্বং বস্ত কিমস্তি বিনিশ্চিতম্ । ন কিমপীত্যর্থঃ । ধৰ্ম্মত্ৰাচরণে এতে ধৰ্ম্মাশ্বানঃ
প্রমাণমিতি স্থিতম্ । যদা ত্বৈত এবাধৰ্ম্মাচরণবস্তন্তদা প্রমাণং কিমবশিষ্টং ন কিমপীত্যর্থঃ ।
ধৰ্ম্মত্ৰাচরণে এতাদৃশং কথানকং শ্রুত্বা চলচিত্তোহস্মীত্যাহ চলচিত্তোহস্মীতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাপমোপাচ্ছিন্নঃ । এতাদৃশাচরণবতামাপ্তভাবাদাপ্তবাক্যমাগম ইত্যন্ত বিষয়া-
ভাবাদিত্যাহ আপ্তবাক্যমিতি । আপ্তঃ কঃ ন কোহপ্যস্বীত্যর্থঃ । যো যো হি পরদেহবান্-
কষ্টদেহবান্ দেহতাদাত্ত্যবানিত্যর্থঃ । স সৰ্ব্বোহপি পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী সৰ্ব্বথা
ভবতি । ততো নাপ্তোহস্বীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হইবে ॥ ৪ ॥ হে জগদু রো ! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামস্থলে অতিশয়
নিদারুণ নিন্দিত কৰ্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ
হইতেছে ॥ ৫ ॥ দেখুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ অধিক কি ধৰ্ম্মের অংশবতার
যুধিষ্ঠিরও সেই নিন্দিত কৰ্ম্মে লিপ্ত ছিলেন ; তাহারা সকলেই দেবাংশ, ধৰ্ম্মনিরত ও
বুদ্ধিমান্ হইয়া এবং সংসারের অসারতা জানিয়াও বাহুদেব কর্তৃক গুরুবধাদিরূপ বিরুদ্ধ
ধৰ্ম্মে প্রেরিত হইয়া কিরূপে দ্রুত কৰ্ম্মের আচরণ করিলেন ? ॥ ৬—৭ ॥ হে বিপ্রকুলেন্দ্র !
এতাদৃশ মহান ব্যক্তিগণের যখন ধৰ্ম্ম বিষয়ে এরূপ আচরণ, তখন ধৰ্ম্মের অবস্থিতি বিষয়ে
আস্থা বা শ্রদ্ধা কি আছে ? আর তদ্বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণই বা কি ? হে মুনীশ্র !
এই সকল আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত একান্তই বিচলিত হইরাছে ॥ ৮ ॥ যদি

রাগো ঘেষো ভবেন্ননম্বর্থনাশাদসংশয়ম্ ।

ঘেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥

জরাসন্ধবিষাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্তিনা ।

ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্ত বিজানতা ॥ ১১ ॥

তদাপ্তং কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্তিরপীদৃশঃ ।

অৰ্জুনোহপি তথৈবাত্র কার্যো যজ্ঞবিনির্মিতে ॥ ১২ ॥

কীদৃশোহয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবজ্জিতঃ ।

পরলোকপদার্থং বা যশসে বাস্তথা কিল ॥ ১৩ ॥

ধর্মস্ত প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছূতের্বচঃ ।

দ্বিতীয়স্ত তথ্যশৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৪ ॥

তদেবাহ রাগদেষ ইতি । যতঃ সর্বত্র পুরুষত্যাগনাশাদ্ঘেষো ভবেদেবাসংশয়ম্ । ঘেষাচ্চ স্বার্থসিদ্ধয়ে অসত্যবচনং বক্তব্যমেবতি নিয়মন্ততো নাপ্তোহস্তীত্যর্থঃ । আপ্তো হি হিতকারী যথার্থবক্তা । যদা তু সর্বের স্বহিতকারিণঃ স্বহিতার্থমনর্থমপ্যাচরন্তি তদাপ্তঃ ক তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আপ্তাসম্ভবমেবাহ জরাসন্ধেতি ॥ ১১ ॥

অত্যন্তসাত্ত্বিকবিষ্ণোরপি স্বহিতার্থছলকর্তৃত্বাদাপ্তত্বাভাবো যথা তথা অৰ্জুনোহপি যজ্ঞ-রূপে বিনির্মিতে উৎপাদিতে কার্যে ছলকারী ভবতি তস্মাদাপ্তো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কথমৰ্জুনস্ত ছলকারিত্বস্তদাহ কীদৃশোহয়মিতি । যত্র শিশুপালবধাদিরূপোহনর্থো জাতঃ স যজ্ঞঃ কীদৃশঃ । সাত্ত্বিকো বা রাজসো বা কৃতঃ । স চ শমবজ্জিতঃ কিমর্থং কৃতঃ ন হি কিমত্র ছলং নাস্তীতি স চ পরলোকার্থে বা যশসে বাস্তফলার্থং বা কৃতঃ শ্রাদ্ধিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদপি ফলং ন সম্ভবতীত্যাহ ধর্মস্ত প্রথমঃ পাদ ইতি ॥ ১৪ ॥

মাপ্তবাক্যেই ধর্মবিষয়ের প্রমাণ কহেন তবে উৎকৃষ্ট-দেহধারী আপ্ত ব্যক্তিই বা কে মাছেন ? সমস্ত বিষয়াসক্ত পুরুষগণ সর্বতোভাবে বিষয়ে অমুরাগী হইয়া থাকে অতএব তাহারা আপ্ত হইতে পারে না ॥ ১০ ॥ আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে স্বার্থনাশ হইলেই রাগ ও ঘেষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই ঘেষ হইতে অসত্য বাক্য সকল উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ 'সত্ত্বমূর্তি ত্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত জানিয়া শুনিয়াও ছল-পূর্বক ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ সাত্ত্বিকমূর্তি বাহুবদেবও বৈরাগ্যে স্বার্থ-সাধনার্থ ছল অবলম্বন করিলেন, অৰ্জুনও সেইরূপ যজ্ঞকার্য সাধনের নিমিত্ত ছলাবলম্বী হইলেন, তবে আপ্তই বা কে ? আর প্রমাণই বা কি ? ॥ ১২ ॥ যেখানে শিশুপাল-বধাদি-রূপ অনর্থের উৎপত্তি সেই যজ্ঞই বা কিরূপ ; এই যজ্ঞ কি জন্ত শাস্তিবিবজ্জিত হইল ? ইহা পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বা যশের নিমিত্ত অথবা অত্র কোন অতিশ্রেষ্ঠ সাধনার্থ সম্পাদিত হইয়াছিল ? ॥ ১৩ ॥ পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, "সত্য ধর্মের প্রথম পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ এবং দান চতুর্থ পাদ ইহা শ্রুতিবাক্য ;" এই

দানং পাদশচতুর্ধশ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ ।
 তৈর্বিবাহীনঃ কথং ধর্ম্মস্তিষ্ঠেদিহ স্তসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥
 ধর্ম্মহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ ।
 ধর্ম্মে স্থিরা মতিঃ কাপি ন কশ্যাপি প্রতীয়তে ॥ ১৬ ॥
 ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোহুভুজ্জগৎপ্রভুঃ ।
 যেন বামনরূপেণ বঞ্চিতোহসৌ বলির্নৃপঃ ॥ ১৭ ॥
 বিহর্তা শতযজ্ঞস্য বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ ।
 ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোহকস্মাদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৮ ॥
 জিতং কেন তয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা ।
 ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোহত্র মহাত্মম ॥ ১৯ ॥
 বঞ্চয়িত্বা বঞ্চিতেন সত্যং বদ দ্বিজোত্তম ! ।
 পুরাণকর্তা হুমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ পাদৈঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মহীনমিতি । তথাচ পাণ্ডবৈঃ সত্যদয়াবিবর্জিতৈঃ কৃতং যজ্ঞরূপং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ কথমপীত্যর্থঃ । তস্মাৎ সোহপি দাস্তিকো যজ্ঞস্ততস্তৎকর্তারঃ কথমাপ্তা ভবেয়ু-
 রিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ ছলার্থঞ্চেতি । যদা বিষ্ণুরপি ছলার্থং বামনেহিভুক্তদাপ্তঃ কোহবশিষ্ট ইতিভাবঃ ।
 কিং বামনেন কৃতমতিচেত্সত্রাহ যেনেতি ॥ ১৭—১৮ ॥

সম্বন্ধেতে ছলিনস্তত্র মম জাতামাশঙ্কাস্ত্রথমঃ বদ পশ্চানময়া পৃষ্টার্থান্তোত্তরং বদেত্যভি-
 প্রায়োগাহ জিতং কেনেতি হে কৃষ্ণ ব্যাস ! । তয়োর্মধ্যে বলিনা বা জিতং বামনেন বা জিতং
 চানয়োর্মধ্যে ক উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

পাদবিহীন ধর্ম্ম, সকলের স্তসম্মত হইয়া এই সংসারের উত্তমরূপে অবস্থিতি করিতে পারে
 না ॥ ১৪—১৫ ॥ পাণ্ডবগণ সত্য ও দয়াদি বর্জিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন,
 অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে ? ধর্ম্মবিষয়ে যে কোথাও কাহারও মতি
 স্থির ছিল এমনত প্রতীতি হয় না, অতএব তাঁহারা দম্ভপূর্ণ হইয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন,
 তবে তাঁহারা কিরূপে আপ্ত হইতে পারেন ? ॥ ১৬ ॥ জগদ্বিক্রু বিষ্ণু ছল করিবার নিমিত্তই
 বামনাবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ বামনরূপে বলিরাজকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন ।
 হে সুনে ! যখন ভগবান্ বিষ্ণুই এবংবিধ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আর কোন্
 ব্যক্তি আপ্ত হইবার নিমিত্ত অবশিষ্ট রহিলেন ? ॥ ১৭ ॥ বলিরাজ শত যজ্ঞের অমুষ্ঠানকর্তা,
 বেদাজ্ঞার প্রতিপালক, ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, জগৎপ্রভু বিষ্ণু

ব্যাস উবাচ ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্ ! দত্তা যেন চ মেদিনী ।
 ত্রিবিক্রমোহপি নান্মা যঃ প্রথিতো বামনোহভবৎ ॥ ২১ ॥
 ছলনার্থমিদং রাজন্ ! বামনস্তং নরাধিপ ! ।
 সম্প্রাপ্তং হরিণী ভূয়ো দ্বারপালস্তমেবচ ॥ ২২ ॥
 সত্যাদন্ততরং নাস্তি মূলং ধর্মস্য পার্থিব ! ।
 হ্রঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্ ! সত্যং সর্বাত্মনা কিল ॥ ২৩ ॥
 মায়া বলবতী ভূপ ! ত্রিগুণা বহুরূপিণী ।
 যমেদং নিশ্চিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥
 তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোহবিদ্বং ভবেম্মপ ! ।
 মিশ্রেণ জনিতশ্চৈব স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ২৫ ॥

বলিরেব স্বসত্যায় চলিত ইতি স বিষ্ণোরধিক ইতি প্রতিভাতি । তথাচেষ্বরস্তাপ্তভজ-
 চ্ছলকর্ভুস্বাক্ষেতি গৃঢ়োহভিসন্ধির্নৃপশ্চেতি রাজবাক্যং শ্রদ্ধা রাজাভিপ্রেতমেব ব্যাস আহ
 জিতং বৈ বলিনেতি । ভুমিং দাস্তানীতি প্রতিজ্ঞাতস্ত সত্যস্ত পরিপালনাং তদেবাহ
 দত্তেতি ॥ ২১—২২ ॥

সত্যং স্তোতি । সত্যাদন্ততরদিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

এরূপ বহুতর সদৃশ্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন যে স্থানদ্রষ্ট করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে
 পারিতেছি না । হে বৈশ্যায়ন ! এ বিষয়ে বঞ্চিত বলির জয় হইল ? কি ছলকর্মজ বামন-
 দেবের জয় হইল ? ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কে ? এই বিষয়ে আমার মহান সন্দেহ রহিয়াছে ।
 যিজ্ঞোত্তম ! আপনি পুরাণকর্তা, ধর্মজ্ঞ ও উদারচেতা, আপনি এ বিষয়ের যথার্থ তথ্য প্রকাশ
 করিয়া আমার সন্দেহ-দোলিত চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন ॥ ১৮—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বলিরাজ ভূমিদান করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-
 ছিলেন, তাহার প্রতিপালন পূর্ব্বক সত্য রক্ষা করেন বলিয়া বলিরাজেরই জয়লাভ
 হইয়াছিল । হে নরেন্দ্র ! ত্রিবিক্রম যিনি বামন বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ছলাবলয়ী হইয়া-
 ছিলেন বলিয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ নিজ শরীর দ্বারা ছলাবলয়ীর
 দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, হে পার্থিব ! সত্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল ধর্ম আর কিছুই নাই,
 আপনি দেখুন, সেই সত্যাপহারী হরি ছলের ফলে, বলির দ্বারপাল লাভ করিতে বাধ্য
 হইয়াছিলেন । অতএব, রাজন্ ! সর্ব্বতোভাবে সত্য রক্ষা, দেহিগণের পক্ষে হ্রঃসাধ্য
 জানিবে ॥ ২১—২৩ ॥ রাজন্ ! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী অঘটনঘটনাপটায়নী মায়াই বলবতী,
 সেই মায়া আপনার বিমিশ্রিত গুণজর দ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন জানিবেন ॥ ২৪ ॥
 অতএব ছলশালী ব্যক্তিগণ কিরূপে সত্যকে অন্ধুররূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই

বৈখানসাস্ত্র মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিম্প্রতিগ্রহাঃ ।
 সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥
 দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নির্মিতান্তে চ তাদৃশাঃ ।
 অত্য়ং সর্বং শবলিতং গুণৈরেভিজ্জিভির্নৃপ ! ॥ ২৭ ॥
 নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম ! ।
 ধর্মশাস্ত্রেষু চাক্ষেযু সগুণৈরচিতৈর্মিহ ॥ ২৮ ॥
 সগুণং সগুণং কুর্য্যামিগুণো ন করোতি বৈ ।
 গুণান্তে মিশ্রিতাঃ সর্বৈ ন পৃথগ্ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥
 নির্বলীকে স্থিরে ধর্ম্মে মতিঃ কস্তাপি ন স্থিরা ।
 ভবোদ্ভবে মহারাজ ! মায়য়া মোহিতস্ত বৈ ॥ ৩০ ॥

তদ্বাদিতি । তথা মায়য়া ছলবতা পুরুষেণ সত্যং কুতোইবিক্রমনামিতং ভবেন্ন কুতোই-
 পীত্যর্থঃ । অবিক্রমিতি ছেদঃ । মিশ্রেণেতি । প্রায়োহয়ং জনো মিশ্রেণ রজোগুণেন জনিতো
 নির্মিতঃ । তথাচৈতাদৃশস্ত রজোগুণযুক্তস্ত সত্যং হ্রলভমেব ভবতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি রাজমায়য়া কলুষিতঃ সর্বজনো ভবতি তথাপি তথৈব মায়য়া ছলরহিতা অপি
 প্রাণিনঃ সত্যপরিপালকা বৈখানসাদ্যা মুনয়ো দৃষ্টান্তপ্রদর্শনার কল্পিতান্তথাচ তাদৃশমায়্য-
 বিশিষ্টপরমেশ্বরস্ত ভগবতীপদবাচ্যস্তাপ্তং ভবিষ্যতি তস্তা বাচো বেদরূপায়া আপ্তবাক্যঃ
 তস্ত প্রামাণ্যং চ ভবিষ্যতীতি ন কাপি চিন্ত্যতীতি তাৎপর্যোপগাহ বৈখানসাস্ত্র মুনয়
 ইতি ॥ ২৬ ॥

অন্তদ্বিতি । তাদৃশশ্রুতিভ্যোহন্তজীবজাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যমিতি । যতঃ সর্বস্ত জীবজাতস্ত গুণমিশ্রিতত্বম্ । তত এব তেষাং যতে-
 নার্নস্ত ভিন্নত্বাত্তদমুভবামুবাদিনাং পূর্ণাণানাং স্মৃতীনাং বেদেষুপি তদমুভবামুভবাদস্তার্থাদ-
 ভাগে সম্বাদেবাক্যানাক্ষ নৈকং বাক্যং কিন্তু ভিন্নং ভিন্নমেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব নিশ্চুণ্ডে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা নির্মিত ; অতএব রজোগুণাত্মক এই সংসারে অক্ল-
 নির্মল সত্য হ্রলভ, রাক্তন ! ইহাকেই সনাতনী মর্যাদা অর্থাৎ বিধিনির্দিষ্ট নিত্যকার্য্য
 বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ যদি বলেন, বৈখানস মুনিগণ নির্মল সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া
 থাকেন ; তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা নিঃসঙ্গ, নিম্প্রতিগ্রহ, বিবর্তগ্রাপ ও প্রমথিত ;
 এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র । উক্ত
 মুনিগণ ভিন্ন সমস্তই ত্রিগুণ-সম্বিত, অতএব মুনিগণের সহিত অপরের তুলনা হইতে
 পারে না ॥ ২৬—২৭ ॥ হে নৃপসত্তম ! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিয়চিত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণাদি
 সাক্ষ্যবেদে একরূপ উক্তি হয় নাই, প্রণেতাগণের গুণের বিভিন্নতার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া
 গড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ কারণ, সগুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্যই করিয়া থাকেন ; কিন্তু নিগুণ ব্যক্তি
 সগুণ কার্য্য করেন না ; গুণ সকল মিশ্রিত হইলে কদাচ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে না,
 তাহারা যে যে গুণের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হয় সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাণীনি তদাসক্তং মনস্তথা ।

করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভূশম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ।

সর্বৈ মায়াবশা রাজন্ ! সান্নুকীড়তি তৈরিহ ॥ ৩২ ॥

সর্বান বৈ মোহয়ত্যেযা বিকুর্বত্যানিশং জগৎ ।

অসত্যো জায়তে রাজন্ ! কার্যবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চিস্তন্তয়ানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ ।

তদর্থং ছলমাদত্তে ছলাৎ পাপে প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবত্তরাঃ ।

কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্বশস্ততাঃ ॥ ৩৫ ॥

বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি ।

অহঙ্কারাদ্ভবেন্মোহো মোহান্মরণমেব চ ॥ ৩৬ ॥

তদেবাহ সগুণ ইতি ॥ ২৯—৩১ ॥

সান্নুকীড়তি । সা মায়া তৈঃ সহান্নুকীড়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কার্যাকারণভাবমাহ অসত্য ইতি । কার্যবান্ কার্যোচ্ছাবান্ পুরুষঃ প্রথমমসত্যো ভবত্য-
সত্যোনাপি কার্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যসত্য্যভিসন্ধিমান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

বিভবে সতীতি । এতাদৃশস্যত্যাগিনীকারেণাপি কাব্যমিচ্ছো সত্যামহঙ্কারো ভবতি ততো
মোহো মোহান্মরণং নাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পাকে ॥২৯॥ মহারাজ ! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়; অত-
এব ছলাদিশূক্ত নির্দল ও অটল ধর্মে কাহারও মতি স্থির থাকিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়-
গণ, বুদ্ধিকে বিপর্যাস্ত করিয়া ভোগমার্গে বিচরণ করাইয়া থাকে; মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই
আসক্ত, অতএব গুণত্রয় দ্বারা অতিশয়িত রূপে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ ভাবে বিচরণ
করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা হইতে স্বাবর জঙ্গম পর্যাস্ত সমস্ত প্রাণিগণই মায়ার
বশীভূত, সেই মায়া তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ প্রকারে জীড়া করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥
এই মায়াই সকলকে বিনোহিত করিতেছে এবং নিয়তই জগতের বিকৃতি সাধন করি-
তেছে। হে নরেন্দ্র ! নরগণ প্রথমে কার্যবশে অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥
তাহারা যখন ইন্দ্রিয়ার্থভোগ্যাদির চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয় তখন ছল অবলম্বন করিয়া
পাকে এবং তদ্ব্যক্ত পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা প্রাণিগণের
অতিশয় বলবান্ শত্রু; জীবগণ ইহাদের বশীভূত হইয়া কার্যাকার্যের বিবেচনা করিতে
সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥ বৈভব বিন্যাস থাকিলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ
করে; সেই অহঙ্কার হইতে মোহ এবং মোহ হইতে পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সকল্য বহুবন্তত্র বিকল্যঃ প্রভবন্তি চ ।

ঈর্ষ্যাসূয়া তথা ঘেবঃ প্রাহুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭ ॥

আশা তৃষ্ণা তথা দৈন্ত্যং দন্তোহধর্মমতিস্থতা ।

প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবা মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥

যজ্ঞদানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মান্তথা ।

অহঙ্কারাভিভূতস্ত করোতি পুরুষোহস্বহম্ ॥ ৩৯ ॥

অহঙ্কাবকৃতং সর্বং প্রভবেদ বৈ ন শৌচবৎ* ।

রাগলোভাৎ কৃতং কর্ম সর্বাঙ্গং শুদ্ধিবর্জিতম্ ॥ ৪০ ॥

প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্য্য বিবুধৈঃ কিল ।

অদ্রোহেণার্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্ম্যকর্মণি ॥ ৪১ ॥

দ্রোহার্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ করোতি শুভং নরঃ ।

বিপরীতং ভবেত্তত্ ফলকালে নৃপোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

অন্ত্যস্তপি মোহকার্যাপ্যাহ সকল্য ইতি ॥ ৩৭---৩৮ ॥

যেহপি যজ্ঞাদিকর্তারন্তেহপি মায়াব্রতাহঙ্কারেণ যুক্তাঃ কুর্প্ত্যন্তীতি তে মায়াবশগা এব-
ত্যাহ যজ্ঞদানানীতি ॥ ৩৯ ॥

স চাহঙ্কারো মহাহট ইতি বৈরাগ্যার্থমাহ অহঙ্কাবকৃতমিতি । শৌচবচ্ছিবন্ত্যর্থঃ ।
রাগলোভামিতি । সর্বাঙ্গমপি কর্ম রাগলোভাৎ কৃতং শুদ্ধিবর্জিতং ভবতি । ততোহহঙ্কার-
বজ্রাংগলোভাবপি ত্যাজ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

অতোহহঙ্কারং রাগলোভো বিচায় প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চিষ্টবোত্যাহ প্রথমমিতি ॥ ৪১-৪২ ॥

সংসারে জীবগণের মনে বহুতর সংকল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও ঘেবাদি প্রাহুর্ভূত হয়, অনন্তর আশা, তৃষ্ণা, দৈন্ত্য, দন্ত ও বিপথগামিনী বুদ্ধি, এই সকল মোহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পুরুষগণ, অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা, ব্রত ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কারভাব দ্বারা অহুষ্ঠিত হয় বলিয়া শৌচাদির দ্বারা মলিন্ত দূর করিতে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ রাগ বা লোভবশত কোনও কার্য করিলে তাহা সর্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে তাহার দ্রব্যশুদ্ধি দর্শন করাই বুধগণের কর্তব্য । হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জন করা যায়, সেই দ্রব্য ধর্ম্যকর্মে প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ হে নৃপোত্তম ! নরগণ দ্রোহার্জিত দ্রব্য দ্বারা শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলদান কালে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

মনোহৃতিনির্ণয়ঃ যন্ত স সম্যক্ ফলভাগ্ভবেৎ ।
 তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥
 কৰ্ত্তারঃ কৰ্ম্মণাং সৰ্ব্ব আচার্য্য-ঋত্বিজাদয়ঃ ।
 স্যন্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূৰ্ণং ভবেৎ ফলম্ ॥ ৪৪ ॥
 দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকৰ্ত্তৃণাং শুদ্ধতা যদি ।
 মন্ত্ৰাণাঞ্চ তদা পূৰ্ণং কৰ্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৫ ॥
 শত্ৰুণাং নাশমুদ্दिष्ट স্বরক্তিং পরমাং তথা ।
 কৰোতি স্নকৃতং তদ্বিপরীতং ভবেৎ কিল ॥ ৪৬ ॥
 স্বার্থাসক্তঃ পুমানিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্ ।
 দৈবাধীনঃ সদা কুৰ্য্যাৎ পাপমিহ ন সংকৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
 প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে হসুরাশচ তদুদ্ভবাঃ ।
 সৰ্ব্বে তে স্বার্থনিরতাঃ পরম্পরবিরোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥
 সন্তোদ্ভবাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বেহপ্যুক্তা বেদেরু মানুযাঃ ।
 রজোদ্ভবাস্তামসাস্ত তিৰ্য্যকঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

মনঃশুদ্ধিফলমাহ মনোহৃতিনির্ণয়মিতি ॥ ৪৩ ॥

কৰ্ম্মশুদ্ধিমাহ কৰ্ত্তার ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তচ্চ কৰ্ম্ম পরনাশায় ন কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ শত্ৰুণামিতি ॥ ৪৬ ॥

স্বার্থমপি ন কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ কিস্তীষরাদধনবুদ্ধ্যেবেত্যাহ স্বার্থাসক্ত ইতি । স্বার্থকরণে
 দোষমুদ্ভবয়তি ন জানাতিতি । দৈবাধীনঃ প্রাজাপতীনঃ সংকৃতং পুণ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

পরম্পরেতি । যতঃ স্বার্থপরাস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহার মন অতিশয় নির্মল সেই ব্যক্তিই সম্যক্ শুভফল লাভ করিয়া থাকে ; বিকৃতামনা
 ব্যক্তিগণ যথার্থ ফললাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩ ॥ যদি কার্য্যকালে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রভৃতি
 কৰ্ম্মকর্ত্তাগণ বিশুদ্ধমনা হইয়ন এবং যদি দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য যজমান ও মন্ত্ৰ এই সকল
 পরিগৃহ্য হয়, তাহা হইলেই কৰ্ম্মের ফল সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে ॥ ৪৪-৪৫ ॥ শত্ৰুবিনাশ এবং
 আপনার উন্নতির উদ্দেশে ক্রিয়া করিলে তাহা বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; অতএব
 পরবিনাশার্থ কৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ স্বার্থনিরত পুরুষগণ শুভাশুভ কৰ্ম্ম বিবেচনা
 করিতে সমর্থ হয় না, তাহারী ঐদবের অধীন হইয়া পাপই করিয়া থাকে, পুণ্যকার্য্য করিতে
 কমবান হয় না ॥ ৪৭ ॥ সমস্ত সুরগণ ও অসুরগণ প্রাজাপতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,
 ইহারা সকলেই স্বার্থনিরত বলিয়াই পরম্পর বিরোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ বেদে উক্ত
 হইয়াছে যে, সুরগণ সমস্ত গুণ হইতে, মানুষ্যগণ রজোগুণ হইতে এবং তিৰ্য্যগুণ তমোগুণ

সম্বোদ্ধবানং তৈরৈবৈরং পরম্পরমনাবৃতম্ ।
 তিরস্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥ ৫০ ॥
 সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিন্মকরাস্তথা ।
 অসম্বৃত্তাঃ শ্বেষপরাঃ পরম্পরবিরোধিনঃ ॥ ৫১ ॥
 অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোহয়ং যতো নৃপ ! ।
 রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপ ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
 জগতোহধর্মোপস্থিতিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মাহুবা রজোদ্ভবা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪১—৫২ ॥

তন্মাদ্বেবাদিতির্যম পূর্ষজাদিভিষ্ক কথং পাপং কৃতমিতিশঙ্ক্যবসর এব নাস্তি । মায়ান্তঃ-
 পাতিত্বাৎ সর্বস্ত জীবজাতস্ত মায়াপ্রেরণয়ৈবাচরণাদতঃ সংসারনাশায় মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপি-
 গোব ভগবত্যারাদ্যেতি ভাবঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইতে অন্তর্গত করিয়াছে ॥৪১॥ রাজন্ ! যদি সত্ত্বগুণই পরস্পর নিয়তই বৈরিতা
 করেন, তবে তিষ্ঠাঙ্গগণের যে জাতিবৈরিতা সংঘটিত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা
 কি ? ॥ ৫০ ॥ যখন দেবগণ নিয়তই অসম্বৃত্ত, শ্বেষকলুষিত, পরস্পর বিরোধী এবং পরের
 অপোবিন্মকরক, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এই সংসার অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন,
 অতএব কিরূপে তাহা রাগদ্বেষাদি পরিলুপ্ত হইতে পারিবে ? ॥ ৫১—৫২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-
 বতের চতুর্থস্কন্ধে জগতের অধর্মো অবস্থিতিবর্ণন
 নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অথ কিং বহুনোক্তেন সংসারেহস্মিম্পোভম ! ।
ধৰ্ম্মান্না দ্রোহবুদ্ধিস্ত কশ্চিদ্ভবতি কহিচিৎ ॥ ১ ॥
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সৰ্ব্বং স্বাবরজঙ্গমম্ ।
আদ্যে যুগেহপি রাজেন্দ্র ! কিমদ্য কলিদূষিতে ॥ ২ ॥
দেবাঃ সের্ষ্যাশ্চ সত্রোহাশ্চলকৰ্ম্মরতাঃ সদা ।
মানুযাণাং তিরশ্চাঞ্চ কা বার্তা নৃপ ! গণ্যতে ॥ ৩ ॥
দ্রোহপরে দ্রোহপরো ভবেদिति সমানতা ।
অদ্রোহিনি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা ॥ ৪ ॥
যঃ কশ্চিত্তাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ ।
ভবেত্তস্য জপে বিঘ্নকর্তা বৈ মঘবা পরম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈক পঞ্চাশৎপদৈক নিধিলং জগৎ ।

মায়য়াবৃতমিত্যক্ত । নারায়ণকথোচ্যতে ।

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপেত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি অথ
কিমিতি । কশ্চিদिति শুদ্ধস্ব ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

দেবাঃ সের্ষ্যা ইত্যুক্তং তত্রোদাহরণমাহ দ্রোহপরে ইতি । দ্রোহপরে জনে দ্রোহপরো
ভবেদिति সমানতা সাম্যাতা সৰ্বত্র বর্ততে । অদ্রোহিনি শান্তে তু বিদ্বেষো যঃ সা খলতা
দৃষ্টতা সা কচিদেবাশ্চ ন সৰ্ব্বত্রৈত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রো দেবরাজোহপি সংস্তাং খলতাং স্বীকৃতবাংস্ততঃ পরং কিমবশিষ্টমিত্যাহ যঃ কশ্চি-
দिति । তাপসো দ্রোহাভাববাংস্তদ্বিগ্নপবিত্রকর্তৃতা খলতেজস্ত ॥ ৫ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম ! বহুবাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি, এই মাত্র বলিলেই
পর্যাপ্ত হইবে যে, এই সংসারে হিংসা দ্বেষাদিজনিত কলুষিত বুদ্ধি পরিভ্যাগ পূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মপরা-
য়ণ হইয়া থাকেন এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল ॥ ১ ॥ রাজেন্দ্র ! সত্যযুগেও এই স্বাবর জঙ্গমান্তক
বিশ্ব, রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন কলুষিত কলিকাল উপস্থিত, এ সময়ে যে সংসার
রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ॥ ২ ॥ নৃপবর ! দেবগণ
যখন যেসব ও ঈর্ষাসম্বিত এবং প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, তখন আর তির্য্যাক্ ও মনুষ্যাগণের কথা কি
বলিব ॥ ৩ ॥ হে পৃথিবীপতে ! দ্রোহকারী জীবে দ্রোহপর হইবে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য দৃষ্ট
হইতেছে ; কিন্তু হিংসাবর্জিত শান্ত জীবে বিদ্বেষ করিলেই খলতা হইল ॥ ৪ ॥ যে কোনও

সতাং সত্যযুগং সাক্ষাৎ সৰ্বদৈবাসতাং কলিঃ ।

মধ্যমো মধ্যমানাং তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্থতৌ ॥ ৬ ॥

কশ্চিৎ কদাচিত্তবতি সত্যধৰ্ম্মানুবর্তকঃ ।

অন্তথাশ্রয়ুগানাং বৈ সৰ্ব্বৈ ধৰ্ম্মপরাযণাঃ ॥ ৭ ॥

বাসনাকারণং রাজন্ ! সৰ্ব্বত্র ধৰ্ম্মসংস্থিতৌ ।

তস্ত্যাং বৈ মলিনায়াস্ত ধৰ্ম্মোহপি মলিনো ভবেৎ ।

মলিনা বাসনা সত্যং যিনাশায়েতি সৰ্ব্বথা ॥ ৮ ॥

নধেবং চেৎ কথং ধৰ্ম্মস্থিতিঃ শ্রাদ্ধিতি চেত্তত্রাহ সতামিতি । সৰ্ব্বযুগেষু ত্রিবিধা নরাঃ সন্তি সাধবোহসাধবো মধ্যমাশ্রয়ঃ । তত্র সতাং সৰ্ব্বং যুগং সত্যযুগমেব । অসতাং সৰ্ব্বং যুগং কলিরেব । যস্মিন্ যুগে ক্রিয়াযোগৌ বাবস্থিতৌ স মধ্যমঃ কালো ছাপরজ্রেত্যাকো মধ্যমানাং ভবতি । তথাচ যে সাধবো মধ্যমাশ্রয়ঃ তদাপ্রসঙ্গে ধৰ্ম্মঃ স্থাস্ত্রীতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নমু তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি কথং পূৰ্ব্বমুক্তমিতি চেদ্বচনো ন সন্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যচ কশ্চিৎ কদাচিদिति । অন্তথা বহুবন্ত্রয়ুগানাং যে ধৰ্ম্মান্তঃপরাযণাঃ সৰ্ব্বৈ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নমু কিমিতি বহুবন্ত্রণা ভবন্তি সৰ্ব্বৈহপি সত্যভাজঃ সাধবঃ কুতো ন ভবন্তীতি চেত্তত্রাহ বাসনেনিতি । শুদ্ধবাসনানাং পুণ্যসাধ্যাদ্ভিন্নত্বম্ । মলিনবাসনানাং স্বভাবদ্বাদ্ভিন্নত্বম্ । তথাচ বাসনাবহুত্বাদ্দূশানামপি বচনমিত্যর্থঃ । যদাপি বহুত্বং তেষাং তথাপি মলিনাবাসনাবিনাশায়ৈব ভবন্তীতি নিশ্চিত্য তানাগাচরণং কদাপি ন কুর্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শাস্ত্র তাপস জপপরাযণ ও ধ্যাননিমগ্ন থাকিলে অমররাজ তাঁহার তপস্যার বিষয় ঘটাইয়া থাকেন অতএব ইন্দ্ৰের থলতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫ ॥ রাজন্ ! সৰ্ব্বযুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই তিন প্রকার মানব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাহারা সাধু তাঁহাদের সৰ্ব্বদাই সত্যযুগ, বাহারা অসাধু তাহাদের সৰ্ব্বদাই কলিযুগ ; আর যে যে যুগে ক্রিয়া ও যোগ বাবস্থিত সেই ছাপরায়ক ও ত্রেত্যাক যুগেই সৰ্ব্বদা মধ্যমদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ রাজন্ ! আপনি জানিবেন যে, কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন যুগেব সকল ব্যক্তিই তদ্বৎযুগধর্মের অনুবর্তন করিত ॥ ৭ ॥ হে রাজেন্দ্র ! ধর্মস্থিতি বিষয়ে সৰ্ব্বত্রই বাসনাকে কারণ বলিয়া অবগতি করিবেন, সেই বাসনা মলিনা হইলে ধর্ম ও মলিন হইয়া থাকে । আপনি জানিবেন যে, শুদ্ধ বাসনা পুণ্যসাধ্য বলিয়া তাহা অল্পই হয়, আর মলিনা বাসনা স্বভাবতই অধিকতর হইয়া থাকে । এই মলিনা বাসনাই জীবগণকে সৰ্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া থাকে । অতএব ইহার আচরণ কদাচই কর্তব্য নহে । 'বৃণোত্তম ! এই সকল বচন পরম্পরা দ্বারা কৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদির ছল ও অধর্ম্মাচরণ এবং পাণ্ডবগণের অধর্ম্মশীলতার কারণ বুঝিয়া লইবেন ; এক্ষণে, মুক্তির নিমিত্ত তপস্চরণশীল নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তি কথং শ্রবণ করন ॥ ৮ ॥)

ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম ইতি স্মৃতঃ ।
 ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্মরতঃ সদা ॥ ৯ ॥
 দক্ষশ্চ হুহিতারো হি রতা দশ মহাজনা ।
 বিবাহবিধিনা সম্যজ্জুনিনা গৃহধর্মিণা ॥ ১০ ॥
 তাম্রজীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্মঃ সত্যবতাং বরঃ ।
 হরিং কৃষ্ণং নরকৈশ্চ তথা নারায়ণং নৃপ ! ॥ ১১ ॥
 যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিং কৃষ্ণো বভূব হ ॥ ১২ ॥
 নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্ ।
 প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
 তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ ।
 গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়্য বিপুলে তটে ॥ ১৪ ॥
 হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নরনারায়ণার্ষসী ।
 পূর্ণং বর্ষসহস্রশ্চ চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫ ॥
 তাপিতঞ্চ জগৎ সর্বং তপসা সচরাচরম্ ।
 নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ শক্রং ক্ষোভং তদা যযৌ ॥ ১৬ ॥

ইখমেতৎপর্যন্তঃ কিমর্থং শাপো জাতো দেবকীবল্লদেবয়োঃ কথং কৃষ্ণেন্দ্রপ্রভৃতয়ো
 দেবান্ধলেনাধর্ম্যচরণবন্তঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ কথমধর্মশীলা ইত্যন্তোত্তরং দত্তমধুনা নরনারায়ণ-
 যোর্ম্য ক্তার্থং তপঃ কুর্ষতোঃ কথং দেহান্তরপ্রাপ্ত্যনুয্যদেহেনেতিপ্রশ্নোত্তরমাহ ব্রহ্মণো
 হৃদয়াদিতি ॥ ৯—১২ ॥

প্রালেয়াদ্রিং হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রীসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্যনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সত্য-
 সম্পন্ন এবং সর্বদাই বেদধর্ম্মে অক্লান্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহাত্মা গৃহস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিবর
 ধর্ম্ম, দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ সত্যনিষ্ঠগণের
 অগ্রগণ্য সেই ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন
 করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ, নিয়তই যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া রহি-
 লেন ॥ ১২ ॥ নর এবং নারায়ণও হিমালয় পর্বতে আগমন করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে
 অত্যাশ্রম তপস্কা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই তপস্বিপ্রধান পুরাণ-মুনিদ্বয় গঙ্গার অগ্রশত
 তটদেশে গায়ত্রীসংজ্ঞক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন
 নরনারায়ণ নামক ঐবিদ্য পূর্ণ সহস্রবৎসর সেই স্থানে উত্তম তপস্কা করিলেন ॥ ১৫ ॥
 তাঁহাদের তপশ্শ্রেণে চরাচর অখিল জগৎ পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও

চিন্তাবিষ্টঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ ।

কিং কর্তব্যং ধর্মপুত্রো তাপসৌ ধ্যানসংযুতো ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধার্থো ব্রহ্মশং শ্রেষ্ঠমাসনং সংগ্রহীষ্যতঃ ।

বিষয়ঃ কথং প্রকর্তব্যস্তপো যেন ভবেন্ন হি ॥ ১৮ ॥

উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যতিদারুণম্ ।

ইত্যাশ্রিত্য সহস্রাক্ষঃ সমারুহ গজোত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

বিষয়কামস্ত তরসা জগাম গন্ধমাদনম্ ।

গত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে তাবপশ্যচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥

তপসা দীপ্তদেহো তু ভাস্করাবিব চোদিতো ।

ব্রহ্মবিষ্ণু কিমেতো বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসু ।

ধর্মপুত্রাব্রবীবেতো তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি সঙ্কিত্য তৌ দৃষ্ট্বা তদোবাচ শচীপতিঃ ।

কিং বাং কার্য্যং মহাভাগৌ ব্রুতাং ধর্মহুতো কিল ॥ ২২ ॥

দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যামতোহস্ত্যহং ধর্মী ।

অদেয়মপি দাস্যামি তুচ্ছোহস্মি তপসা কিল ॥ ২৩ ॥

কৃতচিন্তা কিঞ্চ কল্পিতবাস্তুভয়মপ্যাহ কিং কর্তব্যমিতি ॥ ১৭ ॥

আসনং মমেতি শেষঃ । বিষয় ইতি । কামং ক্রোধং বোৎপাদ্য যেন বিষয়েন তপো ন ভবেৎ
স তাদৃশো বিষয়ঃ কথং কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

সংকল্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ সহস্রলোচন চিন্তাবিষ্ট হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে
লাগিলেন যে, এই ধর্মপুত্রের তপোনিরত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন, ইহারা তপঃ-
সিদ্ধ হইলে আমার এই অত্যুত্তম রাজ্যসন অধিকার করিতে পারিবেন, তবে এক্ষণে
ইহাদের তপস্তা ভঙ্গের নিমিত্ত কি প্রকারে বিষয় উৎপাদন করি ॥ ১৭—১৮ ॥ দেবরাজ, এই
উদ্দেশ্যে কাম, ক্রোধ, এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া ঐরাবতে আরোহণ
পূর্বক বিষয়চরণের নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করত সেই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত
হইয়া সেই পুরাতন ঐবিষয়কে দর্শন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তাঁহাদিগকে তপন্তেজে
ভাষরের স্তায় দীপ্তিমান দর্শন করিয়া দেবরাজ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহারা ব্রহ্মা,
বিষ্ণু অথবা বিভাবহুই হইবেন ॥ ২১ ॥ ইহারা ধর্মপুত্র এক ধর্মী, ইহারা তপস্তা দ্বারা কি
করিবেন ? এতরূপ চিন্তা করিয়া শচীনাথ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্বক কহিতে
লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হে মহাভাগ ধর্মতনয় ঐবিষয় ! আপনাদিগের কার্য্য বা প্রার্থনা কি
বলুন, আমি আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইরাছি ;

ব্যাস উবাচ ।

এবং পুনঃপুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুনঃস্থিতঃ ।
 নোচছুস্তাবুবাচ ধ্যানসংস্থিতৌ দৃঢ়চেতসৌ ॥ ২৪ ॥
 ততো বৈ মোহিনীং মায়াঞ্চকার ভয়দাং বৃষঃ ।
 বৃকান্ সিহাংশ্চ ব্যাভ্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাভিভীষয়ৎ ॥ ২৫ ॥
 বর্ষং বাতং তথা বহ্নিং সমুৎপাদ্য পুনঃপুনঃ ।
 ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং বৃষা বিমোহিনীম্ ॥ ২৬ ॥
 ভয়তোহপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্ম্মহত্যৌ মুনী ।
 নরনারায়ণৌ দৃষ্টৌ শক্রঃ স্বভুবনং গতঃ ॥ ২৭ ॥
 বরদানে প্রলুকৌ ন ন ভীতৌ বহ্নিবায়ুতঃ ।
 ব্যাভ্রসিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥ ২৮ ॥
 ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্তুং কোহপি ক্ষমোহভবৎ ।
 ইন্দ্রোহপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস হুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

দাতুং যাতো অ্যাহং ঋষী । হে ঋষী তং বরং দাতুং যাতে প্রাপ্তোহস্মীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

বৃষ ইন্দ্রঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

নাশ্রমাৎ স্বকাদাশ্রমনিমিত্ততপসো ন চলিতাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

আমি আপনাদের তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিষয় দৃঢ়চিত্ত ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এজন্ত কোন কথাই বলিলেন না, তদর্শনে অমররাজ, অতিশয় ভয়প্রদা মোহিনী-মায়ায় অবতারণা করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্ত সকল এবং বৃষ্টি বাত্যা ও বহ্নি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপাদন পূর্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শক্র মোহিনী-মায়ায় আবির্ভাব করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তদ্বারাও সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিষয়কে বশে আনিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ সেই নরনারায়ণ মুনিষয়, বর গ্রহণে লুক্ক, অথবা সিংহাদি বা বহ্নি গবনাদি দ্বারা ভীত হইলেন না দেখিয়া দেবরাজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । অনন্তর ইন্দ্র গৃহে গমন পূর্বক হুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যখন এই মুনিষয় সিংহ-ব্যাঘ্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন কেহই ইহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না । এই মুনিবরষয়, ভয়লোভাদি দ্বারা বিচলিত হইলেন না, ইহারা আদিশক্তি মহাবিদ্যা সনাতনী, ত্রিলোকেশ্বরী অদ্বৈত-

চলিতো ভয়লোভাভ্যাং নেমো মুনিবরোত্তমো ।

চিন্তয়ন্তো মহাবিদ্যাগাদিশক্তিং সনাতনীম্ ॥ ৩০ ॥

ঐশ্বরীং সর্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমভুতাম্ ।

ধ্যায়তাং কঃ ক্রমো লোকে বহুমায়াবিদপুত ॥ ৩১ ॥

যশ্মলাঃ সকলা মায়া দেবাস্বরকৃতাঃ কিল ।

তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ ॥ ৩২ ॥

বাগ্বীজং কামবীজকামায়াবীজং তথৈব চ ।

চিত্তে যশ্চ ভবেত্তস্ত বাধিতুং কোহপি ন ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

মায়া মোহিতঃ শক্ৰো ভূয়ন্তশ্চ প্রতিক্রিয়াম্ ।

কর্তুং কামরসন্তো তু সমাহুয়াববীজচঃ ॥ ৩৪ ॥

কুতো ন চলিতো তত্র নিমিত্তমাহ চিন্তয়ন্তাবিতি । মহাবিদ্যাং শ্রীভুবনেশ্বরীং পরাং প্রকৃতিং সাম্যাবস্থায়োগোপাদিকবুদ্ধরূপিনীম্ । বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবত্বতাং মহাবাহো ! যস্মদং ধার্য্যতে জগদ্বিতীয়াতোকাম্ ॥ ৩০ ॥

বহুমায়াবিং সোহপীত্যর্থঃ । ধ্যায়তাং মনো বশস্তিতুমিতিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

যশ্মলা ইতি । যৎপবাসক্তিমূলাঃ সকলা দেবা স্বরকৃতমায়া ভবন্তীতি তাং পরাং শক্তি-মিতিপূর্ণোপায়ঃ তে কথং বাধিতুমিতি । অতেন বাধিতুমিতিত্যাঃ । যে গতকল্মষা ধ্যায়ন্তি তে ইত্যমরঃ ॥ ৩২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্তং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমাহ বাগ্বীজমিতি । বাধিতুং কোহপি ন ক্রম ইতি । তচ্চতুং মুণ্ডমাল্যাম্ । পার্শ্বভীচরণবন্দ্যভজনাং কিঙ্করো ভবেৎ । স্বর্গভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং ন ভবেৎ কিম্ । শাক্তানাংকৈব নিন্দাং যে কুর্ন্তন্তি হি নরাধমাঃ । তেষাং লোহিতপানং বৈ কুর্ন্তন্তি তৈরবীগণাঃ । তৈরবাস্তৈব তৈরব্যাঃ সন্না হিংসন্তি পামরান্ । শাক্তান্ হিংসন্তি নিন্দন্তি গর্জন্তি বহুজলকাঃ । ছিনন্তি তেষাং দেবেশী শিরাঃসি হরবলভতি ॥ ৩৩ ॥

রূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছেন, এক্ষণে বহুমায়া বিশারদ হইলেও এমন কে আছে যে ইহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮—৩১ ॥ কারণ যে পরমা শক্তি দেবাস্বরকৃত সকল মায়ার মূল, সেই যোগমায়া মহাশক্তির ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাহারা পাপের হস্ত হইতে নিমুক্ত রহিয়াছেন, এই জ্বিলোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ বাহারা সরস্বতীবীজ, কামবীজ, ও মাগবীজ জপ করিয়া নিশাপ ও বিগুচ্ছান্না হইয়াছেন, বাহাদের চিত্তক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরীবীজ উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহাদিগের বিষয় আচরণ করিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! নারায়ণ কি প্রভাব দেখুন, শাক্তগণের অত্যাচারে কেহই সমর্থ হয় না, ইহা জানিয়াও দেবরাজ নারায়ণ মোহিত হইয়া পুনর্বার তৎপ্রতীকারার্থ সন্মথ ও বসন্তকে আহ্বান করিয়া

* তাঃ কথং বাধিতুং শক্তাঃ ধ্যায়ন্তবকস্বয়ম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

মনোভব ! বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা ।
 অপ্সরোভিঃ সমাযুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫ ॥
 নরনারায়ণৌ তত্র পুরাণাবধিসত্তমৌ ।
 কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥
 গহ্বা তত্র সমীপে তু তয়োর্মম্বথ ! মার্গগৈঃ ।
 চিত্তং কামাতুরং কার্যং কুরু কার্যং মমাধুনা ॥ ৩৭ ॥
 মোহয়োচ্চাটয়ৈনৌ ত্বং বিশিখৈস্তাড়য়াশু চ ।
 বশীকুরু মহাভাগ ! মুনী ধর্ম্মসুতাবপি ॥ ৩৮ ॥
 কো হস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোহথ মানবঃ ।
 যন্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভূশতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥
 ব্রহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্বিমোহিতঃ ।
 গণনা কানয়োঃ কাম ! ত্বদ্বাণানাং পরাক্রমে ॥ ৪০ ॥
 বারান্সনাগণোহয়ন্তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ ।
 আগমিষ্যতি তত্রৈব রম্ভাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়াং পরিহারম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

হে মম্বথ মার্গগৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ন যাতিতি মোহমিতি শেষঃ ॥ ৪১—৪০ ॥

বারান্সনাং গণঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে মনোভব ! তুমি, এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া অপ্সরাগণকে সঙ্গে লইয়া সখর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর ॥ ৩৪—৩৫ ॥ সেই স্থানে নর-নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষিদ্বয়, বদরিকাশ্রমে একান্তে অবস্থিত হইয়া তপস্তা করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ হে মম্বথ ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় শায়ক প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত কামাতুর করিয়া আমার এই কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৩৭ ॥ তুমি স্বীয় শরাঘাতে তাঁহাদিগকে মোহিত ও উচ্চাটিত করিবে, কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না ; হে মহাভাগ ! এইরূপে তুমি সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিস্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮ ॥ কন্দর্প ! এই অশ্বিন সংসারে দেব দৈত্য বা মানবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে বিতাড়িত হইয়া তোমার বাণের বশীভূত না হইয়াছে ? ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মা, আমি, গিরিজানাথ, চন্দ্র এবং বহ্নিও যখন তোমার বাণে বিমোহিত, তখন তোমার শায়ক যে সেই ঋষিদ্বয়ের প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আর কি বিচার করিতে হইবে ? ॥ ৪০ ॥ তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বারান্সনাগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিলাম, এই রম্ভাদি মনোরম অপ্সরা

একা তিলোত্তমা রজ্জা কার্য্যং সাধয়িতুং কমা ।
 ত্বমৈবৈকঃ ক্রমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্ত সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
 কুরু কার্য্যং মহাভাগ ! দদামি তব বাঙ্কিতম্ ॥ ৪৩ ॥
 প্রলোভিতৌ ময়াত্যর্থঃ বরদানৈস্তপস্বিনৌ ।
 স্থানাম চলিতৌ শাস্তৌ ব্রূহাং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥
 তথা বৈ মায়ায়া কৃষ্ণা ভীষিতৌ তাপনৌ ভৃশম্ ।
 তথাপি নোপিতৌ স্থানাদেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্ম বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ ।
 বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৬ ॥
 যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্ ।
 ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ মুনী ॥ ৪৭ ॥
 দেবীভক্তং বশীকর্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন ।
 কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তং মনস্তলম্ ॥ ৪৮ ॥

তব বাঙ্কিতং তুভ্যঃ দদামীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তৌ ন সামান্ত্যবিত্যাহ প্রলোভিতাবিতি ॥ ৪৪ ॥

সকলও সেই স্থানে গমন করিবে ॥ ৪১ ॥ তিলোত্তমা রজ্জা অথবা তুমি একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ, তবে সকলে মিলিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪২ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি কার্য্য সাধন কর, আমি তোমাকে বাঙ্কিতার্থ প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥ মঙ্গল ! আমি তপস্বিগণকে বরদান করিব বলিয়া প্রলোভিত করিয়াছিলাম ; কিন্তু, সেই প্রশান্তায়া তাপসগুণ, স্বকীয় নিশ্চিতার্থ হইতে বিচলিত হন নাই, তাহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ আর আমি ঐ তাপসগণকে মায়া দ্বারা অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহারা স্বহান হইতে উষিত হন নাই, অতএব বোধ হইতেছে তাঁহারা দেহ রক্ষার যত্নবান নহেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, কামদেব দেবরাজের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন দেবেন্দ্র ! অদ্য আমি আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু এক কথা এই যে, যদি সেই তাপসগণ বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা দিবাকরের ধ্যানপরায়ণ হইলেন, তবে আমার তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৭ ॥ নতুবা যে ব্যক্তি কামরাজ মহাবীজ-যন্ত্র চিন্তনে নিরত, আমি সেই দেবীভক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে কদাচই সমর্থ হইব

তাং দেবীং চেম্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ ।

ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিম ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ ! সৰ্বৈবস্তুত্র সমুদ্যতৈঃ ।

কার্য্যং মমাতিদুঃসাধ্যং কৰ্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেন সমাদিক্টা যযুঃ সৰ্বৈব সমুদ্যতাঃ ।

যত্র তৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতে দুষ্করং তপঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

নরনারায়ণকথাবৰ্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মায়য়া কৃষ্টা ভয়মিতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

গচ্ছ ত্বঞ্চেতি । তৌ পরাশক্তিদেবীভক্তৌ বৰ্জেতে তত্র সন্দেহো নাস্তি তথাপি ত্বং যদ্বস্ত কুরু যদগ্রে ভবিষ্যতি তত্ত্ববিত্ত্যর্থঃ । সৰ্বৈব সমুদ্যতৈঃ সহৈত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

না ॥ ৪৮ ॥ যদি তাপসদ্বয়, সেই মহাশক্তি মহাদেবীকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা মদীয় শরের গোচরীভূত হইবেন না ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ ! ভূমি কার্য্যসাধনোদ্যত অলুচরণের সহিত গমন কর, আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্যের সাধন কৰ্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই রূপে ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই যেখানে সেই ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় নরনারায়ণ দুষ্কর তপস্তা করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবৰ্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পৰ্ব্বতোত্তমে ।
পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সৰ্ব্বৈঃ দ্বিরেকালিবিরাজিতাঃ ॥ ১ ॥
আত্মাশ্চ বকুলা রম্যান্তিলকাঃ কিংশুকাঃ শুভাঃ ।
সালান্তালান্তমালশ্চ মধুকাঃ পুষ্পিতা বভূঃ ॥ ২ ॥
বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ ।
বল্লোহপি পুষ্পিতাঃ সৰ্ব্বা আলিলিস্মূৰ্নগোত্তমান্ ॥ ৩ ॥
প্রাণিনঃ স্বাস্থ্য ভাৰ্য্যাস্থ প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ ।
বভূবুশ্চাতিমতাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥
ববুৰ্মন্দাঃ স্নগদ্ধাশ্চ স্পর্শা দক্ষিণানিলাঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি মুনীনামপি চাতবন্ ॥ ৫ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈরষ্টপকালন্তিঃ পদৈর্নরঃপ্রভঃ ।

উৰ্ব্বলীং সমৃদ্ধে চেতি কথং সমুদীৰ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে বসন্তাগমনমূপবর্ণিতম্ । তদনন্তরং জাতং বৃহদ্বর্ষ প্রথমং তত্রোতি । তেন
বসন্তাগমনেন পুষ্পিতাঃ পাদপা বৃক্ষাঃ বভূঃ শোভিতা ইত্যর্থঃ । দ্বিরেকালিবিরাজিতাঃ
ক্রমরপংক্তিবিরাজিতাঃ ॥ ১—২ ॥

নগোত্তমান্ বৃহদবৃক্ষান্ ॥ ৩—৭ ॥

প্রমাথীনি বলবন্তি স্বাধীনানীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই মনোহর পৰ্ব্বতোপরি আবিস্কৃত
হইলেন । তখন পাদপ সকল পুষ্পিত ও দ্বিরেক মালার পরিশোভিত হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥
মনোহর আম্র, বকুল, তিলক ও সুশোভন কিংশুক, সাল, তাল, তমাল ও মধুকাদি তরুশ্রেণী,
কুসুমমালার বিরাজিত হইয়া অল্পম শোভা ধারণ করিল ॥ ২ ॥ বৃক্ষের উপরিভাগে কোকিল-
কুলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল, লতাসকল পুষ্পিত হইয়া বনস্পতিগণকে আলিঙ্গন
করিল ॥ ৩ ॥ প্রাণিগণ স্মরাতুর হইয়া আপন আপন ভাৰ্য্যার প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত
হইয়া অতিশয় উন্নত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ মন্দ, স্নগদ্ধ ও স্পর্শ দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে
লাগিল, ইন্দ্রিয় সকল বলবান হইয়া আর মুনীগণের মানসের বশীভূত রহিল না ॥ ৫ ॥
তখন বীনকেতন, রত্নির সহিত সন্মিলিত হইয়া পঞ্চবাণ ধারণ পূৰ্ব্বক সেই বদরিকা-

রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ ।
 চকার স্বরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥
 রস্তাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ গন্তা তত্র বরাশ্রমে ।
 গানং চক্রুঃ স্নগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমম্বিতম্ ॥ ৭ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদগীতং কোকিলানাঞ্চ কুজিতম্ ।
 ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮ ॥
 ঋতুরাজমকালে তু দৃষ্টৌ তৌ পুষ্পিতং বনম্ ।
 জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নরনারায়ণাবুযী ॥ ৯ ॥
 কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা ।
 প্রাণিনো বিশ্বলাঃ সর্বৈ লক্ষ্যন্তেহতিস্মরাতুরাঃ ॥ ১০ ॥
 কালধর্মবিপর্যাসঃ কথমদ্য দুরাসদঃ ।
 নরঃ নারায়ণঃ প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১ ॥
 নারায়ণ উবাচ ।

পশু ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভাস্তি বৈ ।
 কোকিলাপসংযুক্তা ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥

পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ পঞ্চবাণান্ পূর্ণান্ ব্যাপকান্ কুর্মিত্যর্থঃ । পঞ্চবাণৈঃ সর্কাংস্তাড়-
 য়মিতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥

ভ্রমরালিব্রমরপংক্তিঃ ॥ ৮—১১ ॥

ইতি মনসি ঋতুকালবিপর্যাসং চিন্তয়িত্বা নারায়ণ উবাচ যতদাহ পশ্চেতি ॥ ১২ ॥

শ্রমে সত্বর গমনপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সঙ্গীতনিপুণা রস্তা ও তিলোত্তমাদি
 প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে গমন পূর্বক স্বরতান ও লয় সমন্বয়ে
 গান করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সেই স্নমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কুজন ও ভ্রমরগণের
 স্নমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহর্ষিদ্বয় জাগরিত হইলেন ॥ ৮ ॥ নরনারায়ণ ঋষি-
 যুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপগণের পুষ্পোদয় পরিদর্শন করিয়া
 চিন্তাপরায়ণ হইলেন ॥ ৯ ॥ নিয়ম ব্যতিরেকে এখন কিরূপে বসন্ত ঋতুর উদয় হইল ?
 দেখিতেছি, সকল প্রাণীই অতিশয় স্মরাতুর ও বিশ্বল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ কাল-
 ধর্মের বিপর্যয় অতিশয় দুর্ঘট, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইল ? তদনন্তর নারায়ণ, বিস্ময়-
 বিস্মারিতনেত্রে নরনামক ঋষিবরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রাতঃ ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে, কোকি-
 লের কলধ্বনি সংঘোষিত হইতেছে, ভ্রমরসকল স্নমধুরধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিহরণ

শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বর্ধরৈর্নৈধৈঃ ।

বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুহুমৈমুনে ॥ ১৩ ॥

রক্তাশোককরা তস্মী দেবর্ষে ! কিং শুকাজ্জিকা ।

নীলাশোককচা শ্চামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪ ॥

নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিশ্ববৃক্ষফলস্তনী ।

প্রোৎফুল্লকুল্লরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫ ॥

বন্ধুজীবধরা শুভ্রা সিদ্ধুবারনখাদুতা ।

পুংকোকিলস্বর্য পুণ্য কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬ ॥

বহিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বননুপুরা ।

বাসন্তীবন্ধরশনা মত্তহংসগতিস্তথা ॥ ১৭ ॥

পুত্রজীবাংশুকন্ডস্তরোমরাজিবিরাজিতা ।

বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা বৃদ্ধান্ ! বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮ ॥

ভীমমাতঙ্গং শীতভয়প্রদানেন ভীমং ভয়ঙ্করং মাতঙ্গং গজং শিশিরশতরূপং পলাশকুহুমৈমুনে : স্বস্ত খরৈঃ কঠিনৈর্নৈধৈর্দারয়ন্ প্রাপ্তো বসন্তকেশরী বসন্তরূপঃ সিংহো বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলং স্বয়মেব প্রাপ্তঃ কিন্তু লক্ষ্মীসিংহবত্তয়া শক্তিবসন্তলক্ষ্মীঃ সাপি প্রাপ্তুতি বদন্ বসন্তলক্ষ্মীঃ বর্ণয়তি রক্তাশোকেতি । রক্তো নবীনপল্লবযোগাৎ যৌহশোকাহণোক-
বৃক্ষঃ স এব করৌ যস্তাঃ সা । কিং শুকঃ পুষ্পিতপলাশবৃক্ষঃ স এবাজ্জী চরণৌ যস্তাঃ ।
নীলো যৌহশোকে হরিতপল্লবযোগাৎ স এব কচাঃ কেশা যস্তাঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্ববৃক্ষফলাস্তেব স্তনৌ যস্তাঃ । মঞ্জর্যা এব কর্ণৌ যস্তাঃ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধুবারমেব নখানি যস্তাঃ ॥ ১৬ ॥

বহিবৃন্দো ময়ূরবৃন্দঃ স এব কলাপো ভূষণঃ যস্তাঃ । সারসঃ পুংকোকিলস্ত সারস ইতি-
কোষঃ । তস্ত স্বন এব নুপুরে যস্তাঃ । বাসন্তী মাধবীলতা তদ্রূপা বন্ধা রসনা কটিকঃ
যস্য সা । চলন্তো যে মত্তা হংসাস্ত এব গতিঃ যস্তাঃ ॥ ১৭ ॥

করিতেছে ॥ ১২ ॥ ঐ দেখ, বসন্তকেশরী পলাশকুহুমরূপ স্বকীয় ধরনধর দ্বারা শিশির-
রূপ ভীষণ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে বৃদ্ধন! দেখ
দেখ কেমন মনোহর সুরমাঙ্গল্লা বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে উদ্ভিত হইয়াছেন ; দেবর্ষে !
রক্তাশোক ইহার করতল ; কিং শুক কুহুম ইহার মনোহর চরণ ; নীলাশোক ইহার শ্রোমল
কেশকলাপ ; বিকসিত কয়ল ইহার বদন ; নীল ইন্দীবর ইহার নয়ন ; বিশ্বকল ইহার
মনোহর পরাধর, প্রকুল কুল কুহুম ইহার দশন, মঞ্জরী ইহার মোহনকর্ণ, বন্ধুজীব ইহার
অধর, সিদ্ধুবার অদ্বুত নখর ; পুংকোকিল কলক্ষনি ইহার কণ্ঠধর ; কদম্বকুহুম ইহার
বসন ; শিশিকুল ইহার ভূষণ ; সারসস্বর ইহার নুপুরধনি ; কুহুমদাম ইহার চত্রহার ;

অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিস্ময়োহয়ং সমাধুনা ।
 তপোবিস্মকরা নুনং দেবর্ষে ! পরিচিস্তয় ॥ ১৯ ॥
 শ্রয়তে স্রনরীণাং গানং ধ্যানবিনাশনম্ ।
 আবয়োস্তপিভঙ্গায় কৃতং মঘবতা কিল ॥ ২০ ॥
 ঋতুরাড্ভুখা কালে প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথম্ ।
 বিদ্বোহয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাস্রশক্রণা ॥ ২১ ॥
 বাতাঃ স্রগন্ধাঃ শীতাশ্চ সমারীন্তি মনোহরাঃ ।
 নান্দ্রং কারণমস্তীহ শতক্রতুকৃতিং বিনা ॥ ২২ ॥
 ইতি ব্রুবতি বিপ্রাগ্র্যে দেবে নারায়ণে বিভৌ ।
 সর্কে দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্থথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩ ॥
 দদর্শ ভগবান্ সর্বান্নরো নারায়ণস্তথা ।
 বিস্ময়াবিস্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪ ॥

কদম্ববৃক্ষাধো যে পুত্রজীবীবা বৃক্ষস্তে এব কদম্ববৃক্ষরূপং যৎ পূর্বোক্তনংগুকং বস্ত্রং তস্মিন্
 নাস্তা কিপ্তা আচ্ছাদিতা যা রোমরাজী রোমপংক্তিভূয়া বিরাজিতা । কদম্ববৃক্ষাণাং বস্ত্র-
 কল্পনা তদধঃস্থিতপুত্রজীবীনাং রোমরাজিকল্পনেতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিভঙ্গায় তপিস্তপিক্রিয়া তপশ্চর্য্যেত্যাঃ । তস্তা ভঙ্গায় ॥ ২০ ॥

ঋতুরাড্ভিতি । অন্যথা মহাকার্য্যাবেহকালে সময়াবেহপি ঋতুরাড্ভবসন্তঃ কথং
 প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথমপীত্যাঃ । অস্রশক্রণেক্ষেপ ॥ ২১—২২ ॥
 বিপ্রাগ্র্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠে ॥ ২৩—২৪ ॥

প্রদত্তহংস গতিই ইহার গমন ; কদম্বকেশর ইহার রোমরাজী ; ঋষিবর ! এই সকল
 দ্বারা বসন্তলক্ষী কি অপূর্ণ শোভাই ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ইনি অকালে উপ-
 নীত হইলেন কেন ? এ বিষয়ে এখন আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ,
 ইনি নিশ্চিতই তপস্তার বিস্মকারিণী ॥ ২০ ॥ ঐ শ্রবণ কর স্রবকামিনীগণ, কেমন মনোমোহন
 ধ্যানবিনাশন গান করিতেছে, বোধ হইতেছে, আমাদের তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত
 দেবরাজ এই সকল উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ ঋতুরাজ অসময়ে প্রীতি জন্মাই-
 তেছেন কেন ? ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে অস্ররারি ইন্দ্র, আমাদের তপস্তার
 ভীত হইয়া তপোভঙ্গের উপায় স্বরূপ এই সকল বিষয় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ দেখ
 শীতল, স্রগন্ধ ও মনোহর পবন প্রবাহিত হইতেছে, শতক্রতুর কার্য্য ব্যতিরেকে ইহাতে
 আর কোনও কারণ নৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

বিপ্রবর বিত্ব বেব নারায়ণ, এই সকল বাক্য বলিতেছেন এমন সময়ে সম্মুখাদি সকলেই
 তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাহাদিগকে

মন্থং মেনকাঠৈব রক্তাঠৈব তিলোত্তমাম্ ।
 পুষ্পগন্ধাং স্নকেশীঞ্চ মহাশ্বেতাং মনোরমাম্ ॥ ২৫ ॥
 প্রমদ্বরাং স্নতাচীঞ্চ গীতজ্ঞাং চারুহাসিনীম্ ।
 চন্দ্রপ্রভাঞ্চ সোমাঞ্চ কোকিলালাপমণ্ডিতাম্ ॥ ২৬ ॥
 বিদ্যাম্মালাম্বুজাক্ষীঞ্চ তথা কাঞ্চনমালিনীম্ ।
 এতাশ্চান্মা বরারোহা দৃষ্টান্তাভ্যাং তদাস্তিক্রে ॥ ২৭ ॥
 তাসাং হৃষ্টসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ ।
 বীক্ষতো বিস্মিতো জাতো কামসৈশ্চ স্তবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥
 প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সৰ্ব্বা দেববারাঙ্গনাস্তদা ।
 দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ ॥ ২৯ ॥
 জগুঃস্থলেন তাঃ সৰ্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদূৰ্ণভম্ ।
 তত্তথাবস্থিতং দিব্যং মন্থখাদিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩০ ॥
 শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরো নারায়ণস্তদা ।
 শ্রুত্বা প্রোবাচ তাস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ ॥ ৩১ ॥
 আশ্রুতাং স্তম্ভমজৈব করোম্যতিথ্যমদ্বুতম্ ।
 ভবন্ত্যেহতিথিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাং স্তমধ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাম্মালা চ সা চাম্বুজাক্ষী চেতি । কচিৎ বিদ্যাম্মালাম্বুজাক্ষী চেতি পাঠস্তদা জী-
 হ্যম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

দেববারাঙ্গনা অঙ্গরসঃ ॥ ২৯ ॥

দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ ঠাহারা মনোভব, মেনকা, রক্তা, তিলোত্তমা,
 পুষ্পগন্ধা, স্নকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদ্বরা, চারুহাসিনী সঙ্গীতজ্ঞা স্নতাচী, চন্দ্রপ্রভা,
 কোকিলভাবিনী সোমা, অম্বুজাক্ষী কাঞ্চনমালিনী বিদ্যাম্মালা, এই সকল ও অন্ত্যাত
 বরারোহা অঙ্গরাগণকে সরিধানে দর্শন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অঙ্গরা-
 গণকে এবং কামের স্তবিস্তর সৈন্ত সকলকে দর্শন করিয়া মুনিষয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৮ ॥
 তখন, দিব্যমালায় পরিশোভিতা, দিব্যাভরণা দেববারাঙ্গনাগণ মুনিষয়কে প্রণাম করিয়া
 সমুখে অবস্থিত করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেই অঙ্গরা সকল, ক্ষিতিলে দূরত ও মন্থখ-
 বৰ্দ্ধন বর্গীর সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ ভগবান্ বিষ্ণুরূপ নরনারায়ণ মুনিষয় সেই
 সঙ্গীত শ্রবণান্তর প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনমধ্যমা অঙ্গরাগণ
 তোমরা স্বর্ণ হইতে অতিথিধর্ম্মেই এইখানে আগমন করিয়াছ । তোমরা এইখানে স্তম্ভ
 অবস্থিত কর, আমরা উত্তমরূপে তোমাদের আতিথ্য সম্পাদন করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

বাস উবাচ ।

সাভিমানস্ত সঞ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ ।
 ইন্দ্ৰেণ প্রেষিতা নুনং তপোবিন্ধচিকীৰ্ষয়া ॥ ৩৩ ॥
 বরাক্যং কা ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল ।
 এতাভ্যো দিব্যরূপাশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্ ॥ ৩৪ ॥
 ইতি শকিস্ত্য মনসা করণোরুং প্রত্যভ্য বৈ ।
 তরসোংপাদয়ামাস নারীং সৰ্ব্বান্ধসুন্দরীম্ ॥ ৩৫ ॥
 নারায়ণোরুসমুতা হুর্কশীতি ততঃ শুভা ।
 দদৃশুস্তাঃ স্থিতাস্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৬ ॥
 তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ ।
 প্রোচ্ছকার তরসা তদা মুনিরসম্ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
 গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ ।
 প্রাণেমুস্তা মুনী সৰ্ব্বাঃ স্থিতাঃ কৃৎস্নাঙ্গুলিং পুরঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা শাস্ত্রেণোরুং তথাবস্থিতমিতার্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

অভিমানস্বরূপমাহ বরাক্য ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শকিস্ত্যতি । তরসা বেগেনোরুং করণ প্রত্যভ্য সৰ্ব্বান্ধসুন্দরীং নারীমুংপাদয়া-
 মাস ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণেতি । হি যতো নারায়ণোরুসমুতা উতস্তস্মাক্ষেতোরুর্কশীতি নান্নাভবদিতার্থঃ ।
 উরুসমুতাপ্রসঙ্গত্বাৎপত্তিহানবশেনেতোরুর্কশীতি ব্যুৎপত্তেঃ । পূর্বোদবাদিতাদৃশবৃত্তম্ । দদৃশু-
 রিতি । তা ইন্দ্ৰেণ প্রেষিতাস্তমুর্কশীং দদৃশুঃ দৃষ্টা পরমং বিস্ময়ং যযুঃ প্রাপ্তুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাং চেতি । ইন্দ্ৰপ্রেষিতানাং স্ত্রীণাং পরিচর্য্যার্থং তাবতীঃ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্র-
 সংখ্যক্য অতিসুন্দরীস্তাত্যোহপ্যতিসুন্দরীঃ ॥ ৩৭ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্ৰ তপস্তার বিষয় করিবার বাসনায় নিশ্চয়ই সেই
 অশ্লরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া, নরনারায়ণ মুনির অতিমানে পূর্ণ
 হইয়া মনে করিলেন যে, এই অশ্লর সকল সামান্ত-রূপসম্পন্ন ও জঘন্ত আমি এক্ষণে
 ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপসম্পন্ন নূতন অশ্লর-সৃষ্টি করিয়া আমার তপোবল
 প্রদর্শন করাইব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কর ঘারা উরুতাড়ন পূর্বক
 শীঘ্রই এক সৰ্ব্বান্ধসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শুভানন্দা মুনিবরের উরুস্থল
 হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া উর্কশী নামে বিখ্যাত হইল । অনন্তর, তত্রস্থ অশ্লর সকল
 তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্ৰপ্রেরিত রমণীগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহাদের অপেক্ষা
 সুন্দরী তাবৎ সংখ্যক নারী সকল নিরুদ্বেগে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রোচ্ছত অশ্লর সকল

তাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং
 দেবাস্তনা হি মুমূহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ ।
 উচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা
 রোমোদামোল্লসিতচারুনিজাঙ্গবল্লভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥
 কুর্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহন্তঃ
 ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ ।
 অস্মৎকটাক্ষবিমদির্ঘশরেণ দধ্নুঃ
 কো বা ন তত্র ভবতাং মনসো ব্যথা ন ॥ ৪০ ॥
 জ্ঞাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ
 দেবৌ মুনী শমদমাদিনিধী সদৈব ।
 সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং
 কার্য্যং হরেঃ শতমথস্তা বিধাতুমেব ॥ ৪১ ॥

প্রণেমুরিতি । তা নারায়ণোৎপন্নান্নিমোহজালিঃ কৃৎস্না পুরঃ স্হিতান্তৌ মুনী নরনারায়ণে
 প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরদিক্সপ্রেরিতাঃ স্তুতিং চকুরিত্যাহ তাং বীক্ষ্যতি । অন্যান্ প্রবিমোহয়ন্ত্যোহি
 দৈবানাং বিভ্রমকরীং স্তুতাপি মোহকরীং তপসো বিভূতিং দৃষ্টৌ তৌ নরনারায়ণৌ প্রত্যাচুঃ
 কথন্তুতা রোমোল্লসেন রোমোল্লসেন চারু্যঃ স্তম্ভরা নিজাঙ্গবল্লভৌ নিজাঙ্গলতা বালা
 তাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুর্যুঃ কথমিতি । হে দেবৌ বয়ং বালা মূঢ়া ভবতাং তপসো মহন্তঃ তথৈব ধৈর্য্য
 মনসোল্লপ্যবিষয়মভিবীক্ষ্য স্তুতিং কথং কুর্য্যন কথমপীত্যর্থঃ । অস্মৎকটাক্ষকজ্ঞপ
 বিবেণ দিষ্টো দধ্নুঃ শরস্তেন দধ্নুঃ কো বা পৃথিবাং ন ভবতি অপি তু সর্কৌ ভবত্যেব । তত
 তস্মিন্ সত্যপি ভবতাং মনসো ব্যথা বিকারো নেতি পরমাশ্চর্য্যং ভবতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গান ও তান্ত্র করিতে করিতে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক স্তু
 তিরের অগ্রস্থিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত দেবান্গনাগণ অস্ত্রের মোহনকারিণী
 হইলেও আপনাদের মানস-বিভ্রমকারিণী তপস্তার কলস্পর্শস্তিম্বয়পিণী সর্কাল্লসলী
 উর্ধ্বশীরে দর্শন করিয়া বিমূঢ় হইল এবং তাহাদের অঙ্গবল্লী সকল রোমোল্লসলে উৎফুল্ল
 হইয়া উঠিল; তখন তাহারা নিজ নিজ বদনকমলের পরমাশোভা বিস্তারিত করিয়া
 সুনিম্বরকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ হে দেববৃন্দ ! আবুবা বালা, আমাদের কিছুমাত্র
 জ্ঞান নাই আপনাদিগের তপস্তার মহত্ত্ব ও আপনাদের ধৈর্য্য দর্শন করিয়া আমরা কিরণে
 আপনাদের স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ? অহো ! আমাদের কটাক্ষরূপ বিবদিত শরে নির্দগ্ধ
 হয় নাই, পৃথিবীতলে এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হইল না; কিন্তু, তাহাতে আপনাদিগের মনোবিকার
 কিছুই লক্ষিত হইল না; অতএব, আপনাদের দাঁহায়া অস্ত্রশর আশ্চর্য্যজনক ॥ ৪০ ॥

ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ
 সম্পাদিতং ন বিদিতং ধনু সঙ্কিতং তৎ ।
 চিত্তং ক্রমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-
 মশ্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্ ॥
 কুর্ক্বন্তি নৈব বিবুধান্তপনো ব্যয়ং বৈ
 শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ ॥ ৪২ ॥

বাস উবাচ ।

ইখং নিশাম্য বচনং হ্রস্বকামিনীনাং
 তাবুচতুম্ নিবরৌ বিনয়ানতানাম্ ।
 প্রীতৌ প্রসন্নবদনৌ জিতকামলোভৌ
 ধর্মান্বজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ ॥ ৪৩ ॥

অতএব যুবাং ন সাধারণৌ কিন্তু পরমেশ্বরজ্ঞাংশুভূতাবেত্যস্মাভিজ্ঞাতাবিত্যাহঃ
 জ্ঞাতাবিতি । নরহরৈর্বিষ্ণোঃ । হে ভগবন্তৌ কপটেনাগতানামপ্যস্মাকং কো বা ভাগ্যো-
 দয়ো জ্ঞাতৌ যেন ভবদর্শনমস্মাভির্লক্ষ্যমিত্যাহঃ সেবানিমিত্তমিতি । নোহস্মাকং গমনমাগ-
 মনমিহ ভবৎসেবানিমিত্তং ন কিন্তু কামং যথেষ্টং হরৈরিস্তত্ত শতমথস্ত কার্যং ভবন্তপো-
 বিঘাতরূপং বিধাতুং কৰ্ত্তব্যমেব ॥ ৪১ ॥

তাদৃশস্থানামস্মাকং যুবয়োর্দর্শনং কেন ভাগ্যেন সম্পাদিতং তৎ সঙ্কিতং ভাগ্যং ধনু ন
 বিদিতমস্মাভিঃ । কিঞ্চাস্মদ্বিধেঃ স্মদৃশে নিজজনে কৃতাগসি কৃতাপরাধে চিত্তং ক্রমং
 শাপাদিকৰ্ত্তব্যং সমর্থমপি যুবাভ্যাং তাপমুক্তং সস্তাপরহিতং কৃতম্ । অহোহিতধন্যা ভবতাং
 ক্রমেতি ভাবঃ । ইয়ঞ্চ ব্রীতির্ভবদ্বিধানাং মহানুভাবানাং কেনাভিপ্রায়েণেতি তমভিপ্রায়-
 মাহ । কুর্ক্বন্তীতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

আমরা জানিলাম আপনারা উত্তরে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেব ও মননশীল এবং শমদমাদিই
 আপনাদিগের নিধিস্বরূপ । আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাদের এখানে আগমন হয় নাই,
 আপনাদের তপস্তার বিষয়সম্পাদনরূপ, দেবরাজ ইন্দ্ৰের কার্য সাধন উদ্দেশ্যেই আমরা
 এখানে আগমন করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ আমরা এতাদৃশ দুর্জন হইলেও আমাদের কোন সঙ্কিত
 ভাগ্যফল দ্বারা আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি । আর আমাদের
 জ্ঞাত কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শাপাদি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াও নিজজনে ভাবিয়া যে
 শাপাদি প্রদান না করিয়া মনস্তাপ বিদূরিত করিলেন, তাহাতে আপনাদের ক্রমাগুণ
 অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইল । আমরা জানিলাম মহানুভব বৃদ্ধগণ তুচ্ছফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা
 আপনাদিগের তপস্তার ব্যয় করেন না ॥ ৪২ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! জিতকাম ও জিতলোভ সেই ধর্মভনন মহর্ষি ষয় বিনয়বনত
 হ্রস্বকামিনীগণের এইরূপ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রসন্নবদন হইলেন এবং

নরনারায়ণাবুচকুঃ ।

ব্রহ্ম বাঙ্কিতান্ কামান্দদাবস্তুষ্ঠমানসৌ ।

যাস্তু স্বর্গং গৃহীত্বমামুর্কশীং চারুলোচনাম্ ॥ ৪৪ ॥

উপায়নমিষং বালা গচ্ছত্বদ্য মনোহরা ।

দন্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীগনায়োরুসম্ভবা ॥ ৪৫ ॥

স্বস্ত্যস্ত সর্বদেবেভ্যো যথেক্ষং প্রত্নজন্তু চ ।

ন কস্তাপি তপোবিষ্মং প্রকর্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৪৬ ॥

দেব্য উচুঃ ।

ক গচ্ছামো মহাভাগ ! প্রাপ্তান্তে পাদপঙ্কজম্ ।

নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ ! ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥ ৪৭ ॥

বাঙ্কিতং চেদ্বরং নাথ ! দদাসি মধুসূদন ! ।

তুচ্ছং কমলপত্রাক্ষ ! ব্রবীমো মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৮ ॥

পতিস্ত্বং ভব দেবেশ ! বরমেনং পরম্পদ ! ।

ভবামঃ প্রীতিযুক্তাস্থাং সেবিতুং জগদীশ্বর ! ॥ ৪৯ ॥

(কামপ্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ তুষ্ঠমানসাবীতি ॥ ৪৪ ॥)

ইষং বালা রাজানমিস্ত্রং প্রত্নপায়নং গচ্ছতু । আবাত্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আপন তপঃপ্রভার প্রদীপ্তাং হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৪৩ ॥ রমণীগণ ! আমরা তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর কামনা কর আমরা এখন তাহা প্রদান করিতেছি । আর তোমরা এই চারুলোচনা উর্কশীকে লইয়া স্বর্গ গমন কর । এই মনোরমা বালিকা উর্কশী দেবরাজের উপহার স্বরূপ তোমাদের সহিত গমন করুক । আমরা অমররাজের প্রীতির নিমিত্ত উকসম্ভবা এই উর্কশীকে প্রদান করিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এক্ষণে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ হউক, তোমরা আপন আপন ইষ্ট স্থানে গমন কর, ইহার পর আর কাহারও তপস্তার বিষয় করিতে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ৪৬ ॥

অঙ্গরাগণ কহিল, হে নারায়ণ ! হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমরা পরম ভক্তিবোধে আপনার পাদ-পঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি, আমরা এখন কোথায় বাইব ? ॥ ৪৭ ॥ হে নাথ ! হে মধুসূদন ! হে কমললোচন ! আপনি যদি সর্বদেব হইয়া আমাদের বাঙ্কিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরণ আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি প্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥ হে দেবেশ ! আপনি জগতের পতি অতএব আপনি আমাদের পতি হউন, হে পরম্পদ ! আমরা প্রসন্নচিত্তে আপনার সেবার নিয়তই নিযুক্ত থাকিব ॥ ৪৯ ॥

স্বয়া চোৎপাদিতা নার্যঃ সন্ত্যস্তাশ্চারুলোচনাঃ ।
 উর্বশ্চাদ্যাস্তথা যাস্তু স্বর্গং বৈ ভবদাস্তয়া ॥ ৫০ ॥
 স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠত্বত্র শতাব্দকম্ ।
 সেবাং তেহত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোস্তুমৌ ! ॥ ৫১ ॥
 বাঙ্কিতং দেহি দেবেশ ! সত্যবাগ্ ভব মাধব ! ।
 আশাভঙ্গো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীর্তিতম্ ॥
 কামার্তানাক্ষ মুনিভির্ধর্মজৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫২ ॥
 ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাং প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।
 ত্যক্তুং নার্ষিসি দেবেশ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

পূর্ণং বর্ষসহস্রস্তু তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ ।
 জিতেন্দ্রিয়েণ চার্কস্ব্যঃ ! কথং ভঙ্গং করোম্যতঃ ॥ ৫৪ ॥
 নেচ্ছা কামে স্তুখে কাচিৎ স্ত্রুখধর্মবিনাশকে ।
 পশুনাংপি সাধর্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্ ॥ ৫৫ ॥

স্বয়া পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রস্ত্রিয উৎপাদিতাস্তাঃ স্বর্গং গচ্ছন্ত। তাবৎসংখ্যকা এব
 বয়মত্র স্বাস্ত্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৭ ॥

আপনি যে সকল নারীর উৎপাদন করিয়াছেন, সেই চারুলোচনা রমণীগণও এই স্থানে
 রহিয়াছে, এক্ষণে উর্বশী প্রভৃতি এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র নারীগণ সকলেই আপনার
 আজ্ঞার স্বর্গে গমন করুক ॥ ৫০ ॥ আর, আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই
 স্থানে আপনাদের সেবার নিযুক্ত থাকি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আপনি দেবগণের প্রভু অতএব
 আমাদের বাঙ্কিত বর প্রদান করিয়া আপনি সত্যভাষী হউন। তত্ত্বদর্শী ধর্মজ মুনিগণ
 কহিয়াছেন যে, কামাতুরা নারীদিগের আশাভঙ্গ করিলে হিংসাজনিত পাগে লিপ্ত হইতে
 হয় ॥ ৫২ ॥ আমরা ভাগ্যবশে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছি।
 হে দেবেশ ! আপনি জগতের স্বামী, আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব, আপনি
 আমাদের পক্ষে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে তবঙ্গী অপ্সরাগণ ! আমি এই স্থানে পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্তা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্তার
 ভঙ্গ করিতে পারি ? ॥ ৫৪ ॥ পরমানন্দ ও ধর্মের বিনাশক বিষয়-সন্তোষ স্তুখে আমার বাসনা
 হয় না। কারণ, কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি, পশুর সমান বিষয়সন্তোষধর্মের প্রবৃত্ত হইতে
 পারে ? ॥ ৫৫ ॥

অঙ্গরস উচুঃ ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শস্থং বরম্ ।
 আনন্দরসমূলং বৈ নাস্তদন্তি স্থং কিল ॥ ৫৬ ॥
 অতোহস্মাকং মহারাজ ! বচনং কুরু সর্বথা ।
 নির্ভরং স্থখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭ ॥
 যদি বাঙ্কসি নাকং স্থং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ ।
 রমস্বাত্ত শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্বাঃ সুরাসনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
 উর্বশীসম্ভবো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(স্বর্গং প্রাপ্তুঃ যদি তপঃক্রিয়তে তদা অত্রৈব স্বর্গস্থখমভূতব ইত্যত আহ যদি বাঙ্ক-
 সীতি ॥ ৫৮ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গরাগণ কহিল, মুনিবর ! শব্দাদি পঞ্চের মধ্যে স্পর্শ স্থখই আনন্দরসমূলক ও
 উৎকৃষ্ট, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্থখ অন্য আর কিছুই নাই ; অতএব আপনি আমাদের বচ-
 নাভুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দরস উপভোগ করুন । আপনি এই গন্ধমাদন পর্কতে নিরতি-
 শয় স্থখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আপনি যদি স্বর্গ কামনা করেন, তবে
 জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই । আপনি এই পরম মনোহর
 স্থশোভন স্থানে সুরাসনাগণের সহিত পরম স্থখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অশ্রুতব
 করুন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিবরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে উর্বশীজন্মবর্ণন নামক
 ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ।

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধৰ্ম্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
বিমৰ্শমকরোচ্চিন্তে কিং কর্তব্যং ময়াধুনা ॥ ১ ॥
হাশ্চোহহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাৎ ।
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্ৰ বিচারণা ।
মূলং ধৰ্ম্মবিনাশস্ত প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২ ॥
মূলং সংসারবৃক্ষস্ত যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ ।
দৃষ্টৌ মৌনং সমাধায় ন স্থিতোহহং সমাগতম্ ॥ ৩ ॥
বারাঙ্গনাগণং জুষ্টিং তেনাসং দুঃখভাজনম্ ।
উৎপাদিতাস্তথা নার্যো ময়া ধৰ্ম্মব্যয়েন বৈ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈক পঞ্চাশতিঃ পদৈঃ সমনন্তরম্ ।

অহঙ্কারাবৃতং বিষং বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সৰ্ব্বাঃ সুরাঙ্গনা ইত্যঙ্গরাসাং প্রার্থনাং শ্রদ্ধা নারায়ণে
বিচারং কৃতবানিত্যাহ ইত্যাকর্ণোতি । বিমৰ্শং বিচারম্ ॥ ১ ॥

ইতি বিচারং কৃৎ প্রথমত ইদং সঙ্কটং কস্মায় লুপ্তং পদমিতি তন্মূলং শোধিতবানিত্যাহ
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তমিতি ॥ ২ ॥

নম্র কূতো ধৰ্ম্মবিনাশস্ত মূলমহঙ্কার ইতি চেতত্রাহ মূলমিতি । যতঃ সংসারবৃক্ষস্ত মূলমহ-
ঙ্কারস্ত তন্তুম্ভিন্ সংসারে যদযন্তবতি শুভং বা শুভং বা তস্ত সৰ্ব্বস্ত মূলমহঙ্কার এবৈত্যর্থঃ ।
ক। এতা বরাকোহহমেতদপেক্ষয়াপ্যতিসুন্দরীকংপাদয়িষ্যামীত্যাহঙ্কারস্বরূপং হু পূৰ্ব্বমুক্ত-
মেবাত্মাহঙ্কারপদেন স্মারিতং পুনঃ স্বয়মেব বদতি দৃষ্টেতি ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন! স্মহৎপ্রভাব-সম্পন্ন ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ সেই অঙ্গরাগণের
এবংবিধ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের কর্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ যদি
আমি এক্ষণে বিষয়াসঙ্গে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুনিগণের মধ্যে অবশ্যই উপহাসাস্পদ
হইব । আর অহঙ্কারই ধৰ্ম্মবিনাশের আদিম ও প্রধান মূল, অহঙ্কার হইতেই বে, এই দুঃখ
উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিবয়ের বিচারে আর প্রয়োজন নাই ॥ ২ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ কহিয়া
থাকেন যে অহঙ্কারই সংসারবৃক্ষের মূল । আমি বারাঙ্গনাগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বন
পূৰ্ব্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সন্তাষণাদি করিয়াছি, তাহাতেই দুঃখভাজন
হইলাম । অধিকন্তু ধৰ্ম্মব্যয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি । ইন্দ্রপ্রেরিত ঐ উত্তম
ও মনোরম প্রেমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধৰ্ম্মগণ প্রবৃত্ত হইয়াছে । যদি অহঙ্কারবশে ইহা-
দিগকে উৎপাদিত না করিতাম তাহা হইলে আমার এই দুঃখপ্রসঙ্গ উপস্থিতই হইত না ।

তাস্ত মাং বাধিতুং বৃত্তাঃ কামার্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ।

উর্ণনাভিরিবাদ্যাং জালেন স্বকৃতেন বৈ ।

বন্ধোহস্মি স্মৃদৃঢ়েনাত্ত্ব কিং কৰ্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥

যদি চিন্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজাম্যবলা ইমাঃ ।

শপ্ত্ৰ। ভ্রষ্টা ব্রজিয়াস্তি সৰ্বা ভগ্নমনোরথাঃ ॥ ৬ ॥

মুক্তোহহং সঞ্চরিষ্যামি বিজনে পরমস্তপঃ ।

তস্মাৎ ক্রোধং সমুৎপাদ্য ত্যক্ত্যামি স্মন্দরীগণম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সক্ষিস্ত্য মনসা পুনর্নারায়ণস্তদা ।

বিমর্শমকরোচ্চিতে স্থথোৎপাদনসাধনে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়োহয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ ।

কামাদপ্যধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ ॥ ৯ ॥

বারান্ননাগণং স্মৃষ্টমত্র সমাগতং দৃষ্টোহং সৌমং সমাধায় ন স্থিতঃ কিন্তু তেন সাকং ভাষণাদিকং কৃতং তেনাহং হুঃখভাজনং জাতঃ । কিঞ্চ ধর্মস্ত তপসো ব্যয়োহপি জাত-
স্তপোবলাভাসামুৎপাদনেত্যাহ । উৎপাদিতা ইতি ॥ ৪ ॥

তাসামুৎপত্ত্যৈব স্বর্গস্ত নির্মাহো জাত ইতি মত্বা তাঃ স্বর্গস্থা দেবান্ননা মাং বাধিতুং
প্রবৃত্তাঃ । বধ্যহকারমবলম্ব্য তা নোৎপাদিতাঃ স্মৃদৃঢ়দায়ং প্রবন্ধঃ কিমিত্যুপস্থিতঃ ত্বাং ।
তস্মাদুর্ণনাভিরিব লুতাকীট ইব স্বকৃতেনৈব জালেনাহং বদ্ধ ইত্যর্থঃ । ইতি মনসি স্বাপরাধং
বিনিশ্চিত্যাতঃপরং কিঞ্চকর্তব্যমিতি বিচারয়ামাসেত্যাহ কিং কৰ্তব্য মিতঃ পরমিতি ॥ ৫ ॥

তত একমুপায়ং বিচারিতবানিত্যাহ বদীতি । বদীমাত্ম্যজামি তর্হি শাপং দত্বা গমি-
ষ্যস্তি ॥ ৬ ॥

তথাপ্যাভিমুক্তোহহং তপঃ সঞ্চরিষ্যামীতি মহৎ কলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইতি বিচার্য
তত্বেব নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যাহ তস্মাৎ ক্রোধমিতি ॥ ৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুনর্নারায়ণে বিমর্শমকরোদিত্যাহ বিমর্শমিতি ॥ ৮ ॥

একশে আমি উপর্নাভের দ্বার নিজকৃত স্মৃদৃঢ়জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম; অতঃপর
আমার কর্তব্য কি? ৩—৫। ‘এই তপঃপরিপাটনী রমণীগণের পরিত্যাগে আমার চিন্তা কি’
এই তাবিয়া বহি এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহার ভগ্নমনোরথ হইয়া
অভিশাপ হাত্র প্রদান পূর্বক চলিয়া যাইবে তাহা হইলেই আশু বিষম বিপদ হইতে মুক্ত
হইয়া বিজন স্থানে উত্তম তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব অতএব ক্রোধ উৎপাদন পূর্বক এই
স্মন্দরীগণকে পরিত্যাগ করি ॥ ৬—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন! নারায়ণ হুনি স্থথোৎপাদন সাধনার্থ ঐক্লপ চিন্তা করিয়া
পুনর্বার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয় মহাশত্রু ক্রোধ জৈলোক্য মধ্যে

ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্ ।

হুঃখদাং সর্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্ ॥ ১০ ॥

যথামিষর্বর্ণাজাতঃ পাদপং প্রদহেতথা ।

দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধে দেহং দহতি দারুণঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সূক্ষ্ম্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্ ।

উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্মস্বতোহমুজঃ ॥ ১২ ॥

নর উবাচ ।

নারায়ণ মহাভাগ ! কোপং যচ্ছ মহামতে ! ।

শাস্তং ভাবং সমাপ্রিত্য নাশয়াহঙ্কৃতিং পরাম্ ॥ ১৩ ॥

পুরাহ্কারদোষেণ তপো নষ্টং কিলাবয়োঃ ।

সংগ্রামশ্চাভবভাভ্যাং ভাষাভ্যামস্বরেণ হ ॥ ১৪ ॥

দিব্যবর্ষমহস্রস্ত প্রহ্লাদেন মহাভূতম্ ।

হুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তত্রাবাভ্যাং স্মরোত্তম ! ॥ ১৫ ॥

কীদৃশো 'বিমর্ষ' ইত্যাহ দ্বিতীয়োহয়মিতি । একোহিহ্কারশব্দবলম্বিতস্তত্ত্বং ক্লং
জাতম্ পুনর্দ্বিতীয়স্ত ক্রোধস্তাহবলম্বে বহুঃখমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ তস্ত দৃষ্টত্বমেবাহ কামা-
দিতি ॥ ১০ ॥

দীর্ঘিকাং নদীম্ ॥ ১০—১৩ ॥

অত্যন্ত সন্তাপদায়ক ; ইহা কাম হইতেও অধিক বলবান্ এবং লোভ হইতেও অতিশয়
নিদারুণ ॥ ১০ ॥ জনগণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া প্রাণ-বিনাশিনী হিংসা করিয়া থাকে ; এই
হিংসা, নরকের আরাম-ভূমির দীর্ঘিকারূপিণী এবং সর্ব জীবের হুঃখপ্রদা ॥ ১০ ॥ যেমন
পাদপগণের পরস্পর সংঘর্ষণ হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া নিজ-উৎপত্তি কারণ পাদপগণকেই
দহন করে, সেইরূপ দারুণ ক্রোধও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহকেই দহন করিয়া
থাকে ॥ ১১ ॥

বৈশ্যায়ন কহিলেন, নর নামক কনিষ্ঠ ধর্মতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর ও দীনমানস দর্শন
করিয়া যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে নারায়ণ ! আপনি মহাভাগ ও মহামতি ;
অতএব ক্রোধাভাব পরিহার করিয়া শাস্ত্যাব অবলম্বনপূর্বক হৃদ্বর্ষ অহঙ্কারের বিনাশ
সাধন করুন ॥ ১৩ ॥ আপনার কি স্বরণ নাই যে পূর্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপত্না
বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অস্বরেস্ত প্রহ্লাদের সহিত অতিশয়
অমৃত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল । হে স্মরোত্তম ! তাহাতে আমরা বহুতর হুঃখ প্রাপ্ত

তস্মাৎ ক্রোধঃ পরিত্যজ্য শাস্তো ভব মুনীশ্বর ! ।

শাস্তং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা শাস্তোহভূক্কৰ্মনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ।

বিষ্ণুভক্তেন শাস্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥

কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নরনারায়ণাযুযী ।

তাপসৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ স্ত্রশাস্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯ ॥

সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োদৈত্যস্তুতস্ম চ ।

সংগ্রামস্ত কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥

প্রহ্লাদোহ্যপ্যতিধৰ্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্ বিষ্ণুতৎপরঃ ।

নরনারায়ণৌ তদ্বতাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২১ ॥

তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরম্পরম্ ।

তদা তপসি ধৰ্ম্মে চ শ্রম এব হি কেবলম্ ।

ক জপঃ ক তপশ্চর্যা পুরা সত্যযুগেহপি চ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং ভাবাভ্যামহঙ্কারকোথাভ্যাম্ ॥ ১৪—১৭ ॥

হইয়াছিলেন । অতএব, হে মুনীশ্বর ! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগপূৰ্ব্বক শাস্তভাব অবলম্বন করুন ; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, শাস্তিই তপস্তার একমাত্র মূল ॥ ১৪—১৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন ! নর ঋষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ শাস্তভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনীশ্বর ! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও প্রশান্তচেতা, পুরাকালে তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার সত্যিশয় সংশয় জন্মিল ॥ ১৮ ॥ এই ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় উভয়েই তাপস ও প্রশান্ত মানস, ইহাদের সহিত দৈত্যস্তুতের সমাগম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল ? সেই মহাত্মার সহিত ঋষির কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ প্রহ্লাদও অতিশয় ধার্মিক, জ্ঞানবান্ ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । নরনারায়ণও সম্বৎসরসম্পন্ন তাপস ; অতএব, প্রহ্লাদের সহিত যদি নরনারায়ণের পরস্পর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল তবে পূর্বে সত্যযুগেও তপসাবশ্যে কেবল শ্রম মাত্রই হুই হইতেছে এবং জপ ও তপ সকলই

তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্ ।
 ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যমহঙ্কারাকুরং বিনো ॥ ২৩ ॥
 অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কামক্রোধাদয়ঃ কিল ।
 বর্ষকোটিসহস্রস্ত তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্ ।
 অহঙ্কারাকুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্বথা ॥ ২৪ ॥
 যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি ।
 অহঙ্কারাকুরশ্চাগ্রে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥
 প্রহ্লাদোহপি মহাভাগ ! হরিণা সমযুধ্যত ।
 তদা ব্যর্থং কৃতং সর্বং স্নকৃতং কিল ভূতলে ॥ ২৬ ॥
 নরনারায়ণৌ শান্তৌ বিহায় পরমং তপঃ ।
 কৃতবন্তৌ যদা যুদ্ধং ক শমঃ স্নকৃতং পুনঃ ॥ ২৭ ॥
 ঈদৃগ্ভ্যাং সদ্ধযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্যহঙ্কৃতিঃ ।
 মাদৃশানাঞ্চ কা বার্তা মুনেহহঙ্কারসংক্ষেপে ॥ ২৮ ॥
 অহঙ্কারপরিত্যক্তৌ কোহপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে ।
 ন ভূতো ভবিতা নৈব যন্ত্যক্তন্তেন সর্বথা ॥ ২৯ ॥

কথমিতি । সোহপি প্রহ্লাদঃ শান্তস্তাবপি নরনারায়ণৌ শান্তৌ তথা চ ক্রোধাহঙ্কার-
 যোরভাবাৎ কথং যুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—২৮ ॥

কোহপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে । এতাদৃশা যদাহঙ্কারযুক্তাস্তদাহঙ্কারবিনিমুক্তঃ কোহপ্যস্তি ন
 কোহপ্যাত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বৃথা বোধ হইতেছে ॥ ২১--২২ ॥ তাদৃশ তপস্বিগণও ক্রোধাবৃত ও অহঙ্কারাচ্ছন্ন চিত্তকে
 জয় করিতে পারিলেন না ? কারণ, অহঙ্কারের অঙ্কুর ব্যতিরেকে ক্রোধ ও মাৎসর্য্য কখনই
 উদ্ভূত হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার হইতেই কামক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোটি-
 সহস্র বৎসর নির্দারুণ তপস্তা করিয়াও যদি অহঙ্কারের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তবে সেই সমস্ত
 তপই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥ যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের বিন্দুমাত্রও থাকিতে
 পারে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অঙ্কুরের অগ্রভাগ উদিত হইলেই কিছুমাত্র পুণ্য অবস্থিতি
 করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদও যদি ভগবান্ হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন,
 তবে ত ! ভূতলে স্নকৃত সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬ ॥ শান্তচিত্ত নরনারায়ণ ঐশ্বর্য্য
 পরম পদার্থ তপস্তা পরিত্যাগ করিয়া বধন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শান্তি ও স্নকৃতি
 কোথায় ? ॥ ২৭ ॥ বধন এবদ্ধৃত সদ্ধগুণসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার অজের হইল, তখন
 মাদৃশ অসার চিত্ত ব্যক্তিগণের অহঙ্কার বিনাশ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ২৮ ॥ এতাদৃশ

মুচ্যতে লোহনিগড়ৈর্বন্ধঃ কাষ্ঠময়ৈস্তথা ।

অহঙ্কারনিবন্ধস্ত ন কদাচিৎশিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥

অহঙ্কারাবৃতং সর্বং জগৎ স্বাবরজজন্মম্ ।

ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামুত্রপ্রদূষিতে * ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃত্তে ।

মতং মীমাংসকানাং বৈ সন্মতং ভাতি সূত্রত ! ॥ ৩২ ॥

মহাস্তোহপি সদা যুক্তাঃ কামক্ৰোধাদিভিমু'নে ! ।

মাদৃশানাং কলাবস্মিন্ কা কথা মুনিসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

• কার্য্যং বৈ কারণান্তিমং কথং ভবতি ভারত ! ।

কটকং কুণ্ডলকৈব স্ববর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলাভিঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

মীমাংসকানামিতি । কঠৈর্ব প্রধানং সঠৈঃ কর্তব্যম্ । ন তু বুদ্ধজ্ঞানাদিকমন্ত সম্ভবতি
বেতি মতম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

ইথং জনমেজয়েনাহঙ্কারময়ত্বং সৰ্ব্বশৌক্যং তদেব ব্যাসঃ স্থাপয়তি কার্য্যমিতি । অহ-
ঙ্কারস্ত সৰ্ব্বং কার্য্যং তৎকারণাদহঙ্কারাৎ কথং ভিন্নং ভবতি ন হি কটকং কুণ্ডলং বা স্ববর্ণা-
ভিন্নং ভবতি । কিন্তু স্ববর্ণসদৃশঃ স্ববর্ণমেব ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মহান ব্যক্তিগণ যখন অহঙ্কার নিমুক্ত ছিলেন না, তখন ভুবনজয়ে অহঙ্কার পরিপূর্ণ
আর কে হইতে পারে ? । আমি নিশ্চিতই বুঝিতেছি এই বিষমধ্যে অহঙ্কার নিমুক্ত ব্যক্তি
হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৯ ॥ লোহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতেও মুক্ত হইতে
পারা যায়, কিন্তু একবার অহঙ্কার দ্বারা নিবদ্ধ হইলে আর কদাচিৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ
করিতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥ এই স্বাবর জন্মমায়ক অখিল জগৎ অহঙ্কারে আবৃত হইয়া
বিষ্ঠামুত্রপ্রদূষিত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ অতএব এই মোহসংবৃত্ত সংসারে
বুদ্ধজ্ঞান কোথায় ? হে সূত্রত ! মীমাংসকগণের কর্ম প্রধান মতই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া
প্রতিপাত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মূনে ! যখন প্রধান প্রধান জনগণও সতত কামক্ৰোধাদি দ্বারা
অভিকৃত হইয়া থাকেন, তখন কলিযুগে মাদৃশ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের আর কি কথা
আছে ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে তারতকুলজীবন ! কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বলা
যাইতে পারে, কটক ও কুণ্ডল উপাধিতেই বিভিন্ন হইলেও উভয়েই নিম্ন কারণ স্বর্ণ

অহংকারোন্তবং সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
 পটন্তস্তবশঃ প্রোক্তস্তদ্বিকৃতঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
 মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ সর্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্ ।
 সত্বং স্তম্বপৰ্বন্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্তে চাহংকারমোহিতাঃ ।
 ভ্রমন্ত্যশ্মিন্নহাংগাধে সংসারে নৃপসত্তম ! ॥ ৩৭ ॥
 বশিষ্ঠনারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে ।
 তেহভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেহস্মিন্ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥
 ন কোহপ্যস্তি নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিষু লোকেষু দেহভূৎ ।
 এতির্মায়াগুণৈর্মুক্তঃ শাস্ত আশ্রয়স্থে স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
 কামক্রোধৌ তথা লোভো মোহোহহংকারসম্ভবঃ ।
 ন মুঞ্চন্তি নরং সর্বং দেহবন্তং নৃপোত্তম ! ॥ ৪০ ॥
 অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ ।
 কৃৎস্না তীর্থাটিনং দানং ধ্যানকৈব স্মরার্চনম্ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ অহংকারোন্তবমিতি । পটন্তস্তবশস্তম্বনতিরিক্তো যথা তথা তদ্বিকৃতমহংকার-
 বিযুক্তং কথং চরাচরং ভবেৎ কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপ্যহংকারাবৃতমেব সর্বং ভবতি তথাপি মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ স্তম্বপৰ্বন্তাদিকৈঃ সর্বং
 রচিতম্ । তথাচ মায়াময়ত্বাং সর্বং মিথ্যা ভবতীতি জ্ঞানিনাং কা পরিদেবনা খেদো ন
 কাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনরহংকারাবৃত্ত্বং স্থাপয়তি ব্রহ্মাবিকুরিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

শাস্তে পরমাশ্রয়স্থে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সদৃশই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ বস্ত্রের কারণ তত্ত্ব, অতএব বস্ত্র যেক্রপ তত্ত্ব হইতে অভিন্ন,
 হইতে পারে না, সেইক্রপ চরাচর-সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়া
 কিরূপে তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ ক্রুদ্র ভূপ হইতে স্তম্ব পৰ্বাত্ত্ব স্থাবর
 জঙ্গমাশ্রক এই অখিল জগৎ ত্রিবিধ মায়াগুণে বিরচিত, অতএব তাহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানি-
 গণের তাহাতে পরিদেবনা কি আছে ? ॥ ৩৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহারাও
 অহংকারে মোহিত হইয়া এই অগাধ সংসার সমুদ্রে পরিলম্বণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ
 নারদাদি মহাজ্ঞানী মুনিগণও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতে
 ছেন ॥ ৩৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোনও দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি
 মায়াগুণ-হইতে একবারে মুক্ত এবং শাস্ত ও পরমাশ্রয়স্থে অবস্থিত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥
 হে নৃপোত্তম ! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকলই অহংকার হইতে উৎপন্ন, ইহারা

করোতি বিষয়াক্তঃ সৰ্ব্বং কৰ্ম চ চৌরবৎ ॥*
 বিচারয়তি নো পূৰ্ব্বং কামমোহমদাশ্রিতঃ ॥ ৪২ ॥
 কৃতে যুগেহপি ত্বেত্যাং ঘাপরে কুৰ্ব্বনন্দন ! ।
 বিক্কাহত্ৰাস্তি চ ধৰ্ম্মোহপি কা কথাদ্য কলৌ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
 স্পৰ্দ্ধা সনৈব সদ্ভোহা লোভামৰ্ষো চ সৰ্ব্বদা ।
 এবংবিধোহস্তি সংসারো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪ ॥
 সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ ।
 জিতক্রোধা জিতামৰ্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদমোহবিবৰ্জিতাঃ ।
 জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচার্য্য জিতং তৈর্ভূবনদ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
 ছনোমি পাতকং শূদ্রা পিতৃমম মহাত্মনঃ ।
 কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসর্পো হৃদয়ং বিনা ॥ ৪৭ ॥

কৃত্বতি । শাস্ত্রাণ্যাপ্যবীত্য তীর্থটনাদিকঞ্চ কৃত্বা যত্নাহঙ্কারস্ত যোগাধিষয়াসক্তঃ সন্
 সৰ্ব্বং কৰ্ম করোতি চৌরবদাস্তিকঃ স্বাস্থ্যস্থিতদুঃখপাপহারকঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

বিক্কাহত্ৰাস্তি । অত্র কৃতাদিষু যত্র কলৌ স্পৰ্দ্ধা ত্ৰোহলোভাদয়ঃ সন্তি তত্র কা
 কথেষ্যার্থঃ ॥ ৪৩ ॥

এংবিধোহস্তীতি । যথা শূদ্রা জাতোহহঙ্কারময়ঃ সংসারস্তথৈবাস্তি ন তত্র সন্দেহ
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি চেত তথা বক্তব্যং শ্রীভগবত্যনুগ্রহবস্তোহহঙ্কারাদিবাধারহিতা
 বিরলাঃ সন্ত্যেব বৈধানসাদয়ঃ পূৰ্ব্বযুক্তা দৃষ্টান্তদর্শনার্থমিত্যাহ সাধব ইতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

শরীরগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না ॥ ৪০ ॥ সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং
 পুরাণ সকলের আলোচনা, তীর্থপর্যটন, দান, ধ্যান এবং দেবার্চনা করিয়াও মানবগণ
 বিষয়াসক্ত হইয়া চৌরের ভায় সকল কৰ্মই করিতে থাকে । তাহারা কামাক, মোহাক ও
 মহাক হইয়া এখানে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪১—৪২ ॥ হে কুৰ্ব্বনন্দন ! এই
 সংসারে সত্য, ত্বেতা ও ঘাপর, এই তিন যুগেই ধর্ম বিহীন ও কৃত বিকৃত হইতাহেন, এখন
 কলিকালের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৩ ॥ এই কলিযুগে সর্বদাই ত্ৰোহ, লোভ ও অমর্ষাদি
 বর্তমান রহিয়াছে, অতএব এই কাল যে অভিশয় দৃষ্টিত হইবে তাহাতে আর কি কথা
 আছে ? ॥ ৪৪ ॥ এই কালে বিগতমৎসর, জিতক্রোধ জিতামর্ষ সাধু ব্যক্তি অন্ত্যস্ত বিরল,
 কেবল আদর্শ এদর্শনের নিমিত্ত কোন কোনও শাস্ত্রচিত্ত ব্যক্তি বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অতন্তুশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ ।
 ন জানে বুদ্ধিসংমোহাৎ কিং বা কার্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
 মধু পশ্চতি মুঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্চতি ।
 করোতি নিন্দিতং কৰ্ম্ম নরকান্ন বিভেতি চ ॥ ৪৯ ॥
 কথং যুদ্ধং পুরা বৃত্তং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ।
 প্রহ্লাদেন যথাতোত্রং নরনারায়ণশ্চ বৈ ॥ ৫০ ॥
 প্রহ্লাদন্তু কথং যাতঃ পাতালান্তদ্বদস্ব মে ।
 সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাপ্রমে ॥ ৫১ ॥
 নরনারায়ণৌ শান্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ ।
 কৃতবন্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ ! ॥ ৫২ ॥

সৰ্ব্বপ্রপঞ্চশাহঙ্কারবাধাপীড়িতছোক্ত্যাহঙ্কারশ্চ চ মায়াজ্ঞশ্চোক্ত্যা মায়াবিশিষ্টবুদ্ধ-
 রূপভগবত্যা আরাধনসাহঙ্কারাদিবাধারহিতৌ ভবতীতি মুনৈর্গৃহ্যেতি সন্ধিঃ । হে মুনৈ
 এতাদৃশীং সংসারাবস্থাং দৃষ্ট্বা মৎপিত্রাদীনীলচরণং মমাচরণঞ্চ দৃষ্ট্বা কথমস্মাকং গতি-
 ভবিষ্যতীতি ভিন্না চিন্তেৎ হং হুনোমি খেদং প্রাপ্নোমীত্যাহ হুনোমীতি ॥ ৪৭ ॥

মমাগ্রতো মৎসমুখম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অন্তেষ্টদুঃখকরং কিয়ানন্ত খেদঃ কৰ্তব্যঃ । প্রকৃত্যং যুদ্ধকথং বিস্তরাদ্বর্ণয়েত্যাহ কথং
 যুদ্ধমিতি ॥ ৫০—৫২ ॥

রাজা কহিলেন, মুনৈ ! বাঁহারা মোহবর্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা ই ধন
 ও পুণ্যবান্, তাঁহারা ই জিলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর ! আমার মহাত্মা পিতা
 বিনা অপরাধে তপস্বীর কণ্ঠদেশে মৃতসর্প সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য
 স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইতেছি ॥ ৪৭ ॥ অতএব হে মুনৈ ! আপনি বলুন
 আমি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারি ? ভগবন্ ! বুদ্ধিদোষে এ বিষয়ে যে কি সংঘটিত
 হইবে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ মুঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ মধুলোভে মধুই দর্শন
 করে, সমুখভাগে যে প্রাণসংহারক পৰ্জ্বত-প্রপাত রহিয়াছে তাহা তাহারা বুদ্ধিদোষে
 কখনই দেখিতে পায় না, এইরূপে লোক সকল নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, সমুখে যে ঘোর-
 তর ভয়ঙ্কর নরক রহিয়াছে, তাহা তাহারা মোহবশত দেখিতে পায় না সুতরাং তাহাতে
 ভীতও হয় না ॥ ৪৯ ॥ সে যাহাহউক হে মুনীন্দ্ৰ ! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত
 নরনারায়ণের ষোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে আমাকে
 বলুন ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ, পাতালতল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে এবং পুণ্যকর ও পবিত্র
 বদরিকাপ্রমে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৫১ ॥
 হে মুনৈ ! প্রশান্ত-চেতা মুনিবর নরনারায়ণই বা কি হেতু প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-

বৈরং ভবতি বিতার্থং দারার্থং বা পরস্পরম্ ।
 এষণারহিতৌ কস্মাক্রজতুঃ প্রধনং মহৎ ॥ ৫৩ ॥
 প্রহ্লাদোহপি চ ধৰ্ম্মান্না জ্ঞাত্বা দেবৌ সনাতনৌ ।
 কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নরনারায়ণৌ যুনী ॥ ৫৪ ॥
 এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মজ্ঞৌতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাগিকাং চতুর্থস্কন্ধে
 বিংশত অহঙ্কারবৃত্তিবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

প্রধনং যুদ্ধম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন ? ॥ ৫২ ॥ ধনসম্পত্তির নিমিত্ত অথবা বনিতার নিমিত্ত সাধারণতঃ পরস্পর বিবাদ
 হইয়া থাকে ; উক্ত মহর্ষিযুগল বাসনা-বিরহিত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ আর প্রহ্লাদও ধৰ্ম্মান্না ব্যক্তি, তিনি জানিতেন যে নব-
 নারায়ণ যুনিষয় সনাতন দেবতা, তবে তিনিই বা কেন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-
 ছিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! ইহার কারণ বিস্তারিত রূপে অবগ করিতে আমার একান্ত বাসনা
 জন্মিতেছে ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অহঙ্কারাদি বর্ণন নামক সপ্তম
 অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ ।

উবাচ বিস্তরাৎ সৰ্বং ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ॥ ১ ॥

জনমেজয়োহপি ধৰ্ম্মাত্মা নিৰ্বেদং পরমং গতঃ ।

পিভুৰ্হুচরিতং মন্তা বৈরাটীতনয়শ্চ বৈ ॥ ২ ॥

তস্মৈবোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ ।

বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতশ্চ বৈ ॥ ৩ ॥

পুন্নামনরকাদ্যশ্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্ ।

পুত্রেতি নাম সার্থং স্মাভেন তশ্চ মুনীশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্পদষ্টং নৃপং শ্রুত্বা হস্ম্যোপরি মৃতং তথা ।

বিপ্রশাপাদৌত্তরেয়ং স্নানদানবিবৰ্জিতম্ ॥ ৫ ॥

অঙ্কাদিকৈঃ সপ্তচত্বিংশচ্ছোকৈরতঃ পরম্ ।

প্রহ্লাদনারায়ণয়োঃ সমাগম উদীৰ্য্যতে ॥

রাজাপি কিঞ্চিদ্বং পৃষ্টবানিতি তদভিপ্রায়মাহ জনমেজয়োহপীতি । বৈরাটী বিরাট-
তনয়োত্তরা তস্তাঃ মৃতঃ পরিক্রান্ত চিত্তং হুচরিতং হুচাচারং মৰ্বেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

তেন তস্মৈতি । তেন পিতৃজ্ঞাপনেন তশ্চ পিতৃজ্ঞাপকর্তৃঃ পুত্রেতি নাম সার্থকমর্থকং
তান্নাস্তথেষ্ট্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ওত্তরেরমুত্তরায়্য অপত্যম্ । স্ত্রীভ্যো চগতি চক্ ॥ ৫ ॥

মৃত কহিলেন, তাপসবৃন্দ! পরীক্ষিতনয় জনমেজয় কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া
সত্যবতীপুত্র বিপ্রবর ব্যাসদেব, সেই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥
ধৰ্ম্মাত্মা জনমেজয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ পিতা উত্তরাতনয় পরীক্ষিতের হুচরিত
মনে করিয়া অত্যন্ত নিৰ্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার পিতা, বিপ্রের অবমাননারূপ
পাপাচরণ নিমিত্তই যমলোকে গমন করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সততই মনে
মনে চিন্তা করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ঐর্ষ্যবশত! পুন্না মরক হইতে পিতাকে পরিজ্ঞাপ করে বলিয়া
আত্মভের “পুত্র” এই নাম হইয়াছে; অতএব, যে কোনও উপায়ে পিতার পরিজ্ঞাপ করি-
লেই আত্মভের পুত্র এই নামের সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ উত্তরাপুত্র মরপতি পরিক্রি-
ত বিপ্রশাপে, স্নানদান-বর্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

পিতৃগতিং নিশম্যাসৌ নির্বেদং গতবামৃপঃ ।

পারিক্রিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥

পপ্রচ্ছাধ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতং ।

নরনারায়ণশ্চেমাং কথাং পরমবিস্তৃতাম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুনৃপ ! ।

অভিষিক্তস্তদারাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎসুতঃ ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেষু দেবব্রাহ্মণপূজকে ।

মথৈধূম্যাং নৃপতয়োহযজন্ত শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্বতে ।

বৈশ্যাশ্চ স্বস্বরুতিশ্বাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ১০ ॥

নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ সোহধ দৈত্যরাট্ ।

রাজ্যং চকার তত্রৈব প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১১ ॥

কদাচিত্তু গুপ্তজ্যোত্থ চ্যবনাথ্যো মহাতপাঃ ।

জগাম নর্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহতীশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

পিতৃগতিমিতি । ইতিপূর্বশ্লোকোক্তপ্রকারেণ পিতৃগতিং শ্রবণার্থঃ । মহাত্মারতঃ পি
পারিক্রান্তঃ দুর্গতিরুক্তা । তদচনক অপূজ্যং স তদা রাজা মন্ত্রিগণতান্ সহঃখিতঃ । উক্তক-
ন্তেব সান্নিধ্যে পিতৃঃ স্বর্গগতিং প্রার্থিত ॥ ৬—৭ ॥

তৎপ্রশ্নোত্তরং ব্যাসো যদুক্তবাংস্তদাহ স যদেতি ॥ ৮—১১ ॥

পিতার এইরূপ দুর্গতি শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎপুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় অত্যন্ত
সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর অধিশ্রেষ্ঠ
নির্মলাশ্রা ব্যাসদেব গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নরনারায়ণের এই অত্যন্ত বিস্তৃত
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

ঋষিবর ব্যাসদেব জনমেজয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নৃপতে ! যখন
অতিশয় উগ্রবীৰ্য অমররাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইল, তখন প্রহ্লাদ নামক তাঁহার পুত্র
সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ দেব ও ব্রাহ্মণ পূজক সেই দৈত্যবর যখন রাজ্য শাসন
করিতে লাগিলেন, তখন অবনিতলাহিত নরপতিগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার যজ্ঞের
অহুতান পূর্বক দেবভাগ্যের কৃপিত্যাগন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥ তাহার রাজক-
রাদে ব্রাহ্মণগণ তপতা, বর্ষ ও তীর্থযাত্রার নিরন্ত, বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি স্বয়ং কার্যে আসক্ত
এবং শূদ্রগণ সেবার নিষিদ্ধচেতা হইল ॥ ১০ ॥ হরির অবতার নৃসিংহদেব, দৈত্যরাজ

রেবাং মহানদীং দৃষ্টা ততস্তস্তামবাতরং ।
 উত্তরন্তং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥
 গৃহীতো ভয়ভীতস্ত পাতালে মুনিসত্তমঃ ।
 সস্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দনম্ ॥ ১৪ ॥
 সংস্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ঝিষোহভূম্মহোরগঃ ।
 ন প্রাপ চ্যবনো দুঃখং নীয়মানো রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥
 দ্বিজিহ্বেন মুনিস্ত্যক্তো নির্ঝিষোনাতিশঙ্কিনা* ।
 মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোহয়ং মহানিতি ॥ ১৬ ॥
 চচার নাগকন্ঠাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ ।
 বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্ ॥ ১৭ ॥
 কদাচিদ্ভৃগুপুত্রং তং বিচরন্তং পুরোত্তমে ।
 দদর্শ দৈত্যরাজোহসৌ প্রহ্লাদো ধর্মবৎসলঃ ॥ ১৮ ॥
 দৃষ্টা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিস্তদা ।
 পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ ॥ ১৯ ॥

ব্যাহুতীশ্বরং ব্যাহুতীশ্বরসম্বন্ধিতীর্থম্ ॥ ১২ ॥

প্রহ্লাদকে পাতালতলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সেই স্থানেই প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া রাজ্য করিতেন ॥ ১১ ॥ কোনও সময়ে ভৃগুপুত্র মহাতপা চ্যবন মুনি নর্ষদা জলে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহুতীশ্বর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই স্থানে মহানদী রেবা দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল ॥ ১৩ ॥ সেই মুনিসত্তম নাগ কর্তৃক ধৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইলে অতিশয় ভীত হইয়া ভৃগবান্ দেবদেব জনার্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সেই মহাসর্প নির্ঝিষ হইয়াছিল, অতএব মুনিবর পাতালতলে নীয়মান হইলেও বিষজ্বলিত কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৫ ॥ তখন সর্পরাজ মুনিবরের প্রভাব অবগত হইয়া, পাছে সেই তপস্বির তাহাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত ও নির্ভয়েমুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ॥ ১৬ ॥ মুনিসত্তম চ্যবন নাগকন্ঠাগণের পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে নাগগণের ও দানবগণের পরম মনোহর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভৃগুনন্দন চ্যবন, কোনও সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে দৈত্যরাজ ধর্মবৎসল

* নির্ঝিষোনাতিশঙ্কিনা। ইতি বা পাঠঃ।

প্রেষিতোহসি কিমিত্তেন সত্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম ! ।

দৈত্যবিদ্বেষযুক্তেন মম রাজ্যমিদৃক্ষ্মা ॥ ২০ ॥

চ্যবন উবাচ ।

কিং মে মঘবতা রাজন্ ! যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ ।

দূতকার্য্যং প্রকূর্মাণঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব ॥ ২১ ॥

বিক্রি মাং ভৃগুপুত্রং তং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্ ।

মা শঙ্কাং কুরু দৈতেন্দ্র ! বাসবপ্রেষিতস্ত বৈ ॥ ২২ ॥

স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম ! ।

নদ্যামেবাবতীর্ণোহহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা ॥ ২৩ ॥

জাতোহসৌ নির্বিষঃ সর্পো বিষ্ণোঃ সংস্রবণাদিব ।

মুক্তোহহং তেন নাগেন প্রভবাৎ স্রবণস্ত বৈ ॥ ২৪ ॥

অত্রাগতেন রাজেন্দ্র ! ময়াপুং তব দর্শনম্ ।

বিষ্ণুভক্তোহসি দৈত্যেন্দ্র ! তন্তুস্তং মাং বিচিস্তয় ॥ ২৫ ॥

তস্তাং স্নানার্থম্বাতরং ॥ ১৩—২০ ॥

কিং মে মঘবতেতি । যদহং প্রেষিতো দূতকার্য্যং কূর্মাণস্তব নগরে প্রাপ্তবানিতি মঘব-
তেন্দ্রেণ মম কার্য্যং কিমস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তর্হি কিমর্থমাগতস্তত্রাহ বিদ্বীতি । স্বনেত্রঃ স্তানচক্ষুষ ॥ ২২—২৪ ॥

প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যপতি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন
তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাতালে আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥
প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, দ্বিজোত্তম ! আপনি কি ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন ? তাহা
সত্য বলুন, আমার বোধ হইতেছে যে, দৈত্যবিদ্বেষী ইন্দ্রই আপনাকে আমার রাজ্যদর্শন
করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

চ্যবন করিলেন, রাজন্ ! ইন্দ্রের সহিত আমার কোনও কার্য্য ও সংস্রব নাই, তৎকর্তৃক
প্রেরিত হইয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নগরীতে কেন আগমন
করিব ? ॥ ২১ ॥ আপনি, আমাকে ধর্ম্মতৎপর জ্ঞাননেত্র ভৃগুনন্দন চ্যবন বলিয়া জানিবেন ;
হে দৈতেন্দ্র ! ইন্দ্রের প্রেরিত মনে করিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র !
আমি যান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদার পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া নদীতটে অবতীর্ণ হইলে এক
মহাপর্শ আমাকে ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ তখন আমি বিষ্ণুকে দ্রবণ করিলাম, বিষ্ণুদ্রবণে পর্শ
নির্বিষ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি এখানে আসিয়া আপ-
নার দর্শন লাভ করিলাম আপনি বিষ্ণুতক্ষ, আমাকেও সেই বিষ্ণুতক্ষ বলিয়া জানি-
বেন ॥ ২৫ ॥

বাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্লক্কং হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।

পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম ! ।

পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥

চ্যবন উবাচ ।

মনোবাক্যায়ুক্তানাম্ রাজস্তুতীর্থং পদে পদে ।

তথা মলিনচিহ্নানাং গঙ্গাপি কীকটাদিকা ॥ ২৮ ॥

প্রথমং চেশ্বরঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জিতম্ ।

তদা তীর্থানি সর্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯ ॥

গঙ্গাতীরে হি সর্বত্র বসন্তি নগরাণি চ ।

ব্রজাশ্চবাকরা গ্রামাঃ সর্বৈ ধ্বংসস্তথাপরে ॥ ৩০ ॥

নিষাদানাং নিবাসাশ্চ কৈবর্তানাং তথাপরে ।

ভূগবঙ্গখমানাঞ্চ শ্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম ! ॥ ৩১ ॥

পিবন্তি সর্বদা গান্ধ্যং জলং ব্রহ্মোপমং সদা ।

স্নানং কুর্বন্তি দৈত্যেন্দ্র ! ত্রিকালং শ্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বকমিতি । অয়ং শাক্তোহপীতি সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥

(তন্নিশম্যোতি । পরয়া প্রীত্যা ইতানেন প্রহ্লাদস্ত পরমভাগবতত্বং বিমুক্তকৃত্বং প্রশান্ত-
চিত্তত্বং শাস্তরসত্বঞ্চ ব্যাজাতে ॥ ২৬—২৭ ॥)

বাস বলিলেন, রাজন্ । হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ, তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মুনিসত্তম ! পৃথিবীতে, পাতালে অথবা গগনমণ্ডলে কোন্‌কোন্‌ তীর্থ পুণ্য-
প্রদ, সেই সমস্ত আমার নিকট বিস্তার পূৰ্ণক কীর্তন করুন ॥ ২৭ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজেন্দ্র ! ষাঁহাদের দেহ বাক্য ও মানস বিগুহ্ব হইয়াছে, তাঁহাদের পদে পদেই তীর্থ ; ষাঁহারা মলিন চিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও কীকটদেশের অপেক্ষা অধিক কুণ্ডলাঙ্গলক ও অধম বলিরা কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যদি প্রথমে মন পাপ-
বর্জিত ও বিগুহ্ব হয়, তবে তাহার পক্ষে সকল তীর্থই পবিত্রকর হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যসত্তম ! গঙ্গাতীরে বহুতর নগর, বসতি, ব্রজ বা গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, কুত্ৰপন্নী, নিষাদ-
নিবাস এবং কৈবর্তনিবাস, ভূগ, বঙ্গ, খল অধিক কি শ্লেচ্ছগণের বহুতর বাসস্থান রহি-

তত্রৈকোহপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মারিষ ।।
 কিং ফলং তর্হি তীর্থস্থ বিষয়োপহতাস্তম্ ॥ ৩৩ ॥
 কারণং মন এবাত্র নাশ্চদ্রোজন্ ! বিচিস্তয় ।
 মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্তব্যা সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৪ ॥
 তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তদ্রোজবৎকনাৎ ।
 তত্রৈবাচরিতং পাপমানন্ত্যায় প্রকল্পতে ॥ ৩৫ ॥
 যথেন্দ্রবারুণং পকং মিষ্টং নৈবোপজায়তে ।
 ভাবদুষ্টস্তথা তীর্থে কোটিন্নাতো ন শুধ্যতি ॥ ৩৬ ॥
 প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্তব্যা শুভমিচ্ছতা ।
 শুদ্ধে মনসি দ্রব্যস্য শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ৩৭ ॥
 তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্মাত্ততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি ।
 অন্যথা তু কৃতং সর্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৮ ॥
 “হীনবর্ণস্য সংসর্গং তীর্থে গত্বা সদা ত্যজেৎ” ।
 ভূতানুকম্পনং চৈব কর্তব্যং কৰ্ম্মণা ধিয়া ।
 যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র ! তীর্থং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

কীকটাদিকা কীকটদেশাপেক্ষাদিকা ॥ ২৮—৩৪ ॥

কোটিমাতঃ কোটিবারং স্মাত ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

হাছে ॥ ৩০—৩১ ॥ তৎতন্নিবাসিজনগণ, যেচ্ছাক্রমে সর্বদাই ব্রহ্মোপম গন্ধোদক পান করিতেছে এবং তজ্জলে স্নানাদি সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩২ ॥ হে রাজেন্দ্র ! সেই সকলের মধ্যে কেহই বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে না, তবে দেখুন বাহাদের চিত্ত বিষয় দ্বারা আসক্ত হুতরাঃ বাহারা বিনষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥ তীর্থাদি ধর্মকর্ম বিষয়ে মনই প্রধান কারণ জানিবেন অস্ত্র কিছুই নহে । বাহারা শুদ্ধি কামনা করেন, মনঃশুদ্ধি করাই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥ তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ, তীর্থ স্থানে অস্ত্র ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া মহাপাপী হয় । তীর্থস্থানে পাশাচরণ করিলে তাহার আর ক্ষয় হয় না, সেই পাপ অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥^১ যেমন ইন্দ্রবারুণ ফল পক হইলেও মিষ্ট হয় না, সেইরূপ বাহাদের চিত্ততাব দূষিত, তাহারা কোটিবার তীর্থকলে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥ বাহারা কল্যাণ কামনা করেন, অগ্রে মনঃশুদ্ধিই তাঁহাদের কর্তব্য, মন শুদ্ধ হইলে তৎপরে দ্রব্যশুদ্ধি তদনন্তর আচারশুদ্ধি এবং তৎপরেই তীর্থভ্রমণ সিদ্ধ হইয়া থাকে ; ইহার অন্যথা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তীর্থে গমন করিয়া হীনবর্ণের সহিত সংসর্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা জীবগণের প্রতি অহ-

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুষ্করম্ ।
 অশ্বোষাঐব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে ।
 পাবনানি চ স্থানানি বহুনি নৃপসত্তম ! ॥ ৪০ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং রাজা নৈমিষং গন্তুমুদ্যতঃ ।
 নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪১ ॥
 প্রহ্লাদ উবাচ ।

উত্তিষ্ঠন্তু মহাভাগা গমিষ্যামোহদ্য নৈমিষম্ ।
 দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা বিষ্ণুভক্তেন সর্বে তে দানবাস্তদা ।
 তেনৈব সহ পাতালামির্ষযুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৩ ॥
 তে সমেত্য চ দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ ।
 নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্রমুদান্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
 প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈতৈঃ সমন্বিতঃ ।
 সরস্বতীং মহাপুণ্যং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৫ ॥

(ইত্যুক্তেতি। দানবা বিষ্ণুভক্তেন প্রহ্লাদেন উক্তাঃ সন্তঃ পাতালামির্ষযুর্নির্গত-
 বন্তঃ। পরয়া মুদা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্তাহুচরা অপি বিষ্ণুভক্তাঃ সত্বেপ্রধানাশ্চ ইতাপি
 ব্যাজ্যতে ॥ ৩৭—৪৫ ॥)

কম্পা প্রকাশ কর্তব্য। হে রাজেন্দ্র! আপনি পুণ্য তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,
 আমি অত্যন্তম তীর্থ সকল আপনার নিকট কীর্তন করিব শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপ!
 পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্যই প্রথম, তদনন্তর, চক্রতীর্থ তৎপরেই পুষ্করতীর্থ; ইহা ভিন্ন পৃথিবী-
 তলে অস্তিত্ব বহতর তীর্থ নাই, তাহাদের সংখ্যা নাই। নৃপোত্তম! ইহা ভিন্ন ভূমণ্ডলে
 বহতর পবিত্র স্থানও বিদ্যমান আছে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া নৈমিষ
 গমনে উদ্যত হইয়া হর্ষভরে দৈত্যগণকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা সকলেই
 গাত্রোধান কর আমরা সকলে অদ্যই নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা
 অচ্যুতদেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন! বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া দানবগণ,
 মুদিতমানসে তাঁহার সহিত পাতালতল হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দৈত্য

তীৰ্থে তত্র নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! প্রহ্লাদস্ত মহাত্মনঃ ।

মনঃ প্রসন্নং সজ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৬ ॥

বিধিবত্তত্র দৈত্যোদ্ভ্রং স্নানদানাদিকং শুভে ।

চকারাতিপ্রসন্নাত্মা তীৰ্থে পরমপাবনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
প্রহ্লাদস্ত তীর্থসমাগমো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

(তীৰ্থে ইতি । তীৰ্থে প্রহ্লাদস্ত মনসঃ প্রসন্নত্বকথনাদস্ত মনঃশুদ্ধিঃ সূচিতা ॥ ৪৬-৪৭ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধেহষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও দানবগণ মিলিত হইয়া দৃষ্টান্তে তথায় গমন পূৰ্ব্বক স্নান করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ
সেই তীৰ্থে দৈত্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে মহাপুণ্যপ্রদা নির্মলজলা সরস্বতী
নদী দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে নরেন্দ্র ! সরস্বতীর বিমল সলিলে স্নান করিয়া মহাত্মা
প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৬ ॥ দৈত্যরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া সেই কল্যাণপ্রদ পরমপবিত্র
তীৰ্থে স্নানদানাদি কর্ম সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থ-
সমাগম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কুর্কংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।

অগ্রোধঃ স্তমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১ ॥

দদর্শ বাণানপরান্নানাজাতীয়কাস্তদা ।

গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীত্রাঙ্কিলাধোতাম্রহোজ্জ্বলান্ ॥ ২ ॥

চিন্তয়ামাস মনসা কশ্চেন্নেমে বিশিখাস্তিহ ।

ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩ ॥

এবং চিন্তয়তানেন কৃষ্ণাজিনধরো মুনী ।

সমুন্নতজটাবারো দৃষ্টৌ ধর্ম্মস্বতো তদা ॥ ৪ ॥

তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুযী লক্ষণাস্বিতে ।

শাঙ্গমাজগবকৈব তথাক্ষর্যো মহেশুধী ॥ ৫ ॥

ধ্যানস্থৌ তৌ মহাভাগৌ নরনারায়ণাবুযী ।

দৃষ্টৌ ধর্ম্মস্বতো তত্র দৈত্যানামধিপস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্ধাধিকৈঃ পক্ষপকাশক্তিঃ পদৈরনন্তরম্ ।

প্রহ্লাদনারায়ণরোদ্ধমেবামুবর্ণ্যতে ॥

প্রহ্লাদন্ত সরস্বতীতীর্থপ্রাপ্ত্যন্তরং জাতং বৃত্তমাহ কুর্কংস্তীর্থবিধিমিতি ॥ ১ ॥

অপরামুৎকৃষ্টান্নানাজাতীযকান্ ভল্লবাদিজাতিসন্তানান্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! হিরণ্যকশিপুতনয় সেই স্থানে বিধিপূজক তীর্থক্রিয়া করিতে করিতে পুরোভাগে ছায়াপ্রধান একটি বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর, তথায় গৃধ্রপক্ষ-সম্বিত, শাণিত, স্তীক, মহোজ্জ্বল বাণ সকল স্তম্ভিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপ ঋষিগণের আশ্রমে কাহার শর সকল স্তম্ভিত রহিয়াছে? ॥ ২—৩ ॥ প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণাজিনধারী সমুন্নত-জটাকালে সুশোভিত ধর্ম্মতনয় মুনিযুগল নরনারায়ণকে এবং তাঁহাদের অগ্রভাগে শাঙ্গোক্ত-লক্ষণাস্বিত সুশোভিত, শাঙ্গ ও আজগব নামক ধনুধর ও অক্ষয় তুণীযুগল অবস্থাপিত রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪—৫ ॥ ধর্ম্মপুত্র মহাভাগ নর নারায়ণ ঋষিধর ধ্যানস্থ ছিলেন, অমুরপালক প্রহ্লাদ তখন তাঁহাদিগকে

ক্রোধরক্তেক্ষণন্তো তু প্রোবাচান্নরপালকঃ ।

কিং ভবন্ত্যাং সমারকো দন্তো ধর্মবিনাশনঃ ॥ ৭ ॥

ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেহস্মিন্ কদাপি হি ।

তপসশ্চরণং তীত্রং তথা চাপশ্চ ধারণম্ ॥ ৮ ॥

বিরোধোহয়ং যুগে চাদ্যে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্ ।

ব্রাহ্মণশ্চ তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯ ॥

ক জটীধারণং দেহে কেয়ুধী চ বিড়ম্বনৌ ।

ধর্মশ্চাচরণং যুক্তং যুবয়োদ্বিষ্যতাবয়োঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত ! ।

ক। তে চিস্তাত্ত্ব দৈত্যৈস্ত্র । বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১ ॥

সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পদ্যেত তস্মৈ হি ।

আবাং কার্যদ্বয়ে মন্দ ! সমর্থো লোকবিশ্রুতো ॥ ১২ ॥

যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিম্যসি ।

গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকথসে ॥ ১৩ ॥

আজগবং পিনাকঃ ॥ ৫—৮ ॥

বিরোধোহয়মিতি । তপশ্চরণচাপধারণয়োব্রাহ্মণক্সত্রিয়ধর্মাদেকত্রাবস্থানে বিরোধ ইত্যর্থঃ । অশ্বেতং কলিপ্রিয়ং কলৌ যোগ্যমেতদমুষ্ঠানমস্মিন্মাद्यে সত্যযুগে তু কথং যুক্ত-মিত্যর্থঃ ॥ ২—১১ ॥

দর্শন করিয়া কোথো লোহিতলোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাপসভয় ! আপনাদিগের মানসে কি ধর্মবিনাশক দন্ত প্রবেশ করিয়াছে ? আপনারা কখনও কি দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই যে, এই সংসারে সত্যযুগে তপশ্চরণ এবং উগ্রতর শরাসন ধারণ এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে । ইহা কলিকালের উপযুক্ত, সত্যযুগে এ উভয়ের অমুষ্ঠান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তপশ্চরণই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ধর্ম, তবে আপনারা চাপধারণ করিতেছেন কেন ? ১০—১১ শিরোদেশে জটীভার ধারণই বা কোথায় ? আর বিড়ম্বনা-বরূপ তুণ ধারণই বা কোথায় ? অন্তএব, আপনাদের বিব্যাভাবসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্যাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে তরতলুষণ ! সুনিবর নর প্রজ্ঞাভেদে এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যৈস্ত্র ! আমাদের এই ভগ্নতা বিবরে তোমার বৃথা এত কি চিন্তা পড়িয়াছে ? ১১১ বাহার সামর্থ্য থাকে তাহার সমস্তই সম্পন্ন হয় ; মন্দযুদ্ধে ! আমরা এই উত্তর

ব্রাহ্মং তেজো ছুরারাদ্যং ন স্বং বেদ বিমোহিতঃ ।
বিপ্রচর্চা ন কর্তব্য্য প্রাণিভিঃ স্বখমীপ্সু ভিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

তাপসৌ মন্দবুদ্ধী শ্বে যুযাং গর্ষমোহিতৌ ।
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্মসেতুপ্রবর্তকে ॥ ১৫ ॥
ন যুক্তমেতত্তীর্থেহ্মিষ্মধর্ম্মাচরণং পুনঃ ।
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেহস্তি দর্শনাদ্য তপোধন ! ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ নরস্তং প্রত্যুবাচ হ ।
মুখ্যস্যাদ্য ময়া সার্কং যদি তে মতিরিদৃশী ॥ ১৭ ॥
অদ্য তে ফোটিয়াম্যামি মুর্খানমস্মরাধম ! ।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্মৈ দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা ।

প্রহ্লাদৌ বলবানত্র প্রতিজ্ঞাগারুরোহ সঃ ॥ ১৯ ॥

বিরোধেহ্মিমিত্যুক্তং তত্র কিমধিকার্যভাবাঙ্গা সামর্থ্যাভাবাঙ্গা । নাদ্যঃ । উভয়োর-
প্যভয়জ্ঞাদিকারাং । ন দ্বিতীয়ো যত্র সামর্থ্যাভাবস্তত্র তথাস্ত নাত্র তথাস্তীত্যাহ সামর্থ্যে
সতীতি ॥ ১২—১৯ ॥

কার্যেই উত্তমরূপে সমর্থ, ইহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে ॥ ১২ ॥ আমাদের যুদ্ধ ও তপস্বী
এই উত্তম কার্যেই সামর্থ্য আছে, তুমি এ বিষয়ে কি করিবে ? এই পথ পরিত্যক্ত রহিয়াছে
যথেষ্ট গমন কর, এখানে কি নিমিত্ত প্রাণ প্রকাশ করিতেছ ? ॥ ১৩ ॥ তুমি মৃদুবুদ্ধি, সুহৃৎ
ব্রহ্মভক্ত কল্পে বিদিত হইতে পারিবে ? তুমি জানিও যে ষাঁহার সুখলাভ করিতে অভি-
লাষ করেন, তাহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিচার করা কখনই কর্তব্য নহে ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাপসবর ! তোমরা মন্দবুদ্ধি এবং বৃথা গর্ষে বিমোহিত ; ধর্ম-
সেতুর প্রবর্তক দৈত্যরাজ আমি এই তীর্থে বিদ্যমান থাকিতে এখানে অধর্ম্মাচরণ যুক্তি-
যুক্ত হইতেছে না । তপোধন ! তোমার যুদ্ধ বিষয়ে কি শক্তি আছে, তাহা অদ্য আমাকে
প্রদর্শন করিও ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! মূনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,
যদি তোমার এইরূপ বুদ্ধিই ঘটনা থাকে তবে আমার সহিত অদ্য যুদ্ধ কর ॥ ১৭ ॥ রে অস্বা-
ধম ! অদ্য যুদ্ধ করিয়া আমি তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তোমার
আর কখন যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইবে না ॥ ১৮ ॥

যেন কেনাপ্যুপায়েন জেষ্যামি তাবুভাবপি ।
নরনারায়ণৌ দাস্তাবধী তাপসমম্বিতৌ * ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা বচনং দৈত্যঃ প্রতীহুঃ শরাসনম্ ।
আকৃষ্য তরসা চাপং জ্যাশব্দঞ্চ চকার হ ॥ ২১ ॥
নরোহপি ধনুরাদায় শরাংস্তীত্রাঙ্কিলাশিতান্ ।
মুমোচ বহুশঃ ক্রোধাৎ প্রহ্লাদোপরি পার্শ্বি ব ! ॥ ২২ ॥
তান্ দৈত্যরাজন্তপনীয়পুষ্টি-
শিচ্ছেদ বাণৈস্তরসা সমেত্য ।
সমীক্ষ্য ছিন্নাংশচ নরঃ স্বসৃষ্টা-
নন্যান্ মুমোচাশু রুম্যম্বিতো বৈ ॥ ২৩ ॥
দৈত্যাধিপস্তানপি তীব্রবেগৈ-
শ্চিহ্না জঘানোরসি তং মুনীন্দ্রম্ ।
নরোহপি তং পঞ্চভিরাশুগৈশ্চ
ক্রুদ্ধোহহনদৈত্যপতিং ভুজাস্তে ॥ ২৪ ॥

(তপাতে ইতি তাপন্তপন্তেন সম্বিতৌ ॥ ২০—২২ *)

সমীক্ষ্যতি । নরঃ স্বসৃষ্টান্ যেন ত্যক্তান্ বাণাংশ্চিন্নান্ সমীক্ষ্যত্যধরঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহাবলশালী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রূপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোনও উপায়ে এই তপস্বী নরনারায়ণ ঋষি-
দ্বয়কে হৃদে পরাজিত করিব ॥ ১৯—২০ ॥ তদনন্তর দৈত্যরাজ শরাসন গ্রহণ করিয়া সম্বব
আকর্ষণ পূর্বক জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন । হে রাজেন্দ্র ! তখন ঋষিবর নরও শরাসন
গ্রহণ পূর্বক ক্রোধাবিত হইয়া বহুতর শিলাশাণিত অস্ত্র সকল প্রহ্লাদের উপর নিক্ষেপ
করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২২ ॥ অনন্তর, দৈত্যপতি সম্বব হইয়া স্বর্ণপুন্ড্র পরনিকর দ্বারা
নরনিকিণ্ত বাণ সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, ঋষিবর নরও নিজনিকিণ্ত শর সকল
ছিন্ন হইল দেখিয়া ক্রোধাবিত হইলেন এবং অস্ত্রান্ত বহুতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩
তখন দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ তীব্রবেগী শর দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া সেই মুনী-
বরের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন । নরও ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ দ্বারা দৈত্যরাজের বাহুগুণ্ড

সেজ্জাঃ স্ত্রাস্তত্র তয়োহি যুদ্ধং
 দ্রুতুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ ।
 নরশ্চ বীৰ্য্যং যুধি সংস্থিতশ্চ
 তে তুষ্ণুবুদ্দৈত্যাপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥ ২৫ ॥
 ববর্ষ দৈত্যাধিপ আস্তচাপঃ
 শিলীমুখানমুধরো যথাপঃ ।
 গিরৌ নরে চাতিরুষাশ্বিতোহসৌ
 নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্ ! ॥ ২৬ ॥
 গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ
 নারায়ণঃ ক্রোধযুতো বভূব ।
 আদায় শাস্ত্রং ধনুঃপ্রমেয়ং
 যুমোচ বাণান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭ ॥
 বভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্ত
 জয়ৈষিণোঃ পার্থিব ! দেবদৈত্যাযোঃ ।
 ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতাস্তে
 পুষ্পানি দিব্যানি প্রহুচ্চিহ্নাঃ ॥ ২৮ ॥

(নরস্তেতি । তে দেবাঃ যুধি সংগ্রামভূমৌ সমাক্ষপ্রকারেণ স্থিতস্ত নরস্ত দৈত্যাধিপতেঃ
 প্রহ্লাদস্ত চ বীৰ্য্যং ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তুষ্ণুবুঃ । স্বস্ববাণমোক্ষকালে বিপক্ষবাণচ্ছেদনকালে চ
 উভৌ প্রশংসিতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥)

অশ্বিনেব সময়ে নারায়ণোহপি ধনুঃপ্রদায় যুদ্ধার্থং প্রবৃত্ত ইত্যাহ আদায়ৈতি ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ইজ্জাদি দেবতাগণ বিমানে
 আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত কখন নর ঋষির কখন বা প্রহ্লাদের প্রশংসা
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ দৈত্যরাজ চাপ গ্রহণ করিয়া, মেঘ যেরূপ পর্ত্ত শৃঙ্গে বারি বর্ষণ
 করে সেইরূপ নরের উপর অতি রোষভরে নানাবিধ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ;
 মহারাজ ! সেই সময় নরসুনি প্রহ্লাদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতিশয় গ্লানিযুক্ত
 হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন নারায়ণ নরকে ক্রান্ত দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং অগ্রমেয়
 শাস্ত্র শরাসন ধারণ করিয়া স্ববর্ণপুঙ্খ শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে
 পার্থিবজ্ঞ ! তখন পরস্পর অরাকাক্ষী নারায়ণ ও প্রহ্লাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে,
 দেবগণ আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের উপর ছট্‌চিটে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ

চুকোপ দৈত্যাদিপিতিহরৌ স
 যুমোচ বাণানতিতীভ্রবেগান্ ।
 চিচ্ছেদ তান্ ধর্ম্মহৃতঃ স্ত্রীতীক্কে-
 র্দ্ধমুর্বিমুক্তৈর্কির্নিধৈস্তদাশু ॥ ২৯ ॥

ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্ষিতৈঃ ।
 ববর্ষ স্তস্থিতং বীরং ধর্ম্মপুত্রং সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
 নারায়ণোহপি তং বেগান্মুক্তৈর্কবাণৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
 তুতোদাতীব পুরতো দৈত্যানামধিপং স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥
 সন্নিপাতোহন্বরে তত্র দিদ্গুণাং বভূব হ ।
 দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্ক্বতাং জয়ঘোষণম্ ॥ ৩২ ॥
 উভয়োঃ শরর্ষণে চ্ছাদিতে গগনে তদা ।
 দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ ॥ ৩৩ ॥
 উচুঃ পরম্পরং দেবা দৈত্যশ্চাতীব বিস্মিতাঃ ।
 অদৃষ্টপূর্ব্বং যুদ্ধং বৈ বর্ত্ততেহদ্য স্তদারুণম্ ॥ ৩৪ ॥
 দেবর্ষয়োহিথ গন্ধর্বা যক্ষকিম্বরপন্নগাঃ ।
 বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৫ ॥
 নারদঃ পর্ব্বতশৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনি ।
 নারদঃ পর্ব্বতং প্রাহ নেদৃশং চাভবৎ পুরা ॥ ৩৬ ॥

হরৌ নারায়ণে ॥ ২৯—৩৫ ॥

নেদৃশমিত্যন্ত তারকাস্বরযুদ্ধমিত্যানেনান্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

করিলেন ॥ ২৮ ॥ দৈত্যরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত তীভ্রবেগে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রীতীক্কে স্ত্রী তীক্কে দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন করিয়া কেলিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ স্ত্রীতীক্কে শরনিকর দ্বারা, যুদ্ধে অটল সেই বীরবর ধর্ম্মপুত্র নারায়ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নারায়ণও শিলাশপিত বাণ সকল বেগতরে নিক্ষেপ করিয়া পুংস্থিত দৈত্যপতিকৈ প্রণীড়িত ও অহ্নির করিলেন ॥ ৩১ ॥ এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্তরতলে দেব ও দৈত্যগণের সহতী জনতা উপস্থিত হইল, তাহারা মধ্যে মধ্যে উভয়ের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ উভয়ের শরবর্ষণে পূর্ণমন্ডল আচ্ছাদিত হইলে দিবাতাপও রাত্রিসদৃশ অন্ধকার ময় হইয়া উঠিল । তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ, অতিশয় বিস্ময়াবিত হইয়া পরস্পর কহি-

তারকাস্বরযুদ্ধঞ্চ তথা ব্রজাস্বরশ্চ চ ।

মধুকৈটভয়োৰ্ব্বুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যস্মান্নারায়ণেন চ ।

করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্বিতকৰ্ম্মণা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দিনে দিনে তথা রাজ্ঞৌ কৃষ্ণা কৃষ্ণা পুনঃপুনঃ ।

চক্রভুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্যতাপসৌ ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ প্রহ্লাদস্ত শরাসনম্ ।

তরসৈকেন বাণেন স চান্ধক্যনুরাদদে ॥ ৪০ ॥

নারায়ণস্ত তরসা যুদ্ধান্তঞ্চ শিলীমুখম্ ।

তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১ ॥

ছিন্নং ছিন্নং পুনর্দৈত্যো ধনুৰন্তং সমাদদে ।

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২ ॥

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যৈশ্চৈব পরিঘং স সমাদদে ।

জঘান ধর্মজং ভূর্ণং বাহোর্মধ্যেহ্তিকোপনঃ ॥ ৪৩ ॥

(প্রহ্লাদস্ত শূরত্বে কারণমাহ যস্মাদিতি ॥ ৩৮—৪২ ॥

ছিন্নে ধনুষি ইতি । ধনুযুদ্ধং পরিভাষ্য পরিঘাদিভিরন্ত্রৈর্নারায়ণং জঘান ॥ ৪৩—৫০ ॥)

লেন, একরূপ সুরদাক্ষণ যুদ্ধ আশ্রয় পূর্বে কখনও দর্শন করি নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তখন দেবর্ষি-
গণ, গন্ধর্ব্বগণ, বক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারুগণ, সকলেই অত্যন্ত
বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ নারদ এবং পর্কত ঋষিও এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত
উপস্থিত হইয়াছিলেন । দেবর্ষি নারদ পর্কতকে কহিলেন, পূর্বে কখনই একরূপ যুদ্ধ সংঘটিত
হয় নাই; তারকাস্বরের ও ব্রজাস্বরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যে যুদ্ধ হইয়াছিল
সে সকল যুদ্ধও একরূপ নহে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বোধ হইতেছে প্রহ্লাদ অতিশয় বীর্যবান্ ;
যেহেতু সিদ্ধপুরুষ অদ্বৈতকর্ম্মী নারায়ণের সহিত এ পর্য্যন্তও সদৃশ যুদ্ধই করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তখন সেই নৈত্য ও তাপস নারায়ণ এই দুইজনকে দিবসে
দিবসে ও নিশায় নিশায় পুনঃ পুনঃ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তখন নারায়ণ
একবাণে সত্তর প্রহ্লাদের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন প্রহ্লাদও অস্ত্র ধনু গ্রহণ করিলেন;
লঘুহস্ত নারায়ণ সত্তর শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চাপ মধ্যভাগে ছেদন করিলেন; এইরূপে
বারংবার শরাসন ছিন্ন করিলে প্রহ্লাদও পুনঃ পুনঃ তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন,
নারায়ণও অস্ত্র-ধারা তাহা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪২ ॥ এইরূপে

তমায়াস্তং স বলবান্মাগ্গৈর্নবভিষু নিঃ ।

চিচ্ছেদ পরিষং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪ ॥

গদামাদায় দৈত্যৈস্ত্রঃ সৰ্ব্বায়সময়ীং দৃঢ়াম্ ।

জামুদেশে জঘানাশু দেবং নারায়ণং রুঘা ॥ ৪৫ ॥

গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ ।

ধর্মপুত্রোহতিবলবান্মোচাশু শিলীমুখান্ ॥ ৪৬ ॥

গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতেদৃঢ়াম্ ।

বিশ্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

স তু শক্তিঃ সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা ।

চিক্রেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্মারায়ণোরসি ॥ ৪৮ ॥

তামাপতন্তীং সংবীক্ষ্য বাণেনৈকেন লীলয়া ।

সপ্তধা কৃতবানাশু সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯ ॥

দিব্যবর্ষসহস্রস্ত তদ্বুদ্ধং পরমং তয়োঃ ।

জাতং বিশ্বয়দং রাজন্ ! সর্বেষাং তত্র চাত্মমে ॥ ৫০ ॥

তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।

প্রহ্লাদস্তাত্মমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ ।

চতুর্ভুজো রমাকান্তো রথান্নগদপদ্যভূৎ ॥ ৫১ ॥

আজগাম জগাদ চ প্রহ্লাদং প্রতি ভাবিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সমস্ত ধর্ম ছিন্ন হইলে পর, দৈত্যরাজ পরিষ ধারণ করিলেন এবং অতিশয় কুপিত হইয়া নারায়ণের বাহর মধ্যে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন । বলবীৰ্য্যবান্ ভগবান্ নারায়ণ সেই ঘোর-তর পরিষ আসিতেছে দেখিয়া সত্বর নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্বক তাহা ছিন্ন করিলেন এবং দশটী বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০—৪৪ ॥ অনন্তর, প্রহ্লাদ দৌহময়ী মৃঢ়া গদা গ্রহণ পূর্বক রোষতরে নারায়ণের আত্মদেশ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন । অতিশয় বলবান্ ধর্মমল্লন গদা দর্শনেও স্থিরমানস ও গিরির স্তায় অচল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া সত্বর শরজাল বর্ষণ দ্বারা দৈত্যপতির সেই দৃঢ় গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন গগনস্থিত দর্শকগণ অত্যন্ত বিস্ময়াবিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ তখন শক্তিবিনাশী প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া শক্তি গ্রহণ পূর্বক সত্বর নারায়ণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন । সেই শক্তি আসিতেছে দর্শন করিয়া নারায়ণ এক শর দ্বারা অবলীলায় তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ত শর দ্বারা সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করি-

দৃষ্টা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ স্ততঃ ।

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ প্রত्यूবাচ হ ॥ ৫২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব ! ।

কথং ন জিতবানাজাবহমেতৌ তপস্বিনৌ ॥ ৫৩ ॥

সংগ্রামস্ত ময়া দেব ! কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ ।

স্বরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিস্ময়ঃ কোহত্র মারিষ ! ।

তাপসৌ ন জিতাত্মানৌ নরনারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫ ॥

গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্ ! কুরু ভক্তিং মমাচলাম্ ।

নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাভ্যাং মহামতে ! ॥ ৫৬ ॥

(হিরণ্যকশিপোঃ স্ততঃ প্রহ্লাদঃ । তং বিষ্ণু ॥ ৫২—৫৩ ॥)

স্বরাণাং স্তরৈঃ সাক্ষিতার্থঃ । ময়া শতং সমাঃ । শতসংবৎসবৎ সংগ্রামঃ কৃত এতা-
দৃশেন শূরেণ ময়া কস্মাৎকৈতোর্ন জিতাবিতি মহাবিস্ময়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

(জিতাত্মানৌ তাপসৌ নরনারায়ণৌ ন জিতাবিতায়ঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

লেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ এইরূপে সেই আশ্রমে প্রহ্লাদ ও নারায়ণের দিব্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া
সর্বজীবের পরম বিস্ময়কর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তখন পীতবাসী চতুর্ভূজ গদাধর
সদয় প্রহ্লাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । হিরণ্যকশিপুপুত্র
প্রহ্লাদ, চতুর্ভূজ রমাকান্ত, পদ্মধারী চক্রধর নারায়ণকে সেইখানে সমাগত দেখিয়া, পরম
ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫২ ॥

হে দেবদেব ! আপনি জগন্নাথ ও ভক্তবৎসল, হে মাধব ! আমি দিব্য পূর্ণ শতবর্ষ
ধরিয়া সংগ্রাম করিলাম তথাপি এই তপস্বী দুই জনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিলাম
না কেন ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, হে ক্ষমানীল ! এই নরনারায়ণ ঋষিধর, সিদ্ধ তাপস, জিতাত্মা এবং
আমার অংশসূত ; এক্ষণে তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিতে পার নাই, তাহাতে আর
বিস্ময় কি আছে ? হে রাজেন্দ্র ! তুমি এক্ষণে পাতালে গমন কর এবং আমার প্রতি
সেইরূপ অচলাভক্তি কর । হে মহামতে ! তাপস ঘরের সহিত তুমি আর বিরোধ
করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ব্রাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তো দৈত্যরাজো নির্ধাবহরৈঃ সহ ।

নরনারায়ণো ভূয়ন্তপোয়ুক্তো বভূবতুঃ ॥ ৫৭ ॥*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
নরনারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্ত সমরবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

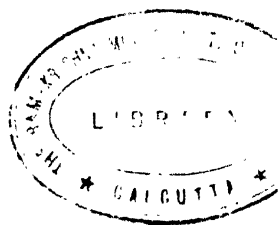
(দৈত্যরাজঃ প্রহ্লাদঃ অহরৈঃ সহ নির্ধবৌ নরনারায়ণাভ্যামিতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অমুব-
গণের সহিত তপা হইতে নির্গত হইলেন এবং নরনারায়ণ দ্বয় ও পুনর্জীর তপস্যায় মনো-
নিবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্রাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদ ও নরনারায়ণের সংগ্রাম
বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ধ পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ ।



দশমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহানত্র পরাশর্য্য ! কথানকে ।
 নরনারায়ণৌ শান্তৌ বৈষ্ণবাংশৌ তপোধনৌ ॥ ১ ॥
 তীর্থাশ্রয়ৌ সত্বযুক্তৌ বচ্যশনপরৌ সদা ।
 ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তাপসৌ সত্বসংস্থিতৌ ॥ ২ ॥
 কথং রাগসমায়ুক্তৌ জাতৌ যুদ্ধে পরস্পরম্ ।
 সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্তৌ তপিমনুত্তম্য ॥ ৩ ॥
 প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যবর্ষশতং কিল ।
 হিত্বা শাস্তিস্থখং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং যুনী * ॥ ৪ ॥
 কথং তৌ চক্রতুযুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং যুনী ।
 কথয়স্ব মহাভাগ ! কারণং বিগ্রহস্ত বৈ ॥ ৫ ॥

পরশশ্রবণে প্রৌঢ়বয়সে ভৃগুণা পুনঃ ।

শাপো দত্তো বচঃ কৃষ্ণো জাত ইত্যেতদীর্ঘাভ্যে ॥

পূর্বাধারস্থকথাং শ্রদ্ধাসম্ভাবিতমেতদিতি পুনঃ পুনর্বিমৃশ্য সংশয়বান্ পৃচ্ছতি জনমে-
 জয়ঃ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ১—২ ॥

তপিং তপিক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

বর্ষশতমিতি । অত্র তথোত্তরত্র যুদ্ধস্ত শতসংবৎসরপরিমাণকত্বোক্ত্যা পূর্বত্র দিব্যং
 সহস্রং হিত্যত্র সহস্রশব্দোহনেকপর্ধ্যায়ো বহুনামমুরোধস্ত ত্রায়াত্য়াং ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে পরাশরনন্দন ! আপনার পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার
 মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে । নরনারায়ণ দুইজন ধর্ম্মপুত্র, তপোধন, শান্ত, বিষ্ণুর অংশ, তীর্থা-
 শ্রয়ী, সত্বগুণসম্পন্ন, সতত বন্যফলমূলাহারী মহাত্মা তাপস ও সত্যনিষ্ঠ, হইয়া কি রূপে
 সংগ্রামে এরূপ অচ্যুতগবান্ হইয়াছিলেন ? এবং কি হেতুই বা পরমকল্যাণকরী তপস্তা
 পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । কি
 জন্তই বা শাস্তি স্থখ পরিত্যাগ পূর্বক এরূপ দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ১—৪ ॥ হে
 মহাভাগ যুনিষর ! কি নিমিত্ত তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? আপনি সেই

* ইদৃশৌ চেন্ননো জেতুং ন শক্তৌ যুনিষত্তমৌ । যাদৃশানাক কা বার্তা সমে তপসমুত্তবে ।
 ন রাজ্যার্থে ন জব্যার্থে ন নরাণাং সমাপদে । ইত্যধিকশাঠঃ কুত্রাপি বৃশতে ।

কামিনী কনকং কার্যং কারণং বিগ্রহস্ত বৈ ।
 যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জ্ঞাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ ॥ ৬ ॥
 তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাং কেন হেতুনা ।
 মোহার্থং স্তম্ভভোগার্থং স্বর্গার্থং বা পরস্তপ ! ॥ ৭ ॥
 কৃতমত্যাৎকটং তাভ্যাং তপঃ সৰ্ব্বফলপ্রদম্ ।
 মুনিভ্যাং শাস্ত্রচিন্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্যুতম্ ॥ ৮ ॥
 তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেণ পুনঃপুনঃ ।
 দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং স্রমেণ পরিপীড়িতো ॥ ৯ ॥
 ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ ।
 কিমর্থস্ত কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা ॥ ১০ ॥
 নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্যাদযুদ্ধমীদৃশম্ ।
 দুঃখদং সৰ্ব্বথা দেহে জ্ঞানন্ ধৰ্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥
 স্তবুদ্ধিঃ স্তম্ভদানীহ কস্মাপি কুরুতে সদা ।
 ন দুঃখদানি ধৰ্ম্মজ্ঞ ! স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ১২ ॥
 ধৰ্ম্মপুত্রো হরেরংশো সৰ্ব্বজ্ঞো সৰ্ব্বভূমিতো ।
 কৃতবস্তো কথং যুদ্ধং দুঃখং ধৰ্ম্মবিনাশকম্ ॥ ১৩ ॥

(যুদ্ধবুদ্ধিরিতি । তদ্বিরক্তয়োঃ কামিনীকনকাদ্যমুদ্যমার্থবিরক্তয়োঃ ॥ ৬—১০ ॥

নিরীহ ইতি । নিরীহঃ বিষয়বাসনাপরিহারাত তচ্ছেটারহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥)

বিগ্রহের কারণ আমার নিকট বিস্তার পূৰ্ব্বক কীৰ্ত্তন করুন ॥ ৫ ॥ কামিনী স্বর্ণ অথবা অস্ত্র
 কোন বৈষয়িক কার্য বিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে ; কিন্তু, মরনারায়ণ মুনিষয় এ সমস্ত
 বিষয়েই বিরাগী, তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তবে তাঁহাদের
 যুদ্ধবুদ্ধি কেন জন্মিয়াছিল ? ॥ ৬ ॥ হে তপোধন ! তাঁহারা কেনই বা সেইরূপ তপস্তার অনু-
 ষ্ঠান করিয়াছিলেন ? হে মুনিবর ! তাঁহারা পরের মোহার্থ অথবা স্তম্ভভোগার্থ কিংবা
 স্বর্গলাভার্থ এই উৎকট সৰ্ব্বফলপ্রদ কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন ? আর এই শাস্ত্রচিত্ত
 মুনিষয় তপস্তার কি অদ্বুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৭—৮ ॥ তাঁহারা তপস্তার শীর্ণ দেহ
 হইয়াও পূর্ণ দিব্য সহস্রবৎসর পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া, ভ্রম ব্যস্ত পরিপীড়িত হইয়া-
 ছিলেন না কি ? ॥ ৯ ॥ তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ বা ধনলাভার্থ অথবা বনিতালাভের নিমিত্ত
 অথবা কোনও গৃহকার্যের নিমিত্ত এক্রপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন মাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা
 সেই মহাত্মা প্রজ্ঞাদেব সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? ॥ ১০ ॥ নিরীহ পুরুষ, ধৰ্ম্মকে সনাতন
 জানিয়াও কি নিমিত্ত এক্রপ দেহদুঃখপ্রদ যুদ্ধে সৰ্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইবেন ? ॥ ১১ ॥ হে ধৰ্ম্মজ্ঞ !

ত্যাঙ্কু তপঃসমাধিং তং সুখারামং মহৎফলম্ ।
 সংযুগং দারুণং কৃষ্ণ ! নৈব মূৰ্খোহপি বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥
 ত্রুতো ময়া যযাতিস্ত্ব চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ ।
 অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥
 যজ্ঞকৃদানকর্তা চ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 শব্দোচ্চারণমাত্রেন পাতিতো বজ্রপাণিনা ॥ ১৬ ॥
 অহঙ্কারমূতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ।
 কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মূনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! সংসারমূলং হি ত্রিবিধঃ পরিকীৰ্তিতঃ ।
 অহঙ্কারস্ত সর্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্ম্মনিষ্ঠৈঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণদৈপায়ন ! তত্রৈবং সতি কারণান্তরাভাবাদযদযুদ্ধং কৃতং তৎ কেবলমহ-
 ক্বারেনৈব কৃতমিতি নিশ্চীয়তে তদপাতিদোষকরম্ । অহঙ্কারেন কৃততাপাতিদোষাধায়কত্বাৎ ॥ ১৪ ॥
 কিং তত্র প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ শ্রুতো ময়েতি ॥ ১৫ ॥

কীদৃশোহহঙ্কারস্তেতি চেত্তত্রাহ শব্দোচ্চারণমাত্রেনেতি । ময়া জ্যোতিষ্ঠোমঃ কৃতো
 ময়াশ্রমেধঃ কৃত ইতি সাতিনিবেশঃ কৰ্মণামভিলাষঃ কৃতস্তাদৃশশব্দোচ্চারণমাত্রেনৈ-
 বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নমু তেন যযাতিনাহঙ্কারঃ কৃতোহস্ত নরনারায়ণাভ্যাং হহঙ্কারো ন কৃত ইতি চেত্তত্রাহ
 অহঙ্কারমূতে ইতি । নিশ্চয় ইত্যত্র ইতীতিশেষঃ । কিঞ্চ কিস্কণমিতি তপোবলেন কৃতো
 যুদ্ধে পুণ্যবিনাশস্ত স্পষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

স্ববুদ্ধি ব্যক্তি সততই সুখপ্রদ কৰ্ম করিয়া থাকেন, তাঁহার। কখনই দুঃখপ্রদ কৰ্ম করেন না,
 ইহাই সনাতনী সংসারমৰ্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় হরির অংশ, সর্বজ্ঞ ও
 সর্বসম্পদে বিভূষিত, তবে তাঁহার। দুঃখকর ও ধৰ্ম্মনাশক সংগ্রামে কেন প্রবৃত্ত হইয়া-
 ছিলেন ? ॥ ১৩ ॥ হে মহর্ষে ! ইহ সংসারে মূৰ্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখ ও আরাম জনক এবং
 সর্বকলপ্রদ তপস্তা ও সমর্থ পরিভ্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখদায়ক যুদ্ধ কামনা করে না ॥ ১৪ ॥
 আমি শুনিয়াছি মহীপতি যযাতি যজ্ঞ দান ও ধৰ্ম্মনিরত রাজা হইয়াও অহঙ্কারজনিত পাপ
 হেতুই স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি অশ-
 মেধাদি যজ্ঞের অহুষ্ঠানকর্তা ইত্যাদি অহঙ্কার নূচক শব্দোচ্চারণমাত্রই বজ্রপাণি ইন্দ্র
 তাহাকে পাতিত করিয়াছিলেন, অতএব অহঙ্কার ব্যতিরেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না, ইহাই
 শ্রিয়নিশ্চয় । হে মূমে ! মুলিগণের বেহবল নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তপোবল দ্বারা
 যুদ্ধ করিতে হয় ; অতএব মুলিগণ যুদ্ধ করিলে তপোবিনাশ ব্যতিরেকে আর তাহাতে কি
 ফল ফলিতে পারে ? ॥ ১৬—১৭ ॥

স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভূতা কিল ।
 কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥
 তপো দানং তথা যজ্ঞাঃ সাধ্বিকাং প্রভবন্তি তে ।
 রাজসান্না মহাভাগ ! তামসাং কলহস্তথা ॥ ২০ ॥
 ক্রিয়া স্বল্পাপি রাজেশ্বর ! নাহঙ্কারং বিনা কচিৎ ।
 শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥
 অহঙ্কারাদ্ভক্তকারী নাশ্চোহস্তি জগতীতলে ।
 তেনেন্দং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
 ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্তমী ।
 অন্তেষাং চৈব কা বার্তা মুনীনাং বহুধাধিপ ! ॥ ২৩ ॥
 অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমতীদং চরাচরম্ ।
 পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ সর্বং কর্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রিবিধঃ সাধ্বিকাদিতেদেন ॥ ১৮ ॥

কারণেন বিনেতি । কারণেনাহঙ্কারেন বিনা রহিতং কার্য্যং জগদ্রপং নৈব ভবতীতি নিশ্চয়স্তদ্বাদ্রাভ্যাংস্তয়া বহুনিশ্চিতমহঙ্কারমুতে বুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয় ইতি তৎ সমাগেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

বদ্ব্যভেদীতং তৎ সর্বমহঙ্কারেণৈবেত্যাহ তপো দানমিতি ॥ ২০ ॥

(ক্রিয়েতি । জগতোহহঙ্কারকারণেনৈবাহুত্বাৎ স্বল্পাপি ক্রিয়া অহঙ্কারমুতে ন ভবতীত্যর্থঃ । শুভা কল্যাণদায়িকা সাধ্বিকেনিতি ভাবঃ ॥ ২১—২৪ ॥)

বাস বলিলেন, রাজন্ ! ধর্মে নিশ্চিতমতি সর্বজ্ঞ মুনিগণ সাধ্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই সংসারের কারণ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ অতএব, মুনিগণ দেহধারী হইয়া সেই অহঙ্কারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন । কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৯ ॥ হে মহাভাগ ! সাধ্বিক অহঙ্কার হইতে তপস্যা দান ও যজ্ঞ এবং রাজস বা তামস অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাজেশ্বর ! অহঙ্কার ব্যতিরেকে এই অশিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে বরষা মজ্ঞ ও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না । শুভই হউক আর অশুভই হউক অহঙ্কার হইতেই তাহা উৎপন্ন হয় ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ২১ ॥ এই জগতীতলে অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর অন্য কোনও বন্ধনকারক বস্তু নাই । অহঙ্কার কর্তৃক এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, অতএব ইহা কিরূপে অহঙ্কার-বিরহিত হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ হে রাজন্ ! যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র, ইহারাও অহঙ্কারযুক্ত, তখন ইহাদের হইতে ত্রিমুখী সান্না মুনিগণ যে অহঙ্কারযুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে আর কি কথা আছে ? ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার কর্তৃক আবৃত হইয়া এই চরাচর

দেবতির্য্যামুঘ্যাণাং সংসারেহস্মিন্মহীপতে ! ।
 রথাক্রবদসর্বার্থং ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥
 বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্ ।
 বিততেহস্মিংশ্চ সংসার উত্তমাদধমযোনিষু ॥ ২৬ ॥
 নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাৎস্তং বপুরুপাক্রিতঃ ।
 কামঠঃ শৌকরকৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭ ॥
 যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দনঃ ।
 অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিযজ্ঞিতঃ ॥ ২৮ ॥
 বৈবস্বতে মহারাজ ! সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ ।
 মন্বন্তরেহবতারান্ বৈ চক্রে তাঙ্ক্ণু তত্ত্বতঃ ॥ ২৯ ॥
 ভৃগুশাপাস্মাহারাজ ! বিষ্ণুর্দেববরঃ প্রভুঃ ।
 অবতারাননেকাংশ্চ কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
 রাজোবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! হৃদয়ে মম জায়তে ।
 ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ ! ॥ ৩১ ॥
 হরিণা চ মুনেস্তস্মৈ বিপ্রিয়ং কিং কৃতং মুনে ! ।
 যদ্রোষাত্তৃণা শৃপ্তো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতমিতি । অহঙ্কারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
 বিষ্ণোরপ্যবতারাণামিতি । অহঙ্কারাভিনিবেশাদেব বিষ্ণোরবতারা যে জাতান্তেষাং
 সম্ব্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বিশ্ব পরিলম্বণ করিতেছে । পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই কৰ্ম্মবশেই নিষ্পন্ন হই-
 তেছে ॥ ২৫ ॥ হে মহীশ্র ! দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্যাগণ এই সংসারে রথচক্রের স্থায় সততই
 পরিলম্বণ করিতেছে ॥ ২৬ ॥ এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান্ বিষ্ণুর
 অবতারের সংখ্যা যে কত হইতেছে তাহাই বা কে জানিতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ
 হরি, বিধিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মৎস্ত, কূৰ্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বামন দেহ আশ্রয় করিয়া-
 ছিলেন ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব জগন্নাথ জনার্দন যুগে যুগে অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥
 মহারাজ ! বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে, ভগবান্ হরির যে সকল অবতার হইয়াছিল
 তৎসমূহের বখাত্ত্ব শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ হে রাজেন্দ্র ! দেবতাপ্রবর অখিলেশ্বর বিভূ বিষ্ণু,
 ভৃগু-শাপেছত্বে অনেক বার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি ভূগোঃ শাপস্ত কারণম্ ।
 পুরা কশ্যপদায়াদৌ হিরণ্যকশিপুর্নৃপঃ ॥ ৩৩ ॥
 যদা তদাহুতৈঃ সার্কং কৃতং সন্ধ্যাং পরম্পরম্ ।
 কৃতে সন্ধ্যো জগৎ সর্বং ব্যাকুলং সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥
 হতে তস্মিন্মূপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত ।
 দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শত্রুর্কর্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥
 সংগ্রামো হৃতবদেবারঃ শত্রুপ্রহ্লাদয়োস্তদা ।
 পূর্ণং বর্ষশতং রাজ্যংলোকবিস্ময়কারকঃ ॥ ৩৬ ॥
 দেবৈষু দ্বং কৃতং চোত্রং প্রহ্লাদস্ত পরাজিতঃ ।
 নির্বেদং পরমং প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥
 বিরোচনহৃতং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ ! ।
 জগাম স তপস্তপ্তং পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৮ ॥
 প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ হুতৈর্বৈবরং চকার হ ।
 ততঃ পরম্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রবীজমুপলভ্য রাজোবাচ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! আমার হৃদয়ে আবার এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইল, ভগ-
 বান্ হুগু বিষ্ণুকে কি হেতু অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? ॥ ৩১ ॥ হে মুনৈ ! ভগবান্
 হরিই বা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যদ্বারা দেবতাগণের নমস্কৃত জনাধিন
 বিষ্ণু হুগুর্ভুক্ত অভিশপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুর অভিশাপ প্রদানের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন ।
 পূর্বকালে কশ্যপপুত্র রাজা হিরণ্যকশিপু যখন তখন অরুণগুণের সহিত সময় করিতে ।
 এইরূপ নিরন্ত সংগ্রামে অবিলম্বে জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তদনন্তর দৈত্য-
 পতি নৃসিংহকর্তৃক নিহত হইলে শত্রুতাপন প্রহ্লাদ রাজা হইয়া পিতৃশত্রু দেবগণকে পরি-
 পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শতবৎসর ব্যাপিয়া লোক-
 বিস্ময়কর যোঁরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! এই যুদ্ধে দেবতারা ই উগ্রতর যুদ্ধ
 করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়াছিলেন । তখন প্রহ্লাদ অভিশপ্ত
 নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্য
 প্রদান পূর্বক ভগতা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥
 বলিও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল । অনন্তর, পরম্পর

ততঃ স্ত্রৈর্জিজ্ঞীতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা ।

বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ! ॥ ৪০ ॥

ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত শরণং গত্যাঃ ।

কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ ! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪১ ॥

স্বাত্ত্বং ন শরুণো হ্যত্র প্রবিশামো রসাতলম্ ।

যদি ত্বং ন সহায়োহসি ত্রাত্ত্বং মন্ত্রবিদ্বত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যুক্তঃ সোহব্রবীদৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ ।

মা ভৈষ্ঠ ধারয়িম্যামি তেজসা স্মেন ভোহস্তরাঃ ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রেস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি ।

করিম্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত সংশ্রয়াৎ ।

দেবৈঃ শ্রুতস্তু বৃহাস্তঃ সর্বশ্চারণমুখাৎ কিল ॥ ৪৫ ॥

যদেতি । অভবদিতিশেষঃ । সংখ্যং যুদ্ধম্ ॥ ৩৭—৪৬ ॥

দোরতর সংগ্রাম চলিলে সুরগণ অসুরগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমিততেজা ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে পরাজিত দৈত্যগণ কুলশূর গুজ্জাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি তপোবলসম্পন্ন ও প্রতাপবান, আপনি দৈত্যকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন ? হে মন্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য ! আপনি আমাদের পবিজ্ঞানের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন তবে আর আমরা অবনীতলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাদের শীঘ্রই রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর পরম করুণাময় মুনিবর গুজ্জাচার্য্যকে কহিলেন, দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমা-দিগকে রক্ষা করিব এবং মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব ; তোমরা উৎসাহাধিত হও এবং মনের দুঃখ ও সন্তাপ দূর কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! অনন্তর দৈত্যগণ গুজ্জের আশ্রয় লাভ করিয়া নির্ভয় হইল । দেবগণ এই সমস্ত বৃহাস্ত চারণুখে অবগত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, দৈত্যগণ গুজ্জাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত না কবিত্তে

তত্র সংমন্ত্য তে দেবাঃ শক্রেণ চ পরম্পরম্ ।
 মন্ত্ৰং চকুঃ স্তসংবিগ্নাঃ কাব্যমন্ত্ৰপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥
 যোদ্ধুং গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ।
 প্রসহ্য হত্বা শিফাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭ ॥
 দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংরুক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
 জন্নুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণেদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
 বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সন্তুস্তা ভয়পীড়িতাঃ ।
 কাব্যস্ত শরণং জগ্মু রক্ষ রক্ষেতিচাববন্ ॥ ৪৯ ॥
 তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দেবৈর্দৈত্যান্মহাবলান্ ।
 মা ভৈক্ষেতি বচঃ প্রাহ মন্ত্রৌষধবলাদ্বিভূঃ ।
 দৃষ্ট্বা কাব্যং সুরাঃ সর্বে তাত্ত্বা তান্ প্রযয়ুঃ কিল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাটিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
 বিষ্ণুঃ প্রতি ভৃগুশাপস্ত প্রশ্নবীজকপনঃ নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ইতি । যাবদৈত্যা মন্ত্রবলেনাশ্রয় স্বহানাক্ষাবয়ন্তি তাবদি-
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

তান্ প্রযয়ুঃ কিলেতি । তান্নৈত্যানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতেই আমরা অতিসবর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি । এইরূপে সহস্র
 আক্রমণ করত বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট অশুরদিগকে পাতালতলে প্রবেশ করাইব ॥ ৪৬-৪৭ ॥
 দেবগণ এইরূপ মন্ত্ৰণা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক রোষভরে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ
 করিতে গমন করিলেন এবং ইজ্জ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদিগকে বিনাশ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ এইরূপে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা
 ভীত ও স্তম্ভ হইয়া ‘হে প্রভু রক্ষা করন্ রক্ষা করন্’ এই বলিয়া শুক্রের শরণাগত
 হইল ॥ ৪৯ ॥ শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্তৃক পরিপীড়িত দেখিয়া
 মন্ত্রৌষধ প্রভাবে ‘তম্ নাহি, তম্ নাহি’ এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । অনন্তর,
 দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অশুরগণকে পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব হানে প্রস্থান
 করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাক্রমক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপপ্রদানের প্রশ্ন-
 বীজ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রত্যাচ হ ।
 ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বযুক্তং যচ্ছৃণুধ্বং দানবোত্তমাঃ ॥ ১ ॥
 বিষ্ণুর্দৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দনঃ ।
 বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২ ॥
 যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ।
 তথা সর্কান্ কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চাশ্বথা ॥ ৩ ॥
 ন মে মস্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্ ।
 জেতুং যুয়ং সমর্থাঃ স্ম ময়া ত্রাতাঃ সুরানথ ॥ ৪ ॥
 তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং কিস্তুং দানবোত্তমাঃ ।
 অহমদ্য মহাদেবঃ মস্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈঃ শুক্লজ্যৈষেবথ ।

মন্ত্রলভার্থগমনকথা সম্যগিহোচ্যতে ॥

এবং কাব্যমন্ত্রসামর্থ্যবশাদ্বেবেষু গতেষু ততো দৈত্যানাহুয় কাব্য উবাচেত্যাহ তথা-
 গতেষ্বিতি ॥ ১—২ ॥

ন চাস্তথেকৃত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্মাৎপ্রত্যহা বিদ্যমানয়া সামগ্র্যা তেষাং পরাজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন মে
 মস্ত্রবলমিতি । সুরানথ সুরানপি জেতুং সমর্থা ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ৪—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবগণ শুক্রাচার্য্যাকে দর্শন করিয়া সময় পরিহার পূর্বক
 প্রস্থান করিলে, শুক্রাচার্য্য দানবগণকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দম্ভজগণ ! পূর্ব
 প্রজাপতি ব্রহ্মা বাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥
 জনার্দন বিষ্ণু দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকেই নিহত করিবেন । পূর্বে তিনি
 বরাহরূপ ধারণ করিয়া অশুরবর হিরণ্যাক্ষকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, নৃসিংহ
 মূর্তি ধারণ পূর্বক হিরণ্যকশিপুকে যেরূপে নিহত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে, সেইরূপে
 উৎসাহাঙ্কিত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২-৩ ॥ এক্ষণে, আমার
 মস্ত্রবল হরির নিকট সম্পূর্ণ বলপ্রদ হইবে না । আর আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিলে
 পর তবে তোমরা সুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ; অতএব, হে দানবোত্তমগণ !
 কিছুকাল প্রতীক্ষা কর আমি অদ্যই মন্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাদেবের নিকট গমন

প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি সাস্প্রতম্ ।

যুগ্মভ্যঃ তান্ প্রদাস্তামি বথার্থন্দানবোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥

দৈত্যা উচুঃ ।

পরাজিতাঃ কথং স্মাভুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম ! ।

শক্তা ভবামোহপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭ ॥

নিহতা বলিনঃ সর্বৈ কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ ।

নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্মাভুমেবং জুথাবহাঃ ॥ ৮ ॥

শুক্ৰ উবাচ ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ ।

তাবদ্ব্যবস্তিঃ স্মাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমাস্থিতৈঃ ॥ ৯ ॥

সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বন্তিঃ সময়োচিতাঃ ।

দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্যাস্থা শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০ ॥

সেবাধ সময়ে কার্য্যা শত্রুণাং শুভকাময়া ।

শশঙ্ক্যপচয়ে কালে হস্তব্যান্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দৈত্যাবাক্যং শ্রুত্বা শুক্ৰ আহ যাবদহমিতি ॥ ৯—১২ ॥

করিব ॥ ৪—৫ ॥ অনন্তর, আমি সেই স্থান হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সত্তরই প্রত্যাগমন করিতেছি । হে দানবোত্তমগণ ! আমি সেই মন্ত্রবলে তোমাদিগকে বথার্থরূপে রক্ষা করিব ॥ ৬ ॥

দৈত্যগণ কহিল, মুনিবর ! আমরা পরাজিত ও দুর্বল হইয়াছি, এক্ষণে অবনীতে অবস্থান পূর্বক তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে বিরূপে সন্মত হইব ? ॥ ৭ ॥ আমাদের মধ্যে বাহারা বলশালী ছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে স্বল্পমাত্র দানব অবশিষ্ট আছি । এরূপ অবস্থায় আমাদের সময়ে, অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

শুক্ৰ কহিলেন, আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্রবিদ্যা-গ্রহণ করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা শাস্তিসম্বিত ও তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া অবস্থিত কর ॥ ৯ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বীরগণ সায় দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়কে সমগ্রাঙ্গসারে দেশ, কাল, বল ও সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০ ॥ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সময়ের গতি অনুসারে শত্রুগণেরও সেবা করিবে ; কিন্তু, যখন দেখিবে যে, নিজ শক্তির সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে তখন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

* সায় যুক্ত সংগ্রামে দৃঢ়মেব জুথাবহম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূৰ্ণং ছলেন বৈ ।
 তিষ্ঠধ্বং অনিকেতেষু মদাগমনকাজ্জয়া ॥ ১২ ॥
 প্রাপ্য মস্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ ।
 যুধ্যামহে পুনর্দেবান্মাত্রমান্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩ ॥
 ইত্যুক্তাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ ।
 মহাদেবং মহারাজ ! মস্ত্রার্থং মুনিসন্তমঃ ॥ ১৪ ॥
 দানবাঃ প্রেষয়ামাস্ত্ৰং প্রহ্লাদং সুরসম্মিধৌ ।
 সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥
 প্রহ্লাদস্ত সুরান্ প্রাহ প্রশ্রাবনতো নৃপঃ ।
 অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নত্ৰতায়ুতম্ ॥ ১৬ ॥
 শাস্ত্রশাস্ত্রা বয়ং সৰ্ব্বৈ নিঃসম্মাহাস্তথৈব চ ।
 দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংব্রতা বন্ধলৈর্যুতাঃ ॥ ১৭ ॥
 প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সত্যাবিব্যাহতং তু তৎ ।
 ততো দেবা গুবর্ভস্ত বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮ ॥

মাত্রং মস্ত্রজ্ঞং বলমান্থায়প্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভৃগুভৃগুপুত্রঃ শুক্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কাব্যে গতে দেবা আগত্যান্মান্শরিষ্যস্তীতি ভিয়া সামার্থং প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাসুরিত্যাহ
 দানবা ইতি ॥ ১৫ ॥

নত্ৰতায়ুতং নত্ৰমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নিঃসম্মাহা বুদ্ধার্থং নিকৃদ্যোগাঃ অতো যুগ্মাভির্জৈরং বিহার দয়া বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব এক্ষণে বিনয়সহকারে ছল প্রকাশ পূৰ্ণক সাম অবলম্বন করিয়া আমার আগমন
 প্রতীক্ষা করিয়া নিজ নিকেতনে অবস্থান কর ॥ ১২ ॥ হে দানবগণ ! আমি মহাদেবের নিকট
 হইতে মস্ত্র গ্রহণ পূৰ্ণক আগমন করিলে তখন মস্ত্রবলসম্বিত হইয়া পুনর্বার দেবগণের
 সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ১৩ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য এই বলিয়া মস্ত্র আনয়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট
 গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে দানবগণ সন্ধি করিবার নিমিত্ত সত্যবাদী, স্থিতিচিহ্ন,
 বিশেষত সুরগণের বিশ্বাসপ্রদ প্রহ্লাদকে সুরগণের সম্মিধানে, প্রেরণ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজবর
 প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত বিনয়বনত হইয়া অতি বিনয়সহকারে দেবগণকে এইরূপ বাক্য
 বলিলেন ॥ ১৬ ॥ অসুরগণ ! এক্ষণে আমরা সকলেই অস্ত্র ও বর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছি ।
 এক্ষণে আমরা বন্ধল ধারণ পূৰ্ণক তপস্তার অচ্যুতান করিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥ ১৭ ॥
 দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্যবচন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রাম-

অন্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তান্তদা সুরাঃ ।
 বিশ্রব্ধাঃ স্বগৃহান্ গম্বা ক্রীড়াসক্তাঃ হুসংস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
 দৈত্যা দম্বং সমালম্ব্য তাপসাস্তপিসংযুতাঃ ।
 কথ্যপশ্চাত্ত্রমে বাসং চক্ৰুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥
 কাব্যো গম্বাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ ।
 উবাচ বিভূনা পৃষ্ঠঃ কিং তে কার্য্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শুক্র উবাচ ।

মস্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব ! যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ ।
 পরাজয়ায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২২ ॥

বাস উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্মৈ সৰ্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ ।
 চিন্তয়ামাস মনসা কিং কর্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥
 সুরেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মস্ত্রার্থমিহ সাস্প্রতম্ ।
 প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তেমাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥ ২৪ ॥
 রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঙ্কিন্ত্য শঙ্করঃ ।
 দুষ্করং ব্রতমভ্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যমতিব্যাহতং ভাষণং প্রেলাদন্ত তচ্ছ্রদ্ধা দেবা স্তবধন্ত যুদ্ধাদিতি শেষঃ । মুদিতাশা-
 ভবরিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিসংযুতাঃ তপঃক্রিয়াযুক্তাঃ ॥ ২০—২১ ॥

জনিত চঃখ সন্তাপ বিসর্জন পূৰ্বক আনন্মিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যগণ, শস্ত্র পরিত্যাগ
 করিলে দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে গৃহে গমন পূৰ্বক অস্থিরচিত্তে আনন্দ
 প্রমোদে রত হইলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যগণ ও দম্ব অবলম্বন পূৰ্বক তপোনিরত তাপস হইয়া
 কাব্যের আগমন আকাঙ্ক্ষার কস্তপের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এদিকে, গুরু-
 চার্য্য কৈলাসে গমন পূৰ্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর তাহার আগমন প্রয়োজন
 জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন কাব্য কহিলেন, দেব ! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকট নাই,
 আমি দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের নিমিত্ত, সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে
 কামনা করিতেছি ॥ ২১—২২ ॥

রাজিন্ ! কল্যাণপ্রদ সৰ্ব্বজ্ঞ মহাদেব, তাঁহার সেই কাব্য প্রদণ করিয়া ‘মতঃপর কি
 কর্তব্য’ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,
 দৈত্যগণক গুরু সুরগণের প্রতি বিরোহাচরণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি করিয়া, অসুরগণের

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু কণধূমমবাক্শিরাঃ ।

যদি পাস্তসি ভদ্রং তে ততো মস্ত্রানবাপ্যসি ॥ ২৬ ॥

ইতু্যতোহসৌ প্রণম্যেশং বাচমিত্যব্রবীদ্বচঃ ।

ব্রতং চরাম্যহং দেব স্বয়াজ্ঞপ্তঃ সুরেশ্বর ! ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতযুক্তমম ।

ধূমপানরতঃ শাস্তো মস্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ব্রতরতং তদা ।

দৈত্যান্ দম্ভরতাংশৈশ্চ বভূবুর্শস্ত্রতৎপরঃ ॥ ২৯ ॥

বিচার্য মনসা সর্বৈ সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ ! ।

যযুর্ধৃতায়ুধাস্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥

তানাগতান্ সমীক্ষ্যথ সায়ুধান্দংশিতাংস্তথা ।

আসংস্তে ভয়সংবিদ্যা দৈত্যা দেবান্ সমন্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অমুরাণাং জয়ায় চেতি । প্রভুঃ শুক্রাচার্য্য উবাচেতি শেষঃ ॥ ২২—২৫ ॥

অবাক্শিবাঃ সন্ কণধূমং যদি পাস্তসীতার্থঃ । এতদব্রতং কঠিনময়ং ন করিষ্যতি ততো
মস্ত্রানপি ন দাস্তাসীতীতি ভাবঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

মস্ত্রতৎপরী বিচারনিষ্ঠাঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

বিজয়ের নিমিত্ত আমার নিকট মস্ত্রগ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছে ॥ ২৩—২৪ ॥ কিন্তু, দেব-
গণকে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্তব্য ; তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাব্যকে এক
তৃষ্ণর ব্রতের অমুষ্ঠান খরিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, পূর্ণ সহস্র বৎসর উর্দ্ধপদ ও
নিয়শিরাঃ হইয়া যদি কণধূম (তুষের ধূম) পান করিতে পার তবে তোমার কামনা পূর্ণ
হইবে এবং তদ্বারা মন্ত্রলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ শুক্রাচার্য্য এইরূপে উক্ত হইয়া
মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সুরেশ্বর আপনি যে রূপ অমুমতি করিতেছেন আমি সেইরূপ
ব্রতেরই অমুষ্ঠান করিব, এই বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য মহাদেব নিকটে এইরূপ স্বীকার করত মন্ত্রজন্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন
এবং শব্দগুণ অবলম্বন পূর্বক ধূমপানে নিরত হইয়া সেই কঠোরতর অত্যন্তম ব্রতের অমুষ্ঠান
করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে ব্রতনিরত ও দৈত্যাদিগকে দম্ভযুক্ত
আনিতে পারিয়া মন্ত্রগার তৎপর হইলেন ॥ ২৯ ॥ হেনরেক্স ! দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া,
যেখানে দানবগণের অধিষ্ঠিত করিতেছিল, অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক সময়ে উদ্যত হইয়া
সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ দৈত্যগণ, দেবগণকে আত্মাধ ও কবচ ধারণ পুরঃসর

উৎপেতুঃ সহসা তে বৈ সন্নদ্ধান্ ভয়কর্ষিতাঃ ।
 অববন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ৩২ ॥
 ত্তস্তশস্ত্রে ভয়বতি আচার্য্যে ব্রতমান্বিতে ।
 দম্বাভয়ং পুরা দেবাঃ সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংশয়া ॥ ৩৩ ॥
 সত্যং বঃ ক গত্যং দেবা ধর্ম্মশ্চ ঋতিনিদিতঃ ।
 ত্তস্তশস্ত্রা ন হস্তব্য ভীতাশ্চ শরণং গত্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবা উচুঃ ।

ভবন্তিঃ প্রেষিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ ।
 তপো জ্ঞাতং হি যুম্মাকং তেন যুধ্যামহে ভূশম্ ॥ ৩৫ ॥
 সজ্জা ভবন্ত যুম্মায় সংরক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
 শত্রুশিচ্ছেদেণ হস্তব্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং দৈত্যা বিচার্য্য চ পরম্পরম্ ।
 পলায়নপরাঃ সর্ব্বৈ নির্গতা ভয়বিস্মলাঃ ॥ ৩৭ ॥

উৎপেতুর্দেবান্ প্রত্যাহ্বয়ঃ । সন্নদ্ধান্ শস্ত্রৈশ্চৈযুক্তান্ ॥ ৩২ ॥

স্তস্তশস্ত্রে ইতি । এতেষু পুরা প্রথমমভয়ং দম্বা পুনর্জিঘাংসয়ানোহিমান্ প্রাপ্তা ইদং
 কিমিতি ॥ ৩৩—৩৪ ॥

চারিত্রিক্ হইতে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ৩১ ॥ তাহারা দেব-
 গণকে সহসা অস্ত্রশস্ত্রে হুসজ্জিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে কাতর হইয়া বলদর্পিত
 দেবগণকে নাতিগর্ত বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২ ॥ দেবগণ ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ
 করিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদেব ব্রতনিরত হইয়াছেন, আর আপনারা পুঙ্খ আমা-
 দিগকে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তবে কি অস্ত্র এক্ষণে আমাদের নিকট করিবার
 নিমিত্ত হুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ ! আপনারদিগের সত্য ও ঋতি-
 বিহিত ধর্ম্ম কোথায় গেল ? ঋতিতে উক্ত আছে যে স্তস্তশস্ত্র, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তি-
 গণকে বিনাশ করিবে না । সেই ধর্ম্ম আপনারা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ কাহলেন, তোমরা সস্ত্র শিকার নিমিত্ত ত্তস্তাচার্য্যকে হল পূর্ব্বক প্রেরণ
 করিয়াছ, তোমাদিগের হুঁতাব সংযুক্ত তপস্তা আমরা জানিতে পারিয়াছি ; অতএব এক্ষণে
 আমরা তোমাদের সহিত নিষ্ঠুরই বুদ্ধ করিব ॥ ৩৫ ॥ তোমরা এখন বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত
 অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া হুসজ্জিত হও । দেখ, 'হিমা পাইদেই শত্রুদিগকে নিহত করিবে'
 ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৩৬ ॥

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতান্তে কাব্যমাতরম্ ।

দৃষ্ট্বা তানতিসন্তপ্তানভয়ং চ দদাবথ ॥ ৩৮ ॥

কাব্যমাতোবাচ ।

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ ।

মৎসম্মিধৌ বর্তমানান্ন ভীর্ভবিতুমহতি ॥ ৩৯ ॥

তচ্ছৃষ্ট্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতাস্তত্র গতব্যথাঃ ।

নিরায়ুধা হসন্ত্রাস্তাস্তত্রাশ্রমবরেহস্রাঃ ॥ ৪০ ॥

দেবাস্তান্ বিক্রতান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পদানুগাঃ ।

অভিজগ্মুঃ প্রসহৈতানবিচার্য বলাবলম্ ॥ ৪১ ॥

তত্রাগতাঃ স্রাঃ সর্কে হস্তং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ ।

বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি জগ্মুস্তানাশ্রমস্থিতান্ ॥ ৪২ ॥

হন্যমানান্ স্রৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা ।

উবাচ সর্কান্ সনিদ্রাংস্ত পসা বৈ করোম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতু্যক্তা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ ।

সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা মুকবদাস্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

কুহকেন কপটেন তেন হেতুনা ভবতাং তপো ছষ্টভাবেন বর্তত ইত্যম্মাভিজ্ঞাতং তেন কারণেন ছষ্টান্ প্রতি ছষ্টা ভূত্বা যুধ্যামহে যুদ্ধং কুর্ম্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥

পদং পদপদ্ধতিমমূলক্য লক্ষীকৃত্য গচ্ছন্তোহভিজগ্মুঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরস্পর বিচার করিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৭ ॥ দানবগণ ভীত হইয়া শুক্রমাতার শরণাগর হইলে শুক্রজননী তাহাদিগকে ভয়ে অতিসন্তপ্ত দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিয়া কাহিলেন, তোমাদের ভয় নাই ভয় নাই, দানবগণ ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার সম্মিধানে অবস্থান করিতেছ তখন আর ভয়ের বিষয় কিছুই নাই নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর ॥ ৩৮-৩৯ ॥ অসুরগণ তাহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া উৎবেগবিহীন হইল এবং আয়ুধশূন্য হইয়াও সেই আশ্রমে ভয়সঙ্কম রহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ এমিকে, দেবগণ দানবদিগকে গলায়িত দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া সেই আশ্রমে গমন পূর্বক দৈত্যদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন । তখন কাব্যজননী নিবারণ করিলেও দেবগণ তাহার বাক্য না শুনিয়া আশ্রমস্থিত দৈত্যদিগকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অসুরগণ, অসুরগণকে মিহত করিতেছে দর্শন করিয়া শুক্রজননী অতিশয় কষ্টা হইয়া

ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত ।
 মাং হং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়ে স্বাক্ষ হরোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥
 এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।
 নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥
 রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্ ।
 কাব্যামাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥
 মঘবংস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ ।
 পশ্যতাং সর্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভৌ তু তয়া দেবৌ বিষ্ণুর্দ্রৌ যোগবিদ্যায়া ।
 অভিভূতৌ মহাত্মানৌ স্ত্রকৌ তৌ সম্ভবতুঃ ॥ ৪৯ ॥
 বিস্মিতাস্ত তদা দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ ।
 চক্ৰুঃ কিলকিলাশঙ্গং ততস্তে দীনমানসাঃ ॥ ৫০ ॥
 ক্রোশমানান্ হরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ ।
 বিশেষেণাভিভূতোহস্মি হতোহহং মধুসূদন ! ॥ ৫১ ॥

সনিদ্রান্নিদ্রায়ুক্তানিতার্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

হে ইন্দ্র মাং প্রবিশ স্বামহমন্ত্রং নয়ে প্রাপয়ামি ভদ্রং তেহং তবৈতার্থঃ ॥ ৪৫—৪৮ ॥
 যোগবিদ্যায়া তস্তা যোগপ্রশক্ত্যা ॥ ৪৯—৫০ ॥

কহিলেন, আমি তপোবলে এক্ষণেই দেবগণকে নিদ্রাগত করিব ॥ ৪৩ ॥ তিনি এই
 বলিয়া নিজকে প্রেরণ করিলেন, নিদ্রা যাইয়া দেবদিগকে মোহিত করিয়া ভূমিতে
 নিপাত্ত করিল। তখন দেবগণ ইন্দ্রের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মুকের স্থায় অব-
 স্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রকে নিদ্রাঘোরা পরিভূত ও দীন দর্শন
 করিয়া কহিলেন, হরোত্তম ! তুমি আমাতে প্রবেশ কর, ইহা শুনি তোমার মঙ্গল হইবে,
 আমি তোমাকে অন্তর গইয়া বাইব ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ
 করিলেন। তখন হরিকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পুরন্দর বিগতনিদ্র ও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬ ॥
 দেবরাজ, হরিরক্ষিত ও বিগতব্যথা হইল দেখিয়া কাব্যামাতা, ক্রুদ্ধা হইয়া এইরূপ কহিতে
 লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্র ! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব সমস্ত
 দেবগণ তাহা দর্শন করিবে। ইন্দ্র ! তুমি আমার তপোবল এইরূপই জানিবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শুক্রমাতা এইরূপ কহিলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই যোগবিদ্যায়
 অভিজ্ঞ ও শরত্বেই ছিলেন ॥ ৪৯ ॥ দেবগণ তাহাদিগকে অন্তর্য অভিভূত ও পীড়িত

জহেনাং তরসা বিষ্ণো ! যাবম্মৌ ন দহেৎ প্রভৌ ! ।

তপসা দর্পিতাং দুষ্কাং মা বিচারয় মাধব ! ॥ ৫২ ॥

ইত্যাঙ্তো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেন ব্যথিতেন চ ।

চক্রং সম্মার তরসা স্নগাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥

স্মৃতমাত্রং তু সম্প্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্ ।

দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥

গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা ।

হতাং দৃষ্ট্বা তু তাং শক্রো মুদিতশ্চাতবন্দদা ॥ ৫৫ ॥

দেবশ্চাতীবসন্তুষ্ঠা হরিং জয় জয়েতি চ ।

তুষ্কবুর্মুদিতাঃ সর্বৈ সঞ্জাতা বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইন্দ্রাবিষ্ণু তু সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাঙ্গিগতব্যর্থৌ ।

স্ত্রীবধাচ্ছক্রমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং ছুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
শুক্ৰাচার্য্যাত মন্ত্রলাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নাম একাদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অভিভূতোহশ্রুতঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত দীনমানস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ শচীপতি, দেবগণকে, আর্তিনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, হে মধু-
স্বদন ! আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আর
বিচারের প্রয়োজন নাই এই তপোদর্পিতা হুষ্টা আমাদের কাছে যাবৎ দগ্ধ না করে, তদ্বধেই
সব্বর ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, অতিপীড়িত শক্র কর্তৃক এইরূপে
ভতিহিত হইয়া স্ত্রীবধজনিত ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সব্বর সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥
বিষ্ণুর বশীভূত চক্র স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হইল ; তখন ইন্দ্রের প্রবর্তনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ-
বান্ চক্র ধারণ করিলেন এক গ্রহণানন্তর ক্রোধভরে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া শুক্রমাতার
শিরচ্ছেদ করিলেন । তদদর্শনে ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ দেবগণ ও
বিগতসম্ভাপ, হুষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্র
ও বিষ্ণু তখন সমস্ত ক্রেশ হইতে মুক্ত হইলেন ; কিন্তু, ভৃগুর নিদারুণ ছুরতিক্রমণীয়
শাপের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক মহাপুরাণ শ্রীমদ-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভ জন্ম মহাদেবসমীপ-
গমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চূক্রোধ ভগবান্ ভৃগুঃ ।
বেপমানোহতিচুঃখার্ভঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো ! জ্ঞানন্ পাপং মহামতে ! ।
বধোহয়ং বিপ্রজাতায়া মনসা কর্তু মক্ষমঃ ॥ ২ ॥
আখ্যাতিস্ত্বং সত্ৰগুণঃ শ্রুভো ব্রহ্মা চ রাজসঃ ।
তথাসৌ তামসঃ শস্ত্রুর্বিপরীতং কথং শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥
তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কস্মাতিনিন্দিতম্ ।
অবধ্যা স্ত্রী স্বয়া বিষ্ণো ! হতা কস্মামিরাগসা ॥ ৪ ॥
শপামি স্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে ।
বিধুরোহং কৃতঃ পাপ ! স্বয়াহং শক্রকারণাৎ ॥ ৫ ॥

একোনবষ্টমোক্তৈস্ত বিষ্ণোঃ শাপাধস্তরম্ ।

প্রেষিতা গুরুসেবার্থং ভয়শ্রীতি নিগদ্যতু ।

ভৃগুপত্নীবধানস্তরং জাতং কৃত্যমাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১ ॥

অকৃতমিতি । তে স্বয়া অকৃতমকার্যং কৃতমিত্যর্থঃ । বিপ্রজাতায়া বিপ্রকস্তায়া অয়ং বধো
মনসাপি কর্তু মক্ষমঃ স ত্বয়া সাক্ষাৎ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কথং শ্রুতং কথং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! অনন্তর ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুর স্ত্রীবধরূপ নিদারুণ
পাপকার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে কস্মাঘিত হইতে লাগিলেন এবং অতিশয় চুঃখার্ভ হইয়া
মধুসূদনকে কহিলেন ॥ ১ ॥ মধুসূদন ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়া এবং জানিয়া গুনিয়াও
এই অকার্য্য করিলে ; কি আশ্চর্য্য ! এই বিপ্রকস্তার বধ একবার মনে ধারণ করিতেও
সমর্থ হওয়া যায় না আর তুমি তাহা সাক্ষাৎ সম্পাদন করিলে ॥ ২ ॥ দেব ! মহাবিগণ
তোমাকে সত্ৰগুণসম্পন্ন, ব্রহ্মাকে রাজগুণযুক্ত এবং লক্ষ্মকে তমোগুণসম্পন্ন কহিয়া
থাকেন, তবে এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল কেন ? ॥ ৩ ॥ তুমি কিজন্ত তমোগুণযুক্ত
হইয়া অতি নিন্দিত কর্ম করিলে ? বিহু ! স্ত্রীজাতি অবধ্যা ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তবে বিনা
অপরাধে এই অবলা নারীকে কেন বিনাশ করিলে ॥ ৪ ॥ তুমি অন্ত্যস্ত নিন্দিত কার্য্যের

ন শপেহং তথা শক্রং শপে ত্বাং মধুসূদন ! ।
 সদা ছলপরোহসি ত্বং কীটযোনির্ছ'রাশয়ঃ ॥ ৬ ॥
 যে চ ত্বাং সাত্বিকং প্রোছন্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিম্ ।
 তামসত্বং ছুরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনার্দন ! ॥ ৭ ॥
 অবতারা মৃত্যুলোকে সন্তু মচ্ছাপসন্তবাঃ ।
 প্রায়ো গৰ্ভভবং হুঃখং ভুঙ্কু পাপাজ্জনার্দন ! ॥ ৮ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধৰ্ম্মে পুনঃপুনঃ ।
 লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ ॥ ৯ ॥
 রাজেবাচ ।

ভৃগুভার্যা হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা ।
 গার্হস্থ্যক পুনস্তস্য কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি শপ্তা হরিং রোষাত্তদাদায়শিরস্তুরন ।
 কায়ো সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১ ॥

কীটযোনিঃ কৃষ্ণসর্প ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

যং পৃষ্টং ভৃগুশাপঃ কথং জাত ইতি সা কথাত্র সমাপিতা তদুপসংহরতি তত-
 স্তেনাথেতি । ধৰ্ম্মে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

আচরণ করিয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার আর কি করিব? তোমায় অভিশাপ প্রদান
 করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইতেছে । পাপিষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে অতিশয়
 হুঃখান্বিত ও কাতর করিয়াছ? আমি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিব না, তুমি নিয়তই
 কপটভাবে অবলম্বন এবং কৃষ্ণসর্পের স্থায় ব্যবহার করিয়া থাক; তুমি অত্যন্ত দুষ্টাশয়, আমি
 তোমাকেই অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ৫—৬ ॥ জনার্দন! যে সকল মুনীগণ, তোমাকে সন্তুগণ
 সম্পন্ন বলে তাহারা অতিশয় মূর্খ; তুমি যে অতিশয় ছুরাচার অদ্য আমি তাহা প্রত্যক্ষ
 করিলাম ॥ ৭ ॥ বিষ্ণু! তুমি আমার অভিশাপে মর্ত্যলোকে বহবার অবতীর্ণ হইয়া পাপ-
 কৰ্ম্মের কলস্বরূপ প্রায়ই গৰ্ভবজ্রণা ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজন্! ভগবান্
 বিষ্ণু সেই শাপবশেই ধৰ্ম্মনষ্ট হইলে লোকের হিতের নিমিত্ত এই 'মমুঘ্যলোকে পুনঃ পুনঃ
 অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! তেজঃপুঞ্জশালি চক্রেদ্বারা ভৃগুভার্যা তথায় নিহত হইলে
 সেই মহাত্মার পুনর্জন্ম গার্হস্থ্য-ধৰ্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল? ॥ ১০ ॥

অদ্য হ্যং বিষ্ণুনা দেবি ! হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্ ।
 যদি কৃৎস্নে। ময়া ধর্মো জায়তে চরিতোহপি বা ॥ ১২ ॥
 তেন সত্যেন জীবিত যদি সত্যসুবীম্যহম্ ।
 পশ্যন্ত দেবতাঃ সর্বা মম তেজো বলং মহৎ ॥ ১৩ ॥
 অস্তিস্তাং প্রোক্য শীতাভিজীবয়ামি তপোবলাৎ ।
 সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্ ॥ ১৪ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

অদ্ভিঃ সম্প্রোক্ষিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা ।
 উখিতা পরমপ্রীতা ভৃগোর্ভার্যা শুচিস্মিতা ॥ ১৫ ॥
 ততস্তাং সর্বভূতানি দৃষ্ট্বা স্তপ্তোখিতামিব ।
 সাধু সান্নিহিতং তং তাং তু তুষ্ণুবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১৬ ॥
 এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী ।
 বিশ্বয়ং পরমং জগ্মুর্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ ॥ ১৭ ॥

অদ্য ষ্মিতি বাক্যং বৌদ্ধদ্বীবিষয়ং প্রত্যক্ষারান্ত মৃষ্টবাদিত্যুক্তা মনসি সঙ্কল্পঃ করোতি
 যদীতি ॥ ১২ ॥

যদি সত্যমিতি । যদি চাহং সত্যসুবীমি তেন সত্যেন তেন ধর্মাচরণেন চেয়ং জীব-
 দিতি মনসি সঙ্কল্পঃ কৃত্বা দেবান্ বদতি পশ্চর্ষিতি ॥ ১৩—১৫ ॥

তং ভৃগুম্ । তাং তংপত্নীম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কার্যবিদ্ ভৃগু, রোষভরে হরিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান
 করিয়া পরে সেই ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করত সত্ত্বর দেহোপরি সংযোজন পূর্বক কহিলেন ॥১২॥
 দেবি ! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন, আমি তোমাকে এখনই জীবিত করি-
 তেছি । যদি আমি সমস্ত ধর্মই অবগত হইয়া থাকি, যদি আমি ধর্মসমূহের আচরণ করিয়া
 থাকি, যদি আমি সততই সত্য কহিয়া থাকি, তবে সেই ধর্মবলে তুমি জীবন লাভ কর ।
 সমস্ত দেবতাগণ আমার তেজোবল দর্শন করুক । যদি আমার সত্য, বেদাধ্যয়ন ও
 বেদজ্ঞান থাকে, যদি আমার তপোবল থাকে, তবে তোমাকে অস্তিমস্ত্রিত শীতলজল দ্বারা
 প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে এইরূপেই জীবিত করিব ॥ ১২—১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুকর্তৃক বারিধারা সম্প্রোক্ষিত হইয়া ভৃগুভার্যা তৎক্ষণাৎ
 জীবন লাভ করিয়া উখিত হইলেন এবং পরমপ্রীতি লাভ করিয়া জীবৎ হস্ত করিতে লাগি-
 লেন ॥১৫॥ তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে স্তপ্তোখিতের স্তায় দর্শন করিয়া ভৃগুকে ও তাঁহাকে
 চারিদিক হইতে সাধু সাধু বলিয়া শ্রবণ করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! এইরূপে সেই বরবর্ণিনী
 ভৃগু হইতে জীবন লাভ করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

ইন্দ্রঃ সুরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী ।

কাব্যস্তপ্তা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রশ্চ দেহেহক্ষেমমভূম্প ! ।

স্বাস্থ্য কাব্যস্ত বৃত্তান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯ ॥

বিয়ুগ্ম মনসা শক্ৰো জয়ন্তীং স্বস্বতাং তদা ।

উবাচ কন্যাং চার্করঙ্গীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০ ॥

গচ্ছ পুত্রি ! ময়া দত্তা কাব্যায় স্বং তপস্বিনে ।

সমারাধয় তম্বঙ্গি ! মৎকৃতে তং বশং কুরু ॥ ২১ ॥

উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মমঃপ্রিয়ৈঃ ।

ভয়ং মে তরসা গঙ্গা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২ ॥

মা পিতৃর্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্নোরমা ।

তমপশ্যদ্বিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমশাস্রমে ॥ ২৩ ॥

তস্ম দেহং সমালোক্য স্মৃত্বা বাক্যং পিতৃস্তদা ।

কদলীদলমাদায় বীজয়ামান তং মুনিম্ ॥ ২৪ ॥

কিং করিষ্যতীতি । প্রথমতোহস্মাং ক্রোধেনৈব গতন্ততো মাতৃবধং শ্রুত্বা দ্বিগুণিত-
ক্রোধেন কিং করিষ্যতি ন জানে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অক্ষেমমিতি ছেদঃ । মন্ত্রার্থং মন্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থমতিদারুণমধোমুখতয়া ধূমপানাদিকম্ ॥ ১৯-২১ ॥

হইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন ইন্দ্র দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! এক্ষণে ত গুরুজননী ভৃগুকর্কু
জীবন লাভ করিল ; কিন্তু, গুরুচাৰ্য্য বোরতর তপস্তা করিয়া মন্ত্রলাভ করিলে না জানি
তিনি আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবেন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরেন্দ্র ! তখন দেবরাজের সেই নিদ্রাক্রপিতা মায়া বিগত হইলেও
গুরুচাৰ্য্যের মন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই অতি দারুণ তপস্তা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার দেহে
অগ্নির সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, সুরপতি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিজভনয়া
তবঙ্গী জয়ন্তীকে সন্বেদন পূর্ব্বক সন্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০ ॥ তনয়ে ! আমি তোমাকে
গুরুচাৰ্য্যের সেবার নিমিত্ত করিয়াছিলাম, হে তম্বঙ্গি ! তথায় গমন করিয়া আমার কাৰ্য্য
সাধনের নিমিত্ত সেই তপস্চারী গুরুকে আরাধনা করিয়া বশীভূত কর । সেই উত্তম আশ্রমে
গমন করিয়া যে যে কাৰ্য্য দ্বারা মুনির মন পরিতুষ্ট হইবে, সেই সেই প্রিয়কাৰ্য্য অহ-
তান দ্বারা তুমি তাঁহার আরাধনা করিয়া আমার ভয় হরণ কর ॥ ২১—২২ ॥ সেই বিশালাক্ষী
মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া

নির্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসি ৩৭ ।
 পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু ॥ ২৫ ॥
 ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি ।
 রচয়ামাস তম্বঙ্গী স্বয়ং ধর্ম্মে স্থিতা সতী ॥ ২৬ ॥
 ফলাত্মানীয় দিব্যানি পকানি মধুরাণি চ ।
 মুমোচাগ্রে মুনেন্তস্তু ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ ॥ ২৭ ॥
 কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হারিতাঃ শুকসম্মিতাঃ ।
 দধারাগ্রেহথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ম্মসমুদ্রয়ে ॥ ২৮ ॥
 নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস নঃসুত্রং পল্লবাস্থিতম্ ।
 তস্মিন্মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ ॥ ২৯ ॥
 হাবভাবাদিকং কিঞ্চিদ্বিকারজননঞ্চ তং ।
 ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেন্তদা ॥ ৩০ ॥
 স্তুতিং চকার তম্বঙ্গী গীর্ভিস্তস্তু মহাত্মনঃ ।
 স্তভামিধ্যমুক্লাভিঃ প্রীতিকর্তৃত্বিরপ্যুত ॥ ৩১ ॥
 প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ ।
 মনোহরুকূলং সততং কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তদা ॥ ৩২ ॥

তত্র গম্য মে তয়ং হরেতার্থঃ ॥ ২২—৩৫ ॥

দেখিতে পাইল যে, শুক্রাচার্য্য আশ্রমে তপস্তায় নিরত থাকিয়া ধূমপান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥
 শুক্রাচার্য্যের দেহ অবলোকন এবং পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া জয়ন্তী কদলীদল আনয়ন
 পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ বুদ্ধিশালিনী জয়ন্তী অব্যগ্রা থাকিয়া নির্মল,
 সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক পরম তক্তি সহকারে তাঁহার পানের নিমিত্ত
 ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্ম্ম-নিযুক্তা থাকিয়া এইরূপে
 শুক্রাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন । যখন মার্ত্তণ্ডদেব মন্তকোপরি গমন করিতেন তখন
 বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মন্তকোপরি আতপত্র রচনা করিয়া ছায়া করিয়া দিতেন ॥ ২৬ ॥ মূনির ভক-
 তের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত দিব্য সুপক ও সুমধুর কল সকল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সমুখে
 রাখিয়া দিতেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সমাধানের নিমিত্ত শুকশরীরবৎ হরিবর্ণ প্রাদেশ
 প্রমাণ কুশ এবং পুষ্প সকল তাঁহার অগ্রে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৮ ॥ মূনির নিজের নিমিত্ত
 কোমল পল্লব সকল দ্বারা লব্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং সেই মূনির প্রীতি তত্ত্বগম্বিতা
 হইয়া বীজন করিতেন ॥ ২৯ ॥ জয়ন্তী মূনির অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া কখন হাবভাবাদি

ইন্দ্রোহপি সেবকাংস্তত্র প্রেষসামাস চাতুরঃ ।
 প্রবৃতিং জাতুকামো বৈ মুনেন্তস্ত জিতাঙ্গনঃ ॥ ৩৩ ॥
 এবং বহুনি বর্ষানি পরিচর্য্যাপরাভবৎ ।
 নির্বিকারী জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যাপরা সতী ॥ ৩৪ ॥
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ ।
 বরেণ চন্দ্রমাস কংব্যং প্রীতমনা হরঃ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্ ! বিদ্যাতে ভৃগুনন্দন ! ।
 প্রতিপশ্যসি যৎ সর্বং যচ্চ বাচ্যং ন কশ্চচিৎ ॥ ৩৬ ॥
 সর্বাবিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
 অবধ্যঃ সর্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং দত্তা বরান্ শস্তুস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।
 কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ কিঞ্চিদতি । হে ব্রহ্মন্ ! যচ্চ কিঞ্চিদপি বস্ত বিদ্যাতে লোকে যচ্চ ত্বং প্রতিপশ্যসি চক্ষুযা যচ্চ কশ্চচিৎ কস্তাপি বাচ্যং বচনবিষয়ো ন তস্ত সর্বস্তাবিভাবকত্বেন যুক্তত্বং ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । সর্বজ্ঞতা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৬—৪২ ॥

মনোবিকারজনক কার্য্য কিছুই করিতেমননা ॥ ৩০ ॥ সেই স্ত্রীবাণী, ক্রুশাঙ্গী, প্রীতিকর ও অমূলক বাক্য দ্বারা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের স্তুতি করিতেন ॥ ৩১ ॥ মুনিবর জাগরিত হইলে তাঁহার আচমনের নিমিত্ত জল লইয়া সম্মুখে ধারণ করিতেন । এইরূপে মুনির মনের অমূলক আচরণ করিয়া জয়ন্তী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ভয়াভুর ইন্দ্রও সেই জিতে-ক্রিয় মুনির প্রবৃতি জানিব্যর্থ নিমিত্ত তথায় সেবকগণকে প্রেরণ করিতেন ॥ ৩৩ ॥ এইরূপে ক্রোধবর্জিতা ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা ইন্দ্রতনয়া জয়ন্তী বহুকাল শুক্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন ॥ ৩৪ ॥ ক্রমে ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাদেব পরিতুষ্ট ও প্রীতমনা হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন ! এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তুমি নেত্রদ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা কাহারও বচনগোচর নহে তুমি সেই সকলেরই অবিভাবক হইয়া প্রভুত্ব করিবে ও সর্বজ্ঞতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি সকল জীবগণেরই অবধ্য এবং প্রজাগণের ঈশ্বর ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥

কাসি কস্মাসি স্মশ্রোণি ! ব্রুহি কিং তে চিকীর্ষিতম্ ।
 কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু ! মে ॥ ৩৯ ॥
 কিং বাঙ্কসি করোম্যদ্য দুষ্করং চেৎ স্মলোচনে ! ।
 প্রীতোহস্মি স্বংকৃতেনাদ্য বরং বরয় স্মব্রতে !* ॥ ৪০ ॥
 ততঃ সা তু মুনিং প্রাহ জয়ন্তী মূদিতাননা ।
 চিকীর্ষিতং মে ভগবন্তপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

কাব্যস্তৈবাচ ।

জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রুহি যন্মনসেপ্সিতম্ ।
 করোমি সৰ্ব্বথা ভদ্রং প্রীতোহস্মি পরিচর্য্যয়া ॥ ৪২ ॥
 জয়ন্ত্যৈবাচ ।
 শক্রস্তাহং স্মতা ব্রহ্মন্ ! পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা ।
 জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা মুনে ! ॥ ৪৩ ॥

জয়ন্ত্যাবরজা কনিষ্ঠতগিনী ॥ ৪৩—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবদেব শঙ্কু এইরূপ বর প্রদান পূৰ্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । তখন গুজ্জাচার্য্য জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি নিদেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন । হে স্মশ্রোণি ! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? তোমার মনের অভিলাষ কি ? কি নিমিত্ত তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ? হে বামোরু ! তোমার কার্য্য কি তাহা বল ॥ ৩৮—৩৯ ॥ হে স্মলোচনে ! আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতলাভ করিয়াছি, তুমি আমার নিকট কি বাঞ্ছা কবিতোছ ? হে স্মব্রতে ! তুমি বর প্রার্থনা কর, অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥ ইহা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখপদ্ম প্রফুল্লিত হইল, তখন স্মব্রতা বালা বিনয় নম্রবচনে তপোধনকে কহিল, ভগবন্ ! আমার মনোরথ আপনি তপোবলে অবগত হউন ॥ ৪১ ॥

কাব্য কহিলেন, আমি তোমার মনোভাব জানিয়াছি, তথাপি তুমি বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল, সৰ্ব্বথা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করিব, আমি তোমার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইরাছি ॥ ৪২ ॥

জয়ন্তী কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ইন্দের কন্যা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী ; পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাকে সকাষা হইরাছি এক্ষণে আপনি আমার

* তপসা তব ভক্ত্যা চ মনো মে প্রবনীকৃতম্ । বরং বরয় স্মশ্রোণি । তুহৌহস্মি প্রদদামি তে ।

ইত্যধিকপাঠঃ কৃত্যসি ব্রুততে ।

সকামান্মি স্থয়ি বিভো ! বাঞ্ছিতং কুরু মেধুনা ।
রংশে স্থয়া মহাভাগ ! ধর্মতঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪ ॥

শুক্র উবাচ ।

ময়া সহ স্বং স্ত্রোশ্রোণি ! দশ বর্ষাণি ভমিনি ! ।
সর্ব্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্রহন ।
তয়া সহাবসদেব্যা দশবর্ষাণি ভার্গবঃ ॥ ৪৬ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ ।
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রুত্বা কৃতার্থং মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৪৭ ॥
অভিজগ্মুর্গৃহে তস্মা মুদিতান্তে দিদৃক্ষবঃ ।
নাশশন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥
তদা বিমনসঃ সর্ব্বৈ জাতা ভ্রমোদ্যমাশ্চ তে ।
চিন্তাপরাতিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৯ ॥
অদৃষ্টা তং স্বসংবৃতং প্রতিজগ্মু র্থথাগতম্ ।
স্বগৃহান্ দৈত্যবর্ঘ্যাস্তে চিন্তাবিক্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০ ॥

চিন্তাপরাশ্চ তেহতিদীনাশ্চৈতর্যঃ ॥ ৪৯ ॥

বাহা পূরণ করুন। হে মহাভাগ! আমি ধর্ম্মানুসারে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আপনার সহিত
রমণ করিব ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, নিভমিনি! তুমি দশ বৎসর কাল সকল ভুতের অদৃশ্য হইয়া
যদৃচ্ছায় আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ভার্গব শ্রেষ্ঠ কাব্য এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক জয়ন্তীর
পাণি গ্রহণ করিলেন এবং মায়ার সংবৃত ও জীবগণের অদৃশ্য থাকিয়া সেই দেবীর সহিত
দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ
হইয়া গৃহে আগত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং
তাহাকে দর্শন করিবার জিহ্বিত তদীয় গৃহে অভিগমন করিল। কিন্তু, তিনি জয়ন্তীর
সহিত রমণ করিতেছিলেন, অতএব অসুরগণ তাহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬—৪৮ ॥
তখন তাহারা অত্যন্ত বিমনা ও ভ্রমোদ্যম হইয়া, চিন্তাধিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনঃপুন
তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ মায়াসংবৃত শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া

রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুম্ ।
 বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কৰ্তব্যমিতঃপরম্ ॥ ৫১ ॥
 গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়য়া স্বং প্রলোভয় ।
 অস্মাকং কুরু কার্য্যং স্বং বুদ্ধ্যা সন্ধিস্ত্য মানদ ॥ ৫২ ॥
 তচ্ছুভ্বা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতম্ ।
 জ্ঞাত্বা তক্রপমান্বায় দৈত্যান্ অতি যযৌ গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥
 গহ্না তজ্জ্যতিভক্ত্যাসৌ দানবান্ সমুপাস্রয়ৎ ।
 আগতাশ্চৈহুগ্নাঃ সর্বে দদৃশুঃ কাব্যমত্রতঃ ॥ ৫৪ ॥
 প্রণম্য সংস্থিতাঃ সর্বে কাব্যং মন্ত্রাতিমোহিতাঃ ।
 ন বিদুস্তে গুরোশ্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্ ॥ ৫৫ ॥
 তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া ।
 স্বাগতং মম যাজ্ঞানাম্ প্রাপ্তোহহং বো হিতায় বৈ ॥ ৫৬ ॥
 অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তাসমায়য়া ।
 তপসা তোষিতঃ শত্ব্যুগ্মং কল্যাণহেতবে ॥ ৫৭ ॥

সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নং ॥ ৫০—৫২ ॥

সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নং তক্রপং গুক্রাচার্য্যরূপমাত্মন্যাপ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

দৈত্যগণ চিন্তাবিষ্ট ও ভয়াক্তর হইয়া আপন আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিল ॥ ৫০ ॥
 এদিকে গুক্রাচার্য্যকে জয়ন্তীর সহিত জীড়াসক্ত আনিয়া দেবরাজ মহাভাগ সুরগুরু
 বৃহস্পতিকে কহিলেন, গুরো! অতঃপর আমাদের কি করা কর্তব্য তাহা করুন ॥ ৫১ ॥
 ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবগণের নিকট গীমন্ ব্রহ্মন্, হে মানদ! বাহাতে মান রক্ষা হয়
 তাহা করিবেন, আপনি দৈত্যগণকে মার্ম্মিলে ছুইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক
 আমাদের কার্য্য করুন ॥ ৫২ ॥ বৃহস্পতি ইজ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কাব্যকে মায়্যাসংবৃত
 ও জয়ন্তীর সহিত রমমাণ আনিয়া গুক্রাচার্য্যের রূপধারণ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের নিকটে গমন
 করিলেন ॥ ৫৩ ॥ সেইখানে গমন পূর্ব্বক বৃহস্পতি অতি আদরের সহিত দৈত্যদিগকে
 আহ্বান করিলেন। তখন অসুরগণ আগমন করিয়া গুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে
 পাইল ॥ ৫৪ ॥ তাহার অতিশয় আশ্লাদে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কাব্য মনে করিয়া
 প্রণাম পূর্ব্বক অগ্রে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তাহা যে কাব্যরূপধারণী বৃহস্পতির মায়্য তাহা
 তাহার আনিতে পারিল না ॥ ৫৫ ॥ তখন মায়্য প্রচ্ছন্ন কাব্যরূপী সুরগুরু দৈত্যদিগকে
 কহিলেন, তোমাদিগের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই আগমন করি-
 য়ছি ॥ ৫৬ ॥ তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি হৃদয় তপস্তা দ্বারা শত্ব্যুগ্মে সন্তুষ্ট করিয়া

তক্ষুঃ প্রীতমনসো জাতান্তে দানবোত্তমাঃ ।

কৃতকার্যং গুরুং মহা জহ্মুস্তে বিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রণেমুস্তে মুদা যুক্তা নিরা তক্ষা গতব্যথাঃ ।

দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্তা তক্ষুঃ সর্বৈ নিরাময়াঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীমদশোহধ্যায়ঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্যং সদাশিবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে নিরুপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭ ॥ তাহা শুনিয়া
দানবোত্তমগণ প্রীতমনা হইল এবং গুরু কৃতকার্য হইয়াছেন মনে করিয়া আনন্দে বিমো-
হিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারা ছষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথ
হইয়া দেবগণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা পরিহার পূর্বক স্বচ্ছন্দ মানসে বাস করিতে
লাগিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ

শ্রীমদভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুশাপ কথন

নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাস্তু গুরুপেণ তিষ্ঠত ।
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমত্ৰা ॥ ১ ॥
গুরুঃ সুরাণামনিশং সৰ্ব্বদ্যনিধিস্থতা ।
সুতোহঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃশ্মুনিঃ ॥ ২ ॥
ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু সৰ্ব্বেষু সত্যং ধৰ্ম্মস্য কারণম্ ।
কথিতং মূনিভির্ষেন পরমাত্মাপি লভ্যতে ॥ ৩ ॥
বাচস্পতিস্তুখা মিথ্যাবক্তা চেদানবান্ প্রতি ।
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥
আহাৰাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেহপি ন ।
তদৰ্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্তন্তে কথং মুনৈ ! ॥ ৫ ॥

দ্বিবিষ্টলোকবৈষ্ণবদেবানাং গুরুণা তথা ।

গুরুপেণ তে দৈত্যা বক্তিতা ইতি কথ্যতে ।

ইখং দেবগুরুণা শুক্রাচার্য্যরূপেণ দৈত্যৈষু সন্তোষিতেষু তদনন্তরং জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি
কিং কৃতমিতি । ভৃগুরূপেণ লক্ষণয়া ভৃগুপুত্ররূপেণৈত্যর্থঃ । ছলেন কপটেন দৈত্যানাং
সম্বন্ধিপৌরহিত্যেন যুক্তেনেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ইত্যেকং প্রশ্নং কৃৎবা দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ গুরুঃ সুরাণামিতি । ন হি মুনৈঃ ছলকর্তৃব্যং বৃত্ত-
মিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ধৰ্ম্মশাস্ত্রেহিতি । যেন সত্যেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম লভ্যতে প্রাপ্যতে । তথা চ ক্রতিঃ ।
সত্যেন লভ্যন্তপসা হেম আয়েতি ॥ ৩-৪ ॥

রাজা কহিলেন, ঐবিবর ! বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অসুরগৃহে গুরুরূপে বাস করিয়া এবং ছল
পূৰ্ব্বক দৈত্যগণের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া কি করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥ মুনৈ ! বৃহস্পতি
সুরগণের গুরু, তিনি সৰ্ব্বদাই বেদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি অদির
ষট্ৰিংশ পুত্রও স্বয়ং মুনী ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়া-
ছিলেন ? ॥ ২ ॥ মুনীগণ সকল ধৰ্ম্মশাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে, সত্যই ধর্ম্মের কারণ এবং সত্য
হইতেই পরমাত্মা লাভ হইয়া থাকে ; তবে বৃহস্পতি যখন দৈত্যগণের নিকট মিথ্যা বাত্যা
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংসারে কোন গৃহাশ্রমী সত্যবক্তা হইবে ? মুনিবর ! এ বিবরে
আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৩-৪ ॥ যদি বলেন লোভে লোক

শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিক্তাভাবে গতং ন কিম্ ।

ছলকৰ্ম্মপ্রবৃত্তে বাহবিগীতত্বং গুরৌ কথম্ ॥ ৬ ॥

দেবাঃ সন্তসমুদ্ভূতা রাজসামানবাঃ স্মৃতাঃ ।

তির্য্যাক্তামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল ॥ ৭ ॥

অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষাম্মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি ।

তদা কঃ সত্যবক্তা স্ফাদ্রাজসন্তামসঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥

ক স্থিতিস্তস্য ধৰ্ম্মস্য সন্দেহোহয়ং মহান্ মম ।

কা গতিঃ সৰ্ব্বজন্তুনাং মিথ্যাভূতে জগজ্জয়ে ॥ ৯ ॥

হরিব্রহ্মা শচীকান্তস্তথাশ্চ সুরসন্তমাঃ ।

সৰ্ব্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথ্য ॥ ১০ ॥

ননু লোভার্থমসত্যবক্তা জাত ইতি চেত্তত্রাহ আহারাদধিকমিতি । অতিলোভেন বহুতরে ধনে সম্পাদিতেহপি আহারাদধিকময়ং কেহপি ন ভোক্ত্যস্তি । আহারপরিপূৰ্ণি-পর্য্যস্তং তু প্রারকং দাতৃত্যোবেতি জ্ঞাত্বা কিমর্থং ব্যর্থায়ুঃক্ষণার্থং লোভং কুর্য্যন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

কিঞ্চাবিগীতশিষ্টা হিতকারিণো স্থাপ্তাস্তেষাং বাক্যং প্রমাণমিত্যাপ্তবাক্যমাগম ইত্য-স্তার্থঃ । তত্র মহতাং সৰ্ব্বেষামেবমৌচরণে কাবিগীতত্বমনিদিতত্বং তিষ্ঠতি তদভাবে কাপ্ত-স্তদভাবে শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং নাশং প্রতি কথং ন গতমিত্যাহ শব্দপ্রমাণমিতি । অবিগীতত্ব-মিতি । অবিগীতত্বাভাবেহনিদিতত্বাভাবে শিষ্টত্বস্থাপ্যতাবো যতোহবিগীতত্বশ্চৈব শিষ্টত্বাৎ ॥৬॥

অসংকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না ; কারণ, এই অখিলব্রহ্মাণ্ডে যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় তথাপি তাহার আহার পূরণ ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না, অতএব সেই লোভ নিমিত্ত মুনিগণ কেন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হই-বেন ? ॥ ৫ ॥ মুনীশ্বর ! পুরাতন শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বাচকপদার্থ অবশ্যই আছে, এইরূপ বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ প্রমাণের মধ্যে শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দকে এক প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে দেখিতেছি শিষ্ট ব্যক্তির অভাবে সেই শব্দ প্রমাণ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল ? কারণ, ছলকার্য্য-নিরত বৃহস্পতিতে গর্হিত কার্য্য বর্তমান থাকায় তাহার আর শিষ্টত্ব কোথায় ? ॥ ৬ ॥ উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানবগণ রজোগুণ হইতে এবং তীর্য্যগগণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ ॥ তবে, সেই সত্ত্বগুণাশ্রিত যিনি দেবগণের সাক্ষাৎ গুরু তিনিও যদি স্বয়ং মিথ্যাবাদী হইলেন তবে আর রাজস ও তামসগণের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে ? ॥ ৮ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যদি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইল, তবে সনাতন ধর্ম্মের স্থান কোথায় ? এবং সমস্ত জীবগণেরই বা কি গতি ? মুনিবর ! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥ যখন ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা ও শচীপতি, এবং অন্তান্ত সুরসন্তমগণ সকলেই কাপট্য কর্ম্মে দক্ষ হইলেন, তবে স্বরসত্ত্ব ও স্বরবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে আর কি কথ্য

কামক্ৰোধাভিসম্ভুতা লোভোপহতচেতসঃ ।

ছলে দক্ষাঃ সুরাঃ সৰ্বেষু মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুস্তথা ।

এতে পাপরতাঃ কাত্র গতির্ধর্মশ্চ মানদ ! ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রোহ্মিশ্চক্ষমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ ।

আর্য্যত্বঃ* ভুবনেষু স্থিতং কুত্র যুনে ! বদ ॥ ১৩ ॥

বচনং কশ্চ মন্তব্যমুপদেশধিয়াহ্নঘ ! ।

সৰ্বে লোভাভিভূতান্তে দেবশ্চ মুনয়স্তদা ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ ।

দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতস্তদা ॥ ১৫ ॥

রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ ।

রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন কৰোতি নরাধিপ !† ॥ ১৬ ॥

তদ্বচ্ছদমেব স্রুতগতি দেবাঃ সৰ্বসমুদ্ভূতা ইতি ॥ ৭—১২ ॥

আর্য্যত্বং শিষ্টবদ্ব ॥ ১৩—১৪ ॥

ইতি জনমেজয়বাক্যং ব্রহ্মা ব্যাসস্তদ্বচ্ছদমেব স্রুতগতি কিং বিষ্ণুরিতি । বিষ্ণুরাস্ত ব্রহ্মা-
বাস্ত বো যো দেহবান্ স পূৰ্ণোক্তদোষরূপবিকারৈরযুক্ত এব ভবতি নান্নথেষ্টাবয়ঃ ॥ ১৫ ১৬ ॥

আছে ? ॥ ১০ ॥ হে মানদ ! যখন সকল সুরগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতি
প্রভৃতি তপোধন মুনীগণও কামক্ৰোধে অভিভূত, লোভে বিনষ্টচিত্ত, ছলকর্ণে দক্ষ ও
পাপে নিরত, তখন ধর্মের আর কি গতি আছে ? ॥ ১১—১২ ॥ হায় ! যখন ইন্দ্র, অগ্নি,
চক্ষমা, বিধাতা ইহীরাও কামের উৎকট প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পরদারাসক্ত, তখন
এই অধিল ভূবন মধ্যে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে ? ॥ ১৩ ॥ হে বিমলায়ন ! যখন
সমস্ত দেবগণ ও মুনীগণ লোভে অভিভূত হইলেন তবে আর কাহার বাক্য উপদেশ
স্বরূপে গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! ইন্দ্রই হউন, বৃহস্পতিই হউন, ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন
অথবা মহাদেবই হউন যিনি দেহ ধারণ করিবেন, তাহাকেই পূৰ্ণোক্ত অহঙ্কার ও লোভাদি
বিকারদোষে সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

* আদ্যত্বং । ইতি বা পাঠঃ ।

† দেহী দেহত্বৈরযুক্তঃ কিং চিত্রঃ স্পষ্টত্বং বৈ । নির্ভণঃ পরমাজ্ঞাসো বিদেহঃ পরমঃ পরঃ ।
ইত্যাবিকপাঠঃ কৃত্রাপি দৃশ্যতে ।

রাগবানপি চাতুর্য্যাদিদেহ ইব লক্ষ্যতে ।

সম্প্রাপ্তে সঙ্কটে মোহপি গুণৈঃ সমাধ্যতে কিল ।

কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মাদীনাক্ষ সর্বেষাং গুণা এব হি কারণম্ ।

পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহান্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮ ॥

কালে মরণধর্ম্মান্তে সন্দেহঃ কোহত্র তে নৃপ ! ।

পরোপদেশে বিস্পষ্টং শ্রিষ্টাঃ সর্বে ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥

বিপ্লুতিহ্ন বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভদ্রোহাহঙ্কারমৎসরাঃ ॥ ২০ ॥

দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুর্নশো ভবতি তান্ পুনঃ ।

সংসারোহয়ং মহারাজ ! সর্দৈবৈবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥

নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল ।

কদাচিদুগবান্নিস্কুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২ ॥

চাতুর্য্যাদিতি । ধৌর্ত্যাদিত্যর্থঃ । কথং ধৌর্ত্যাদিতি জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ সম্প্রাপ্তে ইতি । সঙ্কটস্ত প্রসঙ্গে তত্ত ধৌর্ত্যং বহির্নিঃসরতীত্যর্থঃ । দৃষ্টাশ্চৈবং বহুবিধাঃ পরোপদেশে চতুরাঃ স্বয়মেকাশ্বে কামিনীকজ্জলবিষদ্বিকটাক্ষশরেণ তাড়িতা মোহিতা জ্ঞাতা এবেতি ভাবঃ । ইদং রাজরাক্ষস্যং কিত্ত্ব স্বভাব এব সর্বেষামিত্যাহ কারণাদ্রহিতমিতি । গুণত্রয়ং হি সর্বেষাং কারণম্ । তত্ত গুণত্রয়স্ত প্রারম্ভবত উপচরণপটয়ে সতি ক্চিৎ কদাচিৎ কত্চিদপি বিষয়াচরণং ভবত্যেব নহি কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কদাপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা আর্ষপ্ররোগঃ । পঞ্চবিংশতিত্বসমুদ্ভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ইহারা সকলেই বিষয়াহুরাগী ; অতএব অহুরাগী ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য সাধন করিতে না পারে ? ॥ ১৬ ॥ হে নরেন্দ্র ! অহুরাগী ব্যক্তি চাতুর্য্যবশে কেবল মূলের ভ্রায় লক্ষিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু, শব্দটুল উপস্থিত হইলে তখন স্বয়ং গুণ দ্বারা তাঁহার ধূর্ততা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তিনি গুণের বশীভূত কার্য্য করিয়া থাকেন । অতএব, তদ্বিষয়ে গুণত্রয়কেই কারণ বলিয়া জানিবেন যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুণত্রয়ই কারণ ; যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকলও প্রধান মহত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ নৃপবর ! ব্রহ্মাদিও মরণ ধর্ম্মশীল অন্তঃপ্রবৃত্তিতাহাতে আর আপনার সন্দেহ কি ? আপনি জানিবেন যে, সকলেই পরের উপদেশ প্রদান সময়ে উত্তমরূপেই শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপ্লব ঘটয়া যায় ; তখন তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা অহঙ্কার, ও মাৎসর্য্যাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯—২০ ॥

কদাচিদ্ধিবিধানং যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ ।

কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তদ্বশস্তরুণো বিভূঃ ।

কদাচিদানবৈঃ সার্কঃ যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৪ ॥

করোতি করুণাসিক্তস্তদ্বাণপীড়িতো ভূশম্ ।

কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাং সোহপি পরাজয়ম্ ॥ ২৫ ॥

স্বখদুঃখাভিভূতোহসৌ ভুরত্যেব ন সংশয়ঃ ।

শেষে শেতে কদাচিৎ যোগনিদ্রাসমারুতঃ ॥ ২৬ ॥

কালে জাগর্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ ।

শর্কো ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা য়ে সুরাস্তথা ॥ ২৭ ॥

মুনয়শ্চ বিনিশ্চ্যগৈঃ সায়ুযো বিচরন্তি হি ।

নিশাবসানে সঞ্জাতে* জগৎ স্বাবরজস্রমম্ ॥ ২৮ ॥

বর্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ ! কিঞ্চিৎ কদাপি চ ।

সায়ুযোহন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব ! ॥ ২৯ ॥

বিপ্লু তিরিতি । স্বকার্যে প্রাপ্তে সর্কোবাং বিপ্লুতিঃ স্বভাবচ্যুতির্ভবতীত্যর্থঃ । অমুপদ-
মেবেতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২০—২২ ॥

কালবশেন শুণব্যত্যয়মেব দেবাদিষু দর্শয়তি কদাচিদিতি । রমারঙ্গো রঞ্জিত
ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—৩০ ॥

কোনও দেহবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না । মহারাজ ! মহাদিগপ
কহিয়া থাকেন, এই সংসার সর্বদাই এইরূপে চলিয়া আসিতেছে ॥ ২১ ॥ এই শুভাশুভময়
সংসার কখনই অন্ত ভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা একরূপেই চলিয়া আসিতেছে । দেখুন,
ভগবান্ বিষ্ণু কখনও নিদারুণ তপশ্চরণ করিতেছেন ; দেবরাজ ইন্দ্রও কখন বহুবিধ বজ্রের
অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন । আর দেখুন, পরমপ্রভু লীলাময় বিষ্ণু কখনও কমলার কমলগণ
বিলাসরসস্তরঙ্গে রঞ্জিতচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন, আবার কখনও করুণা-
সিক্ত হইয়াও দুর্জয় দানবগণের সহিত অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরজালে অতীব
পীড়িত হইয়া থাকেন, কখন বা জয়লাভ করেন এবং কখনও বা দৈববশে পরাজিত হইয়া
পাঠেন ; তাহাতে ভিত্তিহীনস্বরূপ ইন্দ্রঃস্বের বশীভূত হন সন্দেহ নাই । মহারাজ ! সেই
নারায়ণ কখনও বিশ্বসংসারকে নিজ কৃষ্ণমধ্যে রক্ষা করত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শেষ-
শব্দ্যর শরণ করিয়া থাকেন আবার যথাকালে প্রকৃতি দ্বারা প্রোত্তিবোধিত হইয়া জাগরিত
হইয়া থাকেন । রাজন্ ! অধিক কি বলিব এই বিশ্বসংসারে বহেশ্বর, ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্রাদি

প্রভবন্তি পুনর্বিষ্মুহরশক্রাদয়ঃ সুরাঃ ।

তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥

নাত্র তে বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ কদাচিদপি পার্শ্বিব ! ।

সংসারোহয়ন্ত সন্দিক্তঃ কামক্রোধাদিভিনৃপ ! ॥ ৩১ ॥

দুর্লভস্তদ্বিনির্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ ।

যো, বিভেতীহ সংসারে স দারাম্ন করোত্যপি ॥ ৩২ ॥

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশঙ্কিতঃ ।

তস্মাদবৃহস্পতেভার্য্যা শশিনা লঙ্ঘিতা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥

গুরুণা লঙ্ঘিতা ভার্য্যা তথা ভ্রাতুর্ঘবীয়সঃ ।

এবং সংসারচক্রেহস্মিন্গলোভাদিভিবৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেন্নরঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতাম্ ।

আরাধয়েন্মহেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫ ॥

সন্দিক্তঃ সম্যগ্দিগ্ধো যুক্তঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তস্মাদিতি । গুণত্রয়বন্ধাদিত্যর্থঃ লঙ্ঘিতোপভুক্তোত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ভ্রাতুর্ঘবীয়স ইতি । উতথো জ্যেষ্ঠো বৃহস্পতির্গর্ভ্যম্ আনন্দঃ কনিষ্ঠস্তত্র ভার্য্যা গুরুণা লঙ্ঘিতা ভুক্তোত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যং সংসারাসক্তিমিত্যর্থঃ । ন হি সংসারাসক্তঃ সন্ সংসারামুক্তো ভবেৎ তস্মাৎ সংসারাসক্তিং বিহায় সংসারনাশারোগ্যোগঃ কণ্ঠব্য ইত্যর্থঃ । তথাচ যে সংসারাসক্তিরহি-

স্বরগণ ও মুনিগণ সকলেই নিজ নিজ আয়ুর পরিমাণ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । প্রলয়কালের অবসান হইলে নষ্টপ্রায় এই স্বাবর জঙ্গমাশ্রয় জগৎ পুনর্বার উৎপন্ন হয় তাহাতে কিঞ্চিদ্ভ্রাতৃও সন্দেহ নাই । হে রাজন্ ! নিজ নিজ আয়ুর অবসানে ব্রহ্মাদি সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ২২—২৩ ॥ আবার যথা সময়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি স্বরগণ দেহধারী হইয়া সেই সেই কামাদি ভাব সকল লাভ করিয়া থাকেন । হে পার্শ্বিব ! আপনি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না, এই সংসার, কাম ক্রোধাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজন্ ! এই সংসারে কামাদি-
বিনির্মুক্ত পরমার্থবিৎ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ । যে ব্যক্তি এই সংসারে ভীত হন, তিনি দায়পরিগ্রহ করেন না, তাহাতে তিনি সর্বপ্রকার বিষয়াসক্ত হইতে বিমুক্ত এবং শঙ্কাবিহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । এই কারণেই চক্রমা বৃহস্পতির ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলেন, গুরুও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন । এইরূপে এই সংসারচক্রে সমস্ত জীবই নিয়ত রাগ লোভাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজন্ !

তন্মায়্যাণ্ডগতশ্চমং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

ভ্রমভ্রাম্যন্তবৎ সৰ্বং মদিরামন্তবম্পনং ॥ ৩৬ ॥

ভক্তা আরাধনেনৈব গুণান্ সৰ্বান্ বিমূঢ়া চ ।

মুক্তিং ভজেত মতিমাম্মাত্মং পশ্বাস্তিতঃ পরং ॥ ৩৭ ॥

আরাধিতা মহেশানী ন যাবৎ কুরুতে কৃপাম্ ।

তাবন্তবেৎ স্মৃৎ কস্মাৎ কোহন্তোহস্তি দয়য়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

করুণাসাগরামেতাং ভজেতস্মাদিমায়য়া ।

যস্তাস্ত ভজনেনৈব জীবন্তুক্তত্বমম্মুতে ॥ ৩৯ ॥

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী ।

নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্যহে ॥ ৪০ ॥

তাস্ত এবাশ্রা ইতি নাপ্তবাক্যপ্রমাণচ্ছেদরূপং দূষণং ভবেতি ভাবঃ । নম্র সংসারাসক্তি-
রাহিত্যং তেন সংসারনাশশাস্তাস্তাসম্ভাব্যেব স্বভাবভূতগুণানাং নাশাসম্ভবাদিতি চেৎ
যস্তা গুণৈরয়ং বন্ধস্তস্তা এবোপাশ্রয়ঃ সৰ্বং ভবিষ্যতীত্যাহ তন্মাৎ সৰ্বং প্রযত্নেনেতি । হিবেতি
বৈরাগ্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

বিমূঢ়োপমূঢ়া নাশয়িত্ব্যর্থঃ । নাভ্যঃ পশা ইতি । তথাচ শ্রুতিঃ । নাভ্যঃ পশা বিদ্যাতে
হয়ন্যেতি ॥ ৩৭ ॥

কোহন্তোহস্তীতি । যা সৰ্বকর্ত্রী সা যদি নয়াং ন করোতি তদা তদ্বিচ্ছানুসৃত্যাত্মঃ কঃ
সমর্থোহস্তি সৰ্বেষাং তদদীনহাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

সেবিতেনৈব যৈরিত্যর্থঃ । নিঃশ্রেণিকাগ্রাদিতি । নিঃশ্রেণিকা সোপানপংক্তিভূত্যা অগ্রঃ
প্রাপ্য তন্মাদধঃপতিতা ইত্যেব জানীমহ ইত্যর্থঃ । তদ্রূপং আসাদ্য জন্ম মন্ত্ৰজেষু চিরা-
দুরাপং তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেজ্ঞিগাম্ । নাভ্যর্জয়ন্তি জগতাং জনয়িত্বা । যে যঃ
নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিকৃষ্ণ পুনঃ পতন্তীতি ॥ ৪০ ॥

গার্হস্থ্য অবলম্বন করিলে নরপণ কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না । অতএব সৰ্ব
প্রযত্নে সংসারের সারতা চিন্তা পরিহার পূর্বক সচ্চিদানন্দরূপিণী মহেশানীর আরাধনা
করা কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥ এই চরাচর জগৎ তাঁহারই মায়াক্ষণে আচ্ছন্ন হইয়া মদিরামন্তের
স্তায় অথবা উন্মত্তের স্তায় নিরন্তরই পিরিত্রমণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ মতিমান্ বক্তরা তাহার
আরাধনা দ্বারাই সকল গুণকে পদদ্বন্দ্বিত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ; হে রাজেন্দ্র !
ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য আর কিছুই পথ নাই ॥ ৩৭ ॥ মহেশানীর আরাধনা করিয়া যে
পর্যন্ত তাঁহার করুণাকর্ণা লাভ করিতে পারা না যায়, সেই পর্যন্ত আর স্মৃৎ কোথায় ?
তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহার প্রকৃত দয়া দৃষ্ট হয় না ; অতএব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই
করুণাময়ীর ভজনা করা উচিত ; কারণ, তাহার আরাধনা করিলেই জীবন্তুক্ত হইতে পারা
যায় ॥ ৩৮—৩৯ ॥ যে ব্যক্তি মনুষ্য লাভ করিয়া মহেশ্বরীর সেবা না করিল, সে ব্যক্তি সোপান-

অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমম্বিতম্ ।

অসত্যোনাপি সম্বন্ধং মুচ্যতে কথমনুথা ॥ ৪১ ॥

হিহা সর্বং ততঃ সর্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ চ ।

কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তম্বে বৃহি পিতামহ ! ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা ।

কৃহা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥

গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মৰ্হা কাব্যং স্বকং গুরুম্ ।

বিশ্বাসং পরমং কৃহা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ ৪৫ ॥

বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মহাতিমোহিতাঃ ।

গুরুণা বিপ্রলঙ্কাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহুতি ॥ ৪৬ ॥

অহঙ্কারাবৃতমিতি । যস্তা মায়াজ্ঞগুণত্রয়েণ তজ্জ্ঞাহঙ্কারেণ তজ্জ্ঞাসত্যাদিদোষেণ সম্বন্ধং জগদ্রবতি তস্তা মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিণ্যা ভগবত্যা আরাধনেনৈব সর্বং গলিতং নষ্টং ভবিষ্যতীতি সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্বেরারাদ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ইং জনমেজয়স্ত ধর্ম্মায়নো ধর্ম্মনাশসন্দর্শনকুভিতেজ্রিয়াস্তঃকরণস্ত ভগবত্যা আরাধনাবল-
য়েন স্বাস্থ্যমভিধায়াবস্থিতং যুনিং প্রতি তৎস্বাস্থ্যশ্রবণসমুদ্যাদানন্দো জনমেজয়ঃ পুনঃ
প্রকৃতামেব কথং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি । হে পিতামহ শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তন্ময়াস্তং পরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুং ভৃগুপুত্রধিয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেণীর উপরিভাগ হইতে অধঃপতিত হইল, ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥ ৪০ ॥ এই
ত্রিগুণসম্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে সম্বন্ধ, অতএব সেই সর্বেশ্বরীর আরাধনা
ব্যতিরেকে আর কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে । রাজন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক
সেই ভুবনেশ্বরীর সেবা করাই সকলের একান্ত কর্তব্য ॥ ৪১—৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, যুনে ! কাব্যরূপধারী দেবগুরু তখন কি করিয়াছিলেন । শুক্রা-
চার্য্যই বা কত দিন পরে দৈত্যগণ সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ
করিয়া বলুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্যবেশধারী মহাত্মা বৃহস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তখন কি করিয়া-
ছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪৪ ॥ দেবগুরু বিশেষরূপে ব্রাহ্মীয়া দিলে দৈত্য-
গণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু কাব্য ভাবিয়া যথার্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া

দশবর্ষাঙ্কে কালে সম্পূর্ণসময়ে তদা ।

জয়ন্ত্যাহ স হ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্ঞানচিস্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল ।

গত্বা তান্ বৈ প্রপশ্যেহং যাজ্ঞানতিভয়াতুরান্ ॥ ৪৮ ॥

মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মন্তুর্জানানং ভবেদिति ।

সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্হায় জয়ন্তীং প্রতু্যবাচ হ ॥ ৪৯ ॥

দেবানৈবোপসংযান্তি পুত্রা মে চারুলোচনে ! ।

সময়ন্তে হৃদ্য সম্পূর্ণে জাতোহয়ং দশবর্ষিকঃ ॥ ৫০ ॥

তস্মাদাচ্ছাম্যহং দেবি ! দ্রুতং যাজ্ঞান্ হুমধ্যমে ! ।

পুনরেবাগমিষ্যামি তবাস্তিকমনুদ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥

তথৈতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্মবিতমা ।

যথেক্ষং গচ্ছ ধর্মজ্ঞ ! ন তে ধর্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ ।

অপশ্যদানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥

এতৎ পর্য্যন্তঃ শুকবৃত্তান্তঃ বর্ণয়িত্বা কাব্যবৃত্তান্তঃ বর্ণয়তি দশবর্ষায়ুকে কালে ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥

উপসংযান্তি শরণং গচ্ছন্তি ॥ ৫০—৫৩ ॥

ঐহ্যার আকাবহ হইল ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি-মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা প্রাপ্তির জন্ত শুক্রাচার্য্য বোধে তাহার শরণাগত হইল; কারণ, এই সংসারে লোভবশে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগুরু জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন পূর্ব্বক যজ্ঞমানগণকে শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ আমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, আমি যাইয়া সেই ভয়াতুর অনুরগণকে অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ তাহারাই আমার ভক্ত; অতএব দেবগণ হইতে বাহাতে তাহাদের ভয় না হয় তাহা করা উচিত এইরূপ চিন্তা করিয়া জয়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুলোচনে! আমার পুত্র সকল দেবগণের শরণ লউক, তোমার দশবর্ষ সময় অদ্য সম্পূর্ণ হইল, অতএব হে হুমধ্যমে! আমি এখন আমার যজ্ঞমানগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, পুনর্বার শীঘ্রই তোমার নিকটে আগমন করিব ॥ ৪৯—৫১ ॥ পতিব্রতা জয়ন্তী তথাত্ত বলিয়া ঐহ্যার গমনে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্মজ্ঞ! আপনি যথেষ্ট গমন করুন, আমি আপনার ধর্ম বিলোপ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৫২ ॥ শুক্রাচার্য্য তাহার বচন শ্রবণ করিয়া সখ্য দানবগণ সমীপে উপস্থিত

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তুং ছলেন তান্ ।
 জৈনং ধৰ্ম্মং কৃতং স্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪ ॥
 ভো দেবরিপবঃ ! সত্যং ব্রুবীমি ভবতাং হিতম্ ।
 অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মোহহস্তব্য্য হাততায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥
 দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ ।
 জিহ্বাস্বাদপটৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬ ॥
 এবং বিধানি বাক্যানি ব্বেদনিন্দাপরাগি চ ।
 ব্রূবাণং গুরুমাকর্গ্য-বিস্মিতোহসৌ ভৃগোঃ স্ততঃ ॥ ৫৭ ॥
 চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল ।
 বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্তেন যাজ্ঞা মে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
 ধিম্ভোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জিতম্ ।
 গুরুরপ্যনৃতং ব্রুতে প্রেরিতো যেন পাপুনা ॥ ৫৯ ॥
 প্রমাণং বচনং যস্মৈ সোহপি পামগুদারকঃ ।
 গুরুঃ স্মরাণাং সর্ঘ্বেষাং ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ৬০ ॥

স্বেন বৃহস্পতিনা কৃতং প্রণীতং জৈনং ধৰ্ম্মং জৈনশাস্ত্রং তান্ দৈত্যাংছলেন বোধয়ন্ত-
 মিতার্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বৃহস্পতিমতমাহ ভো দেবরিপব ইতি । আততায়িনোহপি অহস্তব্য্য ইতি ছেদঃ । ন
 হস্তব্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দানবগণের সম্মিথানে ছদ্মরূপধারী সৌম্যাকৃতি বৃহস্পতি বসিয়া
 রহিয়াছেন । তিনি নিজপ্রণীত জৈনধৰ্ম্ম ছলপূৰ্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং
 হিংসাদিদোষ প্রদর্শন পূৰ্ব্বক যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তিনি কহিতেছেন,
 অহে দেববৈরিগণ ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্য বাক্যই বলিতেছি । অহিংসাই
 পরম ধৰ্ম্ম, অধিক কি আততায়িগণকেও বধ করা কর্তব্য নয় ॥ ৫৫ ॥ তোমরা নিশ্চয়ই
 জানিবে, ভোগনিরত দ্বিজগণ, নিজ নিজ রসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই, বেদে পশু-
 হিংসা-পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট পরম ধৰ্ম্ম আর কিছুই
 নাই ॥ ৫৬ ॥

রাজন্ ! দেবগুরু বেদের নিন্দা করত এই সকল বাক্য বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া
 ভৃগুপুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গুরু
 নিশ্চয়ই আমার বিদ্বেষী ॥ এই ধূর্ত কর্তৃক আমার যজ্ঞমানগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতে
 আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ পাপের একমাত্র কারণস্বরূপ যে লোভ কর্তৃক প্রেরিত

কিং কিং ন লভতে লোভান্মলিনীকৃতমানসঃ ।

অত্ৰোহপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১ ॥

শৈলুষবেষ্টিতং সৰ্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ ।

বঞ্চয়ত্যতিসংযুতান্ দৈত্যান্ যাজ্ঞান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দৈত্যবঞ্চনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদোক্তাপি হিংসা ন কৰ্তব্যেত্যাহ ঋষিরিতি ॥ ৫৬—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া এই গুরুও মিথ্যা করিতেছেন সেই পাপবীজ এবং নরকের দ্বার স্বরূপ লোভকে
ধিক্ ॥ ৫৯ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যিনি সকল সুরগণের গুরু এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক, যাহাব
বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তিনিও আজ পাষণ্ড মত ধারণ করিলেন ? অহো !
লোভের কি অনির্বচনীয় মহিমা ! ॥ ৬০ ॥ লোভের বশীভূত হইয়া সুরগুরুও যখন
পাষণ্ড পণ্ডিত হইলেন, তবে লোভবশে মলিনমানস মূঢ়বুদ্ধ ব্যক্তিগণ কি অজ্ঞান্য না
করিবে ? ॥ ৬১ ॥ আজ এই সুরগুরু দ্বিভবর হইলেও নটের জায় সমস্তই গ্রহণ করিয়া
আমায় মূঢ়বুদ্ধ যাজ্ঞ দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরগুরুর দৈত্যবঞ্চনা নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

~~~~~

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা তানুবাচ হসন্নিব ।  
বঞ্চিতা মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১ ॥  
অহং কাব্যো গুরুশ্চায়ং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ।  
অনেন বঞ্চিতা যুয়ং মদ্ব্যাজ্য নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥  
মা শ্রদ্ধধ্বং বচোহস্ত্যার্য্য দান্তিকোহয়ং মদাকৃতিঃ ।  
অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যাজ্ঞতেনং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥  
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ দৃষ্ট্বা তৌ সদৃশৌ পুনঃ ।  
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥  
স তান্ বীক্ষ্য স্তম্ভাস্তান্ গুরুর্বাণ্যমুবাচ হ ।  
গুরুর্বো বঞ্চয়তোব মদ্রপোহয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥  
প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যুয়ান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
মা বিশ্বাসং বচস্তস্মৈ কুরুধ্বং দৈত্যসত্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

অঙ্কাদিকৈঃ সপ্তগুণাশক্তিঃ পদৈরনন্তবন্ ।

দৈত্যানাং গুরুসম্প্রাপ্তিকৃতানামিহোচ্যতে ॥

দৈত্যাদায়নং বৃহস্পতিকর্তৃকং শ্রদ্ধা দৈত্যান্ প্রতি গুরু উবাচেত্যাহ ইতি সঙ্কিন্ত্য মন-  
সেতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! গুরুচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যগণকে  
হস্ত পূর্বক বলিলেন, দৈত্যগণ! তোমরা মদীয়রূপধারী সুরগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক কি জন্ত  
বঞ্চিত হইলে? ॥ ১ ॥ আমি গুরুচার্য্য, তোমরা আমার যাজ্য; ইনি দেব-কার্য্যসাধক  
সুরগুরু বৃহস্পতি, ইনি যে তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২॥ এই  
দান্তিক আমার আকার ধারণ করিয়াছেন, তোমরা ইঁহার বাক্যে কদাচ শ্রদ্ধা করিও না;  
হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার যাজ্য, অতএব আমার অনুবর্তী হও; এই বৃহস্পতিকে  
পরিতাগ কর ॥ ৩ ॥ দৈত্যগণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য  
আকৃতি দর্শন করিয়া অভিশয় বিশ্বাসস্থিত হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তিকেই গুরুচার্য্য  
বলিয়া নিশ্চয় করিল ॥ ৪ ॥ তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে সরল-স্বভাবস্থিত ও মান্যবিশোধিত



প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শতোর্ঘ্যুমানধ্যাপয়ামি তাম্ ।

দেবেভ্যো বিজয়ং নুনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রদ্ধা গুরোর্বাক্যং কাব্যরূপধরশ্চ তে ।

বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮ ॥

কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ ।

বুবুধূর্ন গুরোর্ম্যামোহিতাঃ কালপর্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমব্রুবন্ ।

অয়ং গুরুনো ধর্ম্মাক্সা বুদ্ধিদশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১০ ॥

দশবর্ষাণি সততময়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ ।

গচ্ছ স্বং কুহকো ভাসি নাস্মাকং গুরুরপ্যুত ॥ ১১ ॥

ইত্যুক্তা ভার্গবং মৃঢ়া নির্ভৎসু চ পুনঃ পুনঃ ।

জগৃহস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২ ॥

স ভানিতি । সুসংলাভান্মোহিতান্মদ্রপেণাং বৃহস্পতির্সৌ মুখান্ বক্ষতি বক্ষয়িত্বা তী-  
ভার্গঃ ॥ ৫—৮ ॥

কাব্যেন বাস্তবিকেন । কালপর্যয়াৎ কালবৈপরীত্যেন গুরোর্বৃহস্পতের্ম্যামা মোহিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, এক্ষণে আমার রূপ দাবণ করিয়া  
তোমাদিগকে বক্ষন করাই ইহার অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥ ইনি দেব-কার্য্য-সাপনের নিমিত্ত তোমা-  
দিগকে বক্ষন করিতে এই স্থানে আসিয়াছেন, হে অনুরপ্রবরণ ! তোমরা ইহার বাক্যে  
কখনও বিশ্বাস করিও না ॥ ৬ ॥ আমি শত্রুর নিকট হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তোমা-  
দিগকে তাহাই অধ্যয়ন করাইতেছি । আমি, দেবগণের সহিত যুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী  
করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তখন কাব্যরূপধারী গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ  
“ইনিই কাব্য” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তৎকালে সাতিশর বিশ্বাস সংস্থাপন করিল ॥ ৮ ॥ যাহা  
হউক, তখন দানব-গুরু গুরুচারণ্য যদিও দানবদিগকে বিশ্বস্ত বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি  
তাহারা বৃহস্পতির যায়ার মোহিত হইয়া, বিপরীত কাল-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন সে সকল কিছুই  
বুঝিল না ও তাহাতে কর্ণপাত করিল না ॥ ৯ ॥ তখন তাহারা ছিন্ননিশ্চয় হইয়া মহাশ্মা  
গুরুচারণ্যকে কহিল, ইনিই আমাদের বুদ্ধিপ্রদ ও হিতনিরত গুরু, ইনিই ধার্মিক-  
চূড়ামণি ভার্গব, দশবৎসর কাল নিরন্তরই আমাদের উপদেশ বিতেছেন, তুমি আমাদের গুরু  
নহ, তোমাকে সম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১০—১১ ॥  
মৃঢ়বুদ্ধি বৈত্যগণ ভার্গবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভৎসনা করিয়া, গুরুরূপী স্বর-  
গুরুকে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥

কাব্যস্ত তন্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চূকোপাধ শশাপ চ ।  
 দৈত্যান্ বিবোধিতান্মহা গুরুণা চাতিবক্ষিতান্ ॥ ১৩ ॥  
 যস্মান্ময়া বোধিতা বৈ গুল্লীযূর্ন চ মে বচঃ ।  
 তস্মাৎ প্রনম্যসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাস্পাথ ॥ ১৪ ॥  
 মদবজ্রফলং কামং স্বল্পে কালে হবাস্পাথ ।  
 তদাস্ত্র কপটং সর্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্রাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ ।  
 বৃহস্পতিমুদং প্রাপ্য তসৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥  
 ততঃ শপ্তান্ গুরুজ্ঞান্ দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি ।  
 জগাম তরসা ত্যক্তা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭ ॥  
 গহ্বোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্ ।  
 শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮ ॥  
 নিরাধারা কৃতা নুনং যতঞ্চং সুরসত্তমাঃ ।  
 সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদঙ্কা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তং গুরুং বৃহস্পতিং শুক্রাচার্য্যরূপেণ জগৃহঃ ॥ ১২—১৬ ॥

এদিকে কাব্য, দৈত্যাদিগকে সুরগুরুর একান্ত অম্ববর্তী দেখিয়া এবং বৃহস্পতি-বাক্যে বিশ্বাস পূর্বক বক্ষিত হইয়াছে স্থির করিয়া, রোষভরে তাহাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, যখন আমি বুঝাইয়া দিলেও তোমরা আমার বাক্য গ্রহণ করিলে না, তখন তোমরা সংজ্ঞাহারা হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমরা আমাব প্রতি যে অবজ্ঞা করিলে, তাহার ফল অল্প কালেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখন ঐ শুরগুরুর কপট ভাব সবিশেষ অন্মভব করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য রোষাবেশে সত্বর চলিয়া গেলেন, বৃহস্পতি দ্বষ্ট ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ তদনন্তর, দৈত্যগণ ভার্গবশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া সৈন্যগমনে শক্র-সন্নিধানে আগমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি এক্ষণে নিশ্চিতই কার্য্য সাধন করিয়াছি, কারণ, ভার্গব দৈত্যগণকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাদিগকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে, হে মহাভাগ সুরসত্তমগণ ! আমি দৈত্যাদিগকে শাপদঙ্কা কবিয়াছি, তোমরা

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং মম্ববা মুদমাগুবান্ ।  
 জহবুশ্চ স্রাঃ সৰ্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ২০ ॥  
 সংগ্রামায় মতিং চক্রুঃ সংবিচার্য নিথঃ পুনঃ ।  
 নির্যমুর্শিলিতাঃ সৰ্বে দানবাভিমুখাঃ স্রাঃ ॥ ২১ ॥  
 স্রান্ সমুদ্যতান্ জাহ্না কৃতোদযোগান্মহাবলান্ ।  
 অন্তহিতং গুরুং চৈব বভূবুশ্চিস্তয়াশ্রিতাঃ ॥ ২২ ॥  
 পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তশ্চ মায়ায়া ।  
 সম্প্রসাদ্যো মহাত্মা চ যাতোহসৌ রুচ্যমানসঃ ॥ ২৩ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ ।  
 ভ্রাতৃদ্বীলম্ভনঃ প্রায়ো মলিনোহস্তবর্হিঃশুচিঃ ॥ ২৪ ॥  
 কিং কুশ্মঃ ক চ গচ্ছামঃ কথং কাব্যং প্রকোপিতম্ ।  
 কুর্কীমহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃদ্যমানসম্ ॥ ২৫ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সৰ্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ ।  
 প্রহ্লাদং পূরতঃ কৃক্সা জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬ ॥  
 প্রণেমুশ্চরণৌ তশ্চ মুনৈর্মৌনভূতস্তদা ।  
 ভার্গবস্তানুব্রাচাথ রোমসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শৃণ্বানিতি । ভার্গবেণ শৃণ্বান্ দৈত্যান্ জাহ্না কৃতোদযোগঃ শুক্রো দৈত্যান্ শিবান্  
 প্রাপ্তান্নম্রাগ্রোপদেক্যাতীতি কৃতকার্যোহমিতি মম্বা অগামেতার্থঃ ॥ ১৭—২৩ ॥

অন্তর্মিলনঃ কপটী ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৭—১৯ ॥ দেবরাজ দেবগুরু এইরূপ  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত সুরগণ সচেষ্ট হইয়া বৃহস্পতির অর্চনা পূর্বক  
 নিষ্কর্মে পুনর্বার মজ্জা করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন । তদনন্তর  
 সুরগণ মিলিত হইয়া সংগ্রামে অস্ত্র অসুরগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ২০—২১ ॥ মহাবল-  
 শালী অনরগণ, উদ্‌যোগ সহকারে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া আগমন করিতেছেন এবং শুক্রদেব  
 অন্তর্হিত হইরাছেন জানিয়া, দৈত্যগণ একান্ত চিন্তাশ্রিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন পরস্পর বলিল,  
 অহো ! আমরা সেই সুরগুর মারায় মোহিত হইয়াছি, মহাত্মা শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ  
 হইয়া আমাদের পক্ষপাত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রসন্ন করা আমাদেরই একান্ত  
 কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ সেই পাপাশয় ভ্রাতৃ-ভার্য্যা-গামী, অন্তর্মিলন, বহিঃশুচি ও কপটপণ্ডিত  
 সুরগুরু আমাদেরই যথার্থই বন্ধনা করিয়া এক্ষণে অন্তর্হিত হইরাছেন ॥ ২৪ ॥ আমরা  
 এক্ষণে কি করি ? কোথায় যাই ? কিরূপে সেই প্রকোপিত কাব্যকে আমাদেরই সাহায্য

ময়া প্রবোধিতা যুয়ং মোহিতা গুরুমায়য়া ।

ন গৃহীতং বচো যোগ্যং তদা যাজ্ঞা হিতং শুচি ॥ ২৮ ॥

তদাবগণিতশ্চাহং ভবন্তিস্তদ্বশস্তৈঃ ।

প্রাপ্তং নূনং মদোন্মত্তৈশ্চৈশ্চৈবমানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥

তত্র গচ্ছত সদ্ভ্রষ্টা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ ।

বঞ্চকঃ সুরকার্যার্থী নাহং তদ্বন্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং ব্রুবন্তঃ শুক্রং তু বাক্যং সন্ধিঞ্চয়া গিরা ।

প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ভার্গবাদ্য সমায়াতান্ যা জ্ঞানস্রাংস্তথাতুরান্ ।

ত্যক্তুং নার্সি সর্বজ্জ ! স্বক্লিতাংস্তনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২ ॥

গতে স্ময়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলুষেণ ছুরাঙ্গনা ।

ত্বদ্রেশমধুরালাপৈর্বর্যং তেন প্রবক্ষিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

হে যাজ্ঞাঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

প্রদত্ত করি ? ॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ এইরূপ চিন্তা করত সকলে মিলিত হইয়া ভয়-ব্যাকুলমানসে প্রহ্লাদকে অগ্রে লইয়া ভার্গব-সন্ন্যাসানে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ ভার্গব দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থিত রহিলেন ; তাহারাই তাঁহার পাদপদ্মে অভিষেক করিলে শুক্রাচার্য্য ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যখন আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা কপট গুরুর মায়ায় মোহিত হইয়া আমার পবিত্র হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর নাই, প্রভুত তোমরা তাহার বশবর্তী এবং মদে উন্মত্ত হইয়া আমার অবজ্ঞা করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সেই ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমরা এখন কল্যাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ আপনারাই আপনারদের সর্বনাশ করিয়াছ ; এক্ষণে যেখানে সেই কপটরূপী, সুরকার্য্যার্থী বঞ্চক পণ্ডিত আছেন, সেইখানেই গমন কর ; আমিও, আমি তাঁহার দ্বারা বঞ্চক নহি ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! শুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্ধিঙ্ক বাক্য বলিলে, প্রহ্লাদ তৎকালে তাঁহার চরণগ্রহণ পূরঃসর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে শুক্রদেব ভার্গব ! আমরা অদ্য কাতরভাবে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, হে সর্বজ্জ ! আমরা আপনার যাজ্ঞা, হিতকর তনয়-ভূলা ; অতএব, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ আপনি মন্ত্রপাঠ্য গমন করিলে,

অজ্ঞানকৃতদোষণে নৈব কুপ্যতি শাস্তিমান্ ।  
 সৰ্বজ্ঞস্ত্বং বিজ্ঞানাসি চিত্তং নঃ শ্রবণং স্বয়ি ॥ ৩৪ ॥  
 জ্ঞাত্বা নন্তপসা ভাষণং ত্যজ্য কোপং মহামতে ! ।  
 বৃন্তস্তি মুনয়ঃ সৰ্ব্বে ক্ষণকোপা হি সাধবঃ ॥ ৩৫ ॥  
 জলং স্বভাবতঃ শীতং বহ্যাতপসমাগমাৎ ।  
 ভবভূষাং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমমুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥  
 ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সৰ্ব্বথা বুদ্ধৈঃ ।  
 তস্মাদ্ভ্রোষণং পরিত্যজ্য শ্রাসাদং কুরু স্তত্রত ! ॥ ৩৭ ॥  
 যদি ন ত্যজ্যসি ক্রোধং ত্যজ্যস্মান্ স্তদ্ব্যখিতান্ ।  
 স্বয়া ত্যক্তা মহাভাগ ! গমিষ্যামো রসাতলম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বাদস্ত্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুযা ।  
 বিলোক্য স্মম্না ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব ॥ ৩৯ ॥  
 ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং দানবা বা রসাতলম্ ।  
 রক্ষিষ্যামি বো যজ্যাম্যস্ত্রৈরবিতথৈঃ কিল ॥ ৪০ ॥

শৈলশ্ৰেণ ভেষধারিণা বৃহস্পতিনা ॥ ৩৯—৪২ ॥

স্বযোগ পাইয়া সেই নটরূপী স্বদেশধারী দুরাশী বৃহস্পতি মধুরাণাপ দ্বারা আমাদেরকে বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আপনাকে অধিক কি বলিব, অগাধচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-কৃত অপরাধে প্রকুপিত হন না; আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, আমাদের চিত্ত যে আপনাতেই একান্ত আসক্ত, তাহা আপনি জানেন ॥ ৩৪ ॥ হে মহাবুদ্ধে! আপনি তপোবলপ্রভাবে আমাদের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কোপ পরিহার করুন; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সাধুগণের কোপ চিরস্থায়ী নহে ॥ ৩৫ ॥ হে মুনৈ! জল স্বভাবতই শীতল, বহিষ্কার তাপযোগে উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাপ অবগত হইলেই পুনর্বার শীতল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে স্তত্রত! ক্রোধ চণ্ডাল ভূষা, অতএব বৃদ্ধগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আপনি আমাদের প্রতি কোপ পরিহার পূৰ্ব্বক শ্রাসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥ যদি আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ না করিয়া এরূপ ঘোর দুঃখাতিকৃত আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, হে মহাভাগ! তাহা হইলে আপনাবর্ক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাবণ! কাব্য, প্রজ্ঞানের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানমত্রে অবলোকন পূৰ্ব্বক শ্রাসন্নচিত্ত হইলেন এবং ঈষৎ হস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তোমাদিগকে

হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্ত্ব নিশ্চয়ম্ ।  
 বচনং মম ধর্মশ্রুতাঃ শ্রুতং যদব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪১ ॥  
 অবশস্ত্রাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ ।  
 দৈবং ন চান্যথা কর্তুং ক্ষমঃ কোহপি ধরাতলে ॥ ৪২ ॥  
 অদ্য মন্দবলা যুয়ং কালযোগাদসংশয়ম্ ।  
 দেবৈর্জিতাঃ সন্ধৃচ্চাপি পাতালং প্রতিপৎস্বথ ॥ ৪৩ ॥  
 প্রাপ্তঃ পর্যায়কালে ব হৃতি ব্রহ্মাভ্যভাষত ।  
 ভুক্তং রাজ্যং ভবন্তিষ্ট পূর্ণং সর্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪ ॥  
 যুগানি দশপূর্ণানি দেবানাক্রম্য মুর্দ্ধনি ।  
 দৈবযোগাচ্চ যুগ্মাভিভূক্তং ত্রৈলোক্যমুর্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 সাবর্ণিকৈঃ মনৌ রাজ্যং পুনস্তত্ত্ব ভবিষ্যতি ।  
 পৌত্রস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্ন্যতি তে বলিঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যদা বামনরূপেণ হুতং দেবেন বিষ্ণুনা ।  
 তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭ ॥

অদোতি । যদ্যপ্যহং মহাদেবাং প্রাপ্তমব্রহ্মণাপি ভবতাময়ং পরাজয়কালোহস্ত্যতঃ  
 কালযোগাদেবৈর্জিতাঃ সন্তঃ সন্ধৃদেকবারং পাতালং প্রতিপৎস্বথ গমিষ্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তদেব স্পষ্টবাহ প্রাপ্তঃ পর্যায়কাল ইতি । ব্যত্যয়কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মুর্দ্ধনি দেবানাক্রম্য তেষাং মণ্ডকে চরণং দ্বেষ্টব্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আর ভয় করিতে, বা রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে না । তোমরা আমার রাজ্য, আমি  
 তোমাদিগকে অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে অবশ্রুই রক্ষা করিব ॥ ৪০ ॥ হে ধর্মজগণ ! ব্রহ্মা পুরাকালে  
 যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমার এই সত্য, হিতকর ও নিশ্চিত বচন শ্রবণ কর ॥ ৪১ ॥  
 যাহা অবশস্ত্রাবী, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্রুই সংঘটিত হইবে । ধরাতলে  
 কেহই দৈবের অন্তথা করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥ তোমরা এখন কালযোগে নিশ্চিতই হীনবল  
 হইয়াছ ; অতএব, এক্ষণে তোমাদিগকে দেবগণের প্রভাবে পরাজিত হইয়া একবার পাতাল-  
 তলে গমন করিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন যে, যখন তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ  
 করিবার পর্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্যের  
 আধিপত্য-স্বধ ভোগ করিয়াছ । তোমরা দৈববলে অমরবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের  
 মণ্ডকে চরণ অর্পণ পূরঃসর পূর্ণ দশযুগ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ত্রৈলোক্য স্বধস্বভোগ করিয়াছ ॥ ৪৪-৪৫ ॥  
 জানিও সাবর্ণিক মন্ত্রতন্ত্রে এই রাজ্য পুনর্বার তোমাদের অধিকৃত হইবে । তখন বলিনামে  
 তোমাদের বংশে ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রহ্লাদ-পৌত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতিপন্ন  
 হইবে ॥ ৪৬ ॥ বৈকুণ্ঠনাথ হরি যখন বামনরূপে বলির রাজ্য-হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্

হতং যেন বলে রাজ্যং দেববাহ্মার্থসিদ্ধয়ে ।  
 ভূমিক্তো ভবিতা চাগ্রে স্থিতে সাবর্ণিকে মনো ॥ ৪৮ ॥  
 ভার্গব উবাচ ।

ইতুক্তো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ ! সাম্প্রতম্ ।  
 অদৃশ্যঃ সৰ্বভূতানাং গুপ্তশ্চরতি ভীতবৎ ॥ ৪৯ ॥  
 একদা বাসবেনাসৌ বলিগর্দভরূপভাক্ ।  
 শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৫০ ॥  
 পৃষ্ঠশ্চ বহুধা তেন বাসবেন বলিস্তদা ।  
 কিমর্থং গর্দভং রূপং কৃতবান্ দৈত্যপুঙ্গব ! ॥ ৫১ ॥  
 ভোক্তা হুং সৰ্বলোকস্ত দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা ।  
 ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসত্তম ! ।  
 তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৫২ ॥  
 প্রোবাচ বচনং শক্রং কোহত্র শোকঃ শতক্রতো ! ।  
 যথা বিষ্ণুর্মহাতেজা মৎস্তকচ্ছপতাং গতঃ ॥ ৫৩ ॥  
 তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ ।  
 যথা হুং কমলে লীনঃ সংস্থিতো বঙ্গহত্যয়া ॥ ৫৪ ॥

ইদং বামনরূপেণ হরিণাপি পূৰ্ণমুক্তমস্তীত্যাহ যদেতি ১ হতমিতি রাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

জনার্দনবিষ্ণু, দৈত্যরাজ বলিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি দেবগণের বাহিতাথসিদ্ধির নিমিত্ত ছলে তোমার রাজ্য হরণ করিলাম, আগামী সাবর্ণিক মন্বন্তর-কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ইঙ্গ চইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥

হে প্রহ্লাদ ! ভগবান্ হরির বচনানুসারে তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সৰ্ব ভূতগণের অদৃশ্য থাকিয়া অত্যন্ত ভীতের স্তায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি বাসব-ভয়ে ভীত হইয়া গর্দভরূপ ধারণ পূর্বক শূন্যগৃহে অবস্থিত আছেন । এমন সময়ে একদিন দেবরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে রাসভদেহ ধারণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ হে দৈত্যবর ! তুমি সতত সৰ্বলোক-স্বখ-ভোগ করিতেছ, তুমি দৈত্য-গণের শাসন-কর্তা, হে দৈত্যসত্তম ! সৰ্বলোকের উপর তোমার অচল আধিপত্য, অতএব গর্দভরূপ ধারণে তোমার লজ্জার আবির্ভাব হইতেছে না কেন ? দৈত্যরাজ বলি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে শক্র ! এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ কি আছে ? যখন মহাতেজা বিষ্ণুও মৎস্ত কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে কালবশে খররূপে ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আপনি বঙ্গহত্যাব

পীড়িতশ্চ তথা হৃদ্য স্থিতোহহং খররূপধৃক্ ।  
 দৈবাধীনস্ত কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন ! ।  
 কালং करोति বৈ নুনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫ ॥  
 ভার্গব উবাচ ।

ইতি তৌ বলিদেবেশৌ কৃষ্ণা সংবিদমুত্তমাম্ ।  
 প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানঞ্চ জগ্মতুঃ ॥ ৫৬ ॥  
 ইত্যেতন্তে সমাখ্যাতা মগ্না দৈববলিষ্ঠতা ।  
 দৈবাধীনং জগৎ সর্বং সদেবাস্থরমানুষম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং নাম  
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পৌলস্ত্যবতি । বলিরিত্যর্থঃ । ইতি বামনবাক্যং তব পৌলস্ত্যো বলিঃ শ্রদ্ধা ভীতবৎ সর্ব-  
 ভূতানামদৃষ্টঃ সন্ শুশ্রুচরতীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পব বেক্রপ মানসসরোবরে সরোজমধ্যে সংলীন হইয়া অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ আমিও  
 অদ্য কাতর হইয়া গর্দভরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি। পাকশাসন! দৈবাধীন  
 ব্যক্তির দুঃখই বা কি এবং সুখই বা কি? তাহার পক্ষে সকলই সমান; কারণ, কাল যখন  
 যেক্রপ ইচ্ছা করে তখন তাহার প্রতি নিশ্চিতই সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ভার্গব বলিলেন, প্রহ্লাদ! বলিও দেবরাজ পরস্পরে এইরূপ সংলাপ করিয়া উভয়ে  
 প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে যথেষ্ট স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ অস্থরসন্তম!  
 আমি দৈবের বলবত্তাবিষয়ক এই আখ্যানটী তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। তুমি জানিও  
 স্ত্র, অস্থর ও নর সহিত এই নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্য

প্রাপ্তি নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ইতি তস্ম বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ।

প্রহ্লাদস্ত স্মসংহকৌ বভূব নৃপনন্দন ! ॥ ১ ॥

জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্তামুবাচ হ ।

কৃতেহপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২ ॥

তদা তে জয়িনঃ প্রোচুর্দানবা মদগর্বিতাঃ ।

সংগ্রামস্ত প্রকৃর্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩ ॥

নিরুদ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমহুৱাধিপ ! ।

কেন দৃষ্টং ক বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নির্মিতম্ ॥ ৪ ॥

তস্মাদযুদ্ধং করিষ্যামো বলমান্বায় সাম্প্রতম্ ।

ভবাগ্রে দৈত্যবর্ষা ! স্বং সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ৫ ॥

ইতুক্ত্বৈস্তে শুদা রাজন্ ! প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা ।

সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ং ॥ ৬ ॥

অর্জুনোবাধিকৈরেকসপ্ততিশোকবর্ধকৈঃ ।

দেবদানবয়োৰ্ধ্বক্ষাতির্দেব্যা কৃতোচ্যতে ॥

যুদ্ধে যুযাতিঃ কৃতেহপি জয়ো ন ভবিষ্যতি কিন্তু পরাজয় এবতি ভার্গববাক্যং শ্রুত্বা  
প্রহ্লাদো দৈত্যামুবাচেত্যাহ ইতি তত্তেতি ॥ ১—২ ॥

দৈবং কিমিতি । অমুকুলং প্রতিফুলং বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বাস বলিলেন, হে মহারাজ জনমেজয় ! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের পূর্বোক্ত বাক্য  
শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন তিনি দৈবকে বলবান্ জানিয়া দৈত্যগণকে  
কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ ! সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিলেও কদাচই আমাদের জয়লাভ  
হইবে না ॥ ২ ॥ তখন বিজয়ী মদগর্ভিত দানবগণ প্রহ্লাদকে কহিল, সংগ্রাম আমাদের  
একান্তই কর্তব্য, দৈব কাহাকে বলে আমরা তাহা জানি না । হে অমুরেজ ! যাহারা  
উদ্বোধবিহীন—অর্থাৎ অকর্মণ্য, দৈব তাহাদেরই প্রধান আশ্রয় ; দৈব কি প্রকার,  
ইহাকে কে নির্ণয় করিয়াছে এবং কে বা তাহা কোথায় দর্শন করিয়াছে ? যাহা হউক  
আমরা এক্ষণে বল অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব । দৈত্যপ্রবর ! আপনি অতিশয় বুদ্ধি-  
শালী ও সর্বজ্ঞ ; এক্ষণে আমাদের প্রধান নায়ক হইয়া যুদ্ধ কার্য সম্পাদন করুন ॥ ৩—৫ ॥

তেহপি তত্রাস্তরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্ ।  
 সর্বৈ সংভূতসস্তারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭ ॥  
 সংগ্রামস্ত তদা ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োৰ্ভবৎ ।  
 পূর্ণং বর্ষশতং তত্র মুনীনাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৮ ॥  
 বর্তমানে মহায়ুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ ।  
 জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ ! ॥ ৯ ॥  
 তদৈবেন্দ্রো গুরোর্ক্যাক্যাত্ সৰ্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্ ।  
 সস্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমাং শিবাম্ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চাম্বিকে ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মখড়্গহস্তে হভয়প্রদে ॥ ১১ ॥  
 নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে ।  
 দশতন্ত্রাস্মিকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২ ॥

যযোক্তং দৈবং প্রতিকূলং বর্ততে জয়ো ন ভবিষ্যতীতি তদেতস্তাবগং নিরুদ্যমানাঃ  
 পৌরুষহীনানাং ভবতি পরাক্রমবস্তিস্ত পৌরুষমেব প্রধানতয়া মন্তব্যমদৃষ্টং তু ক বা বর্ততে  
 কিং দৃষ্টং বর্ততে কেন বা নিশ্চিতমিতি কেন দৃষ্টং নৈবাদৃষ্টমতীতি ভাবঃ ॥ ৪—৭ ॥

ভবৎ অভবদিত্যর্থঃ । আগমশাস্ত্রতানিত্যত্বাদভাগমভাবঃ ॥ ৮—১১ ॥

শক্তিদর্শননায়িকে ইতি । শৈবশাক্তসৌরগাণেশবৈষ্ণবনাস্তিকমতপ্রতিপাদকানি ষড়্ দর্শ-  
 নানি সন্তি । তত্র শক্তিদর্শনম্ নায়িকা তদ্ব্যক্তম্ মুখ্যতম্ প্রতিপাদ্যা ত্রীভুবনেশ্বরী দেবতা-

রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ কহিলে, প্রবল-বৈরি-বিনাশন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সেনানী  
 হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥ সুরগণ অসুরগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া  
 সকলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক অসম্মিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করি-  
 লেন ॥ ৭ ॥ তখন প্রহ্লাদ ও পুরন্দরের পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, এই  
 ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে মুনিগণেরও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৮ ॥ হে রাজন্ ! উপস্থিত সেই  
 নিদারুণ সংগ্রামে শুক্রাচার্য্যের অল্পপুত্র প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণের জয়লাভ হইল ॥ ৯ ॥  
 তখন ইন্দ্র সুরগুরু বাক্যানুসারে সৰ্ব্বদুঃখবিনাশিনী, মুক্তিপ্রদা পরাং পরা কল্যাণদায়িনী  
 ভুবনেশ্বরীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাকালদেবি ! হে শূলধারিণি চাম্বিকে !\* আপনি নিখিল বিশ্বের  
 ভয়প্রদান কন্ত শঙ্খ, চক্র, পদা, পদ্ম ও কুপাণ ধারণ করিয়া থাকেন । হে ভুবনে-  
 শানি ! আপনাকে নমস্কার ; আপনি শক্তির প্রাধাত্য-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্রসকলের  
 নায়িকা এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতে নানাবিধ তত্ত্বের ভিন্নতা থাকিলেও আপনি

মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিনি ।

প্রাণায়মিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাঙ্গিকে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চকোষান্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিনি ।

আনন্দকলিকে মাতঃ ! সর্কোপনিষদর্জিতে ॥ ১৪ ॥

মাতঃ ! প্রসাদস্বমুখি ! ভব হীনসদ্বান্

ত্রায়স্ব নো জননি ! দৈত্যপরাজিতান্ বৈ ।

ত্বং দেবি ! নঃ শরণদা ভুবনে প্রমাণা

শক্তাসি দুঃখমনেহখিলবীৰ্য্যযুক্তে ! ॥ ১৫ ॥

স্তুতি তদেতৎ ষড়্দর্শনপূজায়াং স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে শক্তিদর্শননায়িকে ইতি । দশ-  
তর্কায়িক মাতরিতি শৈবশাক্তসৌরবৈষ্ণবমৈমুপুদিমতভেদেন তৎসাত্ত্বানেকানি সন্তি । তত্র  
শক্তিদর্শনমতে শ্রীভুবনেশ্বর্যা দশ তৎসানি সন্তি । কচিৎস্বত্বাশ্রয়ঃ । তত্ৰকং শারদাম্যম্ ।  
নিবৃত্তাদ্যায়ঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিদ্যুঃ কলা পুনঃ । নাদঃ শক্তিঃ সদা পূৰ্ণঃ শিবশ্চ প্রকৃত-  
সিদ্ধিৰ্ভূতঃ । তদ্বশেনে সৰ্ব্বপ্রপঞ্চস্ত যত্রাত্তভাবস্তত্ত্বমুচ্যতে । তথাচ তদভিপ্রায়েণোচ্যতে  
দশ তর্কায়িকে মাতরিতি মহাবিন্দুস্বরূপিনি সিতশোণবিন্দুযুগলমিশ্রণাক্ষয়মানো মিশ্রবিন্দু-  
র্মহাবিন্দুরিতি কানকগারহস্তে স্পষ্টম্ । তদ্ব্যাখ্যায়াং চান্মাভির্কিশীকৃতং তদপ্রায়েণোচ্যতে  
মহাবিন্দুস্বরূপিনিতি । সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মমহাবিন্দুত্বং স্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

প্রাণায়মিহোত্রবিদ্যে ত ইতি । প্রাণায়মিহোত্রপ্রপঞ্চবাগাখ্যৌ দ্বৌ যাগৌ তয়োদ্ব্যবৌবি-  
দেবতা ভুবনেশ্বরী । তদেতত্ত্বস্বেনু স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে প্রাণায়মিহোত্রবিদ্যা ইতি । তদে-  
বতে ইত্যর্থঃ । নমো দীপশিখাঙ্গিকে ইতি । দীপশিখা বহুশিখা তদায়িক ইত্যর্থঃ । তথাচ  
শ্রুতিঃ । তস্ত মধো বহুশিখা অগ্নীযোক্তা ব্যবহিতা । নীলতোরদমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেক্ষেণ  
ভাস্বরেতি ॥ ১৩ ॥

পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিনীতি । ব্রহ্মপুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠেতি বাক্যোক্তানন্দময়কোষপুচ্ছত্বব্রহ্মরূপিনী-  
ত্যর্থঃ । সর্কোপনিষদর্জিতে ইতি । সর্কো বোদা যৎ পদমামনন্তি তপাসি সর্কণীতি শ্রুতে ॥ ১৪ ॥

হীনসদ্বান্ হীনপরাক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

দশতর্কায়িকা ; হে মাতঃ ! আপনিই মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, আমি আপনাকে নমস্কার  
করি ॥ ১২ ॥ হে মাতঃ ! আপনি আধারপদ্ধতি মহাকুণ্ডলিনী ; আপনিই সচ্চিদানন্দ-  
স্বরূপিণী ; আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-বাগ-স্বরূপিণী, অর্থাৎ আপনিই উক্ত যাগধর্মের অধি-  
দেবতা ; জলদোদয়ে যেরূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তাহার ত্রায় আপনি হৃদয়াকাশে সর্বদাই  
বহুশিখার ত্রায় দীপ্তি পাইতেছেন ; মাতঃ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥ জননি !  
আপনিই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে অবস্থিত রহি-  
রাছেন ; আপনি আনন্দময় কোষে ব্রহ্মস্বরূপিণী ; মাতঃ আপনি আনন্দকলিকা এবং পরা-  
ব্রহ্মবিদ্যারূপ-উপনিষৎ সকলের পরিপূজিতা ; জননি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥ মাতঃ !  
আপনি আনন্দময়ের অতি প্রসন্ন হউন, আমরা দৈত্যগণের নিকটে পরাজিত ও হীন-  
চেজ হইয়াছি, আপনি আনন্দময়কে পরিভাষণ করুন । হে সর্বশক্তিমান্নদেবি ।

ধ্যায়ন্তি যেহপি স্তুখিনো নিতরাং ভবন্তি

দুঃখাশ্বিত্যবিগতশোকভয়াস্তথাহুে ।

মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ

সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তুঃ ॥ ১৬ ॥

ঈং দেবি ! বিশ্বজননি ! প্রথিতপ্রভাবা

সংরক্ষণার্থমুদিতার্তিহরপ্রতাপা ।

সংহর্তুমেতদখিলং কিল কালরূপা

কো বেত্তি তেহম্ চরিতং ননু মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদম্বরথো হরিশ্চ

নাহং যমোহথ বরুণোহগ্নিসমীরণো চ ।

জ্ঞাতুং ক্ষমা ন মুনয়োহপি মহানুভাবা

যশ্চাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥ ১৮ ॥

দুঃখাশ্বিতেতি । অস্ত্রে যে ন ধ্যায়ন্তি তে দুঃখাশ্বিতাশ্চ তে অবিগতশোকভয়াশ্চেতি কৰ্ম-  
ধারয়ঃ । তথা ভবন্তি মোক্ষার্থিনো যে ধ্যায়ন্তীতাহুসঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

ঈং দেবি বিশ্বেতি । আর্ন্তিহবঃ প্রতাপো যশ্চাঃ । সম্বগুণং বিনা রক্ষণাতাবশ্যমোগুণং  
বিনা সংহারাতাবো মাহুস্ত পুত্রবিষয়ে সম্বগুণ এবান্তি তব তু জগজ্জনন্যা জগতো রক্ষণা-  
ম্মারণাচ্চোভয়গুণবষমন্তীতি তবৈতাদৃশবিলক্ষণচরিতং কো বেদ ন কোহপি ত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মাহুস্মচরিতং মন্দবুদ্ধীনাং বিষয়ঃ স্তুবুদ্ধীনাং তু বিষয়ঃ স্তাদিত্যেতদ্বাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি ।  
এতে মহাত্মোহপি ন জানন্তি তদৈতদপেক্ষাধিকবুদ্ধিমন্তঃ কে সন্তি । তস্মাদেতদ্বিষয়ে সৰ্ব্ব  
এব মন্দবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ । তথ্যচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্তন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

কেবল আপনিই এই ভূমানে আশ্রয়দায়িনী হইয়া আমাদের দুঃখ প্রশমনে সমর্থ হইয়া  
থাকেন ॥ ১৫ ॥ দেবি ! ঐহারা সতত আপনার ধ্যান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত স্তুখী ;  
আব ঐহারা আপনার ধ্যান না করেন তাঁহাদের শোক ও ভয় বিদূরিত হয় না, স্ততরাং  
ঐহারা কেবল দুঃখভোগ করিয়া থাকেন । মোক্ষার্থী যে সকল ব্যক্তি নিযত আপনার  
ধ্যান ধারণা করেন, সেই সজ্জনগণ অভিমান-বিরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া যে সংসার-  
বারিধির অপার পার সম্মর্শন করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বিশ্ব-  
জননি দেবি ! বিশ্ব রক্ষণের নিমিত্ত আপনার প্রভাব বিখ্যাত রহিয়াছে ; বলিতে কি, আপ-  
নার প্রভাবে বিপদের পীড়া প্রশমিত হয় ; আপনি এই অখিল সংসার-সংহার নিমিত্ত কাল-  
রূপিনী হইয়া রহিয়াছেন, হে ঈশ ! মন্দমতি জনগণের মধ্যে কে আপনার আচরিত অবগত  
হইতে পারে ? ॥ ১৭ ॥ দিবাকর, আমি, যম, বরুণ, হতাশন, সমীরণ, মহানুভব মুনিগণ,  
আগম, নিগম, অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও আপনার অতুল প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ  
নহে । মাতঃ ! আমি আপনার চরণে নমস্কাব করি ॥ ১৮ ॥ উমে ! ঐহারা আপনার প্রতি

ধন্যাস্তু এব তব ভক্তিপর্য মহাস্তুঃ  
 সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিন্ধুসমাঃ ।  
 যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-  
 শ্লোথিং জনিক্ষয়তরঙ্গমুমে ! তরস্তি ॥ ১৯ ॥  
 যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ  
 ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিরূঢ়াঃ ।  
 তৈঃ পূজিতা ভ্ৰং কিল পূৰ্বদেহে  
 নানোপহারৈরিত্যি চিন্তয়ামি ॥ ২০ ॥  
 যে পূজ্যমানা বরবারণস্থা  
 বিলাসিনীরুন্দবিলাসযুক্তাঃ ।  
 সামন্তকৈশ্চোপনতৈব্রজস্তি  
 মন্থে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতাসি ॥ ২১ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা ।

প্রাহুৰ্ভূব তরসা সিংহারুতা চতুর্ভুজা ॥ ২২ ॥

ধন্য ইতি । যে ভক্তিরহিতাস্তে জনিক্ষয়তরঙ্গবস্ত্বং দুঃখাশ্লোথিং হে উমে ন কদাপি তরস্তি ॥ ১৯—২৮ ॥

ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই মহানু, তাঁহারা সংসারদুঃখ বিরহিত হইয়া সতত সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকেন । আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিবিশীন, তাহারা জন্মমূহুরূপ তরঙ্গসম্বিত দুঃখসমুদ্র পার হইতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥ হে দেবি ! যাহারা সতত স্বেচ্ছাময় দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকেন এবং যাহারা শিবিকাবাহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পূৰ্ব্বদেহে নানাবিধ উপহারে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, স্ততরাং এ জন্মে তদমূৰূপ ফল পাইয়াছেন ইহা আমি বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ যাহারা মানবমণ্ডলে নিয়তই পূজা, যাহারা বরবারণারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যাহারা বিলাসিনীগণের বিলাস-রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ অমুভব করেন, যাহারা অধীনস্থ সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকেন, হে দেবি ! আমি বিবেচনা করিয়া থাকি যে, তাঁহারা পূৰ্ব্বজন্মে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, তৎফলে ঐ সকল সুখসম্পত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! দেবরাজ এইরূপে স্তব করিতেছেন এরূপ সময়ে দেবী সিংহারোহণে সহর প্রাচীরূত হইলেন । তাঁহার চতুর্ভুজ নন্দ চক্র গদা ও পদ্মে অশোভিত,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ বিভ্রতী চারুলোচনা ।  
 রক্তাস্বরধরা দেবী দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥ ২৩ ॥  
 তাম্রবাচ স্ত্রান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা ।  
 ভয়ং ত্যজন্ত ভো দেবাঃ ! শং বিধাশ্চে কিলানুনা ॥ ২৪ ॥  
 ইত্যুক্তা সা তদা দেবী সিংহারুঢ়াতিস্বন্দরী ।  
 জগন্ম তরসা তত্র যত্র দৈত্য্য মদাস্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্বেষু দৃষ্টৌ দেবীং পুরঃস্থিতাম্ ।  
 উচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিংকর্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬ ॥  
 দেবানাং রক্ষণার্থায় সম্প্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল ।  
 মহিষাস্ত্রকরী নুনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭ ॥  
 নিহনিষ্যতি নঃ সর্বানশ্বিকা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 বক্রদৃষ্ট্যা যয়া পূর্বে নিহতো মধুকৈটভো ॥ ২৮ ॥  
 এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তাম্রবাচ হ ।  
 যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায়্য দানবোত্তমাঃ ! ॥ ২৯ ॥  
 নমুচিন্তাম্রবাচাথ পলায়নপরানিহ ।  
 হনিষ্যতি জগন্মাতা রুষিতী কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০ ॥

---

ন যোদ্ধব্যং কিন্তু পলায়্য গন্তব্যমিত্যশয়ঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

---

তদীয় লোচনত্রয় অতি মনোহর, তাঁহার পরিধান রক্তাস্বর এবং গলদেশ দিব্য মাল্য বিভূ-  
 ষিত ॥ ২৩ ॥ দেবী প্রসন্নবদনে স্ত্রগণকে কহিলেন, দেবগণ ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর,  
 এক্ষণে আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২৪ ॥ সেই দিব্য স্বন্দরী সিংহারুঢ়া দেবী  
 স্ত্রগণকে উক্ত বাক্য বলিয়া যেখানে মদমত্ত অস্ত্রগণ অবস্থিত করিতেছিল, সেই স্থানে  
 গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন প্রহ্লাদাদি অস্ত্রগণ, দেবীকে পুরস্থিত অবলোকন করিয়া ভয়-  
 ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এখন কি করা কর্তব্য ? এই চণ্ডিকা দেবগণের রক্ষণের  
 নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ; ইনি মহিষাস্ত্র ও চণ্ডমুকে বিনাশ করিয়াছেন,  
 ইনিই বক্র দৃষ্টি দ্বারা পূর্বে মধুকৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই অশ্বিকা  
 আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৮ ॥ প্রহ্লাদ দানবগণকে  
 এইরূপ চিন্তাতুর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দানবগণ ! এখন যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন  
 করাই কর্তব্য । তখন নমুচিনামক দৈত্য, পলায়নপর দানবদিগকে কহিল, তোমরা  
 পলায়ন করিলে এই জগন্মাতা এখন করমুদ্র অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে বিনাশ করি-

তথা কুরু মহাভাগ ! যথা ছুঃখং ন জায়তে ।

ব্রজাম্যদ্যৈব পাতালং তাং স্তুত্বা তদমুজ্জয়া ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

স্তোমি দেবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।

সর্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা বিষ্ণুভক্তস্তু প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ ।

ভুক্তাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাজ্জলিপুটস্তদা ॥ ৩৩ ॥

মালাসপর্বদাভাতি যন্তাং সর্বং চরাচরম্ ।

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তন্ত্ৰৈ হ্রীংমূর্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

তুভ্যং সর্বমিদং বিশ্বং স্বাবরং জঙ্গমং তথা ।

অশ্চে নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্তারস্তব নিশ্চিন্তাঃ ॥ ৩৫ ॥

নমো দেবি ! মহামায়ে ! সর্বেষাং জননী স্মৃতা ।

কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বকৃতেষু চ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যান্ প্রত্যাঙ্ক প্রহ্লাদং প্রত্যাহ মহাভাগেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

মালাসপর্বদতি । মালায়াং যথা সপত্রমস্তম্বচ্চরাচরং যন্তাং তাতি তন্ত্ৰৈ সর্বাধিষ্ঠানরূপ-  
রূপায়ৈ হ্রীংকারমূর্তয়ে শ্রীভুবনেশ্বর্যৈ নমোহস্থিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অশ্চে বুদ্ধবিকৃদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বাহা হউক, বাহাতে উভয়পক্ষ রক্ষা হয় তাহাই করা আমাদের কষ্টব্য ।

আমরা ভুবনেশ্বরীকে স্তুতি করিয়া তদীয় অমুজ্জা গ্রহণ পূর্বক অদ্যই পাতালতলে গমন  
করিব স্থির করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী,  
সর্বজননী, ভক্তগণের অভয়দায়িনী মহামায়ার স্তব করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া পরমার্থতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কৃতাজ্জলিপুটে দেবী  
জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মালা দর্শনে বেরূপ সর্প বলিয়া জন্ম হয়, তাহার  
স্তায় বাহার আশ্রয়ে এই চরাচর শোভা পাইতেছে, যিনি এই অশিলের অধিষ্ঠানরূপা, সেই  
হ্রীংকারবীজমূর্তি ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ হে দেবি ! আপনা হইতেই স্বাবর  
জঙ্গমানি এই অশিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মা বিহীন প্রতৃষ্টি নিমিত্ত কর্তা মাত্র,  
বাস্তবিক, আপনি সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত ঐহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ হে মহা-  
মায়ের ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের জননী, যখন সূর ও অম্ববর্ণ  
সকলই আপনার সৃষ্ট, তখন আর আপনার দৃষ্টিতে দেবতা ও দৈত্যগণের বিভিন্নতা

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোহপ্যশুভেষু শুভেষু চ ।  
 তথৈব দেবেষু স্মার্য ন কর্তব্যস্ত্রয়াধুনা ॥ ৩৭ ॥  
 যাদৃশান্তাদৃশা মাতঃ ! স্তুতান্তে দানবাঃ কিল ।  
 যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥  
 তেহপি স্বার্থপরানুনঃ তথৈব বয়মপ্যুত ।  
 নাস্তরং দৈত্যস্রয়োৰ্ভেদোহয়ং মোহসম্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ধনদারাদিভোগেষু লয়ং সন্ত্য দিবানিশম্ ।  
 তথৈব দেবা দেবেশি ! কো ভেদোহস্রদেবয়োঃ ॥ ৪০ ॥  
 তেহপি কষ্টপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল ।  
 কুতো বিরোধস্তু তিজ্জাতা মাতস্ত্বাধুনা ॥ ৪১ ॥  
 ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সৰ্বসমুদ্ভবে ! ।  
 সাম্যতৈব স্মার্য স্থাপ্যা দেবেষু স্মার্য চৈব হি ॥ ৪২ ॥  
 গুণব্যক্তিকরাং সৰ্ব্বৈ সমুৎপন্নাস্রাস্রাঃ ।  
 গুণান্বিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভূতোহমরাঃ ॥ ৪৩ ॥

সৰ্ব্বেষামিতি । দেবাদীনাম্ দৈত্যাদীনাম্ চেত্যর্থঃ । তদা যেন কৃতেষু দেবেষু দৈত্যেষু  
 কো ভেদঃ । ভেদো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

ন তথেনিতি । হে সৰ্বসমুদ্ভবে সৰ্বকারণে স্ময়ি ন তথা বিরোধকর্তৃত্বং বিহিতং শাস্ত্রেণে-  
 ত্যর্থঃ । তর্হি কিং তত্রাহ সাম্যতৈবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

কিরূপে সম্ভবে ? ॥ ৩৬ ॥ যখন উক্তম ও অধম পুত্রগণের মধ্যে মাতার ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না,  
 তখন দেবগণকে ও আমাদিগকে ভিন্নভাবে দর্শন না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥  
 দেবি ! আপনি অখিল পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব মাতঃ ! দেবগণ  
 আপনায় যেরূপ পুত্র আমরাও সেইরূপ, ॥ ৩৮ ॥ জননি ! ঊহারও যেরূপ স্বার্থপর, আমাদেরও  
 স্বার্থ সেই প্রকার ; স্তুতান্তে দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তবে যদি কেহ  
 ভেদবুদ্ধি করেন, তাহা প্রাস্তিমূলক ॥—৩৯ ॥ দেবি ! ধনদারাদি বিষয়ভোগে আমরা যেরূপ  
 দিবারাত্রি আসক্ত, দেবগণও সেইরূপ ; হে দেবেশি ! তবে অস্রগণের সহিত দেবগণের  
 কি ভেদ আছে ? ॥ ৪০ ॥ মাতঃ ! ঊহারও কষ্টপ মহর্ষির পুত্র, আমরাও তদান্বিত, অতএব  
 এবিধে আপনায় যেহেতু বৈলক্ষ্য্য কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৪১ ॥ হে বিশ্বজননি ! আপনাতে  
 সৰূপ বিরোধ বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না । অতএব আপনি দেবগণের ও অস্রগণের মধ্যে  
 সাম্যভাবে স্থাপন করুন ॥ ৪২ ॥ স্রগণ ও অস্রগণ, সকলেই গুণ-সমূহ-সংযোগে উৎপন্ন হই-  
 য়াছেন, তবে অস্রগণ দেহধারী হইয়া কিরূপে অধিক গুণান্বিত হইতে পাবেন ? ॥ ৪৩ ॥



কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্বদেহেষু সংস্থিতাঃ ।  
 বর্তন্তে সর্বদা তস্মাৎ কোহবিরোধী ভবেজ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ত্বয়া মিথো বিরোধোহয়ং কল্পিতঃ কিল কৌতুকাৎ ।  
 মন্যামহে বিভেদেন নুনং যুদ্ধাদিদৃক্ষ্যা ॥ ৪৫ ॥  
 অন্যথা খলু ভ্রাতৃণাং বিরোধঃ কীদৃশোহনঘে ! ।  
 ত্বন্ধেম্মেচ্ছসি চামুণ্ডে ! বীক্ষিতুং কলহং কিল ॥ ৪৬ ॥  
 জানামি ধর্ম্যং ধর্ম্যজ্ঞে ! ব্রুয়িষ্যে চাহং শতক্রতুম্ ।  
 তথাপি কলহোহস্মাকং ভোগার্থং দেবি ! সর্বথা ॥ ৪৭ ॥  
 একঃ কোহপি ন শাস্তান্তি সংসারে ত্বাং বিনাম্বিকে ! ।  
 স্পৃহাবতন্তু কঃ কৰ্ত্তুং ক্ষমতে বচনং বুধঃ ॥ ৪৮ ॥  
 দেবাসু রৈরয়ং সিদ্ধুর্ম্মথিতঃ সময়ে কচিৎ ।  
 বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ স্ত্যধারত্বচ্ছলেন বৈ\* ॥ ৪৯ ॥  
 ত্বয়্যাসৌ কল্পিতঃ শৌরিঃ পালকস্তে জগদগুরুঃ ।  
 তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদপ্হীতামরসুন্দরী ॥ ৫০ ॥  
 ঐরাবতস্তথৈন্দ্রেণ পারিজাতোহথ কামধুক্ ।  
 উচ্চৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সর্বৈঃ গৃহীতং বৈষ্ণবোচ্ছয়া ॥ ৫১ ॥

কঃ অবিরোধীতি ছেদঃ । তব গুণমহিমা এবায়ং বক্রিরাধকর্ষ্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৫১

সকল দেহেই কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির অধিকার আছে, তবে কোন্ ব্যক্তি অবিরোধী  
 হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৪৪ ॥ আমরা মনে করিতেছি, আপনিই কৌতুকবশে যুদ্ধ দর্শন  
 করিবার নিমিত্ত আমাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া এই বিরোধ উপস্থিত করাইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥  
 নতুবা হে চামুণ্ডে ! যদি আমাদের কলহ দর্শন করিতে আপনার ইচ্ছা না হইবে, তবে আমরা  
 ভ্রাতৃগণে পরস্পর বিরোধ করিব কেন ? ॥ ৪৬ ॥ দেবি ! ধর্ম্য ও জানি, শতক্রতুকেও জানি,  
 তথাপি বিষয়সন্তোষার্থ আমাদের সর্বদাই কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে ! এই  
 সংসারে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও নিখিলশাসনকর্ত্তা দৃষ্ট হয় না । বীহারী শৃংখল  
 তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন ॥ ৪৮ ॥ মাতঃ !  
 কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরগণে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে  
 বিষ্ণু স্ত্যধারত্ব-বটন-চ্ছলে দেব ও অসুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ !  
 আপনি তাঁহাকেই জগদগুরু ও জগতের পালনকর্ত্তা করিয়াছেন । তিনি লোভবশতই

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ ।  
 অত্মায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য স্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥  
 সংস্থাপিতাঃ সুরা নূনং বিমুণ্ণা বহুমানিনা ।  
 নূনং দৈত্য্যঃ পরাভূবন্ পশ্য স্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥  
 ক ধৰ্ম্মঃ কীদৃশো ধৰ্ম্মঃ ক কার্য্যং ক চ সাধুতা ।  
 কথ্যামি চ কস্তাগ্রে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ ।  
 উক্তা সকৰ্ত্তৃকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াত্মকাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 কৰ্ত্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল ।  
 বিরোধঃ কীদৃশস্তত্ত্ব চৈককৰ্ম্মণি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বেদে নৈকমতিঃ কস্যাং শাস্ত্রেষপি তথা পুনঃ ।  
 নৈকবাক্যং বচন্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭ ॥

সংস্থাপিতাঃ । স্বস্থানেষিতি শ্বেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

মৈমাংসিকমতি । নিরীক্ষরং মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অমরেন্দ্রবীর্য লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত,  
 কামধেনু, উচ্চৈশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় সুরগণ অস্ত্রাশ্রয় উত্তম  
 উত্তম সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥ কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ অনাধ্য কার্য্য করিয়াও  
 দেবগণ সাধু হইলেন, বস্তুত দেবগণই অস্ত্রায়কারী তদ্বিশয়ে সন্দেহ নাই। দেবি! আপনি  
 এ বিষয়ে যথার্থ ধৰ্ম্ম কি তাহা অবলোকন করুন ॥ ৫২ ॥ বহমানী বিষ্ণু দেবতাদিগকে  
 স্বপদে সংস্থাপিত এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। হে দেবি! আপনি এ বিষয়ে  
 ধৰ্ম্মলক্ষণ অবলোকন করুন ॥ ৫৩ ॥ ধৰ্ম্ম কোথায়? ধৰ্ম্ম কীদৃশ? ধৰ্ম্মের কার্য্যই বা  
 কি? সাধুতাই বা কীদৃশ? আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাদের ধৰ্ম্মলক্ষণ  
 ইহা আছে? কাহাদের বা সাধুতা প্রকাশ পাইয়াছে, কাহাদের জয় বা পরাজয় হওয়া উচিত;  
 কারণ এই সমুদায় বিবেচনা করিতে আপনি বিশেষরূপে সমর্থ। হায়! মীমাংসকদিগের  
 সিদ্ধান্ত কাহার সম্মুখেই প্রকাশ করি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ বিবাদের  
 ক্ষেত্র; কারণ, তার্কিকগণ যুক্তিপথের পক্ষপাতী, বেদবাদী বিধিমার্গের অমুবর্ত্তী এই সকল  
 হুলবঙ্গিগণ এই সংসারকে একজনের কর্ত্তৃত্বে সৃষ্ট ও পালিত বলিয়া স্বীকার করে, ও পর-  
 স্পরে বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৫ ॥ যদি এই অনন্ত সুবিস্তৃত সংসারে একজন  
 কর্ত্তাই থাকিবে, তবে এক কার্য্যে পরস্পরের মতভেদ ও বিরোধ ঘটবে কেন? বেদে কি  
 ভক্ত একামত দৃষ্ট হয় না এবং শাস্ত্রসকলেরও মত কি অস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন, বেদবিদগণের

যতঃ স্বার্থপরং সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
 নিঃস্পৃহঃ কোহপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥  
 শশিনাথ গুরোৰ্ভাৰ্য্যা হতা জ্ঞান্বা বলাদপি ।  
 গোঁতমস্ত তথেষ্ট্রেণ জানতা ধৰ্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯ ॥  
 গুরুণামুজ্জভাৰ্য্যা চ ভূক্তা গৰ্ভবতী বলাৎ ।  
 শপ্তো গৰ্ভগতো বালঃ কৃতশ্চাক্ষুস্তথা পুনঃ ॥ ৬০ ॥  
 বিষ্ণুনা চ শিরশ্চিহ্নং রাহোশ্চক্রেণ বৈ বলাৎ ।  
 অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্বতাম্বিকে ! ॥ ৬১ ॥  
 পৌত্রো ধৰ্ম্মবতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ ।  
 যজ্ঞা দানপতিঃ শান্তঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বপূজকঃ ॥ ৬২ ॥  
 কৃত্বাথ বামনং রূপং হরিণা ছলবেদিনা ।  
 বঞ্চিতোহসৌ বলিঃ সৰ্বং হতং রাজ্যং পুরা কিল ॥ ৬৩ ॥  
 তথাপি দেবান্ ধৰ্ম্মস্থান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।  
 জয়ন্তি চাট্টবাদাশ্চ ধৰ্ম্মবাদাঃ কয়ং গতঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্ৰোধেনাহ বেদে নৈকমতিরিত্তি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

শপ্তো গৰ্ভগতো বাল ইতি । অয়ং ভাবঃ বৃহস্পতিনা কনিষ্ঠবন্ধোরানন্তস্ত কামিনী ভূক্তা । চকারাচ্ছোষ্টবন্ধোকতথাস্ত কামিনী মনতা নারী গৰ্ভবতী বলাদুক্তা তত্র যদা তাং বলা-  
 য়ৈধুনার্থং জগ্নোহ তদা গৰ্ভস্থ বাল উবাচাত্ম হুলমতিসমুচিতং বিতীৰ্য্যো গৰ্ভো ন স্বাত্তি

অভিপ্রায়েরও অনৈক্য কি অস্ত্র দেখা যায় ? ॥ ৫৬—৫৭ ॥ হে দেবি ! এই স্বাবরজঙ্গমায়ক  
 অখিল জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই উক্ত প্রকার মত বিপর্যয় ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই । এই  
 সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই ও হইবে না ॥ ৫৮ ॥ দেখুন, নিশাকর জানিয়া গুনিয়াও  
 বলপূৰ্ব্বক গুরু ভাৰ্য্যা হরণ করিলেন ; ইন্দ্র ধৰ্ম্মের তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়াও গোঁতমের ভাৰ্য্যা  
 হরণ করিলেন ; দেবশুক অশ্বজের ভাৰ্য্যাতে বলপূৰ্ব্বক গমন করিলেন, এবং জ্যোতের  
 গৰ্ভিণী ভাৰ্য্যাকে বলাৎকার করিয়া গৰ্ভগত বাণককে শাপ দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিলেন ।  
 অধিক কি, সত্ত্বগুণাবলী বিষ্ণু, বিনাপরাধে বলপূৰ্ব্বক রাহব মন্তক ছেদন করিলেন । হে  
 অম্বিকে ! ধাৰ্ম্মিকপণের অগ্রগণ্য, সত্যব্রতপরায়ণ, বজ্রশীল, বদান্ত, শান্ত, সৰ্ব্বজ্ঞ মনীর পৌত্র  
 বলি যিনি সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন ; ছলাবলধী হরি, বামনরূপ ধারণ পূৰ্ব্বক  
 তাহাকে বধনা করিয়া তবীর সন্তান রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন । হায় ! তথাপি মনীষিণ,  
 যেরূপতাম্বিকে ধৰ্ম্মসংস্থাপনকর্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ! এই জগতে  
 বাহারা চাট্টকার তাহাদেরই জয়, আর বাহারা ধৰ্ম্মধারী তাহাদের ক্ষয় ॥ ৫৯—৬৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যথেষ্টসি তথা কুরু ।

শরণা দানবাঃ সর্কে জহি বা রক্ষ বা পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীদেব্যাচ ।

সর্কে গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেষ্টিতম্ ।

কুরুধ্বং দানবাঃ ! সর্কে নির্ভয়া গতমশ্ববঃ ॥ ৬৬ ॥

কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুয্মাভিঃ কারণং স শুভেহশুভে ।

অনির্বেদপরাণাং হি স্তৃণং সর্কত্রে সর্কদা ॥ ৬৭ ॥

ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যোহপি ন স্তৃণং লোভচেতসাম্ ।

কুতেহপি ন স্তৃণং পূর্ণং সম্পূহাণাং ফলৈরপি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাত্যত্না মহীমেতাং প্রয়াস্ত্বদ্য মহীতলম্ ।

সমাজ্ঞাং পুরতঃ কৃদ্ধা সর্কে বিগতকল্মষাঃ ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথেষ্ট্যত্না রসাতলম্ ।

প্রণম্য দানবাঃ সর্কে গতঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭০ ॥

ততো মৈথুনং মা কুর্ক্ষিতি । তদগণয়িত্বা তথৈব মৈথুনং কৃতবাংস্তদ্বীর্ঘং গর্ভস্থবালঃ পদা-  
ঘাতেন বহিচ্চিক্ষেপ । ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিশ্বমন্ধো ভবেতি গর্ভস্থবালকং শশাপেতি  
ভারতে ইয়ং কথা প্রসিদ্ধা ॥ ৬০-৬৭ ॥

হে দেবি ! আপনি জগতের মাতা এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
করুন । জানিবেন, দানবগণ সকলেই আপনার শরণাপন্ন, এক্ষণে তাহাদিগকে বধ কিংবা  
রক্ষা করা, যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ৬১—৬৪ ॥

দেবী কহিলেন, দানবগণ ! তোমরা সকলে সমরজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক নির্ভয়ে  
পাতালপুরে গমন কর এবং তথায় যথেষ্ট বাস করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ তোমরা এক্ষণে  
ভুত ও অন্তত প্রাপ্তির কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা কর ; জানিও, যাহারা নির্বেদ-  
পরায়ণ ও বিরাগী, তাহাদের সর্কদাই সকল স্থানেই স্তৃণ বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥ যাহাদের  
মানস লোভাক্রষ্ট, তাহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও স্তৃণলাভ করিতে সমর্থ হয় না ।  
অধিক কি সত্যযুগেও লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্ত হইলেও স্তৃণলাভ করিতে পারেন  
নাই ॥ ৬৮ ॥ অতএব তোমরা বিগতপাপ হইয়া আমার আজ্ঞা মন্তকে ধারণ পূর্বক  
মহীতল পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে গমন কর ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দানবগণ দেবীর বচন শ্রবণ করিয়া তাহার বাক্য শিরোধার্য্য করিল  
এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া ও তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালতলে গমন করিল ॥ ৭০ ॥

অন্তর্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ ।

তত্কা বৈরং স্থিতাঃ সর্বৈ তে তদা দেবদানবাঃ ॥ ৭১ ॥

এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ ।

সর্বদুঃখবিনিমুক্তঃ প্রয়াতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দেবদানবযুদ্ধশান্তিকথনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কুতেহপি কৃতযুগেহপি সম্পূহাণাং ফলৈঃ প্রাপ্তৈরপি ন স্তম্যমিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৬৮—৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী অন্তর্ধান হইলেন এবং দেবগণও নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । এই-  
রূপে দেব ও দানবগণ পরস্পর বৈরভাব পরিহার পুরঃসর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥  
মহারাজ ! যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া  
পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরাসুরসংগ্রামশান্তি নামক

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভৃগুশাপান্মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! হরেরদ্বুতকৰ্ম্মণঃ ।

অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো ! ॥ ১ ॥

বিস্তরান্বদ ধৰ্ম্মজ্ঞ ! অবতারকথাং হরেঃ ।

পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্ ! শুভাং সৰ্ব্বস্বথাবহাম্ ॥ ২ ॥

• ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরেঋথা ।

যস্মিন্মন্বন্তরে জাতা যুগে যস্মিন্মরাধিপ ! ॥ ৩ ॥

যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ ।

তৎ সৰ্বং নৃপ ! বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবাধুনা ॥ ৪ ॥

ধৰ্ম্মশ্ৰেয়াবতারোহৃচ্চাক্ষুষ্মে মনুসন্তবে ।

নরনারায়ণৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫ ॥

অথ বৈবস্বতাখ্যেহস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ ।

দত্তাত্রেয়োহবতারোহত্রেঃ পুত্রত্বমগমন্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিমৌকৈকশ পৰাবায়াঃ পরেচ্ছয়া ।

হরেনানাবতারান্ত আয়ত্ত্ব ইতি কথ্যতে ॥

ভৃগুশাপং সোপস্বয়ং শ্রবানন্তরং তচ্ছাপেন বিষ্ণোরবতারাঃ কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে কতি-  
জাতা ইতি পৃচ্ছতি ভৃগুশাপাদিতি ॥ ১—৪ ॥

চাক্ষুষে মনুসন্তবে চাক্ষুষমন্বন্তরে ॥ ৫ ॥

অথেতি । দ্বিতীয়ে যুগে বৈবস্বতে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ । অত্রেঃ পুত্রত্বং হরিরগমং স দত্তা-  
ত্রেয়াবতার ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো ! ভৃগু-শাপনিবন্ধন বিচিত্রকৰ্ম্ম । হরি কোন্ মন্বন্তরে  
কোন্ অবতারে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! আপনি পাপনাশিনী সৰ্ব-  
স্বদায়িনী ও কল্যাণবিধায়িনী সেই হরির অবতার-কথা বিস্তার পূৰ্ব্বক কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে নরেন্দ্র ! যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া-  
ছিলেন, তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ভগবান্ নারায়ণ যে আকার ধারণ  
করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তৎসমুদায় তোমার  
নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধৰ্ম্মের অবতার প্রকাশিত হয়, তাহাতে  
নরনারায়ণ নামক ধৰ্ম্মপুত্রময় অবতীর্ণ হইয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর,

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রজ্যৈয়োহমী দেবসত্তমাঃ ।  
 পুঞ্জত্বমগমন্ ভূপ ! তস্তাত্রের্ভাৰ্য্যা বৃত্তাঃ ॥ ৭ ॥  
 অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনামুত্তমা সতী ।  
 যয়া সম্প্রার্থিতা দেবাঃ পুঞ্জত্বমগমংজ্যয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মাভূৎ সোমরূপস্ত দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্ ।  
 দুৰ্ব্বাসা রুদ্ররূপোহনৌ পুঞ্জত্বং তে প্রপেদিরে ॥ ৯ ॥  
 নৃসিংহস্তাবতারস্ত দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
 চতুৰ্থে ভূ যুগে জাতো ত্রিধারূপো মনোহরঃ ॥ ১০ ॥  
 হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্ধায় ভগবান্ হরিঃ ।  
 চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিশ্বয়প্রদম্ ॥ ১১ ॥  
 বলেনিয়মনার্থায় ত্রেষ্ঠে ত্রেতায়ুগে তথা ।  
 চকার রূপং ভগবান্ বামনং কণ্ঠপান্মুনেঃ ॥ ১২ ॥  
 ছলয়িত্বা মখে ভূপং রাজ্যং তস্য জহার হ ।  
 পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধৃক্ ॥ ১৩ ॥

অত্রের্ভাৰ্য্যা বৃত্তাঃ প্রার্থিতাঃ ॥ ৭ ॥

তদেবাহ অনসূয়েতি ॥ ৮—৯ ॥

বর্তমান বৈবস্বত মন্তর অধিকার কালে দ্বিতীয়যুগে ভগবান্ হরি, অত্রি ঋষির পুত্র হইয়া  
 দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন  
 প্রাণান দেবতাকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তাঁহারা অত্রিপত্নীর কামনা  
 পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৭ ॥ অনসূয়া, সতীদিগের মধ্যে ত্রেষ্ঠা,  
 অতএব তিনি প্রার্থনা করিবামাত্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র হইতে স্বীকার  
 করেন ॥ ৮ ॥ তদন্থে ব্রহ্মা সোমরূপে, স্বয়ং হরি দত্তাত্রেয়রূপে এবং রুদ্রদেব দুৰ্ব্বাসারূপে  
 প্রাক্কৃত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ চতুৰ্থ যুগে ভগবান্ দেবতাদিগের কার্য্যসাধন নিমিত্ত মনোহর  
 হিরণ্য, অর্থাৎ যুগেন্দ্রমুখ ও অবশিষ্টাঙ্গ নরাকার, ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি হিরণ্যকশিপুয় বিনাশ নিমিত্তই দেবগণেরও বিশ্বয়কর নরসিংহ  
 মূর্তিতে অবতীর্ণ হন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি, বলির প্রভাব প্রদান করিবার নিমিত্ত যুগত্রেষ্ঠ  
 ত্রেতার মহর্ষি কল্পপের ঔরসে বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই বামনরূপ-  
 ধারী হরি বজ্রহস্তে ছলপূৰ্ব্বক বলির রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতালে সংস্থাপিত

যুগে চৈকোনবিংশেহথ ত্রেতাথ্যে ভগবান্ হরিঃ ।  
 জমদগ্নিস্থতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ ॥ ১৪ ॥  
 ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 দত্তবান্ মেদিনীং কুংস্রাং কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ১৫ ॥  
 যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদ্রুতকৰ্ম্মণঃ ।  
 অবতারস্ত রাজেন্দ্র ! কথিতঃ পাপনাশনঃ ॥ ১৬ ॥  
 ত্রেতায়ুগে রঘোর্বংশে\* রামো দশরথাত্মজঃ ।  
 নরনারায়ণাংশৌ ঘৌ জাতৌ ভূবি মহাবলৌ ॥ ১৭ ॥  
 অষ্টাবিংশে যুগে শস্তৌ দ্বাপরেহর্জুনশৌরিণৌ ।  
 ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণার্জুনৌ ভূবি ॥ ১৮ ॥  
 কৃতবশ্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।  
 এবং যুগে যুগে রাজস্রবতারা হরেঃ কিল ॥ ১৯ ॥  
 ভবন্তি বহবঃ কামং প্রকৃতেরনুরূপতঃ ।  
 প্রকৃতেরখিলং সর্বং বশমেতজ্জগজ্রয়ম্ ॥ ২০ ॥  
 যথেষ্টহতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যখিলং জগৎ ।  
 পুরুষস্ত প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ২১ ॥

দ্বিধাক্রপো মনুষ্যসিংহাস্বকঃ ॥ ১০—১১ ॥

এতে সর্বেহপ্যবতারাঃ শ্রীভগবতীচ্ছ্যৈব জায়ন্তে তদবীনৈবৈতেষাং চেষ্টেত্যাহ ভব-  
 স্তীতি ॥ ২০—২২ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ত্রেতানামক একোনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি, জমদগ্নি ঋষির  
 মহাবল পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন ॥ ১৪ ॥ তিনি রূপবান্ সত্যবাদী  
 ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ; ঠাণ্ডা হইতেই ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চলিত হয় এবং তিনি মহাত্মা কশ্যপ  
 ঋষিকে অখিল অবনীরাষ্ট্র্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র ! তিনিই অদ্রুতকৰ্ম্ম হরির  
 পরশুরাম নামক পাপ-বিনাশন অবতার ॥ ১৬ ॥ অনন্তর তগবান্ হরি, ত্রেতায়ুগে রঘুকুলে  
 রামনামে দশরথ-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । তদনন্তর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে নর-  
 নারায়ণের অংশে মহাবল অর্জুন ও কুরুক্ষেত্রে অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন । এই কৃষ্ণ ও  
 অর্জুন, ভূমির ভার নাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অতি নিদারুণ সংগ্রাম  
 সমাধা করেন । রাজন্ ! এইরূপে যুগে যুগে হরির প্রকৃতির অহরূপ বহুতর অবতার হইয়া  
 থাকে । রাজেন্দ্র ! এই অখিল জগজ্রয়, প্রকৃতির বশেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে ॥ ১৭-২০ ॥



সৃষ্টা পুরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্ ।

সৰ্ব্বাদিঃ সৰ্ব্বগচ্চাসৌ দুজ্জৈয়ঃ পরমোহব্যয়ঃ ॥ ২২ ॥

নিরালম্বো নিরাকারো নিঃস্পৃহশ্চ পরাংপরঃ ।

উপাধিতস্ত্রিধা ভাতি যন্তাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩ ॥

উৎপত্তিকালযোগাৎ সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা ।

সা বিশ্বং কুরুতে কামং সা পালয়তি কামদা ।

কল্লান্তে সংহরতে্যব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪ ॥

তয়া যুক্তোহসৃজদ্বন্দ্বা বিষ্ণুঃ পাতি তয়াশ্রিতঃ ।

রুদ্রঃ সংহরতে কামং তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ ॥ ২৫ ॥

যন্তা মায়ারূপায়া উপাধিতস্ত্রিধা বৃক্ষবিষ্ণুরূপভেদেন সাধিকরাজসতামসভেদেন বা ভাতি পরমাত্মা সা মায়াপ্রকৃতিশব্দবাচ্যোত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নমু সা কিং বৃক্ষণো ভিন্না নেত্যা হি উৎপত্তীতি । উৎপত্তিকালে যদা সা বহিমুখতাং প্রদ্যাতি তদা সা ভিন্না ভাতি । অস্তমুখা তু বৃক্ষাভিন্নৈব বর্ততে ইতি ভাবঃ । সা বিশ্বমিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

এই প্রকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইকপেই জগতকে নিরস্তবই ভ্রমণ করাইতেছেন । প্রকৃতি, পুরুষের প্রিয়-সাধনার্থই নিরস্তর এই অখিল জগৎ রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যে মায়ার উপাধি হইতে পরাংপর, সৰ্ব্বাদি সৰ্ব্বগত দুজ্জৈয় পরম অব্যয় নিরবলম্বন নিরাকার নিঃস্পৃহ ভগবান্, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অথবা সাধিক রাজস ও তামসরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন, সেই মায়াকেই পরমা প্রকৃতি বলিখ জানিও ॥ ২২-২৩ ॥ সেই শিবা প্রকৃতি, উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । সেই ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনীই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, এবং কল্লান্তে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! এই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই বৃক্ষা সৃষ্টি বিষ্ণু পালন, এবং কল্যাণময় মহাদেব সংহার কার্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

\* সা বধ্যতি জগৎ কুংগ্রং মায়াপালেন মোহিতম্ । অহং মমোতিপালেন হৃদয়েন বরাধিপ ।  
যোগিনো মুক্তসম্বাস্ত মুক্তিকামা মুমুক্শবঃ । তামেব সমুপাসন্তে দেবীঃ বিশ্বেশ্বরীঃ শিবাম্ ।  
বিদ্যাবিদ্যোতি তস্তা বৈ য়ে রূপে বিদ্ধি পার্শ্বি । বিদ্যায়া মুচাতে জন্তুর্লভ্যতে চান্তরা পুনঃ ।  
বৃক্ষা বিকৃষ্ট রজস্ক সর্কে তস্তা বশামুগাঃ । অবতারান্ প্রকৃতিং বয়িতা ইব দামতিঃ ।  
কদাচিত্তে যুগং ভূংক্ত বৈকুণ্ঠে স্বীয়সাপরে । কদাচিত্তে কুরুতে বুদ্ধঃ দানবৈর্কলবন্তরৈঃ ।  
হরিঃ কদাচিত্তে বজ্রান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ । কদাচিত্তে তপস্বীত্রঃ তীর্থে চরতি হরতঃ ।  
কদাচিত্তেতে শেষংসে যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ । ন যতন্তঃ কদাচিত্তে কৃগবান্ যথুৎপদনঃ ।  
তথা বৃক্ষা তথা রজস্বশ্রেণা বকণো যমঃ । কুবেরোহগ্নিঃ সমীরণ্ত তথাহু হরসন্তমঃ ।  
মুনয়ঃ সনকাদ্যন্ত বশিষ্ঠাদ্যন্তথা পরে । সর্কেহম্বাবশপা নিত্যঃ পাকালীব নটন্ত চ ।  
নসি শ্রোতা যথা পানঃ প্রচরন্তি বশামুগাঃ । তথৈব দেবতাঃ সর্কে কালপাশনিয়ন্তিতাঃ ।  
হর্ষশোকাদিযো ভাবা বিদ্রাভশ্রালসাদয়ঃ । সর্কেযাঃ সর্কবা রাজান্ । দেহিনাঃ শেহসংযুতাঃ ।  
অসরা নির্জরাঃ শ্রোক্তা দেবান্ত গ্রহকারকৈঃ । অভিধানন্ততর্কতো বা ন তে হি তাদৃশাঃ কটিং ।

স। চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্ ॥

কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাম্ জয়ায় চ ॥ ২৬ ॥

এবমস্মিংশচ সংসারে স্থখদুঃখান্বিতাঃ কিল ।

ভবন্তি প্রাণিনঃ সর্বের্ বিধিতস্ত্রনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈদ্যাসিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে হররবতারকথনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তিনিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দানবগণকে জয় করিবার নিমিত্ত কোনও স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এইরূপে প্রাণিগণ এই সংসারে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর অবতারবর্ণন

নামকষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

উৎপত্তিহিতনাশাখা ভাবা যেষাঃ নিরন্তরম্ । অমরাস্তে কথং বাচ্য। নির্জরাশচ পুনঃ কথম্ ॥  
 দুঃখাভিতৃতা জায়ন্তে কালে যে দিবুধোত্তমাঃ । কথং দেবা প্রবক্তব্য। বাসনং ক্রীড়নং কথম্ ॥  
 কণাছুৎপত্তিনাশচ দৃষ্টতেহস্মিন্ন সংশয়ঃ । জলজানাক কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥  
 তদুৎপাদনকথনে মাসায়াঃ সমঃ স্মৃতঃ । ততো বর্ধাযুষ্কাপি শতবর্গায়ুস্মৃততঃ ॥  
 মনুষ্যা অমরা দেবাস্তান্দ্রবৃক্ষা পরঃ স্মৃতঃ । ব্রহ্মস্তুতত্তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥  
 নুনঃ দেহবতো বাশো যুক্তোৎপত্তিরেব চ । চক্রবৎ ভ্রমণঃ রাজন ॥ সর্পেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥  
 মোহজালাবৃতো জডমুঢ়াতে ন কদাচন । মায়য়াং বিদ্যমানায়াঃ মোহজালং ন নশ্রুতি ॥  
 উৎপিন্থকাল উৎপত্তিঃ সর্পেষাং নৃপ জায়তে । তথৈব নাশঃ কল্লান্তে ব্রহ্মানীনাং বধাক্রমম্ ॥  
 নিমিত্তং বস্তু বরাশে সংঘাতে পতিতঃ নৃপ । নাস্তথা তদ্বৎসেহ নঃ বিধিনা নির্ধিতত্ত্ব যৎ ॥  
 জন্ম মৃত্যুঃ স্থখঃ দুঃখঃ নির্ধিতঃ জন্মসম্ভবে । তত্থৈব ভবেৎ কামঃ নাশ্রুতেতি বিনির্গমঃ ॥  
 সর্পেষাং স্থখদৌ দেবো অর্ত্যাকৌ শশিতার্করৌ । ন নশ্রুতি তয়োঃ পীড়া যৎ কৃতিস্রাস্তববা ॥  
 ভাস্করস্ত হতো যশ্বঃ ক্ষরৌ চন্দ্রঃ কলকবান্ । পশু রাজন ! বিধেশ্বরৌ দুর্দারৌ মহতামপি ॥  
 বেদবর্তী অপছাতা বুদ্ধিদন্ত চতুর্ভুজঃ । সোহপি বিরবতাঃ প্রাপ্তৌ দৃষ্টৌ পুত্রৌঃ সম্বন্তীম্ ॥  
 শিবস্তাপি মৃত্যু ভাৰ্য্যা সতী দক্ষা কলেবরম্ । মোহতবদুঃখসত্ত্বগুণঃ কামার্জিত জনান্তিহা ॥  
 কামার্ভো দক্ষদেহন্ত কালিন্যাং পতিতঃ শিবঃ । সাপি শ্যামজলা জাতা তম্রিনাযবশান্ ॥  
 কামার্ভোরমমাপ্ত নরঃ সোপিত্ত্বপোর্জনম্ । গতঃ শশোথ ভূতগা দৃষ্টৌ কামাতুরঃ ভূশম্ ॥  
 পতন্ত্যেব তে লিঙ্গং নির্লজ্জাধর্ম কামুক ॥ তরসা পতিতঃ তত্ শিবস্ত বচনানুমেগঃ ॥  
 দুঃখিতোহসৌ তপতত্ত্ব । শঙ্করো লোকশঙ্করঃ । উপবেশে গিরেঃ পুত্রীং পার্বতীং চাতিমুল্লরীম্ ॥  
 বিষ্ণুঃ প্রাপ্য দেবকার্ধ্যং সজ্জাতো বৃষভঃ কিল ॥ পণ্ডো চামৃতবাপীক দানবৈর্নির্মিতাঃ মুখা ॥  
 ইন্দ্রোহপি চ ব্রোহ্মা কাকুৎস্থঃ নৃপসত্তমম্ । ককুদ্দি স্থাপয়ামাস দানবানাম্ জয়ায় বৈ ॥

কচিং পুস্তকেষু ইত্যধিকপাঠে দৃশ্যতে ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বারাঙ্গনাস্তুয়া খ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে ।

একং নারায়ণং শাস্তং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১ ॥

শপ্ত কামস্তদা জাতৌ মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ ।

নিবারিতো নরেণাথ জাজ্ঞা ধর্মবিদা মুনে ! ॥ ২ ॥

কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে ।

তাভিঃ সঙ্কল্পিতেনার্থকামার্থাভির্ভূশং মুনে ! ॥ ৩ ॥

শক্রেণোংপাদিতাভিষ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ ।

যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিষ্ণুনা ॥ ৪ ॥

ইত্যেতচ্ছোভুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্ ।

নারায়ণস্য মে ব্রুহি বিস্তরেণ পিতামহ ! ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ ।

ধর্মপুঞ্জস্য ধর্মজ্ঞ ! বিস্তরেণ বদামি তে ॥ ৬ ॥

---

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ বারাজনাঃ ।

নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তাঃ কথা ভাসামিহোচ্যতে ।

এতাবৎপর্যন্তং প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রকৃত্যং নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তানাং বারাজ-  
নানাং কথাং পৃচ্ছতি বারাজনা ইতি । বারাজনাভিঃ স্মরাতুরাভিঃ প্রার্থিতো নারায়ণ-

---

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! আপনি কহিয়াছেন যে, নরনারায়ণের আশ্রমে স্বর্ণবারা-  
ঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া শাস্তচিত্ত একমাত্র নারায়ণকেই কামিনা করিয়াছিল ॥ ১ ॥ সেই  
সময় নারায়ণমুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর  
ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কট সময় সমুপস্থিত  
হইলে নারায়ণমুনি কি করিয়াছিলেন ? অমরনাথ ইন্দ্র যে সকল কামাভিলাষিণী স্ত্রী  
বারাজনাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বহবার পরিণয় প্রার্থনা জানাইলে সেই জিষ্ণু  
নারায়ণ ঋষি কি করিলেন ? ॥ ৩—৪ ॥ হে পিতামহ ! সেই নারায়ণের এই সকল মোক্ষ  
প্রদ চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, আপনি তাহা সবিস্তার বর্ণনা  
করিয়া আমার অন্তিলাস পরিপূরণ করুন ॥ ৫ ॥

শপ্ত কামস্ত সংদৃষ্টৌ নরেণাথ যদা হরিঃ ।  
 বারিতোহসৌ সমাশ্বাস্ত মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭ ॥  
 শাস্তকোপস্তদোবাচ তান্তপত্নী মহামুনিঃ ।  
 শ্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধৰ্ম্মনন্দনঃ ॥ ৮ ॥  
 অগ্নিন্ জন্মনি চার্কষ্যঃ কৃতসঙ্কল্পবানহম্ ।  
 আবাত্যাং চ ন কর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা দারসংগ্রহঃ ॥ ৯ ॥  
 তস্মাদগচ্ছস্ত ত্বিদিবং রূপাং কৃন্তা মমোপরি ।  
 ধৰ্ম্মজ্ঞা ন প্রকুৰ্ব্বন্তি ব্রতভঙ্গং পরস্ত বৈ ॥ ১০ ॥  
 শৃঙ্গারেহগ্নিন্ রসে নুনং স্থায়ী ভাবো রতিঃ স্মৃতঃ ।  
 কথং করোমি সম্বন্ধং তদ্ব্যভাবে স্থলোচনাঃ ॥ ১১ ॥  
 কার্ষ্ণে বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি নিশ্চয়ঃ ।  
 কবিভিঃ কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রসঃ কিল ॥ ১২ ॥  
 ধৃত্যঃ স্থচারুসৰ্ব্বাঙ্গঃ সভাগোহহং ধরাতলে ।  
 প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতী নামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩ ॥

ত্তা বারান্নাঃ শপ্তং প্রবৃত্তৌ নরেণ নিবাসিত ইতি পূৰ্ব্বযুক্তঃ তদনন্তরং নারায়ণঃ কিং কৃত-  
 বানিতি তদবহীতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১—৮ ॥

আবাত্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই মহাত্মা ধৰ্ম্মপুত্রের আচরণ আমি তোমার নিকটে  
 বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ নারায়ণ হরি যখন শাপ  
 প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নরগণি তদর্শনে তাঁহাকে সান্বনা পূৰ্ব্বক নিবারণ  
 করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন মহামুনি তপোধন ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ, আপনার রোষভাব পরিত্যাগ  
 করিয়া ঈষৎ হান্ত পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে স্তম্ভ-  
 সকল ! এই জন্মে আমরা তপস্করণের সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের  
 দারপরিগ্রহ করা কোনরূপেই কর্তব্য নয় ; অতএব, তোমরা আমাদের প্রতি রূপা প্রকাশ  
 পুরস্কার স্বৰ্গে গমন কর । আমিও বাঁহারা ধৰ্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা কদাচই অস্ত্রের ব্রতভঙ্গ করিতে  
 অভিলাষ করেন না ॥ ৯—১০ ॥ স্থলোচনাগণ ! শৃঙ্গাররসে রতিই স্থায়ীভাব বলিয়া  
 কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে, আমাদের এক্ষণে তাহার অভাব ; অতএব আমরা কিরূপে  
 সে সম্বন্ধ সম্বোধনা করিতে পারি ? ॥ ১১ ॥ কারণ বাতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না,  
 ইহাই স্থির নিশ্চয় । কবিগণ, শাস্ত্রে রসকেই স্থায়ীভাব কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ যাহা হউক  
 আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিশ্চয়ই শ্বেভোন, আমিই ধরাতলে ধৃত ও সৌভাগ্যবান,

ভবতীতিঃ কৃপাং কৃষ্ণা রক্ষণীয়ং ত্রতঃ মম ।  
 ভবিষ্যামি মহাভাগাঃ ! পতিরপ্যন্তজন্মনি ॥ ১৪ ॥  
 অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেহস্মিন্ ধরাতলে ।  
 দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থং প্রভবিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ১৫ ॥  
 তদা ভবত্যো মদারাঃ প্রাপ্য জন্ম পৃথক্ পৃথক্ ।  
 ভূপতীনাং সূতা সূতা পত্নীভাবং গমিষ্যথ ॥ ১৬ ॥  
 ইত্যাস্থাস্ত হরিস্তাস্ত প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্ ।  
 ব্যসজ্জয়ং স ভগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥  
 এবং বিসর্জিতাস্তেন গতাঃ স্বর্গং তদাঙ্গনাঃ ।  
 শক্রায় কথয়ামাস্তুঃ কারণং সকলং পুনঃ ॥ ১৮ ॥  
 আশ্রুত্য মমবাংস্তাত্যো বৃত্তাস্তং তস্মৈ বিস্তরাৎ ।  
 তুষ্ঠাব তং মহাত্মানং নারীদৃষ্ট্বা তথোর্ব্বশীঃ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

অহো ধৈর্য্যং যুনেঃ কামং তথৈব চ তপোবলম্ ।  
 যেনোর্ব্বশঃ স্বতপসা তাদৃগৃপাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ২০ ॥

শ্রদ্ধারহস্মিন্গিতি । অস্মিন শ্রদ্ধারসে স্থায়ী ভাবো রসস্ত রতিরেব । সা চ ময়া বৃদ্ধচরা-  
 ত্রতধারণেন তাক্সা । ততো ভবতীনাং সমকং কথং করোমি করিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৮ ॥

নতুবা আমি তোমাদিগেরও অকৃত্রিম প্রণয়াম্পদ হইলাম কেন ? ॥ ১৩ ॥ তোমরা  
 সৌভাগ্যবতী অতএব কৃপা করিয়া আমার ত্রতরক্ষা কর ; আমার এই প্রার্থনা যে,  
 জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে বিশালাক্ষি হৃদয়ি সকল !  
 অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চিতই অবতীর্ণ  
 হইব ; তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্ডারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ  
 করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫—১৬ ॥ নারায়ণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া  
 বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । তাহারাও মনের উৎকণ্ঠা  
 পরিহার করিয়া সুরপুরে গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তাহ  
 আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল ॥ ১৭—১৮ ॥ সুরপতি সুরাজনাদিগের মুখে সেই ঋষিষয়ের বৃত্তাহ  
 বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিয়া এবং নারায়ণ ঋষির উক্তকাত উৎকণ্ঠী প্রভৃতি স্মন্দরীদিগকে  
 দর্শন করিয়া মহাত্মা নারায়ণের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, অহো ! যুনির কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি ? কি চমৎকার তপঃপ্রভাব  
 অহা ! তিনি আপনার তপোবলে উর্ব্বশী প্রভৃতি এই সকল অশুপম স্মন্দরীদিগকে সা-

৪র্থ দৃষ্টি]

সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ ।

ইতি স্তম্ভা প্রসম্মান্না বহুব স্তর্যট্ ততঃ ।  
 নারায়ণোহপি ধর্ম্মান্না তপস্তভিরতোহভবৎ ॥ ২১ ॥  
 ইত্যোতৎ সর্বমাখ্যাং যুনের্ভাস্তমদ্রুতম্ ।  
 নারায়ণস্ত সকলং নরস্ত চ মহামুনেঃ ॥ ২২ ॥  
 তো হি কৃষ্ণার্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ ।  
 জাতৌ তো ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভৃগোঃ শাপবশাদিহ ॥ ২৩ ॥

• রাজেন্দ্রবাচ ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে ।  
 সন্দেহো মম চিন্তেহস্তি তং নিবারয় মানদ ! ॥ ২৪ ॥  
 যয়োঃ পুত্রহমাপন্নৌ হর্ষানন্তৌ মহাবলৌ ।  
 দেবকীবহ্নদেবৌ তো দুঃখভাজৌ কথং মুনে ! ॥ ২৫ ॥  
 কংসেন নিগড়ে বন্ধৌ পীড়িতৌ বহুবৎসরান্ ।  
 যয়োঃ পুত্রৌ হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তোষিতোহভবৎ ॥ ২৬ ॥  
 জাতোহসৌ মধুরায়ান্ত গোকূলে স কথং গতঃ ।  
 কংসং হত্বা দ্বারবতাং নিবাসং কৃতবান্ কথম্ ॥ ২৭ ॥

উর্দ্ধশীর্ণিতি বহুবচনেন উর্দ্ধশীর্ণদশভাং পঞ্চাশদধিকবোড়শসহস্রপরিমিতাস্তাসাং পরি-  
 চর্যার্থঃ বা উৎপাদিতাঃ পুর্নমুক্তাস্তা গৃহ্যন্তে । তথাচ নারায়ণেনোৎপাদিতস্ত্রীভিঃ সহো-  
 র্দ্ধশী স্বর্ণং প্রতি প্রেযিতোতি ভাবঃ ॥ ১৯—২৭ ॥

নাগ উরুদেশ হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন ? ॥ ২০ ॥ স্তর্যাজ এইরূপে তাহার গুণকীর্তন  
 করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন ; এদিকে ধর্ম্মান্না নারায়ণ ও আপনায় তপস্তায় অভিনিবিষ্ট হই-  
 লেন ॥ ২১ ॥ রাজেন্দ্র ! এই আমি আপনায় নিকট মহামুনি নরনারায়ণের সমস্ত অদ্রুত বৃত্তান্ত  
 সম্যকপ্রকারে কহিলাম ॥ ২২ ॥ হে ভরতভূষণ ! সেই নরনারায়ণ ভৃগুর শাপ হেতু ভূভার-  
 হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জুননামক বীরস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥  
 রাজা কহিলেন, হে মানদ মুনে ! এক্ষণে কৃষ্ণাবতার চরিত বিস্তার পূর্বক কীর্তন  
 করিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর ! মহাবল হরি ও অনন্ত, বাহা-  
 দর পুত্রস্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই বহুদেব ও দেবকী দুঃখভাজন হইলেন কেন ?  
 তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দন বাহাদের পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে  
 বহুকাল কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৫—২৬ ॥ কৃষ্ণ,  
 মধুরার কন্যগ্রহণ করিয়া কিজ্ঞ গোকূলে গমন করিলেন এবং কংসকে বধ করিয়া কিজ্ঞ  
 সমুদ্রমধ্যবর্তিনী দ্বারকাবতী নগরীতেই বা বাস করিলেন ? ॥ ২৭ ॥ তাঁহার জনক জননী ও

পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমুদ্রং পাবনং কিল ।

তাস্ত্বা দেশান্তরেহনার্থে গতবান্ স কথং হরিঃ ॥ ২৮ ॥

কুলঞ্চ দ্বিজশাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ ।

ভারাবতারণং কৃৎস্না বাহুদেবঃ সনাতনঃ ।

দেহং যুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ ॥ ২৯ ॥

পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকূলাভূচ্চ মেদিনী ।

তে হতা বাহুদেবেন পার্শ্বেনামিতকৰ্ম্মণা ॥ ৩০ ॥

লুণ্ঠিতা যৈর্হরেঃ পত্ন্যাস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ ॥ ৩১ ॥

ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহুলীকোহপ্যথ পার্শ্বিবঃ ।

বৈরাটোহথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বিবঃ ॥ ৩২ ॥

সোমদত্তাদয়ঃ সৰ্বে নিহতাঃ সমরে যুনে ! ।

তেষামুস্তারিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হতঃ কথম্ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং দুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রাস্তে পতিব্রতাঃ ।

সন্দেহোহয়ং মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! চিন্তে মে পরিবর্ততে ॥ ৩৪ ॥

বহুদেবস্ত ধৰ্ম্মান্না পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ ।

তাস্তবান্ স কথং প্রাণানপমৃত্যুং জগাম হ ॥ ৩৫ ॥

আনার্যো শ্রেষ্ঠে ॥ ২৮—৩২ ॥

আক্ষীযবর্গ লোকে সমুদ্রসম্পন্ন যে পবিত্র দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্বক অত্র  
অবস্থ দেশান্তরে বসতির কারণ কি ? ॥ ২৮ ॥ কিজন্তই বা দ্বিজশাপে যজ্ঞপতির নিজ কুল উৎ-  
সাদিত হইল ? কিরূপেই বা সনাতন বাহুদেব পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ  
পুরঃসর অর্গে গমন করিলেন ? পাপিষ্ঠগণের ভারে বহুমতী ব্যাকূলা হইয়াছিলেন, সেই  
পাপিষ্ঠগণ অনিতকৰ্ম্ম কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের করে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু বাহারা হরির পরী-  
দ্বিগকে লুণ্ঠন করিয়াছিল, সেই দুইদ্বিগকে নিপাতিত না করিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৯-৩১ ॥  
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, নরপতি বাহুলীক, বিরাট, বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা সোমদত্ত প্রভৃতি প্রধান  
প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইল, কিন্তু তত্বদিগকে বিনষ্ট  
করিয়া তাহাদের ভার হরণ করা না হইল কেন ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিহেতু  
অবশেষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এ বিষয়ে আমার মানসে সন্দেহের আবির্ভাব  
হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ধৰ্ম্মান্না বহুদেব, পুত্র-দুঃখে তাপিত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
লেন এবং কি কারণেই বা তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল ? ॥ ৩৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ

পাণ্ডবা ধর্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা ।  
 তে কথং ছুঃখভোক্তারো হৃদবশ্মুনিমত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা কথং ছুঃখস্ত ভাগিনী ।  
 বেদীমধ্যাক্ষ সংজ্ঞাতা লক্ষ্ম্যংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭ ॥  
 সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমস্থিতা ।  
 বলাদুঃশাগমনেনাথ কেশগ্রহণকর্ষিতা ॥ ৩৮ ॥  
 পীড়িতা সিদ্ধুরাক্ষাধ বনয়ধ্যগতা সতী ।  
 তথৈব কীচকেনাপি পীড়িতা রুদতী ভূশম্ ॥ ৩৯ ॥  
 পুত্রাঃ পতৈব তস্তাস্ত নিহতা দ্রৌণিনা গৃহে ।  
 স্তভদ্রায়াঃ স্ততো যুদ্ধে বাঁল এব নিপাতিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 তথাচ দেবকীপুত্রাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ ।  
 সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমশ্রুতা ॥ ৪১ ॥  
 যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ ।  
 কুলক্ৰয়ে তথা তীত্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্ ॥ ৪২ ॥

চৌরাণাং ন হৃতঃ কথমিতি । এবং তাদৃশসামর্থ্যবতঃ চৌরাণাং ভারঃ কথং ন  
 দ্রুতঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

নিরত ও ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের এত ছুঃখ ভোগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে  
 দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং যজ্ঞ-বেদি-মধ্য হইতে সমুৎপত্তা, তিনিই বা কিজন্ত এত দূর  
 ছুঃখভাগিনী হইলেন ? ॥ ৩৭ ॥ সেই বালা রজস্বলা থাকিলেও উঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ  
 পূর্বক সভায় লইয়া আসন করিলেন কেন এবং কিহেতুই বা বনবাসকালে সিদ্ধুরাক্ষ জয়দ্রথ  
 তাঁহাকে অভ্যস্ত মর্শপীড়া প্রদান করিয়াছিলেন ? সেই ভামিনী পাণ্ডবগেহিনী রোদন  
 করিলেও কিহেতু কীচক তাঁহার উৎপীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥  
 কিহেতুই বা তাঁহার গৃহস্থিত-পঞ্চপুত্রকে অশ্রুতান্না নিধন করিয়াছিলেন ? স্তভদ্রার বালক  
 পুত্রেরই বা যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৪০ ॥ কংসরাজ কেনই বা  
 দেবকীর ষট্ পুত্রকে নিহত করিয়াছিল ? কি জন্তই বা ভগবান্ হরি দৈবের অশ্রুতা করণে  
 সমর্থ হইয়াও ভাষ্করা না করিলেন ? ॥ ৪১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যাদবগণের প্রতি বৃদ্ধশাপ,  
 প্রভাসে তাঁহাদের নিধন, একবারে যজ্ঞকূলের ধ্বংস এবং তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন, এই  
 সকল গুরুতর বিষয়েরও কি তিনি দৈবকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? ॥ ৪২ ॥ যদি তিনি সকলের

\* পিত্রোক্ত নিষেধে চৈব দৈবধেব পুণ্ড্রতম্ । ইত্যধিকশাঃ কুতাপি বৃত্ততঃ ।



বিমুনা চেম্বরেণাপি সাক্ষান্নারায়ণেন চ ।  
 উগ্রসেনস্ত সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃত্য ॥ ৪৩ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! তত্র নারায়ণে যুনৌ ।  
 সৰ্ব্বজন্তুসমানস্ব্যং ব্যবহারে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥  
 হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সৰ্ব্বেষাং সদৃশাঃ কথম্ ।  
 ঈশ্বরস্ত হরেজ্ঞাতা কথমপ্যন্থথা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তস্মাদ্বিস্তরতো বৃহি কৃষ্ণস্ত চরিতং মহৎ ।  
 অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কৰ্ম্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥  
 হতা আয়ুঃকয়ে দৈত্য্যঃ ক্লেশেন মহতা পুনঃ ।  
 কৈশ্বর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা মুনিসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥  
 ঋক্ষিণীহরণে নুনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্ ।  
 কৃতং হি বাহুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা ॥ ৪৮ ॥  
 মধুরামণ্ডলং ত্যক্ত্বা সমৃদ্ধং কুলসম্মতম্ ।  
 জরাসন্ধভয়াভেন দ্বারকাগমনং কৃতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।  
 কিঞ্চিৎ প্রবৃহি মে ব্রহ্মন্ ! কারণং ব্রজগোপনম্ ॥ ৫০ ॥

সমর্থেনৈশ্বরেণ হরিণৈতেষাং দৈবমন্তথা কথং ন কৃতং নহীশ্বরস্ত কিঞ্চিদুর্ধ্বতমন্তীতি  
 ভাবঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

ঈশ্বর এবং স্বয়ং নারায়ণ হইবেন তবে সৰ্ব্বদা উগ্রসেনের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিলেন  
 কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মহাভাগ ! সেই নারায়ণ মুনির প্রতি এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার ব্যবহার  
 নিরন্তরই সাধারণ জীবের জ্ঞায়, তাঁহার হর্ষ শোকাদি ভাব সকল কিজন্ত সাধারণ লোকের  
 তুল্য ? যদি তিনি নারায়ণ হরি পরমেশ্বর, তবে কিহেতু তাঁহার ভাব ঐশ্বরিক না হইয়া  
 সাধারণ জন্তর জ্ঞায় হইয়াছিল ? ॥ ৪৪—৪৫ ॥ অতএব, লোকাভীষ্টপ্রভাব হরি মহীতলে যে  
 যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় এবং তাঁহার দিব্য লীলাকাণ্ড বিশেষ বিস্তার  
 পূৰ্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ৪৬ ॥ হে মুনিসত্তম ! আয়ুঃকয়ে হইলেই জীবের জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে,  
 তবে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণকে বধ করিয়া ঈশ্বর হরির কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ  
 পাইয়াছে ? ॥ ৪৭ ॥ ঋক্ষিণীহরণকালে ভগবান্ ঋক্ষিণীকে গ্রহণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়া  
 ছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৌরের জ্ঞায় আচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ জরাসন্ধের  
 ভয়ে মহাসমুদ্ভিসম্পন্ন, কুলসম্মত মধুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারকা নগরে  
 পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি ? ॥ ৪৯ ॥ যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি

এতে চাশ্ত্রে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীস্থত ।

নাশয়াদ্য মহাভাগ ! সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫১ ॥

গোপ্যন্তুধৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ নিবর্ততে ।

পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভৰ্তৃভ্যং লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্ ॥ ৫২ ॥

সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

পশুধৰ্ম্মঃ কথং তৈস্তু সমর্থৈরপি সংশ্রিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে ।

গোলকৌ তৌ স্মৃৎপাদ্য যত্নু বংশস্ত রক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥

ধিগ্ধৰ্ম্মনির্ণয়ঃ কামং মুনিভিঃ পরিদধ্বিতঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নরনারায়ণে পরমেশ্বরে মুনৌ সৰ্ব্বজ্ঞস্তসমানং সৰ্ব্বজীবসমানং কথমিতি সন্দেহঃ ॥ ৪৪-৫৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহাকে ঈশ্বর ভগবান্ হরি বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই? বুন্ধন্! যদি তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইবেন তবে ব্রজে লুক্কায়িত থাকিলেন কেন? ইহার কারণ কি তাহা আমার নিকটে বলুন ॥ ৫০ ॥ হে মুনৈ! এই সকল এবং অত্যাশ্চর্য্য বহুতর সন্দেহ আমার অন্তরে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে, আপনি দ্বিজোত্তম সৰ্ব্বজ্ঞ ও মহাভাগ, আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আমার এই সকল সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৫১ ॥ তপোদন! আমার মনে আর একটা অতি গোপনীয় সন্দেহ বর্তমান রহিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। মুনিবর! পাঞ্চালীর যে পঞ্চানবী হইয়াছিল তাহা কি লোকসমাজে ঘৃণা কর ও লজ্জাজনক নহে? পণ্ডিতগণ সদাচারকেই ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সমাক্ষ প্রকারে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও, কেন পশুধর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলেন? ॥ ৫২-৫৩ ॥ পৃথিবীতলে দেবরূপে অবস্থান করিয়া ভীষ্মই বা কি করিলেন? জিজ্ঞাসা করি গোলক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করা কি তাঁহার সমুদ্র কার্য্য হইয়াছে? ॥ ৫৪ ॥ মুনিগণ “যে কোনও উপায়েই হউক পুত্রোৎপাদন করিবে” এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান পূৰ্ব্বক যে ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্ম্মনির্ণয়ে দ্বিচ্ছ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথন নামক  
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! একক্যামি কৃষ্ণস্ত চরিতং মহৎ ।

অবতারকারণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্বুতম ॥ ১ ॥

ধরৈকদা ভরাক্রান্তা রুদ্রতী চাতিমর্শিতা ।

গৌরুপধারিণী দীনা তীর্থাগচ্ছৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২ ॥

পৃষ্ঠা শক্রেণ ক্রিস্তেহম্য বর্ততে ভয়মিত্যথ ।

কেন বৈ পীড়িতাসি হুং কিং তে হুংখং বহুদ্বরে ! ॥ ৩ ॥

তচ্ছৃৎস্বলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ ! মেহখিলম্ ।

হুংখং পৃচ্ছসি যদ্বং মে ভরাক্রান্তান্মি মানদ ! ॥ ৪ ॥

জরাসন্ধো মহাপাপী মাগধেষু পতির্মম ।

শিশুপালস্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥

---

যদ্বিষোঁকিহুঁটরাজভারাক্রান্তা হুং বেদিনী ।

ব্রহ্মাণং শরণং গতা বহুঃখং সান্তবেদয়ৎ ॥

কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়তি রাজবাচ্যং শ্রুত্বা বাস আহ শৃণু রাজশ্রুতি । তত্র কৃষ্ণাবতারস্ত  
কারণং নান্দ্রবন্তি কিন্তু ত্রীসচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ সকলজগদ্ভিন্নত্যাঃ সৃষ্টাদিপঞ্চকৃত্যবিধাশ্রিতাঃ  
সকলান্তর্ধানিতা ভগবত্যা লীলয়ৈব জগৎ স্রষ্টুং প্রবৃত্তাঃ প্রেরণৈব কারণমিত্যভিপ্রায়েণৈ-  
বাহ অবতারকারণঞ্চৈতি । দেব্যাশ্চরিতং প্রেরণরূপম্ ॥ ১—৩ ॥

ইদা পৃথ্বী ॥ ৪—৫ ॥

---

বাস বলিলেন, রাজন্ ! কৃষ্ণের সুবিদ্যুত চরিত্র ও অবতার কথা এবং দেবী  
ভুবনেশ্বরীর বিচিত্র চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন, করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোনও সময়ে  
পৃথিবী দুইরাজগণের ভায়ে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও তীত হইয়াছিলেন । তখন  
তিনি গৌরুপধারণ পূর্বক রোদন করিতে করিতে দীনমনে দেবলোকে গমন করেন ॥ ২ ॥  
দেবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুদ্বরে ! এক্ষণে তোমার ভয়ের কারণ কি ? কে  
তোমাকে পীড়িত করিয়াছে ? তোমার কি হুংখং ঘটনাছে ? এসমস্তই আমার নিকট  
বল ॥ ৪ ॥ পৃথিবী ইত্বেক্স এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মেহ মানদ ! আপনি যখন  
আমার হুংখের ও পীড়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আপনার নিকটে সমস্ত কণা  
বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইরাছি ॥ ৪ ॥ যোরপাপী যগধ-  
রাজ জরাসন্ধ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে । এইরূপ চেনিপতি শিশুপাল, দুর্দান্ত

রুক্মী চ বলবান্ কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ ।

শাস্ত্রঃ সৌভপতিঃ ক্রুরঃ কেশী ধেনুকবৎসকৌ ॥ ৬ ॥

সর্বধর্মবিহীনাশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ ।

পাপাচার্য্য মদোন্মত্তাঃ কালরূপাশ্চ পার্ধিবাঃ ॥ ৭ ॥

তৈরহং পীড়িতা শক্র ! ভারাক্রান্তাকমা বিভো ! ।

কিং করোমি ক গচ্ছামি চিন্তা মে মহতী স্থিতা ॥ ৮ ॥

পীড়িতাহং বরাহেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

শক্র ! জানীহি হরিণা হুঃখাদুঃখতরং গত্যা ॥ ৯ ॥

যতোহহং দুষ্টদৈত্যেন কশ্যপশ্চাজ্জেন বৈ ।

হুতাহং হিরণ্যাক্ষেণ মগ্না তিস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০ ॥

তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোহপ্যসৌ ।

উদ্ধৃতাং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরা কৃতা ॥ ১১ ॥

নোচেদ্রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্থাং স্থখশায়িনী \* ।

ন শক্তাস্যাদ্য দেবেশ ! ভারং বোঢ়ুং হুরাশ্চানাম্ ॥ ১২ ॥

( সৌভপতিরিতি শাস্ত্র বিশেষণম্ । তথাচ মহাভারতে । শাস্ত্র নগরং সৌভং  
গতোহহং ভরতর্ষভ ! ॥ ৬—৮ ॥ )

পীড়িতাহং বরাহেণতি । যদি বরাহেণাহং জলারোদ্ধৃতা স্তাতদা কিমিত্যোতাদৃশং  
হুঃখং মম ভবেত্ম্মান্তেনৈবাহং পীড়িতোত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কালিরাজ, রুক্মী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাস্ত্র, ক্রুরমতি কেশী, ধেনুক  
ও বৎসক ইহারা সকলেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেবরাজ ! অধিক কি বলিব এই  
সমস্ত রাজগণই ধর্মবিবর্জিত, পরস্পর বিরোধী, মদোন্মত্ত ও পাপাচারে রত ; ইহারা  
কালরূপ রাজা হইয়া আমাকে নিরন্তর পরিপীড়িত করিতেছে, আমি তাহাদের ভার  
বহনে অসমর্থ হইয়াছি, এখন কোথায় যাই কি করি এই মহতী চিন্তা আমার অন্তঃকরণে  
সমুদিত থাকিয়া আমাকে নিরন্তরই পীড়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫—৮ ॥ হে বাসব ! বলিতে  
কি, প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমার কষ্টের কারণ হইয়াছেন ; শক্র ! তাহার  
বহনই আমি হুঃখের উপর হুঃখের নিপতিত হইয়াছি ; কারণ, যখন কশ্যপ-পুত্র দুষ্ট দৈত্য  
হিরণ্যাক্ষ আমাকে হরণ করিয়া মহার্ণবে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু বরাহরূপ  
ধারণ পূর্বক তাহাকে নিখন্ড করিয়া আমাকে উদ্ধার করত হিরণ্যাবে রক্ষা করেন ॥ ১০—১১ ॥  
তিনি যদি সেই সময় আমাকে উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে আমি রসাতলগর্ভে স্রুথে  
কালযাপন করিতাম । হে দেবেশ ! আমি এখন আর উক্ত হুরাশ্চাদিগের ভার বহন

অগ্রে দুর্কঃ সমায়াতি হুঙ্কাবিংশতধা কলিঃ ।  
 তদাহং পীড়িতা শত্রু ! গন্তাস্যাশু রসাতলম্ ॥ ১৩ ॥  
 তস্মাহং দেবদেবেশ ! দুঃখরূপার্ণবস্ত চ ।  
 পারদো ভব ভারং মে হর পারদৌ নমামি তে ॥ ১৪ ॥  
 ইন্দ্র উবাচ ।

ইলে ! কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ত্রজ ।  
 অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যতি ॥ ১৫ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা বরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গত৷ তদা ।  
 শক্রোহপি পৃষ্ঠতঃ প্রাপ্তঃ সর্বদেবপুরঃসরঃ ॥ ১৬ ॥  
 সুরভীমাগতাং তত্র দৃষ্ট্বোবাচ প্রজাপতিঃ ।  
 মহীং জাহ্নবা মহারাজ ! ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্ ॥ ১৭ ॥  
 কস্মাজ্জোদিশি কল্যাণি ! কিং তে দুঃখং বদাধুনা ।  
 পীড়িতাসি চ কেন স্বং পাপাচারেণ ভূর্কবদ ॥ ১৮ ॥  
 ধরোবাচ ।

কলিরায়্যতি হুঙ্কোহয়ং বিভেমি তন্তুয়াদহম্ ।  
 পাপাচারঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে ! ॥ ১৯ ॥

তদেবাং যতোহহমিতি ॥ ১০—১৭ ॥

হে ভূর্হে ধরনি ॥ ১৮ ॥

করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥ অরেন্দ্র ! শীঘ্রই সমুখে হুট অষ্টাবিংশ কলি আগমন করি-  
 তেছে, তাহার মেরুপ এতাব, তাহাতে বোধ হয় সেই সময় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া  
 রসাতলে গমন করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥ অতএব হে দেবেশ্বর ! আমি আপনার চরণ-  
 যুগলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার ভারহরণ করিয়া এই অপার দুঃখসাগর  
 হইতে আমাকে পরিজ্ঞান করুন ॥ ১৪ ॥

সুরপতি কহিলেন, পৃথিবি ! আমি তোমার কি করিব, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া  
 তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ; আমিও তথায় গমন করিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার দুঃখ দূরী-  
 ভূত হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন, পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ;  
 এ দিকে ইন্দ্রও সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ১৬ ॥ মহারাজ ! পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে সমাগতা দেবীয়া ধ্যানযোগে তাঁহার আগ-  
 মনকারণ অবগত হইলেন এবং কহিলেন, কল্যাণি ! তুমি কেন রোদন করিতেছ ? তোমার  
 এক্ষণে কি দুঃখ হইয়াছে ? কোন দুরাচার তোমাকে প্রলিপ্ত করিয়াছে বল ॥ ১৭—১৮ ॥

রাজানশ্চ হুরাচার্যঃ পরস্পরবিরোধিণঃ ।

চৌরকর্ণরতাঃ সর্বে রাক্ষসাঃ পূর্ববৈরিণঃ ॥ ২০ ॥

তান্ হৃদ্য নৃপতীন্ ভারং হর মেহদ্য পিতামহ ! ।

পীড়িতাস্মি মহারাজ ! সৈন্তভারেণ ভূত্বতাম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নাহং শক্তস্তথা দেবি ! ভাৰাবতরণে তব ।

গচ্ছাবঃ সদনং বিষ্ণোর্দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ ॥ ২২ ॥

স তে ভাৰাপনোদং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ।

পূৰ্ব্বং ময়াপি তে কাৰ্য্যং ক্রিস্তিতং হুবিচার্য চ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বেদকর্তাসৌ পুরস্কৃত্য স্বরাংশ্চ গাম্ ।

জগাম বিষ্ণুসদনং হংসারুঢ়শ্চতুর্মুখঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র গতা স্বরশ্ৰেষ্ঠং দেবদেবং জনার্দনম্ ।

ভুক্ত্বাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রীমদ্ভগবদেবোবাচ কলিযুগাভিহিতং ॥ ১৯—২১ ॥

তথোক্তি ইন্দ্রবদিতার্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে জগতীপতে ! ছুট কলি সমুখেই আগমন করিতেছে, ইহার প্রভাবে প্রজা সকল ঘোর পাপাচারী হইবে, অতএব আমি কলিভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ এই কলির প্রারম্ভে রাজরূপে অবতীর্ণ পূর্ববৈরি অসুরগণ অতিশয় হুরাচার, পরস্পর বিরোধী ও চৌর-কর্ণকুশল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে এই দুর্বৃত্ত নৃপগণক নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন ; হে মহাপ্রভো ! আমি সেই ভূপতিগণের সৈন্তভারে অত্যন্তই পীড়িত হইতেছি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবি ! ইজের দ্বায় আমিও তোমার ভাৰাপনয়নে সমর্থ নহি, চল আমরা দুইজনে চক্রধারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করি ॥ ২২ ॥ সেই জনার্দনই তোমার ভাৰাপনয়ন করিবেন । আমি পূৰ্ব্ব হইতেই মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া, তোমার কর্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া বেদকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পৃথিবী ও অসুরগণকে অগ্রে করিয়া হংসবাহনে আরোহণ পূৰ্ব্বক বিষ্ণুগমিধানে গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সেই দেবদেব জনার্দনের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

সহস্রশীর্ষা হ্রস্বসি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

হং বেদপুরুষঃ পূৰ্ব্বং দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥

ভূতপূৰ্ব্বং ভবিষ্যচ্চ বর্তমানঞ্চ যদ্বিতো ।।

অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকং চ রমাপতে ! ॥ ২৭ ॥

এতাবান্মহিমা তেহন্তি কো ন বেত্তি জগজ্জয়ে ।

হং কর্তাপ্যবিতা হস্তা হং সৰ্ব্বগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতীড়িতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসমো গুরুভক্ষকঃ ।

দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিত্যোহমলাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

প্রপচ্ছ স্বাগতং দেবান্ প্রসন্নবদনো হরিঃ ।

ততস্তাগমনে তেবাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্ ॥ ৩০ ॥

তমুবাচাজ্জো নহা ধরাছুঃখঞ্চ সংশ্রয়ন্ ।

ভারাবতরণং বিক্ষো ! কর্তব্যং তে জনার্দিন ! ॥ ৩১ ॥

ভুবি কৃৎসাবতারং হং দ্বাপরাস্তে সমাগতে ।

হস্তা চুটান্‌পানুর্ক্সা হর ভারং দয়ানিধে ! ॥ ৩২ ॥

ভূতপূৰ্ব্বমিতি । পূৰ্ব্বং ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কো ন বেত্তি কোহপি ন বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

কারণং পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি সহস্রশীর্ষা—অর্থাৎ অসংখ্যমস্তক, আপনি সহস্রাক্ষ,—অর্থাৎ অসংখ্যনেত্র আপনি সহস্রপাং অর্থাৎ—অসংখ্যচরণ এবং আপনি বেদপুরুষ দেবদেব সনাতন ॥২৬॥ হে বিত্তো ! বাহা অতীত, বাহা ভবিষ্যৎ ও বাহা বর্তমান সেই সমস্তই আপনি হে রমাপতে ! আপনিই আমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ আপনিই এই জগতের কর্তা, পালকিতা ও হস্তা এবং আপনিই জগতের এক মাত্র গতি ও ঈশ্বর; আপনি নাতে যে এই সমস্ত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা জিজ্ঞাসনে কে না অবগত আছে ? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মা এইরূপে সব করিলে গুরুভক্ষক বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥ তখনস্তর, তগবান্ তাঁহাদিগকে আগত সভাষণ করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ বিস্তারিত রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩০॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধরণীর সমস্ত দুঃখের কারণ ব্রহ্মণ পূর্বক বলিলেন; হে প্রভো ! এক্ষণে পৃথিবীর ভার, হরণ করা আপনার কর্তব্য ॥৩১॥

## বিষ্ণুরূবাচ।

নাহং স্বতন্ত্র এবাত্র ন ব্রহ্মা ন শিবস্তথা।  
 নেদ্রোহয়ির্ন যমস্তৃষ্ঠা ন সূর্যো বরুণস্তথা ॥ ৩৩ ॥  
 যোগমায়াবশে সর্বমিদং স্বাবরজজন্মম্।  
 ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্যাস্তং ঐথিতং গুণসূত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যথা সা স্বেচ্ছয়া পূৰ্ব্বং কৰ্ত্তুমিচ্ছতি সূত্রতঃ!।  
 তথা কৰোতি স্ফুটিতং বয়ং সৰ্ব্বেহপি তদ্বশাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 যদ্যহং স্তাং স্বতন্ত্রো বৈ চিন্তয়ন্তু ধিয়া কিল।  
 কূতোহভবং মৎস্ববপুং কচ্ছপো বা মহার্গবে ॥ ৩৬ ॥  
 তিৰ্য্যগ্‌যোনিষু কো ভোগঃ কা কীৰ্ত্তিঃ কিং স্তুখং পুণঃ।  
 কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রযোনিগতস্ত মে ॥ ৩৭ ॥  
 কোলো বাথ নৃসিংহো বা বামনো বাভবং কূতঃ।  
 জমদগ্নিস্ততঃ কস্মাৎ সন্তবেয়ং পিতামহ! ॥ ৩৮ ॥

তে দ্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

যোগমায়োতি। গুণত্রয়জনকসাম্যাবস্থামানস্তবুখা যোগমায়েত্বাচ্যতে ॥ ৩৪—৩৫ ॥

যদ্যভিমতি। ন হি স্বতন্ত্রঃ কচ্ছিং স্বেচ্ছয়া হ্রঃখাস্তোযৌ নিমজ্জতি ॥ ৩৬ ॥

নহু ভোগাদ্যর্থঃ স্বমবতারঃ গৃহীতবানিতি চেতত্রাহ তিৰ্য্যগ্‌যোনিষু ॥ ৩৭—৩৮ ॥

য়ানিধে! ষাপরমুগের শেষভাগ সমাগত হইলে আপনি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুই  
 নরপতিগণকে সংহার করিয়া অবনীর ভার অপনয়ন করুন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, আমি এবিষয়ে স্বাধীন নহি; কেবল আমি কেন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম,  
 বিশ্বকর্মা, সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন। এই অখিল স্বাবর  
 জন্মান্বক জগৎ, যোগমায়ার বশে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাদি স্তবপর্যাস্ত সকলেই তাঁহারই  
 গুণসূত্রে ঐথিত রহিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪ ॥ হে সূত্রতঃ! সেই হিতকারিণী ইচ্ছাময়ী আপনার ইচ্ছায়  
 যাহা করিতে অভিলাষ করেন তাহাই করেন, আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত ইহা জানি-  
 বেন ॥ ৩৫ ॥ তোমরা মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে  
 কিজন্ত মহার্গবে অবস্থিত করিয়া মৎস ও কচ্ছপদেহ ধারণ করিব? ব্রহ্মন! তিৰ্য্যগ্‌যোনিতে  
 সম্পদ-সন্তোগ, কীৰ্ত্তি বা স্তুতি কি আছে? ক্ষুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কি পুণ্য  
 বা ফলপ্রাপ্তি আছে? আমি কেনই বা শূকর দেহধারী হই? কেনই বা নৃসিংহদেহ ও  
 বামনবপু ধারণ করি? কেনই বা জমদগ্নির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি? বিশেষত তাদৃশ  
 মহাত্মা জমদগ্নির পুত্র এবং দ্বিজোত্তম হইয়াও কিজন্ত নৃশংসের কার্য্য করি? হার! আমি



নৃশংসং বা কথং কৰ্ম্ম কৃতবানস্মি ভূতলে ।  
 ক্ষতজৈস্ত্ব হৃদান্ সৰ্ব্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তৎ কথং জমদগ্নেচ্চ পুত্রো হুত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।  
 ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দয়ো গৰ্ভগামপি ॥ ৪০ ॥  
 রামো হুত্বাথ দেবেন্দ্র ! প্রাণিশদগুণং বনম্ ।  
 পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবঙ্কলবান্ পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
 অসহায়ো হুপাথেয়ো ভীষণে নির্জনে বনে ।  
 কুৰ্ব্বন্নাথেষ্টকং তত্র ব্যচরং বিগত্ৰপঃ ॥ ৪২ ॥  
 ন জ্ঞাতবান্ যুগং হৈমং মায়য়াপিহিতস্তদা ।  
 উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নিৰ্গতস্তৎপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥  
 লক্ষ্মণোহপি চ তাং ত্যক্ত্বা নিৰ্গতো মৎপদানুগঃ ।  
 বারিতোপি ময়াত্যাগং মোহিতঃ প্রাকৃতৈশ্চ গৈঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ভিক্ষুরূপং ততঃ কুত্বা রাবণং কপটাকৃতিং ।  
 জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্ষিতাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 দুঃখার্থেন ময়া তত্র রুদিতং চ বনে বনে ।  
 স্ত্রীবেণ চ মিত্রং কৃত্বা কার্য্যবশাম্যয়া ॥ ৪৬ ॥

ক্ষতজৈ কপিভৈঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

আথেষ্টকং যুগহননাদিরূপম্ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নির্দয় হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে অধিক কি গৰ্ভপত সন্তানদিগকেও সংহার করিয়াছি। আমি  
 স্বাধীন হইলে কিজন্ত এ সকল কঠোর ও বীভৎস কার্য্য করিব ? ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে দেবেন্দ্র !  
 আরও দেখ, আমি রামাবতারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া চীর, জটা ও বঙ্কল ধাব  
 পূৰ্ণক, অসহায় ও পাথেয়শূন্য হইয়া পদদ্বয়ে ভীষণ নির্জন বনে নির্জনের স্তায় পৎ  
 হননাদিরূপ ব্যাধের কার্য্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছি ॥ ৪১—৪২ ॥ আমি  
 মায়য়া মোহিত হইয়া হুবর্ণযুগের স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই, স্ততরাং পৰ্ণশালা  
 জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নির্গমন পূৰ্ণক সেই যুগ-পদবীর অনুসরণ করি  
 য়াছি। আমি বহবার নিবারণ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে  
 পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ তখন কপটমূর্তি রাক্ষসরূপ  
 রাবণ, ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া শোকসংক্ষীণ জনকতনয়াকে বলপূৰ্ণক অপহরণ  
 করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ আমি প্রিয়া-বিরহ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া বনে বনে বোধন করিয়া  
 বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশে বাগরয়াজ স্ত্রীবেণ সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

অশ্রায়েন হতো বালী শাপাচ্ছিব নিবারিতঃ\* ।  
 সহায়ান্ বানরান্ কৃষ্ণা লক্ষ্যাঃ চলিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধোহহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মমানুজঃ ।  
 বিসংজ্ঞো পতিতো দৃষ্ট্বা বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥  
 গরুড়েন তদাগত্য যোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল ।  
 চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিস্যতি ॥ ৪৯ ॥  
 হৃতং রাজ্যং বনে বাসে যুতস্তাতঃ প্রিয়া হতা ।  
 যুদ্ধং কষ্টং দদাতোব্যমগ্রে কিং বা করিস্যতি ॥ ৫০ ॥  
 প্রথমং তু মহাত্মঃখমরাজ্যাস্থ বনাশ্রয়ঃ ।  
 রাজপুত্র্যাস্থিতশ্চৈব ধনহীনস্তু মে সুরাঃ ! ॥ ৫১ ॥  
 বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননিগমে ।  
 পদাতিরসহায়োহহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২ ॥  
 চতুর্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া ।  
 ক্রাত্রং ধর্মং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩ ॥

( অশ্রায়েন অধর্মযুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥ )

দদাতোব্যমিতি । দৈবমিত্যনুযয়ঃ দৈবং বিধিদদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

আমি অশ্রায় পূর্বক বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপ-বিসুক্ত করিয়াছি ;  
 দনস্তর, বানরগণকে সহায় করিয়া লক্ষ্যায় গমন করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ যৎকালে অমুজ লক্ষণ ও  
 আমি, দুই জনেই নাগপাশে বদ্ধ ও চেতনা-বিহীন হইয়া নিপতিত হই, সে সময় বানরগণ  
 ধম্ব্যপায় হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥ অনস্তর, গরুড় আগমন করিয়া আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগপাশ  
 ইতে মুক্ত করিল ; তখন আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, দৈব না জানি আমাদের  
 মদৃষ্টে কি অমঙ্গল সংঘটিত করেন ॥ ৪৯ ॥ আমার রাজ্য হৃত হইল, বনে বসতি ঘটিল, পিতা  
 পরলোক গত হইলেন, জানকী অপহৃতা হইল, এক্ষণে নিদারুণ যুদ্ধে অতিশয় ক্লেশ হই-  
 তেছে, না জানি দৈব ইহার পর আমায় আরও কি দোষ কষ্টে নিপাতিত করেন ? ॥ ৫০ ॥  
 হে সুরগণ ! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি প্রথমেই রাজ্য-  
 হীন ও ধনহীন হইয়া বন গমন পূর্বক রাজপুত্রী সীতার সহিত নিবিড় বিপিনাশ্রয়ী  
 হই ॥ ৫১ ॥ বন গমনকালে পিতা আমাকে একটি বরাটিকা ও ( এক কড়া কড়ি ) প্রদান  
 করেন নাই, আমি ধনহীন ও অসহায় হইয়া পদব্রজে অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া-

দৈবাং যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোহসৌ মহাহরঃ ।

আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাযোধ্যা ময়া তথা ॥ ৫৪ ॥

বর্ধাণি কতিচিত্তত্র স্তং সংসারসম্ভবম্ ।

প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ সংপূর্ণং কোশলানধিষ্ঠিতা ॥ ৫৫ ॥

পুত্রৈবং বর্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা ।

লোকাপবাদভীতেন ত্যক্তা সীতা বনে ময়া ॥ ৫৬ ॥

কাস্তাবিরহজং দুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুর্ভাসদম্ ।

পাতালং সা গতা পশ্চাৎকরাং ভিক্ষা ধরাশ্রজা ॥ ৫৭ ॥

এবং রামাবতারেহপি দুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্ ।

পরতন্ত্রেণ মে নুনং স্বতন্ত্রং কো ভবেতদা ॥ ৫৮ ॥

পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ ।

পরতন্ত্রস্তু কা বার্তা বক্তব্য বিবুধেন বৈ ॥ ৫৯ ॥

(দৈবমেব বলবদ্বিত্তি প্রতিপাদয়িতুমাং । চতুর্দশৈব বর্ধাণীতি । স্বর্গমুপরিভোগো-  
হতিগর্হিতোহপি দৈববশাদেব ময়া পরিগৃহীত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥)

এবং রামাবতারে ইতি । ইদং কথা রামায়ণাদিষু ঐশিকান্তীতি ন বিবিচ্য  
দর্শিতা ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ছিলাম ॥ ৫২ ॥ আমি মহাবনে গমন করিয়া অগত্যা কলিযশস্ব পরিত্যাগ করত ব্যাধব্রতি  
অবলম্বন পূর্বক চতুর্দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলাম ॥ ৫৩ ॥ পরে, দৈবানুগ্রহেই সেই মহাহর  
রাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হই এবং সীতাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করি ॥ ৫৪ ॥  
তথায় কোশল নিবাসী-প্রজাগণের শাসনকর্তা হইয়া কতিপয় বৎসর সংসার-সম্বৃত স্তং অ-  
ভব পূর্বক পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই ॥ ৫৫ ॥ পূর্বে সীতাহরণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল,  
তৎপরেই রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল; তখন লোকগণ সীতার অপবাদ জল্পনা করিলে আমি ভীত  
হইয়া তাঁহারে বনবাসে বিসর্জন দিলাম; সে সময় আমাকে পুনরায় পত্নী-বিরহ-জনিত  
দুস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল । তদনন্তর ধরাশ্রজা ধরাতল-ভেদ করিয়া পাতালতলে গমন  
করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

দেবগণ! রামাবতারে আমিও বধন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করি-  
রাছি, তখন অপরে কে আর স্বাধীন আছে তাহা বল দেখি ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর, কালবশে  
ভ্রাতৃগণের সহিত আমার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটয়াছিল । বাহা হউক পরতন্ত্র ব্যক্তির কতদূর দুর্ভটনা  
ঘটে, তাহা বুদ্ধিমান পণ্ডিতেই বলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ হে পদ্মাসন! তুমি

পরতস্ত্রোহিষ্যহং নুনং পদ্মযোনে ! নিশাময় ।

তথাহমপি রুদ্রশ্চ সৰ্ব্বৈ চান্তে হরোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
ভারাকান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ স্বরলোকগমনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন হেতাদৃশীং বিড়ম্বনাং স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া স্বস্ত্য কৰোতি । তন্মাদনেকদৃষ্টান্তৈরেক  
বিধৈর্কিঙ্কানীহি হেংব্রহ্মসংস্পর্শতস্ত্র এবতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬০ ॥

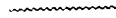
ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিতই পরাধীন, কেবল আমি কেন আমার জায় তুমি  
ও রুদ্র এবং সমস্ত হরোত্তম গণ সকলেই পরাধীন জানিও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভারপীড়িত পৃথিবীর স্বর্গগমন নামক

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



তদবীজং ভগ ইত্যোষা শক্তিকৃত্য মনীষিভিঃ ।  
 কীলকঞ্চ ধিয়ঃ প্রোক্তং মোক্ষার্থে বিনিয়োজনম্ ॥ ৭ ॥  
 চতুর্ভিহ্মদয়ং প্রোক্তং ত্রিভির্কর্ণৈঃ শিরঃ স্মৃতম্ ।  
 চতুর্ভিঃ স্থাচ্ছিধা পশ্চাত্ত্রিভিস্ত কবচং স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥  
 চতুর্ভিনৈত্রমুদ্ভিক্তং চতুর্ভিঃ স্মৃতদম্রকম্ ।  
 অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকাতীক্টদায়কম্ ॥ ৯ ॥  
 মুক্তাবিক্রমহেমনীলধবলচ্ছায়ৈশ্মু শৈত্ৰীকর্ণৈ-  
 যুক্তামিন্দুবিবজ্ররত্নমুকুটাং তদ্বার্ষবর্ণাঞ্জিকাম্ ।  
 গায়ত্রীং বরদাভয়াঙ্কুশকশাঃ শুভ্রং কপালং গুণং  
 শঙ্খং চক্রমখারবিন্দযুগলং হস্তৈর্কবহন্তীং ভজে ॥ ১০ ॥

তদবীজমিতি । তৎপদং বীজমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমং চতুর্ভিরকর্ণৈঃ হৃদয়মিত্যর্থঃ । এবমুত্তরত্র বোধ্যম্ ॥ ৮—৯ ॥

ধ্যানমাহ মুক্তাবিক্রমমিতি । প্রত্যেকমীক্ষণত্রয়বন্তিঃ পঞ্চভিমুখৈর্ধূক্তামিত্যর্থঃ ।  
 তদ্বার্ষবর্ণাঞ্জিকামিতি । চতুর্কর্ণৈঃ শক্তিতত্ত্বান্তর্থে যেষাং বর্ণানাং তৎসবিতুরিত্যানিহাং তদা-  
 যিকামিত্যর্থঃ । দক্ষাদ্যুর্জয়োহঁস্তয়োঃ কমলদ্বয়ং তদধস্তনয়োশ্চক্রশঙ্খৌ তদধস্তনয়োঃ  
 রজ্জুকপালে তদধস্থয়োঃ পাশাঙ্কুশৌ তদধস্থয়োঃ ভয়বরৌ । কশা পাশঃ । শুণ্ডো রজ্জুখিত্যা-  
 যুধধ্যানম্ ॥ ১০ ॥

কবচের ঋষিচ্ছন্দাদির বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর । ইহার, বুদ্ধা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঋষি,  
 ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদ ছন্দঃ, পরমাকলা ব্রহ্মরূপা গায়ত্রীই দেবতা, সেই গায়ত্রীর  
 “তৎ” পদই ইহার বীজ, “ভগঃ” ইহাই শক্তি, “ধিয়ঃ” ইহাই কীলক এবং মোক্ষার্থে ইহার  
 বিনিয়োগ জানিবে ॥৭-৭॥ ইহার ঐশ্বর্য চারিটি বর্ণ দ্বারা হৃদয়ে, তদনন্তর তিনটি বর্ণ দ্বারা  
 সত্ত্বকে, তদনন্তর চারিটি বর্ণ দ্বারা শিখায়, তৎপশ্চাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা কবচে, তদনন্তর  
 চারিটি বর্ণ দ্বারা নেত্রে ও তৎপশ্চাৎ চারিটি বর্ণ দ্বারা অস্ত্রায় কটু বলিয়া জ্ঞান করিবে ।  
 নারদ !, অনন্তর সর্ষাতীক্ট-কলপ্রদ গায়ত্রীর ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮—৯ ॥ গায়ত্রী-  
 দেবীর, মুক্তা, বিক্রম, সুবর্ণ ও নীলকান্তমণির তুল্য চারিটি এবং শুভ্রবর্ণ একটা, সর্ষদমেত  
 পাঁচটি বৃত্ত ; প্রত্যেক বৃত্তে তিনটি করিয়া নেত্র ; শিখরদেশে রত্নমুকুট ও চন্দ্রকলা বিরাজ  
 করিতেছে ; চতুর্কর্ণৈঃ শক্তি-কবচই তাঁহার হস্ত ; তাঁহার হস্ত হস্তাঙ্গুলি, তাহাতে দক্ষিণ ও  
 বামের উর্দ্ধহস্তে কমলদ্বয়, তদধস্থিত হস্তে চক্র ও শঙ্খ, তাহার নিম্ন হস্তে রজ্জু ও কপাল,  
 তাহার নিম্নে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অধোহস্তে ভয় ও বর বিরাজ করিতেছে । নারদ  
 এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া পরে কবচ পাঠ করিবে ॥ ১০ ॥

গায়ত্রী পূর্বতঃ পাতু সারিত্রী পাতু দক্ষিণে ॥  
 ব্রহ্মসঙ্খ্যাতু মে পশ্চাচ্ছত্রায়ামঃ সরস্বতী ॥ ১১ ॥  
 পার্শ্বতী মে দিশং রক্ষেৎ পাবকী জলশায়িনী ।  
 যাতুধানীদিশং রক্ষেৎ যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১২ ॥  
 পাবমানীদিশং রক্ষেৎ পবমানবিলাসিনী ।  
 দিশং রোজ্রী মে পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী ॥ ১৩ ॥  
 উর্দ্ধং ব্রহ্মাণী ১৪ রক্ষেদধস্তা বৈষ্ণবী তথা ।  
 এবং দশদিশো রক্ষার সর্বাপ্রাণং ভুবনেশ্বরী ॥ ১৪ ॥  
 তৎপদং পাতু মে প্রোক্তভ্যে মে সবিতুঃ পদম্ ।  
 বরেণ্যং কটিদেশে তু হস্তাভ্যং তর্জনে চ ॥ ১৫ ॥  
 দেবস্ত মে তক্ষদয়ঃ ধীমহীঃ গগনয়োঃ ।  
 ধিয়ঃ পদঞ্চ মে নেত্রে যঃ পদং ললাটকম্ ॥ ১৬ ॥  
 নঃ পাতু মে পদং মূর্ধ্নি শিখায়াম্ মে প্রচোদয়াৎ ।  
 তৎপদং পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্ ॥ ১৭ ॥  
 চক্ষুযী তু বিকারার্ণো তুকারস্ত কপোলয়োঃ ।  
 নাসাপুটং বকারার্ণো রেকারস্ত মুখে তথা ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মসঙ্খ্যা ব্রহ্মণারধ্যা সঙ্খ্যা ব্রহ্মসঙ্খ্যা ॥ ১১—১৩ ॥

হে ব্রহ্মাণী ভবতী মে উর্দ্ধং দিশং রক্ষেদিত্যধঃ ॥ ১৪—২২ ॥

গায়ত্রীদেবী সমুখ ভাগ, সারিত্রী দক্ষিণভাগ, সঙ্খ্যাদেবী পশ্চাৎভাগ এবং সরস্বতী  
 বামভাগ রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥ পার্শ্বতী চতুর্দিকে আমাকে রক্ষা করুন। জলশায়িনী অগ্নি-  
 কোণে, যাতুধান-ভয়ঙ্করী নৈঋতকোণে, পবমানবিলাসিনী বায়ুকোণে, রুদ্ররূপিণী রুদ্রাণী  
 জৈশানকোণে, ব্রহ্মাণী উর্দ্ধদিকে এবং বৈষ্ণবী অধোদিকে রক্ষা করুন। ভুবনেশ্বরী  
 আমার সর্বাপ্রাণকে দশদিক হইতেই রক্ষা করুন ॥ ১২—১৪ ॥ গায়ত্রীর “তৎ” এই পদ  
 আমার পদবর রক্ষা করুন। “সবিতুঃ” এই পদ আমার অভ্যর্থন রক্ষা করুন। “বরেণ্যং”  
 এই পদ আমার কটিদেশ, এবং “ভর্গঃ” এই পদ আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥  
 “দেবস্ত” এই পদ দ্বন্দ্ব, “ধীমহি” এই পদ গগনদেশ, “ধিয়ঃ” এই পদ মেত্রের, “বঃ” এই পদ  
 ললাটদেশ, “নঃ” এই পদ মস্তক, এবং “প্রচোদয়াৎ” এই পদ আমার শিখাদেশ রক্ষা করুন।  
 চতুর্দিকশুভিবর্ণাঙ্কিত গায়ত্রীর “তৎ” এই পদ আমার মস্তক, “সু” এই বর্ণ ললাটদেশ, “বি” এই  
 বর্ণ নেত্রের, “তু” এই বর্ণ কপোলের, “ব” এই বর্ণ নাসাপুট, “রে” এই বর্ণ মুখদেশ, “নি” এই  
 বর্ণ তর্জনে, “ব” এই বর্ণ অধর প্রদেশ, “ভ” এই বর্ণ বুকব্যাভাগ, “র্গো” এই বর্ণ চিবুক,

নিকার উর্দ্ধমোষ্ঠং তু ব্কারস্বধরোষ্ঠকম্ ।  
 আশ্রমধ্যে ভকারার্ণো গোকারশ্চিবুকে তথা ॥ ১৯ ॥  
 দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্বরূপদেশকম্ ।  
 অকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকম্ ॥ ২০ ॥  
 মকারো হৃদয়ং রঞ্জেদ্বিকার উদরে তথা ।  
 ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারস্বায়ল্লং তথা ॥ ২১ ॥  
 ওহং রক্ষতু য়োকার উরু য়ৌ মুখৈদাক্ষরম্ ।  
 প্রকারো জাম্বুনী রঞ্জেচ্ছোদ্ধার্থবা জজ্বদেশকম্ ॥ ২২ ॥  
 দকারং গুল্ফদেশে তু শাঃ শুভ পদযুগ্মকম্ ।  
 তকারব্যঞ্জনং চৈব যুগলং হ্যমে সদাবতু ॥ ২৩ ॥  
 ইদং তু কবচং শিতবিনাশনম্ ।  
 চতুঃষষ্টিকলাশ্চিহ্নাঃ প্রকং মোক্ষকারকম্ ॥ ২৪ ॥  
 মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।  
 পঠনাচ্ছবণাঙ্গাপি গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
 গায়ত্রীকবচং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

( তকারব্যঞ্জনং স্বরশূন্যতকারার্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

‘দে’ এই বর্ণ কণ্ঠদেশ, ‘ব’ এই বর্ণ স্বরূপদেশ, ‘অ’ এই বর্ণ দক্ষিণ হস্ত, ‘ধী’ এই বর্ণ বামহস্ত,  
 ‘ম’ এই বর্ণ হৃদয়, ‘হি’ এই বর্ণ উদর, ‘ধি’ এই বর্ণ নাভিদেশ, ‘য়ো’ এই বর্ণ কণ্ঠদেশ,  
 ‘যৌ’ এই বর্ণ গুল্ফদেশ, ‘নঃ’ এই বর্ণ উরুদেশ, ‘প্রা’ এই বর্ণ জাম্বুনী, ‘চো’ এই বর্ণ  
 জজ্বদেশ, ‘দ’ এই বর্ণ গুল্ফদেশ, ‘শা’ এই বর্ণ পদদ্বয় এবং ‘ৎ’ এই বর্ণ আমার সর্বাঙ্গ  
 রক্ষা করুন ॥ ১৬—২৩ ॥ নারদ ! দেবী গায়ত্রী এই দিব্য কবচ, শতসহস্র বাধা বিনাশ  
 করিতে, চতুঃষষ্টিকলা প্রদান করিতে এবং মোক্ষ সমর্পণ করিতে সমর্থ হয় তাহাতে  
 সন্দেহ নাই । এই কবচ-মাহাত্ম্যে মনুষ্য সর্গপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে  
 সমর্থ হয় । অধিকন্তু এই কবচ পাঠ বা শ্রবণ করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ  
 হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রী কবচ বর্ণন

নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ তৃত্তব্যজগৎপ্রভো ।

কবচঞ্চ শ্রুতং দিব্যং গায়ত্রীমন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গায়ত্রীহৃদয়ং পরম্ ।

যজ্ঞারবণং পুণ্যং গায়ত্রীজপতোহধিলম্ ॥ ২ ॥

মে নারায়ণ উবাচ ।

দেব্যাশ্চ পাদৌ প্রোক্তং নারদাথকর্ণে ক্ষুটম্ ।

তদেবাহং প্রবক্ষ্যে নীতিং স্মৃতিরহস্তকম্ ॥ ৩ ॥

বিরাদ্রুপাং মহাদেবী হীতি চ বেদমাতরম্ ।

ধ্যাত্বা তস্তাস্থথাক্ষেষু ধ্যানদং নতাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৪ ॥

পিণ্ডবৃক্ষাণ্ডরৌরৈক্যান্তাবয়েৎ স্বতনৌ তথা ।

দেবীরূপে নিজে দেহে তন্ময়ত্বায় সাধকঃ ॥ ৫ ॥

অথ ত্রিগদযারা গায়ত্রী হৃদয়ং পরম্ ।

অথকৌক্তং ক্রমেণৈব গাথারূপেণ কথ্যতে ।

কবচশ্রবণোত্তরং গায়ত্রীহৃদয়ং পুচ্ছতি ভগবন্নিতি ॥ ১—২ ॥

তদেবেতি । আহুপূর্বীক্রমেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বিরাদ্রুপামিতি বিরাদ্রুপাং গায়ত্রীং ধ্যাত্বা তস্তা অজহানীয়া বক্ষ্যমাণদেবতা ভাবয়িত্বা পিণ্ডবৃক্ষাণ্ডরৌরৈক্যান্তাবয়েৎ দেহমপি ত্রিগায়ত্রীরূপং বিভাব্য তন্মিন্ দেহে বক্ষ্যমাণদেবতা স্তদেদিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

নারদ কহিলেন ; ভগবন্ ! আমি আপনায় নিকট হইতে গায়ত্রীর কবচ ও মন্ত্রাদি সমস্তই শ্রবণ করিলাম । দেবদেব ! আপনি তৃত্ত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালই অবগত আছেন, একজ্ঞ বাহা বারণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে নিখিল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে আপনায় নিকট হইতে সেই গায়ত্রী হৃদয় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১—২ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ ! এই গায়ত্রী-হৃদয়ের বিবরণ অধঃপরে লিখি করিয়া উক্ত আছে । আমি সেই অভিগোপ্য হৃদয় আহুপূর্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ প্রথমে দেবদেবতা গায়ত্রীদেবীকে বিরাদ্রুপিনী চিত্তা করিয়া তদনন্তরূপে দেবতা সকলের চিত্তা করিবে । পরে, পিণ্ড ও বৃক্ষাণ্ডের ঐক্য চেত্ন দেবীর হইবার অন্ত নিম্ন স্বরীরূপে দেবীরূপ ভাবিয়া তাহাতেই বক্ষ্যমাণ দেবতা সকলের ধ্যান করিবে ॥ ৪—৫ ॥



নাদেবোহভ্যর্চয়েদেবমিতি বেদবিদো বিদুঃ ।

ততোহভেদায় কারে শ্বে ভাবয়েদেবতা ইমাঃ ॥ ৬ ॥

অথ তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তন্ময়ত্বমথো ভবেৎ ।

গায়ত্রীহৃদয়স্তাস্তাপ্যাহমেব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

গায়ত্রীছন্দ উদ্ভিক্তং দেবতা পরমেশ্বরী ।

পূর্বোক্তেন প্রকারেণ কুর্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ।

আসনে বিজ্ঞানে দেশে ধ্যায়ৈদেকাগ্রমানসঃ ॥ ৮ ॥

অথার্থত্বাসঃ । দেৱ্যর্শ্মুর্গ্নি দৈবতম্ । দন্তপংক্তা-  
বশ্বিনৌ । উভে সন্ধ্যো চোঠৌ । মুখমগ্নিঃ । জিহ্বা  
সরস্বতী । গ্রীবায়াং তু বৃহস্পতিঃ । স্তনয়োর্বসবোহকৌ ।  
বাহ্বোর্মরুতঃ । হৃদয়ে পর্জন্তঃ । আকাশমুদরম্ ।  
নাভাবস্তুরিকম্ । কটোয়রিন্দ্রাঘ্নী । জঘনে বিজ্ঞানঘনঃ  
প্রজাপতিঃ । কৈলাসমলয়ে উরু । বিশ্বেদেবা জাহ্নোঃ ।  
জজ্বায়াং কৌশিকঃ । গুহুময়নে । উরু পিতরঃ । পাদৌ  
পৃথিবী । বনস্পত্যয়োহঙ্গুলীযু । ঋষয়ো রোমানি ।

অহমেব নারায়ণ ঋষিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

পরমেশ্বরী গায়ত্রী দেবতা ॥ ৮ ॥

দেৱ্যর্শ্মুর্গ্নি ভাবয়েদিত্যর্থঃ । সর্বত্র এবং যথাযোগ্যমর্থ উহনীয়ঃ । সবিতুর্করেণায়

বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যিনি দেব হইতে পারেন নাই, তিনি দেবপুত্রায় ও  
অধিকারী করেন নাই ; এজন্য দেবতার সহিত অভেদজ্ঞানের নিমিত্ত নিজদেহে দেবতা-  
সকলের চিন্তা করিবে ॥ ৬ ॥

নারদ ! যে গায়ত্রী-হৃদয় আনিলে পর গম্ভ্যমাত্রে দেবময় হইতে সমর্থ হইবে, আমি  
একপে সেই গায়ত্রীহৃদয়ের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই গায়ত্রীহৃদয়ের, নারায়ণ  
ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, এবং পরমেশ্বরী গায়ত্রীই দেবতা । ইহার আঙ্গাধি ভাস পূর্বোক্ত  
প্রকারেই নিশ্চয় করিবে এবং নির্জনদেশে আগনে উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে দেবীকে  
ধ্যান করিবে ॥ ৭—৮ ॥ অনন্তর, অর্ধত্বাস বলিতেছি শ্রবণ কর । দন্তকে দেৱ্য দেবতাকে  
চিন্তা করিবেক । এইরূপ দন্তপংক্তিতে অশ্বিনীকুমারকে, ওষ্ঠ ও অধরে উভয় সন্ধ্যাকে,  
মুখে অগ্নিকে, জিহ্বার সরস্বতীকে, গ্রীবাদেশে বৃহস্পতিকে, স্তনবরে অষ্ট বস্তুকে, নাহবরে  
ষাটগণকে হৃদয়ে পর্জন্তদেবকে, উদরে আকাশকে, নাভিদেশে অস্তরিককে, কটবরে ইন্দ্র,  
জঘনদেশে বিজ্ঞানঘন-প্রজাপতিকে, উরুদয়ে কৈলাস ও বনরাচলকে, বাহু-

নথানি মুহূর্তানি । অস্তিত্বং গ্রহাণু । অস্থিমাংসং ঋতবঃ ।  
 সংবৎসরা বৈ নিমিষম্ । অহোরাত্রাদিত্যচন্দ্রজ্ঞাৎ ।  
 প্রবরাং দিব্যাং গায়ত্রীং সহস্রেনেত্রাং শরণমহং প্রপদ্যে ।  
 ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যায় নমঃ । ওঁ তৎপূর্বাজয়ায় নমঃ ।  
 তৎপ্রাতরাদিত্যায় নমঃ । তৎপ্রাতরাদিত্যপ্রতিষ্ঠায়ৈ  
 নমঃ । প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি ।  
 সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি । সায়ং  
 প্রাতরধীয়ানো অপাপো ভবতি । সর্বতীর্থেষু স্নাতো  
 ভবতি । সর্বৈর্দেবৈর্জাতো ভবতি । অবাচ্যবচনাৎ  
 পূতো ভবতি । অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি । অভোজ্য-  
 ভোজনাৎ পূতো ভবতি । অচোষ্যচোষণাৎ পূতো  
 ভবতি । অসাধ্যসাধনাৎ পূতো ভবতি । দুশ্প্রতিগ্রহ-  
 শতসহস্রাৎ পূতো ভবতি । সর্বপ্রতিগ্রহাৎ পূতো  
 ভবতি । পংক্তিদূষণাৎ পূতো ভবতি । অনৃতবচনাৎ  
 পূতো ভবতি । অথাব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী ভবতি । অনেন

শ্রেষ্ঠায় তেজসে ইত্যর্থঃ । পূর্বাজয়ায় পূর্বজ্ঞাং দিশু দিত্যেতি কলিতোৎপত্তিঃ । প্রাতরাদিত্যে

দ্বয়ে বিশ্বদেবগণকে, জ্ঞানদেবে বিশ্বামিত্রকে, গুহ্যদেবে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নকে  
 উরুদ্বয়ে পিতৃগণকে, পাদদ্বয়ে পৃথিবীকে, অঙ্গুলিসমূহে বনস্পতি সকলকে, রোমসমূহে  
 ঋষিগণকে, নখে মুহূর্তকে, অস্থিসমূহে গ্রহগণকে, অস্থি ও মাংসে ঋতুসকলকে, নিমিষে  
 সংবৎসর সকলকে এবং দিবা ও রাত্রিতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে চিন্তা করিয়া, “প্রবরা সহস্রনয়না  
 দিব্যা গায়ত্রী শরণাগত হই” এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে । অনন্তর, তৎসবিতু  
 র্বরেন্যাকে নমস্কার করি, পূর্বদিকে উদিত সূর্য্যকে নমস্কার করি, প্রাতঃকালীন অদিত্যকে  
 নমস্কার করি এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যে প্রতিষ্ঠিত গায়ত্রীকে নমস্কার করি এই বলিয়া  
 সকলকে নমস্কার করিবে । নারদ ! এই গায়ত্রী হৃদয় প্রাতঃকালে পাঠ করিলে পর রাত্রি-  
 কৃত সমস্ত পাপ এবং সায়ংকালে পাঠ করিলে পর দিবাকৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ;  
 কলতঃ যে ব্যক্তি ইহা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে পাঠ করিয়া থাকে সে নিশ্চয়ই নিম্পাপ  
 হয় ; সমস্ত তীর্থের ফল প্রাপ্ত হয় ; সমস্ত দেবগণের পরিজ্ঞাত হয় ; অকথ্য কথন এবং  
 অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারে ; অচোষ্য বস্তুর চোষণও  
 ভোহার পাপ হয় না ; অকর্তব্য কার্য্য করিলে বা শতসহস্র দুশ্প্রতিগ্রহ করিলে লভবা

হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুসহস্রৈশ্চৈকং ভবতি । যষ্টিশত-  
সহস্রগায়ত্র্যা জপ্যানি কলানি ভবন্তি । অকৌ ব্রাহ্মণান্  
সম্যক্ গ্রাহয়েৎ । তন্ত সিদ্ধিৰ্ভবতি । য ইদং নিত্যমধী-  
য়ানো ব্রাহ্মণঃ প্রাতঃ শুচিঃ সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি ।  
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । ইত্যাহ ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
গায়ত্রীহৃদয়ং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

আদিভ্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা যত্র গায়ত্র্যান্ততৈ নম ইত্যর্থঃ । ফলমাহ প্রাতঃকালীন ইতি ।

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্ব্বপ্রকার প্রতিগ্রহ করিলেও সে পবিত্র থাকে ; পঙ্ক্তিদ্বয় পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে  
পারে না ; মিথ্যাকথা বলিলেও তৎকনিতপাপে লিপ্ত হইবে না ; অধিক কি যে ব্যক্তি  
অব্রহ্মচারী হইয়াও ইহা পাঠ করিবে সে ব্রহ্মচারী হইতে সমর্থ হইবে । নারদ ! গায়ত্রী-  
হৃদয়ের ফল আর তোমাকে অধিক কি বলিব ; যে ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে, সে সহস্র  
যজ্ঞের এবং বৃষ্টিসহস্র গায়ত্রীজপের ফল লাভ করিবে ; ফলতঃ ইহাতেই তাহার সিদ্ধি  
লাভ হইবে । নারদ ! যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পবিত্র ভাবে ইহা অধ্যয়ন করিবে,  
সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিবে, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং  
বলিয়াছেন ; অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীহৃদয় নামক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভক্তানুকম্পিন্ ! সৰ্ব্বজ্ঞ ! হৃদয়ং পাপনাশনম্ ।

গায়ত্র্যাঃ কথিতং তন্মাদ্গায়ত্র্যাঃ স্তোত্রমীরয় ॥ ১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

আদিশক্তে ! জগন্মাতর্ভক্তানুগ্রহকারিণি ! ।

সৰ্বত্র ব্যাপিকেহনন্তে ত্রীসন্ধে ! তে নমোহস্ত তে ॥ ২ ॥

ত্বমেব সন্ধ্যা গায়ত্রী সাবিত্রী চ সুরস্বতী ।

ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী রৌদ্রী রক্তা শ্বেতা সিতেতরা ॥ ৩ ॥

প্রাতর্বালা চ মধ্যাহ্নে যৌবনস্থা ভবেৎ পুনঃ ।

বৃদ্ধা সায়াং ভগবতী চিন্ত্যতে মুনিভিঃ সদা ॥ ৪ ॥

হংসস্থা গরুড়াকুটা তথা বৃষভবাহিনী ।

ঋগ্বেদাধ্যায়িনী ভূমৌ দৃশ্যতে যা তপস্বিভিঃ ॥ ৫ ॥

একোনিবিংশতা সৌকৈর্গায়ত্র্যাঃ স্তোত্রমুচ্যতে ।

সিদ্ধাষ্টকং ভবেৎ সিদ্ধং যেন তদ্ব্যবতাপি চ ॥

গায়ত্রীহৃদয়শ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ ভক্তানুকম্পিন্তি ॥ ১—২ ॥

গায়ত্রী ব্রাহ্মী বৃক্ষণঃ সমানাকারদ্ব্যন্তেনারাদ্যাদ্বা । সাবিত্রী রৌদ্রী তৎসমানাকারদ্ব্যন্তেনারাদ্যাদ্বা । সুরস্বতী বৈষ্ণবী বিষ্ণুসমানাকারদ্ব্যন্তেনারাদ্যাদ্বা । গায়ত্রী রক্তা সাবিত্রী শ্বেতা সুরস্বতী সিতেতরা কৃষ্ণা ॥ ৩ ॥

তিস্তৃণাং ক্রমেণ বয়োবস্থামাহ প্রোক্তরিতি । যা চিন্ত্যতে তত্ৰৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন ; হে সৰ্ব্বজ্ঞ ! আপনি তক্তের প্রতি নিভান্তই অনুকম্পা করিয়া থাকেন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ ; এজন্য পুনর্বার অনুরোধ করি, দেব ! সৰ্ব্বগণ-বিনাশন গায়ত্রীহৃদয় শ্রবণ করিলাম এক্ষণে গায়ত্রীর স্তব কীর্তন করিয়া চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

নারায়ণ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গায়ত্রীর স্তব বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন ; সাতঃ গায়ত্রি ! আপনি আদিশক্তি ও তত্ত্বজনানুগ্রহকারিণী ; আপনি সৰ্বত্র ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন ; অতএব হে সন্ধ্যা দেবি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ দেবি ! আপনিই সন্ধ্যা, আপনিই গায়ত্রী, আপনিই সাবিত্রী এবং আপনিই সুরস্বতী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এবং আপনিই গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সুরস্বতী মূর্তিতেই রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ দেবি ! মুনিগণ আপনাকে প্রাতঃকালে বালিকার ভায়, বধ্যাহ্নে যুবতীর সঙ্গ এবং সায়াং বৃদ্ধার তুণ্য চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তাহার

যজুর্বেদং পঠন্তী চ অন্তরীক্ষে বিরাজতে ।  
 সা সামগাপি সর্বেষু জ্ঞান্যামাণা তথা ভূবি ॥ ৬ ॥  
 রুদ্রলোকং গতা হং হি বিস্মলোকনিবাসিনী ।  
 ত্রমেব ব্রহ্মণো লোকেহমর্ত্যাসুগ্রহকারিণী ॥ ৭ ॥  
 সপ্তর্ষিপ্রীতিজননী মায়া বহুবরপ্রদা ।  
 শিবয়োঃ করনেক্রোথা হ্রষ্টশ্বেদসমুদ্ভবা ॥ ৮ ॥  
 আনন্দজননী দুর্গা দশধা পরিপঠ্যতে ।  
 বরেণ্যা বরদা চৈব বরিষ্ঠা বরবর্ণিনী ॥ ৯ ॥  
 গরিষ্ঠা চ বরাহা চ বরারোহা চ সপ্তমী ।  
 নীলগঙ্গা তথা সন্ধ্যা সর্বদা ভোদমোক্শদা ॥ ১০ ॥  
 ভাগীরথী মর্ত্যলোকে পাতালে ভোগবত্যাপি ।  
 ত্রিলোকবাহিনী দেবী স্থানত্রয়নিবাসিনী ॥ ১১ ॥

তিস্থগং দেবতানাং বাহনাজ্জাহ হংসংগতি । হংসস্থা ব্রাহ্মী । গরুড়াক্রতা সরস্বতী ।  
 বৃষভবাহিনী সাবিত্রী । দেবতাজয়ন্ত ক্রমেণ বেদোক্তয়োংপাদকত্বমাহ ঋগ্বেদেতি ॥ ৫ ॥  
 জ্ঞান্যামাণেতি । ভূবি সর্বত্র বিদ্যমানাপি রুদ্রলোকং গতেত্যর্থঃ । রুদ্রলোকং গতেতি  
 দেবতাজয়ন্ত যথাযোগ্যং লোকত্রয়ং যোজনীয়ম্ ॥ ৬ ॥  
 অমর্ত্যাসুগ্রহকারিণীতি ছেদঃ । বৈতাঙ্গী তত্শৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥  
 শিবয়োরিতি । শিবয়োঃ শিবশক্তয়োঃ করনেক্রোভোহবরবেভ্যো বা নির্গতা দশবিধা  
 দশরূপা দুর্গা সাপি স্বমেবাসীত্যর্থঃ । ইয়ং কথা কাব্যায়নীতদ্বাদৌ প্রসিদ্ধা ॥ ৮ ॥  
 দশবিধদুর্গাণাং নামাজ্জাহ বরেণ্যেতি ॥ ৯ ॥  
 ভোগমোক্শদেত্যেকা ॥ ১০—১১ ॥

আবার আপনাকে ব্রহ্মাণীমূর্তিতে হংসস্থা বৈষ্ণবীমূর্তিতে গরুড়াসনা ও রুদ্রাণীমূর্তিতে  
 বৃষভবাহনা বলিয়া চিত্রা করেন এবং ভূমিতে ঋগ্বেদাধ্যায়িনী অন্তরীক্ষে যজুর্বেদা-  
 ধ্যায়িনী ও সর্গজ সামবেদাধ্যায়িনী বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ॥ ৫—৬ ॥ দেবি! আপনিই  
 দেবগণের প্রতি অমুগ্রহ করিবার জন্য রুদ্রলোকে রুদ্রাণীরূপে, বিস্মলোকে বৈষ্ণবী-  
 রূপে ও ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণীরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ দেবি! আপনি সপ্তর্ষিগণের  
 প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন; আপনিই মহামায়া; আপনিই তত্ত্বগণের অভিলষিত  
 বর প্রদান করিয়া থাকেন; দেবি! আপনিই শিব ও শিবের অবরবসমুদ্ভূতা, বরেণ্যা,  
 বরদা, বরিষ্ঠা, বরবর্ণিনী, গরিষ্ঠা, বরাহা, বরারোহা নীলগঙ্গা, সন্ধ্যা ও ভোগমোক্শদা  
 নামে দশবিধরূপে আনন্দদায়িনী দুর্গা বলিয়া কীৰ্ত্তিত। ইহা থাকেন ॥ ১০ ॥  
 আপনিই মর্ত্তে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী এবং সর্গে মঙ্গলদায়িনীকি বিধানে

ভূলোকহা অমোবাসিধরিজী শোকধারিণী ।  
 ভুবো লোকে বায়ুশক্তিঃ স্বর্লোকে তেজসাং নিধিঃ ॥ ১২ ॥  
 মহর্লোকে মহাসিদ্ধির্জনলোকে জনেনত্যপি ।  
 তপস্বিনী তপোলোকে সত্যলোকে তু সত্যবাক্ ॥ ১৩ ॥  
 কমলা বিষ্ণুলোকে চ গায়ত্রী ব্রহ্মলোকগা ।  
 রুদ্রলোকে স্থিতা গৌরী হরাক্ষান্নিবাসিনী ॥ ১৪ ॥  
 অহমোন্মহতশ্চৈব প্রকৃতিস্বঃ হি গীয়সে ।  
 সাম্যাবস্থাস্থিকা স্বঃ হি শবলব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৫ ॥  
 ততঃপরা পরাশক্তিঃ পরমা স্বঃ হি গীয়সে ।  
 ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্ত্রিশক্তিদা ॥ ১৬ ॥  
 গঙ্গা চ যমুনা চৈব বিপাশা চ সরস্বতী ।  
 শরযুর্দেবিকা সিদ্ধূর্নশ্মদৈরাবতী তথা ॥ ১৭ ॥  
 গোদাবরী শতদ্রুশ্চ কাবেরী দেবলোকগা ।  
 কৌশিকী চন্দ্রভাগা চ বিতস্তা চ সরস্বতী ॥ ১৮ ॥

( উর্দ্ধতসপ্তভুবনানাং শক্তিধ্বেন বর্ণয়িতুমাং ভূলোকস্থিতি ॥ ১২—১৮ ॥ )

করিতেছেন ॥ ১১ ॥ আপনিট ভূলোকে সর্বঃসভা পৃথিবী, ভুবোলোকে বায়ুশক্তি, স্বর্লোকে তেজঃস্বরূপা, মহর্লোকে মহাসিদ্ধি, জনলোকে জনা, তপোলোকে তপস্বিনী এবং সত্যলোকে সত্যবাক্ রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২—১৩ ॥ আপনি বিষ্ণুলোকে কমলা, ব্রহ্মলোকে গায়ত্রী ও রুদ্রলোকে হরাক্ষান্নরূপিণী গৌরী বলিয়া বিদিতা হন ॥ ১৪ ॥ দেবি ! আপনিই “অহং” “ওম্” ও “মহত্ত্ব” হইতে ও পরা সর্বব্রহ্মরূপিণী সাম্যাবস্থাস্থিকা প্রকৃতি বলিয়া কীর্তিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ আপনিই পরাশক্তি ; আপনিই পরমা-শক্তি ; দেবি ! আপনিই ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে ত্রিশক্তি বলিয়াই কথিতা আছেন ॥ ১৬ ॥ আপনিই গঙ্গা, যমুনা, বিপাশা, সরস্বতী, শরযু, দেবিকা, সিদ্ধ, নর্দনা, ভৈরাবতী, গোদাবরী, শতদ্রু, কাবেরী, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, গঙ্গাকী, লগিনী কন্নভোরা, গোমতী এবং বেত্রবতী প্রভৃতি নদীরূপা ; আপনিই ইন্দ্ৰা, পিঙ্গল ও জম্বুনা নদীরূপা ; আপনিই গাক্ষারী, হস্তপ্রহা, পূবা, অপূবা, অলম্বা, কুহু, শশ্বিনী ও প্রোণ-বাহিনী প্রভৃতি নদীরূপা বলিয়া কীর্তিতা হইয়েন । দেবি ! আপনিই জগৎপন্থিতা প্রাণশক্তি, কৰ্ভুহিতা বসনারিকা, তালুহিতা সধাধারা ও জরযাহিতা বিশ্বমালিনী শক্তি । আপনিই মূলধারের কুণ্ডলী, কেন্দ্রমূলপর্বাতে ব্যাপিনী, শিখাতে স্রবাসনা এবং ব্রহ্মরূপে

গণ্ডকী তপিনী তোয়া গোমতী বেজবতাপি ।  
 ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব হুম্বা চ তৃতীয়কা ॥ ১৯ ॥  
 গাক্ষারী হস্তজিহ্বা চ পূষাপূষা তথৈব চ ।  
 অলম্বুধা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী প্রাণবাহিনী ॥ ২০ ॥  
 নাড়ী চ হ্রং শরীরস্থা গীয়সে প্রাক্তনৈর্বুধৈঃ ।  
 হ্রংপদ্মস্থা প্রাণশক্তিঃ কণ্ঠস্থা স্বপ্ননায়িকা ॥ ২১ ॥  
 তালুস্থা হ্রং সদাধারা বিন্দুস্থা বিন্দুমালিনী ।  
 মূলে তু কুণ্ডলীশক্তিৰ্ব্যাপিনী কেশমূলগা ।  
 শিখামধ্যাসনা হ্রং হি শিখাগ্রে তু মনোম্বনী ॥ ২২ ॥  
 কিমম্বদবহ্ননোক্তেন যৎ কিঞ্চিজ্জগতীত্রেয় ।  
 তৎ সৰ্বং হ্রং মহাদেবি শ্রিয়ে সক্ষ্যে নমোহস্ত তে ॥ ২৩ ॥  
 ইতীদং কীর্তিদং স্তোত্রং সক্ষ্যায়াং বহুপুণ্যদম্ ।  
 মহাপাপপ্রশমনং মহাসিদ্ধিবিধায়কম্ ॥ ২৪ ॥  
 য ইদং কীর্তয়েৎ স্তোত্রং সক্ষ্যাকালে সমাহিতঃ ।  
 অপুত্রঃ প্রাপুয়াৎ পুত্রং ধনাৰ্থী ধনমাপুয়াৎ ॥ ২৫ ॥

তোয়া করতোয়া ॥ ১৯ ॥

গাক্ষার্যাদয়ঃ শরীরস্থা নাডাঃ ॥ ২০ ॥

• স্বপ্ননায়িকতি । কণ্ঠে স্বপ্ন ইতি ক্রতেঃ । কণ্ঠস্থায়ী স্বপ্নজনকত্বাৎ ॥ ২১ ॥

বিন্দুস্থা ক্রমধ্যস্থা । বিন্দুমালিনী বিন্দুরূপেণ মালতে শোভত ইত্যর্থঃ । মূলে মূলধারে কুণ্ডলী । কেশমূলগা চূড়ামূলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তা ব্যাপিনী । শিখামধ্যাসনা । তস্তাঃ শিখায়া মধ্যে পরমায়া বাবস্থিত ইতি কুহুজ্জা শিখা জ্ঞানকলা তস্তা মধ্যে আসনং স্থিতিবৃত্তাঃ সা পরমাত্মরূপিনীত্যর্থঃ । শিখাগ্রে তস্তা এব শিখায়া অগ্রে বুদ্ধরন্ধ্রে মনসি গতে সতি মনোম্বনী শক্তিরেবাবতিষ্ঠতে ইতি যোগপ্রসিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

শ্রিয়ে মোক্ষলক্ষ্যার্থমিত্যর্থঃ । সক্ষ্যে ইত্যেকবচনেনৈকৈব গায়ত্ৰী সক্ষ্যাজয়রূপেণ ধ্যেয়েত্বাক্রমিতি बोধ্যम् । উপপাদিতং চৈতদেকাদশরন্ধ্রে ॥ ২৩—২৮ ॥

মনোম্বনীরূপে বিরাজ করিতেছেন । দেবি ! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই পরিশুদ্ধমান বিশ্বমণ্ডলে বাহ্য কিছু বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই আপনি ; অতএব, হে জীৰ্দ্ধসিপি সক্ষ্যাদেবি ! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭—২৩ ॥

নায়দ ! এই আমি তোমার নিকট সৰ্বসিদ্ধি-বিধায়ক, সৰ্বপাপ-বিনাশক, পুণ্যপ্রদ গায়-  
 ত্রীর স্তোত্র বর্ণন করিলাম । যে ব্যক্তি সক্ষ্যাসময়ে সমাহিতচিত্তে ইহা পাঠ করিবে, সে অপুত্র  
 হইলেও পুত্রবান্ এবং ধনহীন হইলেও ধনবান্ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৫ ॥

সর্বতীর্থতপোদানবজ্রযোগফলং লভেৎ ।

ভোগান্ ভুক্ত্বা চিরং কালমন্তে মোক্ষমবাধুয়াৎ ॥ ২৬ ॥

তপস্বিভিঃ কৃতং স্তোত্রং স্নানকালে তু যঃ পঠেৎ ॥ ২৭ ॥

যত্র কুত্র জলে মগ্নঃ সক্ষ্যামজ্জনজং ফলম্ ।

লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যঞ্চ নারদ ! ॥ ২৮ ॥

শৃণুয়াদযোহপি তদ্বক্তৃয়া স তু পাশাৎ প্রমুচ্যতে ।

পীযুষসদৃশং বাক্যং সঙ্ক্ষোক্তং নারদে রিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
গায়ত্রীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

নারদেতি সম্বোধনম্ । সঙ্ক্ষোক্তং সঙ্ক্ষোদ্ধেপেনোক্তং স্তোত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিলে পর, সমস্ত তীর্থ, তপস্তা, দান, যজ্ঞ ও যোগের ফললাভ হইয়া থাকে এবং ইহলোকে বাবতীয় সুখভোগ হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ২৬ ॥ তপস্তা-নিরত মুনিগণও এই স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন । স্নানকালে যে কোন জলাশয়ে মগ্ন হইয়া তৎপরে ইহা পাঠ করিলে পর সমস্ত সক্ষ্যামজ্জননের ফললাভ হইয়া থাকে, নারদ ! ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ নারদ ! অধিক আর কি বলিব, আমি তোমার নিকট এই যে অমৃতসদৃশ স্তোত্র বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক ইহা শ্রবণ করিবে তাহারও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীস্তোত্র বর্ণন নাকম

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



নারদ উবাচ ।

ভগবন্ ! সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ ! সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ ! ।

ঐতিশ্ৰুতিপুরাণানাং রহস্যং ত্বমুখাচ্ছৃতম্ ॥ ১ ॥

সৰ্বপাপহরা দেব ! কেন বিদ্যা প্রবর্ততে ।

কেন বা ব্রহ্মবিজ্ঞানং কিন্তু বা মোক্ষসাধনম্ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানাং গতিঃ কেন কেন বা মৃত্যুনাশনম্ ।

ঐহিকামূলিকফলং কেন বা পদ্মলোচন ! ।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ সৰ্বং নিখিলমাদিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ ! সম্যক্ পৃষ্ঠং ত্বয়ানঘ ! ।

শৃণু বক্ষ্যামি যত্নেণ গায়ত্র্যক্টসহস্রকম্ ॥ ৪ ॥

নান্নাং শুভানাং দিব্যানাং সৰ্বপাপবিনাশনম্ ।

স্বক্ৰ্যাদৌ যন্তগবতা পূৰ্বং প্রোক্তং ব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

পঞ্চমষ্টিকোত্বর্থাঃ শতশ্লোকাদিকৈরথ ।

গায়ত্র্যাক্ট মহাদেব্যা নাম্নাঃ সাহস্রমুচ্চাতে ॥

অথ নারদঃ সৰ্বভীষ্টপ্রদং সৰ্বাহুষ্ঠাননান্তাপ্তিকরং গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রং  
শ্রোতুকামঃ পৃচ্ছতি ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

বিদ্যা বেদবিদ্যা ॥ ২—৪ ॥

ভগবতা ব্রহ্মণা ॥ ৫—৭ ॥

নারদ কহিলেন ; ভগবন্ ! আপনি সৰ্বশাস্ত্রের ও সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্ব বিদিত আছেন,  
এজন্য আমি আপনার নিকট হইতে ঐতি শ্রুতি ও পুরাণের সমস্ত রহস্য শ্রবণ করিয়াছি ।  
একণে জিজ্ঞাসা করি, কোন উপায় দ্বারা সৰ্বপাপবিনাশিনী বেদবিদ্যার লাভ হয় ;  
কিসের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষসাধন হইতে পারে ; কোন উপায় অবলম্বন করিলে  
ব্রাহ্মণগণের চরমগতি লাভ হয় ; কোন উপায় দ্বারা মৃত্যু-জয় হইতে পারে এবং কিসের  
দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে উত্তম ফল লাভ করিতে পারা যায় ; হে পদ্মলোচন !  
আপনি অহরহঃ করিয়া তৎসমস্তই বিবৃতরূপে বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ! তুমি উত্তম প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছ, একত ভোমকে  
ধন্যবাদ প্রদান করি । একণে, আমি গায়ত্রীর অষ্টাধিক সহস্রনাম কীৰ্ত্তন করিতেছি  
তাহা হিরতিতে বহুপুণ্য প্রদান কর ॥ ৪ ॥ এই সৰ্বপাপ-বিনাশন অষ্টোত্তর সহস্রগায়ত্রীর

অকৌতরসহস্রস্ত ঋষিহীমা প্রকীৰ্তিতঃ ।

ছন্দোহমুৰ্তুপ্ তথা দেবী গায়ত্রী দেবতা স্মৃতা ॥ ৬ ॥

হলো বীজানি তস্মৈব স্বরাঃ শত্ৰুয় ঈরিতাঃ ॥ ৭ ॥

অঙ্গন্যাসকরশাসাবুচ্যেতে মাতৃকাকরৈঃ ।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকানাং হিতায় বৈ ॥ ৮ ॥

[রক্তশ্বেতহিরণ্যনীলধবলৈষু ক্তাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাং

রক্তাং রক্তনবস্রজং মণিগণৈর্ঘূক্তাং কুমারীমিমাম্ ।

গায়ত্রীং কমলাসনাং করতলব্যানকুণ্ডলযুজাং

পদ্মাক্ষীঞ্চ বরস্রজঞ্চ দধতীং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥ ৯ ॥

[অচিন্ত্যলক্ষণাব্যাক্তাপ্যর্থমাতৃমহেশ্বরী ।

অমৃতার্ণবমধ্যস্থাপ্যজিতা চাপরাজিতা] ॥ ১০ ॥

মাতৃকাকরৈরিতি । মাতৃকামন্ত্রবৃদ্ধ এবাস্ত বৃদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালিকগায়ত্রীসঙ্কারুপায়া দেব্যা ধ্যানমাহ রক্তেতি । রক্তশ্বেতহিরণ্যনীল-  
ধবলৈর্নানাবর্ণবিংশষ্টৈর্মণিগণৈর্ঘূক্তামিত্যর্থঃ । প্রাতঃ সঙ্কার্যাস্ততুর্ধ্বকুণ্ডলাং পঞ্চমুখদ্বেন  
বর্ণনং ন যুক্তমিতি মণিগণৈরিত্যশ্চৈব বিশেষণং যুক্তম্ । রক্তনবস্রজং রক্তপুষ্পস্রজ-  
মিত্যর্থঃ । কুণ্ডং কুণ্ডিকাং অযুজং চ করতলাভ্যাং ব্যানকং ধৃতং যরা । বরমিষ্টম্ ।  
স্রজমক্ষমালাম্ ॥ ৯ ॥

অথ মাতৃকাকরক্রমেণৈব সহস্রনামাহ্যচ্যাস্তে । তত্র প্রথমতোহচিন্ত্যলক্ষণেত্যারম্ভা-  
স্ত্যজাচিৎতেত্যস্তান্তকারাদীনি পঞ্চত্রিংশদনামাত্রাহ অচিন্ত্যলক্ষণেতি । অবুদ্ধিগম্যলক্ষণে-  
ত্যর্থঃ । যতো বাচো নিবর্তন্তে ইতি শ্রুতেঃ । অব্যাক্তা অস্পষ্টা নামরূপরহিতেত্যর্থঃ ।  
তদ্ব্যোদয়হীব্যাক্ততমাসীত্তদানুরূপাভ্যাং ব্যাক্তিরিত্য ইতি শ্রুতেঃ । অর্থমাতরঃ প্রণবাক্যপার্থ-  
পরিচ্ছেদক । ব্রহ্মাদয়ঃস্বভাঃ মহেশ্বরী নিরঞ্জী । অপিশবঃ সঙ্ঘাতাবারাসন্দেহার্থঃ । অজিতা  
নাশ্চৈজিতা । অপরাজিতা যুদ্ধে ন পরাজিতা ন পরাক্রমঃ প্রাপ্তা । অজিতাপরাজিতেই-  
পীঠশক্ত্যন্তর্গতে দেবতে বা ॥ ১০ ॥

নাম ভগবান ব্রহ্মা পূৰ্বে রচনা করিয়া স্বয়ংই পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ইহার ঋষি ব্রহ্মা,  
ছন্দ অমুৰ্তুপ্, দেবতা গায়ত্রী, বীজ হল্বর্ণ ও শক্তি সুরবর্ণ বলিয়া জানিবে ॥ ৬-৭ ॥  
মাতৃকাবর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ দ্বারাই অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিবে । নারদ ! এক্ষণে,  
সাধকগণের মঙ্গলজন্য ইহাতে যেসকল ধ্যান করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥  
যিনি, রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীতাদি নানাবর্ণের মণিনিকর দ্বারা বিভূষিতা ; যিনি ত্রিনয়নী  
ও রক্তবর্ণা ; দ্ব্যহার গলদেশে রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা বিরাজিত রহিয়াছে ; যিনি হস্তদ্বারা,  
কুণ্ডিকা, অক্ষমালা, পদ্ম ও বর ধারণ করিতেছেন ; আমি সেই পদ্মগজীনয়না হংসবাহুমা  
কমলাভূতা কুমারী গায়ত্রীদেবীকে ভজনা করি ॥ ৯ ॥

[অগ্নিমাদিগুণাধারাপ্যৰ্কমণ্ডলসংস্থিতা ।

অজরাজাপরাধৰ্ম্মা অক্ষসূত্রধরাধরা ॥ ১১ ॥

অকারাদিক্কারান্তাপ্যরিষড্ বর্গভেদিনী ।

অঞ্জনাঙ্গিপ্রতীকাশাপ্যঞ্জনাঙ্গিনিবাসিনী ॥ ১২ ॥

অদিতিশচাজপাবিদ্যাপ্যরবিন্দনিভেক্ষণা ।

অন্তঃস্বহিঃস্থিতাবিদ্যাধ্বংসিনী চান্দ্রাঙ্গিকা ॥ ১৩ ॥

অজা চাজমুখাবাসাপ্যরবিন্দনিভাননা ।

অর্দ্ধমাত্রার্থদানজ্ঞাপ্যরিমণ্ডলমর্দিনী ॥ ১৪ ॥

অম্বরঙ্গী হ্রমাবাস্তাপ্যলক্ষ্মীস্বাস্ত্যজার্চিতা ।

আদিলক্ষ্মীশচাদিশক্তিরাকৃতিশ্চায়তাননা ॥ ১৫ ॥

অগ্নিমাদিগুণা অগ্নিমাদিসিদ্ধয়ন্তেষামাধারা আধারাত্মকত্বা । অজা অজামেকামিতি  
প্রত্যয়ে । ন পরোহধিকো যন্তাঃ সাপরা । ন ধর্ম্মো জাত্যাদিনিমিত্তো যন্তাঃ সাধর্ম্মা ।  
অথরা নিকটরূপাণীয়েমব ॥ ১১ ॥

অকার আদিযন্তাঃ ককারোহন্তে যন্তাঃ সা । মাতৃকারূপিণীতার্থঃ ॥ ১২ ॥

অদিতিদেবমাতো । অজপা গায়ত্রী । অবিদ্যা জীবোপাধিত্ত্ব স্বঃসিনী ॥ ১৩ ॥

অজা ছাগী । অজমুখং বৃক্ষমুখং তন্নিম্নিবাসো যন্তাঃ । অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যোক্ত্যুজা ।  
অর্ধমাত্রং পুরুষার্থচতুষ্টয়দানং তন্ত জ্ঞা জ্ঞাতীতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অস্ত্যজা মাতঙ্গীকপিণী ভয়াচিহ্না পূজিতা । আদিলক্ষ্মীঃ ইত্যারভাস্ত্ররক্ষাস্তনশিনী-  
ত্যস্ত্যজাভারাদীনি স্বাবিশতিনামানি । আদিলক্ষ্মীঃ সাম্যাবস্থামাশ্রয়বলবৃদ্ধমুষ্টিঃ । তন্ত-  
কাক্ষনবর্ণাভা তন্তকাক্ষনভূষণেতি রহস্তোক্তা মহালক্ষ্মীঃ । আদিশক্তিস্থায়া । আকৃতিয়া-  
কাররূপিণী । আয়তং হাশ্তেন বিস্তৃতমাননং যন্তাঃ ॥ ১৫ ॥

নারদ ! এক্ষণে অকারাদিক্রমে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তরসহস্র নাম কীর্তন করিতেছি  
শ্রবণ কর । সেই গায়ত্রীদেবীর লক্ষণ সকল বুঝির অগম্য বলিয়া তিনি অচিন্ত্যলক্ষণা  
বলিয়া কীর্তিতা হন । সেইরূপ তাহার রূপাদি নাই বলিয়া অব্যাক্তা, বুদ্ধাদির নিয়ন্ত্রী  
বলিয়া অর্থমাতৃমহেশ্বরী, অমৃতার্ণবমধ্যস্থা, অজিতা ও অপরাজিতা নামে কীর্তিতা হইলেন ॥ ১০ ॥  
তিনি অগ্নিমাদিগুণের আধার, অর্কমণ্ডলের মধ্যস্থিতা, অজরা, তাহার উৎপত্তি নাই  
বলিয়া অজা, তাহা হইতে অজ কোনও বস্তু শ্রেষ্ঠ নয় বলিয়া তিনি অপরা, তাহার  
জাত্যাদি ধর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি অধর্ম্মা, অক্ষসূত্রধরা ও অথরা নামে কীর্তিতা হন ॥ ১১ ॥  
পঞ্চাশৎ বর্ণমালাকপিণী বলিয়া অকারাদি-ককারান্তা ; কাম ক্রোধাদির শালিনী বলিয়া  
অরিষড্ভগ্ভেদিনী এবং কৃষ্ণাকী বলিয়া অঞ্জনাঙ্গিপ্রতীকাশা ও অঞ্জনাঙ্গিনিবাসিনী বলিয়া  
কথিতা হন ॥ ১২ ॥ তাঁহার অপরা নাম, অদিতি, অজপা, অবিদ্যা, অরবিন্দনিভেক্ষণা,  
অন্তঃস্বহিঃস্থিতা, অবিদ্যাধ্বংসিনী ও আন্দ্রাঙ্গিকা ॥ ১৩ ॥ তিনি নিত্য বলিয়া অজা, ব্রহ্মার  
বদনবিরাজিনী বলিয়া অজমুখাবাসা, জুবদনা বলিয়া অরবিন্দনিভারনা, স্বাক্ষনবর্ণাঙ্গিকা

আদিত্যপদবীচারাধ্যাদিত্যপরিষেবিতা ।

আচার্য্যাবর্ত্তনাচারাধ্যাদিমুক্তিনিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

আগ্নেয়ী চামরী চাদ্যা চারাদ্যা চাননস্থিতা ।

আধারনিলয়াধারা চাকাশান্তনিবাসিনী ॥ ১৭ ॥

আদ্যাক্ষরসমায়ুক্তা চান্তরাকাশরূপিণী ।

আদিত্যমণ্ডলগতা চান্তরধ্বাস্তনাশিনী ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিা চেফদা চেফা'চেন্দীবরনিভেক্ষণা ।

ইরাবতী চেদ্রপদা চেদ্রাণী চেন্দুরূপিণী ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা চেমুসন্ধানকারিণী ।

ইন্দ্রনীলসমাকারা চেড়াপিঙ্গলরূপিণী ॥ ২০ ॥

আদিত্যপদবী আদিত্যমার্গভ্রমিঃস্চারশরণং যজ্ঞাঃ । আদিত্যোনাদিত্যপুঞ্জেন পরি-  
সেবিতা । আচার্য্য্য স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী । আবর্ত্তনা অগদ্বর্ত্তয়ত্রী । আচার্য্য দক্ষিণাচারাধ্যা-  
চাররূপিণী । আদিমুক্তিবৃদ্ধ তন্মিহিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

আগ্নেয়ী অগ্নিদেবতাকা ঋক্ দিশা বা । আমরী অমরাণামিহং পুরী আমরী । অমরা-  
বতীরূপিতার্থঃ । আধারো মূলধারঃ স নিলয়ো বাসস্থানং যজ্ঞাঃ কুণ্ডলিতাঃ সা আধারা  
সর্বাধাররূপিণী । আকাশান্তোহহঙ্কারতৎ তন্মিহাকাশন্ত লয়াৎ তন্মিহিবাসিনী ॥ ১৭ ॥

অন্তরে দেহমধ্যে ভব আকাশো মহাকাশান্তরূপিণী । আন্তরধ্বাস্তমবিদ্যাঙ্ককারণন্ত  
নাশিনী ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিের্যারভ্য ইন্দ্রাকীত্যস্তামি ত্রয়োদশত্বেক্ষকারাদীনি নামানি । চকারঃ সঙ্ঘাতা-  
বর্থঃ । ইরাবতী ইরা ভুবাক্ হ্রাসুস্থিতি মেদিনীকোষাৎ ভুবাক্ হ্রাসুতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডঃ পৌণ্ড্র কুণ্ডলস্থেন সংযুক্তা । পৌণ্ড্র কুণ্ডাশা কুণ্ডলবাহুহস্তে নমস্তে  
জগদেকমাতরিত ললিতাধানে উক্তবাৎ ॥ ২০ ॥

বলিয়া অর্দ্ধনাত্রা, পূর্ব্বার্থপ্রদান করেন বলিয়া অর্ধদানজ্ঞা, এবং অগ্নিমণ্ডলমন্দিরী,  
অমররী, অমাবাত্তা, অলক্ষ্মীরী ও অন্ত্যজার্জিতা বলিয়া কীর্ত্তিতা হন । নারদ ! এইরূপ  
তাহার আকারাদি নাম, আদিগন্ধী, আদিশক্তি, আকৃতি, আয়তাননা, আদিত্য-পদবীচারা,  
আদিত্য-পরিষেবিতা, আচার্য্য্য, আবর্ত্তনা, আচার্য্য ও আদিমুক্তিনিবাসিনী বলিয়া  
জানিবে ॥ ১৪—১৬ ॥ এইরূপ তিনি, আগ্নেয়ী, আমরী, আদ্যা, আরাধ্যা, আসনস্থিতা,  
মূলধারনিবাসিনী বলিয়া আধারনিলয়া, সকলের আশ্রয় স্থান বলিয়া আধারা এবং—  
অহন্তধ্বরূপিণী বলিয়া আকাশান্তনিবাসিনী নামে বিখ্যাতা হইলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপ তাহার  
অপর নাম আদ্যাক্ষরসমায়ুক্তা, আন্তরাকাশরূপিণী, আদিত্যমণ্ডলগতা ও আন্তরধ্বাস্ত-  
নাশিনী স্বর্ধাৎ জীবমোহমিহনাশিনী ॥ ১৮ ॥ নারদ ! এইরূপ তাহার ইকারাদি নাম,  
ইন্দ্রিা, ইফদা, ইফা, ইন্দীবরনিভেক্ষণা, ইরাবতী, ইন্দ্রপদা, ইন্দ্রাণী, ইন্দুরূপিণী, ইক্ষু-  
ধর্ম্মারিণী বলিয়া ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা, ইক্ষুসন্ধানকারিণী, ইন্দ্রনীলসমাকারা, ইড়াপিঙ্গল-

ইন্দ্রাক্ষী চেশ্বরীদেবী চেহাজ্রয়বিবৰ্জিতা ।

উমা চোষা হুড়ুনিভা উর্কারকফলাননা ॥ ২১ ॥

উড়ুপ্রভা চোড়ুমতী হুড়ুপা হুড়ুমধ্যগা ।

উর্কঃ চাপ্যর্ককেশী চাপ্যর্কধোগতিভেদিনী ॥ ২২ ॥

উর্কবাহপ্রিয়া চোর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহদায়িনী ।

ঋতং চর্ম্মির্ভূমতী ঋষিদেবনমস্কৃতা ॥ ২৩ ॥

ঋধেদা ঋণহর্ত্রী চ ঋষিমণ্ডলচারিণী ।

ঋদ্ধিদা ঋজুমার্গস্থা ঋজুধর্ম্মা ঋতুপ্রদা ॥ ২৪ ॥

ঋধেদনিলয়া ঋক্ষী লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী ।

লুতারিবরসম্ভূতা লুতাদিবিষহারিণী ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্রাক্ষী শতাক্ষীনামী দেবতা। ঈশ্বরীদেবী ঈহাজ্রয়বিবৰ্জিতেতি নামদ্বয়ং দীর্ঘে-  
কারাদিকম্। ঈশ্বরীগণং মহাকাল্যানীনাম্ দেবীশ্বরীদেবী। ঈহাজ্রয়মেষণাজ্রয়ং তেন  
বিবৰ্জিতা। উমেত্যারভোড়ুমধ্যগেত্যস্ত্রষ্ট্রৌ হৃষোকারাদীনী নামানি। উমা প্রসিদ্ধা।  
উষা রাজিশেষরূপিণী বাণাস্বরসূতা বা। উষাবাণসূতারাজ্যোয়রিতি মেদিনী। উড়ুনিভা  
নক্ষত্রসদৃশী। উর্কারকং কর্কট ॥ ২১ ॥

উড়ুপা পোতরূপিণী বা। উর্কাদীনুর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহদায়িনীত্যন্তানি পঞ্চ দীর্ঘো-  
কারাদীনী নামানি। উর্কমূর্কদেশরূপিণী। উর্ককেশী উর্কঃ কেশা যন্তাঃ। উর্কধোগতি-  
রূচনীচগতিস্তস্তা ভেদিনী ॥ ২২ ॥

উর্ম্মিমালা সমুজ্রতরঙ্গমালা তৎপ্রচাণঃ গ্রহঃ কবিতারূপঃ কক্ষারূপো বা তন্ত দায়িনী।  
ঋতমিত্যাদীনী ঋজীত্যন্তানি ত্রয়োদশহৃষককারাদীনী নামানি। ঋতং হনৃতবাণীরূপা  
ঋষির্কেশদরূপা। ঋতুমতী রজস্বলা ॥ ২৩—২৪ ॥

দার্ষক্যকারাদীনাম্ নার্যামপ্রসিদ্ধাত্তানি নোক্তানি। ঋকারাদিনামান্ত্যাপ্রসিদ্ধানি  
যদ্যপি তথাপি ঋকারে লকারস্ত সন্তাত্তদাদিকমেব নামজয়মুচ্যতে। লুতারিবরসম্ভূতা।  
ভুক্তে লুতা তুর্ণনাভপিপীলিকাগদাস্তরে ইতি মেদিনীকোষানুতা যোগবিশেষবত্ততা ঋরিবরঃ  
শক্ত্রে চতুরাশকো রত্নঃ স সম্ভূতো যন্তাঃ সা ॥ ২৫ ॥

রূপিণী, ইন্দ্রাক্ষী এবং ঈশ্বরী ও ঈহাজ্রয়-বিবৰ্জিতা বলিয়া জানিবে। এইরূপে সেই  
গায়ত্রীদেবী, উমা, উষা, উড়ুনিভা, উর্কারকফলাননা, উড়ুপ্রভা, উড়ুমতী, উড়ুপা,  
উড়ুমধ্যগা, উর্ক, উর্ককেশী, উর্কধোগতিভেদিনী, উর্কবাহপ্রিয়া এবং উর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহ-  
দায়িনী বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। তিনি সত্যরূপা বলিয়া ঋত, বেদরূপা বলিয়া ঋষি, বিষ্ণুনন্দী  
বলিয়া ঋতুমতী, সর্গপূজনীয়া বলিয়া ঋষিদেবনমস্কৃতা, বেদশ্রেষ্ঠা বলিয়া ঋধেদা,  
সর্গাতীষ্টপ্রদা বলিয়া ঋণহর্ত্রী, বিদ্যাশ্বরূপা বলিয়া ঋষিমণ্ডলচারিণী নামে কথিত হন।  
এইরূপে তাঁহার অপর নাম ঋদ্ধিদা, ঋজুমার্গস্থা, ঋজুধর্ম্মা, ঋতুপ্রদা, ঋধেদনিলয়া, ঋক্ষী,  
লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী, লুতারিবরসম্ভূতা ও লুতাদিবিষহারিণী ॥ ১১—২৫ ॥ নারদ! সেই

একাক্ষরা চৈকমাত্রা চৈকা চৈকৈকনিষ্ঠিতা ।

ঐন্দ্রী হৈরাবতারুতা চৈহিকামুদ্রিকপ্রদা ॥ ২৬ ॥

ওঙ্কারা হ্যোষধী চোতা চোতপ্রোতনিবাসিনী ।

ওঁর্কা হ্যোষধসম্পন্না ওঁপাসনফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥

অংডমধ্যস্থিতা দেবী চাঃকারমহুরূপিণী ।

কাত্যায়নী কালরাত্রিঃ কামাকী কামমুন্দরী ॥ ২৮ ॥

কমলা কামিনী কান্তা কামদা কালকণ্ঠিনী ।

করিকুন্তন্তনভরা করবীরমুখবাসিনী ॥ ২৯ ॥

কল্যাণী কুণ্ডলবতী কুরুক্ষেত্রনিবাসিনী ।

কুরুবিন্দদলাকারা কুণ্ডলী কুমুদালয়া ॥ ৩০ ॥

একাক্ষরেত্যারভ্য নাম চতুঃসংকারবর্ণাদিকমর্থস্ত স্পষ্ট এব । ঐন্দ্রীত্যাদিনামত্রয়-  
মৈকারাদিকম্ । ঐহিকামুদ্রিকফলন্ত প্রদাত্রীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ওঙ্কারেতাদীনি চছারি নামান্তোকারাদীনি । ওঙ্কারা প্রণবরূপিণী । ওতা মধি-  
মুত্রবৎ সর্ষভান্তরে স্থিতা । কশ্মিরিদমোতং চেতি শ্রুত্যা পরমায়ুনি সর্ষং জগতোতক  
প্রোতকান্তীতি । তন্নিম্নোতপ্রোতে জগতি নিবসতি তচ্ছীলা ওতপ্রোতনিবাসিনীত্যর্থঃ ।  
ওঁর্কেত্যাদিনামত্রয়মৌকারাদিকম্ । উর্ক্যাং ভবা ওঁর্কা ॥ ২৭ ॥

অমুখারাদিকমেকং নাম । বিসর্গাদিকমেকং নাম অংডমধ্যস্থিতানাং শক্তিীনাং দেবী-  
ত্যর্থঃ । অঃকাররূপো বিসর্গরূপো যো মন্ত্রস্তজপিণী তন্ত্ররাজে বিসর্গত শক্ত্যায়ুকাঙ্ক্ষন বর্ণ-  
নাং । যারশক্ত্যভিঃ সর্গঃ সর্ষভূতায়কঃ প্রকুরিতি তন্ত্রাতরোক্তেষু । কাত্যায়নোত্যারভ্য  
কুক্ষিস্থাণিবিষ্টপেত্যন্তানি একোনসপ্ততিকারাদীনি নমানি ॥ ২৮ ॥

করবীরমুখবাসিনী । করবীরঃ কৃপাণী শাট্টেত্যভেদাশ্চমারয়োরিতি মেদিনীকোষাৎ ।  
করবীরে । দৈতাবিশেষস্তেন পুজিতা মুখবাসিনীত্যর্থঃ । যদা করবীরং মহালক্ষ্মীক্ষেত্রং তজ্জ  
নিবসনশীলোত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুরুবিন্দদলাকারা কুরুবিন্দরত্নভেদে মুক্তাকৃদ্বায্যোঃ পুমানিতি মেদিনীকোষানু-  
দলাকারেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

গায়ত্রীদেবীর অপরা নাম, একাক্ষরা, একমাত্রা, একা, একৈকনিষ্ঠিতা, ঐন্দ্রী, ঐরাবতারুতা,  
ঐহিকামুদ্রিকপ্রদা, ওঙ্কারা, ওষধী, ওতা, ওতপ্রোতনিবাসিনী, ওঁর্কা, ওষধসম্পন্না, ওঁপাসন-  
ফলপ্রদা, অংডমধ্যস্থিতা এবং বিসর্গরূপিণী বলিয়া অঃকারমহুরূপিণী বলিয়া জানিবে ।  
নামদ ! সেই পরমার্থা গায়ত্রীদেবীর পরবর্ণসংবলিত নাম সকল কর্ত্তন করিয়াম,  
এক্কে ব্যক্তনবর্ণসংবলিত নাম সকল শ্রবণ কর । কাত্যায়নী, কালরাত্রি, কামাকী,  
কামমুন্দরী, কমলা, কামিনী, কান্তা, কামদা, কালকণ্ঠিনী, পীনতলী বলিয়া করিকুন্ত-  
ন্তনভরা, করবীরদৈতাপুজিতা বলিয়া করবীরমুখবাসিনী, কল্যাণী, কুণ্ডলবতী, কুরুক্ষেত্র-  
নিবাসিনী, কুরুবিন্দদলাকারা, কুণ্ডলী ও কুমুদালয়া ॥ ২৬—৩০ ॥ এইরূপ তাঁহার অপরা

কালজিহ্বা করালান্তা কালিকা কালরূপিণী ।  
 কমনীয়গুণা কাস্তিঃ কলাধারা কুমুদভী ॥ ৩১ ॥  
 কৌশিকী কমলাকারা কামচারপ্রভঞ্জিনী ।  
 কোমারী করুণাপার্শ্বী ককুবন্তা করিপ্রিয়া ॥ ৩২ ॥  
 কেশরী কেশবনুভা কদম্বকুম্মপ্রিয়া ।  
 কালিন্দী কালিকা কাঞ্চী কলশোদ্ভবসংস্কৃতা ॥ ৩৩ ॥  
 কামমাতা ক্রতুমতী কামরূপা কৃপাবতী ।  
 কুমারী কুণ্ডনিলয়া কিরাডী কীরবাহনা ॥ ৩৪ ॥  
 কৈকেয়ী কোকিলালাপা কেতকী কুম্মপ্রিয়া ।  
 কমণ্ডলুধরা কালী কৰ্ম্মনির্মূলকারিণী ॥ ৩৫ ॥  
 কলহংসগতিঃ কক্ষা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ।  
 কস্তুরীতিলকা কত্রা করীন্দ্রগমনা কুহুঃ ॥ ৩৬ ॥  
 কপূরলেপনা কৃষ্ণা কপিলা কুহরাশ্রয়া ।  
 কুটুম্বা কুধরা কত্রা কুক্ষিস্থাখিলবিষ্টিপা ॥ ৩৭ ॥

---

কামচারো যথেষ্টাচরণঃ তন্ত নাশিনী । ককুবন্তা ককুতাং দিশানামস্তাবসানরূপা ॥ ৩২ ॥  
 কেশরী সিংহরূপিণীত্যর্থঃ । কলশোদ্ভবোৎপত্তিস্তেন সংস্কৃতা ॥ ৩৩ ॥  
 কুণ্ডময়িহোদ্ভবকুণ্ডং তদিলয়া ॥ ৩৪ ॥  
 কেতকীতি স্বতন্ত্রনাম । কুম্মপ্রিয়ৈতি স্বতন্ত্রনাম । কালীত্যত্র ক্রুরেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৫ ॥  
 কক্ষেত্যত্র কক্ষেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥  
 কক্ষেত্যত্র কক্ষেত্যপি পাঠঃ । কুটী অকুটী । কস্ত্রেতি পুনরুক্তং নাম । তদর্থন্ত পূৰ্ব্বত্র  
 কত্রা স্তম্ভরী । বিতীয়ে কস্ত্রানারী কাচন দেবাদনা কস্ত্রেতিপাঠে ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

---

নাম কালজিহ্বা, করালান্তা, কালিকা, কালরূপিণী, কমনীয়গুণা, কাস্তি, কলাধারা,  
 কুমুদভী, কৌশিকী, কমলাকারা এবং যথেষ্টাচরণের প্রতিরোধকর্তৃণী বলিয়া কামচার-  
 প্রভঞ্জিনী । এইরূপ তিনি কোমারী, দয়াবতী বলিয়া করুণাপার্শ্বী, সৰ্ব্বদগ্ধিধাত্রী বলিয়া  
 ককুবন্তা ও করিপ্রিয়া নামে কথিত হন ॥ ৩১—৩২ ॥ সেইরূপ তাঁহার অপর নাম  
 কেশরী, কেশবনুভা, কদম্বকুম্মপ্রিয়া, কালিন্দী, কালিকা, কাঞ্চী, কলশোদ্ভবসংস্কৃতা  
 অর্থাৎ অগস্ত্যমুনি-পুজিতা ॥ ৩৩ ॥ কামমাতা, ক্রতুমতী, কামরূপা কৃপাবতী, কুমারী,  
 কুণ্ডনিলয়া, কিরাডী, কীরবাহনা অর্থাৎ খগাঙ্কতা, কৈকেয়ী, কোকিলালাপা অর্থাৎ  
 কুম্মধূতাবিণী, কেতকী, কুম্মপ্রিয়া, কমণ্ডলুধরা, কালী, কৰ্ম্মনির্মূলকারিণী অর্থাৎ  
 জ্ঞানপ্রদা, কলহংসগতি অর্থাৎ মহরগমনা, কক্ষা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, কস্তুরীতিলকা, কত্রা  
 অর্থাৎ স্তম্ভরী, করীন্দ্রগমনা, কুহু, কপূরলেপনা অর্থাৎ হুজারী, কক্ষা, কপিলা,

খড়গখটকরা খৰ্কা খেচরী খগবাহনা ।  
 খট্টাঙ্গধারিণী খ্যাতা খগরাজোপরিস্থিতা ॥ ৩৮ ॥  
 খলরী খণ্ডিতজরা খড়াখ্যানপ্রদায়িনী ।  
 খণ্ডেন্দুতিলকা গঙ্গা গণেশগুহপূজিতা ॥ ৩৯ ॥  
 গায়ত্রী গোমতী গীতা গান্ধারী গানলোলুপা ।  
 গৌতমী গামিনী গাধা গন্ধর্বাঙ্গসেবিতা ॥ ৪০ ॥  
 গোবিন্দচরণাক্রান্তা গুণজয়বিভাবিতা ।  
 গন্ধর্ব্বী গহ্বরী গোত্রা গিরীশা গহনা গমী ॥ ৪১ ॥  
 গুহাবাসা গুণবতী গুরুপাপপ্রণাশিনী ।  
 গুর্ব্বী গুণবতী গুহ্যা গোপুত্র্যা গুণদায়িনী ॥ ৪২ ॥  
 গিরিজা গুহ্মাতঙ্গী গরুড়ধ্বজবল্লভা ।  
 গর্ব্বাপহারিণী গোদা গোকুলস্থা গদাধরা ॥ ৪৩ ॥

খড়গখটকরোত্তরভা খণ্ডেন্দুতিলকেত্যস্তানি একাদশ বকারাদীনি নামানি । খড়গ-  
 খটকরোতি একং নাম বোধ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

খড়াখ্যানপ্রদায়িনী । খড়ঃ পানাস্তরে ভেদ ইতি মেদিনীকোষাৎ খড়ঃ পানশাস্ত্রং ভেদ-  
 শাস্ত্রং বা তদ্রূপাখ্যানদায়িনী । গদ্যোত্তরভা গুহ্মগুণবর্ত্তিনীত্যস্তানি ষট্ ত্রিংশদকারাদীনি  
 নামানি । গণেশগুহপূজিতোক্তং নাম ॥ ৩৯ ॥

গামিনী গমনশীলা । গাধা প্রতিষ্ঠারূপিণী । গন্ধর্বাঙ্গসেবিতা সকারলোপ আর্থঃ ॥ ৪০ ॥

গোত্রা পৃথ্বী । গমী । গমো নাক্ষত্রিকোত্তরাদপৰ্য্যালোচনেনৈধ্বনীতি মেদিনীকোষাৎ-  
 গমঃ অপৰ্য্যালোচনং তদ্রূপাখ্যানার্থে অর্থবাদ্যচ্ । গুহ্ম জীত্যর্থং পুংযোগাদাখ্যানমিতি  
 ভীপ্ ॥ ৪১—৪৩ ॥

কুহরাশ্রয়া, কুটস্থা, কুধরা, কত্রা এবং কুক্ষিস্থাধিলবিষ্টপা অর্থাৎ তাঁহার কুক্ষিমধ্যে সমস্ত  
 বিষই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৪—৩৭ ॥

নারদ ! গায়ত্রীদেবীর বকারাদি নাম সকল কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে বকারাদি নাম  
 সকল বর্ণিতোছি শ্রবণ কর । সেই গায়ত্রী দেবী খড়গখটকরা, খৰ্কা, খেচরী, খগবাহনা,  
 খট্টাঙ্গধারিণী, খ্যাতা অর্থাৎ বিখ্যাতা, খগরাজোপরিস্থিতা অর্থাৎ গন্ধর্বাঙ্গসেবিতা, খলরী,  
 খণ্ডিতজরা অর্থাৎ স্থিরবোবনা, খড়াখ্যানপ্রদায়িনী এবং খণ্ডেন্দুতিলকা অর্থাৎ অঙ্কচক্র-  
 বিবৃতিতালিকা উক্তা হন । এইরূপ তাঁহার বকারাদি নাম সকল গঙ্গা, গণেশগুহপূজিতা,  
 গায়ত্রী, গোমতী, গীতা, গান্ধারী, গানলোলুপা, গৌতমী, গামিনী, গাধা অর্থাৎ সর্ব্বত্র  
 প্রতিষ্ঠারূপিণী, গন্ধর্বাঙ্গসেবিতা, গোবিন্দচরণাক্রান্তা, গুণজয়বিবৃতিতালিকা, গন্ধর্ব্বী, গহ্বরী,  
 গোত্রা অর্থাৎ পৃথিবীরূপা, গহনা অর্থাৎ অরণ্যানীরূপা, গমী অর্থাৎ সর্ব্বাপৰ্য্যালোচনা-



গোকর্ণনিলয়াসক্তা শুভ্রমণ্ডলবর্তিনী ।

বর্ষদা ঘনদা ঘণ্টা ঘোরদানবমর্দ্দিনী ॥ ৪৪ ॥

ঘৃণিমস্ত্রময়ী ঘোষা ঘনসম্পাতদায়িনী ।

ঘণ্টারবপ্রিয়া ত্রাণা ঘৃণিসম্ভটিকারিণী ॥ ৪৫ ॥

ঘনারিমণ্ডলা ঘূর্ণা য়তাতী ঘনবেগিনী ।

জ্ঞানধাতুময়ী চৰ্চ্চা চৰ্চ্চিতা চাকুহাসিনী ॥ ৪৬ ॥

চটুলা চণ্ডিকা চিত্রা চিত্রমালাবিভূষিতা ।

চতুর্ভুজা চারুদন্তা চাতুরী চরিতপ্রদা ॥ ৪৭ ॥

চুলিকা চিত্রবস্ত্রাস্তা চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা ।

চন্দ্রহাসা চারুদাত্রী চকোরী চন্দ্রহাসিনী ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রিকা চন্দ্রধাত্রী চ চৌরী চোরা চ চণ্ডিকা ।

চঞ্চদ্বাগ্ভাদিনী চন্দ্রচূড়া চোরবিনাশিনী ॥ ৪৯ ॥

গোকর্ণনিলয়াসক্তা গোকর্ণস্থানাসক্তা । বর্ষদেব্যারভ্য ঘনবেগিনীত্যন্তানি চতুর্দশ  
বকারাদীনি নামানি ॥ ৪৪ ॥

ঘৃণিমস্ত্রঃ সূর্য্যমস্ত্রঃ ॥ ৪৫ ॥

ঘনং নিবিড়মরিমণ্ডলং দৈত্যরূপং যন্তাঃ সা । ওকারাদিনাম্নোহপ্রসিদ্ধত্বাঙ্কপ্রোষণে জ  
ইত্যকরং নিম্পন্নং তন্তু কচিৎপ্রায়াং ওকাররূপেণোচ্চারাৎ তদাদিকমেকমেব নাম জ্ঞানধাতু-  
ময়ীত্বাচ্যতে । জ্ঞানধাতুশিষ্টাত্তময়ী । চৰ্চ্চেত্যারভ্য চাকুহেতুকীন্ত্যতানি চকারাদীন্তে-  
কোনপঞ্চাশদানি । চৰ্চ্চা পরিভাষণক্রিয়ারূপা । চৰ্চ্চিতা চন্দ্রনাদিনা ॥ ৪৬—৪৭ ॥

চুলিকানাটকস্তাঙ্কে কণ্ঠমূলে চ হস্তিনামিতি মেদিনী । চন্দ্রমঃ কর্ণকুণ্ডলং যন্তাঃ সা ।  
চন্দ্রবদাঙ্কলাদকরো হাসো যন্তাঃ । খড়্গরূপা বা । চন্দ্রস্ত হাসিনী হসনশীলা । চন্দ্রাপেক্ষয়া  
স্বস্তাতিশয়াঙ্কলাদজনকত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

চৌরী চুরা শীলমন্তাঃ সা । চোরা চোরঃ পাটকরেহপি ত্র্যাক্ষোরপুশৌষধাবগীতি মেদিনী-  
কোষাদৌষধিবিশেষরূপা ॥ ৪৯ ॥

বিশিষ্টা, শুভাংসা, শুগবতী অর্থাৎ, দয়াদাক্ষিণ্যাদি-শুগবিশিষ্টা, শুকুপাপপ্রণাশিনী, শুক্লী,  
শুগবতী অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী, শুভা, গোপত্যা, শুগদায়িনী, গিরিজা, শুভমাতঙ্গী, গরুড়ধ্বজ-  
বল্লভা, গর্ভাপহারিণী, গোদা অর্থাৎ স্বর্ণপ্রদায়িনী, গোকুলহা, গদাধরা, গোকর্ণনিলয়াসক্তা  
এবং শুভ্রমণ্ডলবর্তিনী । এক্ষণে তাঁহার বকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । বর্ষদা, ঘনদা,  
ঘণ্টা, ঘোরদানবমর্দ্দিনী, ঘৃণিমস্ত্রময়ী অর্থাৎ সূর্য্যমস্ত্ররূপা, ঘোষা, ঘনসম্পাতদায়িনী, ঘণ্টা  
রবপ্রিয়া, ত্রাণা, ঘৃণিসম্ভটিকারিণী অর্থাৎ সূর্য্যদেবের স্ত্রীতিদায়িনী, ঘনারিমণ্ডলা, ঘূর্ণা,  
য়তাতী এবং ঘনবেগিনী । এইরূপ তাঁহার অপর নাম জ্ঞানধাতুময়ী, চৰ্চ্চা, চৰ্চ্চিতা  
চাকুহাসিনী, চটুলা, চণ্ডিকা, চিত্রা, চিত্রমালাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, চারুদন্তা, চাতুরী

চারুচন্দনলিগুঙ্গী চক্ষুসামরবীজিতা ।  
 চারুমধ্যা চারুগতিশ্চন্দ্রিকা চন্দ্ররূপিণী ॥ ৫০ ॥  
 চারুহোমপ্রিয়া চার্বা চরিতা চক্রবাহুকা ।  
 চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা ॥ ৫১ ॥  
 চক্রবাকন্তনী চেক্টা চিত্রা চারুবিলাসিনী ।  
 চিৎস্বরূপা চন্দ্রবতী চন্দ্রমাশ্চন্দনপ্রিয়া ॥ ৫২ ॥  
 চোদয়িত্রী চিরপ্রজ্ঞা চাতকা চারুহেতুকী ।  
 ছত্রযাতা ছত্রধরা ছায়া ছন্দঃপরিচ্ছদা ॥ ৫৩ ॥  
 ছায়াদেবী ছিদ্রনখা ছিন্নেন্দ্রিয়বিসর্পিণী ।  
 ছন্দোমুর্কুপ্ প্রতিষ্ঠাস্তা ছিত্রোপজ্ববভেদিনী ॥ ৫৪ ॥  
 ছেদা ছত্রেখরী ছিন্না ছুরিকা ছেদনপ্রিয়া ।  
 জননী জন্মরহিতা জাতবেদা জগন্ময়ী ॥ ৫৫ ॥  
 জাহ্নবী জটীলা জত্রী জরামরণবর্জিতা ।  
 জম্বদীপবতী জ্বালা জয়ন্তী জলশালিনী ॥ ৫৬ ॥

চন্দ্রিকা কর্ণাটদেশে প্রসিদ্ধা দেবতা । চন্দ্রিকৈতাপি পাঠঃ ॥ ৫০ ॥

চক্রং সূদর্শনং বাহৌ হস্তে যন্তাঃ সা ॥ ৫১ ॥

চন্দ্রমাস্তৎস্বরূপা ॥ ৫২ ॥

চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী । চারুহেতুর্জগৎসর্জনে যন্তাঃ । গৌরাদিপাঠাৎ সাধুত্বম্ । ছত্রযাতা তেভ্যারভা ছেদনপ্রিয়েত্যস্তানি চতুর্দশ ছকারাদীন্যন্যানি । ছন্দঃ পরিচ্ছদা । ছন্দো বশে-  
 হ্যপ্যভিপ্রায়ে ইতি মেদিনীকোষাৎ কোহপি ছন্দো গ্রাহঃ ॥ ৫৩ ॥

ছায়ায়া দেবী শ্যামিনী । ছিদ্রনখা । ছিদ্রং দৃষণরন্ধ্রয়োঃ ইতি মেদিনীকোষাৎ রন্ধ্রবন্তি  
 নখানি যন্তাঃ । ছিন্নেন্দ্রিয়া উপসংহতেন্দ্রিয়াঃ পুরুষা যোগিনস্তেষু বিসর্পতি গচ্ছতি তচ্ছীলা ।  
 ছন্দঃসংজ্ঞকা বাহুটুপ্ তন্তাঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ স্থলতান্তঃ সমাপ্তিঃ । অহুটুপ্ ছন্দঃসম্বন্ধবোধে-  
 ত্যর্থঃ । ছিত্রোপজ্ববাঃ কপটোপজ্ববাস্তেবাং ভেদিনী ॥ ৫৪ ॥

জননীত্যারভা কুণ্ডলেত্যস্তানি চকারিংশজ্জকারাদীন্যন্যানি ॥ ৫৫—৫৮ ॥

চরিতপ্রজ্ঞা, চণিকা, চিত্রবজ্রাতা, চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা, চন্দ্রহাসা, চারুদাত্রী, চেক্টরী, চন্দ্র-  
 হাসিনী, চন্দ্রিকা, চন্দ্রযাত্রী, চৌরী, চোরা, চণ্ডিকা, চক্ষুখাদিনী, চন্দ্রচূড়া, চোরবিনা-  
 শিনী, চারুচন্দনলিগুঙ্গী, চক্ষুসামরবীজিতা, চারুমধ্যা, চারুগতি, চন্দ্রিকা, চন্দ্ররূপিণী,  
 চারুহোমপ্রিয়া, চার্বা, চরিতা, চক্রবাহুকা, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা, চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা, চক্রবাকন্তনী,  
 চেক্টা, চিত্রা, চারুবিলাসিনী, চিৎস্বরূপা, চন্দ্রবতী, চন্দ্রমাঃ অর্থাৎ চন্দ্ররূপিণী, চন্দনপ্রিয়া,  
 চোদয়িত্রী অর্থাৎ জীবরণকে তিনি স্তম্ভতই স্ববকার্যে প্রেরণ করিতেছেন, চিরপ্রজ্ঞা,

জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা জিতামিত্রা জগৎপ্রিয়া ।

জাতরূপময়ী জিহ্বা জানকী জগতী জয়া ॥ ৫৭ ॥

জনিত্রী জহ্নু তনয়া জগদ্রয়হিতৈষিনী ।

জ্বালামুলী জপবতী জ্বরয়ী জিতবিষ্টপা ॥ ৫৮ ॥

জিতাক্রান্তময়ী জ্বালা জাগ্রতী জ্বরদেবতা ।

জ্বলন্তী জলদা জ্যেষ্ঠা জ্যাঘোষাফোটিদ্বিমুখী ॥ ৫৯ ॥

জম্বিনী জম্বুগা জম্বা জলম্মাণিক্যকুণ্ডলা ।

ঝিক্কা ঝণনির্ঘোষা ঝঙ্কামারুতবেগিনী ॥ ৬০ ॥

ঝল্লকীবাদ্যকুশলা ঞরুপা ঞ্ভুজা স্মৃতা ।

টঙ্কবাণসমায়ুক্তা টঙ্কিনী টঙ্কভেদিনী ॥ ৬১ ॥

জিতেন জয়েনাক্রান্তাঃ পুরুষান্তময়ী । জ্যাঘোষাফোটো দ্বিমুখে যন্তাঃ সা জ্যাঘো-  
ষাফোটিদ্বিমুখা । জ্যাঘোষব্যাপ্তিগন্তেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

জম্বিনী । জম্বো ভক্ষ্যে চ দন্তে চেতি কোষান্তক্যবতী দন্তবতী বেত্যর্থঃ । ঝিক্কেত্যা-  
রভ্য চম্বারি ঝকারাদীনী নামানি । ঝিক্কা পক্ষিবিশেষো যন্ত ভবায়াং ঝিকুর বা ইতি  
প্রসিদ্ধিরন্তি । ঝণ ইতি নির্ঘোষো যন্তাঃ । ঝঙ্কাবাত্তে তারবায়্যাবিতি কোষাৎ । ঝঙ্কামারুতো  
ভয়ঙ্করবাত্তদ্বয়েণো যন্তাঃ ॥ ৬০ ॥

ঞকারাদিকং নামধ্বয়ম্ । ঞরুপা । ঞঃ পূমান্ স্তাৎ বলীবর্দে শুকে বামমতাবপীতি  
কোষাৎ বলীবর্দরুপা । ঞঃ শুকো ভূজে হন্তে যন্তাঃ সা স্ত্রামলাঙ্গিকা । ঞ্ভুজা  
এবম্বলীবর্দবৎ ভূজো যন্তা ইতি বা । টঙ্কবাণেত্যাদীনী ষট্ টকারাদীনী নামানি । টঙ্কঃ  
পরশুঃ ॥ ৬১ ॥

চাতকা এবং চাক্কেতুকী । নারদ ! এক্ষণে সেই পরমারাধ্যা গায়ত্রীদেবীর ছকারাদি  
নাম সকল কহিতেছি শ্রবণ কর । ছত্রযাতা, ছত্রধরা, ছায়া, ছন্ধঃপরিচ্ছদা, ছায়াদেবী,  
ছিত্রনখা, ছল্লৈজ্র্যবিসর্পিণী, ছল্লোহুহুটুপ্ৰতিষ্ঠাস্তা, ছিত্রোপজবভেদিনী, ছেলা, ছত্রেশ্বরী,  
ছিন্না, ছুরিকা এবং ছেদনপ্রিয়া । এইরূপ তাঁহার ঝকারাদি নাম, জননী, জন্মরহিতা,  
জাতবেদা, জগন্ময়ী, জাহ্নবী, জটীলা, জৈত্রী, জরামরণবর্জিতা, জম্বুদীপবতী, জ্বালা,  
জম্বন্তী, জলশালিনী, জিতেন্দ্রিয়া, জিতক্রোধা, জিতামিত্রা, জগৎপ্রিয়া, জাতরূপময়ী,  
জিহ্বা, জানকী, জগতী, জয়া, জনিত্রী, জহ্নু তনয়া, জগদ্রয়হিতৈষিনী, জ্বালামূলী,  
জপবতী, জ্বরয়ী, জিতবিষ্টপা, জিতাক্রান্তময়ী, জ্বালা, জাগ্রতী, জ্বরদেবতা, জ্বলন্তী,  
জলদা, জ্যেষ্ঠা, জ্যাঘোষাফোটিদ্বিমুখী, জম্বিনী, জম্বুগা, জম্বা এবং জলম্মাণিক্যকুণ্ডলা ।  
এইরূপ তাঁহার অপর নাম ঝিক্কা, ঝণনির্ঘোষা, ঝঙ্কামারুতবেগিনী, ঝল্লকীবাদ্যকুশলা,  
ঞরুপা, ঞ্ভুজা অর্থাৎ শুকপক্ষীবৎ স্ত্রামলভূজধরবিশিষ্টা, টঙ্কবাণসমায়ুক্তা, টঙ্কিনী,

টঙ্কীগণকৃতাবোষা টঙ্কনীয়মহোরসা ।  
 টঙ্কারকারিণী দেবী ঠঠশব্দনিবাদিনী ॥ ৬২ ॥  
 ডামরী ডাকিনী ডিম্বা ডুগুমারৈকনির্জিতা ।  
 ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা ডমড্‌ডমরুনাদিনী ॥ ৬৩ ॥  
 ডিগীরবসহা ডিম্বলসংক্রীড়াপরায়ণা ।  
 ঢুণ্ডিবিঘ্নেশজননী ঢকাহস্তা ঢিলিত্রজা ॥ ৬৪ ॥  
 নিত্যজ্ঞানা নিকুপমা নিগুণা নন্দা নদী ।  
 ত্রিগুণা ত্রিপদা তন্ত্রী তুলসী তরুণা তরুঃ ॥ ৬৫ ॥  
 ত্রিবিক্রমপদাক্রান্তা তুরীয়পদগামিনী ।  
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশা তামসী তুহিনা তুরা ॥ ৬৬ ॥  
 ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্না ত্রিবলী চ ত্রিলোচনা ।  
 ত্রিশক্তিস্ত্রিপুরা তুঙ্গা তুরঙ্গবদনা তথা ॥ ৬৭ ॥  
 তিমিস্লিগিলা তীত্রা ত্রিশ্রোতা তামসাদিনী ।  
 তন্ত্রমন্ত্রবিশেষজ্ঞা তনুমধ্যা ত্রিবিষ্টপা ॥ ৬৮ ॥

টঙ্কীগণবৎ রুদ্রগণবৎ কৃতাবোষো যয়া সা । টঙ্কনীয়ং বর্ণনীয়ং মহোরো যন্তাঃ সা ।  
 টঙ্কারকারিণীনাং টঙ্কারশব্দং কুর্নস্ত্রীনাং দেবীনাং দেবী স্মিণীত্যর্থঃ । ঠকারাদিক-  
 মেকমেব নাম ॥ ৬২ ॥

ডকারাদিজ্যেষ্ঠী নামানি । ডিম্বা বালকরূপা । ডুগুমারো রাক্ষসঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ডিগীরবো বাদ্যবিশেষবস্ত্রসহা সহনকজ্ঞী । ঢকারাদীনী নামানি । ঢুণ্ডিবিঘ্নেশো  
 ঢুণ্ডিরাজঃ । ঢিলিনামকং গণাঃ শিবপুরাণে প্রসিদ্ধান্তেবাং ত্রজঃ সমুদারো যন্তাঃ সা ॥ ৬৪ ॥  
 নকারাদিনাম্নোহপ্রসিদ্ধান্তংস্থানে নকারাদিনাম পঞ্চকমাহ নিত্যজ্ঞানেতি । ত্রিগু-  
 ণেত্যরভ্য তকারাদীনী বিষ্ণুতিনামানি ॥ ৬৫—৬৮ ॥

টঙ্কভেদিনী, টঙ্কীগণকৃতাবোষা অর্থাৎ রুদ্রগণের জায় শব্দকারিণী, টঙ্কনীয়মহোরসা অর্থাৎ  
 প্রশস্তসুদৃঢ়বন্ধঃস্থলবিশিষ্টা, টঙ্কারকারিণী এবং ঠঠশব্দনিবাদিনী ॥ ৬৮—৬২ ॥

নারদ ! এক্ষণে তাঁহার ডকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । ডামরী, ডাকিনী, ডিম্বা,  
 ডুগুমারৈকনির্জিতা, ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা, ডমড্‌ডমরুনাদিনী, ডিগীরবসহা এবং ডিম্বলসং-  
 ক্রীড়াপরায়ণা অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন । এইরূপ তাঁহার অপর  
 নাম ঢুণ্ডিবিঘ্নেশজননী, ঢকাহস্তা, ঢিলিত্রজা অর্থাৎ শিবগণবিশেষ কর্তৃক অরুহতা, নিত্য-  
 জ্ঞানা, নিকুপমা, নিগুণা এবং নন্দা নদী । নারদ ! নকারাদি নামের অগ্রসিদ্ধি  
 হেতু তৎস্থানে দন্ত্যনকারাদি নামের উল্লেখ করিলাম । এক্ষণে, তকারাদি নাম সকল  
 কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ত্রিগুণা, ত্রিপদা, তন্ত্রী, তুলসী, তরুণা, তরু, ত্রিবিক্রমপদা-

ত্রিসন্ধা ত্রিস্তনী তোষাসংস্থা তালপ্রতাপিনী ।  
 তাটকিনী তুষারভা তুহিনাচলবাসিনী ॥ ৬৯ ॥  
 তন্তুজালসমায়ুক্তা তারহারাবলিপ্রিয়া ।  
 তিলহোমপ্রিয়া তীৰ্থা তমালকুম্ভমাকৃতিঃ ॥ ৭০ ॥  
 তারকা ত্রিযুতা তদ্বী ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা ।  
 তলোদরী তিরোভাষা তাটকপ্রিয়বাদিনী ॥ ৭১ ॥  
 ত্রিজটা তিত্তিরী তৃষণ ত্রিবিধা তরুণাকৃতিঃ ।  
 তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ॥ ৭২ ॥  
 ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্গা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী ।  
 তৰ্পণা তৃপ্তিদা তৃপ্তা তামসী তুষ্মকস্ততা ॥ ৭৩ ॥  
 তাক্ষ্যস্থা ত্রিগুণাকারা ত্রিভঙ্গী তমুবল্লরিঃ ।  
 থাৎকারী থারবা থাস্তা দোহিনী দীনবৎসলা ॥ ৭৪ ॥

ত্রিস্তনী মলয়ধ্বজরাজঃ কন্তা পার্শ্বতী হলান্তমাহাশ্রয়প্রসিদ্ধা । তোষে সন্তোষে  
 আশংস্থা সম্যক্ স্থিতিৰ্গতাঃ সা ॥ ৬৯—৭০ ॥

ত্রিভিঙ্গৈর্গৈরুদজয়েণ বা যুতা যুক্তা । তদ্বীতাত্ৰ তদ্বীতাপি পাঠঃ ॥ ৭১—৭৩ ॥

ত্রিভঙ্গী স্থানত্রেয় বক্রতা যুক্তা তমুস্তবী বল্লরির্দেহলতা যন্তাঃ সা । থকারাদীনি ত্রীণি  
 নামানি । থাৎকারী থাদিতিশব্দং কুর্স্বতী । থারবা । থং রক্ষণে মঙ্গলে চ সাধ্বসে চ নপুংসকম্ ।  
 শিলোচ্চয়ে পুমান্বেব কচিত্তু ভয়রক্ষকে ইতি মেদিনীকোষাৎ ভয়রক্ষক আরবঃ শব্দো যন্তাঃ  
 সা । থাস্তা থস্ত মঙ্গলস্তাত্মা পর্যাবসানভূমিঃ । দোহিনীত্যারভা দকারাদীনি সপ্তবিংশতি  
 নামানি ॥ ৭৪ ॥

ক্রান্তা, তুরীয়পদগাহিনী অর্থাৎ তুরীয়স্বরূপা, তরুণাদিত্যসঙ্কাশা, তামসী, তুহিনা, তুরা,  
 ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্ন, ত্রিবণী, ত্রিলোচনা, ত্রিশক্তি, ত্রিপুরা, তৃপ্তা, তুরঙ্গবদনা অর্থাৎ কিররী-  
 রূপিণী, তিমিকিলগিলা, তীত্রা, ত্রিস্রোতা অর্থাৎ গঙ্গারূপিণী, তামসাদিনী অর্থাৎ অজ্ঞান-  
 মাসিনী, তত্ত্বমজ্জবিশেষজ্ঞা অর্থাৎ তত্ত্বমজ্জাধিষ্ঠাত্রী, তমুমধ্যা, অর্থাৎ কৃশোদরী, ত্রিপিষ্টপা  
 অর্থাৎ স্বর্ণস্বরূপিণী । এইরূপ তাঁহার অপর নাম ত্রিসন্ধা, ত্রিস্তনী, তোষাসংস্থা অর্থাৎ  
 সদানন্দস্বরূপিণী, তালপ্রতাপিনী, তাটকিনী, তুষারভা, তুহিনাচলবাসিনী অর্থাৎ হিমালয়-  
 নিবাসিনী, তন্তুজালসমায়ুক্তা, তারহারাবলিপ্রিয়া, তিলহোমপ্রিয়া, তীৰ্থা, তমালকুম্ভমা-  
 কৃতি, তারকা, ত্রিযুতা, তদ্বী, ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা, তলোদরী, তিরোভাষা, তাটকপ্রিয়বাদিনী,  
 ত্রিজটা, তিত্তিরী, তৃকা, ত্রিবিধা, তরুণাকৃতি, তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, ত্রৈয়-  
 ম্বকা, ত্রিবর্গা, ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী, তৰ্পণা, তৃপ্তিদা, তৃপ্তা, তামসী, তুষ্মকস্ততা, তাক্ষ্যস্থা,  
 ত্রিগুণাকারা, ত্রিভঙ্গী, তমুবল্লরী, থাৎকারী, থারবা এবং থাস্তা । আরও এক্ষণে তাঁহার  
 দকারাদি নাম সকল প্রবণ কর । দোহিনী, দীনবৎসলা, দানবাস্তকরী, হর্গী, হর্গাহক-

দানবাস্তকরী দুর্গা দুর্গাহরনিবহিণী ।  
 দেবরীতিদিবाराजिद्रौपदी द्रुमुत्तिष्ठनी ॥ ৭৫ ॥  
 দেবযানী দুরাবাসা দারিদ্ৰ্যভেদিনী দিবা ।  
 দামোদরপ্রিয়া দীপ্তা দিধাসা দিধিমোহিনী ॥ ৭৬ ॥  
 দণ্ডকারণ্যানিলয়া দণ্ডিনী দেবপূজিতা ।  
 দেববন্দ্য দিবিসদা হেষ্টিণী দানবাকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥  
 দীনানাথস্তুতা দীক্ষা দৈবতাদিস্বরূপিণী ।  
 ধাত্রী ধনুর্দ্ধরা ধেনুর্ধারিণী ধর্মচারিণী ॥ ৭৮ ॥  
 ধুরদ্ধরা ধরাধারা ধনদা ধাত্তদোহিনী ।  
 ধর্মশীলা ধনাধ্যক্ষা ধনুর্বেদবিশারদা ॥ ৭৯ ॥  
 ধৃতিধন্বা ধৃতপদা ধর্মরাজপ্রিয়া ধ্রুবা ।  
 ধ্রুবাবতী ধ্রুমকেশী ধর্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৮০ ॥  
 নন্দা নন্দপ্রিয়া নিদ্রা নৃত্তা নন্দনাস্ত্রিকা ।  
 নর্মদা নলিনী নীলা নীলকণ্ঠসমাস্রয়া ॥ ৮১ ॥  
 নারায়ণপ্রিয়া নিত্যা নির্মলা নিগুণা নিধিঃ ।  
 নিরাধারা নিরুপমা নিত্যশুদ্ধা নিরঞ্জন্য ॥ ৮২ ॥

দিবা যুক্তা রাজিদিবाराजिः ॥ ৭৫—৭৬ ॥

দণ্ডিনী বারাহী ললিতোপাখ্যানে প্রসিদ্ধা ॥ ৭৭ ॥

ধাত্রীভ্যারভা ধকারাদীনি বিংশতিনামানি ॥ ৭৮—৮০ ॥

নন্দেভ্যারভা নকারাদীনি পঞ্চপঞ্চাশন্নামানি ॥ ৮১—৮২ ॥

নিবহিণী, দেবরীতি, দিবারাজি, দ্রৌপদী, দ্রুমুত্তিষ্ঠনী, দেবযানী, দুরাবাসা দারিদ্ৰ্য-  
 ভেদিনী, দিবা, দামোদরপ্রিয়া, দীপ্তা, দিধাসা, দিধিমোহিনী, দণ্ডকারণ্যানিলয়া, দণ্ডিনী,  
 দেবপূজিতা, দেববন্দ্য, দিবিসদা, হেষ্টিণী, দানবাকৃতি, দীনানাথস্তুতা, দীক্ষা এবং  
 দৈবতাদিস্বরূপিণী । এক্ষণে, তাঁহার ধকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । ধাত্রী, ধনুর্ধরা,  
 ধেনু, ধারিণী, ধর্মচারিণী, ধুরদ্ধরা, ধরাধারা, ধনদা, ধাত্তদোহিনী, ধর্মশীলা, ধনাধ্যক্ষা,  
 ধনুর্বেদবিশারদা, ধৃতি, ধন্বা, ধৃতপদা, ধর্মরাজপ্রিয়া, ধ্রুবা, ধ্রুবাবতী, ধ্রুমকেশী এবং  
 ধর্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৭৫—৮০ ॥

নারদ ! এক্ষণে, পায়জীদেবীর নকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । নন্দা, নন্দপ্রিয়া,  
 নিদ্রা, নৃত্তা অর্থাৎ বহুভাঙ্গপূজিতা, নন্দনাস্ত্রিকা, নর্মদা, নলিনী, নীলা, নীলকণ্ঠ-  
 সমাস্রয়া, অর্থাৎ ক্রমসনোমোহিনী, কজাগী, নারায়ণপ্রিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবীকৃপিণী, নিত্যা,

নাদবিন্দুকলাতীতা নাদবিন্দুকলাস্তিকা ।  
 নৃসিংহিনী নগধরা নৃপনাগবিভূষিতা ॥ ৮৩ ॥  
 নরকক্লেশ-শমনী নারায়ণপদোদ্ভবা ।  
 নিরবদ্যা নিরাকারা নারদপ্রিয়কারিণী ॥ ৮৪ ॥  
 নানাজ্যোতিঃ সমাখ্যাতা নিধিদা নির্মলাস্তিকা ।  
 নবসূত্রধরা নীতিনিরুপদ্রবকারিণী ॥ ৮৫ ॥  
 নন্দজা নবরত্নাঢ্যা নৈমিষারণ্যবাসিনী ।  
 নবনীতপ্রিয়া নারী নীলজীমূতনিঃস্বনা ॥ ৮৬ ॥  
 নিমেষিণী নদীরূপা নীলগ্রীবা নিশীথরী ।  
 নামাবলিনিশুভ্রয়ী নাগলোকনিবাসিনী ॥ ৮৭ ॥  
 নবজাম্বুনদপ্রথ্যা নাগলোকাধিদেবতা ।  
 নৃপূরাক্রান্তচরণা নরচিত্তপ্রমোদিনী ॥ ৮৮ ॥  
 নিমগ্না রক্তনয়না নির্ঘাতসমনিস্বনা ।  
 নন্দনোদ্যাননিলয়া নির্ব্যূহোপরিচারিণী ॥ ৮৯ ॥

নৃসিংহিনী নৃসিংহ উপাসকোহস্তি যন্তাঃ সা । নৃসিংহবেষবতী বা । নৃপনাগবিভূষিততি  
 একং নাম ॥ ৮৩—৮৪ ॥

জ্যোতির্জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ ॥ ৮৫—৮৯ ॥

নির্মলা, নিশুংগা, নিধি, নিরাধারা, নিরুপমা, নিত্যশুদ্ধা, নিরঞ্জন, নাদবিন্দুকলাতীতা  
 অর্থাৎ তুরীয়া, নাদবিন্দুকলাস্তিকা অর্থাৎ তৎস্বরূপিণী, নৃসিংহিনী অর্থাৎ নৃসিংহপ্রিয়া,  
 নগধরা, নৃপনাগবিভূষিতা, নরকক্লেশনাশিনী, নারায়ণপদোদ্ভবা অর্থাৎ গঙ্গাস্বরূপিণী,  
 নিরবদ্যা, নিরাকারা, নারদপ্রিয়কারিণী, নানাজ্যোতিঃ, নিধিদা, নির্মলাস্তিকা, নব-  
 সূত্রধরা, নীতি, নিরুপদ্রবকারিণী অর্থাৎ গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করিলে কোনও উপদ্রব  
 হইতে পারে না । নন্দজা, নবরত্নাঢ্যা, নৈমিষারণ্যবাসিনী, নবনীতপ্রিয়া, নারী, নীলজীমূত-  
 নিস্বনা অর্থাৎ গজীরাদিনী, নিমেষিণী, নদীরূপা, নীলগ্রীবা অর্থাৎ রুদ্রাণী, নিশীথরী,  
 নামাবলি, নিশুভ্রয়ী, নাগলোকনিবাসিনী, নবজাম্বুনদপ্রথ্যা অর্থাৎ তপ্তকাকুনবর্ণাঙ্গী,  
 নাগলোকাধিদেবতা অর্থাৎ পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নৃপূরাক্রান্তচরণা, নরচিত্ত-  
 প্রমোদিনী, নিমগ্নারক্তনয়না অর্থাৎ অম্বরাদির সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন হইয়া রক্তলোচনা  
 হইয়া থাকেন, নির্ঘাত-সমনিস্বনা অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার মিনাদ সকল বজ্রবনির  
 তুল্য হইয়া থাকে, নন্দনোদ্যান-নিলয়া অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী এবং নির্ব্যূহোপরি-  
 চারিণী ॥ ৮১—৮৯ ॥

পার্বতী পরমোদার পরব্রহ্মাঙ্গিকা পরা ।  
 পঞ্চকোশবিনির্মুক্তা পঞ্চপাতকনাশিনী ॥ ৯০ ॥  
 পরচিত্তবিধানজ্ঞা পঞ্চিকা পঞ্চরূপিণী ।  
 পূর্ণিমা পরমা স্ত্রীতিঃ পরতেজঃপ্রকাশিনী ॥ ৯১ ॥  
 পুরাণী পৌরুষী পুণ্যা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।  
 পাতালতলনির্ময়া স্ত্রীতা স্ত্রীতিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৯২ ॥  
 পাবনী পাদসহিতা পেশলা পবনাশিনী ।  
 প্রজাপতিঃ পরিশ্রাস্তা পর্বতন্তনমণ্ডলা ॥ ৯৩ ॥  
 পদ্মপ্রিয়া পদ্মসংস্থা পদ্মাক্ষী পদ্মসম্ভবা ।  
 পদ্মপত্রা পদ্মপদা পদ্মিনী প্রিয়ভাষিণী ॥ ৯৪ ॥  
 পশুপাশবিনির্মুক্তা পুরন্ধ্রী পুরবাসিনী ।  
 পুঙ্কলা পুরুষা পর্ব্বা পারিজাত(কু)সুমপ্রিয়া ॥ ৯৫ ॥

পার্বতীত্যাৱভ্য পন্নবোদরীত্যন্তানি পঞ্চবিংশত্যধিকশতনামানি পকারানীনি ।  
 পঞ্চব্রহ্মাঙ্গিকা সদ্যোজাতাদিপঞ্চব্রহ্মাঙ্গিকা । পরব্রহ্মাঙ্গিকেত্যপি পাঠঃ । পরেতি স্বতন্ত্রং  
 নাম ॥ ৯০ ॥

পঞ্চিকা স্ত্রীবিদ্যারং পঞ্চপঞ্চিকাপূত্রনং দক্ষিণামূর্দ্ধিসংহিতাদিষু বর্ণিতং তৎপঞ্চিকা-  
 দেবতারূপা । পঞ্চরূপিণী প্রপঞ্চরূপিণী পরমা স্ত্রীতিরিতি নামদ্বয়ম্ ॥ ৯১ ॥

পৌরুষী পুরুষসম্বন্ধিনী ॥ ৯২ ॥

পাদসহিতা কিরণসহিতা । প্রজাপতিপুত্রপুত্রপুত্রী ॥ ৯৩—৯৪ ॥

পুরন্ধ্রীত্যেকং নাম । পুরবাসিনী মাতা পুরবাসিনী ॥ ৯৫ ॥

এক্ষণে, তাঁহার পকারাদি নাম সকল কীর্তিত হইতেছে শ্রবণ কর । পার্বতী, পরমো-  
 দার, পরব্রহ্মাঙ্গিকা, পরা, পঞ্চকোশবিনির্মুক্তা অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞান-  
 ময় ও আনন্দময় কোষপঞ্চক হইতে অতীতা পরব্রহ্মরূপিণী, পঞ্চপাতকনাশিনী পরচিত্ত-  
 বিধানজ্ঞা, পঞ্চিকা, পঞ্চরূপিণী, পূর্ণিমা, পরমা, স্ত্রীতি, পরতেজঃপ্রকাশিনী, পুরাণী,  
 পৌরুষী, পুণ্যা, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা, পাতালতলনির্ময়া, স্ত্রীতা, স্ত্রীতিবিবর্দ্ধিনী, পাবনী,  
 পাদসহিতা, পেশলা, পবনাশিনী, প্রজাপতি, পরিশ্রাস্তা, পর্ব্বতন্তনমণ্ডলা অর্থাৎ তিনি  
 বিশ্বরূপিণী স্তুতরাং পর্ব্বত সকল তাঁহার স্তনের জ্ঞায় কল্পিত হইয়াছে । পদ্মপ্রিয়া, পদ্ম-  
 সংস্থা, পদ্মাক্ষী, পদ্মসংভবা, পদ্মপত্রা, পদ্মপদা, পদ্মিনী, প্রিয়ভাষিণী, পশুপাশবিনির্মুক্তা,  
 পুরন্ধ্রী, পুরবাসিনী, পুঙ্কলা, পুরুষা, পর্ব্বা, পারিজাতকুসুমপ্রিয়া, পতিব্রতা, পবিত্রাঙ্গী,  
 পুশ্যহাসপরাৱণা, প্রজাবতীজ্ঞতা, গোত্রী, পুত্রপুত্র্যা, পরম্বিনী, পশুপাশধরা, পংক্তি,  
 পিক্লোকপ্রদারিনী, পুরাণী, পুণ্যাশীলা, প্রণতার্দ্ধিবিনাশিনী অর্থাৎ ভক্তজনরঞ্জনহারিণী,



পতিব্রতা পবিত্রাঙ্গী পুষ্পহাসপরাঙ্গণা ।  
 প্রজ্ঞাবতীহতা পৌত্রী পুত্রপূজ্যা পয়স্বিনী ॥ ১৬ ॥  
 পট্টপাশধরা পঙ্ক্তিঃ পিড়লোকপ্রদায়িনী ।  
 পুরাণী পুণ্যশীলা চ প্রণতার্ত্তিবিনাশিনী ॥ ১৭ ॥  
 প্রহ্মস্বজননী পুষ্ঠা পিতামহপরিগ্রহা ।  
 পুণ্ডরীকপুরাবাসা পুণ্ডরীকসমাননা ॥ ১৮ ॥  
 পৃথুজ্ঞা পৃথুভূজা পৃথুপাদা পৃথুদরী ।  
 প্রবালশোভা পিঙ্গাক্ষী শীতবাসাঃ প্রচাপলা ॥ ১৯ ॥  
 প্রসবা পুষ্টিদা পুণ্যা প্রতিষ্ঠা প্রণবা পতিঃ ।  
 পঞ্চবর্ণা পঞ্চবাণী পঞ্চিকা পঞ্জরস্থিতা ॥ ১০০ ॥  
 পরমায়া পরজ্যোতিঃ পরপ্রীতিঃ পরাগতিঃ ।  
 পরাকার্ঠা পরেশানী পাবিনী পাবকদ্যুতিঃ ॥ ১০১ ॥  
 পুণ্যভদ্রা পরিচ্ছেদ্যা পুষ্পহাসা পৃথুদরা ।  
 শীতাক্ষী শীতবসনা শীতশয্যা পিশাচিনী ॥ ১০২ ॥  
 শীতক্রিয়া পিশাচস্নী পাটলাক্ষী পটুক্রিয়া ।  
 পঞ্চভক্ষপ্রিয়াচার্য্য পুতনা প্রাণঘাতিনী ॥ ১০৩ ॥

প্রজ্ঞাবত্যাঃ সূততোকং নাম । পুত্রপূজ্যা পুঞ্জেন পুঙ্খোত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥  
 পুণ্ডরীকপুরং চিদম্বরকেন্দ্রম্ ॥ ১৮—১৯ ॥  
 প্রণবানাং প্রস্তোত্রীণাং দেবাজ্ঞানানাং গতিঃ । পঞ্চবাণী বিজুতা বাণী । পঞ্চিকা  
 কাচিদেবতা ॥ ১০০ ॥  
 পরপ্রীতিরিত্যেকং নাম ॥ ১০১—১০২ ॥  
 পঞ্চভক্ষা মকারপুঙ্কভক্ষা বামাচারিণস্তেষাং প্রিয় আচারো বহাঃ সা । পুতনেনত্যেকং  
 নাম ॥ ১০৩—১০৫ ॥

প্রহ্মস্বজননী, পুষ্ঠা, পিতামহপরিগ্রহা অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, পুণ্ডরীকপুরাবাসা, পুণ্ডরীকসমাননা  
 অর্থাৎ চাক্রস্থী, পৃথুজ্ঞা, পৃথুভূজা, পৃথুপাদা, পৃথুদরী, প্রবালশোভা অর্থাৎ রক্তবর্ণা,  
 পিঙ্গাক্ষী, শীতবাসাঃ, প্রচাপলা, প্রসবা, পুষ্টিদা, পুণ্যা, প্রতিষ্ঠা, প্রণবা, পতি, পঞ্চবর্ণা,  
 পঞ্চবাণী, পঞ্চিকা, পঞ্জরস্থিতা, পরমায়া, পরজ্যোতিঃ, পরপ্রীতি, পরাগতি, পরাকার্ঠা,  
 পরেশানী, পাবিনী, পাবকদ্যুতি, পুণ্যভদ্রা, পরিচ্ছেদ্যা, পুষ্পহাসা, পৃথুদরা, শীতাক্ষী,  
 শীতবসনা, শীতশয্যা, পিশাচিনী, শীতক্রিয়া, পিশাচস্নী, পাটলাক্ষী, পটুক্রিয়া, পঞ্চভক্ষ-  
 প্রিয়াচার্য্য অর্থাৎ পঞ্চমকারকারী বামাচারিণের প্রিয়া, পুতনা, প্রাণঘাতিনী, পুণ্ডরীক-

পুষ্কাগবনমধ্যস্থা পুণ্যতীর্থনিবেশিতা ।

পঞ্চানী চ পরাশক্তিঃ পরমাহ্লাদকারিণী ॥ ১০৪ ॥

পুষ্পকাণ্ডস্থিতা পুষ্পা পোষিতাখিলবিষ্টপা ।

পানপ্রিয়া পঞ্চশিখা পল্পগোপরিশায়িনী ॥ ১০৫ ॥

পঞ্চমাত্রাঙ্কিকা পৃথ্বী পথিকা পৃথুদোহিনী ।

পুষ্কাগভারমীমাংসা পাটলী পুষ্পগন্ধিনী ॥ ১০৬ ॥

পুণ্ড্রপ্রভা পারদাত্রী পরমার্গৈকগোচরা ।

প্রবালশোভা পূর্ণাশা প্রণবা পল্লবোদরী ॥ ১০৭ ॥

ফলিনী ফলদা ফল্লঃ ফুৎকারী ফলকাকৃতিঃ ।

ফণীন্দ্রভোগশয়না ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ১০৮ ॥

বালবালা বহুমতা বালাতপনিভাংশুকা ।

বলভদ্রপ্রিয়া বন্দ্যা বড়বা বুদ্ধিসংস্কৃতা ॥ ১০৯ ॥

বন্দীদেবী বিলবতী বড়িশ্রী বলিপ্রিয়া ।

বান্ধবী বোধিতা বুদ্ধিবন্ধু ককুতুমপ্রিয়া ॥ ১১০ ॥

পাটলীভোক্তং নাম ॥ ১০৬ ॥

প্রণবা প্রণবরূপিনী ॥ ১০৭ ॥

ফলিনীত্যানীনি সপ্ত ফলকারীনি নামামি ॥ ১০৮ ॥

বালবালেভ্যারভ্য বুদ্ধকঙ্কণহ্রদ্বিনীভ্যামনি পঞ্চাশৎ বকারানীনি নামানি । তত্র  
ববোয়োরভেদাৎ বকারানীনি নামান্তপি কামিচিৎ পবর্গোঁরাদিনামহু পঠ্যন্তে । বালবালা  
বালাদপি বালা ॥ ১০৯ ॥

বিলবতী বিলং কক্ষং ছিত্রং তদ্বতী তদ্রূপীভ্যর্থঃ । বড়িশং কপটং তত্র হস্তী-  
ভ্যর্থঃ ॥ ১১০—১১১ ॥

মধ্যস্থা, পুণ্যতীর্থনিবেশিতা, পঞ্চানী, পরাশক্তি, পরমাহ্লাদকারিণী, পুষ্পকাণ্ডস্থিতা, পুষ্পা,  
পোষিতাখিলবিষ্টপা, পানপ্রিয়া, পঞ্চশিখা, পল্পগোপরিশায়িনী, পঞ্চমাত্রাঙ্কিকা, পৃথ্বী,  
পথিকা, পৃথুদোহিনী, পুষ্কাগভারমীমাংসা অর্থাৎ 'তত্ত্বংগ্রহবরূপিনী, পাটলী, পুষ্পগন্ধিনী,  
পুণ্ড্রপ্রভা, পারদাত্রী অর্থাৎ সাধককে ভবমাগয়ের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন।  
পরমার্গৈকগোচরা অর্থাৎ মুক্তিপদবীর লক্ষ্যহানীরা, প্রবালশোভা, পূর্ণাশা, প্রণবা এবং  
পল্লবোদরী ॥ ১০—১০৭ ॥

বান্ধবী । এক্ষণে তাঁহার বকারাদি ও অস্ত্রোক্ত নাম সকল কীৰ্ত্তন করিতেছি প্রবণ  
কর । ফলিনী, ফলদা, ফল্লঃ, ফুৎকারী, ফলকাকৃতি, ফণীন্দ্রভোগশয়না, ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা,  
বালবালা, বহুমতা, বালাতপনিভাংশুকা অর্থাৎ বুদ্ধবন্ধুপীতামা, বলভদ্রপ্রিয়া, বন্দ্যা,

বালভানুপ্রভাকারা ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণদেবতা ।  
 বৃহস্পতিস্তুতা বৃন্দা বৃন্দাবনবিহারিণী ॥ ১১১ ॥  
 বালাকিনী বিলাহারা বিলবাসা বহুদকা ।  
 বহুনেত্রা বহুপদা বহুকর্ণাবতংসিকা ॥ ১১২ ॥  
 বহুবাহুযুতা বীজরূপিণী বহুরূপিণী ।  
 বিন্দুনাদকলাতীতা বিন্দুনাদস্বরূপিণী ॥ ১১৩ ॥ \*  
 বন্ধগোধানুলিভ্রাণা বদর্য্যাশ্রমবাসিনী ।  
 বৃন্দারকা বৃহৎস্কন্ধা বৃহতী বাণপাতিনী ॥ ১১৪ ॥  
 বৃন্দাধ্যক্ষা বহুযুতা বনিতা বহুবিক্রমা ।  
 বন্ধপদ্মাসনাসীনা বিজ্ঞপত্রতলস্থিতা ॥ ১১৫ ॥  
 বোধিক্রমনিজাবাসা বড়িস্থা বিন্দুদর্পণা ।  
 বাল্য বাণাসনবতী বড়বানলবেগিনী ॥ ১১৬ ॥

বালাকিনী । বলাকানং বকপংজীনাং সমূহো বাল্যকং তদন্তি যন্তাঃ সা  
 বালাকিনী । বিলহারী কশ্মছিত্রভক্ষণকর্তৃত্যর্থঃ । বিলবাসা বিলে শুভারূপে বাসো  
 যন্তাঃ সা ॥ ১১২—১১৩ ॥

বন্ধগোধানুলিভ্রাণা গোধা তলনিহাকরোরিতি যেদিনীকোশাৎ । গোধা চন্ততলন্তস্ত  
 ভ্রাণমল্লিভ্রাণক বন্ধং যয়া সা । বীরলক্ষণমেতৎ । বন্ধগোধানুলিভ্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো  
 যযুরিতি মহাভারতে বিরাটপর্কণি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১১৪—১১৫ ॥

বড়িস্থা ভগ্নরোরভেদাংশিস্থেত্যর্থঃ । বিন্দুরবাক্তমায়াশ্রকঃ স দর্পণো যন্তাঃ সা । তত্র  
 প্রতিবিস্তিতাৎ । মায়ায়া বিন্দুশব্দঃ । নমস্তে সমস্তেশি বিন্দুস্বরূপে ইতি প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্ ।  
 বাণাসনবতী ধনুযাছেত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥

বড়বা, বুদ্ধিসংস্তুতা, বন্দীদেবী, বিলবতী, বড়িশয়ী, বলিপ্রিয়া, বান্ধবী, বোধিতা, বুদ্ধি,  
 বন্ধককুশুমপ্রিয়া, বালভানুপ্রভাকারা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মণদেবতা, বৃহস্পতিস্তুতা,  
 বৃন্দা, বৃন্দাবনবিহারিণী, বালাকিনী, বিলাহারা, বিলবাসা, বহুদকা, বহুনেত্রা, বহুপদা, বহু-  
 কর্ণাবতংসিকা, বহুবাহুযুতা, বীজরূপিণী, বহুরূপিণী, বিন্দুনাদকলাতীতা, বিন্দুনাদস্বরূপিণী,  
 বন্ধগোধানুলিভ্রাণা, বদর্য্যাশ্রমবাসিনী, বৃন্দারকা, বৃহৎস্কন্ধা, বৃহতী, বাণপাতিনী, বৃন্দা-  
 ধ্যক্ষা, বহুযুতা, বনিতা, বহুবিক্রমা, বন্ধপদ্মাসনাসীনা, বিজ্ঞপত্রতলস্থিতা, বোধিক্রমনিজা-  
 বাসা, বড়িস্থা, বিন্দুদর্পণা, বাল্য, বাণাসনবতী, বড়বানলবেগিনী, ব্রাহ্মাণ্ডবহিরণ্যঃ স্বা অর্থাৎ  
 সর্বব্যাপিণী এবং ব্রহ্মকল্পস্থিত্রিণী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী । এক্ষণে তাঁহার ভকারাদি  
 নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ভবানী, ভীষণবতী, ভাবিনী, ভয়হারিণী, ভক্তবালী,  
 ভূজাঙ্গী, ভায়তী, ভয়তাপসী, ভৈরবী, ভীষণাকারা, ভূতিদা, ভূতিমালিনী, ভামিনী,  
 ভোগনিরতা, ভক্তদা, ভূরিবিক্রমা, ভূতবাসা, ভূতলতা, ভাসবী, ভূম্যর্জিতা, ভাস্করী,

ব্রহ্মাণুবহিরন্তঃস্বা ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী ।  
 ভবানী ভীষণবতী ভাবিনী ভয়হারিণী ॥ ১১৭ ॥  
 ভদ্রকালী ভুজঙ্গাক্ষী ভারতী ভারতালয়া ।  
 ভৈরবী ভীষণাকারা ভূতিদা ভূতিমালিনী ॥ ১১৮ ॥  
 ভামিনী ভোগনিরতা ভদ্রদা ভূরিবিক্রমা ।  
 ভূতবাসা ভৃগুলতা ভার্গবী ভূম্মরাক্ষিতা ॥ ১১৯ ॥  
 ভাগীরথী ভোগবতী ভবনস্থা ভিষগুরা ।  
 ভামিনী ভোগিনী ভাষা ভবানী ভূরিদক্ষিণা ॥ ১২০ ॥  
 ভর্গাক্ষিকা ভীমবতী ভববন্ধবিমোচিনী ।  
 ভজনীয়া ভূতধাত্রীরঞ্জিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ১২১ ॥  
 ভুজঙ্গবলয়া ভীমা ভেরুণ্ডা ভাগধেয়িনী ।  
 মাতা মায়ী মধুমতী মধুজিহ্বা মনুপ্রিয়া ॥ ১২২ ॥  
 মহাদেবী মহাভাগা মালিনী মীনলোচনা ।  
 মায়াতীতা মধুমতী মধুমাংসা মধুদ্রবা ॥ ১২৩ ॥  
 মানবী মধুসন্তুতা মিথিলাপুরবাসিনী ।  
 মধুকৈটভসংহত্রী মেদিনী মেঘমালিনী ॥ ১২৪ ॥  
 মন্দোদরী মহামায়া মৈথিলী মন্থপ্রিয়া ।  
 মহালক্ষ্মীমহাকালী মহাকণ্ঠা মহেশ্বরী ॥ ১২৫ ॥

ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী ব্রহ্মশল্মন ব্রহ্মবিদ্যাদানং লক্ষণয়া তদ্বিসয়কং যৎ কঙ্কণং সূত্রং তদন্তি  
 যন্তাঃ সা । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রচায়েত্যর্থঃ । ভবানীভারত্যা ভাগধেয়িনীত্যন্তানি একোনচত্বারিংশ-  
 শতকারাদীনি নামানি ॥ ১১৭ ॥

ভারতালয়া ভা ব্রহ্মকাশ্য সংবিস্তৃতাং রতায়ৈ জ্ঞানিনন্তেযু আশ্রয়ো যন্তাঃ সা ॥ ১১৮-১২০ ॥

ভূতধাত্রীরঞ্জিতেত্যেকং নাম ॥ ১২১ ॥

মাতেভ্যারত্যা মহিরাশ্বর্যমদীনীত্যন্তানি চতুঃপঞ্চাশদ্বকারাদীনি নামানি ॥ ১২২-১২৫ ॥

ভোগবতী, ভবনস্থা, ভিষগুরা, ভামিনী, ভোগিনী, ভাষা, ভবানী, ভূরিদক্ষিণা, ভর্গাক্ষিকা,  
 ভীমবতী, ভববন্ধবিমোচিনী অর্থাৎ তাঁহার আরাধনার ভবসংসারের বন্ধনও ছিন্ন হইয়া  
 থাকে । ভজনীয়া, ভূতধাত্রী-রঞ্জিতা, ভুবনেশ্বরী, ভুজঙ্গবলয়া, ভীমা, ভেরুণ্ডা এবং  
 ভাগধেয়িনী । অনন্তর তাঁহার মকারাদি নাম সকল কীর্তিত হইতেছে প্রবণ কর । মাতা,  
 মায়ী, মধুমতী, মধুজিহ্বা, মধুপ্রিয়া, মহাদেবী, মহাভাগা, মালিনী, মীনলোচনা, মায়ী-

মাহেন্দ্রী মেরুতনয়া মন্দারকুসুমার্চিতা ।  
 মঞ্জুমঞ্জীরচরণা মোক্ষদা মঞ্জুভাষিনী ॥ ১২৬ ॥  
 মধুরজ্যোতির্গী মুদ্রা মলয়া মলয়াস্থিতা ।  
 মেধা মরকতশ্চামা মাগধী মেনকাঙ্কজা ॥ ১২৭ ॥  
 মহামারী মহাবীরা মহাশ্চামা মনুজ্বতা ।  
 মাতৃকা মিহিরাভাসা মুকুন্দপদবিক্রমা ॥ ১২৮ ॥  
 মূলধারস্থিতা মুক্কা মণিপূরকবাসিনী ।  
 যুগাক্ষী মহিষাক্রুড়া মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ১২৯ ॥  
 যোগাসনা যোগগম্যা যোগা যৌবনকাশ্রয়া ।  
 যৌবনী যুদ্ধমধ্যস্থা যমুনা যুগধারিণী ॥ ১৩০ ॥  
 যক্ষিণী যোগযুক্তা চ বক্ষরাজপ্রসূতিনী ।  
 যাত্রা যানবিধানজ্ঞা যদুবংশসমুদ্ভবা ॥ ১৩১ ॥  
 যকারাদি-হকরাস্তা যাজুবী যজ্ঞরূপিণী ।  
 যামিনী যোগনিরতা যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩২ ॥

যোগাসনোত্তারভা যাতুধানভয়ঙ্করীত্যন্তানি যকারাদীনি বিংশতিনামাশি ॥ ১৩০ ॥  
 বক্ষরাজস্ত প্রসূতিকা প্রসবিজী ॥ ১৩১—১৩২ ॥

তীতঃ, মধুমতী, মধুমাংসা, মধুজবা, মানবী, মধুসংভূতা, মিথিলাপুরবাসিনী, মধুকৈটভ-  
 সংহর্জী, মেদিনী, মেঘমালিনী, মন্দোদরী, মহামারী, মৈথিলী, মন্থণপ্রিয়া, মহালক্ষ্মী,  
 মহাকালী, মহাকন্ডা, মহেশ্বরী, মাহেন্দ্রী, মেরুতনয়া, মন্দারকুসুমার্চিতা, মঞ্জুমঞ্জীরচরণা,  
 মোক্ষদা, মঞ্জুভাষিনী, মধুরজ্যোতির্গী, মুদ্রা, মলয়া, মলয়াস্থিতা, মেধা, মরকতশ্চামা, মাগধী,  
 মেনকাঙ্কজা, মহামারী, মহাবীরা, মহাশ্চামা, মনুজ্বতা, মাতৃকা, মিহিরাভাসা অর্থাৎ  
 সূর্য্যবৎ ভেজস্থিনী, মুকুন্দপদবিক্রমা, মূলধারস্থিতা, মুক্কা, মণিপূরনিবাসিনী, যুগাক্ষী,  
 মহিষাক্রুড়া এবং মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ১০৮—১২৯ ॥

১. নারদ ! এক্ষণে গায়ত্রীদেবীর যকারাদি নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । যোগা-  
 সনা, যোগাগম্যা, যোগা, যৌবনকাশ্রয়া, যৌবনী, যুদ্ধমধ্যস্থা, যমুনা, যুগধারিণী, যক্ষিণী,  
 যোগযুক্তা, বক্ষরাজপ্রসূতিনী অর্থাৎ বক্ষরাজ কুণ্ডের তাঁরা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন ।  
 যাত্রা, যানবিধানজ্ঞা, যদুবংশসমুদ্ভবা, যকারাদি-হকরাস্তা অর্থাৎ তিনি সমস্ত অস্তঃস্বৰ্ণ  
 স্বরূপিণী । যাজুবী অর্থাৎ যজুর্বেদাধিষ্ঠাত্রী, যজ্ঞরূপিণী, যামিনী, যোগনিরতা এবং যাতু-  
 ধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩০—১৩২ ॥

কুন্সিণী রমণী রামা রেবতী রেণুকা রতিঃ ।  
 রৌদ্রী রৌদ্রপ্রিয়াকারা রামমাতা রতিপ্রিয়া ॥ ১৩৩ ॥  
 রোহিণী রাজ্যদা রেবা রমা রাজীবলোচনা ।  
 রাকেশী রূপসম্পন্ন রত্নসিংহাসনস্থিতা ॥ ১৩৪ ॥  
 রক্তমালাশ্রয়ধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ।  
 রাজহংসসমাকৃতা রক্তারক্তবলিপ্রিয়া ॥ ১৩৫ ॥  
 রমণীয়যুগাধারা রাজিতাখিলভূতলা ।  
 রুরুচর্মপরীধানা রথিনী রত্নমালিকা ॥ ১৩৬ ॥  
 রোগেশী রোগশমনী রাবণী রোমহর্ষিণী ।  
 রামচন্দ্রপদাক্রান্তা রাবণচ্ছেদকারিণী ॥ ১৩৭ ॥  
 রত্নবস্ত্রপরিচ্ছিন্না রথস্থা রত্নভূষণা ।  
 লজ্জাধিদেবতা লোলা ললিতা লিঙ্গধারিণী ॥ ১৩৮ ॥  
 লক্ষ্মীলোলা লুপ্তবিষা লোকিনী লোকবিশ্রুতা ।  
 লজ্জা লম্বোদরী দেবী ললনা লোকধারিণী । ১৩৯ ॥  
 বরদা বন্দিতা বিদ্যা বৈষ্ণবী বিমলাকৃতিঃ ।  
 বারাহী বিরজা বর্ষা বরলক্ষ্মীকিলাসিনী ॥ ১৪০ ॥

কুন্সিণীত্যরভ্য রত্নভূষণেত্যস্তানি সপ্তত্রিংশৎকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৩—১৩৭ ॥

লজ্জেত্যরভ্য লোকধারিণীত্যস্তানি ত্রয়োদশ লকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৮—১৩৯ ॥

বরদেত্যরভ্য বাঈকিপরিসেবিতেষ্ট্যস্তানি সপ্তত্রিংশৎকারাদীনি নামানি ॥ ১৪০—১৪৪ ॥

এইরূপ তাঁহার রূপাদি নাম সকল যথা,—কুন্সিণী, রমণী, রামা, রেবতী, রেণুকা,  
 রতি, রৌদ্রী, রৌদ্রপ্রিয়াকারা, রামমাতা, রতিপ্রিয়া, রোহিণী, রাজ্যদা, রেবা, রমা,  
 রাজীবলোচনা অর্থাৎ পদ্মনয়না, রাকেশী অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রস্বরূপা, রূপসম্পন্ন, রত্নসিংহাসন-  
 স্থিতা, রক্তমালাশ্রয়ধরা, রক্তগন্ধানুলেপনা, রাজহংসসমাকৃতা অর্থাৎ বৃক্ষাণী, রক্তা, রক্ত-  
 বলিপ্রিয়া, রমণীয়যুগাধারা, রাজিতাখিলভূতলা, রুরুচর্মপরীধানা, রথিনী, রত্নমালিকা,  
 রোগেশী, রোগশমনী, রাবণী, রোমহর্ষিণী, রামচন্দ্রপদাক্রান্তা, রাবণচ্ছেদকারিণী, রত্ন-  
 চন্দ্রপরিচ্ছিন্না, রথস্থা এবং রত্নভূষণা । এইরূপ তাঁহার অপর নাম, লজ্জা, লম্বোদরী,  
 ললনা এবং লোকধারিণী ॥ ১৩৩—১৩৯ ॥

নারদ ! এক্ষণে অন্তঃস্থবকারাদি নাম সকল কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । বরদা,  
 বন্দিতা, বিদ্যা, বৈষ্ণবী, বিমলাকৃতি, বারাহী, বিরজা, বর্ষা, বরলক্ষ্মী, বিলাসিনী, বিমতা,  
 ব্যোমসম্বাধা, বারিলাসনসংস্থিতা, বাকলী, বেণুসম্বৃত্তা, বীতিহোজা, বিদ্ধপিনী, বায়ুমণ্ডল-

বিনতা ব্যোমমধ্যস্থা বারিজাসনসংস্থিতা ।  
 বারুণী বেণুসম্ভূতা বীতিহোত্রা বিরূপিণী ॥ ১৪১ ॥  
 বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থা বিষ্ণুরূপা বিধিক্রিয়া ।  
 বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুমতী বিশালাক্ষী বসুন্ধরা ॥ ১৪২ ॥  
 বামদেবপ্রিয়া বেলা বজ্রিণী বসুদোহনী ।  
 বেদাক্ষরপরীতাক্ষী বাজপেয়ফলপ্রদা ॥ ১৪৩ ॥  
 বাসবী বামজননী বৈকুণ্ঠনিলয়া বরা ।  
 ব্যাসপ্রিয়া বর্ষধরা বায়্মীকিপরিষেবিতা ॥ ১৪৪ ॥  
 শাকন্তরী শিবা শাস্তা শারদা শরণাগতিঃ ।  
 শাতোদরী শুভাচারী শুভাস্থরবিমর্দ্দিনী ॥ ১৪৫ ॥  
 শোভাবতী শিবাকার্য শঙ্করাক্ষশরীরিণী ।  
 শোণা শুভাশয়া শুভ্রা শিরঃসন্ধানকারিণী ॥ ১৪৬ ॥  
 শরাবতী শরানন্দা শরজ্যোৎস্না শুভাননা ।  
 শরভা শূলিনী শুদ্ধা শবরী শুকবাহনা ॥ ১৪৭ ॥  
 শ্রীমতী শ্রীধরানন্দা শ্রবণানন্দদায়িনী ।  
 শর্কবাণী শর্করীবন্দ্যা ষড়্ভাষা ষড়্ভাতুপ্রিয়া ॥ ১৪৮ ॥  
 ষড়াধারস্থিতা দেবী ষগ্মুখপ্রিয়কারিণী ।  
 ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুৱাসুৱনমস্কৃতা ॥ ১৪৯ ॥

শাকন্তরীভ্যারভ্য শর্করীবন্দ্যেত্যস্তানি একোনত্রিংশৎ শকারাদীনি নামানি ॥ ১৪৫-১৪৮ ॥  
 ষড়্ভাষেভ্যারভ্য ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুৱাসুৱনমস্কৃতেত্যস্তানি পঞ্চ বকারাদীনি নামানি ।  
 ষড়াধারা মূলধারপ্রভৃতয়স্তত্র স্থিতানাং দেবীনাং দেবী স্বামিনী । ষড়ঙ্গরূপা যে সুমতি-  
 সুৱাসুৱনমস্কৃতা নমস্কৃতেত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥

মধ্যস্থা, বিষ্ণুরূপা, বিধিক্রিয়া, বিষ্ণুপত্নী, বিষ্ণুমতী, বিশালাক্ষী, বসুন্ধরা, বামদেবপ্রিয়া,  
 বেলা, বজ্রিণী, বসুদোহনী, বেদাক্ষরপরীতাক্ষী, বাজপেয়ফলপ্রদা, বাসবী, বামজননী,  
 বৈকুণ্ঠনিলয়া, বরা, ব্যাসপ্রিয়া, বর্ষধরা এবং বায়্মীকিপরিষেবিতা ॥ ১৪৫—১৪৮ ॥

এইরূপ তাঁহার শাকারাদি নাম সকল শাকন্তরী, শিবা, শাস্তা, শারদা, শরণাগতি,  
 শাতোদরী, শুভাচারী, শুভাস্থরবিমর্দ্দিনী, শোভাবতী, শিবাকার্য, শঙ্করাক্ষশরীরিণী  
 অর্থাৎ ক্রতুবাণী, শোণা অর্থাৎ রক্তবর্ণী, শুভাশয়া, শুভ্রা, শিরঃসন্ধানকারিণী, শরাবতী,  
 শরানন্দা, শরজ্যোৎস্না, শুভাননা, শরভা, শূলিনী, শুদ্ধা, শবরী, শুকবাহনা, শ্রীমতী,  
 শ্রীধরানন্দা, শ্রবণানন্দদায়িনী, শর্কবাণী এবং শর্করীবন্দ্যা বলিয়া আনিবে । এইরূপ তাঁহার

সরস্বতী সর্ষাধারা সর্বমঙ্গলকারিণী ।  
 সামগানপ্রিয়া সূক্ষ্মা সাবিজ্ঞী সামসম্ভবা ॥ ১৫০ ॥  
 সর্ববাসা সদানন্দা স্তুতনী সাগরাধরা ।  
 সর্বৈশ্বর্যপ্রিয়া সিদ্ধিঃ সাধুব্রহ্মপরাক্রমা ॥ ১৫১ ॥  
 সপ্তমিমণ্ডলগতা সোমমণ্ডলবাসিনী ।  
 সর্বজ্ঞা সাম্রকরুণা সমানাদিকবজ্জিতা ॥ ১৫২ ॥  
 সর্বোত্তমুঙ্গা সঙ্গহীনী সদগুণা সকলেষ্টদা ।  
 সরষা সূর্য্যতনয়া স্নকেশী সোমসংহতিঃ ॥ ১৫৩ ॥  
 হিরণ্যবর্ণা হরিণী ক্রীড়াকারী হংসবাহিনী ।  
 কোমবস্ত্রপরীতাসী ক্ষীরাক্তিতনয়া ক্ষমা ॥ ১৫৪ ॥  
 গায়ত্রী চৈব সাবিজ্ঞী পার্শ্বতী চ সরস্বতী ।  
 বেদগর্ভা বরারোহা ত্রীগায়ত্রী পরাশ্রিকা ॥ ১৫৫ ॥

সরস্বতীত্যাৱভ্য সোমসংহতিরিত্যস্তানি সপ্তবিংশতি সকারাদীনি নামানি । সাবিজ্ঞী-  
 ত্যেকং নাম ॥ ১৫০ ॥

সাধুব্রহ্মপদক্রমা সাধুনাং স্বভক্তানাং যে ব্রহ্মবো মিত্রানি তেভু পদক্রমঃ পদসকারো  
 ক্ষতাঃ স্বভক্তভক্তেষাপি দয়াবতীতার্থঃ ॥ ১৫১—১৫২ ॥

সরষা মধুমক্ষিকা ॥ ১৫৩ ॥

হিরণ্যবর্ণেত্যাদীনি চষারি হকারাদীনি নামানি । লুল্লোরভেদান্নকারাদিনামভিরেব  
 লকারাদিনামাত্রপি সংগৃহীতানীতি মন্ততে মুনিঃ । কোমবস্ত্রপরীতাসীত্যাৱভ্য ত্রীণি  
 নামানি ক্ষকারাদীনি ॥ ১৫৪ ॥

গায়ত্র্যাাদীনি অষ্টৌ নামানি মাতৃকাক্ষরক্রমরহিতানি ॥ ১৫৫ ॥

অপর নাম বড়ভাষা, বড়ঋতুপ্রিয়া, বড়ধারস্থিতাদৈবী অর্থাৎ মূলধারাদি ষট্চক্রস্থিত  
 দেবতারও দেবতা, বগুধপ্রিয়াকারিণী, বড়ব্রহ্মপদক্রমসমুত্তিস্বরাস্বরনমস্কৃতা অর্থাৎ বেদাক্রম  
 দেবতা এবং অন্তান্ত অস্বরগণ কর্তৃক পূজিতা ॥ ১৪৫—১৪৯ ॥

এইরূপ সরস্বতী, সদাধারা, সর্বমঙ্গলকারিণী, সামগানপ্রিয়া, সূক্ষ্মা, সাবিজ্ঞী, সাম-  
 সম্ভবা, সর্ববাসা, সদানন্দা, স্তুতনী, সাগরাধরা, সর্বৈশ্বর্যপ্রিয়া, সিদ্ধি, সাধুব্রহ্মপরাক্রমা  
 অর্থাৎ সাধুদিগের রক্ষার জন্যই তাঁহার পরাক্রম । সপ্তমিমণ্ডলগতা অর্থাৎ অক্ষরভী-  
 ব্রহ্মণা, সোমমণ্ডলবাসিনী অর্থাৎ অমৃতরূপিণী, সর্বজ্ঞা, সাম্রকরুণা, সমানাদিকবজ্জিতা,  
 সর্বোত্তমুঙ্গা, সঙ্গহীনী, সদগুণা, সকলেষ্টদা, সরষা, সূর্য্যতনয়া, স্নকেশী, এবং সোম-  
 সংহতি ॥ ১৫০—১৫৩ ॥ এইরূপ তাঁহার অপর নাম হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, ক্রীড়াকারী, হংস-  
 বাহিনী, কোমবস্ত্রপরীতাসী, ক্ষীরাক্তিতনয়া, ক্ষমা, গায়ত্রী, সাবিজ্ঞী, পার্শ্বতী, সরস্বতী,  
 বেদগর্ভা, বরারোহা, ত্রীগায়ত্রী এবং পরাশ্রিকা বলিয়া জামিবে ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥



ইতি সাহস্রকং নাম্নাং গায়ত্রীশৈব নারদ ! ।  
 পুণ্যদং সৰ্বপাপহরং মহামান্সাতিলায়কম্ ॥ ১৫৬ ॥  
 এবং নামানি গায়ত্র্যান্তোষোৎপত্তিকরানি হি ।  
 অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ পঠিতব্যং দ্বিত্বৈঃ সহ ॥ ১৫৭ ॥  
 জপং কৃৎস্না হোমপূজাদ্যানং কৃৎস্না বিশেষতঃ ।  
 যস্যৈ কস্যৈ ন দাতব্যং গায়ত্র্যাস্ত বিশেষতঃ ॥ ১৫৮ ॥  
 স্তুতস্তায় স্তুশিষ্যায় বক্তব্যং স্তুত্বায় বৈ ।  
 ভক্তেভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চ বান্ধবেভ্যো ন দর্শয়েৎ ॥ ১৫৯ ॥  
 যদগৃহে লিখিতং শাস্ত্রং ভয়ং তস্য ন কস্মচিৎ ।  
 চঞ্চলাপি স্থিরা ভূত্বা কমলা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৬০ ॥  
 ইদং রহস্যং পরমং গুহাদগুহতরং মহৎ ।  
 পুণ্যপ্রদং মনুষ্যাণাং দরিদ্রাণাং নিধিপ্রদম্ ॥ ১৬১ ॥  
 মোক্ষপ্রদং মুমুকুশাং কামিনাং সৰ্বকামদম্ ।  
 রোগাষ্টৈ মুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৬২ ॥

(এবং এবং নাম্নাং সহস্রমুক্তা অধুনা তন্মাহাশ্রম্য বক্তৃমুপক্রমতে ইতীতি ॥ ১৫৬—১৬২ ॥)

নারদ ! এই আমি তোমার নিকট গায়ত্রীর সহস্র নাম কীর্তন করিলাম । ইহা  
 শ্রবণ করিলে পুণ্যোৎপত্তি হয় এবং সৰ্বপাপ বিনষ্ট হইয়া অতুল ঐশ্বর্য লাভ হইয়া  
 থাকে ॥ ১৫৬ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী তিথিতে ধ্যান, পূজা, হোম ও জপ করিয়া, পরে  
 ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্রে পাঠ করিলে সৰ্বরূপ সম্ভোগ লাভ হইয়া থাকে । নারদ !  
 গায়ত্রীদেবীর এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যাহাকে তাহাকে প্রদান করিও না । যে ব্যক্তি  
 অজিণ্ড ভক্ত, ব্রাহ্মণ ও অল্পগত শিষ্য হইবে তাহাকেই ইহার বিষয় বলিবে । পরন্তু,  
 যদি কোন ভট্টাচার সাধক পরম বন্ধু হয়, তথাপি তাহাকে দর্শন করা হইবে না ॥ ১৫৭-১৫৯ ॥  
 এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যে গৃহে লিখিত থাকে, সেই গৃহে কোনও রূপ ভয় থাকে না ;  
 পরন্তু কমলা, চঞ্চলা হইলেও স্থিরা অবলম্বন করতঃ নিয়তই সেই গৃহে বাস করিয়া  
 থাকেন ॥ ১৬০ ॥ এই অতিগুহ্য পরম মহৎ রহস্য সকল মনুষ্যেরই পুণ্য, দরিদ্রগণের  
 নিধি, মুমুকুর মোক্ষ এবং সকলের সকল অভিলাষই প্রদান করিয়া থাকে । অধিক কি,  
 ইহা পাঠ করিলে পর হোমী রোগ হইতে এবং বন্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ।  
 ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীপান, স্বর্ণহরণ, গুরুহরণ, অশ্লীলতা ও অনাক্ষয়করণ প্রভৃতি

ব্রহ্মহত্যাস্বরাপানস্ববর্ণস্তেয়িনো নরাঃ ।

গুরুতল্লগতো বাপি পাতকাং মুচ্যতেসকৃৎ ॥ ১৬৩ ॥

অসংপ্রতিগ্রহাচ্চৈবাতক্যভকাষিশেষতঃ ।

পাষণ্ডানুতমুখ্যেভ্যঃ পঠনাদেব মুচ্যতে ॥ ১৬৪ ॥

ইদং রহস্যমবলং ময়োক্তং পদ্মজোদ্ভব ! ।

ব্রহ্মসায়ুজ্যাদং নৃণাং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে

গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রকথনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

কা কথ্যেযাং পাপানাং ব্রহ্মহত্যাভিগুরুতরপাপান্তপি নশ্রুতীত্যর্থঃ ॥ ১৬৩—১৬৫ ॥

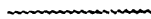
ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

গুরুতর পাপ সকল বিনষ্ট হয়। পাবণ্ড ও মিথ্যাবাদিগণ ইহা পাঠ করিয়াও পবিত্র হইতে পারে ॥ ১৬১—১৬৪ ॥ নারদ ! এই পরম রহস্যটী আমি তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম ; ইহা দ্বারা সমস্ত মানবেই ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করিতে পারে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬৫ ॥

\* মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তর সহস্র নাম

কীৰ্ত্তন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥



## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

শ্রুতং সহস্রনামাখ্যং শ্রীগায়ত্রীফলপ্রদম্ ।

স্তোত্রং মহোন্নতিকরং মহাভাগ্যকরং পরম্ ॥ ১ ॥

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দীক্ষালক্ষণমুত্তমম্ ।

বিনা যেন ন সিধ্যত দেবীমস্ত্রেহধিকারিতা ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং স্ত্রীণাং তথৈব চ ।

সামান্যবিধিনা সর্বং বিস্তরেণ বদ প্রভো ! ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি শিষ্যাণাং ভাবিতাত্মনাম্ ।

দেবাগ্নিগুরুপূজাদাবধিকারো যয়া ভবেৎ ॥ ৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকৈঃ শতশ্লোকৈরুতঃ পরম্ ।

দীক্ষাবিধিং সমাসেন বক্তি নারায়ণো মুনিঃ ॥

অত্রাধুনিকপুস্তকেষু অষ্টাবধ্যায়া বৈষ্ণবতন্ত্রস্থাঃ কেনচিৎ প্রাক্ষিপ্তা দৃশ্যন্তে । তত্র শক্তিদীক্ষাপ্রকরণে তৎকথনশ্রাসক্ততঃ প্রাচীনপুস্তকেষু তেষামদর্শনাচ্চ সাংগপাঠঃ । ততঃ প্রাচীনপুস্তকপাঠসমূহকথ্যৈব ব্যাখ্যায়তে । সহস্রনামশ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি শ্রুতং সহস্রনামেতি ॥ ১ ॥

দীক্ষালক্ষণং দীক্ষাবিধিস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানামিত্যুক্তং দেবীমস্ত্রেহধিকারিতেতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

যয়া ভবেদिति । তদুক্তম্ । অদীক্ষিতস্ত মরণং রোরবায় প্রকল্পতে । ন পূজাদাবধিকারোহস্তি বিনা দীক্ষাং বরাননেহিতি ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! মহাভাগ্যকর ও সম্পত্তিবৃদ্ধিকর এবং গায়ত্রীফলপ্রদ সহস্র নামস্তোত্র শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে, যে দীক্ষা ব্যতিরেকে কিছুই সিদ্ধ হয় না, অধিক কি বাহ্য ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা স্ত্রীলোকদিগের দেবীমস্ত্রে অধিকারই জন্মে না ; আমি সেই দীক্ষার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । প্রভো ! আপনি অমুগ্রহ পূর্বক তাহার সামান্য ও বিশেষ বিধি সকল কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ ! শুদ্ধচিত্ত শিষ্যগণের দীক্ষা বিধির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর । এই দীক্ষা হইলে পর তবে সকলের দেবপূজাদিতে অধিকার হইবে ইহাই জানিও ॥ ৪ ॥ বেদতন্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ কহেন, বাহ্য দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উৎপত্তি এবং

দিব্যাং জ্ঞানং হি যা দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপকয়ন্ত যা ।

সৈব দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা বেদতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ৫ ॥

অবশ্যং সা তু কর্তব্যাত্মা যতো বহুফলা মতা ।

গুরুশিষ্যাব্যবহাৰাপ্যতিশুদ্ধাবপেক্ষিতৌ ॥ ৬ ॥

গুরুস্ত বিধিবৎ প্রাতঃকৃত্যং সৰ্বং বিধায় চ ।

স্নানসঙ্ক্যাদিকং সৰ্বং যথাবিধি বিধায় চ ॥ ৭ ॥

কমণ্ডলুকরো মৌনী গৃহং যাত্যং সরিত্তটং ।

যাগমণ্ডপমাসাদ্য বিশেষত্ৰাসনে বরে ॥ ৮ ॥

আচম্য প্রাণানায়ম্য গন্ধপুষ্পবিমিশ্রিতম্ ।

সপ্তবারস্তমস্ত্রেণ জপং বারি স্মাধয়েৎ ॥ ৯ ॥

বারিণা তেন মতিমানস্তমস্ত্রং সমুচ্চরন্ ।

প্রৌক্ষয়েদ্ধারমখিলং ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

দীক্ষাপদার্থমাহ দিব্যাং জ্ঞানমিতি । দাণ্দ্ৰানৈ ক্ষ কয়ে ইতি ধাতুত্বনিশ্চয়ো দীক্ষা-  
শব্দ ইত্যর্থঃ । যা দীক্ষা ক্রিয়া ॥ ৫ ॥

অতিশুদ্ধো মাতৃতঃ পিতৃতঃ আচারতশ্চেত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞঃ শারদায়াঃ মাতৃতঃ পিতৃতঃ  
শুদ্ধ ইতি ॥ ৬ ॥

বিধিবদिति । পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ৭ ॥

যাগমণ্ডপং দীক্ষাস্থানম্ । মণ্ডপশব্দেন কুণ্ডমণ্ডপোক্তবিধিনা ষোড়শহস্তপরিমিতঃ  
কুণ্ডমণ্ডপঃ কর্তব্য ইতি স্থচিতম্ । তত্ত্বজ্ঞঃ পিতৃলামতে । কলাকরপ্রমাণঃ ত্র্যং মণ্ডপো মুখ্য  
এব চেতি । তদ্বিধিচ গ্রন্থাণ্ডরাদবশেষঃ ॥ ৮ ॥

অস্ত্রমস্ত্রেতি । অৰ্ঘ্যপাত্রে অগ্নং গৃহীত্বা গন্ধপুষ্পে প্রক্ষিপ্য সপ্তবারং কড়িত্যস্ত্রমস্ত্রে-  
ণাভিমন্ত্রেয়দিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অস্ত্রমস্ত্রং ফটুমস্ত্রম্ । দ্বারং মণ্ডপদ্বারম্ । দ্বারমিতি আঠৈত্যকবচনাচ্ছারি মণ্ডপদ্বারাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, তাহাকেই দীক্ষা কহে ॥ ৫ ॥ এই বহুফলপ্রদ দীক্ষা গ্রহণ  
করা অবশ্য কর্তব্য । পরন্তু, এই দীক্ষাকার্য্যে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই স্বতঃ এবং আচা-  
রতঃ শুদ্ধ হওয়া উচিত ॥ ৬ ॥ গুরু প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য যথাবিধানে  
সমাপন করিয়া পরে স্নান ও সঙ্ক্যাদি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিবে, অনন্তর সরিত্তট-  
হইতে কমণ্ডলু গ্রহণ ও মৌনাবলম্বন পূৰ্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইবে । তৎপরে,  
দীক্ষার অন্ত নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া আগুনোপরি উপবেশন করিবে ॥ ৭—৮ ॥ পরে  
আচমন এবং প্রাণায়াম করিয়া অৰ্ঘ্যপাত্রে অগ্নি গ্রহণ করিবে, তৎপরে তাহাতে গন্ধপুষ্প  
নিক্ষেপ করিয়া কটুকার মস্ত্র দ্বারা সপ্তবার সেই অগ্নি অতিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৯ ॥ পরে, সেই  
অতিমন্ত্রিত অগ্নি দ্বারা কটুমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ মণ্ডপদ্বার দ্বকল দিক করিয়া পূজা আরম্ভ

উর্দ্ধোদ্বারকে দেবং গণনাথং তথা শ্রিয়ম্ ।  
 সরস্বতীং নামমন্ত্রৈঃ পূজয়েদাক্ষপুষ্পটৈঃ ॥ ১১ ॥  
 দ্বারদক্ষিণশাখায়াং গজাং বিশ্লেষমর্চয়েৎ ।  
 দ্বারস্থ বামশাখায়াং ক্ষেত্রপালক সূর্য্যজাম্ ॥ ১২ ॥  
 দেহল্যাং পূজয়েদস্ত্রদেবতামস্ত্রমস্ত্রতঃ ।  
 সর্বং দেবীময়ং দৃশ্যমিতি সঙ্কিত্য সর্বতঃ ॥ ১৩ ॥  
 দিব্যানুৎসারয়েদ্বিমানস্ত্রমস্ত্রজপেন তু ।  
 অন্তরিক্ষগতান্ বিদ্বান্ পাদঘাতৈস্ত্ত ভূমিগান্ ॥ ১৪ ॥  
 বামাশাখাং স্পৃশন্ পশ্চাৎ প্রবিশেদক্ষিণাঙ্ত্রিণা ।  
 প্রবিশ্য কুন্তং সংস্থাপ্য সামান্যার্ঘ্যাং বিধায় চ ॥ ১৫ ॥  
 তেন চার্ঘ্যজলেনাপি নৈষ্কৃত্যাং দিশি পূজয়েৎ ।  
 বাস্তনাথং পদ্মযোনিং গন্ধপুষ্পাঙ্কতাভিভিঃ ॥ ১৬ ॥

উর্দ্ধোদ্বারকে দ্বারস্তোত্রফলকপ্রথমপ্রান্তে গণনাথং মধ্যে লক্ষ্মীং দ্বিতীয়প্রান্তে সর-  
 স্বতীক পূজয়েদিত্যর্থঃ । নামমন্ত্রৈর্গণেশায় নম ইত্যাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

গজাং প্রথমতঃ সংপূজ্য তদ্বামভাগে বিশ্লেষমর্চয়েদিত্যর্থঃ । তথা ক্ষেত্রপালং প্রথমত-  
 ত্ত্বামভাগে সূর্য্যজাং যমুনাং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দেহল্যামধোদেহল্যাং অস্ত্রমস্ত্রতঃ কটমস্ত্রতঃ । অনন্তরং মণ্ডপমধ্যে সর্বদেবীময়-  
 মভীতি বিভাব্যোচ্চং পশ্চন্ দিবি ভবান্ বিদ্বানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পাদঘাতৈস্ত্রিভৌমান্ বিদ্বানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তরং অন্তঃস্থিতবিম্বনির্গমনার্থং দ্বারং পরিত্যজ্য দ্বারবামশাখাং স্পৃশন্ দক্ষিণা-  
 জিমুগ্রে দক্ষা মণ্ডপে প্রবিশেদিত্যাহ বামশাখামিতি । অন্তঃস্থিতা বিদ্বা নির্গচ্ছন্তি অহং বস্তুঃ

করিবে ॥ ১০ ॥ প্রথমতঃ দ্বারের উর্দ্ধদেশের প্রথম প্রান্তে গণনাথকে, দ্বিতীয় প্রান্তে  
 সরস্বতীকে ও মধ্যে লক্ষ্মীদেবীকে স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা  
 করিবে ॥ ১১ ॥ পরে, দ্বারের দক্ষিণ শাখায় গজা ও বিশ্লেষের এবং বামশাখায় ক্ষেত্রপাল  
 ও সূর্য্যজা অর্থাৎ যমুনা পূজা করিবে ॥ ১২ ॥ এইরূপ, দ্বারদেশের অধোদেহদ্বীত্যাংশে  
 কটমন্ত্র দ্বারা অস্ত্র দেবতার পূজা করিয়া সমস্ত মণ্ডপটিকে দেবীময় চিত্তা করিয়া তদ্রূপ  
 দর্শন করিবে ॥ ১৩ ॥ পরে, কটমন্ত্র জপ করতঃ দিবা বিদ্বা ও অন্তরিক্ষগত বিদ্বা সকল নাক্ষ  
 করিয়া বাদপাদেশ্য তিনটী পাক্ষিপাত দ্বারা ভূমিগত বিদ্বা সকল নাক্ষ করিবে ॥ ১৪ ॥ অনন্তর,  
 বামশাখা স্পর্শ করিয়া অস্ত্রে দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করতঃ মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিবে । পরে  
 শান্তিকৃত্য হাশপন করিয়া সামান্যার্ঘ্য বিধান করিবে ॥ ১৫ ॥ অনন্তর, গন্ধপুষ্প ও আভরণ  
 তুলন এবং সেই অর্ঘ্যজল দ্বারা নৈষ্কৃত্য দিবে, বাস্তনাথ ও পদ্মযোনির পূজা করিয়া পক্ষ

ততঃ কুর্যাৎ পঞ্চগব্যং তেন চার্ঘ্যোদকেন চ ।

তোরণস্তম্ভপৰ্য্যন্তং প্রোক্ষয়েৎ মণ্ডপং গুরুঃ ॥ ১৭ ॥

সৰ্বং দেবীময়ং চেদং ভাবয়েন্নমনসা কিল ।

মূলমন্ত্রং জপন্ ভক্ত্যা প্রোক্ষিণং স্রাৎ শরাণুনা ॥ ১৮ ॥

শরমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য তাড়য়েৎ মণ্ডপকুমারম্ ।

হংমন্ত্রস্ত সমুচ্চাৰ্য্য কুর্যাদভ্যাক্ষণং ততঃ ॥ ১৯ ॥

ধূপয়েদন্তরং ধূপৈর্বিবিকিরান্ বিকিরেততঃ ।

মার্জয়েত্তাংস্ত মার্জ্যত্যা কুশনির্মিতয়া পুনঃ ॥ ২০ ॥

ঈশানদিশি তৎ পুঞ্জং কৃৎস্না সংস্থাপয়েন্মুনে ।

পুণ্যাহবাচনং কৃৎস্না দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥ ২১ ॥

বিশেষ্ম দ্বাসনে পশ্চামমস্কৃত্য গুরুং নিজম্ ।

প্রাঙ্কুথো বিধিবদ্ধ্যাহা দেয়মন্ত্রস্ত দেবতাম্ ॥ ২২ ॥

প্রবিশামীতি ভাবয়ন্ প্রবিশেদীতি তাৎপর্য্যম্ । সামান্তাৰ্য্যং পূর্ববৎ ॥ ১৫—১৭ ॥

শরাণুনাস্ত্রমস্ত্রেণ ॥ ১৮ ॥

মণ্ডপকুমারং মণ্ডপভূবম্ ॥ ১৯ ॥

বিকিরানিতি । তদন্তঃ চিহ্নীতস্তে । জালচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদুর্গাঙ্কুরাক্রান্তাঃ । বিকিরা  
ইতি সন্ধিষ্টাঃ সৰ্ব্ববিদ্যোবনাশনা ইতি । তাংস্থিতি । তান্ বিকিরানিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৎপুঞ্জমিতি । তস্মিন্ পুঞ্জং হৈয়ে বর্জনীস্থাপনং বন্ধ্যতি ॥ ২১ ॥

দেয়মন্ত্রস্তেতি । শিষ্যস্ত যো দেবো মন্ত্রস্ত দেবতামিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গব্য শোধন করিবে । পরে, তদ্বারা এবং সেই পূর্বেকৃত অর্ঘ্যোদক দ্বারা তোরণস্তম্ভ পর্য্যন্ত  
সমস্ত মণ্ডপ প্রোক্ষিত করিবে ॥ ১৬-১৭ ॥ পরন্তু, প্রোক্ষণ করিবার সময় মনে মনে সমস্তই  
দেবীময় চিন্তা করিয়া ভক্তিপূর্বক মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে কট্কার মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ  
করিবে ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, কর্তা ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মণ্ডপস্থান আড়না  
করিবে । পরে, হং মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তাহার অভ্যাক্ষণ করিবে ॥ ১৯ ॥ তৎপরে তাহার  
অভ্যাক্ষর ধূপদ্বারা প্রেপিত করিবে এবং তদ্বাথে অক্ষত সকল বিকীর্ণ করিয়া কুশনির্মিত  
সংস্কার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিবে ॥ ২০ ॥ তদনন্তর সেই তৎপুঞ্জপুঞ্জ ঈশানকোণে স্থাপন  
করিয়া পুণ্যাহবাচন করিবে এবং তৎপরে দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে দানাদি দ্বারা পঙ্কট  
করিবে ॥ ২১ ॥ এই সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরে দিক ভরকে প্রণাম করতঃ কেন  
ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিয়া পূর্বমুখে বৃদ্ধ আসনোপাধি উপবেশন করিবে ॥ ২২ ॥ নারদ ।

ভূতশুদ্ধাদিকং কৃৎস্না পূর্বোক্তেনৈব বজ্জনা ।  
 ঋষাদিত্যাসকং কুর্যাদ্বেদমস্তম্ভ বৈ যুনে ॥ ২৩ ॥  
 তসেন্মুনিস্ত শিরসি মুখে চন্দ্রঃ সমীরিতম্ ।  
 দেবতাং হৃদয়াস্তোজে গুহ্যে বীজস্ত পাদয়োঃ ॥ ২৪ ॥  
 শক্তিং বিম্বস্ত পশ্চাত্ত্ব তালত্রয়রবান্ততঃ ।  
 দিগ্ভক্ষং কারয়েৎ পশ্চাৎ ছোটিকাভিজিভিনরঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রাণায়ামং ততঃ কৃৎস্না মূলমস্তম্ভস্মরন্ ।  
 মাতৃকাং বিম্বসেদেহে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 ওঁ অংনম ইতি প্রোচ্য তসেচ্ছিরসি মস্তবিৎ ।  
 এবমেব তু সর্বেষু তসেৎ স্থানেষু বৈ যুনে ॥ ২৭ ॥  
 মূলমস্তম্ভষড়ঙ্গং তসেদঙ্গেষু সত্তমঃ ।  
 অঙ্গুষ্ঠাদিষঙ্গুলীষু হৃদয়াদিষু চ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥

পূর্বোক্তেনৈকাদশরক্কোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৩ ॥

ঋষাদিত্যাসস্থানান্তাহ তসেদিতি ॥ ২৪ ॥

তালত্রয়রবাদিতি । তালত্রয়শব্দেন দিব্যাস্তরিকভৌমবিয়াহংসার্থ্য ছোটিকাভির্দিগ্ভক্ষং  
 কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ওঁ অং নম ইতি । ওঁ অং নমঃ ওঁ আং নমঃ ওঁ ইং নম ইত্যাদিপ্রকারেণ শিরসাদি-  
 স্থানেষু মাতৃকাস্তম্ভপ্রকরণে সর্বত্র প্রসিদ্ধেযু তসেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মূলমস্তম্ভেতি । দেয়মস্তম্ভেত্যর্থঃ । স চ ষড়ঙ্গস্তত্তৎকরে প্রসিদ্ধঃ । ষড়ঙ্গস্তম্ভস্থানান্তাহ  
 অঙ্গুষ্ঠাদিষতি ॥ ২৮ ॥

ইহার পর পূর্বকথিত নিয়মাসারে ভূতশুদ্ধাদি কার্য্য করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে দেয়মস্তম্ভের  
 ঋষাদিন্যাস করিবে । অর্থাৎ মস্তকে ঋষি, মুখে চন্দ্রঃ, হৃদয়ে ইষ্টদেবতা, গুহ্যে বীজ এবং  
 পদদ্বয়ে শক্তিস্তাস করিয়া তালত্রয় দ্বারা অস্তরিক ও ভৌমবিয় সকল নিরাকরণ করিয়া  
 পশ্চাৎ ছোটিকাত্রয় দ্বারা নিগ্ধকন করিবে ॥ ২৩—২৫ ॥ তদনন্তর দেয় ইষ্টদেবতার মূলমস্ত  
 দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া নিজদেহে মাতৃকাস্তাস করিবে ; অর্থাৎ ওঁ অং নমঃ শিরসি, ওঁ  
 আং নমঃ মুখে, ওঁ ইং নমঃ দক্ষিণ চক্ষুর্ষি, ওঁ জিং নমঃ বামচক্ষুর্ষি ইত্যাদি ত্রয়ে বৎসাহানে  
 সমস্ত বর্ণ সকলের স্তাস করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ অনন্তর, অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুণিতে কল্পাস্তাস  
 করিয়া মূলমস্ত দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রকারে হৃদয়াদি ষড়ংগে অঙ্গস্তাস করিবে অর্থাৎ ওঁ হৃদয়ার  
 নমঃ বলিয়া হৃদয়, ওঁ শিরসে বাহা বলিয়া মস্তক, ওঁ শিখাথে ববট্ বলিয়া শিখা,

নমঃ স্বাহা বষড়্ যুক্তৈর্হং-বৌষট্-কট্-পদাব্রিভৈঃ ।  
 প্রণবাদিযুক্তৈর্মন্ত্রৈঃ ষড়্ ভিরেবং ষড়্ভঙ্গকম্ ॥ ২৯ ॥  
 বর্ণস্তাসাদিকং পশ্চান্মূলমন্ত্রস্ত যোজয়েৎ ।  
 স্থানেষু তত্তৎকল্লোক্তৈষিতি স্তাসবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥  
 ততো নিজে শরীরেহস্মিংশ্চিস্তয়েদাসনং শুভম্ ।  
 দক্ষাংসে চ স্তসেক্ষ্মং বামাংসে জ্ঞানমেব চ ॥ ৩১ ॥  
 বামোরৌ চাপি বৈরাগ্যং দক্ষোরাবথ বিম্বসেৎ ।  
 ঐশ্বর্যং মুখদেশে তু মূনে ! ধ্যায়ৈদধর্মকম্ ॥ ৩২ ॥  
 বামপার্শ্বেনাভিদেহে দক্ষপার্শ্বে তথা পুনঃ ।  
 নঞাদীংশ্চাপি জ্ঞানাদীন্ পূর্বোক্তানমেব বিম্বসেৎ ॥ ৩৩ ॥  
 পাদা ধর্মাদয়ঃ প্রোক্তাঃ পীঠস্থ মুনিসত্তম ! ।  
 অধর্মাদ্যাস্ত গাত্রাণি স্মৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৪ ॥

নমঃ স্বাহেতি । হৃদয়ায় নমঃ । শিরসে স্বাহা । শিখায়ৈ বষট্ । কবচায় হম্ । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । অন্ত্রায় কড়বং রীত্যেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

ততো নিজদেহে বক্ষ্যমাণক্রমেণ দেব্যা আসনং কল্পয়েদিতিাহ ততো নিজে ইতি । তমেব ক্রমমাত্র দক্ষাংসে ইতি ॥ ৩১—৩২ ॥

নঞাদীনিতি । নঞ পূর্বানিত্যর্থঃ । তথাচাধর্ম্যায় নমঃ । অজ্ঞানায় নমঃ । অবৈরাগ্যায় নমঃ । অনৈশ্বর্যায় নম ইতি মন্ত্রাঃ সম্প্রদাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্ কল্পিতে আসনে পর্য্যঙ্ককল্পনামাহ পাদা ধর্মাদয় ইতি । পাদাঃ পর্য্যঙ্কখুরা ধর্মাদয়ো জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ । অধর্মাদয়স্ত পর্য্যঙ্কগাত্রাণীতি জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ওঁ কবচায় হং বলিয়া কবচ, ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়া নেত্র এবং ওঁ অন্ত্রায় কট্ বলিয়া কবচতলপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ষড়্ভঙ্গাস করিবে ॥ ২৮—২৯ ॥ অনন্তর, তত্তৎকল্লোক্ত স্থানে মূলমন্ত্রের বর্ণস্তাসাদি করিয়া স্তাস কার্য সমাপন করিবে ॥ ৩০ ॥

বারদ ! ইহার পর নিজ শরীরে শুভ আসন কল্পনা করিয়া, তাহার দক্ষিণাংশে ধর্ম, বামাংশে জ্ঞান, বাম উরুর বৈরাগ্য, দক্ষিণ উরুর ঐশ্বর্য, মুখদেশে অধর্ম, বামপার্শ্বে মজ্ঞান, নাভিদেহে অবৈরাগ্য এবং দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্যের স্তাস করিবে ॥ ৩১—৩৩ ॥ বারদ ! সেই শরীরকল্পিত আসনের পাদা-সকল ধর্মাদিকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অধর্মাদিকে চিন্তা করিবে ॥ ৩৪ ॥ সেই আসনের মধ্যে-ঈদমস্থানে অনন্তদেবকে মূহুশ্চা বক্ষণ



মধ্যহনন্তং হৃদি স্থানে শ্রুসেন্দ্রাসনে স্থলে ।  
 প্রপঞ্চপদ্যং বিমলং তস্মিন্ সূর্যোন্দ্রপাবকান্ ॥ ৩৫ ॥  
 শ্রুসেৎ কলাযুতান্ মন্ত্রী সংক্ষেপাতান্ বদাম্যহম্ ।  
 সূর্য্যস্ত দ্বাদশকলাস্তা ইন্দোঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দশ বহুঃ কলাঃ প্রোক্তান্তাভিযুক্তাঃস্ত তান্ শ্ররেৎ ।  
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব শ্রুসেতেষামথোপরি ॥ ৩৭ ॥  
 আত্মানমস্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ ।  
 জ্ঞানাত্মানং শ্রুসেদ্বিদ্বানিথং পীঠস্ত কল্পনা ॥ ৩৮ ॥  
 অমুকাসনায় নম ইতি মন্ত্ৰেণ সাধকঃ ।  
 আসনং পূজয়িত্বা তু তস্মিন্ ধ্যায়েৎ পরাশ্রিকাম্ ॥ ৩৯ ॥  
 কল্পোক্তবিধিনা মন্ত্রী দেয়মন্ত্রস্ত দেবতাম্ ।  
 শ্রানসৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েতাং যথাবিধি ॥ ৪০ ॥

মধ্যহনন্তমিতি । তৎকালন্তং মুদ্রাসনে মুহূতুলিকাস্থানে ভাবয়েদিত্যর্থঃ । তস্মিন্মনন্তে  
 প্রপঞ্চপদ্যং ভাবয়েত্তস্মিন্ কমলে সূর্যোন্দ্রপাবকানুপর্য্যাপরি শ্রুসেদ্বায়েচ্চেত্যাং প্রপঞ্চপদ্য-  
 মিতি ॥ ৩৫ ॥

কলাযুতানি মণ্ডলানি শ্রুসেদিত্যাং শ্রুসেৎ কলাযুতানিতি । কস্ত কতি কলাঃ সন্তীতি  
 তদাহ সূর্য্যস্ত দ্বাদশেতি ॥ ৩৬ ॥

তে চ সূর্য্যাদয়ঃ প্রণবস্ত বর্ণত্রয়পূৰ্ণকা শত্ৰুব্যা ইতি তত্ত্রাস্তরে উক্তম্ । তথাচারং  
 প্রয়োগঃ । অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে নমঃ । উঃ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে নমঃ ।  
 মং বহুমণ্ডলায় দশকলাস্থানে নমঃ । ইতি প্রয়োগঃ কৃত্বা শ্রুসেদিত্যর্থঃ । তদুপরি সর্বাঙ্গিণ-  
 ত্রয়ং শ্রুসেদিত্যাং সত্ত্বং রজ ইতি । সং সত্ত্বায় নমঃ । রং রজসে নমঃ । তং তমসে নম ইতি  
 প্রয়োগঃ ॥ ৩৭ ॥

আত্মানমিতি । তে চ চত্বারি আত্মানো দেবীস্থানাং পূৰ্ণাদিদিঙ্ শ্রুসেদিত তু চিহ্ননী-  
 তত্ৰাদ্ভূম্ ॥ ৩৮ ॥

অমুকাসনায় নম ইতীতি । অমুকশব্দস্থানে পূজনীয়দেবতানাম গ্রাহমিত্যর্থঃ । যথা  
 ছর্গাসনায় নমঃ । গায়ত্র্যাসনায় নম ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

পশ্চাৎ । করিয়া তদুপরি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমলপদ্ম স্বরূপ চিত্তা করিবে । পরে, সেই পদ্মে  
 ধারা প্রাণাঃ ও অগ্নিকে ভ্রাস করিয়া, সূর্য্যকে দ্বাদশকলাযুক্ত, চতুর্কে ষোড়শকলাবিশিষ্ট ও  
 আং নমঃ যুগ্মে, কলাবিত্ত বলিয়া স্মরণ করিবে । অনন্তর, ইহার উপরিতাগে, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ,  
 সমস্ত বর্ণ সকলে,  
 য়া, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মাকে ভ্রাস করিয়া পীঠকল্পনা করিবে ॥ ৩৫-৩৮ ॥ তদ-  
 করিয়া মূলমন্ত্র ধার  
 তাহাকে ইষ্টদেবতার আসন স্মরণ করিয়া তাহার উপর ইষ্টদেবতা পদ্মাবিকাকে  
 নমঃ বলিয়া দ্বন্দ্ব  
 ॥ ৩৯ ॥ তৎপরে, সাধক যের মন্ত্রদেবতাকে স্বকল্পিত বিধানানুসারে মানসে-

মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েষ্বিহান্ কল্লোক্তা মোদকারকাঃ ।  
যাভির্বিরচিতাভিস্ত মোদো দেব্যাস্ত জায়তে ॥ ৪১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ স্ববামভাগাঞ্চে ষট্ কোণোপরি বর্তুলম্ ।  
চতুরশ্রযুতং সমাঘ্নাধ্যে মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪২ ॥  
মধ্যে ত্রিকোণং সংলিখ্য শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।  
ষড়ঙ্গানি চ ষট্ কোণেষ্বর্চয়েৎ কুন্ডলাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥  
অগ্ন্যাদিষু তু কোণেষু ষড়ঙ্গাচ্চনমাচরেৎ ।  
আধারপাত্রমাদায় শঙ্খমু নিম্নিসত্তম ! ॥ ৪৪ ॥  
অস্ত্রমস্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য স্থাপয়েত্তত্র মণ্ডলে ।  
মং বহ্নিমণ্ডলায়োক্ত্বা ততো দশকলাস্বনে ॥ ৪৫ ॥  
অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নম ইত্যপি ।  
মস্ত্রোহরমুক্তঃ শঙ্খস্থাপ্যাদারস্থাপনে বুধেঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশেষাৰ্ঘ্যস্থাপনমাহ ততঃ স্ববামেতি । ষট্ কোণোপরীতি । প্রথমতঃ ষট্ কোণং কৃৎস্না তদুপরি বর্তুলং কৃৎস্না চতুরশ্রং কুৰ্য্যাৎ চন্দ্রেনেনেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

মধ্যে ষট্ কোণমধ্যে । ত্রিকোণমধোমুখং কুৰ্যাদিত্যর্থঃ । ষড়ঙ্গানি দেয়মস্ত্রস্ত ষড়ঙ্গানি ॥ ৪৩ ॥

কাং দিশমারভ্য ষড়ঙ্গানি পূজয়েত্তত্রাহ অগ্ন্যাদিষু । অত্র পূজ্যপূজকয়োৰ্মধ্যে প্রাচী গ্রাহ্য তদহরোধেনাগ্নাদিকল্পনা কর্তব্য । তদন্তঃ দক্ষিণামুত্তিসংহিতায়াম্ । অগ্নীশাস্ত্র-বায়ব্যমধ্যে দক্ষিণপূজনমিতি । ততঃ ষড়ঙ্গপূজনানন্তরং কৃত্যমাহ আধারপাত্রমিতি । ত্রিপাদিকামিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিপাদিকায়াং ভাবনাপুরঃসরং পূজ্যমস্ত্রমাহ মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি । মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাস্বনে দুর্গাদেব্যর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

পচারে পূজা করিয়া দেবীপীতিকর কল্লোক্ত মুদ্রা সকল প্রদর্শন করাইবে । এই মুদ্রা সকল দর্শন করাইলে পর দেবীর পরম প্রীতি হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪০—৪১ ॥

নারদ ! ইহার পর স্ববামভাগে প্রথমতঃ ষট্ কোণাকৃতি তৎপরে তদুপরি বর্তুলাকৃতি তদনন্তর তন্মধ্যে চতুরশ্র এবং পরিশেষে তন্মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল নির্মাণ করিয়া তদুপরি শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে । অনন্তর, গন্ধপুষ্প দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি ষট্ কোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া শঙ্খের আধারপাত্র অর্থাৎ ত্রিপদিকা গ্রহণ করিবে এবং ষট্ মন্ত্র দ্বারা উহা প্রোক্ষিত করিয়া মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে । অনন্তর, “মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাস্বনে অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ শঙ্খপাত্রের পূজা করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে ॥ ৪২—৪৬ ॥ তদনন্তর, শঙ্খপাত্রের পূর্বাধি দিকে প্রদক্ষিণ

আধারে পূর্বমারভ্য প্রদক্ষিণক্রমেন তু ।

দশবহিকলাঃ পূজ্যা বহ্নিমণ্ডলসংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

ততো বৈ মূলমস্ত্রেণ প্রোক্ষিতং শঙ্খমুত্তমম্ ।

স্থাপয়েত্তত্র চাধারে মূলমস্ত্রমনুস্মরন ॥ ৪৮ ॥

অং সূর্য্যমণ্ডল্যোক্ত্বা দ্বাদশান্তে কলাস্থানে ।

অমুকদেব্যার্ঘ্যপাত্রায় নম ইত্যুচ্চরেত্ততঃ ॥ ৪৯ ॥

শং শঙ্খায়পদং প্রোচ্য নম ইত্যেতদুচ্চরেৎ ।

প্রোক্ষয়েত্তেন তং শঙ্খং তস্মিন্ দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৫০ ॥

সূর্য্যস্ত দ্বাদশকলাস্তপিচ্ছাদ্যা যথাক্রমম্ ।

বিলোমমাতৃকাং প্রোচ্য মূলমস্ত্রং বিলোমকম্ ॥ ৫১ ॥

জলৈরাপূরয়েচ্ছঙ্খং তত্র চেন্দোঃ কলাং ন্যসেৎ ।

উং সোমমণ্ডল্যোক্ত্বান্তে ষোড়শকলাস্থানে ॥ ৫২ ॥

অমুকার্ঘ্যামৃতায়ৈতি হৃদ্যন্ত্রান্তো মনুঃ স্মৃতঃ ।

পূজয়েন্মনুনা তেন জলস্ত স্ফণিমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

পূর্বমারভ্য পূর্বদিশমারভ্য তস্তাং ত্রিপাদিকার্যং বহ্নিমণ্ডলসংযুতা দশ বহিকলাঃ পূজ্যা ইত্যর্থঃ । তাস্য কলাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টা এব ॥ ৪৭ ॥

মূলমস্ত্রেণ দেয়মস্ত্রেণ ॥ ৪৮ ॥

অং সূর্য্যমণ্ডল্য দ্বাদশকলাস্থানে দুর্গাদেব্যার্ঘ্যপাত্রায় নম ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

তপিত্তাদ্যাস্তপিনী তাপিনী ধূমাদ্যাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টাঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

স্ফণিমুদ্রয়াঙ্কুমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

ক্রমে বহ্নি দশকলার পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥ তাহার পর মূলমস্ত্র দ্বারা শঙ্খকে প্রোক্ষিত

করিয়া মূলমস্ত্র স্মরণ করত ত্রিপাদিকার উপরিভাগে তাহা স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ পরে,

“অং সূর্য্যমণ্ডল্য দ্বাদশ কলাস্থানে অমুকদেব্য অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অর্ঘ্যপাত্র শঙ্খে পূজা করিয়া ‘শং শঙ্খায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া শঙ্খে জলপ্রোক্ষণ করিবে ।

পরে, তাহাতে যথাক্রমে সূর্য্যদেবের তপিত্তাদি দ্বাদশ কলার পূজা করিয়া বিলোম ক্রমে মাতৃকার্ণ উচ্চারণ করতঃ অর্থাৎ কং হং লং ষং শং ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চাশৎবর্ণ উচ্চারণ

পূর্বক এবং মূলমন্ত্রকেও বিলোম ক্রমে পাঠ করতঃ শঙ্খকে ত্রিভাগ জলে পরিপূর্ণ করিবে । অনন্তর, তাহাতে চক্ৰকলার স্থান করিয়া “উং সোমমণ্ডল্য ষোড়শকলাস্থানে

অমুকদেবতায় অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তাহাতে পূজা করিবে । পরে, অঙ্কুমুদ্রা বোগে “গদে চ যমুনে চৈব” এই মন্ত্র দ্বারা তাহাতে তীর্থলকল আবাহন করিয়া

তীর্থাভাবাহু তত্রৈবাপ্যকুক্ষো জপেৎ মনুস্ম ।

ষড়ঙ্গানি জলে স্তস্য হ্রদা সংপূজয়েদপঃ ॥ ৫৪ ॥

অষ্টকুক্ষো জপেদ্বমূলং ছাদয়েৎ মনুস্মদ্রয়া ।

ততো দক্ষিণদিগ্ভাগে শঙ্খস্ত প্রোক্শণীং স্তসেৎ ॥ ৫৫ ॥

শঙ্খানু কিঞ্চিম্বিক্রিপ্য প্রোক্শয়েত্তেন সর্বতঃ ।

পূজাদ্রব্যং নিজাত্মানং বিশুদ্ধং ভাবয়েত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ স্বপুরতো বেদ্যাং সর্বতো ভদ্রমণ্ডলম্ ।

সংলিখ্য কর্ণিকামধ্যং পূরয়েচ্ছালিতগুলৈঃ ॥ ৫৭ ॥

আস্তীর্ষ্য দর্ভাস্তত্রৈব স্তসেৎ কূর্জং সলক্ষণম্ ।

আধারশক্তিমারভ্য পীঠমম্বন্তমর্চয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

হ্রদা নম ইতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৪ ॥

প্রোক্শণীং সামাচার্যস্থানীয়াম্ । শঙ্খো বিশেষার্থঃ । প্রোক্শণী সামাচার্যঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

অর্থাস্থাপনোত্তরং কৃত্যমাহ ততস্ত পুরতো বেদ্যামিতি । চতুর্কোণেকহস্তা বেদী তস্তাং সর্বতোভদ্রমণ্ডলং লিখিতার্থঃ । তন্মণ্ডলস্ত কর্ণিকামধ্যে প্রথমতঃ শালিভিঃ পূরণং ততস্ত গুলৈঃ পূরণমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

কূর্জমিতি । সপ্তবিংশতিদর্ভাণাং বেণ্যাগ্রং গ্রহিভূষিতমিত্যুক্তলক্ষণং কূর্জম্ । আধার-শক্তিমিতি । আধারশক্তয়ে নমঃ । প্রকৃত্যৈ নমঃ । কূর্ষায় নমঃ । শেষায় নমঃ । ক্ষমাতৈ নমঃ । স্তূধাসিদ্ধবে নম ইত্যাদি শারদাতিলকচিৎস্নাতন্ত্রোক্তপ্রকারেণ পীঠমম্বন্তমিতি । দুর্গাদেবীযোগপীঠায় নমঃ ইতি পীঠমন্ত্রঃ ॥ ৫৮ ॥

মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে । অনন্তর, জলে ষড়ঙ্গের 'স্তাস, "হ্রদা নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা পূজা এবং মূলমন্ত্র অষ্টবা জপ করিয়া মংস্তমুদ্রা দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিবে । তদনন্তর, শঙ্খের দক্ষিণ ভাগে প্রোক্শণীপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিবে পরে, তজ্জলদ্বারা সমস্ত পূজোপকরণ ও আশ্রয়রীর প্রোক্শিত করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করিবে ॥ ৫৮—৫৯ ॥

নারদ ! এইরূপে বিশেষাচার্য-স্থাপন পর্য্যন্ত কার্য সমাপন করিয়া পরে বেদীমধ্যে সর্বতোভদ্র-মণ্ডল নির্মাণ করিবে এবং তাহার কর্ণিকামধ্য শালিতগুল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে । অনন্তর, সেই মণ্ডলে দর্ভাস্তরণ করিয়া বেণ্যাগ্রগ্রহিভূষিত সপ্তবিংশতি কৃশময় স্তূলক্ষণাবিত একটি কূর্জ নিক্ষেপ করিবে । পরে, তন্মধ্যে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ষ, শেষ, ক্ষমা, স্তূধাসিদ্ধ, বস্ত্রধীপ, মণিমণ্ডল, কল্পবৃক্ষ এবং ইষ্টদেবতা পীঠের পূজা করিবে ॥ ৫৭-৫৮ ॥

নিব্রণং কুন্তমাদার্যাপ্যস্ত্রাতিঃ কালিতাস্তরম্ ।

তন্তনা বেষ্টয়েৎ তন্ত ত্রিগুণেনারুণেন চ ॥ ৫৯ ॥

নবরত্নোদরং কূর্চ্চযুতং গন্ধাদিপূজিতম্ ।

স্থাপয়েত্তত্র পীঠে তু তারমস্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৬০ ॥

ঐক্যং কুন্তস্ত পীঠস্ত ভাবয়েৎ পুরয়েত্ততঃ ।

মাতৃকাং প্রতিলোমেন জপংস্তীর্থোদকৈর্মুনে ! ॥ ৬১ ॥

মূলমস্ত্রঞ্চ সংজপ্য পুরয়েদেবতাধিরা ।

অশ্বখপনমাত্রাণাং কোমলৈর্নবপল্লবৈঃ ॥ ৬২ ॥

ছাদয়েৎ কুন্তবদনং চষকং সফলাকৃতম্ ।

সংস্থাপয়েত মতিমান্ বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

প্রাণস্থাপনমস্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ ।

আবাহনাদিমুদ্রাভিম্বোদয়েদেবতাং পরাম্ ॥ ৬৪ ॥

অস্ত্রাতিঃ কটমস্ত্রাভিম্বিত্তৈর্জলৈঃ । ত্রিগুণেতানেন তস্মিন্দিবারবেষ্টিততন্তৌ সৰ্বগুণ-  
রজোগুণতমোগুণভাবনা কার্যোত্যর্থঃ । অরুণেন রক্তবর্ণেন তন্তনেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

কূর্চ্চঃ পূর্বোক্তঃ । তারমস্ত্রেণ প্রণবোচ্চারণে ॥ ৬০ ॥

তত্র কুন্তস্ত পীঠস্ত চৈকত্বং ভাবয়েদিত্যাচ্চ ঐক্যমিতি । প্রতিলোমঃ ক্ষকারমারম্ভা-  
ক্ষকারপর্যন্তঃ মাতৃকামন্ত্রমুচরংস্তীর্থোদকৈঃ পুরয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

ছাদয়েদিতি । তেষু নবপল্লবেষু কল্পবৃক্ষভাবনা কর্তব্যেতি তু শারদাতিলকে উক্তম্ ।  
বস্ত্রযুগ্মেন রক্তেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

অনন্তর ত্রাণাদিদোষশূন্য একটা কুন্ত আনয়ন পূর্বক কট মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাহার  
অন্তর দ্বীপ করিয়া ত্রিগুণাত্মক রক্তবর্ণ মন্ত্রদ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিবে ॥ ৫৯ ॥ পরে  
তাহার মধ্যে কূর্চ্চাঙ্কিত নবরত্ন নিক্ষেপ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ প্রণবোচ্চারণ  
পূর্বক সেই পীঠে স্থাপন করিবে ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, সেই পীঠ ও কুন্তের ঐক্যভাব ভাবনা  
করিয়া প্রতিলোমক্রমে মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে তীর্থোদক প্রদান করিবে  
এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই কুন্ত পরিপূর্ণ করিবে ।  
তৎপরে, অশ্বখ, পনস ও অত্র প্রভৃতির কোমল নবপল্লব দ্বারা কুন্তের মুখ আচ্ছাদন  
করিয়া তদুপরি কল ও তণ্ডুলের সহিত চষক স্থাপন করিবেক এবং রক্তবস্ত্রযুগ্ম দ্বারা উহা  
বেষ্টন করিবেক ॥ ৬১—৬৩ ॥ তদনন্তর প্রাণস্থাপন মন্ত্র দ্বারা দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া  
আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবীর তুষ্টিবিধান করিবে ॥ ৬৪ ॥ পরে, কল্পোক্ত বিধানে

ধ্যায়ৈতাং পরমেশানীং কল্পোক্তেন প্রকরিতঃ ।  
 স্বাগতং কুশলপ্রসং দেব্যা অগ্রে সমুচ্চরেৎ ॥ ৬৫ ॥  
 পাদ্যং দদ্যাত্ততোহপ্যর্ঘ্যং ততশ্চাচমনীয়কম্ ।  
 মধুপৰ্কঞ্চ সাভ্যঙ্গং দেব্যা স্নানং নিবেদয়েৎ ॥ ৬৬ ॥  
 বাসনী চ ততো দদ্যাদ্রক্তে ক্ষৌমে স্থনির্মলে ।  
 নানামগিগণাকীর্ণানাকল্পান্ কল্পয়েত্ততঃ ॥ ৬৭ ॥  
 মনুনা পুটীতৈর্বৈশ্ণেয়াতৃকায়্য বিধানতঃ ।  
 দেব্যা অঙ্গেষু বিম্বস্তা চন্দনাদ্যোঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৬৮ ॥  
 গন্ধঃ কালাগুরুভবঃ কপূরেণ সমম্বিতঃ ।  
 কাশ্মীরং চন্দনঞ্চাপি কস্তুরীসহিতং যুনে ! ॥ ৬৯ ॥  
 কুন্দপুষ্পাদিপুষ্পাণি পরদেব্যা সমর্পয়েৎ ।  
 ধূপোহগরুপুরুভাতোশীরচন্দনশর্করাঃ ॥ ৭০ ॥  
 মধুমিশ্রাঃ স্মৃতা দেব্যাঃ প্রিয়া ধূপাস্থনা সদা ।  
 দীপাননেকান্ দত্ত্বাথ নৈবেদ্যং দর্শয়েৎ স্রধীঃ ॥ ৭১ ॥

মনুনা পুটীতৈরিতি । হ্রীমং হ্রীং হ্রীমাং হ্রীমিত্যাদিপ্রকারেণ দেয়মন্ত্রেণ পুটীতৈর্মাতৃকা-  
 ক্ষরৈর্দেবতায়্যা অঙ্গেষু মাতৃকাক্ষরভাসস্থানেষু শিরঃপ্রভৃতিষু পুষ্পৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮-৬৯ ॥  
 কুন্দপুষ্পাদীতি । আদিনা পূর্বমেকাদশক্কোক্তানি গ্রাহাণি । পুরুগুণ্ডলস্তত্র ত্রাতঃ  
 সমুদায়ঃ । অগরুগুণ্ডলোশীরচন্দনানাং চূর্ণং কৃৎবা শর্করামধুভ্যাক্ষ মিশ্রিতং কৃৎবা শুটিকাঃ  
 কুর্য্যাত্তস্ত ধূপো দেব্যা অতিপ্রিয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

পরমেশ্বরীর ধ্যান করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে আবৃত্ত হইবে । প্রথমতঃ দেবীর  
 অগ্রভাগে স্বাগত প্রসং জিজ্ঞাসা করিয়া পরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, মধুপৰ্ক এবং  
 অভ্যঙ্গ দ্বানীয় ত্রব্য নিবেদন করিবে ॥ ৬৫—৬৬ ॥ তদনন্তর, স্থনির্মল রক্তবর্ণ ক্ষৌদ্র বস্ত্র-  
 গুল এবং নানাবিধ মগিময় অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়া সস্তপুটিত মাতৃকা বর্ণোচ্চারণ  
 করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবীর সর্বাঙ্গে পূজা করিবে ॥ ৬৭—৬৮ ॥ পরে, দেবীর উদেশে  
 কপূরসম্বিত কালাগুরুভব গন্ধ এবং কস্তুরী-বিমিশ্রিত কাশ্মীর চন্দন প্রদান করিয়া কুন্দ-  
 পুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প সকল সমর্পণ করিবে । অনন্তর, অগুরু, গুণ্ডল, উশীর, চন্দন,  
 শর্করা ও মধু দ্বারা রচিত ধূপ প্রদান করিবে এবং এই ধূপকেই দেবীর-পরম প্রীতিকর বলিয়া  
 জানিবে । পরে, নানাবিধ দীপ প্রদান করিয়া নৈবেদ্য দান করিবে । পরন্তু, প্রত্যেক বস্ত্র

প্রতিজ্ঞ্যং জলং দদ্যাৎ প্রোক্ষণীহং ন চাত্ত্বা ।  
 ততঃ কুর্যাদঙ্গপূজাং কল্লোক্তাবরণামি চ ॥ ৭২ ॥  
 সান্নাং দেবীমথাক্ষ্যক্য বৈষদেবং ততশ্চরেৎ ।  
 দক্ষিণে স্থণ্ডিলং কৃৎবা তত্রোদায় হতাশনম্ ॥ ৭৩ ॥  
 মূর্তিস্থাং দেবতাং তত্রোদায় সম্পূজ্য চ ক্রমাৎ ।  
 তারব্যাহতিভিহঁত্বা মূলমঙ্গ্রেণ বৈ ততঃ ॥ ৭৪ ॥  
 পঞ্চবিংশতিবারম্ভ পায়সেন সসর্পিষা ।  
 হুনেৎ পশ্চাৎ ব্যাহতিভিঃ পুনশ্চ জুহুয়াৎ মুনৈঃ ॥ ৭৫ ॥  
 গন্ধাদৈরর্চয়িত্বা চ দেবীং পীঠে তু যোজয়েৎ ।  
 বহিঃ বিম্বজ্য হবিষা পরিতো বিকিরেহলিম্ ॥ ৭৬ ॥  
 দেবতায়াঃ পার্শ্বদেভ্যো গন্ধপুষ্পাদিসংযুতম্ ।  
 পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বা তামূলং চ্ছত্রচামরে ॥ ৭৭ ॥

প্রোক্ষণীহং পূর্বোক্তসামান্যার্থাপাত্ত্বম্ । তদন্তঃ শারদায়াম্ । সর্বমেতৎ প্রযুক্তীত  
 প্রোক্ষণীহেন বারিণেতি । অঙ্গপূজাং দেবতায়াঃ ষড়ঙ্গপূজাম্ ॥ ৭২—৭৩ ॥

মূর্তিস্থাং কলশস্থাম্ । তারব্যাহতিভিরিত । ওঁ স্বাহা হুঃ স্বাহেতিপ্রকারেণ প্রপ-  
 মতো হুত্বা পঞ্চবিংশতিবারং দেয়মঙ্গ্রেণ হুত্বা পুনশ্চ পূর্ববতারব্যাহতিভিহঁত্বাদি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৭৫ ॥

হবিষা হোমাবশিষ্টপায়সেন ॥ ৭৬—৭৭ ॥

নিবেদনের সময় পূর্বোক্ত প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া লইবে । অনন্তর,  
 কল্লোক্তবিধানে দেবীর অঙ্গপূজা ও আবরণপূজা সমাপন করিয়া বৈষদেবের আচরণ  
 করিবে । দেবীর দক্ষিণভাগে চতুর্হস্ত প্রমাণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন  
 করিবে । পরে তন্নম্রো মূর্তিমতী দেবতার আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে ।  
 অনন্তর, বধাক্রমে স্বাহামন্ত্র সহযোগে ব্যাহতি অর্থাৎ হুঃ ভবঃ ও শ্বঃ মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র  
 কাঁ ধোঁ প্রোক্ষণীহং স্বতন্ত্র চক্রদ্বারা পঞ্চবিংশতি বার এবং তদনন্তর পুনর্বার ব্যাহতিদ্বারা  
 এবং ইষ্টদেবতাকে শ্বঃ ॥ অনন্তর, গন্ধাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া পীঠদেবতার সহিত  
 তৎপরে, অশ্বখ, পনস বহ্নিকে বিসর্জন দিয়া হোমাবশিষ্ট চক্র দ্বারা দেবীর পার্শ্বদগণকে  
 করিয়া তদুপরি কল ও তণ্ডুলে অনন্তর, পুনর্বার দেবীকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এবং  
 বেটন করিবেক ॥ ৬১—৬৩ ॥ তদু উপকরণ অবশিষ্ট থাকিবে তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া  
 আবাহনাদি মন্ত্র প্রদর্শন করতঃ দেবী জপ সমাপন করিয়া ক্রীড়াকোণে তণ্ডুলের উপরে

দদ্যাৎ দেবৌ ততো মন্ত্রঃ সহস্রাবৃত্তিতো জপেৎ ।

জপং সমপ্য চৈশান্তাং বিকিরে দিশি সংস্থিতে ॥ ৭৮ ॥

কর্করীং স্থাপয়েত্তস্তাং হুর্গামাবাক্যপূজয়েৎ ।

রক্ষ রক্ষেতি চোচ্চাৰ্য্য নালমুক্তেন বারিণা ॥ ৭৯ ॥

অস্ত্রমস্ত্রং জপন্ দেশং সেচয়েত্তু প্রদক্ষিণম্ ।

কর্করীং স্থাপয়েৎ স্থানে পূজয়েচ্চান্দ্রদেবতাম্ ॥ ৮০ ॥

পশ্চাদ্ গুরুস্ত শিষ্যেণ সহ ভূঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥

তস্তাং রাত্রৌ তু তদ্বদ্যাং নিদ্রাং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৮১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ কুণ্ডস্ত সংস্কারং স্থণ্ডিলস্ত চ বা যুনে ! ।

প্রবক্ষ্যামি সমাসেন যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ৮২ ॥

মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য বীক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রতঃ ।

প্রোক্ষয়েত্তাড়নং কুর্যাৎ তেনৈব কবচেন তু ॥ ৮৩ ॥

ঐশান্তাং দিশীতি । ঐশান্তাং দিশি পূর্বে সম্ভার্জনং কৃৎ সংস্থাপিতে বিকিরে কর্করী-  
মুত্তরমুখীং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥

দেশং মণ্ডপস্থং দেশং অস্ত্রদেবতাং হুর্গাম্ ॥ ৮০ ॥

যদ্যাৎ মণ্ডপে এব নিদ্রাং কুর্যাদিত্যর্থঃ । অয়মধিবাসনপ্রসারঃ সদ্যোহধিবাসনং বা  
কার্য্যম্ । স্পষ্টং চেৎ চিবল্লীতন্ত্রশারদাতিলকয়োঃ ॥ ৮১ ॥

অধিবাসনান্তরমগ্নিমুখমাহ ততঃ কুণ্ডন্তেতি । অত্র কুণ্ডন্তেতিপদেন নবকুণ্ডীবিধানঃ  
হুচীতম্ । তচ্চাত্মাহুতমপি শারদাতিলকাদিনিবন্ধকরীত্যা কার্য্যম্ । তদভাবে আহ  
স্থণ্ডিলস্ত চেতি ॥ ৮২ ॥

মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য কুণ্ডং বীক্ষয়েদিত্যর্থঃ । তৈন্নৈবাস্ত্রমন্ত্রেণৈব প্রোক্ষণং দৃঢ়ীকরণার্থং  
সমিবাধিত্তাড়নঞ্চ কার্য্যমিত্যর্থঃ । কবচেন হামিত মন্ত্রেণাত্মাক্ষণং চেত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

কর্করী স্থাপন করিবে এবং তাহাতে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে  
“রক্ষ রক্ষ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কর্করীনাগমুক্ত জলধারা কট্ এই মন্ত্র জপ করিতে  
করিতে সেই নানটী সিক্ত করিবে। পরে পুনর্বার দেবীকে পূজা করিয়া কর্করীটীকে  
বধাহানে রাখিয়া দিবে ॥ ৭৮—৮০ ॥ এইরূপে গুরু অধিবাস কার্য্য সমাপন করিয়া শিষ্যের  
সহিত ভোজন করিবে এবং সেই রাত্রিতে সেই বেলীর উপরে নিদ্রা ঘাইবে ॥ ৮১ ॥

নারদ ! এক্ষণে হোমমন্ত্র কুণ্ড বা স্থণ্ডিলের সংস্কার কার্য্য যথাবিধি সংক্ষেপে বর্ণন  
করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮২ ॥ প্রথমতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ড নিরীক্ষণ করিবে পরে  
কট্ মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ ও তাড়ন এবং তদনন্তর হং এই মন্ত্র দ্বারা অভ্যাক্ষণ করিবে। অনন্তর



অভ্যক্ষণং সমুদ্ভিক্তং তিল্পস্তিল্পস্ততঃ পরম্ ।  
 প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ লিখেল্লগ্নাঃ সমস্ততঃ ॥ ৮৪ ॥  
 প্রণবেন সমুদ্ভিক্ত্য পীঠং দেব্যাঃ সমর্চয়েৎ ।  
 আধারশক্তিমারভ্য পীঠমদ্রাবসানকম্ ॥ ৮৫ ॥  
 তস্মিন্ পীঠে সমাবাহ শিবো পরমকারণো ।  
 গন্ধাদৈর্যুপচারৈশ্চ পূজয়েতৌ সমাহিতঃ ॥ ৮৬ ॥  
 দেবীং ধ্যায়েদুত্থাতাং সংসক্তাং শঙ্করেণ তু ।  
 কামাতুরাং তয়োঃ ক্রীড়াং কিক্শিৎ কালং বিভাবয়েৎ ॥ ৮৭ ॥  
 অথ বহিং সমাদায় পাত্রেণ পুরতো স্থপেৎ ।  
 ক্রব্যাদংশং পরিত্যজ্য পূর্বোক্তৈর্বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥  
 সংস্কৃত্য বহিং রং বীজমুচ্চার্য তদনন্তরম্ ।  
 চৈতন্যং যোজয়েতস্মিন্ প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৯ ॥  
 সপ্তবারং ততো ধেনুমুদ্রাং সন্দর্শয়েদ্ গুরুঃ ।  
 শরেণ রক্ষিতং কৃদ্বা তনুত্রেণাবগুষ্ঠয়েৎ ॥ ৯০ ॥

লিখেল্লগ্নাঃ সমাদাদিভিঃ ॥ ৮৪ ॥

পীঠমিতি । আধারশক্তয়ে নম ইত্যারভ্যামুকদেবীযোগপীঠায় নম ইত্যেতৎপর্য্যন্তং  
 পীঠং কুণ্ডে পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৮৬ ॥

ক্রীড়াং রতিম্ ॥ ৮৭—৮৯ ॥

সপ্তবারং প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েদিত্যর্থঃ । শরেণাস্ত্রমন্ত্রেণ । তনুত্রেণ হমিতিমন্ত্রেণ ॥ ৯০ ॥

তদ্বাধ্যে প্রাগগ্রা তিনটি এবং উদগগ্রা তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে ॥ ৮৩—৮৪ ॥ তৎপরে  
 প্রণব দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া সেই পীঠমধ্যে পূর্ববৎ আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে অমুকদেবী-  
 যোগপীঠায় নমঃ এই পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮৫ ॥ পরে সেই পীঠমধ্যে পরাংপর  
 শিবশিবাকে আবাহন করিয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮৬ ॥  
 তৎপরে কিক্শিকাল দেবীকে উত্থাতা কামাতুরা একত্রে শঙ্করের সহিত কামক্রীড়া  
 আসক্ত্য এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর, পাত্রে করিয়া বহি আনয়ন পূর্বক তাহা  
 হইতে প্রোজলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে নিক্ষেপ করিবে । পরে বীক্ষণাদি দ্বারা  
 সংস্কার করিয়া রং এই বহিবিজ দ্বারা চৈতন্য সমর্পণানন্তর সপ্তবার প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রিত  
 করিবে । পরে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া কটিকার দ্বারা রক্ষা করতঃ হৃদয় দ্বারা অবগুষ্ঠন  
 করিবে ॥ ৮৮—৯০ ॥ তৎপরে কান্দুপুট মহাভয় হইয়া সেই অর্জিত বহিঃক শিব বীজ

অর্চিতং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য প্রদক্ষিণেব সতমঃ ।  
 কুণ্ডোপরি জপংস্তারং জাম্বুশৃঙ্গমহীতলঃ ॥ ৯১ ॥  
 শিববীজধিমা দেব্যা যোনৌ বহিঃ বিনিক্ষিপেৎ ।  
 আচাময়েত্ততো দেবং দেবীঞ্চ জগদধিকাম্ ॥ ৯২ ॥  
 চিংপিঙ্গল হন-দহ-পচ-মুখং ততঃ পরম্ ।  
 সৰ্ব্বজ্ঞা জাপয় স্বাহা মস্ত্রোহয়ং বহ্নিদীপনে ॥ ৯৩ ॥  
 অগ্নিং প্রজ্জলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্ ।  
 স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিক্কে বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯৪ ॥  
 মস্ত্রেণানেন তং বহিঃ স্তবীত পরমাদরাৎ ।  
 ততো ন্যসেদ্ বহ্নিমস্ত্রং ষড়ঙ্গং দেশিকোত্তমঃ ॥ ৯৫ ॥  
 সহস্রার্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষঃ স্মৃতঃ ।  
 ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বা ধনুর্ধর ইতি ক্রমাৎ ॥ ৯৬ ॥  
 জাতিযুক্তাঃ ষড়ঙ্গাঃ স্ত্র্যাঃ পূর্বস্থানেষু বিস্থসেৎ ।  
 ধ্যায়েৎ বহিঃ হেমবর্ণং ত্রিনেত্রং পদ্মসংস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥

অর্চিতং চন্দনাদিভিঃ পূজিতং বহিঃ কুণ্ডোপরি ত্রিভিবারং পরিভ্রাম্য জাম্বুভ্যাং  
 শৃঙ্গমহীতলঃ সন্ তারমস্ত্রমুচ্চরন্ সন্ শিববীজধিমা শিববীজধিমা দেব্যা যোনৌ বহিঃ  
 বিনিক্ষিপেদিত্যধঃ ॥ ৯১ ॥

ততো দেবার দেব্যা চাচমনং দদ্যাদিত্যাহ আচাময়েদিতি ॥ ৯২ ॥

হনদহপচমুখমিতি । - হনহন দহদহ পচপচেত্যেবং রূপমিত্যর্থঃ । বহ্নিদীপনে ইতি ।  
 অনেন মস্ত্রেণ বহিঃ প্রজ্জালয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

অগ্ন্য পহ্নানমস্ত্রমাহ অগ্নিং প্রজ্জলিতমিতি ॥ ৯৪—৯৬ ॥

জাতিযুক্তাঃ নমঃ-স্বাহা-বষট্-হং-বোষট্-ফটপদৈযুক্তা ইত্যর্থঃ । ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদ-  
 য়ায় নমঃ । স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহেত্যাদয়ঃ ষড়ঙ্গমস্ত্রা উহা ইত্যর্থঃ । পূর্বস্থানেষু  
 হৃদয়াদিষু ॥ ৯৭ ॥

বিশেষণা করতঃ কুণ্ডোপরি প্রদক্ষিণ ক্রমে তিনবার পরিভ্রমণ করাইয়া পীঠমধ্যস্থ দেবীর  
 মৌলিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তৎপরে দেব ও দেবীকে আচমনাদি প্রদান করিরা পূজা  
 করিবেক ॥ ৯১—৯২ ॥ অনন্তর, “চিংপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সৰ্ব্বজ্ঞাপর জাপয়  
 স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অগ্নি প্রজ্জলিত করিরা, “অগ্নিঃ প্রজ্জলিতং বন্দে জাতবেদং  
 হতাশনম্ । স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিক্কে বিশ্বতোমুখম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিরা পরম আদর  
 সহকারে বহির পূজা করিবে । তৎপরে সেই বহ্নিব্যতী, ওঁ সহস্রার্চিষে নমঃ, স্বস্তিপূর্ণায়

ইচ্ছাশক্তিস্বস্তিকাতীধারকং মঙ্গলং পরম্ ।

পরিষিদ্ধেত্ততঃ কুণ্ডং মেখলোপরি মস্ত্রবিৎ ॥ ৯৮ ॥

দর্ভেঃ পরিস্তরেৎ পশ্চাৎ পরিধীন বিদ্যাসেদধ ।

ত্রিকোণবৃত্তবট্ ক্রোণং সাক্ষিপত্রং সত্বপুরম্ ॥ ৯৯ ॥

যন্ত্রং বিভাবয়েৎ বহ্নেঃ পূর্বং বা সংলিখেদধ ।

তন্মধ্যে পূজয়েৎ বহ্নিং মস্ত্রেণানেন বৈ মূনে ! ॥ ১০০ ॥

বৈশ্বানর ততো জাতবেদঃ পশ্চাদিহাবহ ।

লোহিতাক্ষপদং প্রোক্তা সর্বকর্মাণি সাধয় ॥ ১০১ ॥

বহ্নিজায়ান্তকো মস্ত্রস্তেন বহ্নিস্ত পূজয়েৎ ।

মধ্যে ষট্ স্বপি কোণেষু হিরণ্যা গগনা তথা ॥ ১০২ ॥

রক্তা কৃষ্ণা সূপ্রভা চ বহ্নরূপাতিরক্তিকা ।

পূজয়েৎ সপ্তজিহ্বাস্তাঃ কেশরেষ্বপূজনম্ ॥ ১০৩ ॥

দলেষু পূজয়েৎ মূর্তীঃ শক্তিস্বস্তিকধারিণীঃ ।

জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বা হব্যবাহন এব চ ॥ ১০৪ ॥

ইষ্টং বরমুদ্রা । অভীরভয়মুদ্রা ॥ ৯৮ ॥

ত্রিকোণবৃত্তেতি । ত্রিকোণোপরি ষট্ কোণং ততো বৃত্তং ততোইষ্টপত্রং ততো ভূপূ-  
মিত্যেবং-রীত্যাগ্নিস্থাপনাং পূর্বমেব যন্ত্রং লিখেদধুনৈব বা ভাবয়েৎ ॥ ৯৯—১০৩ ॥

মূর্তীরাহ জাতবেদা ইতি ॥ ১০৪—১০৫ ॥

স্বাহা, উত্তিষ্ঠপূরুষায় বযট্, ধূমব্যাগিনে হং, সপ্তজিহ্বায় বোষট্ এবং ধর্ম্মরার কট্  
এই মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গস্থাপন করিবে । অনন্তর, বহ্নিকে হেমবর্ণ, ত্রিনেত্র, পদ্মোপরি উপবিষ্ট,  
বরশক্তি স্বস্তিক ও অভয়ধারী, এবং পরম মঙ্গলপ্রদ বলিদায়ক ধ্যান করিবে । তৎপরে  
মেখলার উপরিভাগে কুণ্ডকে সিঞ্চন করিবে ॥ ৯৯—১০০ ॥ তৎপশ্চাৎ দর্ভদ্বারা চতুর্দিক  
আচ্ছাদিত করিবে এবং যথাক্রমে ত্রিকোণ, ষট্ কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল এবং ভূপূর লিখিয়া  
অগ্নির যন্ত্র অঙ্কিত করিবে ; পরন্তু, ইহা বহ্নি স্থাপনের পূর্বে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে এক্ষণে  
কেবলমাত্র তাহা চিন্তা করিবে । অনন্তর সেই যন্ত্রমধ্যে, “বৈশ্বানর জাতবেদ লোহিতাক্ষ  
সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পূজা করিবে । অনন্তর মধ্যে ও  
ষট্ কোণে যথাক্রমে হিরণ্যা গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সূপ্রভা, বহ্নরূপা ও অতিরক্তিকা ভেদে  
বহ্নির সপ্তজিহ্বার পূজা করিয়া কেশরমধ্যে অঙ্গদেবতার পূজা করিবে ॥ ১০১—১০৩ ॥ তদনন্তর,  
অষ্টদল মধ্যে ও অগ্নয়ে জাতবেদে নমঃ, ও অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ, ও অগ্নয়ে

অখোদরজসংজ্ঞোহস্তঃ পুনর্বেশানরাহ্ময়ঃ ।

কৌমারতেজাঃ স্তাধ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৫ ॥

তারায়য়ে পদাদ্যাঃ স্ত্যন্যন্তা বহিমুত্তয়ঃ ।

লোকপালাংশ্চতুর্দিকু বজ্রাদ্যাহুধসংযুতান্ ॥ ১০৬ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ স্ক্রক্সবসংস্কারাবাজ্যসংস্কার এব চ ।

কৃদ্ধা হোমস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্ক্রবেণাদায় বৈ স্মৃতম্ ॥ ১০৭ ॥

দক্ষিণাদ স্মৃতভাগাতু বহুর্দক্ষিণলোচনে ।

জুহ্বাদগ্নয়ে স্বাহেত্যেবং বৈ বামতোহন্যতঃ ॥ ১০৮ ॥

সোমায় স্বাহেতি মধ্যাতু স্মৃতমাদায় সত্তম ।

অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহেতি মধ্যনেত্রে হনেন্ততঃ ॥ ১০৯ ॥

তারায়য়ে ইতি । ওঁ অগ্নয়ে অখোদরজস্য নমঃ ইত্যাদিশ্রয়োগ উহঃ ॥ ১০৬ ॥

বহিমুজানস্তরং কৃত্যমাহ ততঃ স্ক্রক্সবসংস্কারাবিতি । তে চ সংস্কারাঃ শারদাতিল-  
কাদিনিবাক্ষ্যু স্পষ্টা এব সন্তীতি তত এবাবধারণ্যঃ । পুরাণে তেভ্যুপযোগাতাবাকৌ-  
রবাজ্ঞ নাত্র লিখ্যন্তে । হোমং ততঃ কুর্যাদিতি । ততঃ স্ক্রক্সবসংস্কারানস্তরং বক্ষ্যমাণ-  
রীত্যা হোমং কুর্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

দক্ষিণভাগাদিতি । আজ্যস্থাল্যাং দক্ষিণবামভাগকল্পনাং কৃদ্ধা দক্ষিণভাগাৎ স্ক্রবেণাজ্য-  
মাদায় অগ্নয়ে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণায়ের্দক্ষিণলোচনে জুহ্বাদগ্নেব বামভাগাদাদায় সোমায়  
স্বাহেতি বামলোচনে মধ্যভাগাদাদায়গ্নীষোমাত্যাং স্বাহেতি তৃতীয়লোচনে জুহ্বাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১০৮—১১০ ॥

নার নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে অখোদরজস্য নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কৌমার-  
তেজসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ এবং ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ এই সকল  
মন্ত্র বলিয়া এবং মূর্তিগুলিকে শক্তি ও অস্তিক ধারিণী চিত্তা করিয়া পূজা করিবে ।  
তৎপরে পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে বজ্রাদি আয়ুধবিশিষ্ট ধ্যান করিয়া  
পূজা করিবে ॥ ১০৪—১০৬ ॥

নারদ ! অনস্তর, স্ক্রক্সবাদির সংস্কার ও আজ্যসংস্কার করিয়া স্ক্রবেয় ধারী স্মৃত  
গ্রহণ করত হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০৭ ॥ আজ্যস্থালীমধ্যে দুইটা পবিত্র অর্পণ  
করিয়া দক্ষিণভাগ হইতে স্মৃত গ্রহণ করত অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্র  
বলিয়া, বাম ভাগ হইতে স্মৃত গ্রহণ করত অগ্নির বামভাগে সোমায় স্বাহা এই মন্ত্র  
বলিয়া এবং মধ্য হইতে স্মৃত লইয়া অগ্নির মধ্যভাগে অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ-  
করিয়া স্নাহতি ত্যাগ করিবে ॥ ১০৮—১০৯ ॥ পুনর্বার দক্ষিণভাগ হইতে স্মৃত লইয়া

পূনর্দক্ষিণভাগাতু হুতমাদায় বৈ শ্রুথে ।  
 অগ্নয়ে শ্বিষ্টকৃতে স্বাহেত্যেনৈব হনেন্ততঃ ॥ ১১০ ॥  
 সতারাভিকব্যাহতিভির্জুহুয়াদথ সাধকঃ ।  
 জুহুয়াদগ্নিমস্ত্রেণ ত্রিবারন্ত ততঃ পরম্ ॥ ১১১ ॥  
 ততস্ত্ব প্রণবেনৈবাপ্যষ্ঠাবষ্ঠৌ হুতাহতীঃ ।  
 গর্ভাধানাদিসংস্কারকৃতে তু জুহুয়ান যুনে ! ॥ ১১২ ॥  
 গর্ভাধানং পুসবনং সীমস্তোময়নং ততঃ ।  
 জাতকর্ষ্য নামকর্মাণ্যুপনিজ্জমণং তথা ॥ ১১৩ ॥  
 অগ্নাশনং তথা চূড়াব্রতবন্ধস্তথৈব চ ।  
 মহানাম্ন্যং ব্রতং পশ্চাত্তথোপনিষদং ব্রতম্ ॥ ১১৪ ॥  
 গোদানোদ্বাহকৌ প্রোক্তাঃ সংস্কারাঃ ঋতিচৌদিতাঃ ।  
 ততঃ শিবং পার্শ্বতীঞ্চ পূজয়িত্বা বিসর্জয়েৎ ॥ ১১৫ ॥  
 জুহুয়াৎ পঞ্চ সমিধো বহ্নিমুদ্दिश্ব সাধকঃ ।  
 পশ্চাদাবরণানাঞ্চাপ্যেকৈকামাহতিং হনেন্ ॥ ১১৬ ॥

সতারাভিরিতি । ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহেত্যবংরীত্যা । অগ্নিমস্ত্রেণ পূর্বোক্তেন ॥ ১১০ ॥  
 সংস্কারকৃতে সংস্কারার্থমষ্টাবষ্টাবাহতীর্জুহুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥  
 গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ গণয়তি গর্ভাধানমিতি ॥ ১১০—১১৪ ॥  
 এতৎসংস্কারাণাং স্বরূপং ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্টম্ । শিবং পার্শ্বতীং চেতি । বহ্নেঃ পিতৃভূতে  
 দেবাবিত্যর্থঃ ॥ ১১৫—১১৬ ॥

অগ্নয়ে শ্বিষ্টকৃতে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির সন্মুখে আহতি দান করিবে ॥ ১১০ ॥  
 অনন্তর, ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া তৎপরে  
 পূর্বোক্ত অগ্নি মন্ত্রদ্বারা তিনবার হোম করিবে ॥ ১১১ ॥ তদনন্তর, গর্ভাধানাদি সংস্কার  
 ঋন্ত প্রত্যেকবারে প্রণব মন্ত্রদ্বারা আট আট বার আহতি দান করিবে ॥ ১১২ ॥ নারদ ।  
 এক্ষণে সংস্কার সকলের নামোল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর । গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তো-  
 ময়ন, জাতকর্ষ্য, নামকরণ, নিজ্জমণ, অগ্ন্যশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন (মৌজীবন্ধন, মহানাম-  
 ও বেদায়ন) এবং বিবাহ (গোদানপূর্বক দ্বারপরিগ্রহ) এই দশবিধ সংস্কারের বিবরণ  
 শাস্ত্রে কথিত আছে । দীক্ষার প্রাকালে ঐ সময়ের সংস্কার ঋন্ত আহতি দান করিবে  
 তদনন্তর পার্শ্বতী ও মহাদেবের পূজা করিয়া তাঁহাদের বিসর্জন করিবে ॥ ১১০—১১৪ ॥  
 পরে, বহ্নির উদ্দেশে পঞ্চ সমিধাৰ্হতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক আবরণ-মেবতার উদ্দেশে  
 এক একটা আহতি দান করিবে ॥ ১১৬ ॥ অনন্তর, স্রব্ধদ্বারা হুত গ্রহণ করিয়া এবং

যুতং স্রুচি সমাদায় চতুর্কারং স্রুবেণ চ ।  
 পিধায় ভাস্ত্র তেনৈব যুনে তিষ্ঠন্নিস্তাসনে ॥ ১১৭ ॥  
 বৌষড়ন্তেন মনুনা বহ্নেস্ত জুহ্যাত্ততঃ ।  
 মহাগণেশমস্ত্রেণ জুহ্যাদাহিতীর্দশ ॥ ১১৮ ॥  
 বহ্নৌ পীঠং সমভার্ক্য দেয়মন্ত্রস্ত দেবতায় ।  
 বহ্নৌ ধ্যাত্বা তু তদ্বক্ত্রে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া ॥ ১১৯ ॥  
 মূলমস্ত্রেণ জুহ্যাদবৈক্রে কীকরণায় চ ।  
 বহ্নিদেবতয়োরৈক্যং ভাবয়ন্মান্বনা সহ ॥ ১২০ ॥  
 একীভূতং ভাবয়েন্তু ততস্ত সাধকোত্তমঃ ।  
 যজ্ঞং দেবতানাক্ষ জুহ্যাদাহতীঃ পৃথক্ ॥ ১২১ ॥  
 একাদশৈব জুহ্যাদাহতীযু নিসত্তম ! ।  
 এতেন নাড়ীসন্ধানং বহ্নিদেবতয়োর্মুনে ॥ ১২২ ॥  
 একৈকক্রমযোগেনাপ্যাবতীনাস্তথৈব চ ।  
 একৈকক্রমযোগেন যুতেন জুহ্যান যুনে ! ॥ ১২৩ ॥

বহ্নের্মনুনা পূর্বোক্তেন মহাগণেশমস্ত্রেণৈতি । ওঁ ওঁ স্বাহা ১ ওঁ ত্রীং স্বাহা ২ ওঁ ত্রীং  
 হ্রীং স্বাহা ৩ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং স্বাহা ৪ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং স্রোঃ স্বাহা ৫ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং  
 স্রোঃ গং স্বাহা ৬ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং স্রোঃ গং গণপত্যে ইত্যন্তং সপ্তমঃ ৭ বরবরদ ইত্য-  
 ন্তোহষ্টমঃ ৮ সর্বজনং মে বশমিত্যন্তো নবমঃ ৯ আনয় স্বাহেত্যন্তো দশমঃ ১০ ইতি দশা-  
 হতীজুহ্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

বহ্নৌ পীঠমিতি । দেয়মন্ত্রদেবতায়ঃ পীঠং তত্তৎকল্লোক্তং বহ্নৌ পূজয়েদিত্যর্থঃ ।  
 তদ্বক্ত্রে দেবতয়া বক্ত্রে ॥ ১১৯ ॥

বৈক্রে কীকরণায় চেতি । বহ্নিদেবতয়োরেকবক্তৃতাপাদনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২০—১২২ ॥  
 একৈকক্রমযোগেনৈতি । একাং দেবতামুদ্বৈগৈক্যমাহতিং জুহ্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বৌষট্-অস্ত্র অগ্নির মহাগণেশ মন্ত্রদ্বারা দশটি আহুতি প্রদান  
 করিবে ॥ ১১৭—১১৮ ॥ অনন্তর, অগ্নিতে পীঠ পূজা সমাপন করত দেয় ইষ্টদেবতার ধ্যান  
 ও পূজা করিয়া তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা তদ্বক্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি প্রদান করিবে ।  
 তৎপরে বহ্নিদেবতার সহিত তাঁহার একাঙ্কান করিয়া পুনর্বার আদ্যার সহিত একীভূত  
 বিবেচনা করিবে । অনন্তর, বহ্নিদেবতাগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি প্রদান  
 করিবে ॥ ১১৯—১২১ ॥ তৎপরে একাদশবার আহুতি প্রদান করিয়া বহ্নির দেবতা ও  
 ইষ্টদেবতার নাড়ীসন্ধান করিবে ॥ ১২২ ॥ তদনন্তর, ক্রমে ক্রমে এক এক দেবতার নাম  
 উল্লেখ করিয়া যুতদ্বারা এক এক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ১২৩ ॥ পরে, কল্লোক্তমন্ত্র

ততঃ কল্লোক্তদ্রব্যৈস্ত ভূহরাদথবা তিলৈঃ ।  
 দেবতামূলমস্ত্রেণ গজাস্তকসহস্রকম্ ॥ ১২৪ ॥  
 এবং হুত্বা ততো দেবীং সস্তুষ্টাং ভাবয়েন্ যুনে ।  
 তথৈবাবৃতিদেবীশ্চ বহীাদ্যা দেবতা অপি ॥ ১২৫ ॥  
 ততঃ শিষ্যঞ্চ স্তূনাং কৃতসঙ্ঘাদিকক্রিয়ম্ ।  
 বস্ত্রধরযুতং স্বর্ণভরণেন সমন্বিতম্ ॥ ১২৬ ॥  
 কমণ্ডলুকরং শুদ্ধং কুণ্ডশাস্তিকমানয়েৎ ।  
 নমস্কৃত্য ততঃ শিষ্যো গুরুনথ সভাসদঃ ॥ ১২৭ ॥  
 কুলদেবং নমস্কৃত্য বিশেষত্বাথ বিষ্ণুরে ।  
 গুরুস্ততস্তুতং শিষ্যং কৃপাদৃষ্ট্যা বিলোকয়েৎ ॥ ১২৮ ॥  
 তচৈতন্মতীং নিজে দেহে ভাবয়েৎ সঙ্গতস্ত্বিতি ।  
 ততঃ শিষ্যতনুস্থানামধনাং পরিশোধনম্ ॥ ১২৯ ॥  
 কুর্যাতু হোমতো বিদ্বান্ দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাৎ ।  
 যেন জায়েত শুদ্ধাত্মা যোগ্যো দেবাদ্যনুগ্রহে ॥ ১৩০ ॥

গজাস্তকসহস্রকং অষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১২৪—১২৮ ॥

তচৈতন্মতীং শিষ্যচৈতন্মতীং নিজাত্মনি প্রতিষ্ঠিতমিতি ভাবয়েদিতিার্থঃ । অধনাং  
 বন্ধ্যমাণানাম্ ॥ ১২৯—১৩০ ॥

বাঁরা অথবা তিলদ্বারা মূলমস্ত্র উচ্চারণ করত অষ্টোত্তর সহস্রবার হোম করিবে ॥ ১২৪ ॥  
 নারদ ! এইরূপে হোমকার্য সমাপন করিয়া দেবী ভগবতীকে, আবরণ দেবতা এবং  
 বহিঃপ্রভৃতি অন্তোন্ত দেবতা সকলকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিবে ॥ ১২৫ ॥

অনন্তর, শিষ্য দ্বান করিয়া নূতন বস্ত্রগুণ ও সুবর্ণের অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে  
 এবং সঙ্ঘাদি নিত্যক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া কমণ্ডলুহস্তে শুদ্ধমানসে কুণ্ডের সমীপে  
 আসিয়া উপস্থিত হইবে । তদনন্তর, সভাগীন গুরুজনবর্গকে নমস্কার করিয়া কুলদেবকে  
 নমস্কার করিবে এবং তাহার পর তত্রস্থ আসনে যাইয়া উপবেশন করিবে । অনন্তর, গুরু  
 শিষ্যকে সমাগত আনিয়া কল্পণাদৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন এবং নিজ দেহে তাহার  
 চৈতন্তকে সংগত বলিয়া বিবেচনা করিবেন । পরে গুরু, বাহাতে শিষ্য দিব্য দৃষ্টির অব-  
 লোকন হেতু শুদ্ধাত্মা ও দেবতার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে, তদ্বৎসারে হোম করিয়া  
 শিষ্যদ্বারীহ মার্গ সকলের পরিশোধন করিবেন ॥ ১২৬—১৩০ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

তনৌ ধ্যায়ন্তু শিষ্যস্ত্র যড়ধ্বানঃ ক্রমেণ তু ।

পাদয়োস্ত্ব কলাধ্বানমক্কৌ তত্বাধ্বকং পুনঃ ॥ ১৩১ ॥

নাভৌ তু ভুবনাধ্বানং বর্ণাধ্বানং তথা হৃদি ।

পদাধ্বানং তথা ভালে মস্ত্রাধ্বানস্ত মূৰ্দ্ধনি ॥ ১৩২ ॥

শিষ্যং স্পৃশংস্ত্ব কূর্চেন তিলৈরাজ্যপরিপ্লুতৈঃ ।

শোধয়াম্যমুমধ্বানং স্বাহেতি মনুমুচ্চরন্ ॥ ১৩৩ ॥

তারাত্যং জুহ্বাদক্টবারং প্রত্যধ্বমেব হি ।

যড়ধ্বনস্ততস্তাংস্ত লীনান্ ব্রহ্মণি ভাবয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

পুনরুৎপাদয়েত্তস্মাৎ সৃষ্টিমার্গেণ বৈ গুরুঃ ।

আত্মস্থিতং তচ্চৈতন্যং পুনঃ শিষ্যে তু যোজয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ণাহুতিং ততো হুত্বা দেবতাং কলশে নয়েৎ ।

পুনর্বাহুতিভিহুত্বা বহুরঙ্গাহুতীত্থান ।

একৈকশো গুরুর্দত্তা বিস্বজৈদ্বহ্নিমান্বানি ॥ ১৩৬ ॥

যড়ধ্বশোধনং কৰ্ত্তব্যমিত্যুক্তং তত্র কে তে যড়ধ্বানঃ কুত্র সঙ্কীৰ্ত্তি সৰ্গমাহ তনৌ ধ্যায়াদিতি । অক্কৌ লিঙ্গে তত্বাধ্বকং তত্বাধ্বানং হৃদেদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১—১৩২ ॥

ওঁ অস্ত্র শিষ্যস্ত্র কলাধ্বানং শোধয়ামি স্বাহেতি মস্ত্রেণাষ্টবারং তং কলাধ্বানং পাদয়োঃ স্থিতং কূর্চেন বানহস্তেন স্পৃশন্তুহৃদেবং প্রত্যধ্বমিতরাধ্বনম্ কুৰ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৩—১৩৪ ॥

তস্মাদব্রহ্মণঃ । আত্মস্থিতিমিতি । পূৰ্ণং যৎ সৃষ্টিম্ যোজিতং তদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

দেবতামিতি । হোমার্থমগ্নাবাবাহিতাং দেবতাং কলশে নয়েৎ কলশে গতামিতি ভাবয়েদ্বিসৰ্জনমস্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

নারদ ! এক্ষণে, শিষ্যের যড়ধ্বশোধনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর । শিষ্যের শরীরে যথাক্রমে সেই যড়ধ্বশোধন করিবে । তাহার পদদ্বয়ে কলাধ্বকে, লিঙ্গে তত্বাধ্বকে, নাভিদেহে ভুবনাধ্বকে, হৃদয়ে বর্ণাধ্বকে, ললাটে পদাধ্বকে এবং মস্তকে মস্ত্রাধ্বকে শোধন করিবে ॥ ১৩১—১৩২ ॥ পরন্তু, প্রত্যেক অধ্বশোধন করিবার সময় অগ্রে শিষ্যের পাদাদি তৎতৎ অঙ্গ কূৰ্চদ্বারা স্পর্শ করিয়া পরে “ওঁ অস্ত্র শিষ্যস্ত্র কলাধ্বানং শোধয়ামি স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্ব্বক আজ্যমিশ্রিত তিলদ্বারা আটবার আহুতি প্রদান করিবে । এইরূপ প্রত্যেক স্থানের অধ্বশোধনের সময় পূৰ্ব্বোক্ত আট আটবার হোম করিবে । অনন্তর, সেই সকলকে বুদ্ধিতে লীন চিন্তা করি সেই বুদ্ধ হইতে সৃষ্টিপ্রক্রমাদ্বারা তাহাদিগের উৎপত্তি চিন্তা করিবে । শিষ্যচৈতন্তকে আত্মস্থিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে গুরু সেই শিষ্যে অৰ্পণ করিবেন ॥ ১৩৩—১৩৫ ॥ অনন্তর, পূর্ণাহুতি



ততঃ শিষ্যস্ত নেত্রে তু বদ্বীয়াসামসা গুরুঃ ।  
 নেত্রমস্ত্রেণ তং শিষ্যং কুণ্ডতো মণ্ডলং নয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥  
 পুষ্পাঞ্জলিং মুখ্যদেব্যাং কারয়েচ্ছিষ্যহস্ততঃ ।  
 নেত্রবন্ধং নিরাকৃত্য বেশয়েৎ কুশবিষ্টরে ॥ ১৩৮ ॥  
 ভূতশুদ্ধিং শিষ্যদেহে কুর্যাৎ প্রোক্তেন বজ্রনা ।  
 মন্ত্রোদিতাংস্তথা শাসান্ কৃৎবা শিষ্যতনৌ ততঃ ॥ ১৩৯ ॥  
 মণ্ডলে বেশয়েচ্ছিষ্যমশ্মিন্ কুন্তসংস্থিতান্ ।  
 পল্লবান্ শিষ্যশিরসি বিষ্ণুসেন্মাতৃকাং জপেৎ ॥ ১৪০ ॥  
 কলশম্ভজলৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদেবতাঋকৈঃ ।  
 বর্দ্ধনীজলসেকঞ্চ কুর্যাৎক্ষণার্থমঞ্জসা ॥ ১৪১ ॥  
 ততঃ শিষ্যঃ সমুখায় বাসদী পরিধায় চ ।  
 কৃতভস্মাবলেপশ্চ সংবিশেদগুরুসম্মিধৌ ॥ ১৪২ ॥

নেত্রমস্ত্রেণ বৌধধ্যস্ত্রেণ নেত্রবন্ধং কৃৎবা তং শিষ্যং কুণ্ডস্থানমণ্ডলং কলশং অতি  
 নয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৭—১৩৮ ॥

মন্ত্রোদিতান্ দেয়মন্ত্রোদিতান্ ॥ ১৩৯—১৪০ ॥

বর্দ্ধনী যা পূর্বনীশাস্ত্রাং স্থাপিতা তস্তাং স্থিতিজ্ঞৈর্গৈরভিষেকং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪১-১৪২ ॥

আবাহিত দেবতাকে কলসমধ্যে বিসর্জন মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত করিবে এবং তদনন্তর  
 পুনর্বার ব্যাধতি হোম সমাপন করিয়া বহির অঙ্গদেবতা সকলকে এক একটা আহতি  
 প্রদান করত বহিকে আয়শরীরে বিসর্জন করিবে ॥ ১৩৭ ॥ পরে, গুরু এইরূপে সমস্ত  
 কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া তদনন্তর, বৌধড় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বজ্রদ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয়  
 বন্ধনকরত কুণ্ডস্থান হইতে মণ্ডলমধ্যে লইয়া আসিবে ॥ ১৩৭ ॥ অনন্তর, গুরু শিষ্যহস্ত  
 দ্বারা ইষ্ট দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া তাহার নেত্রবন্ধন মোচন পূর্বক তাহাকে  
 কুশাশনে উপবেশন করাইবে ॥ ১৩৮ ॥ পরে, শিষ্যদেহে পূর্বোক্ত ঐক্যে ভূতশুদ্ধি  
 প্রভৃতি কার্য্য সকল করিয়া ইষ্টমন্ত্রের জ্ঞান করিবে । অনন্তর, শিষ্যকে অশ্ম একটা মণ্ডলে  
 লইয়া বাইয়া মাতৃকার্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে কলসস্থ পল্লব সকল শিষ্যমস্তকে ল্পর্শ  
 করাইয়া তদ্ব্যবস্থ জলদ্বারা তাহাকে স্নান করাইবে । এবং পূর্বোক্ত ঈশানকোণে রক্ষিত  
 বর্দ্ধনোপাঙ্গু জলদ্বারা রক্ষাজ্ঞ অভিষেক করিবে ॥ ১৩৯-১৪১ ॥ তৎপরে, শিষ্য গাঞ্জোখান  
 করিয়া নুতন বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভাস্কর্য্য করিয়া গুরু সমীপে আসিয়া উপস্থিত  
 হইবে ॥ ১৪২ ॥ অনন্তর, করুণাময় গুরু নিজশরীর হইতে বহির্গত শিবশক্তিকে শিষ্য

ততো গুরুঃ স্বকীয়াক্তু হৃদয়ান্নিগিতাং শিবাম্ ।  
 প্রবিষ্টাং শিষ্যহৃদয়ে ভাবয়েৎ করুণানিধিঃ ॥ ১৪৩ ॥  
 পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদ্যৈরৈক্যং বৈ ভাবয়ন্ত্যয়োঃ ।  
 ততস্ত্রিশো দক্ষকর্ণে শিষ্যস্ত্রোপদিশেৎ গুরুঃ ॥ ১৪৪ ॥  
 মহামন্ত্রং মহাদেব্যাঃ স্বহস্তং শিরসি ন্যসন্ ॥ ১৪৫ ॥  
 অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং শিষ্যোহপি প্রজপেদ্যনুনে ! ।  
 দণ্ডবৎ প্রণমেদভূমৌ তং গুরুং দেবতাস্থকম্ ॥ ১৪৬ ॥  
 সর্বস্বমর্পয়েত্তস্মৈ যাবজ্জীবনমন্ত্যধীঃ ।  
 ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥  
 স্ত্রবাসিনীঃ কুমারীশ্চ বটুকাংশ্চৈব সর্বশঃ ।  
 দীনানাথান্ দরিদ্রাংশ্চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ১৪৮ ॥  
 কৃতার্থতাং স্বস্ত বুধ্বা নিত্যমারাদয়েদ্যনুসূম্ ॥ ১৪৯ ॥  
 ইতি তে কথিতঃ সম্যগ্দ্দীক্ষাবিধিরনুত্তমঃ ।  
 বিমুশ্চৈতদশেষেণ ভজ দেবীপদাস্থজম্ ॥ ১৫০ ॥

তয়োঃ শিষ্যদেবয়োঃৈক্যং ভাবয়ন্ দেবতাবুদ্ধ্যা শিষ্যং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৪ ॥  
 স্বহস্তং দক্ষিণহস্তং শিষ্যশিরসি অমৃতময়ং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥  
 ইতি তে কথিত ইতি নারায়ণো নারদং প্রভূপসংহারং करोति ॥ ১৫০—১৫১ ॥

শরীরে প্রবৃষ্ট হইতে চিন্তা করিবেন, এবং শিষ্য ও দেবতার ঐক্যজ্ঞান করিয়া শিষ্যকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন ॥ ১৪৩—১৪৪ ॥ তদনন্তর, গুরু শিষ্যের মস্তকে স্বহস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ কর্ণে মহাদেবীর মহামন্ত্রটা তিন বার উচ্চারণ করতঃ উপদেশ দিবেন ॥ ১৪৫ ॥ নারদ ! এই সময়ে শিষ্য ও সেই গুরুরাষ্টোত্তরশতবার জপ করিবে এবং গুরুকে দেবময় চিন্তা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ১৪৬ ॥ অনন্তর, শিষ্য গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্ত সর্বস্ব প্রদান করিবে, ইহাতে কখনও অন্তমত হইবে না। তৎপরে ঋত্বিগ্গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিয়া, দীন অনাথ কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ক্রমতঃস্থানে ভোজনাদি করাইবে, পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কোনও রূপে বিত্তশাঠ্য অবলম্বন করিবে না ॥ ১৪৭—১৪৮ ॥ এইরূপে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তদবধি প্রত্যহ ইষ্টমন্ত্রের আরাধনায় নিরন্ত থাকিবে ॥ ১৪৯ ॥

নারদ ! এই আদি তোমার নিকট সর্বোত্তম নীতি বিধির বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে, তুমি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেবীর পাদপদ্ম ভজনাতে

নাশস্ত পরমো ধর্মো ব্রাহ্মণস্তাত্র বিদ্যতে ।

বৈদিকঃ স্বশ্বগৃহ্যোক্তক্রমেণোপদেশোন্নাম্ ॥ ১৫১ ॥

তান্ত্রিকস্তত্ত্বরীত্যা তু স্থিতিরেষা সনাতনী ।

তত্ত্বুক্তপ্রয়োগাস্ত তে তে কুর্য়ুর্ন চান্থথা ॥ ১৫২ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ইতি সর্বং ময়াখ্যাংতং যৎ পৃষ্ঠং নারদ ! শ্রয়া ।

অতঃপরং পরাম্বায়া ভজ নিত্যং পদাম্বুজম্ ।

নিত্যমারাধ্য তচ্চাহং নিবৃত্তিং পরমাং গতঃ ॥ ১৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজম্মারদায় প্রোক্তা সর্বমমুত্তমম্ ।

সমাধিমীলিতাক্ষস্ত দধৌ দেবীপদাম্বুজম্ ।

নারায়ণস্ত ভগবান্ মুনিবর্ষ্যশিখামণিঃ ॥ ১৫৪ ॥

তত্ত্বুক্তেতি । বৈদিকরীত্যা স্বশ্বগৃহ্যোক্তরীত্যা দীক্ষিতো বৈদিকান্ প্রয়োগান্  
র্ঘ্যাং কুণ্ডমণ্ডপাদিপূঃসরতস্তোক্তপ্রকারেণ দীক্ষাভাস্তান্ত্রিকান্ প্রয়োগান্ কুর্ধ্যাদি-  
গ্যর্থঃ ॥ ১৫২—১৫৩ ॥

ব্যাসো জনমেজয়ঃ প্রতি নারায়ণনারদসংবাদকথামুপসংহরতি ব্যাস উবাচ ইতি রাজ-  
ম্মতিঃ দধৌ নারায়ণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

নরত হও । কারণ, ইহলোকে ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের আর অস্ত্র কোনও ধর্ম নাই,  
ইহাই স্থির বলিয়া জানিবে । বেদমার্গাম্বুজসারী বৈদিকগণ স্বশ্ব গৃহ্যোক্তক্রমে এবং  
গান্ত্রিকগণ স্বশ্ব তত্ত্বাম্বুজসারে মন্ত্রের উপদেশ দিবেন, ইহাকেই সর্বশাস্ত্রসম্মত সনাতনী  
নীতি বলিয়া জানিবে । ফলতঃ যে ব্যক্তি যে মার্গাম্বুজসারী হইবে, সে তদম্বরূপ আচরণ  
করিবে, কোনও রূপে অম্বরূপ আচরণ করিবে না ॥ ১৫০—১৫২ ॥

নারদ ! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদয়ই আমি তোমার  
নিকট বর্ণন করিলাম । এক্ষণে তোমাকে সার কথা বলিতেছি, অতঃপর তুমি নিয়তই  
পরাম্বুজের পাদপদ্ম সেবায় নিয়ত থাকিও । দেখ, আমিও নিত্য তাঁহার পাদপদ্ম সেবা  
করিয়াই এই পরম নির্বাণ লাভ করিয়াছি ॥ ১৫৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! মুনিগণের চূড়ামণি সেই ভগবান্ নারায়ণ  
ঋষিঃ নারদকে এই সমস্ত অম্বরূপ কথা বলিয়া সমাধিবোলে চক্ষুঃশ্রুতি করতঃ দেবী  
ভগবতীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মুনিবর নারদও এই সমস্ত

নারদোহপি ততো নহা গুরুং নারায়ণং পরম্ ।

জগাম সদ্যস্তপসে দেবীদর্শনলালসঃ ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশ-  
স্কন্ধে দীক্ষাবিধিকথনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

( নারদেনাপি তৎ সৰ্ব্বং দেবীমাহাত্ম্যপূৰ্ণং বচনজ্ঞাতমাকৰ্ণ্য কিং কৃতমিত্যত আহ  
নারদোহপি ॥ ১৫৫ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমগুরু নারায়ণকে প্রণাম করতঃ দেবীদর্শনমানসে তপস্বী করিবার  
জন্তু তৎকণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্রমক মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে দীক্ষাবিধি বর্ণন নাগক

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ সৰ্বশাস্ত্রবতাংবর ! ।

দ্বিজাতীনাং সৰ্বেষাং শত্ৰুপাত্তিঃ শ্রুতীরিতা ॥ ১ ॥

সক্ষাকালত্ৰয়েহুশ্মিন্ কালে নিত্যতয়া বিভো ! ।

তাং বিহায় দ্বিজাঃ কস্মাদগৃহীযুশ্চান্দেবতাঃ ॥ ২ ॥

অধিষ্টৈককনত্রয়োঐক্যং হবিষতা ।

কেনোপনিষদ্বিষ্টা কথ্য প্রযুক্তেহুনা ॥

ইথেত্যেতৎপর্যন্তঃ সৰ্বেদেবধিমানবানাং শ্রীদেব্যারাদকত্বমুক্তং শ্রদ্ধা জগতি শ্রীদেব্যা উপাসনাং নিত্যং বিহায় বিষ্ণুশিবগণেশাদিদেবতাপাসনান্ জনানালক্য বিস্মিতে রাজ্য পৃচ্ছতি জনমেজয় উবাচ ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞেতি । দ্বিজাতীনামিতি । ব্রাহ্মণকল্পত্রয়বিধাং শত্ৰুপাত্তিঃ শ্রীগায়ত্ৰ্যপাতিনিত্য্যে অতিভির্দেবতচতুষ্টয়েরীরিতা কথিতেতার্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অহরহঃ সক্ষামুপাসীততি । তদকরণে প্রত্যাবারঃ প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কতোক্তম্ নৈবঃ শিববিষ্ণুপাসনায় নিত্যত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিরিত্তি । তস্মাদ্গায়ত্ৰ্যপাসনৈব নিত্যোক্তি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কস্মিন্ কালে তদাহ সক্ষাকালত্ৰয়ে ইতি । ত্রিসক্ষাং দ্বিজৈর্নিত্যং শ্রীগায়ত্ৰ্যপাসনা কৰ্ত্তব্য্য তদতিক্রমে অতিশুভ্যাদিসু প্রায়শ্চিত্তকথনাং । যদা প্রথমতঃ শ্রুত্যা গায়ত্ৰীষ্ট-দেবতা বিজানামুদিতা ধৰ্ম্মকামাৰ্থমোক্ষদা তদা তাং শ্রেষ্ঠদেবতাং পরাশক্তিং সক্ষাকালাত-রিক্তেহুশ্মিন্ কালে নিরন্তরং স্মরেদিতমপি শ্রুত্যাভ্যাসকম্ । শ্রেষ্ঠদেবতাস্মরণং বিহারাস্ত্র-দেবতাস্মরণে প্রয়োজন্যভাবাৎ । তথা চ শ্রুতিঃ । [যো বৈ স্বাঃ দেবতামতিবজতে অস্বাতৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীরান্ ভবতীতি ] তথা চ তাদৃশীমিষ্টদেবতাং পরাশক্তিং বিহার তাং স্বীকৃত্য বা তদভিমানং বিহার কস্মাৎ প্রয়োজনাদস্তদেবতা উপাস্তবেন গৃহীত্বঃ । ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমতীত্যর্থঃ । শ্রীগায়ত্ৰ্যঃ সৰ্বাৰ্থদাতৃবৃক্ষ-কথিত্যভিহিতম্ । তথা চ গোপথব্রাহ্মণে গায়ত্ৰ্যপনিষদি । বৃক্ষং হেদং শ্রিয়ং প্রতিষ্ঠা-মায়তনমৈকম্ তত্তপস্ব যদি তদব্রতে ধিরেত তৎ সত্যো প্রত্যতিষ্ঠৎ । স সবিভা সবিজ্ঞা ব্রাহ্মণং স্তুষ্টা তৎসাবিত্রীঃ পর্যদধাদিত্যাदि । যো হ বা এবং বিৎস ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাক কীৰ্ত্তিঃ লভতে সুরভীশ্চ গন্ধান্ সৌহৃদপতপাপ্যানন্তাঃ শ্রিয়মশ্নুতে য এবং বেদ যৎচৈবং বিধানেব-মেতাং বেদানাং মাতরং সাবিত্রীঃ সম্পদমুপনিষদমুপাশ্রয়ে ইতি ] তথা সামবিধিব্রাহ্মণে । অথ গায়ত্ৰ্যজ্ঞানি ব্যাখ্যাস্তমঃ । শিরো ব্রহ্মা ললাটঃ দ্যৌঃ চন্দ্রাদিতৌ চক্ৰবী মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী ষ্ট্রীত্রী বাসবশ্চ রুদ্রাশ্চ বাহু উরো বায়ুঃ পৃষ্ঠমিত্রো বিজুর্নাভিঃ প্রজাপতি-জঘনমুগ্ধ মক্ৰতো বেদাঃ পাদৌ দ্বিতং বিদ্যাচ্ছিতং বায়ুরহীনি পর্শ্বতাঃ সমুদ্রা বাসাসি নক্ষত্রাণ্যলকরো য এবং বেদ চতুষ্টাং হৃদপযুক্তায়ুনাধিকাক সৰ্বস্বাৎ স্বতি দেবতাবিত্যশ্চ

জনমেজয় ব্যাসদেবকে কহিলেন ; ভগবন্ ! আপনি সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্মই অবগত আছেন এবং সকল শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ ইহা আমরা জানি । এক্ষণে, দ্বিজাঙ্গা করি, যখন শ্রুতিতে সকল দ্বিজাতিরই সকল সময়ে বিশেষতঃ ত্রিসক্ষাকালে গায়ত্ৰী শক্তিদেবীর

বৃক্ষসত্যঞ্চ পাতৃ মাং বৃক্ষসত্যঞ্চ পাতৃ মামিতি । তথা বৃহদ্রাণাকোপনিষদি । সা হৈবা গরাস-  
 ত্ত্বৈ প্রাণা বৈ গরাস্তং প্রাণাংস্ত্বৈ তদবকাংসস্ত্বৈ তস্মাক্ষারজীনাংমৈতি । এবমেব  
 চতুর্ বেদেষু বিদ্যমানাঃ ঋতয় উদাহাৰ্য্যঃ । নমু বিষ্ণুশিবগণপতিপ্রভৃতিদেবতানামপি  
 পুরাণাগমাদিষু গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যঃ প্রতিপাদিতম্ । তথা চ মৈত্রায়ণীয়ব্রহ্মসূত্রঃ । নো হ  
 বা অমুগ্নিাদিত্যে নিহিতস্তারকোক্তিণি বৈব ভগ্নাখ্যো ভাতিগতিরজ্জ্বীতিভর্ণো ভজ্ঞয়তীতি  
 বৈব ভগ্ন ইতি কল্প ইতি । অনয়া চ ঋত্যা শিবস্ত গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যমুক্তম্ । তথাপিপুৰাণে  
 তন্ত্রেষু চ নারায়ণস্ত গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যঃ প্রতিপাদিতম্ । তথা চ গায়ত্রীমন্ত্রস্ত পরা  
 প্রকৃতিরৈব দেবতেনি নিরমো ন সিদ্ধ ইতি চেদ্র । গায়ত্রীমন্ত্রস্তাঙ্গগামিপ্রতিপাদকত্বেনাঙ্-  
 গামিগণশ্চ সৰ্বপদার্থজাতাস্ত্ৰগামিহেদ্র । গায়ত্রীমন্ত্রস্ত তদেবিতাপ্রতিপাদকত্বকণেনহপি  
 মুখাগায়ত্রীপাত্তো চতুর্ বেদেষু জীহবিশিষ্টদেবতয়া এব । আয়াতু ববদ্য দেবাক্ষরং  
 বৃক্ষসমিতম্ । গায়ত্রীং ছন্দসাং মাতৈদং বৃক্ষজুষষ মে ইত্যাবাহনমম্বে । উত্তমৈ শিবের  
 জাতে তুম্যং পর্তমুর্দ্ধনি । ব্রাহ্মণতোহিভামুজাতা গচ্ছ দেবি যথাস্থমিতি বিসৰ্জ্জনমম্বে ।  
 তথা ধ্যানমম্বেহপি বালাং বালাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থামিত্যাাদিনা ধোয়ত্বেন জীহবিশিষ্টদেবতয়া  
 এব কথন্যং পরা চিচ্ছক্তিরৈব গায়ত্রীমন্ত্রপ্রতিপাদোতি নিরম্যং । অন্তর্যমিদমুচ্যতে ।  
 শিববিষ্ণুগণেশানামেব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যমিতি গায়ত্রী বৃক্ষপ্রতিপাদকত্বেন বৃক্ষগণশ্চ  
 সৰ্বস্বকত্বেন সৰ্বপদার্থজাত্যন্ত্রৈব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যসংভবাং । তথাপি বেদেষু পাসনা-  
 সময়ে যক্ষণং ধোয়ত্বেনোক্তং তদেবোপাস্তমস্মাকং বিজ্ঞানাম । তচ্চ জীহবিশিষ্টমন্ত্র  
 বেদেষুকুমিতি । তদেব পবানশক্তিৰূপমেবাস্মাকমুপাস্তং ন বিষ্ণুশিবগণম্ । নমু বেদেষুপি  
 গায়ত্রী গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিমুখঃ বৃক্ষা শিরো বিষ্ণুদয়ং  
 রুদ্রঃ শিখা ইত্যেনেব সবিত্তরূপমেব দেবতায়েনোক্তমিতি চেদ্র । নান্ন সবিত্তরূপেণ  
 সূর্য্যমণ্ডলাধিপাত্য কশিচৎ পুরুষো বিবক্ষিতঃ । কিন্তু তদন্তর্গতো জগৎপ্রসবকর্তা পরমাত্মা  
 বিবক্ষিতস্তচ্চ চ জীৱণত্বেনৈব তন্মিত্ত্রৈব মন্ত্রে ধোয়ত্বোক্ত্য বিরোধোভাব্যং । অজ্ঞথা  
 গায়ত্রীমন্ত্রেণ সবিত্তঃ সন্ধিক্তি ববেণ্যং শ্রেষ্ঠমন্তর্গ্যামিরূপং ধোয়ত্বেন স্বমুখেন সাক্ষ্যং প্রতি-  
 পাদিতম্ । ব্রাহ্মণগণেষু তু সবিত্তেব ধোয়ত্বেনোক্ত ইতি মতান্ বিরোধঃ স্ত্যং । অতএব  
 মৈত্রায়ণীয়ব্রাহ্মণে ষট্প্রপাত্ত্যেহপি সবিত্তমণ্ডলাধিপতিতপুরুষান্তর্গতপরমাত্মরূপমেব গায়ত্রী-  
 মন্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেনোক্তম্ । তথা চ ঋতিঃ মৈত্রায়ণীয়ব্রাহ্মণে । অপ ভর্ণো দেবস্ত বীমহীতি  
 সবিতা বৈ দেবস্ততো যোহস্ত ভর্ণাখ্যস্তচ্ছিত্তয়ামীত্যাহবৃক্ষাদিন ইতি । অনেন চ সবিত্ত-  
 ত্বৈব সূর্য্যস্ত সন্ধিক্তি বদন্ত্যামি ভর্ণাখ্যং তেজস্ত্বজীমহীত্যময় উক্তঃ । অতএব পুরাণাস্ত্র-  
 রেহপি সন্ধ্যোতি সূর্য্যগং বৃক্ষ সন্ধ্যানাবিভাগত ইত্যুক্তম্ । সূর্য্যোণাবিভাগতঃ সন্ধ্যান-  
 বর্তন্যং সন্ধ্যোপাস্তিঃ করিষো ইত্যাদৌ সন্ধ্যাশব্দেন সূর্য্যগং বৃক্ষোচ্যত ইতি তদর্থঃ ।  
 অস্ত বা সূর্য্যো দেবতা তথাপি তস্ত ধ্যানং জীহবিশিষ্টমন্ত্রে কৰ্ত্তব্যমিতি তন্মিত্ত্রৈব  
 মন্ত্রেহতিহিতম্ । তথা চ মন্ত্রঃ সবিতা দেবতায়িমুখঃ বৃক্ষা শিরো বিষ্ণুদয়ং রুদ্রঃ  
 শিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানসপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাক্ষ্যায়নপগোত্রা  
 গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা ত্রিপদাঃ ষট্ কৃক্টিঃ পঞ্চদ্বিংশোপনয়নে বিনিয়োগ ইতি । তথা চ  
 জীহবিশিষ্টা সূর্য্যরূপা পরা শক্তিরেবোপাস্তেতি সিধ্যতি । কিঞ্চ শিববিষ্ণুদ্বীনাং গায়ত্রী-  
 দেবতাস্তে গায়ত্রীদেবতয়া অজ্ঞেযু বৃক্ষা শিরো বিষ্ণুদয়ং রুদ্রঃ শিখো মন্ত্রেণ শিবদ্বীনাং  
 বিভাসোপবর্ননং সৰ্বথা ন সম্বল্যতে । তস্ম্যং জীহবিশিষ্টা পরাশক্তিগায়ত্রী দেবতৈব  
 গায়ত্রীমন্ত্রেণ সৰ্ববিজ্ঞাতিভিত্তিত্যতয়োপাস্তেতি তাং শ্রেষ্ঠদেবতাং বিহার্যকিমিত্যস্তদেবতাং  
 গুরুতীতি বৃক্ষ এব প্রঃ ॥ ২ ॥

উপাসন্যাকৈ নিত্য্য বলিয়া কথিত অম্বে, তখন বিজ্ঞাতিগণ কি অস্ত্র সেই শক্তির  
 উপাসনা পরিত্যাপ করিয়া অস্ত্রের দেবতাপ্রণের পূজায় রত হইয়া থাকেন ॥ ১-২ ॥

দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবাঃ কেচিদগাণপত্যা স্তথাপরে  
 কাপালিকাশ্চীনমার্গরতা বঙ্কলধারণঃ ॥ ৩ ॥  
 দিগম্বরাস্তথা বৌদ্ধাশ্চাৰ্কাকা এবমাদয়ঃ ।  
 দৃশ্যন্তে বহবো লোকে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জিতাঃ ॥ ৪ ॥  
 কিমত্র কারণং ব্রহ্মংস্তুদ্বান্ বক্তুমর্হতি ।  
 বুদ্ধিমন্তঃ পণ্ডিতাশ্চ নানাতর্কবিচক্ষণাঃ ॥ ৫ ॥  
 অপি সন্ত্যেব বেদেষু শ্রদ্ধয়া তু বিবর্জিতাঃ ।  
 নহি কশ্চিৎ স্বকল্যাণং বুদ্ধ্যা হাতুমিহেচ্ছতি ॥ ৬ ॥  
 কিমত্র কারণং তস্মাদ্বেদ বেদবিদাংবর ! ।  
 মণিদ্বীপস্ত মহিমা বর্ণিতো ভবতা পুরা ॥ ৭ ॥

নম্রদেবতোপাসকাঃ কে সন্তি তান্ দর্শয়তি দৃশ্যন্তে ইতি । বয়ং বৈষ্ণবা ইতি কেচিদ-  
 দস্তি । পরে বয়ং গাণপত্যা ইতি বদন্তি । কেচিৎ কাপালিকা বয়মিতি বদন্তি ।  
 চীনমার্গরতাশ্চীনদেশীয়মার্গরতাঃ ॥ ৩ ॥

আদিনা শৈবতদ্বাদ্ব্যায়িনঃ । দৃশ্যন্ত ইতি ইমে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জিতা গায়ত্রীপাতিনিষ্ঠা-  
 রতিতাশ্চ বহবো দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন কেবলং মূঢ়াস্তম্মতে প্রবৃত্তাঃ কিন্তু বুদ্ধিমন্তোহপি ত্যাহ বুদ্ধিমন্ত ইতি ॥ ৫ ॥

স্বকল্যাণং বেদাদেব জায়মানং নহি কশ্চিৎ স্ববুদ্ধ্যাশ্রমতমবলম্ব্য বেদবার্গং হাতুং তাক্শু-  
 মিহেচ্ছতি । ন কোহপি ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তথাপি তথা বহবো দৃশ্যন্তে তস্মাৎ প্রবলং কিঞ্চিৎ কারণং বেদত্যাগে গায়ত্রীশ্রদ্ধা-  
 ভাবে চ বর্ততে তদ্বদেত্যাহ কিমত্র কারণমিতি । কিঞ্চ তৃতীয়বন্ধমারভ্য দ্বাদশবন্ধপর্যন্তং  
 মণিদ্বীপস্ত মহিমা বহুবিধঃ প্রতোহস্তি তৎ স্থানং কীদৃগন্তি তদপি বদেত্যাহ মণিদ্বীপ-  
 স্তেতি ॥ ৭—১০ ॥

এই সংসার মধ্যে কাহাকেও বৈষ্ণব, কহাকেও গাণপত্য, কাহাকেও কাপালিক, কাহাকেও  
 চীনমার্গারত এবং কাহাকেও বৌদ্ধ বা চার্কাক বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু তাহাদের  
 মধ্যে আবার কেহ বা বঙ্কলধারী এবং কেহ বা দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে; ফলতঃ  
 এই সংসার মধ্যে বেদশ্রদ্ধা-রহিত নানাবিধ লোক সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ ব্রহ্মন্ !  
 এ বিষয়ের নিগূঢ় কারণ কি, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ? আর এক কথা এই যে,  
 যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত; তাঁহারা  
 কিজ্ঞ তাদৃশ বুদ্ধিমান হইয়াও (বেদশ্রদ্ধাবিহীন) হইয়া থাকেন ? ফলতঃ কেহই কখন জ্ঞান-  
 পূর্বক আপনাদের অন্তঃ করিতে অভিলাষ করে না, তবে কি অজ্ঞ তাঁহারা বুদ্ধিমান হইলেও  
 বেদশ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন ? ব্রহ্মন্ ! এবিষয়েরই বা কারণ কি তাহা আমাকে  
 বিশেষ করিয়া বলুন ? আমার আর একটা প্রশ্ন এই যে, পূর্বের আপনি (দেবীর পয়মন্থান  
 মণিদ্বীপের মহিমা) বর্ণন করিয়াছেন; সেই দ্বীপটি কিরূপ মহত্তর তাহা শ্রবণ করিতে

কীদৃক্ তদন্তি যং দেব্যাঃ পরং স্থানং মহত্তরম্ ।

তচ্চাপি বদ ভক্তায় শ্রদ্ধাধানায় মেহনঘ ! ।

প্রসন্নাস্তু বদন্ত্যেব গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি রাজো বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।

নিজগাদ ততঃ সর্বং ক্রমেণৈব মুনীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

যচ্ছ্রুত্বা তু দ্বিজাতীনাং বেদশ্রদ্ধা বিবর্জ্যতে ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্ঠং স্বয়া রাজন্ ! সময়ে সময়োচিতম্ ।

বুদ্ধিমানসি বেদেষু শ্রদ্ধাবাংশৈচ ব লক্ষ্যসে ॥ ১১ ॥

পূর্বং মদোক্তা দৈত্যা দেবৈর্যুদ্ধস্ত চক্রিরে ।

সত্যং সত্যমি  
দেবাসু ১১

শতবর্ষং মহারাজ ! মহাবিশ্বায়কারকম্ ॥ ১২ ॥

নানাশস্ত্রপ্রহরণং নানামায়াবিচিত্রিতম্ ।

জগৎক্ষয়করং নুনং তেষাং যুদ্ধমভূতম্ ! ॥ ১৩ ॥

জনমেজয়বাক্যঃ শ্রুত্বা ব্যাস উবাচ সম্যক্ পৃষ্টমিতি ॥ ১১ ॥

তজ্জ সত্যযুগে সর্বে বিজ্ঞা গায়ত্রীরূপপরাশক্তিানিকাতা বেদশ্রদ্ধাবিস্তৃত হিতাঃ পশ্চাৎ কারণবশাত্তদ্রুহিতা জ্ঞাতা ইতি বদন্ প্রথমতন্তলবকারোপনিষদ্রূপপরাশক্তিমহিমানং কথয়তি পূর্বং মদোক্তা ইতি ॥ ১২—১৩ ॥

আমি নিতান্তই উৎসুক হইয়াছি ; অতএব তব্বির বর্ণন করিয়া এ সেবককে চরিতার্থ করুন । কারণ, গুরু প্রসন্ন হইলে পর শিষ্যকে নিতান্ত গুহ্য কথাও কহিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! ভগবান্ বেদব্যাস মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি যে সমুদয় বিবরণ বলিয়াছিলেন তৎসমস্ত শ্রবণ করিলে পর দ্বিজগণের বেদশ্রদ্ধা বিবর্জিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস কহিলেন, রাজন্ ! তুমি যথাসময়ে যথোচিত প্রশ্ন করিয়াছ । ইহা শ্রবণ তোমাকে বুদ্ধিমান ও বেদশ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । রাজন্ ! এক্ষণে আমি তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

পূর্বকালে সমুদ্রগণ নিতান্ত মদগর্ভিত হইয়া দেবগণের সহিত শতবর্ষকাল পর্য্যন্ত অস্তি-  
বিশ্বকৃত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! সেই যুদ্ধটা নানাবিধ দৈবাস্ত্রসম্পন্ন  
ও নানাবিধ মায়াপরিপূরিত ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্ব নাশক হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৩ ॥



পরশক্তিকৃপাবেশাদেবৈদৈত্যা জিতা যুধি ।

ভুবং স্বর্গং পরিত্যজ্য গতাঃ পাতালবেশানি ॥ ১৪ ॥

ততঃ প্রহৃষিতা দেবাঃ স্বপরাক্রমবর্ণনম্ ।

চক্রুঃ পরস্পরং মোহাৎ মাভিমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ১৫ ॥

জয়োহস্মাকং কুতো ন শ্রাদস্মাকং মহিমা যতঃ ।

সর্বোত্তমঃ কুত্র দৈত্যাঃ পামরা নিস্পরাক্রমাঃ ॥ ১৬ ॥

সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়করা বয়ং সর্বৈ যশস্বিনঃ ।

অস্মদগ্রে পামরাণাং দৈত্যানাঞ্চৈব কা কথা ।

পরশক্তিপ্রভাবং তে ন জাহ্না মোহমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥

তেষামনুগ্রহং কর্তুং তদৈব জগদম্বিকা ।

প্রোছরাসীৎ কৃপাপূর্ণা যক্ষরূপেণ ভূমিপ ! ॥ ১৮ ॥

পরশক্তিকৃপাবেশাদেবৈজিতা দৈত্যা ভুবং স্বর্গং পরিত্যজ্য পাতালে গতা ইত্য-  
শ্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

স্বপরাক্রমেতি । পরশক্তিপ্রসাদেন জয়ে লঙ্কেশপি তং প্রসাদমুদ্গাদেন বিম্বত স্বপরা-  
ক্রমবর্ণনং চক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কথং চক্রুস্তদাহ জয়োহস্মাকমিতি । তথা চ শ্রুতিঃ তলবকারোপনিষদি ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো  
বিজ্রিগ্যো তত্ত্ব হ ব্রহ্মণো বিজ্রয়ে দেবা অমহীয়ং তত ঐক্ষস্তাস্মাকমেবায়ং বিজ্রয়ো  
হস্মাকমেবায়ং মতিমেতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অনুগ্রহং কর্তুং মহাক্ষরেণ বিম্বতাহুর্কর্তুমিত্যর্থঃ । অনেন চাপ্রার্থিতাপি দেবী নিজভক্ত-  
পরিপালনং করোতীত্যাহো ভক্তবাৎসল্যং শ্রীভগবত্যা ইতি বোধিতম্ । যতো দৈবৈর-  
প্রার্থিতাপি তামুদধারেতি । যক্ষরূপেণেতি । যক্ষং যজনীয়ং অতিপূজ্যং তেজঃপুঞ্জরূপেণ  
প্রোছরাসীদিত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । তে দ্বৈবাং বিজ্রজ্যে তেভ্যো হ প্রোছরভূব তন্ন  
ব্যজ্ঞানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৮ ॥

পরে, বিস্ময়বর্তী ভগবতীর কৃপায় দেবগণ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, অমরগণ স্বর্গ ও মর্ত্ত  
পরিত্যাগ করিয়া পাতাল-তলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥ তদনন্তর, দেবগণ আনন্দপূর্ব্ব  
হইয়া আত্মভিমানবশতঃ পরস্পরে নিজের পরাক্রম বর্ণন করিয়া গর্ভ করিতে করিতে  
বলিল : যক্ষ আমাদের মহিমা সর্বোত্তম বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন কি জন্ম আমাদের  
জয় না হইবে ? সেই পামর পরাক্রমহীন দৈত্যগণের সহিত কি আমাদের তুলনা হইতে  
পারে ? আমরাই এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছি এবং তজ্জন্মই আমাদের কীর্ত্তি  
সর্ব্বত্রই বিখ্যাত রহিয়াছে । অতএব আমাদের সহিত তুলনায় সেই পামর দৈত্যগণের  
কথা কিরূপে সম্ভব পর হইতে পারে ? (কলতঃ দেবরক্ষমা পরশক্তির প্রভাব অবগত হইতে  
না পারিয়াই পরস্পরে এইরূপে মোহের বশবর্তী হইয়াছিল) ॥ ১৫—১৭ ॥

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ।  
 বিদ্যুৎকোটিসমানাভং হস্তপাদাদিবর্জিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 অদৃষ্টপূর্ব্বং তদৃষ্টা তেজঃ পরমসুন্দরম্ ।  
 সবিস্ময়াস্তদা প্রোচুঃ কিমিদং কিমিদস্থিতি ॥ ২০ ॥  
 দৈত্যানাং চেষ্টিতং কিংবা মায়া কাপি মহীয়সী ।  
 কেনচিন্মিষ্মিতা বাধ দেবানাং স্ময়কারিণী ॥ ২১ ॥  
 সমু্য তে তদা সর্ষে বিচারং চক্রুরুত্তমম্ ।  
 যক্ষশ্চ নিকটে গহ্বা প্রফব্যং কস্তমিত্যপি ॥ ২২ ॥  
 বলাবলং ততো জ্যাস্তা কর্তব্য তু প্রতিক্রিয়া ।  
 ততো বহিঃ সমাহুয় প্রোবাচেচন্দ্রঃ সুরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥  
 গচ্ছ বহে ! ত্বমস্মাকং যতোহসি মুখমুত্তমম্ ।  
 ততো গহ্বা তু জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

তেজো বর্ণয়তি কোটিসূর্য্যোতি ॥ ১৯ ॥

অহো কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষং কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষমিতি প্রোচরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ কৃতাননেকাংস্তর্কান্ বিশদয়তি দৈত্যানামিতি ॥ ২১—২২ ॥

প্রতিক্রিয়েতি । যদ্যয়ং প্রবলঃ শক্রস্তদা পলায়নং যদি সমবলস্তদা যুদ্ধং যদায়মীশ্বরস্তদা ভক্ত্যা তদনুসরণমেবংরূপা প্রতিক্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যতোহসি মুখমুত্তমমিতি । অগ্নিরৈ দেবানামাত্মমিতি মুখাদগ্নিরজারতেতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ । যতস্ত্বং মুখমস্মাকং ততস্ত্বমেব মুখে ভবস্ত্বং মুখ্যস্ততস্ত্বমেবৈতদ্বিশিষ্টং কার্য্যং কুরুষেত্যাহ ততো গচ্ছতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তেহয়িমবুবন জাতবেদৈতবিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ২৪ ॥

মহারাজ ! সেই সময় গগজ্জননী ভগবতী দেবগণের তাদৃশ/তাব অবলোকন করিয়া তাহাদের প্রকৃতি-রূপাশ্রয় হইলেন এবং তাহাদিগকে অহুগ্রহ-করিবার ইচ্ছাই (অতিশয় প্রতজ্ঞায় মুক্তি-ধারণ করিয়া) তাহাদের সম্মুখে প্রোচুর্ভূত হইলেন ॥ ১৮ ॥ তৎকালে দেবগণ, কোটিসূর্য্যের জ্বয় প্রকাশশালী অথচ কোটিচন্দ্রের জ্বয় সুশীতল, কোটিবিদ্যুতের সদৃশ, (হস্তপাদাদিশূন্য) সেই পরমসুন্দর, অদৃষ্টপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইল এবং সকলেই ইহা কি ! ইহা কি !! বলিয়া আশ্চর্য্যাদ্বিত হইতে লাগিল ॥ ১৯—২০ ॥ তৎকালে, তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা কি দৈত্যগণের কোন মহতী মায়া নী অপূর্ব্ব কেহ দেবগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্য ঐরূপ মায়া র সৃষ্টি করিল ॥ ২১ ॥ যাহাহউক, মহারাজ ! তৎকালে তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া বিচার করত এই স্থির করিল যে, অগ্রে আমাদের ঐ তেজের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কে ? তদনন্তর তাহার বলাবল জানিয়া পরে যাহা কর্তব্য হয় করিব । মহারাজ জনমেজয় ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ স্থির করিয়া অগ্রে অগ্নিকে আলোচন করিয়া কহিলেন ; অগ্নে ! তুমি

সহস্রাকবচঃ শ্রদ্ধা স্বপরাক্রমগর্ভিতঃ ।

বেগাৎ স নিগতো বহির্ঘো যক্ষ্ম সন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥

তদা প্রোবাচ যক্ষং তং হং কোহসীতি হতাশনম্ ।

বীৰ্য্যঞ্চ ত্বয়ি কিং যন্তন্নদ, সৰ্বং মমাগ্নতঃ ॥ ২৬ ॥

অগ্নিরগ্নি তথা জাতবেদা অস্মীতি সোহব্রবীৎ ।

সৰ্বস্য দহনে শক্তিস্ময়ি বিশ্বস্য তিষ্ঠতি ॥ ২৭ ॥

তদা যক্ষং পরং তেজস্তদগ্রে নিদধৌ তৃণম্ ।

দহৈনং যদি তে শক্তিক্ষিণ্যন্ত দহেনহস্তি হি ॥ ২৮ ॥

তদা সৰ্ববলেনৈবাকরোৎ যজ্ঞং হতাশনঃ ।

ন শশাক তৃণং দধুং লজ্জিতোহগাৎ স্রবান্ প্রতি ॥ ২৯ ॥

বেগাদিতি । তেন চ বহুঃ সাহস্কারং বোধিতম্ ॥ ২৫ ॥

যক্ষ্ম সন্নিধৌ হতাশনে গতে সতি তং হতাশনং তদ্যক্ষং কোহসি ত্বমিত্যপূচ্ছদিত্যাহ তদা প্রোবাচেতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তথেষু তদন্ত্যব্রতমভ্যবদং কোহসীতি । ত্বয়ি কিং বীৰ্য্যমস্তি তদপি বদেত্যাহ বীৰ্য্যং চেতি ॥ ২৬ ॥

যক্ষবাক্যং শ্রদ্ধা যদগ্নিরবদত্তদাহ অগ্নিরস্মীতি । স্ববীৰ্য্যমাহ সৰ্ব্বচেতি । সৰ্ব্ববিশ্বনাহিকা শক্তিস্ময়ি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহ-স্মীতি ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্ত্বয়ি কিং বীৰ্য্যমিত্যপীদং সৰ্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি সাত্তিম্যান্যিবাংকং শ্রদ্ধা যদোতাদৃশী শক্তিস্ময়ি তিষ্ঠতি তচ্ছৈতত্তৃণলেশং দধুং দর্শয় স্বশক্তিমিতি বদদ্যক্ষং হতাশনজ্ঞায়ে তৃণং দদারোত্যাহ তদগ্রে নিদধৌ তৃণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

দেবগণের মুখ স্বরূপ এজন্ত অগ্রে তুমি যাইয়া এই তেজঃপুঞ্জটী কি, তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আইস ॥ ২২—২৪ ॥

স্বপরাক্রম-গর্ভিত অগ্নি ইজের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া তৎকর্ণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করতঃ সেই তেজোরাশির সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ তখন, সেই তেজোরাশি হতাশনকে সমাগত দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তুমি কে ? তোমার ক্ষমতা কি ? এসমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর ॥ ২৬ ॥ অগ্নি তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি অগ্নি নামে বিখ্যাত, আমা হইতেই বেদবিহিত যজ্ঞাদি কার্যাসূচক সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমার পরাক্রমের কথা অধিক আর কি বলিব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দহনশক্তি একমাত্র আমাতেই অবস্থান করিতেছে ॥ ২৭ ॥ তখন, পরমপূজ্য তেজোরাশি একটী তৃণ গ্রহণ পূর্বক অগ্নিকে কহিলেন ; বহু ! যদি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দাহিকা শক্তি তোমাতেই থাকে, তবে এই তৃণটীকে দহু করিয়া ফেল ॥ ২৮ ॥ তখন, অগ্নি বিশেষ যজ্ঞ পূর্বক সেই তৃণটীকে দহু করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ফোনও মতে দহু করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি লজ্জিত হইয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া

পৃষ্ঠে দেবৈস্ত বৃত্তান্তে সৰ্বং প্রোবাচ হব্যভূক্ ।

বৃথাভিমানো হুস্মাকঃ সর্বেশ্বাদিকে হুস্মাঃ ॥ ৩০ ॥

ততস্ত বৃজ্জ্বহা বায়ুঃ সমাহুয়েদমববীৎ ।

ত্বয়ি প্রোতং জগৎ সৰ্বং স্বচেচ্চাভিস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥

ত্বং প্রাণরূপঃ সর্বেষাং সর্বশক্তিবিশারকঃ ।

ত্বমেব গম্মা জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ৩২ ॥

নাভ্যঃ কোহপি সমর্থোহস্তি জ্ঞাতুং যক্ষং পরং মহঃ ॥ ৩৩ ॥

সহস্রাক্ষবচঃ শ্রেষ্ঠা গুণগৌরবগুণ্ডিতম্ ।

সাভিমানো জগামাশু যত্র যক্ষং বিরাজতে ॥ ৩৪ ॥

যক্ষং দৃষ্ট্বা ততো বায়ুঃ প্রোবাচ মুহুভাষয়া ।

কোহসি ত্বং ত্বয়ি কা শক্তির্বদ সৰ্বং সমাগ্রতোঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্বেশ্বাদিকে তদ্বিশয়ে ইত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । তন্মৈ তৃণং নিদধাবেতদহেতি তদ্বপ-  
প্রোয়ায় সর্কজবেন তন্ন শলাক দধুং স তত এব নিববুভে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ  
যক্ষমিতি ॥ ৩০ ॥

কার্যোৎসাহায় বায়ুঃ স্তোতি ত্বয়ি প্রোতমিতি । প্রোতং গ্রথিতম্ । তথা চ শ্রুতিঃ ।  
বায়ুর্নৈ গোতম তৎ পুত্রং বায়ুনা বৈ গোতম হুজ্ঞেণ সর্কশি ভুতানি সংদৃক্ষানীতি ॥ ৩১-৩৪ ॥  
যক্ষং দৃষ্টেতি । বায়ুং দৃষ্ট্বা কোহসি ত্বং ত্বয়ি চ কা শক্তিরভীতি সৰ্বং সমাগ্রতো বদেতি  
তদ্ব্যক্ষং প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥ দেবগণ, তাহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা  
করিলে পর অগ্নি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন; দেবগণ! আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ  
বলিয়া যে অভিমান করিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া জানিও ॥ ৩০ ॥

অনন্তর, ইষ্ট বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; পবন! এই সমস্ত জগতে তুমিই  
ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করিতেছ, তোমার চেষ্টাতেই ইহাক চেষ্টা হইয়া থাকে, তুমি  
সকলের প্রাণরূপ, এজন্য তোমাকেই সর্বশক্তির সমাবেশ সম্ভব; অতএব, তুমিই বাইরা  
এই হুমহৎ ভেজটা কি? তাহা জানিয়া আইস । বস্তুতঃ এই ভেজের প্রকৃত ত্বম বিজ্ঞাত  
হইতে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না ॥ ৩১—৩৪ ॥

পবনদেব ইজের তাদৃশ গুণগৌরবসম্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমানগ্রন্থক শ্রী  
সেই ভেজপুঞ্জের সমীপে বাইরা উপস্থিত হইল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, সেই ভেজোরাশি বায়ুকে  
সমাগত দেখিয়া মুহূর্বাক্যে কহিলেন; তুমি কে এবং তোমাতে কি শক্তি বর্তমান আছে,  
তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন কর ॥ ৩৫ ॥ তখন, পবনদেব সেই বাক্য শ্রবণ

ততো যক্ষবচঃ শ্রুত্বা গর্বেণ মরুদব্রবীৎ ।

মাতরিখাহমস্মীতি বায়ুরস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

বীৰ্য্যন্ত ময়ি সৰ্ব্বন্ত চালনে গ্রহণেহন্তি হি ।

মচ্চেফয়া জগৎ সৰ্বং সৰ্বব্যাপারবন্তবেৎ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা বায়ুবাণীং নিজগাদ পরং মহঃ ।

তৃণমেততবাগ্রে যন্তচালয় যথেষ্পিতম্ ।

নোচেদগৰ্বং বিহায়ৈনং লজ্জিতো গচ্ছ বাসবম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রুত্বা যক্ষবচো বায়ুঃ সৰ্বশক্তিসমম্বিতঃ ।

উদযোগমকরোক্তচ স্বস্থানাম চচাল হ ॥ ৩৯ ॥

লজ্জিতোহগাদেবপার্শ্বে হিত্বা গৰ্বং স চানিলঃ ।

ব্রহ্মাস্তমবদৎ সৰ্বং গৰ্বনির্কাপকারণম্ ॥ ৪০ ॥

নৈতজ্জাতুং সমৰ্থাঃ স্ম মিথ্যাগৰ্বাভিমানিনঃ ।

অলৌকিকং ভাতি যক্ষং তেজঃ পরমদাক্ষণম্ ॥ ৪১ ॥

উদযোগমিতি । স বায়ুঃ সৰ্বশক্তিযুতচালয়িতুং প্রবৃত্তোহপি তত্ত্বং স্বস্থানাম চচাল ॥ ৩৯ ॥

ততো লজ্জিতঃ সন্ বায়ুরপি অগামেত্যর্থঃ । গৰ্বনির্কাপো গৰ্বনাশঃ ॥ ৪০ ॥

সমৰ্থাঃ স্ম বয়ং দেবা ইতি শেষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অথ বায়ুমব্রবন্ বায়বেতদ্বিজ্ঞানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি । তথৈতি তদভ্যন্ত্রবস্তমভ্যবদৎ কোহস্মীতি বায়ুর্কা অহমস্মীত্যব্রবীৎ মাতরিখা বা অহমস্মীতি তস্মিন্স্থয়ি কিং বীৰ্য্যমিত্যপীদং সৰ্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি

করিয়া গর্কিত বাক্যে কহিলেন ; আমি মাতরিখা আমি বায়ু আমার শক্তির কথা আর কি বলিব সমস্ত পদার্থের গ্রহণে এবং ধারণে আমারই শক্তি আছে । এই বিশ্বসংসার আমার চোঁটোতেই সচেষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন সেই পরম তেজঃপুঞ্জ বায়ুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ; বায়ো ! তোমার সম্মুখে যে তৃণটী রহিয়াছে ঐটীকে তুমি যথা ইচ্ছা তথায় সরাইয়া ফেল ; আর যদি তাহা না পার তবে গর্ক পরিভ্যাগ করিয়া সলজ্জচিত্তে ইন্দ্রনিকটে প্রস্থান কর ॥ ৩৮ ॥ বায়ু তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক সেই তৃণটীকে স্থানচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ক্রমে স্বস্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩৯ ॥ তখন, বায়ু গর্ক পরিভ্যাগ করিয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং গর্কখর্ককারণ দাহিকা শক্তি জ্যোস্ত বর্ণন করিয়া কহিল ॥ ৪০ ॥ দেবগণ । আমরা ব্রূণাভিমানী ; এই তেজের অগ্নি বিশেষ যত পূর্বক কিছতেই সমর্থ হইব না ; এই পরম দাক্ষণ সৰ্বপুঞ্জ্য তেজকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলোত্বে ॥ ৪১ ॥ তখন, সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে একবাক্যে কহিল ;

ততঃ সৰ্ব্বৈঃ সুরগণাঃ সহস্রাক্ষং সমুচিরে ।

দেববাড়সি যস্মাস্ত্বং যক্ষং জানীহি তদ্বৃততঃ ॥ ৪২ ॥

তত ইন্দ্রো মহাগৰ্ব্বাভদ্যক্ষং সমুপাদ্রবৎ ।

প্রাদ্রবচ্চ পরং তেজো যক্ষরূপং পরাং পরম্ ॥ ৪৩ ॥

অস্তর্ধানং ততঃ প্রাপ তদ্যক্ষং বাসবাঐতঃ ॥ ৪৪ ॥

অতীবলজ্জিতো জাতো বাসবো দৈববাড়পি ।

যক্ষসস্তাষণাভাবান্নঘৃহং প্রাপ চেতসি ॥ ৪৫ ॥

অতঃপরং ন গন্তব্যং ময়া তু সুরসংসদি ।

কিং ময়া তত্র বক্তব্যং স্বলঘুহং সুরান্ প্রতি ॥ ৪৬ ॥

দেহত্যাগো বরস্তস্মান্মানো হি মহতাং ধনম্ ।

মানেন নষ্টে জীবিতস্ত যুতিতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব গৰ্ব্বং হিত্বা সুরেশ্বরঃ ।

চরিত্রমীদৃশং যন্ত (তমেব শরণং গতঃ) ॥ ৪৮ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদংস্বেতি তদ্রূপপ্রেয়ায় সৰ্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ৪১—৪২ ॥

সমুপাদ্রবদिति । ন কেবলং সামান্যত ইন্দ্রো জগাম কিন্তু বেগেন সমুপাদ্রবদिति ॥ ৪৩ ॥

ততস্তত্তেজোময়ং যক্ষরূপং মহোহস্তর্ধানং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অতীবলজ্জিত ইতি । মদপেক্ষয়া নূনাবদ্বিবায়ু তরোরনেন যক্ষেণ সস্তাষণমুদহং তদপেক্ষাধিকঃ সন্নপি ময়া সহ যক্ষেণ ভাষণমপি ন কৃতমতো লজ্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্র গতা ময়া স্বলঘুহং বক্তব্যং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

নাং কশিচ্ছক্ৰঃ স্তাত্ত্বি যুদ্ধার্থং প্রবৃত্তঃ স্তাত্ত্বাং ন প্রবৃত্তঃ কিন্তু অস্তর্জিতস্ত্যাদ্যাদয়মীশ্বর এবেতি নিশ্চিত্য তমেব শরণং গত ইত্যাহ ইতি নিশ্চিত্যেতি ॥ ৪৮ ॥

যখন আপনি দেবরাজ, তখন আপনিই ইহার প্রকৃতত্ব জানিয়া আসুন ॥ ৪২ ॥

অনন্তর, ইন্দ্র স্বয়ং সেই তেজঃসমীপে গমন করিবার জন্য সগৰ্বে অতিবেগে প্রস্থান করিলেন । এদিকে, সেট তেজ ও ক্রমশঃ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং

ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রের দর্শনপথ হইতে অন্তর্ধান করিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইন্দ্র, দেবরাজ হইয়াও

যখন সেই তেজঃপুঞ্জের সহিত সস্তাষণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং (নিজের লঘুত্ব স্বরণ করিয়া ভাবিলেন) ॥ ৪৫ ॥ আর আমি দেবরাজে

যাইব না; সেই স্থানে যাইয়া আমি তাহাদিগকে কি বলিব; কোনও ক্রমে আমি

তাহাদের নিকটে নিজের লঘুত্ব প্রকাশ করিতে পারিব না; বরং তাহাদিগকে অপেক্ষা

ময়ণ ভাল । মানিগণের মানই একমাত্র ধন । যদি মানই নষ্ট হইল তবে আর কীরক-

ধরণে ফল কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥

তস্মিন্নেব কণে জাতা ব্যোমবাণী নতস্তলে ।

মায়াবীজং সহস্রাক্ষ ! জপ তেন স্থখী ভব ॥ ৪৯ ॥

ততো জজাপ পরমং মায়াবীজং পরাংপরম্ ।

লক্ষবর্ষং নিরাহারো ধ্যানমীলিতলোচনঃ ॥ ৫০ ॥

অকস্মাচ্চৈত্রমাসীন্নবম্যাং মধ্যগে রবৌ ।

তদেবাবিরভূতেজস্তস্মিন্নেব স্থলে পুনঃ ॥ ৫১ ॥

তেজোমণ্ডলমধ্যে তু কুমারীং নবযৌবনাম্ ।

ভাস্কজপাপ্ৰসূনাভাং বালকোটিরবিপ্রভাগ্ ॥ ৫২ ॥

বালশীতাংশুমুকুটাং বস্ত্রান্তব্যাঞ্জিতস্তনীম্ ।

চতুর্ভিবরহন্তৈস্তস্ত বরপাশাঙ্কুশাভয়ান্ ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজং সাম্যাবস্থমাসাশবলবন্ধবাচকং ভুবনেশ্বরীবীজমিত্যর্থঃ । তেন চ সাম্যাবস্থমাসাশবলবন্ধরূপিণী মূলপ্রকৃতিভূবনেশ্বরীয়াং প্রাকৃত্যুতা তিরোভূতা চেতি বোধিতম্ ॥ ৪৯ ॥

লক্ষবর্ষং নিরাহার ইত্যনেন শ্রীমূলপ্রকৃতিদর্শনং নামগুণেন লভ্যতে কিন্তু বহুগুণ্যেনেতি বোধিতম্ ॥ ৫০ ॥

অকস্মাদিতি । চৈত্রশুদ্ধনবম্যাং মধ্যাহ্নে ইত্যর্থঃ । যস্মিন্বেব স্থলে তেজস্তিরোভূতং তস্মিন্নেব স্থলে তদেব তেজঃ পুনরাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মিন্ তেজোমণ্ডলে কুমারীং কাক্ষিকিলক্ষণাং দদর্শ তাং বর্ণয়তি তেজোমণ্ডলমধ্যে স্থিতি ॥ ৫২ ॥

পাশাঙ্কুশেষ্ঠাভয়মুজ্জ্বলচতুর্ভিবরহিতাভিরমণীয়াঃ ভুবনেশ্বরীমূর্তিঃ দদর্শেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫৩-৫৫ ॥

মহারাজ ! তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্ৰ এইরূপ চিন্তা করিয়া গর্জ পুরিত্যাগ করিল এবং (ঐহার জৈদৃশ মহৎ চরিত্র তাঁহারই শরণাগত হইল) ॥ ৪৮ ॥ এই সময় আকাশমার্গে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, ইন্দ্ৰ ! তুমি মায়াবীজ জপ করিতে আরম্ভ কর তাহা হইলেই তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে ॥ ৪৯ ॥ তখন, ইন্দ্ৰ সেই নৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিম্নোক্ত সমাহিতচিত্তে (লক্ষবর্ষপর্যন্ত) সেই মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর, (চৈত্র মাসের নবমীতিথির) দ্ব্যাদেব নভোমধ্যগত হইলে পর সহসা সেই স্থানে পূর্ববৎ সেইরূপ তেজঃপ্লবের আবির্ভাব হইল ॥ ৫১ ॥ তখন ইন্দ্ৰ সেই তেজোরশ্মিরোধে একটী নবযৌবনা কুমারীমূর্তি দর্শন করিলেন । তাঁহার শরীরকান্তি নবোদিত কোটিল্ব্যের জ্বর উজ্জ্বল ও প্রকৃতি জপাপুণ্ডের জ্বর রক্তবর্ণ ॥ ৫২ ॥ তাঁহার শিরোদেশে চক্রকলা বিরাজমান । তিনি পীনস্তনী একত্ৰ তাঁহার অনবগল বকঃস্থ বস্ত্রমধ্যে থাকিলেও নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছিল । তিনি চারিটী হস্তে স্বয়ং পাশ অরুণ ও অস্তুরধারণ করিয়া আছেন । তাঁহার শরীরকান্তি অতিশয় রমণীয় । তাঁহার সদৃশ স্তন্যদ্বয়ী রমণী আর কুজাপি ও মৃৎগোচর হয় না ।

দধানাং রমণীয়াস্তীং কোমলাঙ্গলতাং শিবাম্ ।  
 ভক্তকল্পদ্রুমামৃতাং নানাভূষণভূষিতাম্ ॥ ৫৪ ॥  
 ত্রিনেত্রাং মল্লিকামালাকবরীজুটশোভিতাম্ ।  
 চতুর্দিকু চতুর্বেদৈর্মূর্তিনস্তিরভিটুতাম্ ॥ ৫৫ ॥  
 দন্তচ্ছটাভিরভিতঃ পদ্মরাগীকৃতক্ষমাম্ ।  
 প্রসম্মন্তোরবদনাং কোটিকন্দর্পসুন্দরাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 রক্তাস্বরপরীধানাং রক্তচন্দনচর্চিতাম্ ।  
 উম্মাভিধানাং পুরতো দেবীং হৈমবতীং শিবাম্ ॥ ৫৭ ॥  
 নির্ব্যাজকরণামূর্তিং সর্বকারণকারণাম্ ।  
 দদর্শ বাসবস্তত্র প্রেমগদগদিতাস্তরং ॥ ৫৮ ॥  
 প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নো রোমাঞ্চিততনুস্ততঃ ।  
 দণ্ডবৎ প্রণনামাথ পাদয়োর্জ্জগদীশিতুঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তুষ্ঠাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ভক্তিসম্মতকক্ষরঃ ।  
 উবাচ পরমপ্রীতঃ কিমিদং মক্ষমিত্যপি ॥ ৬০ ॥

পদ্মরাগীকৃতক্ষমাং দন্তচ্ছটাভির্দাড়িনীবীজসদৃশস্তপংক্তিদীপতিভিঃ পদ্মরাগমণিসম্মিত-  
 কৃতভূতলাম্ ॥ ৫৬ ॥

হৈমবতীং হেমকলিতাতরণবতীম্ । হিমবতো হ্রিতরং বেতি পার্শ্বতোভেদাদিয়মুক্তিঃ ।  
 তথা চ ঋতিরথেন্দ্রমববদনবসন্তেত্রিজানীহি কিমেতদ্বক্ষমিতি । তথেষতি তদভ্যন্তরবস্ত্রা-  
 ভিরোদধে । স তপ্পিন্নবাক্যশে ত্রিগুণাজগাম বহুশোভমানাসুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ  
 কিমেতদ্বক্ষমিতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

জগদীশিতুঃ শ্রীভুবনেশ্বর্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

উবাচেতি । ইদং যক্ষং কিমস্তি ॥ ৬০ ॥

তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানাবিধ ভূষণ সকল বিরাজ করিতেছিল । তাঁহার করণী-  
 দেশে মল্লিকাপুষ্পের মালা সুশোভিত । তিনি ত্রিনয়নী । মূর্তিমান্ বেদ সকল তাঁহার  
 চারিধারে থাকিয়া তাঁহার শ্রব করিতেছিল । তাঁহার দক্ষপংক্তির এতাদৃশ সৌন্দর্য যে  
 সমুদ্রস্থ ভূমিতে তাহার কিরণ পতিত হওয়াতে যেন সেই স্থানটা পদ্মরাগমণিহারা ভূষিত  
 বলিয়া বোধ হইতেছিল । তাহার মুখে সর্বদাই জ্বলন্ত হস্ত বিরাজমান । তাঁহার পরিধান  
 রক্তবস্ত্র ও সর্পাঙ্ক চন্দনচর্চিত ছিল । তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনিই সর্বকারণের  
 কারণ ও সাক্ষাৎ দয়াময়ী । মহারাজ জনমেজয় ! ইহা সেই স্থানে সেই উমানারী পার্শ্বতী  
 মহেশ্বরী ভগবতীকে দর্শন করিয়া গোমাঞ্চিতকলেবর, প্রেমাশ্রুপূর্ণনেত্র ও ভক্তিস্তরে  
 পদদ্বন্দ্বিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই সর্বেশ্বরীর পদযুগলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম  
 করিল ॥ ৫০—৫৯ ॥ অনন্তর, ইহা ভক্তিপূর্বক নানাবিধ শ্রব দ্বারা তাঁহার শ্রব করিল এবং



প্রাচুর্ভূতঞ্চ কস্মাত্তদ সর্বং হুশোভনে ! ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ করুণার্ণবা ॥ ৬১ ॥

রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্বকারণকারণম্ ।

মায়াধিষ্ঠানভূতস্ত সর্বসাক্ষিনিরাময়ম্ ॥ ৬২ ॥

সর্বৈ বেদা যৎপদমামনস্তি

তপাংসি সর্বানি চ যদ্বদস্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ॥ ৬৩ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়ম্ ।

দ্বৈ বীজে মম মন্ত্রো স্তো মুখ্যেহেন হ্রোরোত্তম ! ॥ ৬৪ ॥

কস্মাচ্চ কারণাং প্রাচুর্ভূতং তৎ সর্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

রূপং মদীয়মিতি ইদং মদ্যক্ষং তদাদীযং মুখ্যং রূপং ইদমেব ব্রহ্ম সর্বকারণং ভবতীত্যর্থঃ । তদেব ব্রহ্মস্বরূপং বর্ণয়তি মায়াধিষ্ঠানিতি । মায়াবহুমায়াধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ । তদ্বিশিষ্ট-মিতি ফলিতম্ ॥ ৬২ ॥

সর্ববেদপ্রতিপাদ্যং তস্তাহ সর্বৈ বেদা ইতি । যৎ পদং পদ্যাতে প্রাপ্যাতে জ্ঞানিতি-রিতি পদস্তদেতৎ পদং ব্রহ্ম সর্বৈ বেদা আমনস্তি প্রতিপাদয়ন্তি । তথা সর্বাণি তপাংসি চান্মাভিরাচৌর্গৈরিদমেব প্রাপ্যামিতি বদন্তি । তথা যদিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুল-বাসমষ্টবিধমৈখুন্যোগঞ্চ চরন্ত্যচরন্তি । তদেতদ্বস্ত তে ভূভাং সংগ্রহেণ নাম্বা ব্রবীমি কথয়ামি । সর্বোপাসনা কর্ণফলভূতমিদমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

কিং তস্মৈতি চেত্তদাহ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি । সর্ববেদে ওমিতি পদেন যদ্বদ-ঘোষাতে তদ ব্রহ্মেত্যর্থঃ । তদৈশ্বব হ্রীংকারমস্তোহপি বাচক ইত্যাহ তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়মিতি । আহর্কেদা ইত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ ওমিতি ব্রহ্মেতি । তথা হ্রীং ব্রহ্মেতি চাথর্ক্যেণ । নষেকটৈব বস্তুনো দ্বৈ বীজে কিমিতি বাচকে জাতে তত্র কারণমাহ দ্বৈ বীজে ইতি ॥ ৬৪ ॥

পরম শ্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ; সুন্দারি ! আপনিই কি সেই পরম মহৎ তেজঃপুঞ্জ ? যদি তাহাই হন তবে অচুগ্রহঁ করিয়া আপনার প্রাচুর্ভাবের কারণ কি তাহা বলুন ? রাজন ! তখন সেই ভগবতী ঈশ্বরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

দেবরাজ ! এই সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ আমারই রূপ । তুমি(হিহাকেই)মায়াধিষ্ঠানস্বরূপ সর্বসাক্ষি অবিনাশি সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে ॥ ৬২ ॥ চতুর্বেদ ও উপনিষৎ সকল হিহাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে ; সমস্ত তপস্তাদি নিয়ম সকল হিহাকে প্রাপ্য বলি-য়াই উল্লেখ করে ; ব্রাহ্মণ সকল হিহাকে লাভ করিবার জগ্ধই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে ; দেবরাজ ! আমি তোমার নিকট এই সেই(তেজোরূপ ব্রহ্মের কথা) উল্লেখ করিলাম ॥ ৬৩ ॥ বেদে (ওঁকার এবং হ্রীংকার) দ্বারাই সেই অদ্বিতীয় অবিনাশি ব্রহ্মকেই উল্লেখ করিয়া থাকে । হ্রোরোত্তম ! ঐ উত্তম বীজকেই আমার মুখ্যমন্ত্র বলিয়া

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ ।

তত্রৈকভাগঃ সংপ্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ ॥ ৬৫ ॥

মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্ত্ব দ্বিতীয়ো ভাগ ইরিতঃ ।

স। চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রস্ত চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাংগতা ।

নাম্যাবস্থাজ্ঞিকা চৈবা মায়া মম সুরোত্তম ! ॥ ৬৭ ॥

প্রলয়ে সর্বজগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি ।

প্রাণিকর্মপরীপাকবশতঃ পুনরেব হি ॥ ৬৮ ॥

ভাগদ্বয়বতীতি । যতোহং মায়াভাগবৃদ্ধভাগরূপভাগদ্বয়বতী মায়াশব্দবৃদ্ধরূপিনী সর্বং জগৎ সৃজামি তস্মাৎ কারণমম ভাগদ্বয়দ্ব্যবসায় বাচকর্মিত্যর্থঃ । কো তো ভাগো তত্রাহ তত্রৈকভাগ ইতি ॥ ৬৫ ॥

নমু তর্হি বৃদ্ধভাগস্ত বাচকঃ প্রণবো মায়াভাগস্ত বাচকং মায়াবীজমিতি পর্যাবসন্নং তথা চ প্রণবোপাসনায়মুপায়ে বৃদ্ধগি শক্তেভাগোহনন্তর্ভূতস্তথা মায়াবীজোপাসনায় বৃদ্ধভাগোহনন্তর্ভূত ইতি প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ সা চ মায়েতি ॥ ৬৬ ॥

মমাভিন্নত্বমাংগতেতি । নহি শক্তিঃ শক্তিমতঃ পৃথগুপলভাতে বহ্যাদিশক্তিষু বহ্যাদেঃ শক্তেঃ পৃথগুপলভ্যতাং । কিন্তু মম শক্তিমতো মায়াশক্তির্মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি । তথা চান্দি-শক্তৌ তোমেহংমৌ হোমোহর্থসিদ্ধৌ যথা বামৌ হোমেহংগ্নশক্ত্যাং হোমোহর্থসিদ্ধস্তথা বৃদ্ধভাগবাচকস্ত প্রণবস্ত শক্তিবিশিষ্টবৃদ্ধবাচকস্ত মায়াশক্তিভাগবাচকস্ত মায়াবীজস্ত মায়া-বিশিষ্টবৃদ্ধবাচকস্ত বীজদ্বয়ত্বাপি বিশিষ্টবাচকত্বমতএব হ্রীং ব্রহ্মেতি সামান্যিকরণ্যং অতীত্য সংগচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

নমু প্রলয়ে মায়ায়াং কথং বদভিন্না মেতি চেত্তত্রাহ প্রলয় ইতি । প্রলয়ে মায়ানাশে উত্তবসর্গাপপত্তি প্রসঙ্গাভ্যাশাশঃ প্রলয়ে নাস্তি কিন্তু প্রলয়ে মদভিন্নৈব সা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । নমু তর্হি প্রলয়েহপি মায়াসত্ত্বৈ নিরন্তরং কাবণসম্বাং কার্যং জগৎসর্জনাদিরূপং নিরন্তরমেব স্রাদিতি চেত্তত্রাহ প্রাণিকর্মেতি । ন কেবলং মায়াসংখ্যং কর্মাদিকং বিহায় জগৎ কুরোতি কিন্তু তদপেক্ষ্যেব কবোতি তথা চ প্রলয়ে সর্বকর্মণাং পবিপকানাং ফলস্ত দন্ত-স্বেনাপরিপকানাঞ্চ কর্মণাং ফলদানসমযাভাবেন পরিপককর্মকপসম্যভাবাৎ প্রলয়ো ভবতি । তদনন্তরমবশিষ্টপ্রাণিকর্মণাং পরিপাকে সতি ঐসব ব্যক্তরূপা মায়া পরিপককর্মকপ-সহায়সহিত্যাক্রীভাবমুপেতীতি ন কারণসত্ত্বৈপি কার্যস্ত জগৎসর্জনরূপস্ত নিরন্তরমুৎ-পত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

জানিবে ॥ ৬৭ ॥ আমি এই বিশ্বকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি নির্গুণ করিয়া থাকি একজ  
“আমাব বীজমস্ত ও উভয়বিধ জানিবে । উহার মধ্যে ও'কাররূপ বীজটী সচ্চিদানন্দনামে  
এবং হ্রীংকার বীজটী মায়া প্রকৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে । অতএব সেই মায়াকেই  
আমার (পরাশক্তি) বলিয়া এবং আমাকেই (সর্বশক্তিমতী) ঈশ্বরী বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫—৬৬ ॥  
যে রূপ চন্দ্রিকা চন্দ্র হইতে অভিন্ন সেইরূপ এই (সাম্যাবস্থাস্বরূপিনী মায়াশক্তি) ও মায়া হইতে  
অভিন্ন । কলতঃ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন পদার্থ ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৬৭ ॥ প্রলয়কালে

রূপং তদেবমব্যক্তং ব্যক্তিভাবমুপৈতি চ ।

অন্তমুখা তু যাবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥

বহিমুখা তু যা মায়া তমঃশব্দেন সৌচ্যতে ।

বহিমুখাত্তমোরূপাঙ্জায়তে সন্তসন্তবঃ ॥ ৭০ ॥

রজোগুণস্তদৈব স্তাৎ সর্গাদৌ স্তরসন্তম ! ।

গুণত্রয়াশ্রয়কাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥ ৭১ ॥

রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বাধিকো ভবৎ ৷

তমোগুণাধিকো রুদ্রঃ সর্বকারণরূপধৃক্ ॥ ৭২ ॥

নহু তর্হি মায়ায়াঃ প্রলয়েহপি বিদ্যমানশ্চে তম আদীভূতমস্যা গূঢ়মগ্রে ইতি শ্রুতৌ মায়ায়াঃ কথমুৎপত্তিরুক্তেতি চেত্তত্রাহ অন্তমুখা ভিত্তি । অরমর্থঃ । অন্তমুখায়া মায়ায়া অবস্থা গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপা সা নিত্য্য ন তস্তাঃ উৎপত্তিঃ শ্রুতৌ ক্রয়তে কিন্তু তস্ত গুণত্রয়স্ত বৈধর্ম্যমুৎপদ্যাতে তদেব তম আদীদিত্যাদিনোৎপত্ত্যাশ্রয়েণাভিধীয়তে । তচ্চোৎপদ্যমানং তমোরূপং বহিমুখমায়ারূপমুচ্যত ইতি ন মায়ায়া উৎপত্তিঃ শ্রুতা-বভিহিতা কিন্তু মায়াগুণানামেবোৎপত্তিরিতি ॥ ৬৯ ॥

তত্র প্রথমতঃ কো বা গুণ উৎপদ্যাতে তত্রাহ বহিমুখাদিতি । প্রথমতোহব্যক্তাত্তমো-গুণ উৎপদ্যাতে ততঃ সন্তগুণস্ততো রজোগুণ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

এতদ্বা গুণত্রয়বিশিষ্টচেতস্তস্ত নামাস্তরাণ্যাহ গুণত্রয়াশ্রয়কা ইতি । গুণত্রয়মধ্যে একৈক-গুণাভিমানিনো ব্রহ্মাদয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

বিভাগেন তদেবাহ রজোগুণাধিক ইতি । যদ্যপি গুণত্রয়াশ্রয়কা এব ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বং জগচ্চ তথাপি যন্ত যন্ত গুণন্ত যত্রাধিকাং তন্তপূর্ণরূপত্বং তস্মোচ্যতে ইতি বোধনার্থমধিকপদম্ ।

সমস্ত জগতের লয় হইলে পর এই মায়া আমাতেই লীন হইয়া অভেদরূপে অবস্থান করে, আবার সৃষ্টির আদিতে (জীবগণের কক্ষফলের পরিণাম বশতই) পুনর্বার অবিভূত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥ ফলতঃ এই মায়া যখন আমাতে অবস্থিতি করে, তখন তাহার অব্যক্তরূপ এবং যখন প্রকাশ্য ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার ব্যক্তরূপ বলিয়া নির্দেশ হইয়া থাকে । সাম্যাবস্থায়িক ব্রহ্মরূপিণী মায়ায় উৎপত্তি নাই ইহা সত্য ; কিন্তু, সৃষ্টির সময় তাহার (গুণময়ী মূর্ত্তি) উৎপত্তি হেতু, তমঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইহা । এজন্তই তাহার (অন্তমুখা অবস্থাকে) মায়া আর (বহিমুখা অবস্থাকে) তমোগুণ প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; তদ-নস্তর তাহা হইতে সন্তগুণ এবং তদনস্তর তাহা হইতে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । দেবরাজ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেই এই (ত্রিবিধ গুণাশ্রয়ক) বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৬৯-৭১ ॥ ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মকে (রজোগুণাধিক) বিষ্ণুকে (সন্তগুণপ্রধান ও সর্বকারণ-কারণ মুহে-শ্বরকে) তমোগুণের আধার বলিয়া জানিবে ॥ ৭২ ॥ দেবরাজ ! ব্রহ্মাকেই স্বয়ং দেহ,

অমৃত (সাম্য) — তমঃ — সন্ত — রুদ্র :

স্কুলদেহো ভবেদব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরিঃ স্মৃতঃ ।  
 রুদ্রস্ত কারণো দেহস্তরীয়া জহমেব হি ॥ ৭৩ ॥  
 সাম্যাবস্থা ভু যা প্রোক্তা সর্বাস্তর্গামিক্রুপিণী ।  
 অত উৰ্দ্ধং পরং ব্রহ্ম মজ্জগ্নং রূপবর্জিতম্ ॥ ৭৪ ॥  
 নিগুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মজ্জপমুচ্যতে ।  
 নিগুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্ ॥ ৭৫ ॥  
 সাহং সর্বং জগৎ সৃষ্টা তদন্তঃ সংপ্রবিষ্ণ চ ।  
 প্রেরয়াম্যানিশং জীবং যথাকশ্ম যথাক্রমতম্ ॥ ৭৬ ॥  
 সৃষ্টিস্থিতিতিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি ।  
 ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাত্মকম্ ॥ ৭৭ ॥

সর্বকারণরূপধুগিতি তমোঙগাদেব রজঃসম্বগোত্তবতোক্তান্তমোঙগোপাদিকরুদ্রস্ত  
 সর্বকারণরূপত্বমুক্তং যুক্তমেব ॥ ৭২—৭৩ ॥

তব তুরীয়ারূপায়াঃ কো বা উপাধিস্তত্বাহ সাম্যাবস্থেতি । যা গুণত্রয়সাম্যাবস্থাস্তমুখা  
 মায়। সা মে তুরীয়ারূপশ্রোপাধিরিত্যর্থঃ । নমু তর্হি তুরীয়ায় মায়াবিশিষ্টেহস্তর্ভাবে নিগুণং  
 ব্রহ্ম কিং ভবিষ্যতীতি চেৎ তুরীয়াতাতঃ ভবিষ্যতীতাহ অত উক্কমিতি । মায়ারহিতঃ  
 তুরীয়াতীতঃ যতদেব নিগুণং ব্রহ্ম ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইদমবস্থাপঞ্চকং তাপনীয়শ্রতো প্রসি-  
 দ্ধম্ ॥ ৭৪ ॥

নিগুণসগুণভেদেন তদেব স্বরূপং বিশদয়তি নিগুণমিতি ॥ ৭৫ ॥

অন্তর্গামিরূপাহমেবেত্যাহ সাহং সর্বমিতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তৎ সৃষ্টা তদেবানু-  
 প্রাবিশদিত্তি । যথা যন্ত কশ্ম তথা তং প্রেরয়ামিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

তিরোধানে সংহারে কারণাত্মকং কারণদেহাভিমানিমিত্যর্থঃ । তথা চ মদাজ্জয়া তে  
 ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টিং কুর্স্বন্তীতি মুখ্যতেন সৃষ্টিস্থিতিসংহারকত্রী অহমেবাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

বিষ্ণুকে লিঙ্গ দেহ, রুদ্রকে কারণদেহ এবং আমাকে তুরীয়া বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥ আমি  
 তুরীয়া বলিগাই সর্বাস্তর্গামিক্রুপিণী ও সাম্যাবস্থাত্মিকা বলিয়া কথিত হইয়া থাকি ; অর্থাৎ  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এক একটি গুণের আশ্রয় হেতু তত্ত্বগুণাবলী বলিয়া কথিত হন,  
 আর আমাতে সেই ত্রিবিধগুণই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া আমি সাম্যাবস্থাত্মিকা  
 বলিয়া কথিত হইয়া থাকি । দেবরাজ ! ইহার উপরেই আমার আর একটি অবস্থা  
 আছে তুমি তাহাকেই (রূপবিহীন ব্রহ্ম) বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৭৪ ॥ বস্তুতঃ সগুণ ও  
 নিগুণ ভেদে আমার দুইটি রূপ । যাহা সম্যকীভূত তাহাই নিগুণ আর যেটা যাম্যগ্নি অন্ত-  
 র্গত তাহাই সগুণ বলিয়া কীর্ষিত হয় ॥ ৭৫ ॥ ইন্দ্র ! আমিই এই সমস্ত বিশ্বসংসারের  
 সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে সর্বাস্তর্গামিক্রুপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি এবং সমস্ত জীবগণকে নির-  
 ন্তর যথাক্রমানুসারে প্রেরণ করি ॥ ৭৬ ॥ অধিক কি, আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও কারণা-  
 ভিমাত্রী রুদ্রকে এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি ।

মন্তুয়ান্নাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি ।  
 ইন্দ্রাণিমৃত্যুবন্তুয়ং সাহং সর্বোত্তমা স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥  
 মৎপ্রসাদান্তবন্তিস্তু জয়ো লকোহস্তি সর্বথা ।  
 যুয়ানহং নর্তয়ামি কাষ্ঠপ্তলিকোপমান্ ॥ ৭৯ ॥  
 কদাচিদ্বেববিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং কচিৎ ।  
 স্বতন্ত্রা শ্বেচ্ছয়া সর্বং কুর্বে কৰ্ম্মানুরোধতঃ ॥ ৮০ ॥  
 তাং মাং সর্বাঙ্গিকাং যুয়ং বিস্মৃত্য নিজগর্বতঃ ।  
 অহঙ্কারাবৃতান্নো মোহমাণ্ডা দুৰন্তকম্ ॥ ৮১ ॥  
 অনুগ্রহং ততঃ কৰ্ত্তুং যুয়দেহাদনুভবম্ ।  
 নিঃসৃতং সহসা তেজো মদীয়ং যক্ষমিত্যপি ॥ ৮২ ॥  
 অতঃপরং সর্বভাবৈহিত্বা গর্বন্তু দেহজম্ ।  
 মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৮৩ ॥

ন কেবলং ব্রহ্মাদয় এব মদধীনাঃ কিং তর্হি সর্বে দেবা ইতাহ মন্তুয়াদিতি । ইন্দ্রাণি-  
 মৃত্যুবন্তুয়াদেব ব্যবহারঃ কুর্কস্তুীতি শেষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । ভীষ্মাশ্বাতঃ পবতে ।  
 ভীষোদেতি সূর্য্যঃ । ভীষ্মাদয়িচ্ছেদশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ৭৮ ॥

এতাবৎপর্য্যন্তঃ কিমিদং যক্ষমিত্যপীতি দেবেজপ্রশস্তোত্তরং দত্তম্ । ততঃপরং প্রো-  
 ভূতঞ্চ কস্মাত্দিতি দ্বিতীয়প্রশস্তোত্তরমাহ মৎপ্রসাদাদিতি ॥ ৭৯—৮৩ ॥

ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার আজ্ঞাতেই স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥  
 ইচ্ছা ! আমারই আজ্ঞামুসারে পরমদেব বহনাবহন করিতেছে, সূর্য্যদেব উদিত হইয়া থাকে  
 এবং অগ্নি ও যম প্রভৃতি অস্ত্রাশ্র দেবগণ ও তুমি স্ব স্ব কার্যে নিরত থাকিতেছ । দেবরাজ !  
 অধিক আর কি বলিব এই সমস্ত কারণবশতই আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৮ ॥  
 দেখ ! আমার অমুগ্রহেই তোমারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ । আমিই তোমাদিগকে  
 কাষ্ঠপুতলিকার জায় নাটাই তেছি ॥ ৭৯ ॥ আমি, কখন বা তোমাদের জয় এবং কখন বা  
 দৈত্যগণের জয় করাইয়া থাকি । ফলতঃ আমার যখন যাচা ইচ্ছা হইয়া থাকে, তখন  
 (স্বতন্ত্রা থাকিয়াই) তাহাই করিয়া থাকি ॥ ৮০ ॥ এক্ষণে, তোমরা সেই সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ  
 আমাধে বিশ্বত হইয়া নিজ নিজ গর্ব্বদেই দুৰন্ত মোহে পতিত হইয়াছ ॥ ৮১ ॥ আমি  
 তোমাদের সেই গর্ব্ব জানিতে পারিয়াই তোমাদিগকে অমুগ্রহ করিবার জন্তই তোমাদের  
 প্রত্যেকের শরীর হইতে নির্গত হইয়া এই অমৃতম সর্বপুঞ্জ তেজঃস্বরূপে আবির্ভূত  
 হইয়াছি ॥ ৮২ ॥ এক্ষণে, তোমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্বাঙ্গঃকরণে সচ্চিদানন্দ-  
 স্বরূপিণী আমার শরণাগত হও ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা ॥ ৮৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যান্ত্ৰা চ মহাদেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

অন্তর্ধানং গত্যা সদ্যো ভক্ত্যা দেবৈরভিষ্ঠিতা ॥ ৮৪ ॥

ততঃ সর্বে স্বগর্বন্তু বিহায় পদপঙ্কজম্ ।

সম্যগারাম্যামাস্তুর্ভগবত্যাঃ পরাংপরম্ ॥ ৮৫ ॥

ত্রিসম্ব্যং সর্বদা সর্বে গায়ত্রীজপতংপরাঃ ।

যজ্ঞভাগাদিভিঃ সর্বে দেবীং নিত্যং সিসেবিরে ॥ ৮৬ ॥

এবং সত্যযুগে সর্বে গায়ত্রীজপতংপরাঃ ।

তারহল্লেক্ষ্যোশচাপি জপে নিষ্যতমানসাপা ৮৭ ॥

ন বিষ্ণুপাসনা নিত্যা বেদেনোক্তা তু কুত্রচিৎ ।

ন বিষ্ণুদীক্ষা নিত্যাস্তি শিবস্তাপি তথৈব চ ॥ ৮৮ ॥

ততঃ সর্বে ইতি । তদ্দিনাদারভোতি শেষঃ ॥ ৮৫ ॥

গায়ত্রীজপতংপরাঃ পূর্বমপি সর্বে গায়ত্রীজপবন্তু এব দ্বিত্যন্তদিনাদারভ্য তু গায়ত্রী-  
জপনিষ্যাতা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

এবং সত্যযুগে সর্বে দ্বিজদেবাদয়ো গায়ত্রীপ্রণবল্লেক্ষ্যামজ্ঞাণামেব মূলপ্রকৃতিবাচকা-  
নামুপাসকাঃ স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

যতো মূলপ্রকৃতিঃ সর্বেশ্বরী সর্বোত্তমাস্তি তস্মাদেব কারণান্তত্বা এব গায়ত্রীরূপায়  
দীক্ষ্যপাসনা চ নিত্যত্বেন সর্ববেদৈঃ প্রোতিপাদিতা ন শিববিষ্ণুাদিদেবানামিত্যাহ ন  
বিষ্ণুপাসনেতি । অহরহঃ সদ্ধ্যামুপাসীতেতি গায়ত্রীপাসনবিধিবৎ কুত্রাপি বিষ্ণুদি-  
দেবতাপাসনবিধিনির্নিত্যত্বেন দ্বিজানাং ক্ষরতে । তস্মায় বিষ্ণুাদিদেবতানামুপাসনা দীক্ষা  
চ নিত্যা । যদি চ সা নিত্যা স্তান্তদা সর্বে শৈববা বৈষ্ণববা বা ভবেযুঃ । ন চ তথা দৃশ্যন্তে ।  
কেচিৎ বৈষ্ণবাঃ কেচিৎশৈবাঃ কেচিৎসাপত্যোঃ । তস্মাত্তদুপাসনাভ্যাদয়িকী কান্যৈবেতি  
ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

ব্যাস কহিলেন ; রাজন্ জনমেজয় ! সেই মূলপ্রকৃতি মহাদেবী জগদীশ্বরী ইহাকে এই  
সমস্ত কথা বলিয়াই সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ; এদিকে দেবগণও তৎকালে তাঁহাকে  
অতিশয় ভক্তি সহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিল ॥৮৪॥ অনন্তর, দেবগণ সেই দিন হইতে  
অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক সম্যকরূপে জগজ্জননীর চরণকমলের আরাধনায় প্ররম্ভ  
হইল ॥৮৫॥ তাহার প্রত্যহ ত্রিসম্ব্যাকালে গায়ত্রীদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নানা-  
বিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত নিত্যই ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ মহারাজ !  
এইরূপে সত্যযুগে সকলেই গায়ত্রীজপ-তংপর থাকিয়া প্রণব ও হ্রীংকার যজ্ঞ দ্বারা  
ভগবতীর আরাধনায় রত ছিল ৮৭। অতএব, কি বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা অথবা  
কি বিষ্ণুদীক্ষা কি শিবদীক্ষা, বেদে কুত্রাপি কাহারও নিত্যত্বের বিষয় উল্লেখ হয় নাই। বস্তুতঃ

গায়ত্র্যুপাসনা নিত্য সৰ্ববেদৈঃ সমীৰিতা ।

যয়া বিনা হৃৎপাতো ব্রাহ্মণশাস্তি সৰ্বথা ॥৮৯॥

তাবতা কৃতকৃত্যং নান্যপেক্ষা দ্বিজস্য হি ।

গায়ত্রীমাত্রনিষ্কাতো দ্বিজো মোক্ষমবাশ্চয়াং ।

কুর্যাদম্ম বা কুর্যাদিতি প্রাহ মনুঃ স্বয়ম্ ॥ ৯০ ॥

বিহায় তাস্ত গায়ত্রীং বিষ্ণুপাস্তিপরায়ণঃ ।

শিবোপাস্তিরতো বিপ্রো নরকং যাতি সৰ্বথা ॥ ৯১ ॥

নিত্যোপাসনা তর্হি কাস্তীতাত্ৰাহ গায়ত্র্যুপাসনেতি । দ্বিজো যদি গায়ত্রীদীক্ষিতো ন স্তাত্তদাধ এব পতং ন তথা । বিষ্ণুগণেশদীক্ষাভাবহঃপাতো দ্বিজস্ত কুত্ৰাপ্যুক্তস্তথাস্তে সন্নে শৈবা বৈষ্ণবা গাণপত্যা বা বভূবুর্ন চ কেচিচ্ছৈবাঃ কেচিৎশৈব্যাঃ কেচিদগাণপত্যা ইতি । গায়ত্রীদীক্ষাবস্ত্ব সর্বে দ্বিজা দৃশ্যন্তে । তস্মাদ্গায়ত্রীদীক্ষাব নিত্যোতি ভাবঃ ॥৮৯॥

নবভূদগায়ত্র্যর্থমপি দ্বিজস্ত শৈববৈষ্ণবাদিদীক্ষাপেক্ষিতেতি চেত্তত্ৰাহ তাবতা কৃত-কৃত্যত্মমিতি । গায়ত্র্যুপাসনায়াং যদি কশ্চিদভ্যুদয়ার্থো ন্যূনঃ স্তাত্তদা তৎপ্রাপ্ত্যর্থমন্ত-দেবতাপাস্তির্দ্বিজস্তাপেক্ষিতা ন তু তথাশ্চি । তাবতা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রেণৈব কৃতকৃত্যং দ্বিজস্ত ঋতিব্রীতি তস্মাদ্বিজস্তভ্যুদয়ার্থমপি নান্দেবতাপাস্তিরপেক্ষিতেতি ভাবঃ । তথা চ ঋতিব্রূহদায়গায়ে । অষ্টাক্ষরং বা একং গায়ত্রৈপদং এতদ্বহাস্তা এতৎস যাবদেতেষু লোকেষু তাবদ্বজ্জয়তি যোস্তা এতদেবং পদং বেদেতি । এতৎস যাবতীযন্তরী বিদ্যা তাবদ্ব-জয়তি যোস্তা এতদেবং পদং বেদ এতৎস যাবদিদং প্রাণি তাবদ্বজ্জয়তি যোস্তা এতদেবং পদং বেদেতি তথা সাহেবা গয়াংস্তত্রপ্রাণা বৈ গয়াস্তংপ্রাণাংস্তত্রৈতদ্যদগয়াংস্তত্রৈতস্মা-দ্গায়ত্রী নামেতি । তথা গোপথব্রাহ্মণে যো হ বা এবং বিৎ স ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাক্ষ কাশ্চিৎ লভতে সুরভীঃচ গন্ধান্ সোহপহতপাপানং তাং শ্রিয়মশ্নতে য এবং বেদ যশ্চৈবং বিধানেনবমেতাং বেদানাং মাতরং সাবিত্রীং সম্পদয়ুপনিষদং মুপাস্তে ইত্যাদি সর্ববেদেষু ঋতয়ো ঋগ্বেদ্যাঃ । নহু তর্হি বেদেষু কিমিত্যদেবতাপাস্তিরুক্তেতি চেদিচ্ছায়াং বৈচিত্র্যাং স্বভাবত ইতরদেবতা-ভক্তানামিচ্ছাবিধাতা ভাবায়েতি বমঃ । মনুরপি গায়ত্রীমন্ত্রেণৈব দ্বিজস্ত কৃতকৃত্যত্মমাহেত্যাং কুর্যাদম্ম বেতি । তথা চ মনুঃ কুর্যাদম্ম বা কুর্যাদিমেত্বে ব্রাহ্মণ উচ্যতে ইতি । মহা-ভারতেহপি শাস্তিপর্কণি জপ্যমাহায়ে গায়ত্রীমন্ত্রেণৈব প্রাশস্ত্যমুক্তম্ ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ গায়ত্রীমন্ত্রমগৃহীত্বা দ্বিজো বিষ্ণুাদিদেবতাপাস্তিপরায়াণো নরকমেব সৰ্বথা যাতি বিষ্ণুাদিদেবতামন্ত্রমগৃহীত্বা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রপরায়াণো মোক্ষং যাতি তস্মাৎ পরাশঙ্কে-গায়ত্র্যা এবোপাস্তিনিত্য সর্বোত্তমা চেত্যাং বিহায় তাস্ত গায়ত্রীমিতি ॥ ৯১ ॥

একমাত্র গায়ত্রীর উপাসনাকেই সকল বেদে(নিত্য)বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে । রাজন্ ! এই গায়ত্রীর উপাসনায়া বিবর্ত হইলে ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৮৮—৮৯॥ ব্রাহ্মণগণ অল্প কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া এক-মাত্র গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারাই কৃতকার্য হইতে পারে । অধিক কি, দ্বিজগণ অল্প কোনও কার্য কলক বা না কলক কেবলমাত্র এই গায়ত্রীজপে নিরত থাকিলেই মুক্ত হইতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, (ইহা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন ॥ ৯০ ॥ যদি কোনও শৈব বা বৈষ্ণব প্রভৃতি অল্প দেবোপাসকেরা গায়ত্রীজপ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র

তস্মাদাদ্য যুগে রাজন্ ! গায়ত্রীজপতৎপরঃ ।

দেবীপাদাম্বুজরতা আসন্ সৰ্বে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
পরশক্ত্যাবির্ভাববর্ণনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

' উপসংহরতি তস্মাদিতি । অতএব হেতোঃ সত্যযুগে সৰ্বে পরশক্তিগায়ত্রীপাদাম্বুজ-  
রতা দেবীভক্তা আসন্নিতার্থঃ । প্রথমতো দ্বিজাতীনাং বেদেনোপদিষ্টগায়ত্র্যুপাসনয়া সৰ্ব-  
লেষ্টমন্ত্ৰবেদেবতোপাসনয়াং প্রয়োজনাত্ভাবঃ এবতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তৎতদিষ্টদেবতার উপাসনাঃ প্রকৃত্ব ইয়, তবে তাহাজের নিশ্চয়ই নরকযন্ত্রণা হইয়া  
থাকে ॥ ৯১ ॥ মহারাজ ! এই জগুই সত্যযুগে সমস্ত দ্বিজগণ গায়ত্রীজপনিরত থাকিয়াই  
দেবী ভগবতীর চরণসেবায় রত থাকিতেন ॥ ৯২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে (পরমা শক্তির) আবির্ভাব বর্ণন নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোহ্ম্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কদাচিদথ কালে তু দশপঞ্চসমা বিভো ! ।  
 প্রাণিনাং কৰ্মবশতো ন ববৰ্ষ শতক্রতুঃ ॥ ১ ॥  
 অনাবৃষ্ট্যাতিদুৰ্ভিক্ষমভবৎ ক্ষয়কারকম্ ।  
 গৃহে গৃহে শবানাস্ত সংখ্যাং কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ২ ॥  
 কেচিদস্থান্ বরাহান্ বা ভক্ষয়ন্তি ক্ষুধাদ্বিতাঃ ।  
 শবানি চ মনুষ্যাণাং ভক্ষয়ন্ত্যপরে জনাঃ ॥ ৩ ॥  
 বালকং বালজননী স্ত্রিয়ং পুরুষ এব চ ।  
 ভক্ষিতুং চলিতাঃ সৰ্ব্বে ক্ষুধয়া পীড়িতা নরাঃ ॥ ৪ ॥  
 ব্রাহ্মণা বহবস্তত্র বিচারং চক্লুরন্তমম্ ।  
 তপোধনো গোতমোহস্তি স নঃ খেদং হরিয়তি ।  
 সৰ্বৈশ্চিলিত্বা গন্তব্যং গোতমস্তাশ্রমেহধুনা ॥ ৫ ॥

শতশ্লোকৈবীক্ষণানাং শাপাদ্যৌতমসন্তব্যং ।

অগ্নদেবোপাসনাং শ্রদ্ধা জাতেতি চোচ্যতে ॥

ইৎং সত্যযুগে পরাশক্তিভক্তিঃ পরাশক্তিমহিমা প্রকাশনপূৰ্ব্বকম্পাদানন্তরমন্তদেবো-  
 পাসনাশ্রদ্ধায়াং নিমিত্তং রাজ্ঞা পৃষ্টং কথয়িতুং পূৰ্ব্ববৃত্তমাহ ব্যাস উবাচ কদাচিদথেতি ।  
 দশপঞ্চ সমাঃ পঞ্চদশবর্ষাণি । শতক্রতুরন্তঃ ॥ ১—৭ ॥

ব্যাস কহিলেন ; মহারাজ জনমেজয় ! কোনও সময়ে শতক্রতু ইন্দ্র প্রাণিগণের (দৈব-  
 ছল্লিপাক) বশতঃ পঞ্চদশ বর্ষপর্যন্ত পৃথিবীতে বৃষ্টিবর্ষণ করেন নাই ॥ ১ ॥ তজ্জন্ত একপ  
 দুৰ্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে, তাহাতে সমস্ত জীবগণই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল । তৎকালে  
 মহুয়াগৃহে এত অধিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কেহ গণনা করিয়া তাহার শেষ  
 করিতে পারে নাই ॥ ২ ॥ তৎকালে লোক সকল ক্ষুধাতে প্রপীড়িত হইয়া কেহ বা অশ্ব  
 কেহ বা বরাহ কেহ বা মৃত দেহ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥  
 অধিক কি, তৎকালে লোক সকল অস্বাভাবে একপ ক্ষুধাক্রান্ত হইয়াছিল যে জননী  
 নিজের শিশুকে ও পুরুষ নিজ পত্নীকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেও কুদ্বিহ্ন হয় নাই ॥ ৪ ॥  
 মহারাজ ! তৎকালে ব্রাহ্মণগণ এই দুঃস্বপ্ন দুৰ্ভিক্ষ দর্শন করিয়া সকলে একত্রে মিলিত হইয়া  
 পরামর্শ করত এই স্থির করিলেন যে, তপস্বিপ্রবর (গৌতম মুনি) শরণাপন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই  
 ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন, অতএব চল আমরা শীঘ্র সেই গৌতম মুনির

গায়ত্রীজপসংস্কৃতগৌতমশ্রমেহধুনা ।

হুভিক্ষং শ্রম্যতে তত্র প্রাণিনো বহবো গতাঃ ॥ ৬ ॥

এবং বিহীশা ভূদেবাঃ সান্নিহোত্রাঃ কুটুম্বিনঃ ।

সগোধনাঃ সদাসাশ্চ গৌতমশ্রমং যযুঃ ॥ ৭ ॥

পূর্বদেশাৎ যযুঃ কেচিৎ কেচিদক্ষিণদেশতঃ ।

পাশ্চাত্যা উত্তরাহাশ্চ নানাदिग्न्यः সমायযুঃ ॥ ৮ ॥

দৃষ্টা সমাজং বিপ্রাণাং প্রণনাম স গৌতমঃ ।

আসনাদ্যুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস বাডুবান্ ॥ ৯ ॥

চকার কুশলপ্রশ্নং ততশ্চাগমকারণম্ ।

তে সর্বের স্বস্ববৃত্তান্তং কথয়ামান্স্বরূপশ্রয়াঃ ॥ ১০ ॥

দৃষ্টা তান্ হুঃখিতান্ বিপ্রানভয়ং দত্তবান্ মুনিঃ ।

যুগ্মাকমেতৎ সদনং ভবদ্যাসেহিস্মি সর্ব্বথা ॥ ১১ ॥

কা চিস্তা ভবতাং বিপ্রা ময়ি দ্যাসে বিরাজতি ।

ধন্যোহহমস্মিন্সময়ে যুয়ং সর্ব্বের তপোধনাঃ ॥ ১২ ॥

উত্তরাহা উত্তরশ্রাং ভবাঃ । উত্তরাদাহিক্রিতি হুঃখোহহং প্রত্যয়ঃ ॥ ৮—৯ ॥

আগমকারণমাগমনকারণম্ ॥ ১০—১৪ ॥

আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥ তখনিতে পাই গায়ত্রীমন্ত্রের উপাসক সেই গৌতমের আশ্রমে হুভিক্ষ নাই একজ্ঞ নানাদিক্ হইতে বহুবিধ লোক সকল আসিয়া তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া নিজ নিজ গোপন, দাস-দাসী ও কুটুম্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া গৌতমের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥ কেহ কেহ পূর্বদিক্ হইতে, কেহ দক্ষিণ দিক্ হইতে, কেহ কেহ পশ্চিম দিক্ হইতে এবং কেহ কেহ বা উত্তর দিক্ হইতে, ফলতঃ ক্রমে ক্রমে নানাদিক্ হইতে ব্রাহ্মণ সকল গৌতমের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮ ॥ এদিকে, গৌতমস্বামী ব্রাহ্মণ সকলকে সমাগত দেখিয়া প্রশ্নাম করিলেন এবং সাদর সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আসনাদি উপচার দ্বারা সম্বন্ধন করিলেন ॥ ৯ ॥ পরে, সকলে সন্তুষ্ট হইয়া উপবেশন করিলে পর স্বাগত প্রশ্ন বিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন সমাগত ব্রাহ্মণগণ অতি বিশ্বস্তের সহিত হুভিক্ষের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া নিজ নিজ অবস্থা সকল বীর্তন করত হুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ গৌতমমুনি তাঁহাদিগকে অতিশয় হুঃখিত দেখিয়া অত্যন্ত প্রদানপূর্ব্বক করিলেন ; আপনাদের ভায় মহামান্য তপোধনগণ স্বধন আমার আশ্রমে সমাগত হইয়াছেন, তখন আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম । আপনাদিগকে

যেষাং দর্শনমাত্রেণ চক্ষুতং স্কৃততায়তে ।

তে সর্বৈ পাদরক্তসা পাবয়ন্তি গৃহং যম ॥ ১৩ ॥

কো মদন্তো ভবেদ্ধন্তো ভবতাং সমনুগ্রহাৎ ।

স্বয়ং সর্বৈঃ স্মৃথেনৈব সঙ্কাজপপরায়ণৈঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সর্বান্ সমাশ্বাস্ত গৌতমো মুনিরাট ততঃ ।

গায়ত্রীং প্রার্থয়ামাস ভক্তিসম্মতকক্ষরঃ ॥ ১৫ ॥

নমো দেবি মহাবিদ্যে বেদমাতঃ পরাং পরে ! ।

ব্যাহৃত্যাদিমহামন্ত্ররূপে প্রণবরূপিণি ! ॥ ১৬ ॥

সাম্যাবস্থাঙ্গিকে মাতর্নমো হ্রীংকাররূপিণি ! ।

স্বাহাস্বধাস্বরূপে ! জ্ঞাং নমামি সকলার্থদাম্ ॥ ১৭ ॥

ভক্তকল্ললতাং দেবীমবস্থাঙ্গয়সাক্ষিণীম্ ।

তুর্ঘ্যাভীতস্বরূপাঞ্চ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ১৮ ॥

গায়ত্রীং স্বৈষ্টদেবতাং ব্রাহ্মণকুটুম্বপোষণার্থং প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গায়ত্রীশ্লোত্রমাহ নমো দেবি মহাবিদ্যে ইতি ॥ ১৬—১৮ ॥

দাসের) ছায় অবলোকন করিবেন। আমার গৃহসকল আপনাদের নিজের বলিয়া বিবেচনা করিবেন। তপোধনগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, আপনাদের এই দাস জীবিত থাকিতে আপনাদের ভাবনার বিষয় আর কি আছে? ॥ ১১—১২ ॥ ষাঁহাদের দর্শনেই চক্ষুত সকল স্কৃততের ছায় হইয়া থাকে, তাঁহারা যখন স্বয়ং আসিয়া চরণধূলি দ্বারা আমার গৃহ পবিত্র করিতেছেন, তখন আয়া অপেক্ষা আর কে ধন্ব আছে? বিপ্রগণ! আপনারা সকলেই অহুগ্রহপূরক সঙ্কায় ও অপর্যায় রত থাকিয়া স্মৃথ এই স্থানে অবস্থান করুন ॥ ১৩—১৪ ॥

ব্যাস কহিলেন; মহারাজ জনমেজয়! সেই গৌতম ঋষি এই প্রকারে সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণকে আশ্বাসিত করিয়া অত্রিশয় ভক্তিসংকারে গায়ত্রীদেবীর আরাধনার পরব্রত হই-লেন ॥ ১৫ ॥ দেবি গায়ত্রি! আপনাকে নমস্কার; আপনি পরাবিদ্যা পরাংপর্য এবং বেদ-মাতৃস্বরূপা; দেবি! আপনিই প্রণব ও তুর্ভূবঃস্বরূপ মহামন্ত্ররূপিণী; মাতঃ! আপনিই সাম্যাবস্থাঙ্গিকা অর্থাৎ তুরীয়া ও হ্রীংকাররূপিণী; আপনিই স্বাহা ও স্বধারূপিণী এবং ভক্তগণের সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন; আপনিই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্মৃতি কালে সাক্ষিক্রমে অবস্থান করেন; আপনিই তুরীয়া ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মরূপিণী; দেবি!

সৰ্ববেদান্তসংবেদ্যাং সূৰ্য্যমণ্ডলবাসিনীম্ ।  
 প্রাতৰ্বালাং রক্তবর্ণাং মধ্যাহ্নে যুবতীং পরাম্ ॥ ১৯ ॥  
 সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণাস্তাং বৃদ্ধাং নিতাং নমামাহম্ ।  
 [সৰ্বভূতারণে দেবি ! ক্ষমস্ব পরমেশ্বরী ॥ ২০ ॥  
 ইতি স্তুতা জগন্মাতা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।  
 পূৰ্ণপাত্রং দদৌ তস্মৈ যেন স্যাৎ সৰ্ব্বপোষণম্ ॥ ২১ ॥  
 উবাচ মুনিমুখা স্মা যং যং ক্রামং হ্রমিচ্ছসি ।  
 তস্য পূৰ্ত্তিকরং পাত্রং ময়া দত্তং ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥  
 ইতু্যক্ত্বাস্তদধে দেবী গায়ত্রী পরম্ভা কলা ।  
 অন্নানাং রাশয়স্তস্মিন্নিগতাঃ পৰ্ব্বতোপমাঃ ॥ ২৩ ॥  
 যড়সা বিবিধা রাজ্যন্তুণানি বিবিধানি চ ।  
 ভূষণানি চ দিব্যানি কৌমাণি বসনানি চ ॥ ২৪ ॥  
 যজ্ঞানাক্ষ সমারম্ভাঃ পাত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥  
 যদ্যদিচ্ছতমভূদ্রাজন্ ! মুনেস্তস্য মহাঅন্নঃ ।  
 তৎ সৰ্বং নিগতং তস্মাদ্গায়ত্রীপূৰ্ণপাত্রতঃ ॥ ২৬ ॥

(সৰ্ব্বকোষোপস্থাপনবিধিঃ সংবেদ্যাং বুদ্ধরূপিণিমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥)

তস্মাৎ পূৰ্ণপাত্রং ॥ ২৩—৩০ ॥

আপনিই সূৰ্য্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা বাগিকা, মধ্যাহ্নে যুবতী ও সাহায়ে কৃষ্ণবর্ণা বৃদ্ধার ছায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। দেবি ! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি এই সৰ্ব্বলোকক্ষয়কর দুৰ্ভিক্ষের সময় আমাদের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ১৬—২০ ॥ মহারাজ ! গৌতমমুনি এইরূপে গায়ত্রীদেবীকে স্তুব করিলে পর, তিনি সেই স্থানে আবিভূতা হইলেন এবং গৌতমকে একটা সৰ্ব্বপোষণকম পূৰ্ণপাত্র প্রদান করিয়া কহিলেন ॥ ২১ ॥ মুনে ! আমি তোমাকে যে পাত্রটি প্রদান করিলাম, ভূমি যখন বাহা অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ এই পাত্র দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! সেই পরাংপরা গায়ত্রীদেবী গৌতমকে এইরূপ বলিয়াই অস্তহিতা হইলেন। অনন্তর, সেই পাত্র হইতে মুনির ইচ্ছানুসারে পৰ্ব্বত সদৃশ অন্নরাশি, যড়সম্বন্ধিত নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন, বহুবিধ তৃণরাশি, পট্টবস্ত্র, নানাবিধ ভূষণ এবং যজ্ঞোপকরণোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য ও পাত্রসকল সমুৎপন্ন হইতে থাকিল ॥ ২৩—২৫ ॥ ফলতঃ মুনিবর গৌতম বাহা বাহা অভিলাষ করিতে লাগিলেন তাহাই সেই গায়ত্রীদত্তঃ

অথাহুয় মুনিন্ সৰ্ব্বাশ্বনিরাট্ গোতমস্তদা ।  
 ধনং ধাত্বং ভূষণানি বসনানি দদৌ মুদা ॥ ২৭ ॥  
 গোমহিষ্যাদিপশবো নিৰ্গতঃ পূৰ্ণপাত্রতঃ ।  
 নিৰ্গতান্ যজ্ঞসংভারান্ ঋক্‌স্বব্রহ্মতীন্ দদৌ ॥ ২৮ ॥  
 তে সৰ্ব্বে মিলিতা যজ্ঞাংশ্চক্রিরে মুনিবাক্যতঃ ।  
 স্থানং তদেব ভূয়িষ্ঠমভবৎ স্বৰ্গসম্মিতম্ ॥ ২৯ ॥  
 যৎকিঞ্চিদ্ভিষু লোকেষু স্তন্দরং বস্তৃ দৃশ্যতে ।  
 তৎ সৰ্ব্বং তত্র নিষ্পন্নং গায়ত্ৰীদন্তপাত্রতঃ ॥ ৩০ ॥  
 দেবাস্থনা সমা দারাঃ শোভন্তে ভূষণাদিভিঃ ।  
 মুনয়ো দেবসদৃশা বস্ত্ৰচন্দনভূষণৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 নিত্যোৎসবঃ প্রববৃতে মূনোরাশ্রমমণ্ডলে ।  
 ন রোগাদিভয়ং কিঞ্চিন্ন চ দৈত্যভয়ং কচিৎ ॥ ৩২ ॥  
 স মূনোরাশ্রমো জাতঃ সমস্তাচ্ছতযোজনঃ ।  
 অশ্বে চ প্রাণিনো য়েহপি তেহপি তত্র সমাগতাঃ ॥ ৩৩ ॥

দারা মুনীনামিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

শতযোজনপর্য্যন্তমেক এবাতিবিস্তীর্ণো মূনোরাশ্রমো জাত ইত্যর্থঃ । অশ্বেহপি প্রাণিনো ব্রাহ্মণাতিরিক্তা নরা গোমহিষ্যাদয়শ্চ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

পূৰ্ণপাত্র হইতে অবিভূত হইতে থাকিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর, মুনিবর গোতম সমাগত মুনি-  
 গণকে আহ্বান করিয়া ধন, ধাত্ব, বসন, ভূষণ এবং যজ্ঞের জন্ত ঋক্‌স্বব্রহ্মাদি ও গো  
 মহিষ্যাদি উপকরণ সকল প্রদান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তখন মুনিসকল একত্রে মিলিত  
 হইয়া গোতমবাক্যে নানাবিধ যজ্ঞের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎকালে সেই স্থান  
 এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল যে, তাহাকে দ্বিতীয় স্বৰ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥  
 কলতঃ ত্রিলোকমধ্যে বাহা কিছু স্তন্দর বস্তৃ আছে, গায়ত্ৰীদন্ত পূৰ্ণপাত্র হইতে তৎসমস্তই  
 সমুদ্ভূত হইতে থাকিল ॥ ৩০ ॥ তৎকালে মুনিগণ চন্দনচর্চিত ও অত্যাঙ্কল বসনভূষণাধিত  
 হইয়া দেবগণের সদৃশ এবং তাঁহাদের পরীসকল দেবাস্থণার জায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥  
 তৎকালে গোতমের আশ্রম নিত্যই উৎসবে পরিপূর্ণ হইল ; পরন্তু তাহার কোনও স্থানে  
 (রোগাদির ভয়) বা দৈত্যের উপদ্রব হুইত হইল না ॥ ৩২ ॥ ক্রমে ক্রমে সেই আশ্রমের আয়তন  
 শতযোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল । গোতমের তাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নামাদিক্ দেশ  
 হইতে প্রাণিগণ আসিয়া তথায় সমুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩ ॥

তাংস্চ সৰ্বান্ পুপোষায়ং দদ্বাভয়মথাস্তবান্ ।  
 নানাবিধৈশ্চাহায়জৈর্বিধিবৎ কল্লিতৈঃ স্রাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 সন্তোষং পরমং প্রাপুশু নৈশ্চব জগুর্ঘশঃ ।  
 সভায়াং বজ্রহা ভূয়ো জগৌ শ্লোকং মহাঘশাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অহো অয়ং নঃ কিল কল্পপাদপো  
 মনোরথান্ প্রয়তি প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 নোচেদকাণ্ডে ক হবির্কপাং বা  
 হুহুলভা যত্র তু জীবনাশা ॥ ৩৬ ॥  
 ইথং দ্বাদশবর্ষাণি পুপোষ মুনিপুঙ্গবান্ ।  
 পুঞ্জবৎ মুনিরাট্ গর্ভগন্ধেন পরিবর্জিতঃ ।  
 গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং চকার মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 যত্র সর্কৈর্মুনিবরৈঃ পূজ্যতে জগদম্বিকা ।  
 ত্রিকালং প্রয়া ভক্ত্যা পুরশ্চরণকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৮ ॥  
 অদ্যাপি তত্র দেবী সা প্রাতর্বালা তু দৃশ্যতে ।  
 মধ্যাহ্নে যুবতী বৃদ্ধা সাংকালে তু দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

তমেব শ্লোকমাহ অহো অয়ং ন ইতি । অহো অমিত্যত্র ওদিতি অগৃহ্ণে প্রকৃতিভাবঃ ।  
 অয়ং গৌতমো নোহস্মাকমস্মিন্ কালে কল্পপাদপঃ কল্পবৃক্ষোহস্মীত্যর্থঃ । অকাণ্ডে অতি-  
 হৃদ্রকালে ॥ ৩৬ ॥

গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং সর্কমুনীনাং দেবীদর্শনার্থং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

তত্র গায়ত্রীস্থানেহদ্যাপি বর্তমানং চমৎকারমাহ অদ্যাপীতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

মুনিবর গৌতমও সকলকেই অভয় দান দিয়া পোষণ করিতে থাকিলেন । এদিকে, দেবগণও  
 নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তাহার যশোগান করিতে লাগিলেন । অধিক  
 কি, যশস্বী দেববাজ ইজ ও সভামধ্যে আসীন হইয়া এইরূপে তাহার যশোগান করিতে  
 থাকিলেন যে, আহা ! এই গৌতম এক্ষণে আমাদের সর্বপ্রকার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া  
 কল্পপাদপস্বরূপ হইয়াছে । যদি এই ঘোরতর হুর্ভিক্ষের সময় এই ব্যক্তি এরূপ অমুঠান  
 না করিত, তাহা হইলে, (যে যজ্ঞাদিতে আমাদের জীবনের আশা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে)  
 কিরূপে তাহার অমুঠান হইত ? ॥ ৩৪—৩৬ ॥

মহারাজ জনমেজয় ! এইরূপে সেই মুনিবর গৌতম গর্ভপরিশ্রু হইয়া দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত  
 সমস্ত মুনিগণকে পুঞ্জের দ্বারা প্রতিপালন করিলেন এবং সেই স্থানটিকে গায়ত্রীর পরম  
 স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অদ্যাপিও সেই স্থানে সমস্ত মুনিগণ ভক্তিপূর্বক  
 পুরশ্চরণকর্ম্মাদি দ্বারা ভগবতী গায়ত্রীদেবীর ত্রৈকালিক পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

তত্রৈকদা সমায়াতো নারদো মুনিসত্তমঃ ।

রণয়ম্‌হতীং গায়ন্‌ গায়ত্র্যাঃ পরমান্‌ গুণান্‌ ॥ ৪০ ॥

নিষাদ সর্ভামধ্যে মুনীনাং ভাবিতাঙ্গনাম্‌ ॥ ৪১ ॥

গৌতমাদিভিরভ্যুত্থৈঃ পূজিতঃ শাস্ত্রমানসঃ ।

কথাশ্চকার বিবিধা যশসো গৌতমশ্চ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মর্ষে ! দেবসদসি দেবরাট্‌ তব যদ্যশঃ ।

জগৌ বহুবিধং স্বচ্ছং মুনিপোধণজং পরম্‌ ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বা শচীপতেৰ্বীণীং ত্বাং দ্রক্ষুমহমাগতঃ ।

ধন্যোহুসি ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ! জগদম্বাপ্রসাদতঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা মুনিবর্ষ্যং তং গায়ত্রীসদনং যযৌ ।

দদর্শ জগদম্বাং তাং প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ ।

তুষ্ঠাব বিধিবদ্দেবীং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ তত্র স্থিতা যে তে ব্রাহ্মণা মুনিপোষিতাঃ ।

উৎকর্ষস্ত মুনেঃ শ্রুত্বাস্ময়া খেদমাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥

নারদো গৌতমং প্রতি দেবেজসভায়াং জাতং বৃত্তান্তং কথয়তি ব্রহ্মর্ষে ইতি ॥

৪০—৪৬ ॥

অদ্যাপিও সেই স্থানে গায়ত্রীদেবী প্রাতঃকালে বালিকার আয় মধ্যাহ্নে যুবতীর আয় এবং সায়াহ্নে বুজার আয় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! অতঃপর একদিবস নারদমুনি মহতী-ব্রীণার স্বরসংযোগে গায়ত্রীর পমর গুণ-গান কবিত্তে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই মুনিগমাজ যথো আসীন হইলেন ॥ ৪০-৪১ ॥ তখন গৌতমাদি মুনিগণ সেই প্রশান্তচিত্ত নারদকে সমাগত দেখিয়া পাদ্যার্ঘ্যবারা পূজা করিলেন । অনন্তর, নারদমুনি নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে গৌতমমুনির সেই যশের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন ; মুনিবর ! আমি দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ হইতে তোমার নির্মল মুনিপোধণ জন্ম যশের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি । মুনিবর ! তুমি ভগবতী গায়ত্রীদেবীর প্রসাদে এক্ষণে ধন্য হইয়াছ তীহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪২—৪৪ ॥ দেবর্ষি নারদ মুনিবর গৌতমকে এই কথা বলিয়াই গায়ত্রীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করতঃ প্রেমোৎফুল্ল নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং বিধিপূর্বক স্তুতি করিয়া পুনর্বার স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৫ ॥ এদিকে সেই সভাস্থিত গৌতমারে প্রতিপালিত অজ্ঞান্য ঋষিগণ গৌতমের তাদৃশ যশোগোরব শ্রবণ করিয়া (অসুয়াবশতঃ) অতিশয় চুঃখিত হইল এবং যাহাতে আর তাঁহার যশোবৃদ্ধি না হইতে

বধাস্ত ন যশো ভূয়াৎ কৰ্তব্যং সৰ্বথৈব হি ।  
 কালে সমাগতে পশ্চাদিতি সৰ্বৈশ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ৪৭ ॥  
 ততঃ কালেন কিয়তাপ্যভূষ্টির্ধরাতলে ।  
 স্তভিক্ষমভবৎ সৰ্বদেশেষু নৃপসন্তম ! ॥ ৪৮ ॥  
 শ্রদ্ধা বার্তাঃ স্তভিক্ষা মিলিতাঃ সৰ্ববাড়বাঃ ।  
 গৌতমং শপ্ত মুদ্যোগং হা হা রাজন্ ! প্রচক্রিরে ॥ ৪৯ ॥  
 ॥ ধতৌ তেবাঞ্চ পিতরৌ যেবাং নোংপত্তিরীদৃশী ।  
 ॥ কালস্য মহিমা রাজন্ ! বক্তুং কেন হি শক্যতে ॥ ৫০ ॥  
 গৌনির্শিতা মায়ৈকা মুমূর্ষুর্জরতী নৃপ ! ।  
 জগাম সা চ শালায়াং হোমকালে মুনেন্তদা ॥ ৫১ ॥

কালে সমাগতে ইতি । স্তভিক্ষে কালে সমাগতে বধাস্য গৌতমস্তাপকীৰ্ত্তিঃ স্তভাধা  
 কৃত্বা গন্তব্যমিতি সৰ্বৈর্নিশ্চিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥  
 এতাদৃশমুপকারিণং গৌতমং প্রতি মূনিভিঃ প্রত্যাপকার এতাদৃশঃ কৃত ইতি স্বমুখেন  
 ব্যাসোক্তিক্রমমেজয়ং প্রতি হা হা রাজন্ প্রচক্রিরে ইতি ॥ ৪৯ ॥  
 তমেব খেদং বিশদয়তি । ধতৌ তেবাঞ্চ পিতরাবিতি । যেবামীদৃশী কৃতয়া উৎপত্তিঃ  
 জন্ম নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥  
 তদনন্তরং ব্রাহ্মণৈঃ কিং কৃতং তদাহ গৌনির্শিতেতি ॥ ৫১ ॥

পারে তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল । ফলতঃ তাহার স্কন্ধে একত্রিত হইয়া এই দ্বির  
 করিল যে, পৃথিবীতে একবার স্তভিক্ষ হইলে পর আর আমরা ইহার আশ্রমে থাকিব না ;  
 পরন্তু যাহাতে হ'বার অগ্ৰযশ হয় তাহার বিধান করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব ।  
 তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার এই বশঃ অস্তহিত হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥ মহারাজ ! এইরূপে  
 কিছুদিন গত হইলে পর পুনর্বার পৃথিবীতে স্তবুষ্টি হইল এবং সর্বত্রই শতাদির উৎপত্তিহেতু  
 ছত্রিকের নিবৃতি হইল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, ব্রাহ্মণগণ সর্বত্রই স্তভিক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া  
 একত্রিত হইল এবং গৌতমকে কোনও গুরুতর পদে লিপ্ত করিবার জগু উদ্যোগ করিতে  
 লাগিল । হায় ! হায় ! মহারাজ, কালের মহিমার কথা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই ;  
 নতুবা যে ব্রাহ্মণগণ এককালে গৌতমের নিকট বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ-  
 গণই আবার তাহার বশঃশ্রবণে অসুখাপরবশ হইয়া তাহাকে দ্বিহিত করিবার চেষ্টায়  
 উদ্যত হইল ! অতএব, সাহাদের (এতাদৃশ কৃত্য) উৎপত্তি না হইয়া থাকে সেই স্কন্ধ  
 লোকের পিতামাতাই ধন্ত ॥ ৪৯—৫০ ॥ যাহা হউক মহারাজ ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ এইরূপে  
 পরামর্শ দ্বির করিয়া পরে (মারা দ্বারা) একটা বৃদ্ধা মুমূর্ষুর গোক নির্মিত করিল  
 এবং মুনিবর গৌতমের হোমকালে সেই হোমশালায় তাহাকে প্রেরণ করিল ॥ ৫১ ॥



হং হং শঙ্কৈর্বারিতা সা প্রাণাংস্তত্যাং তৎকথং ।  
 গোহঁতানেন দুষ্কেনেত্যেবং তে চুকুশ্চিজাঃ ॥ ৫২ ॥  
 হোমং সমাপ্য মুনিরাট্‌বিস্ময়ং পরমং গতঃ ।  
 সমাধিমীলিতাক্ষঃ সন্ চিস্তয়ামাস কারণম্ ॥ ৫৩ ॥  
 কৃতং সর্বং দ্বিজৈরেতদিতি জ্ঞাত্বা তদৈব সঃ ।  
 দধার কোপং পরমং প্রলয়ে রুদ্রকোপবৎ ॥ ৫৪ ॥  
 শশাপ চ ঋষীন সর্বান কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বেদমাতরি গায়ত্র্যাং তদ্ব্যানে তন্মনোজ্জপে ।  
 ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বেদে বেদোক্তযজ্ঞেষু তদ্বার্তান্স তথৈব চ ।  
 ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 শিবো শিবস্ত মস্ত্রে চ শিবশাস্ত্রে তথৈব চ ।  
 ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৮ ॥  
 মূলপ্রকৃত্যাং শ্রীদেব্য্যাং তদ্ব্যানে তৎকথাস্থ চ ।  
 ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৯ ॥

হং হং শঙ্কৈর্বারিতমেন বারিতেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥

অশ্রুশ্রুখা ভবতেতি শশাপ ইত্যর্থঃ । অশ্রুশ্রুখাভ্যাগিনিঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

অনন্তর, গৌতম সেই গরুটিকে হোমগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যেমন হঁ হঁ শব্দ  
 করিয়া নিবারণ করিলেন, অমনি সেই গরুটী সেই স্থানে পতিত হইয়া মৃত হইল। এদিকে  
 সেই ব্রাহ্মণগণ, দেখ দেখ দুই গৌতম গোহঁত্যা করিল বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ  
 করিল ॥ ৫২ ॥ তখন মুনিবর গৌতম সেই অচিস্তনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াবিত  
 হইলেন এবং হোম সমাপন করিয়া সমাধিস্থ হইয়া তাহার কারণ চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণগণের মায়ী-কল্পিত অবগত হইয়া, প্রলয়কালে  
 রুদ্রের জায় কৃদ্ধ হইলেন এবং কোপে নৈত্র রক্তবর্ণ করিয়া ঋষিগণকে এই বলিয়া  
 অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল! যখন তোমরা অস্ত্রার পূর্বক  
 আমার অনিষ্টচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তোমরা অবশ্যই (বেদজননী গায়ত্রীর ধ্যানেও  
 তদ্ব্যজ্ঞপে পরাশ্রয় হইবে) ॥ ৫৬ ॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল! তোমরা এই কার্যের নিষিদ্ধ  
 বেদবিহিত যজ্ঞাদিকার্য্যে বা তৎসম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে কোনও কালে উৎসুকী হইবে না  
 তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ তোমরা শিবের আরাধনার শিবস্ত্রে বা শিবমস্ত্রে সর্বদা

দেবীমন্ত্রে তথা দেব্যঃ স্থানেহমুষ্ঠানকর্মণি ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬০ ॥

দেব্যুৎসবদিদৃক্ষায়াং দেবীনামানুকীর্তনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬১ ॥

দেবীভক্তস্ত সান্নিধ্যে দেবীভক্তার্চনে তথা ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬২ ॥

শিবোৎসবদিদৃক্ষায়াং শিবভক্তস্ত পূজনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৩ ॥

রুদ্রাক্ষে বিষ্ণুপত্রে চ তথা শুক্রে চ ভস্মনি ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৪ ॥

শ্রৌতস্মার্তসদাচারে জ্ঞানমার্গে তথৈব চ ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠায়াং শাস্তিদাস্ত্যাদিসাধনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৬ ॥

নিত্যকর্মাদ্যনুষ্ঠানেহপ্যগ্নিহোত্রাদিসাধনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বাধ্যায়াধ্যয়নে চৈব তথা প্রবচনেহপি চ ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৮ ॥

গোদানাদিষু দানেষু পিতৃশ্রাদ্ধেষু চৈব হি ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রবচনে স্বাধ্যায়পাঠনে ॥ ৬৮—৭০ ॥

পরামুখ হইবে ॥ ৬৮ ॥ তোমরা মূলপ্রকৃতি শ্রীদেবীর ধ্যান, মন্ত্রে, তৎসংক্রীয় রূপান্ত্রে, তদধিকৃত স্থানে, তাঁহার আরাধনার অশ্রু অনুষ্ঠানে, সেই দেবী ভগবতীর উৎসববিদর্শনেচ্ছায়, দেবীর নামাদি সংকীর্তনে এবং দেবীভক্তের সমীপে অবস্থান ও তাহাদিগের সমাদর করিতে বিষম থাকিবে ॥ ৬৯—৭০ ॥ যে (নিকট ব্রাহ্মণগণ) তোমরা শিষ্যোৎসব-দর্শনে, শিবভক্তপূজনে, রুদ্রাক্ষে, বিষ্ণুপত্রে ও বিষ্ণু ভক্তের সর্বদা পরামুখ হইবে ॥ ৬৩-৬৪ ॥ তোমরা বেদ ও বৃত্তিবিহিত সমাচারে, জ্ঞানমার্গে, অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠার, শমদাদি সাধনে, সখ্যারক্ষাদি নিত্যকর্মাদি অনুষ্ঠানে, অগ্নিহোত্রাদি কার্যে, বনশাখাক্ষে বেদাধ্যয়নে বা নিত্য তাহার অধ্যাপনে গোদান প্রভৃতি দানে, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে এবং রুদ্রাচ্ছাদ্যাদি

কুচ্ছ্রাচ্ছ্রায়ণে চৈব প্রায়শ্চিত্তে তথৈব চ ।

ভবতানুশ্রুতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীদেবীভিন্নদেবেষু শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতাঃ ।

শত্ৰুচক্রাদ্যঙ্কিতাশ্চ ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭১ ॥

কাপালিকমতাসক্তা বৌদ্ধশাস্ত্ররতাঃ সদা ।

পাষণ্ডাচারনিরতা ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭২ ॥

পিতৃমাতৃস্বতজাতৃকন্যাবিক্রয়িণিস্তথা ।

ভার্য্যাবিক্রয়িণিস্তদ্বন্দ্বত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৩ ॥

বেদবিক্রয়িণিস্তদ্বন্দ্বতীর্থবিক্রয়িণিস্তথা ।

ধর্ম্মবিক্রয়িণিস্তদ্বন্দ্বত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৪ ॥

পাণ্ডুরাত্রে কামশাস্ত্রে তথা কাপালিকে মতে ।

বৌদ্ধে শ্রদ্ধাযুতা যুয়ং ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৫ ॥

মাতৃকন্যাগামিনশ্চ ভগিনীগামিনিস্তথা ।

পরস্ত্রীলম্পটাঃ সর্বৈ ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৬ ॥

যুস্মাকং বংশজাতাশ্চ স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাস্তথা ।

মদন্তশাপদঙ্কাস্তে ভবিষ্যন্তি ভবৎসমাঃ ॥ ৭৭ ॥

ভবৎসমাঃ ভবদ্বিধাঃ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তব্রতে নিরন্তর পরাশ্রুত থাকিবে ॥ ৬৫—৭০ ॥ যে অধম ব্রাহ্মণগণ! তোমরা যেরূপ  
নিকট্ট কর্ষে সমুদাত হইয়াছ তাহার ফলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সেই পরমাত্মা  
ভগবতীর আরাধনায় নিবৃত্ত থাকিয়া এবং (অন্তোন্ত দেবে প্রদ্বারিত হইয়া শত্ৰুচক্রাদি  
চিহ্ন সকল ধারণ করিতে হইবে) ॥ ৭১ ॥ কাপালিকমতাবলম্বী, বৌদ্ধশাস্ত্রানুরত এবং  
পাষণ্ডগণের আচারের বশীভূত হইতে হইবে। তোমরা এই পাপের জ্ঞাত নিশ্চয়ই পিতা,  
মাতা, ভাই, ভগিনী এবং পুত্র ও কন্যাকে, অধিক কি ভার্য্যাকেও বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত  
হইবে ॥ ৭২-৭৩ ॥ বেদবিক্রয়, তীর্থবিক্রয় ও ধর্ম্মবিক্রয় করিতেও তোমাদের স্থগা হইবে না।  
তোমরা নিশ্চয়ই কাপালিক ও বৌদ্ধমতে, পাণ্ডুরাত্রে ও কামশাস্ত্রে প্রদ্বারিত হইবে।  
যে ব্রাহ্মণাধম সকল! তোমরা মাতৃ, কন্যা ও ভগিনীতে গমন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না  
এবং সর্বদাই পরস্ত্রীলম্পট হইয়া কালযাপন করিবে ॥ ৭৪—৭৬ ॥ আর আমি ইহাও  
বলিতেছি, যেসকল অতিশাপ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিলাম; তোমাদের বংশসমুভ  
জী এবং পুরুষগণও তোমাদের দ্বার হইয়া কালযাপন করিবে। আর আমি তোমাদিগকে

কিং ময়া বহুনোক্তেন মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

গায়ত্রী পরমা ভূয়াং যুগ্মাং খলু কোপিতা ।

অন্ধকূপাদিকুণ্ডে যুগ্মাকং স্তাং সদা স্থিতিঃ ॥ ৭৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বাগদগুমীদৃশং কৃত্বাপ্যপম্পৃশ্য জলং ততঃ ।

জগাম দর্শনার্থঞ্চ গায়ত্র্যাঃ পরমোৎসুকঃ ॥ ৭৯ ॥

প্রণনাম মহাদেবীং সাপি দেবী পরাং পরা ।

ব্রাহ্মণানাং কৃতিং দৃষ্ট্বা স্ময়ং চিত্তে চকার হ ॥ ৮০ ॥

অদ্যাপি তস্তা বদনং স্ময়যুক্তঞ্চ দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥

উবাচ মুনিবর্যাস্তং স্ময়মানমুখাম্বুজা ।

ভূজঙ্গার্পিতং দুগ্ধং বিষায়ৈবোপজায়তে ॥ ৮২ ॥

শান্তিঃ কুরু মহাভাগ । কৰ্ম্মণো গতিরীদৃশী ।

ইতি দেবীং প্রণম্যাথ ততোহগাং স্বাশ্রমং প্রতি ॥ ৮৩ ॥

বাগদগুং শাপম্ ॥ ৭৯—৮০ ॥

কৃতিং কৃতম্ভূতাপম্ ॥ ৮১ ॥

গায়ত্রী সমুদ্রেন মুনিং সাস্বয়তি । উবাচেতি ॥ ৮২—৮৩ ॥

অধিক কি অভিশাপ প্রদান করিব, মূল প্রকৃতি জগদীশ্বরী গায়ত্রীদেবী তোমাদের উপর সর্বদা রুষ্ট থাকুন এবং অন্তকালে তোমাদের অন্ধ কূপাদি নরককুণ্ডে অবস্থান হউক ॥ ৭৭—৭৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! মুনিপ্রবর গৌতম জলম্পর্শপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে এতাদৃশ অভিশাপ প্রদান করিয়া অতিশয় উৎসুকের সহিত গায়ত্রীদেবীকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন এবং গায়ত্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । সেই পরাং পরা দেবীও ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ কার্য অবলোকন করিয়া বিষমাস্থিত হইয়া ছিলেন । মহারাজ ! তদবধি অদ্যাবধিও তাঁহার বদনকমল সেইরূপ বিষমাস্থিত রহিয়া লজ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৭৯—৮১ ॥ অনন্তর, দেবী গায়ত্রী সেইরূপ বিষমাস্থিতমুখে গৌতমকে কহিলেন ; গৌতম ! সর্পগণকে দুগ্ধ ভোজন করাইলেও তাহাদের গরলের নিবৃত্তি হয় না, অতএব তুমি এ বিষয়ে কোনও রূপ চিন্তা করিও না, কৰ্ম্মের গতিই এইরূপ, কখন কি লংঘ্য হইতে পারে তাহা কেহই বলিতে পারে না । এক্ষণে, তুমি শান্তি অরলম্বন কর, দৃষ্টিত হইও না । অনন্তর, গৌতম দেবীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তথা হইতে নিজ আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮২—৮৩ ॥

ততো বিপ্রৈঃ শাপদৈর্কৈর্কিন্দুতা বেদরাশয়ঃ ।  
 গায়ত্রী বিন্দুতা সর্কৈস্তদমুতমিবাভবৎ ॥ ৮৪ ॥  
 তে সর্কৈহথ মিলিত্বা তু পশ্চাত্তাপযুতান্তথা ।  
 প্রণেমুর্নিবর্যাস্তং দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৮৫ ॥  
 নোচুঃ কিঞ্চন বাক্যন্ত লজ্জয়াধোমুখাঃ স্থিতাঃ ।  
 প্রসীদেতি প্রসীদেতি প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৬ ॥  
 প্রার্থয়ামাস্তুরভিতঃ পরিবার্য যুনীশ্বরম্ ।  
 করুণাপূর্ণহৃদয়ো মুনিস্তান্ সমুবাচ হ ॥ ৮৭ ॥  
 কৃষ্ণাবতীরপর্যাস্তং কুন্তীপাকে ভবেৎ স্থিতিঃ ।  
 ন মে বাক্যং যুমা ভূয়াদিতি জানীথ সর্বথা ॥ ৮৮ ॥  
 ততঃপরং কলিয়ুগে ভুবি জন্ম ভবেদ্ধি বাম্ ।  
 মহুক্তং সর্কৈমেতত্তু ভবেদেব ন চানুথা ॥ ৮৯ ॥  
 মচ্ছাপস্ত বিমোক্ষার্থং যুস্মাকং শ্রাৎ যদিষণা ।  
 তর্হি নেব্যং সদা সর্কৈর্গায়ত্রীপদপঙ্কজম্ ॥ ৯০ ॥

শাপমোক্ষণমাহ । মচ্ছাপস্তেতি ॥ ৯০—৯১ ॥

এদিকে, গৌতমশাপপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণের চিত্ত হইতে সমস্ত বেদতত্ত্ব ও গায়ত্রীমন্ত্র বিন্দুত হইয়া গেল। তখন তদ্বিবর তাহাদের পক্ষে এক অচিন্তনীয় ঘটনা বলিয়া বোধ হইল ॥ ৮৪ ॥ অনন্তর, তাহারা সকলেই মিলিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল এবং মুনিবর গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইল; পরন্তু লজ্জায় অধোবদন থাকিয়া অস্ত্র কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না; কেবল “আপনি প্রেম হউন, আপনি প্রেম হউন” এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকিল ॥ ৮৫—৮৬ ॥ অনন্তর, যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী আসিয়া তাহার চতুর্দিকে অবস্থিত করত কেবল তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে থাকিল, তখন গৌতম মুনি দয়াপূরবশ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৮৭ ॥ আমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না, (কৃষ্ণাবতীরকাল পর্য্যন্ত) তোমাদিগকে কুন্তীপাক-নরকে থাকিতে হইবে, তদনন্তর কলিয়ুগে পৃথিবীতলে তোমাদের পুনর্জন্ম জন্ম লাভ হইবে এবং আমি যাহা যাহা বলিয়াছি তৎসমুদয়ই তখন তোমাদের বর্টিবে ইহার কদাচ অমুখ্য হইবে না ॥ ৮৮—৮৯ ॥ তবে যদি আমার শাপশাস্তির জন্য তোমাদের একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে গায়ত্রীর চরণকমলেন আরাধনার প্রবৃত্ত হও নতুবা ইহার আর অস্ত্র কোনও উপায় নাই ॥ ৯০ ॥

## ব্যাস উবাচ ।

ইতি সর্বান বিশ্বজ্যাধ গৌতমো মুনিসত্তমঃ ।

প্রারম্ভমিতি মম্বা তু চিত্তে শাস্তিঃ জগাম হ ॥ ১১ ॥

এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ ! গতে কৃষ্ণে তু ধামনি ।

কলৌ যুগে প্রবৃত্তে তু কুন্তীপাকাতু নির্গতাঃ ॥ ১২ ॥

ভুবি জাতা ব্রাহ্মণাশ্চ শাপদম্বাঃ পুরা তু যে ।

সম্ভ্রাত্রয়বিহীনাশ্চ গায়ত্রীভক্তিবর্জিতাঃ ॥ ১৩ ॥

বেদভক্তিবিহীনাশ্চ পাষণ্ডমতগামিনঃ ।

অগ্নিহোত্রাদিসংকৰ্ম্মস্বধাস্বাহাবিবর্জিতাঃ ॥ ১৪ ॥

মূলপ্রকৃতিমব্যক্তাং নৈব জানন্তি কহিচিৎ ।

তপ্তমুদ্রাক্ষিতাঃ কেচিৎ কামাচাররতাঃ পরে ॥ ১৫ ॥

কাপালিকাঃ কৌলিকাশ্চ বৌদ্ধা জৈনাস্তথা পরে ।

পণ্ডিতা অপি তে সর্বের দুরাচারপ্রবর্তকাঃ ॥ ১৬ ॥

লম্পটাঃ পরদারেষু দুরাচারপরায়ণাঃ ।

কুন্তীপাকং পুনঃ সর্বের যাস্তস্তি নিজকৰ্ম্মভিঃ ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমন্তদেবতোপাস্তিঃ জনাঃ কুর্কন্তীভ্যন্তোত্তরমেতৎপর্যন্তমুক্তং নিগময়তি এতস্মা-  
দিত্তি ॥ ১২—১৭ ॥

মহারাজ ! অনন্তর গৌতমমুনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিলেন এবং  
(প্রারম্ভ কৰ্ম্মফলেই তৎসমস্ত সংঘটিত হইল) ইহা বিবেচনা করিয়া শাস্তি লাভ করিলেন ॥১১॥  
রাজন্ ! এই কারণ বশতই শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিবার পর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে,  
সেই অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ সকল কুন্তীপাক নরক হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল  
এবং সম্ভ্রাত্রয়বিহীন, গায়ত্রীভক্তিবিবর্জিত, বেদশ্রদ্ধারহিত, পাষণ্ডমতাবলম্বী এবং  
অগ্নিহোত্রাদি সংকার্যের অনুষ্ঠানে বিমুগ্ধ হইল ॥ ১২—১৪ ॥ তাহারা অব্যাক্ত মূলপ্রকৃতি  
ভগবতীকে একেবারেই ভুলিয়া গেল ; কেহ কেহ বা তপ্তমুদ্রাদি নানাবিধ চিহ্ন সজ্জন  
ধারণ করিয়া কামাচারী হইল ; কেহ বা কাপালিক কেহ বা কৌলিক, কেহ বা বৌদ্ধ  
এবং কেহ বা জৈন বলিয়া পরিচিত হইল ; তাহাদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত হইলেও  
লম্পট ও পরদাররত হইয়া দুরাচারের প্রবর্তক হইয়া উঠিল । ফলতঃ এই সকল কুর্কর্ম্ম ফল  
ভোগ কর্ত্তা তাহারা যে পুনর্বার কুন্তীপাক নরকে বাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥১৫-১৭॥

তস্মাৎ সৰ্ব্বাত্মনা রাজন্ ! সংসেবা পরমেশ্বরী ।

ন বিষ্ণুপাসনা নিত্য ন শিবোপাসনা তথা ॥ ৯৮ ॥

✓ নিত্য চোপাসনা শক্তের্থাঃ বিনা তু পতত্যাঃ ।

সৰ্ব্বমুক্তং সমাদেন যৎ পৃষ্ঠং তদ্ব্যাম্বহ ! ॥ ৯৯ ॥

অতঃপরং মণিধীপবর্ণনং শৃণু হৃন্দরম্ ।

যৎ পরং স্থানমাদ্যায়া ভুবনেশা ভবারণেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশ-  
স্কন্ধে ব্রহ্মণাঙ্গীনাং গায়ত্রীভিন্নাত্মদেবোপাসনাশ্রদ্ধাহেতুকথনং

নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ন বিষ্ণুপাসনেতি । ইদং পূর্বাধ্যায়সম্পাদিতম্ ॥ ৯৮ ॥

শক্তের্গায়ত্র্যাঃ ॥ ৯৯ ॥

অথ মণিধীপবর্ণনবিষয়কস্ত দ্বিতীয়প্রস্তোতরঃ বক্তুঃ প্রতিজানীতে । অতঃপরমিতি ।  
ভবারণেৰ্ভববোনেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অতএব মহারাজ ! সৰ্ব্বপ্রকারেই সেই ভগবতী পরমেশ্বরীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে ।  
বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা কিছুই নিত্য নহে, একমাত্র শক্তির উপাসনাকেই  
নিত্য বলিয়া জানিবে । এজন্ত যে ব্যক্তি শক্তির উপাসনা না করে তাকে নিশ্চয়ই  
অধঃপতিত হইতে হয় । মহারাজ ! ইতিপূর্বে তুমি আমার নিকট যে সকল প্রশ্ন  
করিয়াছিলে আমি সংক্ষেপে তৎসমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৯৮—৯৯ ॥ অতঃপর সেই ভুবনে-  
শ্বরী ভবঃসারমোচনী আদ্যা ভববতীর অতি রমণীয় পরম স্থান মণিধীপের বিষয় বর্ণন  
করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে ব্রহ্মণগণের গায়ত্রীভিন্ন আত্মোক্ত দেবোপা-

সনায় শ্রদ্ধা হইবার কারণ বর্ণন নামক

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বৃক্ষলোকাদূর্দ্ধভাগে সর্বলোকোহস্তি যঃ শ্রুতঃ ।

মণিদ্বীপঃ স এবাস্তি যত্র দেবী বিরাজতে ॥ ১ ॥

সর্বস্বাদধিকো যস্মাৎ সর্বলোকস্ততঃ স্মৃতঃ ।

পুরা পরাস্বয়ৈবায়ং কল্পিতো মনসেচ্ছয়া ॥ ২ ॥

সর্বাদৌ নিজবাসার্থং প্রকৃত্যা মূলভূতয়া ।

কৈলাসাদধিকো লোকো বৈকুণ্ঠাদপি তৌত্তমঃ ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধাধিকশতশ্লোকৈর্মণিদ্বীপস্ত বর্ণনম্ ।

যথাবৎ ক্রিয়তে যেন ভুক্তিদেবাং বিবর্ততে ॥

পূর্বাধায়ে প্রতিজ্ঞাতং মণিদ্বীপস্ত বর্ণনং প্রস্তোতি ব্যাস উবাচেতি । নহু মণিদ্বীপঃ  
শ্রুতৌ ক প্রসিদ্ধং তত্রাহ বৃক্ষলোকাদিত । স্বর্গলোপনিষদি বৃক্ষলোকাদূর্দ্ধভাগে যঃ সর্ব-  
লোকঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ প্রসিদ্ধোহস্তি স এব নামাস্তুরেণ মণিদ্বীপমিত্যুচ্যতে । যত্র সাক্ষা-  
দেবী মূলকারণভূতা বিরাজতে ইত্যর্থঃ । তথা স্বর্গলোপনিষদি । অথ তেনং হৈকঃ পপ্রচ্ছ  
ভগবন্ কস্মিন সর্বো প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি তস্মৈ স হোবাচ রসাতললোকেষ্বিতি হোবাচ-  
কস্মিন রসাতললোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ভূর্লোকেষ্বিতি হোবাচেত্যারভ্য সতালোকাস্ত-  
মুক্তা কস্মিন সতালোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষ্বিতি হোবাচ কস্মিন প্রজা-  
পতিলোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি বৃক্ষলোকেষ্বিতি হোবাচ কস্মিন বৃক্ষলোকা ওতাশ্চ  
প্রোতাশ্চেতি সর্বলোকেষ্বিতি হোবাচ সর্বলোকা আত্মনি বক্ষণিগণস্য ইবোতাশ্চ প্রোতা-  
শ্চেতি অত্র তন্ত্র লোকৈকৈকেষুপি তদন্তর্গতপ্রাকারিণ্যং বহুভাং সর্বলোকেষ্বিতি বহ-  
বচনমুক্তম্ ॥ ১ ॥

নহু তন্ত্র সর্বলোক ইতি কিস্মিতি সংজ্ঞা তত্রাহ সর্বস্বাদধিকো যস্মাদিতি । নময়ং  
লোকঃ কেন নির্মিত ইতি চেত্তত্রাহ পুরা পরাস্বয়ৈবায়মিতি । শ্রী ভবতৈব্য নিজবাসার্থং  
সেচ্ছয়া সর্বাদৌ নির্মিতেহয়ং লোকঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ঞ্চ মণিদ্বীপরূপো লোকো দেবীপ্রাথনয়া শিবেন নির্মিত ইতি শিবহরস্তে দ্বিতীয়ে  
উক্তম্ । তদন্ত্র শিবহরস্ত দ্বিতীয়েংশেইয়াধায়াসে । শ্রীদেবুবাচ । দেবদেব মহাশয়-  
লীলালালিতনিগূহ । বিচিত্রশক্ते ভগবন্ময় স্থানমহত্তমম্ । সুন্দরং সুন্দরং তন্ত্রতঃ  
আনন্দামৃতসাগরম্ । ন ক্সুপিপাসে নো মীনিন তৃষ্ণা ন জরাদিকম্ । তত্র উত্তম

ব্যাস কহিলেন ; মহারাজ জনমেজয় ! শ্রুতিতে বৃক্ষলোকের উর্দ্ধভাগে যেমন সর্ব  
কথা শ্রুত হইয়া থাকে তাহাকেই (মণিদ্বীপ) বলিয়া জানিও এবং সেই স্থানেই করিয়ে দেবী  
বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই স্থানটী সকল স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া “রসাতল-  
নামে কথিত হইয়া থাকে । দেবী পূর্বকালে গিজের ইচ্ছামুসারেই এই স্থানটীকে নির্মাণ  
করিয়াছেন ॥ ২ ॥ (মূলপ্রকৃতি ভগবতী) নিজের স্ববস্থান জগৎ সর্ব প্রণয়েই এই স্থানটীকে;



গোলোকাদপি সৰ্বস্বাং সৰ্বলোকোহধিকঃ স্মৃতঃ ।

নৈতৎসমং ত্রিলোক্যাস্ত স্তন্দরং বিদ্যাতে কচিৎ ॥ ৪ ॥

ছত্ৰীভূতং ত্রিজগতো ভবসস্তাপনাশকম্ ।

ছায়াভূতং তদেবাস্তি ব্রহ্মাণানাস্ত সত্তম ॥ ৫ ॥

সৰ্বস্বাং কৈলাসাদপি স্তন্দরম্ । স্বল্প বিশেষ দয়য়া মমৈবাপরকৌতুকম্ ॥ ন স্বেষ্টী ন  
বিধাত্ৰাপি বিষ্ণুনা বা তথোত্তরম্ । অষ্টং শকাং ত্বয়া দেব মনসৈব মহেশ্বর ॥ ত্বং সৰ্বমুদ্বলা-  
কান্তস্বাং স্থানবরং মম । লোকোত্তরং মহাদেব বিহারকাংবয়োঃ সদা ॥ স্বজৈব মনসা দেব  
দৎপ্রিয়াং মহেশ্বর । ইতি দেব্যা মহাদেবঃ প্রার্থিতঃ স তদা মুদা ॥ জাতহর্ষঃ স শীর্ষা  
তামোমিত্যাঙ্কোলয়মুদা । পরমানন্দসন্দোহসাগরাস্তনিমগ্ধধীঃ ॥ ক্ষণং দখ্যো মহাদেবো  
গীলাসুষ্টিপ্রবর্তকঃ । উৎকণ্ঠাভাবুরং তেজঃ সমুজ্জ্বলো অধাশ্বষে ॥ কোটিভাস্বরসকাশং  
পার্লগেশুশ্রুতাদিকম্ । বিদ্যাংকোটিপ্রতীকশং চেষ্টচাপাযুতোত্তরম্ ॥ বলকন্তাসিতা-  
কাশং জ্যোতির্ময়মস্তমম্ । তৎপ্রভাভাসিতা লোকা ভুবনানি চতুর্দশেতি ॥ পশ্চাত্তয়ো-  
শাধ্যায়পর্য্যন্তঃ সবিস্তরং তদেব বীপমুপবণিতম্ । চতুর্দশাধায়ে পুনরুক্তম্ ॥ দ্বাবা-  
হুমারস্তরাং লোকজালে তথা ভূবি । বিষ্ণুশ্লোকশতবনে দিক্‌পালানাং পুরে তথা ॥ নাগা-  
বামপি লোকেষু দৈত্যোজ্ঞাং পুরীষপি । কৈলাসে বা মহাদেবি ! চিত্তামণিগৃহাধিকঃ ॥  
ইদৃক্‌সম্পত্তিসম্ভারো ন কুত্র ভুবনেশ্বরীতি সর্কৌত্তমসম্পত্তিমত্‌কোপপাদ্যাগ্রে তৎপরি-  
মাণকৌতুকম্ । পঞ্চাশল্পকমানোহয়ং বীপরত্নমিদং শিবে ইতি । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপা-  
খ্যানে তু দেবাজ্ঞা স্তমেকুমধ্যশ্লোকে বিশ্বকর্মাণাং নিখিলোহয়ং লোক ইত্যুক্তম্ । তদুক্তং  
ললিতোপাখ্যানে সপ্তবিংশেধ্যায়ে । ভো বিশ্বকর্মান্ শিল্পজ্ঞ ভো ভো মম মহোদয় । যুবাভ্যাং  
ললিতাদেব্যা নিত্যজ্ঞানমহোদধেঃ । ষোড়শীক্ষেত্রমধ্যে তু তৎক্ষেত্রসমসংখ্যয়া । কর্তব্য  
শ্রীনগর্যো হি নানারত্নরসিকতাঃ । যত্র ঘোড়শখা ভিন্না ললিতা পরমেশ্বরী । বিশ্বত্রাণায়  
ততঃ নিবাসং রচয়িষ্যতীতি । তৎপরিমাণঞ্চ হর্কাসোমুনিকৃতস্তবরত্নে উক্তম্ । তত্র চতু-  
ষতযোজনপরিমাণং দেবশিল্পিনা রচিতম্ । নানাসালয়নোজং নমাম্যহং নগরমাদিবিদ্যায়া  
ইতি । ইথাং পুরাণত্রয়বিরোধে (কল্পভেদেন) কেচিৎপ্ৰবক্ষ্যামাহঃ । বয়স্ত বুয়ো ললিতোপা-  
খ্যানোক্তং শিবরহস্যোক্তঞ্চ মণিবীপং শ্রীত্রিপরস্বল্যাদিষ্টিতং ভিন্নমেব দেবীভাগবতোক্তং  
মণিবীপস্ত শ্রীভুবনেশ্বৰ্যাদিষ্টিতং সৰ্বলোকপদবাচ্যং ব্রহ্মলোকাধিকং ব্রহ্মাণ্ডাচ্ছিবের বিদ্যা-  
মানং ভিন্নমেবেতি । অতএব দেবীভাগবতে প্রতিব্রহ্মাণ্ডবত্তিনাং ব্রহ্মবিষ্ণুাদিদেবানাং  
নয়ন্তারো ব্রহ্মাদয়ঃ সমুদ্ভূতা অত্র বসন্তীতি বক্ষ্যমাণং সংগচ্ছতে । তদুক্তমাগমে ।  
পাকাধিকো লোকঃ সৰ্বলোকোভিধঃ পরঃ । তত্র শ্রীভবনেশানী পরাশক্তির্কিরীতজতে

৩-৪ ॥

ভূতমিতি । সৰ্বব্রহ্মাণ্ডোপধোতস্ত বিদ্যমানস্বাক্ষরসাম্যম্ ॥ ৫ ॥

১১ ও গোলক ইহাতে শ্রেষ্ঠতর করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ; বস্তুতঃ দ্বিত্বন

গীর ভায় স্তন্দর আর কোনও স্থান নাই, এজন্যই এই সৰ্বলোক বা মণিবীপকে

ইহাতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৩-৪ ॥ স্তম্ভম্ ! এই মণিবীপটা সত্যলব উপনিষদপ্রসিদ্ধ

ত্রিগুণের ছন্দস্বরূপ ইহাছে । ইহা ভারাই ব্রহ্মাণ্ডে ছায়াপতিত হইয়া সংসারবস্তা-

বহুযোজনবিস্তীর্ণো গভীরস্তাবদেব হি ।  
 মণিধীপস্ত পরিতো বর্ততে তু হৃদোদধিঃ ॥ ৬ ॥  
 মরুৎসজ্জটনোৎকীর্ণতরঙ্গশতসঙ্কুলঃ ।  
 রত্নাচ্ছবালুকাসুতো ঋষশ্চাসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥  
 বীচিসজ্জ্বলসংজাতলহরীকণশীতলঃ ।  
 নানান্ধজসমায়ুক্তনানাপোতগভাগতৈঃ ।  
 বিরাজমানঃ পরিতস্তীররত্নক্রমো মহান্ ॥ ৮ ॥  
 তদুত্তরময়োদাতুনির্মিতো গগনে ততঃ ।  
 সপ্তযোজনবিস্তীর্ণঃ প্রাকারো বর্ততে মহান্ ॥ ৯ ॥  
 নানাশস্ত্রপ্রহরণা নানায়ুদ্ধবিশারদাঃ ।  
 রক্ষকা নিবসন্ত্যত্র মোদমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ১০ ॥

মণিধীপসদৃশি স্থাসমুদ্রং বর্ণয়তি । বহুযোজনবিস্তীর্ণ ইতি । চিত্ত্বামণিগৃহস্ত সৰ্গ-  
 প্রাকারমধ্যস্থস্ত পরিমাণমগ্রে বক্ষ্যতি । তৎপ্রাকারাগাধ পূৰ্ব্বেষাং পূৰ্ব্বমাত্রস্তরঙ্গ পরিমাণং  
 দ্বিগুণং বক্ষ্যতি তন্মানেনৈব সৰ্ব্বেষেভ্যনভূতস্থাসিকোয়পি মানমুদ্বেষম্ । মণিধীপস্ত পরিতঃ  
 সমস্তাৎ ॥ ৬ ॥

সজ্জটনঃ সংমর্দন্তেনোৎকীর্ণ উচ্ছলন্তো যে তরঙ্গান্তেবাং শতৈঃ সঙ্কুলঃ । রত্নবালুকা-  
 যুক্তঃ ॥ ৭ ॥

মহাস্তস্তরঙ্গা বীচয়ন্তেবাং সংঘর্ষণে সংজাতা লহর্যোহন্নতরঙ্গান্তেবাং কণৈঃ শীতলঃ ।  
 গতাগতৈরিতস্ততো গমনাগমনৈঃ । তীরে রত্নসমানকান্তয়ো ক্রমা যন্ত ॥ ৮ ॥

ইথং স্থাসমুদ্রমুপবর্ণায়োদাতুনির্মিতং প্রথমং প্রাকারং বর্ণয়তি । তদুত্তরময়োদাতু-  
 নির্মিত ইতি । গগনে ততোহত্মাউচ্ছলন্তোহন্য ইতি । উচ্ছলন্তুং বর্ণয়তি । সপ্তযোজনবিস্তীর্ণ  
 ইতি । বিস্তীর্ণ উন্নত ইত্যর্থঃ । নবত্র বিস্তারো বিবক্ষিতো বিস্তারস্ত বহুপ্রমাণস্ত  
 বক্ষ্যমানত্বাৎ ॥ ৯ ॥

তত্রত্যগণানাহ । নানাশস্ত্রপ্রহরণা ইতি ॥ ১০—১১ ॥

পের নাশ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই মণিধীপের চতুর্দিকে বহু যোজন বিস্তীর্ণ এবং বহু যোজন  
 গভীর (স্থাসমুদ্র) বিদ্যমান বহিয়াছে ॥ ৬ ॥ বায়ুর সংঘটন স্রজ তাহাতে শত শত তরঙ্গ-  
 মালা উখিত হইতেছে । নানাবিধ মৎস্য ও শস্ত্রাদি জলজন্ত সকল তাহার মধ্যে ইতস্ততঃ  
 বিচরণ করিতেছে । এই স্থাসমুদ্রের তীরদেশে নির্মল রত্নবালুকার পরিপূর্ণ ॥ ৭ ॥ উত্তাল  
 তরঙ্গমালা সংঘর্ষে সংজাত লহরী হইতে জলকণা সকল আশিয়া সৰীপস্থ হইন সকল  
 শীতল করিতেছে । তন্মধ্যে নানাবিধ ধ্বজশোভিত বহু পোত সকল যাতায়াত করিতেছে ।  
 সমুদ্রতীরে নানাবিধ রত্নের বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে ॥ ৮ ॥ এই সমুদ্রের পরই গগন-  
 নার্বিকাস্থী দৌহনির্মিত সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ একটা স্রিত দীর্ঘ প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥ ৯ ॥  
 এই প্রাকার মধ্যে নানাশস্ত্রাসম্বিত, যুদ্ধবিশারদ রক্ষক সকল আনন্দিতচিত্তে ইতস্ততঃ

চতুর্দ্বারসমায়ুক্তো দ্বারপালশতাস্থিতঃ ।

নানাগণৈঃ পরিবৃত্তো দেবীভক্তিয়ুতৈর্নৃপ ! ॥ ১১ ॥

দর্শনার্থং সমায়ান্তি যে দেবা জগদীশিতুঃ ।

তেষাং গণা বসন্ত্যত্র বাহনানি চ তত্র হি ॥ ১২ ॥

বিমানশতসঙ্ঘর্ষঘণ্টাস্থনসমাকুলঃ ।

হয়হেমাখুরাঘাতধিরীকৃতদিক্মুখঃ ॥ ১৩ ॥

গণৈঃ কিলকিলারাবৈর্কেত্রেহস্তৈশ্চ তাড়িতাঃ ।

সেবকা দেবসজ্জানাং ভ্রাজন্তে তত্র ভূমিপ ! ॥ ১৪ ॥

তগ্নিন্ কোলাহলে রাজম শব্দঃ কেনচিৎ কচিৎ ।

কস্মচিৎ প্রায়তেহত্যস্তং নানাধ্বনিসমাকুলে ॥ ১৫ ॥

পদে পদে মিষ্টবারিপরিপূর্ণসরাংসি চ ।

বাটিকা বিবিধা রাজন্ ! রত্নক্রমবিরাজিতাঃ ॥ ১৬ ॥

এতৎপ্রাকারস্ত লোহময়স্তম্ভঃ প্রতিব্রজাণ্ডবর্তিনো যে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শ্রীজগদীশিতু-  
র্দূর্বনেশ্বর্যা দর্শনার্থমাগতাস্তেষাং গণা বাহনানি চ তত্র নিবসন্তীত্যাহ দর্শনার্থং সমায়া-  
ন্তীতি ॥ ১২ ॥

তত্রৈবাগ্ৰব্রহ্মাণ্ডস্তদেবানাং বিমানান্তপ্যবতরন্তীত্যাহ । বিমানশতেনি প্রাকার-  
বিশেষণম্ । হয়হেমেতি । দর্শনার্থমাগতানাং দেবানাং যে হয় বাহনভূতাস্তেষাং  
হেমাশব্দেঃ খুরাঘাতশব্দৈশ্চ ধিরীকৃতং দিক্মুখং যস্মিন্ ॥ ১৩ ॥

দেবাঃ গণৈর্দ্বারস্থৈঃ কিলকিলারবৈঃ কিলকিলশব্দং কুর্ন্তুর্কেত্রেহস্তৈরতিসংমর্দে সতি  
তাড়িতা অগ্নিদেবানাং সেবকা যত্র যস্মিন্ প্রাকারে ভ্রাজন্তে ইত্যাহঃ ॥ ১৪ ॥

দেবগণকোলাহলং বর্ণয়তি তস্মিন্ কোলাহলে ইতি । অয়ং সমারন্তোহি দ্যাপি  
রাজদ্বাবেষুপলভাতে ॥ ১৫—১৬ ॥

বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১০ ॥ ইহার চারিটী দ্বার, প্রত্যেক দ্বারে শত শত দ্বারপাল ও  
দেবীভক্ত নানাবিধ গুণ সকল বর্তমান রহিয়াছে ॥ ১১ ॥ যখন যে কোনও দেবগণ জগ-  
দীশ্বরীকে দর্শন করিতে আইসে তখন তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বাহনাদির সহিত এই স্থানে  
অবস্থিতি করে ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! এই স্থানটী দেবগণের শত শত বিমানের ঘণ্টাশব্দে  
সমাকুল এবং তাহাদের ঘণ্টিকাটির হেমাশব্দ ও ধ্বনিতে চতুর্দিকে শব্দায়মান হইয়া  
থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীগণসমূহ বেত্রহস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে সেই  
দেবসেবক সমূহকে তাড়না করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ এই স্থান একরূপ কোলাহলে পরিপূর্ণ  
যে তথায় কেহ কাহারও কথা স্পষ্টরূপে শুনিতে পায় না ॥ ১৫ ॥ এই স্থানের মধ্যে  
মধ্যে রত্নরূপ পরিশোভিত বাটিকা সকল এবং অরসবারি-পরিপূর্ণ সরোবর সকল বিরাজ  
করিতেছে ॥ ১৬ ॥

তদুত্তরং মহাসারধাতুনির্গ্মিতমণ্ডলঃ ।

সালোহপরো মহানন্তি গগনস্পর্শি যচ্ছিরঃ ॥ ১৭ ॥

তেজসা আচ্ছতগুণঃ পূর্বসালাদয়স্পরঃ ।

গোপুরদ্বারসহিতো বহুবৃক্ষসমস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

যা বৃক্ষজাতয়ঃ সন্তি সর্বাস্তাস্তত্র সন্তি চ ॥ ১৯ ॥

নিরন্তরং পুষ্পযুতাঃ সদা ফলসমস্থিতাঃ ।

নবপল্লবসংযুক্তাঃ পরনৌরভসঙ্কলাঃ ॥ ২০ ॥

পনসা বকুলা লোদ্রাঃ কর্ণিকারশ্চ শিংশপাঃ ।

দেবদারুকাঞ্চনারা আত্মাশৈশব স্রমেরবঃ ॥ ২১ ॥

লিকুচা হিম্বলাশ্চলা লবঙ্গাঃ কটফলাস্তথা ।

পাটলা মুচুকন্দাশ্চ ফলিষ্ঠো জঘনে ফলাঃ ॥ ২২ ॥

তালান্তমালাঃ সালশ্চ কঙ্কোলা নাগভদ্রকাঃ ।

পুষ্পাঙ্গাঃ পীলবঃ সাল্বকা বৈ কর্পূরশাখিনঃ ॥ ২৩ ॥

অশ্বকর্ণা হস্তিকর্ণান্তালপর্ণাশ্চ দাড়িমাঃ ।

গণিকা বন্ধুজীবাশ্চ জম্বীরাশ্চ কুরগুকাঃ ॥ ২৪ ॥

ইংং লোহপ্রাকারমূপবর্ণ্য তদুত্তরং কাংস্তপ্রাকারং বর্ণয়তি তদুত্তরং মহাসারেতি । মহাসারঃ কাংস্তং তেন নির্গ্মিতো দ্বিতীয়ঃ প্রাকার ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তেজসা আচ্ছতগুণ ইতি । শাণে নিশিতস্ত নিম্নিংশস্ত যন্তেকন্তত্ত্বো লোহপ্রাকারস্ত ততোহপি শতগুণং তেজঃ কাংস্তপ্রাকারস্যেত্যর্থঃ । অস্য প্রাকারস্যোক্ততাপি পূর্বো-  
ক্তৈব গ্রাহ্য বিশেষাৎক্কেঃ । সালঃ প্রাকারঃ ॥ ১৮—২০ ॥

বৃক্ষনামাত্মাহ । পনসা ইতি ॥ ২১—৩০ ॥

মহারাজ ! ইহার পরেই কাংস্তধাতুনির্গ্মিত অতি বৃহৎ দ্বিতীয় প্রাকার বিদ্যমান আছে । উহা এতদূর উচ্চ যে উহার শিরোদেশ গগন স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ ইহা পূর্বপ্রাকার হইতে শতগুণ তেজঃশালী ; ইহার মধ্যে অনেকগুলি গোপুর ও নানবিধ বৃক্ষসকল বিদ্য-  
মান আছে ॥ ১৮ ॥ মহারাজ ! সেই সমস্ত বৃক্ষের বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, এই ভুবন  
মধ্যে যে কোনও বৃক্ষ আছে, তৎসমস্তই সেই স্থানে বিদ্যমান আছে ; অধিকন্তু বৃক্ষসকল  
সততই পুষ্প, ফল ও নবপল্লবে পরিশোভিত থাকে । তাহাদের পুষ্পদৌরভেদভূতদিক্  
আমোদিত করিতেছে ॥ ১৯—২০ ॥ রাজন ! যে সকল বৃক্ষ সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট  
হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম করিতেছি শ্রবণ কর । (পনস,  
বকুল, লোদ্র, কর্ণিকার, শিংশপ, দেবদারু, কাঞ্চনার, আত্ম, স্রমেক, লিকুচ, হিম্বল, এলা,  
লবঙ্গ, কটফল, পাটল, মুচুকন্দ, তাল, তমাল, সাল, কঙ্কোল, নাগভদ্র, পুষ্পাঙ্গ, পীলু, সাল্বক,

চাম্পেয়া বন্ধুজীবাস্চ তথা বৈ কনকক্রমাঃ ।

কালাগুরুক্রমাস্চৈব তথা চন্দনপাদপাঃ ॥ ২৫ ॥

খর্জুরা যুথিকান্তালপর্ণাস্চৈব তথৈক্ষবঃ ।

ক্ষীরবৃক্ষাশ্চ খদিরাস্চিঞ্চা ভল্লাতকাস্তথা ॥ ২৬ ॥

রুচকাঃ কুটজা বৃক্ষা বিশ্ববৃক্ষাস্তথৈব চ ।

তুলসীনাং বনান্ধেবং মল্লিকানাং তথৈব চ ॥ ২৭ ॥

ইত্যাদিতরুজাতীনাং বনান্যুপকমানি চ ।

নানাবাপীশতৈর্যুক্তান্ধেবং সন্তি ধরাধিপ ! ॥ ২৮ ॥

কোকিলারাবসংযুক্তা গুঞ্জদ্রুমরভূষিতাঃ ।

নির্ধাসস্রাবিণঃ সর্বৈ স্নিগ্ধচ্ছায়ান্তরুভমাঃ ॥ ২৯ ॥

নানান্থতুভবা বৃক্ষা নানাপক্ষিসমাকুলাঃ ।

নানারসস্রাবিণীভিনদীভিরতিশোভিতাঃ ॥ ৩০ ॥

পারাবতশুকত্নাতসারিকাপক্ষমারুতৈঃ ।

হংসপক্ষসমুদ্ভূতবাতত্নাতৈশ্চলদ্ৰুমম্ ॥ ৩১ ॥

সুগন্ধগ্রাহিপবনপূরিতং তদ্বনোত্তমম্ ।

সহিতং হরিণীযুথৈর্ধাবমানৈরিতন্ততঃ ॥ ৩২ ॥

বাতত্নাতৈশ্চলন্তো ক্রমা যস্মিন্ বনোত্তমে তত্তাদৃশম্ । ইয়মতিশয়োক্তির্বহুপক্ষিসম্ভাব-  
দাশিকা ॥ ৩১—৩২ ॥

কপূর, অম্বকর্ণ, হস্তিকর্ণ, তালপর্ণ, দাড়িম, গণিকা, বন্ধুজীব, জবীর, কুলগুণ্ড, চাম্পের, বন্ধুজীব, কনকবৃক্ষ, কালাগুরু, চন্দন, খর্জুর, যুথিকা, তালপর্ণী, উলু, ক্ষীরবৃক্ষ, খদির, ভল্লাতক, রুচক, কুটজ ও বিশ্ববৃক্ষপ্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী এবং তুলসী ও মল্লিকার বনরাজি বিদ্যমান আছে ॥ ২১—২৭ ॥ মহারাজ ! এইরূপ নানাবিধ বৃক্ষজাতির বন ও উপবন এবং মধ্যে মধ্যে বাপী স্তল বিদ্যমান থাকায় এই স্থানটী অতিশয় মনোহর হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ প্রত্যেক বৃক্ষটীতে কোকিল সকল বসিয়া ধ্বনি করিতেছে ; (স্রমর) সকল পুষ্পমধু পান করিয়া গুণ-গুণবরে গান করিয়া বেড়াইতেছে ; প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে নির্ধাস সকল নির্গত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিয়া ভুলিয়াছে । এই বৃক্ষ সকলের ছায়া অতিশয় সুশীতল ॥ ২৯ ॥ সকল ঋতুতেই এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সকল বৃক্ষের উপরি ভাগ কোণাও পান্ধায়ত, কোথাও শুক, কোথাও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিসকল বসিয়া রহিয়াছে । মধ্যে মধ্যে মামারসস্রাবিণী নদী সকল বহনাবহন করিতেছে । এই নদী সকলে হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিকুল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ পবনদেব পুষ্পসকলের গন্ধ



ক্রীড়িতঃ স্নেহবদনে স্তমস্তবককন্দুকৈঃ ।

অতীবরম্যং বিপিনং মধুশ্রাবি সমস্ততঃ ॥ ৩৯ ॥

দশযোজনপর্য্যন্তং কুসুমামোদবায়ুনা ।

পূরিতং দিব্যগন্ধকৈবঃ সান্ননৈর্গানলোলুপৈঃ ॥ ৪০ ॥

শোভিতং তদ্বনং দিব্যং মন্তকোকিলনাদিতম্ ।

বসন্তলক্ষ্মীসংযুক্তং কামিকামপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৪১ ॥

তাত্রসালান্নতরত্র সীসসালঃ প্রকীর্তিতঃ ।

সমুচ্ছ্রায়ঃ স্মৃতোহপ্যস্ত সপ্তযোজনসংখ্যয়া ॥ ৪২ ॥

সন্তানবৃট্টিকামধ্যে সালয়োস্ত দ্বয়োর্নৃপ ! ।

দশযোজনগন্ধস্ত প্রসূনাং সমস্ততঃ ॥ ৪৩ ॥

হিরণ্যাভানি কুসুমামুৎফলানি নিরন্তরম্ ।

অমৃতদ্রবসংযুক্তফলানি মধুরাণি চ ॥ ৪৪ ॥

গ্রীষ্মর্তুনায়কস্তস্ত্রা বাটিকায়া নৃপোত্তম ! ।

শুক্লগ্রীষ্ম শুচিগ্রীষ্ম দ্বৈ ভার্য্যে তস্য সম্মতে ॥ ৪৫ ॥

স্তুমস্তবকাঃ প্রসূনগুচ্ছা এব কন্দুকান্তঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অথ চতুর্থঃ সীসসালমাহ তাত্রসালান্নতরত্রৈতি । অত্রাপি পূর্বপূর্বসালান্নতরোত্তর-  
সালঃ শতগুণিততেজসা যুক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

সালয়োঃ সীসসালপিত্তলসালয়োর্মধ্যে সন্তানবৃক্ষবাটিকা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

ভাষ্যার সহিত এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বসন্তের এই দুইটা স্ত্রীর  
মুখকমল সর্বদাই হান্তযুক্ত । তাহারা সর্বদাই পুষ্পস্তবক সকল লইয়া ক্রীড়া করিয়া  
থাকে । এই বনটা অতিশয় মনোহর । ইহার চতুর্দিকেই প্রচুর পরিমাণে পুষ্পের মধু পাওয়া  
যায় ॥ ৩৯ ॥ এই বনের প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াই আমোদিত  
করিতেছে । এই স্থানটীতে গানপ্রিয় গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত রাস করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ ইহার  
চতুর্দিক বসন্তশোভায় পরিপূর্ণ এবং কোকিলগন্ধে নিনাদিত । কলতঃ এই স্থানটী যে  
কামিগণের কামপ্রবর্দ্ধক তাহাতে আর সন্দেহ নাই ৪১ ॥

মহারাজ ! ইহার পরই সীসনির্মিত চতুর্থ প্রাকার । ইহারও উচ্চতা সপ্তযোজন পরি-  
মিত বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ ইহার মধ্যে সন্তানক বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান । ইহার পুষ্প-  
সৌগন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত । পুষ্পসকল সুবর্ণভূষা এবং নিরন্তর সমভাবে প্রস্ফুটিত ।  
ফল সকল অতিশয় মধুর, অধিক কি অমৃতকণাযুক্ত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥  
এই বাটিকার মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু (শুক্লগ্রী ও শুচিগ্রী) নামে দুইটা ভার্য্যার সহিত নিরন্তর বাস  
করিয়া থাকেন এবং সেই গ্রীষ্ম ঋতুকেই এই স্থানের নায়ক বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫ ॥

সস্তাপত্রস্তলোকাস্ত বৃক্ষমূলেষু সংস্থিতাঃ ।

নানাসিদ্ধৈঃ পরিবৃত্তো নানাদৈবৈঃ সমস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

বিলাসিনীনাং বৃন্দৈস্ত চন্দনদ্রবপঙ্কিলৈঃ ।

পুষ্পমালাভূষিতৈস্ত তালবৃন্তকরাশুজৈঃ ।

প্রাকারঃ শোভিতো রাজন্ ! শীতলাশ্মনিষেবিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

সীসমালাদুত্তরত্রাপ্যারকূটময়ঃ শুভঃ ।

প্রাকারো বর্ততে রাজন্ ! মুনিযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৪৮ ॥

হরিচন্দনবৃক্ষাণাং বাটীমধ্যে তয়োঃ স্মৃতা ।

সালয়োরধিনাথস্ত বর্ষভূর্শ্মৈঘবাহনঃ ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যুৎপিঙ্গলনেত্রশ্চ জীমূতকবচঃ স্মৃতঃ ।

বজ্রনির্ঘোমগুথরশ্চৈন্দ্রধন্বা সমস্ততঃ ॥ ৫০ ॥

সহস্রশো বারিধারা মুঞ্চমাংস্তে গণারুতঃ ॥ ৫১ ॥

নভঃশ্রীশ্চ নভঃশ্রীঃ স্বরস্তা রস্তমালিনী ।

অম্বা ছলা নিরজ্জিশ্চাভ্রমন্তী মেঘমন্তিকা ॥ ৫২ ॥

সস্তাপত্রস্তলোকাস্তিতাদিনা গ্রীষ্মভূ বর্ণনম্ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

অথ পঞ্চমং পিত্তলপ্রাকারমাহ সীসমালাদুত্তরজ্যেতি । আত্মকূটময়ঃ পিত্তলনির্মিতঃ ॥ ৪৮ ॥

তয়োঃ পিত্তলসালপঞ্চলোহময়সালয়োর্মধ্যে ॥ ৪৯ ॥

ঐন্দ্রঃ ধমুশ্চাপং যন্ত ॥ ৫০—৫১ ॥

বর্ষতোদ্বাদশাঙ্গনা আহ নভঃশ্রীশ্চেতি ॥ ৫২—৫৩ ॥

এই স্থানের প্রতিবাসিগণ সর্বদা গ্রীষ্মতাপিত হইয়া বৃক্ষমূলেই অবস্থান করে । নানাবিধ সিদ্ধ ও দেবগণ দ্বারা এই স্থান পরিপূর্ণ ॥ ৪৬ ॥ এই স্থানের বিলাসিনীগণ চন্দন দ্বারা সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া এবং পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া তালবৃন্ত হস্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । এই প্রাকার মধ্যে অতি শীতল জল বিদ্যমান আছে এবং গ্রীষ্মপ্রাধান্ত বশতঃ সেই জল সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

রাজন্ ! এই সীসময় প্রাকারের পরই পিত্তলনির্মিত পঞ্চম প্রাকার । উহার দৈর্ঘ্য সপ্ত-যোজন পরিমিত ॥ ৪৮ ॥ এই প্রাকার হইতে অপর প্রাকারের মধ্যস্থলে হরিচন্দন বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান আছে । ইহার অধিপতি বর্ষাধিত ॥ ৪৯ ॥ বিদ্যুৎ ইহার পিঙ্গলনেত্র, মেঘবৃক্ষ কবচ, বজ্রনির্ঘোম গুথরশ্মি এবং ঐন্দ্রধমুকই ইহার চাপ । ইনি স্বদলবলে পরি-বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর শতসহস্র বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ ইহার নভঃশ্রী, নভঃশ্রী, স্বরস্তা, রস্তমালিনী, অম্বা, ছলা, নিরজ্জি, অভ্রমন্তী, মেঘমন্তিকা, বর্ষমন্তী, চিনু-



বর্ষয়ন্তী চিবুণিকা বারিধারা চ সংমতাঃ ।  
 বর্ষতো দ্বাদশ প্রোক্তাঃ শক্তয়ো মহাবিহ্বলাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 নবপল্লবরক্ষাশ্চ নবীনলতিকান্বিতাঃ ।  
 হরিতানি তৃণাশ্চৈব বেষ্টিতা যৈর্দ্বরাখিলা ॥ ৫৪ ॥  
 নদীনদপ্রবাহাশ্চ প্রবহন্তি চ বেগতঃ ।  
 সরাংসি কলুষাঘূনি-রাগিচিত্তসমানি চ ॥ ৫৫ ॥  
 বসন্তি দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ যে দেবীকর্ষকারিণঃ ।  
 বাপীকূপতড়াগাশ্চ যৈর্দেব্যর্থং সমর্পিতাঃ ।  
 তে গণা নিবসন্ত্যত্র সবিলাসাশ্চ সাস্রনাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 আরকূটময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 পঞ্চলোহাস্রকঃ সালো মধ্যে মন্দারবাটিকা ॥ ৫৭ ॥  
 নানাপুপ্পলতাকীর্ণা নানাপল্লবশোভিতা ।  
 অধিষ্ঠাতাত্র সংপ্রোক্তাঃ শরদৃতুরনাময়ঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ইষলক্ষ্মীরুজ্জলক্ষ্মীর্দে' ভার্যে তস্য সংমতে ।  
 নানাসিদ্ধা বসন্ত্যত্র সাস্রনাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৯ ॥

যথা রাগিণাং বিষয়িণাং চিত্তানি কলুষিতানি তথা সরোজলানীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥  
 দেবীশ্রীত্যর্থঃ যে কর্ম বজ্রাদিকং কুরন্তি তথা যৈর্দেবীশ্রীত্যর্থং তড়াগা বাপী কূপাশ্চ  
 পিত্তান্তে জনান্তত্র বসন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥  
 অথ ষষ্ঠং পঞ্চগোহমরপ্রাকারমাহ আরকূটময়াদগ্রে ইতি । দৈর্ঘ্যবানুচ্চতাবান্ ॥ ৫৭-৫৯ ॥

৫১ এবং বারিধারা ভেদে মদগুস্তা দ্বাদশটি পত্নী আছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল  
 দাই নবপল্লবসমন্বিত এবং নবগুস্তা দ্বারা আলিঙ্গিত । ইহার সমস্ত স্থানই হরিত্রণের  
 রাজি দ্বারা পরিশোভিত ॥ ৫৪ ॥ এই স্থানের নদ-নদী প্রবাহ সর্বদাই সুবেগে ধাবিত  
 ং সরোবর সকল (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তের জায়) সর্দাই কলুষিত ॥ ৫৫ ॥ এই স্থানে  
 ঐজঙ্ক সিদ্ধ ও দেবগণ এবং বাঁহারা দেবীশ্রীতির জন্য বাপী কূপ ও তড়াগাদি উৎসর্গ  
 রাখেন, তাঁহারা ই সজীক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

মহাহাজ ! এই পিত্তলময় প্রাকারের পরই পঞ্চলোহাস্রক সপ্তযোজন দীর্ঘ বট প্রাকার  
 প্যমান আছে । ইহার মধ্যে মন্দারবৃক্ষের বাটিকা ॥ ৫৭ ॥ এই বাটিকা নানাবিধ লতা,  
 প ও পল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত । শরৎ ঋতু (ইষলক্ষ্মী ও উজ্জলক্ষ্মী) নামে দুইটি ভাষ্যার  
 হত এই স্থানে বাস করেন এবং তিনিই ইহার অধিনায়ক । ইহার মধ্যে নানাবিধ  
 চপুকৃষগণ সপরিচ্ছদে ও সজীকে বাস করিতেছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

পঞ্চলোহময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।

দীপ্যমানো মহাশৃঙ্গৈর্বর্ততে রৌপ্যসালকঃ ॥ ৬০ ॥

পারিজাতাটবীমধ্যে প্রসূনস্তবকাঙ্কিতা ।

দশযোজনগন্ধ্বানি কুম্ভানি সমস্ততঃ ॥ ৬১ ॥

মোদয়ন্তি গগান্ সর্বান্ যে দেবীকৰ্ম্মকারিণঃ ॥ ৬২ ॥

তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তো হেমস্তূর্ণমহোজ্জ্বলঃ ।

সগগঃ সায়ুধঃ সর্বান্ রাগিণো রঞ্জয়ম্প ! ॥ ৬৩ ॥

সহস্রীশ্চ সহস্রশ্চীর্ষে ভার্য্যে তস্মৈ সন্মতে ।

বসন্তি তত্র সিদ্ধাশ্চ যে দেবীভ্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥

রৌপ্যসালময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।

সৌবর্ণসালঃ সম্প্রোক্তস্তপ্তহাটককলিতঃ ॥ ৬৫ ॥

মধ্যে কদম্ববাটী তু পুষ্পপল্লবশোভিতা ।

কদম্বমদিরাধারাঃ প্রবর্তন্তে সহস্রশঃ ॥ ৬৬ ॥

যাভিনিপীতপীতাভিনিজানন্দোহমুভূয়তে ।

তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তঃ শৈশিরতূর্ণমহোদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অথ সপ্তমং রৌপ্যপ্রাকারমাহ পঞ্চলোহময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬০—৬৩ ॥

দেবীভ্রতকারিণো দেবীপ্রীত্যর্থং কচ্ছাদিত্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥

অথ অষ্টমং সূবর্ণসালমাহ রৌপ্যসালময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬৫—৬৬ ॥

নিপীতপীতাভির্ষণেষ্ঠঃ পীতাভিঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥

রাজন্ ! এইপ্রাকারের পরই অত্যাচ্ছন্দঃ সপ্তযোজনদীর্ঘ সপ্তম রৌপ্যপ্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৬০॥ ইহার মধ্যে পারিজাতবৃক্ষের বাটিকা এবং বৃক্ষ সকল পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ। সেই পারিজাতপুষ্পের গন্ধ দশ যোজন পর্যন্ত আমোদিত করিতেছে; বাহারা দেবীভ্রত ও দেবীকৰ্ম্মে নিযুক্ত এই গন্ধ তাহাদিগকেই আমোদিত করিয়া থাকে ॥ ৬১—৬২ ॥ হেমস্ত শব্দ এই স্থানের অধিপতি। তিনি সহস্রী ও সহস্রশ্চী দুইটা ভার্য্যার সহিত সদলবলে এই স্থানে বাস করতঃ অমুরাগী লোক সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। বাহারা দেবীর ত্রাতাভূতান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥৬৩-৬৪॥

মহারাজ ! এই রৌপ্য প্রাকারের পর তপ্তকাক্ষন নির্মিত সপ্তযোজন দীর্ঘ অষ্টম সৌবর্ণ প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৬৫॥ ইহার মধ্যে কদম্বের বৃক্ষবাটিকা। বৃক্ষসকল সর্বদা কল পুষ্পে পরিশোভিত এবং সর্বদা তাহাদের চারিদিক হইতে কদম্বমধু নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৬৬ ॥ দেবীভ্রতগণ এই মধু পান করিয়া সত্ত্বই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। শৈশির শব্দ এই

তপঃশ্রীশ্চ তপস্শ্রীর্ষে ভার্য্যে তস্মৈ সন্মতে ।

মোদমানঃ সর্হৈতাভ্যাং বর্ততে শিশিরাকৃতিঃ ॥ ৬৮ ॥

নানাবিলাসসংযুক্তো নানাগগনসমাবৃতঃ ।

নিবসন্তি মহাসিদ্ধা যে দেবীদানকারিণঃ ॥ ৬৯ ॥

নানাভোগসমুৎপন্নমহানন্দসমস্থিতাঃ ।

সাজ্জনাঃ পরিবারৈস্তু সংঘশঃ পরিবারিতাঃ ॥ ৭০ ॥

স্বর্ণসালময়াদগ্রে মুনিযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।

পুষ্পরাগময়ঃ সালঃ কুঙ্কমারুণবিগ্রহঃ ॥ ৭১ ॥

পুষ্পরাগময়ী ভূমির্বনানুপবনানি চ ।

রত্নবৃক্ষালবালিশ্চ পুষ্পরাগময়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭২ ॥

প্রাকারো যন্ত রত্নস্তু তদ্রত্নরচিতা ক্রমাঃ ।

বনভূঃ পক্ষিণশ্চৈব রত্নবর্ণজলানি চ ॥ ৭৩ ॥

মণ্ডপা মণ্ডপস্তম্ভাঃ সরাংসি কমলানি চ ।

প্রাকারে তত্র যদযৎ স্মৃতাঃ সর্বং তৎসমং ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

দেবীদানকারিণঃ দেবীশ্রীভার্য্যং গোদানভূদানাদিদানকারিণঃ ॥ ৬৯—৭০ ॥

অথ নবমং পুষ্পরাগময়প্রাকারমাহ স্বর্ণসালময়াদগ্রে ইতি । মুনিযোজনানি সপ্ত-  
জানানি ॥ ৭১ ॥

রত্নাকারবৃক্ষাণামালবালা অপি পুষ্পরাগময়া এব ॥ ৭২ ॥

অথ রত্নাদিসালেষু সামান্তপরিভাষামাহ প্রাকারো যন্ত রত্নস্তুতি । যেন রত্নেন যঃ  
প্রাকারো নিশ্চিতস্তস্মিন প্রাকারে যে ক্রমাঃ পক্ষিণশ্চাত্তচ্চ যদযৎ সর্বং তৎপ্রাকারস্থং  
ং সর্বং তদ্রত্নরচিতমেব বোধ্যম্ ॥ ৭৩—৭৪ ॥

ই স্থানের অধিপতি । তিনি তপঃশ্রী ও তপস্শ্রী নামে দুইটি ভার্য্যা ও নানাবিধ স্বগণের  
হিত অতিশয় আনন্দিতচিত্তে বহুবিধ বিলাসভোগ করতঃ এই স্থানে বাস করিতেছেন ।  
ছারা দেবীর প্রীতির জন্য নানাবিধ দান করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাসিদ্ধ পুরুষ  
নানাবিধ ভোগসমুৎপন্ন আনন্দে আনন্দিত হইয়া স্বজন বর্গের ও নিজ নিজ জীর সহিত  
ই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৬৭—৭০ ॥

মহারাজ জনমেজয়! এই সৌবর্ণ প্রাকারের পরই সপ্তযোজন দীর্ঘ কুঙ্কমসদৃশ রত্নবর্ণ  
পুষ্পরাগ মণিময়নবম প্রকার বিদ্যমান আছে ॥ ৭১ ॥ এই প্রাকার মধ্যস্থ ভূমি, বন,  
ঐশবন, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল পুষ্পরাগমণি দ্বারাই নিশ্চিত ॥ ৭২ ॥ ইহার পরে  
এই যে যে রত্ন দ্বারা যে যে প্রকার নিশ্চিত, তাহার ভূমি, বন, বৃক্ষ, পুষ্প, পক্ষী, নদ, নদী,  
দরোবাব, কমল, মণ্ডপ ও মণ্ডপস্তম্ভ প্রভৃতি সমস্তই সেই সেই রত্নময় বলিয়া জানিবে ;

পরিভাষেয়মুদ্ভিক্তা রক্তসালাদিষু প্রভো ! ।

তেজসা স্তাল্লক্ষগুণঃ পূৰ্ণসালং পরো নৃপ ! ॥ ৭৫ ॥

দিক্পালানি বসন্ত্যত্র প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডবর্দিনাম্ ।

দিক্পালানাং সমক্ৰ্যাস্বরূপাঃ স্ফূৰ্জহরায়ুধাঃ ॥ ৭৬ ॥

পূৰ্বাশায়াং সমুত্ত্বঙ্গশৃঙ্গা পূরমরাবতী ।

নানোপবনসংযুক্তা মহেন্দ্রস্তত্র রাজতে ॥ ৭৭ ॥

স্বর্গশোভা চ যা স্বর্গে যাবতী স্নাততোহধিকা ।

সমষ্টিশতনেত্রস্য সহস্রগুণতঃ স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥

ঐরাবতসমারুঢ়ো বজ্রহস্তঃ প্রতাপবান্ ।

দেবসেনাপরিব্রতো রাজতেহত্র শতক্রতুঃ ॥ ৭৯ ॥

দেবান্ননাগগণযুতা শচী তত্র বিরাজতে ।

বহ্নিকোণে বহ্নিপুত্রী বহ্নিপুংসদৃশী নৃপ ! ॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ পূৰ্ণস্যাং পূৰ্ণস্যাং সালোক্তরোক্তরো রক্তপ্রাকারো লক্ষগুণতেজসা যুক্তঃ স্তাদি-  
তার্থঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্মিন্ প্রাকারে কে নিবসন্তি তত্রাহ দিক্পাল ইতি । প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডবর্দিনামিচ্ছাদি-  
দিক্পালানাং ব্যষ্টিভূতানাং যে নায়কাঃ সমষ্টিভূতা ইচ্ছাদয়ো যে ত্রীভুবনেশ্বরীষ্মে তুপ্ত্রে  
পূজ্যন্তে ত এবাত্র বসন্তীত্যাঃ । ভুবনেশ্বরীষ্মদেবতানামেবাঞ্চে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৭৬ ॥

তত্র প্রথমতঃ পূৰ্ণদিশি সহস্রাং বজ্রধরং বর্ণয়তি পূৰ্বাশায়ামিতি । সমুত্ত্বঙ্গানি শৃঙ্গানি  
যন্তাঃ সা পূৰ্ণনগরী অমরাবতী তিষ্ঠতীত্যাঃ । তন্ত্যাং নগর্যামিচ্ছতিষ্ঠতি ॥ ৭৭—৭৯ ॥

দেবান্ননাসহিতা শচীজ্ঞাপি তত্র লোকে রাজতে । বহ্নিপুংসদৃশীতি । প্রতিব্রজ্ঞাণ্ড-  
বর্তিন্তো যা বহ্নিপুত্র্যন্তংসদৃশী তৎসমানাকারেষং সমষ্টিবহ্নেঃ পুত্রীত্যাঃ । এবং সর্কং  
দিক্পতিপুত্রীষু বোধ্যম্ ॥ ৮০ ॥

পরন্ত উক্তরোক্তয় পূৰ্ণ হইতে অপরটি লক্ষগুণ তেজঃশালী হইবে। রাজন্! রক্তময়  
প্রাকার সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে স্পষ্টরূপে এই নিয়ম বলিলাম জানিবেন ॥ ৭৫—৭৬ ॥  
প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডমধ্যবর্তী (ব্যষ্টিভূত) দিক্পালগণের, অধিনায়কস্বরূপ (সমষ্টিভূত) বরায়ুধধারী  
দিক্পালগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥ ইহার পূৰ্ণদিকে অত্যাচ্ছন্দ্যবিশিষ্ট  
নানায়ক্ষরাজি-সমবিত্ত অমরাবতী পুত্রী আছে। দেবরাজ ইজ এই স্থানে বাস করেন ॥ ৭৭ ॥  
সাধারণ ব্যষ্টিরূপ স্বর্গে যেসকল শোভা আছে, সমষ্টিরূপ সহস্রলোচন ইজের এই অমরাবতী  
তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শোভায় পরিপূর্ণ ॥ ৭৮ ॥ দেবরাজ ইজ ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ  
করিয়া বজ্রহস্তে দেবসেনাগণের সহিত এবং শচীদেবী অমরাবতীনাগগণের সহিত এই স্থানে  
বিরাজ করিতেছেন। ইহার অগ্নিকোণে বহ্নিদেবের পুত্রী। ইহাও প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডমধ্যবর্তী

স্বাহা-স্বধা-সমাবুক্তো বহিস্তত্রে বিরাজতে ।  
 নিজবাহনভূষাঢ্যো নিজদেবগণৈর্ভূতঃ ॥ ৮১ ॥  
 যাম্যাশাযাং যমপুরী তত্র দণ্ডধরো মহান্ ।  
 স্বভট্টৈর্বেষ্টিতো রাজন্ ৷ চিত্রগুপ্তপুরোগমৈঃ ।  
 নিজশক্তিশূতো ভাস্বতনয়োহস্তি যমো মহান্ ॥ ৮২ ॥  
 নৈঋত্যাং দিশি রাক্ষস্যাং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ।  
 খড়্গধারী ক্ষুরমাস্তে নিঋতির্নিজশক্তিশূক্ ॥ ৮৩ ॥  
 বারুণ্যাং বরুণো রাজা পাশধারী প্রতাপবান্ ।  
 মহাবলসমারূঢ়ো বারুণীমধুবিহ্বলঃ ॥ ৮৪ ॥  
 নিজশক্তিসমায়ুক্তো নিজযাদোগণাস্থিতঃ ।  
 সমাস্তে বারুণে লোকে বরুণানীরতাকুলঃ ॥ ৮৫ ॥  
 বায়ুকোণে বায়ুলোকে বায়ুস্তত্রাধিতিষ্ঠতি ।  
 বায়ুসাধনসংস্কিয়োগিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৬ ॥  
 ধ্বজহস্তো বিশালাক্ষো যুগবাহনসংস্থিতঃ ।  
 মরুদগণৈঃ পরিবৃতো নিজশক্তিসমস্থিতঃ ॥ ৮৭ ॥

নিজদেবগণৈর্ভূতোহগ্নিলোকস্থদেবগণৈর্ভূতঃ ॥ ৮১ ॥

ভাস্বতনয়ঃ সূর্য্যপুত্রঃ ॥ ৮২—৮৩ ॥

ঋষো মৎস্তঃ ॥ ৮৪ ॥

যাদোগণা জলাধিপত্যঃ । বরুণানী বরুণাজনা তস্তা রতেনাকুলঃ ॥ ৮৫ ॥

বায়ুসাধনং প্রাণায়ামরূপম্ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

বহির্পুরীর সমুদ্র ॥ ৭৯—৮০ ॥ অগ্নিদেব এই স্থানে নিজবাহন ও দেবগণের সহিত  
 এবং স্বাহা ও স্বধা পত্নীস্বয়ং সহিত পরমস্থখে কালযাপন করেন ॥ ৮১ ॥ ইহার  
 দক্ষিণদিকে যমপুরী । দণ্ডধর ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি অগণের সহিত স্বদণ্ডধারণ  
 পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করেন ॥ ৮২ ॥ ইহার নৈঋত্বে কোণে রাক্ষসগণের বাস । এই স্থানে  
 খড়্গধারী নিঋতি নিজশক্তি ও রাক্ষসগণের সহিত বাস করিয়া কালযাপন করেন ॥ ৮৩ ॥  
 ইহার পশ্চিমে বরুণপুরী । ইহাতে বরুণরাজ বারুণীমধুপানে বিহ্বল হইয়া নিজ শক্তি  
 বরুণানীর সহিত বাস করিতেছেন । ইহার অস্ত্র পাশ, বাহন মৎস্তরাজ এবং জলজন্তু  
 সমূহ প্রভাবর্গ ॥ ৮৪—৮৫ ॥ ইহার বায়ুকোণে বায়ুদেবের বসতি । এই স্থানে পবন-  
 দেব নিজশক্তিসমস্থিত হইয়া প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণের সহিত বাস করেন । ইহার  
 হস্তে ধ্বজা, (বাহন যুগ), নেত্র বিশাল এবং উন্নপকাশং বায়ু পরিবারবর্গ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

উত্তরন্যাং দিশি মহান্ যক্ষলোকোহস্তি ভূমিপ !।

যক্ষাধিরাজস্তত্রাস্তে বুদ্ধিধন্যাদিশক্তিভিঃ ॥ ৮৮ ॥

নবভিনিধিভিষু ক্তস্তন্মিলো ধননায়কঃ ।

মণিভদ্রঃ পূর্ণভদ্রো মণিমাণ্ডলিকঙ্করঃ ॥ ৮৯ ॥

মণিভূষো মণিঅশ্বী মণিকান্মু কধারকঃ ।

ইত্যাদিযক্ষসেনানীসহিতো নিজশক্তিযুক্ ॥ ৯০ ॥

ঈশানকোণে সংপ্রোক্তো রুদ্রলোকো মহত্তরঃ ।

অনর্ঘ্যরত্নখচিতো যত্র রুদ্রোহিধিদেবতম্ ॥ ৯১ ॥

মনু্যমান্ দীপ্তনয়নো বন্ধপৃষ্ঠমহেবুধিঃ ।

স্বর্জক্লুর্বামহস্তোহধিজ্যধ্বভিরাবৃতঃ ॥ ৯২ ॥

স্বসমানৈরসংখ্যাতরুদ্রৈঃ শূলবরায়ুধৈঃ ।

বিকৃতাসৈ্যঃ করালাসৈর্বমদ্বহ্নিভিরাস্যতঃ ॥ ৯৩ ॥

দশহস্তৈঃ শতকরৈঃ সহস্রভূজসংযুতৈঃ ।

দশপাদৈর্দশগ্রীবৈস্ত্রিনৈত্রৈরগ্রমূর্তিভিঃ ॥ ৯৪ ॥

যক্ষসেনাপতীনাহ মণিভদ্র ইতি ॥ ৮৯ ॥

ইত্যাদয়ো যে যক্ষসেনাভ্যো যক্ষসেনাপত্যন্তঃসমিত ইত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

রুদ্রোহিধিদেবতমিতি । যো বুদ্ধিধন্যো ললাটায় সৃষ্টিসময়ে উৎপন্নো রুদ্রঃ সোহত্র বিব-  
ক্টিতো ন তু বুদ্ধিধন্যকৃত্যস্বকর্ম্মভিঃ সাক্ষরতঃ কারণভূতো রুদ্রস্তত্র সর্ব্বৈবরশ্মনৈ দি-  
পতিত্বাভাবাৎ । তত্র কৈলাসবাসিহ্মাচ্চ ॥ ৯১ ॥

বন্ধাঃ পৃষ্ঠে মহেবুধয়ো যেন সং ॥ ৯২—৯৩ ॥

মহারাজ ! ইহার উত্তরদিকে যক্ষলোকের বসতি । তুঙ্গিল যক্ষরাজ কুবের (বুদ্ধি ও ধন)  
প্রভৃতি শক্তির এবং নানাবিধ নিধির সহিত এই স্থানে বাস করেন । ইহার (মণিভদ্র,  
পূর্ণভদ্র, মণিমান, মণিকঙ্কর, মণিভূষ, মণিঅশ্বী ও মণিকান্মু কধারী) প্রভৃতি সেনাপতিগণও  
এই স্থানে বাস করিয়া থাকে ॥ ৮৮-৯০ ॥ ইহার ঈশানকোণে বহুমূল্য রত্ন খচিত রুদ্রলোক ।  
এই স্থানে রুদ্রদেব বাস করেন ॥ ৯১ ॥ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে তুণীর ও বাসহস্তে ধনুঃ  
দোহুগায়ান । তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন কোধে তাহার চক্ষু ফাটিয়া পড়িতেছে ।  
তাঁহার সমূহ অপর কতকগুলি রুদ্র ধনুঃ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে  
পরিবেষ্টন করিয়া আছে । তাহাদের মধ্যে কতকগুলির মুখ বিকৃত, কতকগুলি কারালবদন,  
কতকগুলির মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে । তাহাদের মধ্যে কাহার বা দশ হস্ত,  
কাহার বা শত এবং কাহার বা সহস্র হস্ত ; তাহাদের মধ্যে কাহারও দশগ্রীবাদি, কাহারও  
দশপাদি মস্তক এবং কাহারও বা তিনটী নেত্র ॥ ৯২—৯৪ ॥ কি অশ্রুহীন, কি ক্রুর,

অন্তরিক্ষচরা যে চ মে চ ভূমিচরাঃ স্মৃতাঃ ।  
 রুদ্রাধ্যায়ে স্মৃতা রুদ্রোত্তৈঃ সর্কৈব্ধ সমারুতঃ ॥ ৯৫ ॥  
 রুদ্রাণীকোটসহিতো ভদ্রকাল্যাদিমাতৃভিঃ ।  
 নানাশক্তিসমাবিষ্টভামর্যাদিগণারুতঃ ॥ ৯৬ ॥  
 বীরভদ্রাদিসহিতো রুদ্রো রাজন্ ! বিরাজতে ।  
 মুণ্ডমালাধরো নাগবলয়ো নাগকঙ্করঃ ॥ ৯৭ ॥  
 ব্যাঘ্রচর্মপরীধানো গজচর্মোত্তরীয়কঃ ।  
 চিতাভস্মাঙ্গলিপ্তাঙ্গঃ প্রমথাদিগণারুতঃ ॥ ৯৮ ॥  
 নিনদডুমরুধ্বানৈর্বধিরীকৃতদিগ্গুখঃ ।  
 অট্টহাসাশ্ফোটশব্দৈঃ সস্ত্রাসিতনভস্তলঃ ॥ ৯৯ ॥  
 ভূতসংঘসমাবিষ্টো ভূতাবাসো মহেশ্বরঃ ।  
 ঈশানদিকৃপতিঃ সোহয়ং নাম্না চেশান এব চ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
 মণিহীপবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ঈশান এব চেতি । ঈশানরুদ্র ইত্যেবং খ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ক(রুদ্রাধ্যায়োক্ত রুদ্রগণ)সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৫ ॥ সচরাজ ! ঈশান-  
 দিকৃপতি ঈশান, ভদ্রকালী প্রভৃতি মাতৃগণের, কোটি কোটি রুদ্রাণীর, এবং নানাশক্তি-  
 মণ্ডিত(ভামরী)প্রভৃতি ও(বীরভদ্র)প্রভৃতি গণের সহিত এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন ।  
 গাহার গলে মুণ্ডমালা, হস্তে নাগবলয়, গরিধান ব্যাঘ্রচর্ম (উত্তরীর হস্তিচর্ম) এবং অঙ্গুষ্ঠাগ  
 চিতাভস্ম । তিনি প্রায়ই ডুমরুধ্বনি করিয়া চতুর্দিক মুখরিত এবং অট্টহাস্য করিয়া নভস্তল  
 রিপুর্ণ করিয়া থাকেন । তিনি সর্বদা প্রমথাদিগণ ও ভূতসমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এই  
 স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৬—১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে মণিহীপ বর্ণন নামক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## একাদশোধ্যায়ঃ ।

বাস-উবাচ ।

পুষ্পরাগময়াদগ্রে কুঙ্কমারুণবিগ্রহঃ ।

পদ্মরাগময়ঃ সালো মধ্যে ভূশ্চৈব তাদৃশী ॥ ১ ॥

দশযোজনবান্ দৈর্ঘ্যে গোপুরদ্বারসংযুতঃ ।

তন্মণিস্তম্ভসংযুক্তা মণ্ডপাঃ শতশো নৃপাঃ ॥ ২ ॥

মধ্যে ভূবি সমাসীনাস্চতুষ্টিমিতাঃ কলাঃ ।

নানায়ুধধরা বীরা রত্নভূষণভূষিতাঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যেকলোকস্তাসাম্ভ তত্তল্লোকস্য নায়কাঃ ।

সমস্তাং পদ্মরাগস্য পরিবার্য স্থিতাঃ সদা ॥ ৪ ॥

স্বস্বলোকজনৈর্জুস্তাঃ স্বস্ববাহনহেতিভিঃ ।

তাঙ্গাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু ত্বং জনমেজয় ! ॥ ৫ ॥

দশাঙ্গিকশতলোকৈঃ পদ্মরাগাদিনির্মিতাঃ ।

প্রাকারাঃ সংপ্রবক্ষ্যন্তে চিত্তামণিগৃহান্তিকাঃ ॥

অথ দশমং পদ্মরাগমণিরং প্রাকারমাহ পুষ্পরাগময়াদগ্রে ইতি । তাদৃশী পদ্মরাগমণি-  
ময়ী ॥ ১ ॥

দৈর্ঘ্যে ঔরতো ॥ ২ ॥

অগ্নিন্ স্থানে বা ভুবনেশ্বরীশ্বরে চতুষ্টিকলাঃ প্রপঞ্চসারাদিতদ্বৈষ্মক্যস্তাঃ সস্তীত্যাহ  
মধ্যে ভুবীতি ॥ ৩ ॥

চতুষ্টিশক্তিযু এতৈককথাঃ শক্তেরৈককলোকঃ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ প্রাকারৈঃ স্তীত্যাহ  
প্রত্যেকলোকস্তাসাম্ভিতি । যথা মধ্যস্থং চিত্তামণিগৃহং বেষ্টিয়িত্বা দশাদিক্পাললোকঃ  
স্থিতাস্তথা চিত্তামণিগৃহং বেষ্টিয়িত্বৈব চতুষ্টিশক্তীনাম্ লোকঃ স্থিতা ইত্যাহ সমস্তাং পদ্ম-  
রাগস্তেতি । পরিবার্য মধ্যগৃহং বেষ্টিয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

বাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! এই পুষ্পরাগমণিনির্মিত প্রাকারের পরই  
কুঙ্কম ও অরুণের ভায় রক্তবর্ণ পদ্মরাগমণিনির্মিত দশম প্রাকার । ইহা দৈর্ঘ্যে দশ  
যোজন বিস্তৃত । ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গোপুরদ্বার ও মণ্ডপ সকল পদ্মরাগমণির বলিয়াই  
জানিবে ॥ ১—২ ॥ ইহার মধ্যে ভগবতীর চতুষ্টি কলা নানাবিধ রত্নভূষণে ভূষিত  
হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ তাঁহাদের প্রত্যেকের একএকটী  
লোক এবং সেই লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ অস্ত্র, বাহন, পরিবারবর্গ ও নায়ক সকল  
বর্তমান আছে । মহারাজ! এক্ষণে সেই চতুষ্টিকলার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ



[পিজলাক্ষী বিশালাক্ষী সমৃদ্ধিবৃদ্ধিরেব চ ।

শ্রদ্ধা-স্বাহা-স্বধাভিখ্যা মায়া সংজ্ঞা বহুধরা ॥ ৬ ॥

ত্রিলোকধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিদশেশ্বরী ।

স্বরূপা বহুরূপা চ স্কন্দমাতাচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৭ ॥

বিমলা চামলা তদ্বদরূপী পুনরারূপী ।

প্রকৃতিবিকৃতিঃ সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ সংহতিরেব চ ॥ ৮ ॥

সন্ধ্যা মাতা সতী হংসী মর্দিকা বজ্রিকা পরা ।

দেবমাতা ভগবতী দেবকী কমলাসনা ॥ ৯ ॥

ত্রিমুখী সপ্তমুখ্যা সুরাসুরবিমর্দিনী ।

লম্বোষ্ঠী চোর্দ্বকেশী চ বহ্নীর্ধা বৃকোদরী ॥ ১০ ॥

রথরেখাহর্যা পশ্চাচ্ছশিরেখা তথা পরা ।

গগনবেগা পবনবেগা চৈব ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥

অগ্রে ভুবনপালা স্মাত্তং পশ্চাৎ মদনাতুরা ।

অনঙ্গানঙ্গমথনা তথৈবানঙ্গমেখলা ॥ ১২ ॥

অনঙ্গকুসুমা পশ্চাদ্বিশ্বরূপা স্বরাদিকা ।

ক্ষয়ঙ্করী ভষেচ্ছক্তিরক্ষোভ্যা চ ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

সত্যবাদিন্যথ প্রোক্তা বহুরূপা শুচিত্রতা ।

উদারাত্মা চ বাগীশী চতুষ্টয়িতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

জলজ্জিহ্বাননাঃ সর্বা বগন্তো বহিমূলগম্ ।

জলং পিবামঃ সকলং লংহরামো বিভাবজম্ ॥ ১৫ ॥

( চতুষ্টয়িকলানাং নামাত্মাই পিজলাক্ষীতি ॥ ৬—১৭ ॥ )

॥ ৬—১৫ ॥ পিজলাক্ষী, বিশালাক্ষী, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, স্বাহা, স্বধা, মায়া, সংজ্ঞা, ধরা, ত্রিলোকধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিদশেশ্বরী, স্বরূপা, বহুরূপা, স্কন্দমাতা, অচ্যুত-  
য়া, বিমলা, অমলা, অরুণী, আকুণী, প্রকৃতি, বিকৃতি, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহতি, সন্ধ্যা, তা, সতী, হংসী, মর্দিকা, বজ্রিকা, পরা, দেবমাতা, ভগবতী, দেবকী, কমলাসনা, মুখী, সপ্তমুখী, সুরাসুরবিমর্দিনী, লম্বোষ্ঠী, চোর্দ্বকেশী, বহ্নীর্ধা, বৃকোদরী, রথরেখা, শিরেখা, গগনবেগা, পবনবেগা, ভুবনপালা, মদনাতুরা, অনঙ্গা, অনঙ্গমথনা, অনঙ্গমেখলা, নঙ্গকুসুমা, বিশ্বরূপা, স্বরাদিকা, ক্ষয়ঙ্করী, অক্ষোভ্যা, সত্যবাদিনী, বহুরূপা, শুচিত্রতা, দারা ও বাগীশী নামে চতুষ্টয়িকলা ॥ ৬—১৪ ॥ ইহাদের সকলেরই প্রদীপ্ত লেপিধান

পবনং স্তম্ভয়ামোহন্য ভক্ষয়ামোহখিলং জগৎ ।

ইতি বাচং সঙ্গিরস্তু ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥

চাপবাণধরাঃ সর্বা যুদ্ধায়ৈবোৎস্রুকাঃ সদা ।

দংষ্ট্রাকটকটারািবৈবধিরীকৃতদিদ্যুখাঃ ॥ ১৭ ॥

পিন্ধোক্কেশ্যঃ সংপ্রোক্তাচাপবাণধরাঃ সদা ।

শতাক্ষৌহিনিকা সেনাপ্যেকৈকশ্চাঃ প্রকীর্তিতা ॥ ১৮ ॥

একৈকশস্তেঃ সামর্থ্যং লক্ষব্রহ্মাণুনাশনে ।

শতাক্ষৌহিনিকা সেনা তাদৃশী নৃপসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

কিং ন কুর্য্যাজ্জগত্যগ্নিন্ ন শক্যং বক্তৃমেব তৎ ।

সর্বাপি যুদ্ধসামগ্রী তস্মিন্ মালে স্থিতা নৃপ ! ॥ ২০ ॥

রথানাং গণনা নাস্তি হর্যানাং করিণাং তথা ।

শস্ত্রাণাং গণনা তদ্বদগণানাং গণনা তথা ॥ ২১ ॥

তাসাং সেনাবর্ণনমাহ শতাক্ষৌহিনিকা সেনেতি । একৈকশ্চাঃ শস্তেঃ শতাক্ষৌহিনিকা সেনা বিদ্যতে এবম্ভূতশতঃষষ্টিশজয়ন্তংসংখ্যাক্ষৌহিনীযুতাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তাসাং সামর্থ্যমাহ একৈকশস্তেরিতি । অক্ষৌহিণ্যন্তর্গতা যা চৈকৈকশস্তিস্তস্তা লক্ষব্রহ্মাণুনাশনে সামর্থ্যং ভবতি । এবম্ভূতশতাক্ষৌহিনীযুক্তা চৈকৈক শক্তি-  
রিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদৈকৈকশ্চাঃ শস্তেরিদং সামর্থ্যং তদা সর্বাঙ্গীণ্যং সেনা কিং ন কুর্য্যাস্তর বক্তৃ শক্যত ইত্যাহ কিং ন কুর্য্যাদিতি । ইদং ভগবত্যাঃ সেনাস্থানমন্তীত্যাহ সর্বাপি যুদ্ধসাম-  
গ্রীতি ॥ ২০—২১ ॥

জিহ্বাযুক্ত বদন ; সকলেরই মুখ হইতে সর্কদা বহি উদগীর্ণ হইতেছে ; তাঁহারা সকলেই  
ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সমুদ্র শোষণ করিব, বহুর সংহার করিব, বায়ু স্তম্ভন করিব,  
অদ্যই সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিবে। ফেলিব এইরূপ নানাবিধ বাক্যসকল উচ্চারণ করিতে  
ছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তাঁহাদের সকলের হস্তেই ধনুর্বাণ । সকলেই যুদ্ধেব জ্ঞাত উৎসাহ ।  
তাঁহাদের দন্তের কটকট হ শব্দে চতুর্দিক নিবাসিত হইতেছে । তাঁহাদের কেশ  
পিঙ্গলবর্ণ ও উজ্জ্বলিত প্রসারিত । তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অধীনে শত অক্ষৌহিনী সেনা  
বিদ্যমান আছে ॥ ১৭—১৮ ॥ মহারাজ ! অধিক আর কি বলিব, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই  
লক্ষব্রহ্মাণু বিনাশের ক্ষমতা আছে । ইহারাও যেমন ইহাদের শত অক্ষৌহিনী সেনাগণকেও  
সেইরূপ জানিবে ॥ ১৯ ॥ ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, ইহারা বাহা করিতে পারেন না একরূপ  
পদার্থ বাক্যাতীত বলিয়া জানিবে । মহারাজ ! এই প্রকার মধ্যে যাবতীয় যুদ্ধসামগ্রী বর্ত-  
মান আছে ॥ ২০ ॥ কি রথ, কি হস্ত, কি হস্তী, কি অস্ত্র শস্ত্র, বা কি নৈস্ত্রগণ, কাহারও সীমা  
নাই, বস্তুত যাবতীয় যুদ্ধসামগ্রীই অসীম পরিমাণে এই স্থানে বিদ্যমান আছে ॥ ২১ ॥

পদ্মরাগময়াদগ্রে গোমেদমণিনির্মিতঃ ।

দশযোজনদৈর্ঘ্যেণ প্রাকারো বর্ততে মহান্ ॥ ২২ ॥

ভাস্বজ্জপাপ্রসূনাভো মধ্যভূম্বস্ত তাদৃশী ।

গোমেদকল্লিতান্বেব তদ্বাসিসদনানি চ ॥ ২৩ ॥

পক্ষিণঃ স্তম্ভবর্য্যাশ্চ বৃক্ষা বাপ্যঃ সরাংসি চ ।

গোমেদকল্লিতা এব কুঙ্কমারুণবিগ্রহাঃ ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যস্থা মহাদেব্যো দ্বাত্রিংশচ্ছক্ৰয়ঃ স্মৃতাঃ ।

নানাসস্ত্রপ্রহরণা গোমেদমণিভূষিতাঃ ॥ ২৫ ॥

প্রত্যেকুলোকবাসিনাং পরিবার্য্য সমস্ততঃ ।

গোমেদমাংসে সন্নদ্ধা পিশাচবদনা নৃপ ! ॥ ২৬ ॥

স্বলোকবাসিভিনিত্যং পূজিতাশ্চক্রবাহবঃ ।

ক্রোধরক্তেক্ষণা ভিক্ষি পচ চ্ছিক্ষি দহেতি চ ॥ ২৭ ॥

বদন্তি সততং বাচং যুদ্ধোৎসুকহৃদন্তরাঃ ।

একৈকস্তা মহাশক্তের্দশাকৌহিণিকা মতা ॥ ২৮ ॥

সেনা তত্রাপ্যেকশক্তির্লক্ষব্রহ্মাণ্ডনাশিনী ।

তাদৃশীনাং মহাসেনা বর্ণনীয়া কথং নৃপ ! ॥ ২৯ ॥

মণিকাদশং গোমেদমণিপ্রাকারমাহ পদ্মরাগময়াদিতি ॥ ২২—২৫ ॥

প্রত্যেকলোকেতি । একৈকস্তাঃ শক্তের্দশাকৌহিণিকাসেনাযুক্তা । একৈকলোক  
দ্বাত্রিংশলোকান্তস্থি প্রাকারে চিত্তামণিগৃহং সমস্ততঃ পরিবার্য্য স্থিতা ইত্যর্থঃ ।  
চবদনা অতিভয়ঙ্করা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

লোকবাসিভিস্তত্ত্বচ্ছক্ৰলোকনিষ্কসিভিঃ ॥ ২৭—২৯ ॥

ইহার পরই গোমেদমণিনির্মিত একাদশ প্রাকার । ইহা দৈর্ঘ্যে দশযোজন বিস্তৃত ।

বর্ণ নবপ্রফুটিত জবা পুষ্পের সদৃশ । এতন্মধ্যস্থ ভূমি, বৃক্ষ, সরোবর, গৃহ, গৃহস্তুভ,  
বা অপরাপর যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই গোমেদকল্লিত রক্তবর্ণ ॥ ২২—২৪ ॥ ইহার  
গোমেদমণিনির্মিত অলঙ্কারে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত দ্বাত্রিংশৎ মহাশক্তি  
॥ ২৫ ॥ ইহারে ও যেন সর্সদাই যুদ্ধের জন্য উৎসুক রহিয়াছেন । ক্রোধে ইহাদের  
সর্সদাই রক্তবর্ণ, ইহাদের মুখ সকল পিশাচের এবং হস্ত সকল চক্রের স্তায় । মার,  
ভাঙ, পুড়িয়া ফেল এইরূপ বাক্য ইহারা সর্সদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন । তদ্রূপ  
বাসিগণ নিত্য ইহাদের পূজা করিয়া থাকে । ইহাদের প্রত্যেকের দশ অকৌহিণী  
।। সেনা সকল অপরিমিত-বলশালী, তাহাদের বীরত্বের বর্ণনা অসম্ভব । অসুমনে

রথানাং নৈব গগনা বাহনানাং তথৈব চ ।

সর্বযুদ্ধসমারম্ভস্তত্র দেব্যা বিরাজতে ॥ ৩০ ॥

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি পাপনাশকরাণি চ ।

[বিদ্যাহ্রীপুষ্টয়ঃ প্রজ্ঞা সিনীবালী কুহুস্তথা ॥ ৩১ ॥

রুদ্রা বীৰ্য্যাঃ প্রভা নন্দা পোষণী ঋদ্ধিদা শুভা ।

কালরাত্রির্মহারাত্রির্ভদ্রকালী কপদিনী ॥ ৩২ ॥

বিকৃতির্দগ্ধিমুণ্ডিনী সেন্দুখণ্ডা শিখণ্ডিনী ।

নিশুস্তশুস্তমথিনী মহিষাসুরমদিনী ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রাণী চৈব রুদ্রাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ।

নারী নারায়ণী চৈব ত্রিশূলিযুপি পালিনী ।

[অম্বিকা ফ্লাদিনী পশ্চাদিত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥

যদ্যেতাঃ কুপিতা দেব্যস্তদা ব্রহ্মাণ্ডনাশনম্ ।

পরাজয়ো ন চৈতাসাং কদাচিৎ কচিদস্তি হি ॥ ৩৫ ॥

গোমেদকময়াদগ্রে সম্ভ্রমণিনির্মিতঃ ।

দশযোজনতুঙ্গোহসৌ গোপুরদ্বারসংযুতঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্বযুদ্ধেতি । ইয়মন্তরঙ্গসেনা জগদম্বিকার্যঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

ইত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতা ইতি । এতাঃ শক্তয়ঃ শ্রীভূনৈশ্বৰ্য্যা আবরণপূজায়াং দক্ষিণা-  
মুণ্ডিসংহিতাদিতস্ত্রৈব কৃতাঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

অথ দ্বাদশং বজ্রমণিপ্রাকারমাহ গোমেদকময়াদগ্রে ইতি ॥ ৩৬—৩৯ ॥

বোধ হয় প্রত্যেক শক্তিই অক্লেশে লক্ষব্রহ্মাণ্ড নাশ করিতে পারেন ॥ ২৬—২৯ ॥ এই স্থানে  
রথ, হস্তী ও হর প্রভৃতি বাহনাদি অসংখ্যরূপে বিদ্যমান আছে। ফলতঃ এই গোমেদ-  
মণি-প্রাকার মধ্যে দেবী ভগবতীর সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ মহারাজ !  
এক্ষণে সেই শক্তিগণের সৰ্ব্বাণ্ডতবিনাশকর নাম সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। বিদ্যা,  
হ্রী, পুষ্টি, প্রজ্ঞা, সিনীবালী, কুহু, রুদ্রা, বীৰ্য্যা, প্রভা, নন্দা, পোষণী, ঋদ্ধিদা, কালরাত্রি,  
মহারাত্রি, ভদ্রকালী, কপদিনী, বিকৃতি, দগ্ধি, মুণ্ডিনী, সেন্দুখণ্ডা, শিখণ্ডিনী, নিশুস্তশুস্ত-  
মথিনী, মহিষাসুরমদিনী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী, নারী, নারায়ণী, ত্রিশূলিনী,  
পালিনী, অম্বিকা এবং ফ্লাদিনী ॥ ৩১—৩৪ ॥ ইহাদের কোন স্থান হইতে কখনও পরা-  
জয়ের আশা নাই এজন্য যদি এই সকল শক্তি কখনও কোনও কারণ বশতঃ কুপিতা হন,  
তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের আর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৫ ॥

এই গোমেদ-প্রাকারের পরই দশযোজন উচ্চ দ্বার প্রাচীর । ইহা দশযোজন উচ্চ ।  
ইহার চতুর্দিকে গোপুর প্রাচীর, তাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কপাট সকল বর্তমান রহিয়াছে। ইহার

কপাটশৃঙ্খলাবন্ধো নববৃক্ষসমুজ্জ্বলঃ ।

সালস্তম্ভাভূম্যাদিসর্বং হীরময়ং স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

গৃহাণি বীথয়ো রথ্যা মহামার্গান্গণানি চ ।

বৃক্ষালবালতরবঃ সারঙ্গা অপি তাদৃশাঃ ॥ ৩৮ ॥

দীর্ঘিকা শ্রেণয়ো বাপ্যস্তভাগাঃ কূপসংযুতাঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্র শ্রীভুবনেশ্বর্যা বসন্তি পরিচারিকাঃ ।

একৈকা লক্ষদাসীভিঃ সেবিতা মদগর্বিতা ॥ ৪০ ॥

তালবৃন্তধরাঃ কাশ্চিচ্চযকাত্যকরাসুজাঃ ।

কাশ্চিত্তাস্থলপাত্ৰাণি ধারয়ন্ত্যোহতিগর্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥

কাশ্চিত্তু ছত্রধারিণ্য্চামরাণাং বিধারিকাঃ ।

নানাবস্ত্রধরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পুষ্পকরাসুজাঃ ॥ ৪২ ॥

নানাদর্শকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ কুঙ্কমলেপনম্ ।

ধারণন্ত্যঃ কজ্জলঞ্চ সিন্দূরচযকং পরাঃ ॥ ৪৩ ॥

কাশ্চিচ্চিত্রকনির্ম্মাত্ৰ্যঃ পাদসংবাহনে রতাঃ ।

কাশ্চিত্তু ভূষাকারিণ্যো নানাভূষাধরাঃ পরাঃ ॥ ৪৪ ॥

পরিচারিকা দাস্তান্তা বর্ণয়তি একৈকা লক্ষদাসীভিরিতি । লক্ষদাসীনাং নায়িকা একা  
দাসী এবমষ্টলক্ষদাসীসহিতা অষ্টৌ দাস্তঃ সমস্ততঃ সঙ্ঘীতার্থঃ ॥ ৪০ ॥

চযক। নানাপানকরসপরিপূরিতানি বিশেষপাত্ৰাণি তদ্বৃক্করাসুজাঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

চিত্রকনির্ম্মাত্ৰা ইতি । স্ত্রীণাং ভালে চন্দননির্ম্মিতোহলঙ্কারবিশেষচিত্রকস্তথা চ  
গবত্যা ভালে চিত্রকালঙ্কারনির্ম্মাত্ৰ্যোহতিকুশলা ইত্যর্থঃ । পাদসংবাহনে ইতি । অত্র

।ধো নূতন নূতন হীরকনির্ম্মিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । এই প্রকারের মধ্যস্থ  
।সাদ সকল, পথ, রাজমার্গ, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল, দীর্ঘিকা, কূপ, ভাগ, সারঙ্গ  
। অস্ত্রোত্ত বস্ত্র সকলকে হীরকময় বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭—৩৯ ॥ এই স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরী  
দেবীর পরিচারিকাগণ বাস করিয়া থাকেন । মহারাজ ! ইহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ  
হরিয়া পরিচারিকা এবং সকলকেই রূপমদগর্বিতা ॥ ৪০ ॥ ইহাদের মধ্যে কেহ বা  
তালবৃন্ত, কেহ বা পানপাত্ৰ, কেহ বা তাস্থলপাত্ৰ, কেহ বা ছত্র, কেহ বা চামর, কেহ বা  
নানাবিধ বস্ত্র, কেহ বা পুষ্প, কেহ বা আদর্শ, কেহ বা কুঙ্কম, কেহ বা কজ্জল এবং  
কেহ বা সিন্দূর ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেহ বা চিত্রকার্য্য করিবার জন্য,  
কেহ বা পাদসংবাহন করিবার নিমিত্ত, কেহ বা অলঙ্কার পরাইবার জন্য এবং কেহ বা  
পুষ্পমালা পরাইবার নিমিত্ত বরুপরিষ্কর হইয়া উপস্থিত আছেন । ইহারা সকলেই নানা-

\* পুষ্পভূষণনির্মাতাঃ পুষ্পশৃঙ্গারকারিকাঃ ।

নানাবিলাসচতুরা বহু্য এবংবিধাঃ পরাঃ ॥ ৪৫ ॥

নিবন্ধপরিধানীয়া যুবত্যাঃ সকলা অপি ।

দেবীকৃপালেশবশাত্ স্খীকৃতজগজ্জয়াঃ ॥ ৪৬ ॥

এতা দূত্যাঃ স্মৃতা দেব্যঃ শৃঙ্গারমদগৰ্ব্বিতাঃ ।

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

৫ [অনঙ্গরূপা প্রথমা প্যনঙ্গমদনা পরা ।

তৃতীয়া তু ততঃ প্রোক্তা স্তম্ভরী মদনাতুরা ॥ ৪৮ ॥

ততো ভুবনবেগা স্যাদুখা ভুবনপালিকা ।

[স্যাৎ সৰ্বশিশিরানঙ্গবেদনানঙ্গমেখলা ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যুদ্দামসমানাস্র্যঃ কনৎকাঞ্চীগুণাশ্রিতাঃ ।

রগম্ভ্রীরচরণা বহিরন্তরিতন্ততঃ ॥ ৫০ ॥

ধাবমানাস্ত শোভন্তে সৰ্বা বিদ্যুল্লতোপমাঃ ।

কুশলাঃ সৰ্বকার্যেষু বেদ্রহস্তাঃ সমস্ততঃ ॥ ৫১ ॥

অচ্চিদিক্সু তথৈতাসাং প্রাকারাদ্বহিরেব চ ।

সদনানি বিরাজন্তে নানাবাহনহেতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

সৰ্বত্র ভগবত্যা ইতি যোজ্যম্ । ভূষাকারিণাঃ ভগবত্যা যোগ্যভূষাকারিণাঃ । ভূষাধরা ভগবত্যা ভূষাপ্রতিরত্নকরকধরাঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

নিবন্ধপরিধানীয়া ইতি । পরিকরবন্ধা ইত্যর্থঃ । দাসীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৪৬—৪৯ ॥

বিদ্যুদ্দামসমানাস্র্য ইতি । তেজস্বিন্তোহতিচঞ্চলা ইত্যর্থঃ । বহিরন্তরিতন্তত ইতি । বহির্-  
দেদশাদন্তরন্তর্দেগাদ্বহিরেব চ তুর্দিক্সু ধাবমানা ইত্যর্থঃ । দূতীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৫০—৫১ ॥

প্রাকারাদ্বহিরৈর্দেবপ্রাকারাদ্বহিরিত্যর্থঃ । এতা দূতাঃ শারদাতিলকাদিত্যেব ভুবনে-  
স্বর্ঘ্যাবরণে প্রসিদ্ধাঃ । তদ্বক্তৃম্ । পদ্মাবহিঃ সমভ্যচ্যাঃ শক্তয়ঃ পরিচারিকা ইতি ॥ ৫২ ॥

বিলাস পটু ও যুবতী । ইহারা দেবীর অঙ্গুগ্রহকর্ণা লাভ হেতু সমস্ত বিশ্বকেই তৃণ সদৃশ  
বোধ করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ মহারাজ ! এক্ষণে, হাব-ভাব-বিশালগর্ভিত দেবী  
ভগবতীর এই সমস্ত পরিচারিকাগণের নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥ অনঙ্গ-  
রূপা, অনঙ্গমদনা, মদনাতুরা, ভুবনবেগা, ভুবনপালিকা, সৰ্বশিশিরা, অনঙ্গবেদনা ও  
অনঙ্গমেখলা নামে দেবীর আটটি সখী ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ইহারা প্রত্যেকেই বিদ্যুল্লতার  
স্তায় স্তম্ভরী, নানাবিধ ভূষণে ভূষিত এবং সমস্ত কার্যেই দক্ষ । ইহারা বধন দেবীকার্য  
করিবার জন্য বেদ্র হস্তে ইত্যন্ত ধাবমান ইয়া থাকেন, তখন ইহাদিগকে দেখিলেই  
বোধ হয় যেস বিদ্যুল্লতা সকল চমকিত হইতেছে ॥ ৫০—৫১ ॥ প্রাকারের বহির্ভাগে

বজ্রসালাদগ্রভাগে সালো বৈদূর্য্যনির্ম্মিতঃ ।

দশযোজনতুঙ্গোহসৌ গোপূরদ্বারভূষিতঃ ॥ ৫৩ ॥

বৈদূর্য্যভূমিঃ সৰ্ব্বাপি গৃহাণি বিবিধানি চ ।

বীথ্যো রথ্যা মহামার্গাঃ সৰ্ব্বে বৈদূর্য্যনির্ম্মিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

বাণীকূপতড়াগাশ্চ অবন্তীনাং তটানি চ ।

বালুকা চৈব সৰ্ব্বাপি বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিতা ॥ ৫৫ ॥

তত্রাকৃদিক্ষু পরিতো ব্রাহ্মাদীনাঞ্চ মণ্ডলম্ ।

নিজৈর্গণৈঃ পরিবৃতং ভ্রাজতে নৃপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডমাতৃগাং তাঃ সমক্ৰয় ঈরিতাঃ ।

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কোমারী বৈষ্ণবী তথা ॥ ৫৭ ॥

বারাহী চ তথেন্দ্রাণী চামুণ্ডাঃ সপ্ত মাতরঃ ।

অক্ৰমী তু মহালক্ষ্মীর্নাম্না প্রোক্তাস্ত মাতরঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবানাং সমাকারাস্ত তাঃ স্মৃতাঃ ।

জগৎকল্যাণকারিণ্যঃ স্বস্বসেনাসমারূতাঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ ত্রয়োদশং বৈদূর্য্যমণিপ্রাকারমাহ বজ্রসালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৫৩—৫৫ ॥

অস্মিন্ প্রাকারেষ্টদিক্ষু ব্রাহ্মাদ্যষ্টমাতরঃ সম্ভূত্যাহ তত্রাষ্টদিক্ষুতি ॥ ৫৬ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডসংস্থানাং ব্রাহ্মাদীনামেতা ব্রাহ্মাদয়ঃ সমষ্টিভূতা ইত্যাহ প্রতিব্রহ্মা-  
ণ্ডতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যথা ব্রহ্মাদিদেবানামাকারাস্তথৈব তেষাং শক্তীনামপ্যাকারো বোধ্য ইত্যাহ ব্রহ্ম-  
জাদীতি ॥ ৫৯ ॥

টিট্ দিকে এই আট জন সখীর বাসগৃহ এবং তৎসমুদয়ই নানাবিধ বাহন ও অস্ত্রাদি  
রা পরিপূর্ণ ॥ ৫২ ॥

এই হীরকনির্ম্মিত প্রাকারের পরই বৈদূর্য্যমণিচিত্রিত ত্রয়োদশ প্রাকার। ইহার উচ্চতা  
শযোজন। ইহারও চতুর্দিকে গোপূর দ্বার বিদ্যমান আছে ॥ ৫৩ ॥ এতদ্ব্যতীত ভূমি,  
হ, ক্ষুদ্রপথ, রাজপথ, বাণী, কূপ, তড়াগ, নদ, নদী এমন কি বালুকা লগ্নাস্ত বৈদূর্য্যমণি-  
নির্ম্মিত ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ইহার আট দিকে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাগণ নিজ নিজ গণের  
হিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মাতৃকাগণের ইহারাই সমষ্টি-  
রূপ। এক্ষণে, সেই অষ্টমাতৃকার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী,  
কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী নামে অষ্টমাতৃকা ॥ ৫৭—৫৮ ॥  
ইাদের রূপ যথাক্রমে ব্রহ্ম ও রুদ্রাদির স্তায় জানিবে। ইহারাই সকলেই জগতের স্ত-  
চেষ্টায় নিরত থাকিয়া এই স্থানে স্ব স্ব বাহন ও অস্ত্রাদির সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

তৎসালস্ত চতুর্দ্বাষ্ট বাহনানি মহেশিতুঃ ।  
 সজ্জানি নৃপতে । সস্তি সালঙ্কারানি নিত্যশঃ ॥ ৬০ ॥  
 দন্তিনঃ কোটিশো বাহাঃ কোটিশঃ শিবিকাস্থথা ।  
 হংসাঃ সিংহাশ্চ গরুড়া ময়ূরা বৃষভাস্থথা ॥ ৬১ ॥  
 তৈষুক্তাঃ স্তম্ভনাস্তদ্বং কোটিশো নৃপনন্দন ! ।  
 পার্শ্বিগ্রাহসমাযুক্তা ধ্বজৈরাকাশচূষিনঃ ॥ ৬২ ॥  
 কোটিশস্ত বিমানানি নানাচিহ্নান্বিতানি চ ।  
 নানাবাদিত্রযুক্তানি মহাধ্বজযুতানি চ ॥ ৬৩ ॥  
 বৈদূর্য্যমণিসালস্তাপ্যগ্রে সালঃ পরঃ স্মৃতঃ ।  
 দশযোজনভূস্ফোহসাবিস্ত্রনীলাশ্মনির্মিতঃ ॥ ৬৪ ॥  
 তন্মধ্যভূস্তথা বীথ্যো মহামার্গা গৃহাণি চ ।  
 বাপীকূপতড়াগাশ্চ সর্ব্বৈ তন্মণিনির্মিতাঃ ॥ ৬৫ ॥  
 তত্র পদ্মাস্ত সংপ্রোক্তং বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।  
 যোড়শাং দীপ্যমানং হৃদর্শনমিবাপরম্ ॥ ৬৬ ॥

অস্মিন সালে ভগবত্যা বাহনানি নানাবিধানি বসন্তীত্যাহ তৎসালস্তেতি ॥ ৬০—৬১ ॥  
 তৈর্দন্তিসিংহাদিভির্যুক্তাঃ স্তম্ভনা রথা ইত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥  
 অথ চতুর্দশমিস্ত্রনীলমণিপ্রাকারমাহ বৈদূর্য্যমণীতি ॥ ৬৪—৬৫ ॥  
 তস্মিন্ প্রাকারে যোড়শদলঃ পদ্মঃ দেবীমুদ্রাবয়বঃ বিবর্তে ইত্যাহ তত্র পদ্মং  
 ভ্রুতি ॥ ৬৬—৬৮ ॥

এই প্রাকারের চারিটা দ্বারেই জগজ্জননী ভগবতীর নানাবিধ বাহন সকল সজ্জিত থাকে ।  
 ইহার কোন স্থানে কোটি কোটি হস্তী, কোন স্থানে একটি কোটি ঘোড়ক, কোন স্থানে  
 শিবিকা, কোন স্থানে হংস, কোথাও সিংহ, কোথাও গরুড় এবং কোথাও বা ময়ূর ও  
 বৃষভাদি নানাবিধ প্রাণী সৎপ সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৬০—৬১ ॥ এইরূপ কোথাও পূর্ব্বকথিত  
 প্রাণিগণ-সংযোজিত কোটি কোটি রথ সকল, পার্শ্বিগ্রাহ (সহিস্) ও গগনপর্শী স্বর্গ  
 দ্বারসজ্জিত থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৬২ ॥ কোথাও বা নানাবাদিত্রসংযুক্ত, বিপুল  
 ধ্বজবিশিষ্ট নানাবিধ-চিহ্ন-সম্বিত বিমান সকল শ্রেণিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৬৩ ॥  
 মহারাজ ! এই বৈদূর্য্য প্রাকারের পর ইস্ত্রনীলমণি-নির্মিত চতুর্দশ প্রাকার ।  
 ইহারও উচ্চতা দশযোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ ইহার মধ্যস্থ কুশি, গৃহ, পথ,  
 বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি সমস্তই ইস্ত্রনীলমণি-কল্পিত বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫ ॥ পরন্তু,  
 ইহার মধ্যে বহু যোজন বিস্তৃত যোড়শদল একটি পদ্ম দ্বিতীয় হৃদর্শন চক্রেব দ্বার শোভা



তত্র ষোড়শশক্তিানাং স্থানানি বিবিধানি চ ।  
 সর্বোপস্করযুক্তানি সমৃদ্ধানি বসন্তি হি ॥ ৬৭ ॥  
 তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসত্তম ! ।  
 কিরালী বিকরালী চ তথোমা চ সরস্বতী ॥ ৬৮ ॥  
 শ্রীদুর্গোষা তথা লক্ষ্মীঃ শ্রুতিশ্চৈব স্মৃতিধ্বতিঃ ।  
 শ্রদ্ধা মেধা মতিঃ কাস্তিরার্থ্যা ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥ ৬৯ ॥  
 নীলজীমূতসঙ্কশাঃ করবালকরাধুজাঃ ।  
 সমাঃ খেটকধারিণ্যো যুদ্ধোপক্রান্তমানসাঃ ॥ ৭০ ॥  
 সেনান্যঃ সকলা এতাঃ শ্রীদেব্যা জগদীশিতুঃ ।  
 প্রতিব্রজাণ্ডসংস্থানাং শক্তিীনাং নায়িকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭১ ॥  
 ব্রজাণ্ডফোভকারিণ্যো দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ।  
 নানারথসমারূঢ়া নানাশক্তিভিরম্বিতাঃ ।  
 এতৎপরাক্রমং বক্তুং সহস্রাশ্চোহপি ন ক্রমঃ ॥ ৭২ ॥  
 ইন্দ্রনীলমহাসালাদগ্রে তু বহুবিস্তৃতঃ ।  
 মুক্তাপ্রাকার উদিতো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৭৩ ॥

ষোড়শ শক্তয় ইতি । এতা ভুবনেশ্বরীঘনপূজায়াং শারদাতিলকাদিসু স্পষ্টাঃ । তদুক্তং  
 রনাম্যম্ । খড়্গখেটকধারিণ্যঃ স্ত্রীমাঃ পূজ্যাশ্চ মাতরঃ ॥ ৬৯—৭২ ॥  
 অথ পঞ্চদশঃ মুক্তাপ্রাকারমাহ ইন্দ্রনীলমহাসালেতি ॥ ৭৩ ॥

ইতেছে ॥ ৬৬ ॥ তাহার ষোড়শ দলে ভগবতীর ষোড়শ শক্তিগণ স্বদলবলে বাস  
 রিতেছেন ॥ ৬৭ ॥ মহারাজ ! এক্ষণে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম সকল কীর্তন করি-  
 ছি শ্রবণ কর । কারালী, বিকারালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি,  
 ভ, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, কাস্তি ও আৰ্থ্যা নামে ষোড়শ শক্তি সেই পর্ণের ষোড়শদলে  
 প্রমাদ আছেন ॥ ৬৮—৬৯ ॥ ইহাদের সকলেরই নবীন নীরদের স্তায় স্ত্রীস্বৰ্ণ এবং হস্তে  
 টুক ও খড়্গা বিদ্যমান আছে । ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহারা সর্বদাই  
 ক্রিয়াকার জন্ত উৎসুক রহিয়াছেন । মহারাজ ! এই সকল শক্তিগণকে সমস্ত ব্রহ্মা-  
 ণ্ড সম্বাসিত শক্তিগণের নায়িকা এবং জগজ্জননী ভগবতীর সেনানী বলিয়া জানি-  
 ন ॥ ৭০—৭১ ॥ ইহারা দেবীর প্রসাদে গর্জিত হইয়া এবং সতত নানাধিব রথ  
 হনাদি ও শক্তিগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন । রাজন ! এক-  
 ণে ইহাদের পরাক্রমের বিষয় আর কি বলিব, যদি সতত বন্দী হয় তাহা হইলেও  
 ইহাদের পরাক্রমের বিষয় বলিয়া শ্রেয় করিতে পারা যায় না ॥ ৭২ ॥

মধ্যভূঃ পূর্ববৎ প্রোক্তা তন্মধ্যেইকদলান্বজম্ ।

মুক্তামধিগ্ধাকীর্ণং বিস্তৃতস্ত সাকেশরম্ ॥ ৭৪ ॥

তত্র দেবীসমাকারা দেব্যায়ুধধরাঃ সদা ।

সংপ্রোক্তা অষ্টমস্ত্রিণ্যো জগদ্বার্তাপ্রবোধকাঃ ॥ ৭৫ ॥

দেবীসমানভোগান্তা ইঙ্গিতজ্ঞাস্ত পণ্ডিতাঃ ।

কুশলাঃ সৰ্বকারণ্যে স্বামিকার্য্যপরায়ণাঃ ॥ ৭৬ ॥

দেব্যভিপ্রায়বোধস্তাশ্চতুরা অতিসুন্দরাঃ ।

নানাশক্তিসমায়ুক্তাঃ প্রতিব্রুক্ষাণ্ডবর্তিনাম্ ॥ ৭৭ ॥

প্রাণিনাং তাঃ সমাচারং জ্ঞানশক্ত্যা বিদস্তি চ ।

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি মত্তঃ শৃণু নৃপোত্তম ! ॥ ৭৮ ॥

[অনঙ্গকুসুমা প্রোক্তাপানঙ্গকুসুমাতুরা ।

অনঙ্গমদনা তদ্বদনঙ্গমদনাতুরা ॥ ৭৯ ॥

ভুবনপালা গগনবেগা চৈব ততঃ পরম্ ।

[শশিরেখা চ গগনরেখা চৈব ততঃ পরম্ ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীযন্ত্রে বিদ্যমানগঠদলং পদ্মং বিদ্যাতে ইত্যাহ তন্মধ্যেইকদলান্বজমিতি । সাকেশরমিতি পদ্মবিশেষণম্ ॥ ৭৪ ॥

দেবীসমাকারা রক্তবর্ণাঃ । দেব্যায়ুধধরাঃ পাশাঙ্ঘ্রিশবরাভরণধারিণাঃ । জগৎদ্বার্তাপ্রবোধকাঃ এতদ্ব্রুক্ষাণ্ডে ইদং জাতং তস্মিন্ ব্রুক্ষাণ্ডে তজ্জাতমিতি প্রতিব্রুক্ষাণ্ডসংবন্ধিব্যবর্তিনাং বোধকা ইত্যর্থঃ । অমাত্যানাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৭৫—৭৭ ॥

বিদস্তি জ্ঞানস্তি ॥ ৭৮—৮০ ॥

মহারাজ ! এই ইঙ্গনীলমণি-নির্ধিত প্রাকারের পরই দশযোজন দীর্ঘ, বহুযোজন বিস্তৃত মুক্তার প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৭৩॥ ইহার মধ্যস্থিত ভূমি ব্রুক্ষাদি সমস্তই পূর্বের জায় মুক্তানির্ধিত বলিগা জানিবে । এই প্রাকারমধ্যে মুক্তার কেশরাদিযুক্ত একটা অষ্টদল পদ্ম আছে ॥ ৭৪ ॥ সেই পদ্মে দেবীর অষ্ট সচিবসম্মি বাস করেন । তাঁহাদের আকৃতি, আয়ুধ, বেশভূষাও ভোগাদি সমস্তই দেবীর জায় । প্রতি ব্রুক্ষাণ্ডের সমাচার সকল দেবীকে জ্ঞাত করাই তাঁহাদের কার্য্য । তাঁহারা সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিনী ও সমস্ত কার্য্যেই দক্ষা । ইহারা অতিশয় চতুরা এমনই দেবীর হৃদগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই তাঁহাদের কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন । ইহাদের প্রত্যেকেরই অনেকগুলি করিয়া শক্তি আছে, তাঁহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে । ইহারা জ্ঞানশক্তি দ্বারা প্রতি ব্রুক্ষাণ্ডান্তর্গত জীবগণের সমাচার সকল অবগত হইয়া থাকেন । মহারাজ ! এক্ষণে সেই অষ্টসখীগণের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭৫—৭৮ ॥ অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, গগনবেগা, শশিরেখা ও গগনরেখা নামে আট সখী ॥৭৯-৮০॥

পাশাক্ষশবরাভীতিধরা অরুণবিগ্রহাঃ ।

বিশ্বসম্বন্ধিনীং বার্তাং বোধয়ন্তি প্রতিক্রমম্ ॥ ৮১ ॥

মুক্তাশালাদগ্রভাগে মহামারকতোহপরঃ ।

সালোত্তমঃ সমুদ্ভিক্টো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৮২ ॥

নানাসৌভাগ্যসংযুক্তো নানাভোগসমম্বিতঃ ।

মধ্যভূস্তাদৃশী প্রোক্তা সদনানি তথৈব চ ॥ ৮৩ ॥

ষট্কোণমত্র বিস্তীর্ণং কোণস্থা দেবতাঃ শূন্ব ।

পূর্বকোণে চতুর্ভুক্তো গায়ত্রীসহিতো বিধিঃ ॥ ৮৪ ॥

কুণ্ডিকাকুণ্ডাভীতিদণ্ডায়ুধধরঃ পরঃ ।

তদায়ুধধরা দেবী গায়ত্রী পরদেবতা ॥ ৮৫ ॥

বেদাঃ সর্বৈ মূর্তিমন্তঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।

স্মৃতয়শ্চ পুরাণানি মূর্তিমন্তি বসন্তি হি ॥ ৮৬ ॥

অণ ষোড়শং মরকতপ্রাকারমাহ মুক্তাশালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৮২—৮৩ ॥

ষট্কোণমত্রৈতি । অগ্নিন্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীষ্মদ্রাবণং ষট্কোণং বর্ততে ইত্যর্থঃ । তদ্রূপং শারদায়াম্ । পদ্মমণ্ডপং বাহে বৃতং ষোড়ষভির্দলৈঃ । বিলিখেং কর্ণিকামধ্যে ষট্কোণমতিসুন্দরমিতি । পূর্বকোণ ইতি । পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যে প্রাচীতিনিয়মাদেব্যগ্র-ভাগস্তঃ কোণঃ পূর্বকোণশব্দেন গ্রাহ্যঃ । তদহরোধেনৈব ষট্কোণানাং ব্যবস্থা বোধ্যা । তস্মিন্ পূর্বকোণে গায়ত্রীসহিতো ব্রহ্মা বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

কুণ্ডিকা কমণ্ডলুঃ । অক্ষগুণেহক্ষমত্রম্ । অভীরভয়ম্ । তাংহোয়ায়ুধানি গায়ত্র্যাঃ সন্তীত্যাং তদায়ুধধরেতি । তদ্রূপং শারদায়াম্ । ইজ্রকোণে লসদগুণ্ডিকাকুণ্ডাভায়াম্ । গায়ত্রীং পূজয়েন্নজী ব্রহ্মাণমপি তাদৃশমিতি ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মসন্নিধৌ বেদা মূর্তিমন্তঃ সন্তীত্যাং বেদাঃ সর্বৈ ইতি ॥ ৮৬ ॥

ইহঁরা সকলেই অরুণের স্থায় রক্তবর্ণ এবং চারি হস্তে পাশ, অক্ষুশ, বর ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন । ইহঁরা প্রতিক্রমেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মা সকল দেবীকে জ্ঞাত করাইতেছেন ॥ ৮১ ॥

ইহার পরই দশযোজন দীর্ঘ মরকত নির্মিত ষোড়শ প্রাকার । ইহার মধ্যেই ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই পূর্বের স্থায় মরকতমণি দ্বারা নির্মিত । ইহার মধ্যে যাবতীয় সৌভাগ্যকর ভোগ্য বস্তু সকল বিদ্যমান আছে ॥ ৮২—৮৩ ॥ ইহার ছয়টি কোণ, প্রত্যেক কোণেই দেব-সকল বিরাজ করিতেছেন । পূর্বকোণে চতুর্ভুক্ত ব্রহ্মা, কুণ্ড অক্ষমালা অভয় ও দণ্ডাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া গায়ত্রীদেবীর সহিত বাস করিতেছেন । গায়ত্রীদেবী ও ঐ সমস্ত আয়ুধ-নিকর দ্বারা বিভূষিতা আছেন ॥ ৮৪—৮৫ ॥ এই স্থানে সমস্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও

যে বৃক্ষবিগ্রহাঃ সন্তি গায়ত্রীবিগ্রহাশ্চ যে ।

ব্যাহতীনাং বিগ্রহাশ্চ তে নিত্যং তত্র সন্তি হি ॥ ৮৭ ॥

রক্ষঃকোণে শম্ভুচক্রগদাপম্বজকরাশুভ্রা ।

সাবিত্রী বর্ততে তত্র মহাবিশ্বশ্চ তাদৃশঃ ॥ ৮৮ ॥

যে বিশ্ববিগ্রহাঃ সন্তি মৎস্বকৃন্দাদয়োহখিলাঃ ।

সাবিত্রীবিগ্রহা যে চ তে সর্বৈস্তত্র সন্তি হি ॥ ৮৯ ॥

বায়ুকোণে পরশ্বক্ষমালাভয়বরাশ্বিতঃ ।

মহারুদ্রো বর্ততেহত্র সরস্বত্যপি তাদৃশী ॥ ৯০ ॥

যে যে তু রুদ্রভেদাঃ স্যদক্ষিণাশ্চাদয়ো নৃপ ! ।

গৌরীভেদাশ্চ যে সর্বৈ তে তত্র নিবসন্তি হি ॥ ৯১ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যাগমা যে চ যে চাত্তোহপ্যাগমাঃ স্মৃতাঃ ।

তে সর্বৈ মূর্ত্তিমন্তশ্চ তত্র বৈ নিবসন্তি হি ॥ ৯২ ॥

অগ্নিকোণে রত্নকুম্ভং তথা মণিকরগুপ্তম্ ।

দধানো নিজহস্তাভ্যাং কুবেরো ধনদায়কঃ ॥ ৯৩ ॥

নানাবীথিসমায়ুক্তো মহালক্ষ্মীসমশ্বিতঃ ।

দেব্যা নিধিপতিস্থাস্তে স্বগুণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৯৪ ॥

বৃক্ষবিগ্রহা বৃক্ষগোহবতারাঃ ॥ ৮৭—৯০ ॥

দক্ষিণাশ্চাদয়ো দক্ষিণামূর্ত্তিপ্ৰভৃতয়ঃ । গৌরীভেদাঃ পার্শ্বত্যাগবতারাঃ ॥ ৯১—৯৩ ॥

নিধিপতির্দেব্যা ধনপতিঃ ॥ ৯৪—৯৯ ॥

নানাবিধ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন ॥ ৮৬ ॥ এই বৃক্ষাণ্ড মধ্যে বৃক্ষা, গায়ত্রী ও ব্যাহতিগণের যাবতীয় অবতার আছে, তাঁহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৮৭ ॥ ইহার নৈঋত্বে কোণে শম্ভুচক্রগদাপম্বজারী (মহাবিশ্ব) শম্ভুচক্রগদাপম্বজারিণী (সাবিত্রী) সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥ অত্র বৃক্ষাণ্ডমধ্যে যাবতীয় সাবিত্রীর অবতার এবং মৎস্বকৃন্দ প্রভৃতি বিশ্বর অবতার সকল আছে, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥ ইহার বায়ুকোণে, পরশ্ব, অক্ষমালা, অভয় ও বরধারী, মহারুদ্র, তাদৃশ-রূপধারিণী সরস্বতীর সহিত বিদ্যমান আছেন ॥ ৯০ ॥ সমস্ত বৃক্ষাণ্ডমধ্যে দক্ষিণাশ্চ প্রভৃতি যে সকল রত্নাবতার এবং গৌরী প্রভৃতি যে সকল পার্শ্বতীর অবতার আছেন, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯১ ॥ অগ্নিচ্ছ (চতুঃষষ্টি আগম) এবং অস্তোত্ত নিখিল (তন্ত্র) সকল মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯২ ॥ ইহার অগ্নিকোণে ভগবতীর নিধিপতি, ধনদায়ক কুবের নানাবিধ বীথিকায়

বারুণে তু মহাকোণে মদনো রত্নিসংযুতঃ ।  
 পাশাঙ্কুশধরো নৃত্যঃ বিরাজতে ॥ ৯৫ ॥  
 শৃঙ্গারো মূর্তিবন্তস্ত তত্র সমিহিতাঃ সদা ॥ ৯৬ ॥  
 ঈশানকোণে বিঘ্নেশো নৃত্যঃ পুষ্টিসমম্বিতঃ ॥  
 পাশাঙ্কুশধরো বীরো বিঘ্নহর্তা বিরাজতে ॥ ৯৭ ॥  
 বিভূতয়ো গণেশশ্চ যা যাঃ সন্তি নৃপোত্তম ! ।  
 তাঃ সর্বা নিবসন্ত্যত্র মহৈশ্বর্য্যসমম্বিতাঃ ॥ ৯৮ ॥  
 প্রতিব্রজাণ্ডসংস্থানাং ব্রজাদীনাং সমষ্ঠয়ঃ ।  
 এতে ব্রজাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৯৯ ॥  
 মহামারকতন্ত্রাগ্রে শতযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 প্রবালমালোহিত্যপরাঃ কুঙ্কমারুণবিগ্রহঃ ॥ ১০০ ॥  
 মধ্যভূতাদৃশী প্রোক্তা সদনানি চ পূর্ববৎ ।  
 তন্মধ্যে পঞ্চভূতানাং স্বামিন্যঃ পঞ্চ সন্তি চ ॥ ১০১ ॥  
 ছল্লোপা গগনা রক্তা চতুর্থী তু করালিকা ।  
 মহোচ্ছ্রা পঞ্চমী চ পঞ্চভূতসমপ্রভাঃ ॥ ১০২ ॥

অথ সপ্তদশঃ প্রবালপ্রাকারমাহ । মহামারকতন্ত্রাগ্রে ইতি ॥ ১০০ ॥

পঞ্চভূতানাং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং নামিকাঃ ॥ ১০১—১০৩ ॥

পরিবেষ্টিত থাকিয়া রক্তকুন্ত ও মণিকরওকা ধারণ পূর্বক মহালক্ষ্মী ও স্বর্ণণের সহিত  
 অবস্থিত করিতেছেন ॥ ৯৩—৯৪ ॥ ইহার পশ্চিম কোণে পাশাঙ্কুশধরুর্বাণধারী মদন  
 রত্নির সহিত নৃত্য বিদ্যমান আছেন । তাঁহার যাবতীর শৃঙ্গারাদি পারিহাস্য সকলও এই  
 স্থানে মূর্তিমান হইয়া অবস্থিত করিতেছে ॥ ৯৫—৯৬ ॥ ইহার ঈশান কোণে পাশাঙ্কুশ-  
 ধারী, মহাবীর, বিঘ্ননাশন, গণপতি পুষ্টিদেবীর সহিত নৃত্য বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯৭ ॥  
 মহারাজ ! নিখিল ব্রজাওমধ্যে বিঘ্নরাজের যে যে বিভূতি সকল বিদ্যমান আছে,  
 তৎসমস্তই এই স্থানে বর্তমান ॥ ৯৮ ॥ আর অধিক কি বলিব, আমি যে সকল দেবদেবীর  
 কথা উল্লেখ করিলাম, সেই ব্রজাদি দেবতা সকলকে প্রতি ব্রজাওজগত ব্রজাদির সমষ্টি  
 বলিয়া জানিবে । ইহারা সকলেই স্বয়ং স্থানে অবস্থান করত শ্রীজগদীশ্বরী ভগবতীর  
 আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৯৯ ॥

মহারাজ ! এই মরুভূতনির্মিত প্রাকারের পরই প্রবালনির্মিত সপ্তদশ প্রাকার  
 বিদ্যমান আছে । উহা শতযোজন দীর্ঘ এবং কুঙ্কমের স্তম্ভ রক্তবর্ণ ॥ ১০০ ॥ পূর্বের স্তম্ভ  
 ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই প্রবাল নির্মিত বলিয়া জানিবে । ইহার মধ্যে ছল্লোপা,

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধারিণ্যোহমিতভূষণাঃ ।

দেবীসমানশ্রীশাট্য। নবযৌবনগর্বিতাঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রবালসালাদগ্রে তু নবরত্নবিনির্মিতঃ ।

বহুযোজনবিস্তীর্ণো মহাসালোহস্তি ভূমিপ ! ॥ ১০৪ ॥

তত্র চান্নায়দেবীনাং সদনানি বহুত্মপি ।

নবরত্নময়ান্বেব তড়াগাশ্চ সরাংসি চ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীদেব্য। যেহবতারাঃ স্যুস্তে তত্র নিবসন্তি হি ।

মহাবিদ্যামহাভেদাঃ সন্তি তত্রৈব ভূমিপ ! ॥ ১০৬ ॥

নিজাবরণদেবীভিনির্জভূষণবাহনৈঃ ।

সর্বদেব্যো বিরাজন্তে কোটিসূর্যাসমপ্রভাঃ ॥ ১০৭ ॥

সপ্তকোটিমহামন্ত্রদেবতাঃ সন্তি তত্র হি ।

নবরত্নময়াদগ্রে চিস্তামণিগৃহং মহৎ ॥ ১০৮ ॥

অথাষ্টাদশং নবরত্নপ্রাকারমাহ প্রবালসালাদগ্রে ইতি ॥ ১০৪ ॥

আন্নায়দেবীনামিতি । পূর্বান্নায়পশ্চিমান্নায়দক্ষিণান্নায়োত্তরান্নায়োর্ধ্বান্নায়দেবতা আগমে  
প্রসিদ্ধান্তাসাং দেবতানাং স্থানানি তত্র সস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীভগবত্যা যেহবতারা গৃহীতা দৈত্যনাশার্থং তজ্জাহ্নুগ্রহার্থঞ্চ তেহপি তন্নিম্নেব  
প্রাকারে বসন্তীত্যাহ শ্রীদেব্য। ইতি । তে চ পাশাঙ্কুশেখরী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-কপাল-  
ভুবনেশ্বরী-অঙ্কুশভুবনেশ্বরী-প্রমাদভুবনেশ্বরী-শ্রীক্ৰোধভুবনেশ্বরী ত্রিপুটাখ্যাক্ষতা-নিত্যক্লিন্নান্ন-  
পূর্ণাঙ্গুরিতাদয়ো ভুবনেশ্বর্যবতারা ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধাঃ । মহাবিদ্যা-  
মহাভেদা ইতি । কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শীত্যাদয়ো দশ মহাবিদ্যাস্তাসাং যে  
মহাভেদা অবতারান্তেহপি তত্র প্রাকারে বসন্তীত্যর্থঃ । দশ মহাবিদ্যা মহাবিদ্যাবতারাশ্চ  
সস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৬—১০৭ ॥

অথ মুখ্যং দেবীসদনমাহ নবরত্নময়াদগ্রে ইতি ॥ ১০৮ ॥

গগনা, রক্তা, করালিকা এবং মহোচ্ছ্রাণ্যামে পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী পাঁচ জন দেবী বাস  
করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে যিনি যে ভূতের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার তদনুরূপ দেহকান্তি ।  
ইহারা সকলেই যৌবনযুগে গর্ভিতা এবং চতুর্ভুজে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অন্তর ধারণ  
করত দেবীর সদৃশ বেশভূষায় ভূষিত থাকিয়া, বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০১—১০৩ ॥

ইহার পরই নবরত্ননির্মিত বহুযোজনবিস্তৃত (অষ্টাদশ প্রাকার) মহারাজ ! এই প্রাকার-  
রকে অত্রোক্ত প্রাকার হইতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ বলিয়া জানিবেন ॥ ১০৪ ॥ এই স্থানের চতু-  
র্দিকেই আন্নায়াদিষ্টাত্রী, দেবীগণের নবরত্ননির্মিত অসংখ্য গৃহ, তড়াগ ও সরোবর প্রভৃতি  
বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১০৫ ॥ শ্রীদেবীর যে সকল কালীতারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এবং  
তাঁহাদের যে সকল স্তবতারা আছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ আবরণ, বাহন ও ভূষণের  
সহিত এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১০৬—১০৭ ॥ অধিকন্ত, এই প্রাকার মধ্যে সূর্য্য-

তত্রত্যং বস্তুমাত্রস্তু চিন্তামণিবিনির্মিতম্ ।

সূর্য্যোদ্যারোপলৈস্তদ্বচ্ছন্দোদ্যারোপলৈস্তথা ॥ ১০৯ ॥

বিদ্যুৎপ্রভোপলৈঃ স্তম্ভাঃ কল্পিতাস্তু সহস্রশঃ ।

যেষাং প্রভাভিরস্তস্বং বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
পদ্মরাগাদিমণিনির্মিতপ্রাকারবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

তত্র চিন্তামণিগৃহস্তম্ভমাং সূর্য্যোদ্যারোপলৈরিতি । সূর্য্যসমানকাস্তিমূলিরস্তি বসন্তি  
তে সূর্য্যোদ্যারোপলৈঃ যেষাং উপলঃ পাষাণাঃ সূর্য্যসমানকাস্তিরস্তেস্তথা চন্দ্রোদ্যারোপলৈ-  
শ্চন্দ্রসমানকাস্তিপাষাণৈস্তথা বিদ্যুৎপ্রভপাষাণৈশ্চ চিন্তামণিগৃহে সহস্রশঃ স্তম্ভাঃ কল্পিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ইতি । একবিদ্যাদর্শনে নেত্রাঙ্কাঃ ভবতি কিং পূমরনেকবিদ্যুৎ-  
সমকাস্তিসহস্রস্তম্ভদর্শনে ইত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সদৃশ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট সপ্তকোটি মহাসিদ্ধাসিদ্ধাঙ্গী দেবীগণও অবস্থান করিতেছেন । মহা-  
রাজ ! এই প্রাকারটীর পরই চিন্তামণিনির্মিত দেবীর মুখা প্রাসাদ । ইহার মধ্যস্থিত সমস্ত  
বস্তুই চিন্তামণি-বিনির্মিত । এই প্রাসাদমধ্যে শত সহস্র স্তম্ভ সকল বিদ্যমান আছে ।  
তাহার মধ্যে কোনটী সূর্য্যকাস্তমণি দ্বারা, কোনটী চন্দ্রকাস্তমণি দ্বারা এবং কোনটী বা  
বিদ্যুৎকাস্তমণি দ্বারা নির্মিত । রাজন ! এই সকল স্তম্ভের প্রভা এতদূর প্রবল যে, ইহা  
দ্বারা প্রাসাদমধ্যস্থ কোনও পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না ॥ ১০৮—১১০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে পদ্মরাগাদিমণিনির্মিত প্রাকারবর্ণন

নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

~~~~~

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তদেব দেবীসদনং মধ্যভাগে বিরাজতে ।

সহস্রস্তম্ভসংযুক্তাশ্চত্বারস্তেষু মণ্ডপাঃ ॥ ১ ॥

শৃঙ্গারমণ্ডপশ্চৈকো মুক্তিমণ্ডপঃ এব চ ।

জ্ঞানমণ্ডপসংজ্ঞস্তু তৃতীয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২ ॥

একান্তমণ্ডপশ্চৈব চতুর্থঃ পরিকীর্তিতঃ ।

নানাবিতানসংযুক্তা নানাদুপৈস্ত ধূপিতাঃ ॥ ৩ ॥

কোটীসূর্য্যসমাঃ কাস্ত্যা ভ্রাজন্তে মণ্ডপাঃ শুভাঃ ।

তন্মণ্ডপানাং পরিতঃ কাস্মীরবনিকা স্মৃতা ॥ ৪ ॥

মল্লিকাকুন্দবনিকা যত্র পুঙ্কলকাঃ স্থিতাঃ ।

অসংখ্যাতা যুগমদৈঃ পুরিতাস্তৎস্রবা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

ত্রিসপ্ততিমহাপদ্যোক্তিস্তামণিগৃহস্য হি ।

কৃতা তু বর্ণনঃ সমাক্ দেবী ধ্যানসিহোচ্যাত ॥

অথ চিস্তামণিগৃহং বর্ণয়তি তদেব দেবীসদনমিতি । সৰ্ব্বষোড়শদলাষ্টদলষট্ কোণ-
মধ্যে যচ্চিস্তামণিগৃহং বিন্দুস্থানভূতং তদেব দেবীসদনং মূলপ্রকৃতেদেব্যাস্তদেব স্থানং
তত্র চত্বারো মণ্ডপাঃ সন্তীত্যাং সহস্রস্তম্ভেতি ॥ ১ ॥

মণ্ডপনামাত্মাহ । শৃঙ্গারমণ্ডপ ইতি । তত্র সহস্রস্তম্ভযুক্ত একো মণ্ডপ এব চতুর্দিক্
চত্বারো মণ্ডপাঃ । তত্র সহস্রশব্দোহসংখ্যাপর্য্যায়ঃ । অসংখ্যস্তম্ভাঃ সন্তীত্যর্থঃ । সভায়া
অতিবিস্তীর্ণত্বাৎ ॥ ২—৩ ॥

তন্মণ্ডপানামিতি । চতুর্গাং মণ্ডপানাং পরিত উভয়ত একা কাস্মীরবাণিকা দ্বিতীয়া
মল্লিকাবনিকা তৃতীয়া কুন্দবনিকাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বাস্তবণিকাস্থ বাটীষু অসংখ্যাতাঃ পুঙ্কলকা গন্ধমৃগামৃগমদপুরিতাস্তৎস্রাবিগচ্চ সন্তী-
ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! পূর্বেকৃত রত্নগৃহটিকেই মূল প্রকৃতির(মুখ্য
গৃহ)রপিয়া জানিবে। ইহা অত্যন্ত সমস্ত প্রাকারের মধ্যবর্তী। ইহাতে শৃঙ্গারমণ্ডপ,
মুক্তিমণ্ডপ, জ্ঞানমণ্ডপ ও একান্তমণ্ডপ নামে শত সহস্র স্তম্ভ বিস্তীর্ণ চারিটী মণ্ডপ
আছে। ইহাদের উপরিভাগে নানা বর্ণের বিতান সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যভাগ
নানাবিধ ধূপাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুগন্ধিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের শোভা কোটি
সূর্য্য সদৃশ তেজঃপূর্ণবিশিষ্ট। এই মণ্ডপচতুষ্টয়ের চতুর্দিকে কাস্মীর, মল্লিকাপুষ্প ও কুন্দ
পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। ইহার মধ্যে যুগমদ প্রভৃতি নানাবিধ নৌগন্ধ দ্রব্য সকল

মহাপদ্মাটবী তদ্বদ্রসোপাননির্মিতা ।

স্বধারসেন সংপূর্ণা গুণসমুদ্ভূততা ॥ ৬ ॥

হংসকারণবাকীর্ণা গন্ধপূরিতদিক্টিটা ।

বনিকানাং স্বগন্ধৈস্ত মণিদ্বীপং স্থাসিতম্ ॥ ৭ ॥

শৃঙ্গারমণ্ডপে দেব্যা গায়ন্তি বিবিধৈঃ স্বরৈঃ ।

সভাসদো দেববরী মধ্যে শ্রীজগদম্বিকা ॥ ৮ ॥

মুক্তিমণ্ডপমধ্যে তু মোচয়ত্যনিশং শিবা ।

জানোপদেশং কুরুতে তৃতীয়ে নৃপ ! মণ্ডপে ॥ ৯ ॥

চতুর্থমণ্ডপে চৈব জগদ্রক্ষাবিচিন্তনম্ ।

মস্ত্রীগীসহিতা নিত্যং করোতি জগদম্বিকা ॥ ১০ ॥

মণ্ডপচতুষ্টয়েভ্যভাগেহপি মহাপদ্মাটবী বর্ততে তাং বর্ণয়তি মহাপদ্মাটবীতি ॥ ৬ ॥

এতদ্বনিকানাং বাটিকানাং স্বগন্ধেন সৰ্ব্বমপি মণিদ্বীপং বাসিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্র শৃঙ্গারমণ্ডপস্থকৃত্যমাহ শৃঙ্গারমণ্ডপে দেব্য ইতি । শৃঙ্গারমণ্ডপে দেবী মধ্যাসিংহাসনে তিষ্ঠতি মণিদ্বীপবাসিনো দেববরাঃ পূৰ্ণোক্তাঃ সৰ্ব্বৈঃ সভাসদঃ সন্তি দেব্যা দেবাসনা বশিষ্ঠাদয়শ্চ সৰ্ব্বা অপ্সরশ্চ দেবীপুত্রতো গায়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মুক্তিমণ্ডপে তু সৰ্ব্বান প্রতিব্রজ্যাবর্তিনো ভক্তান্ মোচয়তি । চতুর্দিশাং মুক্তিং দদাতীত্যাহ মুক্তিমণ্ডপেতি । তৃতীয়মণ্ডপে ভক্তভ্যো জানোপদেশং করোতীত্যাহ জানোপদেশমিতি ॥ ৯ ॥

চতুর্থমণ্ডপস্থং কৃত্যমাহ চতুর্থমণ্ডপে চৈবেতি । মস্ত্রীগীসহিতেতি । মস্ত্রিণাঃ পূৰ্ণোক্তা অনঙ্গকুসুমাদ্যা অষ্টদলস্থাঃ শঙ্করস্তাভিঃ সহিতা জগদ্রক্ষাবিচিন্তনং করোতীত্যর্থঃ । মহারাজস্বভাব এবায়ম্ ॥ ১০ ॥

পরিপূর্ণ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ১—৫ ॥ এইরূপ সেই স্থানে একটা অতি দীর্ঘ পদ্মাকর আছে, তাহার সোপানশ্রেণী রত্নদ্বারা নির্মিত এবং সলিলরাশি স্বধারসম্বারা পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে অসংখ্য প্রক্ষুটিত পদ্মের উপর ভ্রমরগণ সততই গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৬ ॥ হংস কারণবাকীর্ণ প্রভৃতি পক্ষি সকল ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ; চতুর্দিক পদ্মগন্ধ দ্বারা আমোদিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ তদ্রস্ব নানাবিধ স্বগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সমস্ত মণিদ্বীপটাই স্থাসিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ শৃঙ্গারমণ্ডপে ভগবতী মধ্যস্থিত আসনোপরি উপবেশন করিয়া সভাসদ দেবগণের সহিত দেবীগণের নানাবিধ স্বরসম্বিত সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ এইরূপ মুক্তিমণ্ডপে উপবেশন করিয়া জীবগণকে মুক্ত করেন, জ্ঞানমণ্ডপে বসিয়া সকলকে জানোপদেশ দেন এবং চতুর্থ একাম্রমণ্ডপে বসিয়া পূৰ্ণোক্ত অনঙ্গকুসুমাদি সচিব সখীগণের সহিত জগতের পালনাদি বিষয়ের সম্বধান করেন ॥ ৯—১০ ॥

চিন্তামণিগৃহে রাজহস্তিত্বাক্ষকৈঃ পরৈঃ ।

সোপানৈর্দশভির্ভুক্তো মঞ্চকোহপ্যধিরাজতে ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।

এতে মঞ্চখুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্ত সদাশিবঃ ॥ ১২ ॥

তন্তোপরি মহাদেবো ভুবনেশো বিরাজতে ।

যা দেবী নিজলীলার্থং দ্বিধাভূত্বা বভূব হ ॥ ১৩ ॥

সৃষ্ট্যাদৌ তু স এবায়ং তদর্কাদঙ্গো মহেশ্বরঃ ।

কন্দর্পদর্পনাশোদ্যৎকোটিকন্দর্পস্থন্দরঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চবক্ত্ত্রিনেত্রশ্চ মণিভূষণভূষিতঃ ।

হরিণাভীতিপরশূন বরঞ্চ নিজবাছভিঃ ॥ ১৫ ॥

দধানঃ ষোড়শাঙ্কোহসৌ দেবঃ সর্বৈশ্বরো মহান্ ।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ ॥ ১৬ ॥

মুখাদেবীস্থানমাহ চিন্তামণিগৃহে ইতি । শক্তিতত্ত্বাক্ষকৈরিতি । শক্তিতত্ত্বানি মূল-
প্রকৃতেভূবনেশ্বর্যাস্তত্বানি দশসংখ্যানি । তদুক্তং শারদায়াং নিরুত্তাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ
ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ । নাদঃ শক্তিঃ সদাপুরীঃ শিবশ্চ প্রকৃতের্কিঁদুরিতি । তানি চ
দশশক্তিতত্ত্বানি সোপানরূপাণি শ্রেণীরূপাণি অত্যাচমক্ষেহধিরোহনার্থং স্থিতানি তৈর্দশভিঃ
সোপানৈর্ভুক্তো মঞ্চকো বক্ষ্যমাণো বিরাজত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মঞ্চকশ্বরূপমাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চেতি । ব্রহ্মাদয়শ্চত্বারো মঞ্চকখুরাঃ । সদাশিবস্ত ফলক-
স্থানীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্ মঞ্চে ভুবনেশ্বরো মহাদেবো বিরাজতে । কোহসৌ ভুবনেশ্বর ইতি চেত্তজ্ঞাহ
যা দেবীতি । নিজলীলার্থং যোগ্যনিজদেহাঙ্গরূপজীড়ার্থং সৃষ্ট্যাদৌ স্বয়ং ভগবতী দ্বিধা
ভূতা বভূব তদক্ষিণাঙ্কভাগোহয়ং ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ । একৈব সাম্যাবস্থায়ামাশবলব্রজ-
রূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরী ভুবনেশ্বররূপেণ প্রাপ্তব্রভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কন্দর্পস্ত যঃ সৌন্দর্য্যদর্পস্তরাশনে উদ্যস্ত উৎপূরা যে কোটিকন্দর্পান্তবৎ স্থন্দরো
ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ । অতুতোপমেষম্ । নিরতিশয়সৌন্দর্য্যবানিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

মহারাজ ! এক্ষণে শ্রীদেবীর মুখ্য গৃহের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ভগবতীর
মুখ্য প্রাসাদের নাম চিন্তামণি গৃহ । ইহার মধ্যে দেবীর বসিবার মঞ্চক বিদ্যমান আছে ।
দশটি শক্তিতত্ত্বই এই মঞ্চকের সোপানশ্রেণী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও মহেশ্বর ইহা চারটি
পাদ এবং সদাশিব ইহার উপরিস্থ ফলক ॥ ১১—১২ ॥ ইহার উপরেই স্বয়ং ভুবনেশ্বর বিরাজ
করিতেছেন । মহারাজ ! এই ভুবনেশ্বরের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর । দেবী
ভগবতী সৃষ্টির পূর্বে জীড়া করিতে মানস করিয়া নিম্ন অলকে ছই ভাগে বিভক্ত করতঃ
(দক্ষিণাঙ্ক হইতে এই ভুবনেশ্বরের সৃষ্টি) করিয়াছিলেন । ইহার পাঁচটি মুখ এবং প্রত্যেক
মুখে তিন চিত্রটি করিয়া নেত্র । ইহার চারটি হস্ত এবং এক একটা হস্তে যথাক্রমে মৃগ;

শুদ্ধক্ষটিকসংকাশস্ত্রিনেত্রঃ শীতলদ্যুতিঃ ।

বামাঙ্কে সন্নিমগ্নাস্ত দেবী শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ১৭ ॥

শ্রাম্ [নবরত্নগণাকীর্ণকাক্ষীদামবিরাজিতা ।

তপ্তকাঞ্চনসম্ভবদৈর্ঘ্যাক্ষদভূষণা ॥ ১৮ ॥

কনচ্ছীচক্রতাটকবিটকবদনাম্বুজা ।

ললাটকাস্তিবিভববিজিতার্কসুধাকরা ॥ ১৯ ॥

বিস্ফাস্তিতিরস্কারিরদচ্ছদবিরাজিতা ।

লসৎকুঙ্কুমকস্তুরীতিলকোদ্ভাসিতাননা ॥ ২০ ॥

দিব্যচূড়ামণিস্ফারচঞ্চলকসূর্য্যাকা ।

উদ্যৎকবিসমস্বচ্ছনাসাভরণভাসুরা ॥ ২১ ॥

ত্রিনেত্র ইতি । প্রাতিবক্তঃ ত্রিনেত্র ইত্যর্থঃ । তস্ত ভুবনেশ্বরস্ত বামাঙ্কে শ্রীভুবনেশ্বরী
বিরাজতে ইত্যাহ বামাঙ্ক ইতি ॥ ১৭ ॥

তাং বর্ণয়তি নবরত্নেতি । নবরত্নগণাকীর্ণং যৎকাক্ষীদামকটিসূত্রং তেনাবিতা । তপ্ত-
কাঞ্চনে সম্ভাঃ খচিতা য়ে বৈদৈর্ঘ্যমণয়স্তদ্যুক্তমদগং ভূষণং বাহুভূষণং যন্তাঃ সা ॥ ১৮ ॥

কনকীপ্যমানং শ্রীচক্রং তদাকারং যন্তাটকং কর্ণভূষণং তেন বিকটং স্তম্ববৎ বদনাম্বুজং
যন্তাঃ সা ললাটকাস্তিবিভবেন বিজিতোহর্কসুধাকরোহর্কচন্দ্রো যন্তাঃ সা যয়া সোতিবা ।
অষ্টমীচন্দ্রবিশদৃশললাটবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিস্ফাস্তেস্তিরস্কারি যদ্রদচ্ছদমোষ্টপুটেন্তেন বিরাজিতা ॥ ২০ ॥

দিন্যো যশ্চূড়ামণিঃ শিরোভূষণং ভস্মিন্ স্ফারো বিস্তীর্ণো চঞ্চলকসূর্য্যাকো যন্তাঃ ।
চন্দ্রকসূর্য্যাকাবিভ্যন্ত্রেবেপ্রতিকৃতাবিত কন্ । রত্ননির্মিত-চন্দ্রসূর্য্য-সম্বন্ধচূড়ামণিভূষণ-
বিরাজিতেত্যর্থঃ । উদান্ যঃ কবিঃ শুক্রনক্ষত্রং তেন সমং স্বচ্ছং যগ্নাসাভরণং তেন
ভাসুরা ॥ ২১ ॥

অভয়, পরত্ব ও বর ধারণ করিয়া আছেন । ইহাকে দেখিতে ষোড়শ বর্ষের ছায় । ইহার
অঙ্গকাস্তি কোটি কন্দর্প হইতেও মনোহর এবং কোটি সূর্য্য হইতেও তেজঃশালী, পরন্তু
কোটি চন্দ্রের ছায় সুশীতল । ইহার বর্ণ শুদ্ধ ক্ষটিকের ছায় শুভ্র, ইহারই বামাঙ্কে শ্রীভুবনে-
শ্বরী দেবী সততই উপবিষ্টা আছেন ॥ ১৩—১৭ ॥ এই ভুবনেশ্বরী দেবীর কাক্ষীদাম নানা-
বিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিত ; অঙ্গদভূষণ বৈদৈর্ঘ্যমণি-খচিত-তপ্তস্বর্ণনির্মিত ; কর্ণভূষণ শ্রীচক্র
সদৃশ অতিশয় মনোহর এবং তাহার দ্বারা বদনকমলের অতিশয় শোভা বিস্তার হইয়াছে ;
তাঁহার ললাট শোভা অষ্টমীর চন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছে ; ওষ্ঠাধরের কাস্তি অগ্নিকৃষ্ণ
কলকে পরাজয় করিয়াছে ; মুখমণ্ডল কুঙ্কুম ও কস্তুরী দ্বারা রচিত তিলক দ্বারা উদ্ভাসিত
হইতেছে ; চূড়ামণি রত্ননির্মিত চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা শোভা বিস্তার করিতেছে ; নাসিকা-
লঙ্কার শুক্রসদৃশ স্বচ্ছ মণি দ্বারা নির্মিত বলিরা অতি মনোহর কাস্তি বিকাশ করিতেছে ;
কণ্ঠপ্রদেশ বহুমণি-খচিত চিত্রাকৃষ্ণ দ্বারা শোভা পাইতেছে ; তাঁহার স্তনদেশ কপূর

চিস্তাকলম্বিতস্বচ্ছমুক্তাণ্ডচ্ছবিরাজিতা ।

পটীরপঙ্ককপূরকুঙ্কমালঙ্কতন্তনী ॥ ২২ ॥

বিচিত্রবিবিধাকল্পা কনুমস্কাশকঙ্করা ।

দাডিমীফলবীজাভদন্তপংক্তিবিরাজিতা ॥ ২৩ ॥

অনর্ঘ্যরত্নঘটিতমুকুটাক্ষিতমস্তকা ।

মন্তালিমালাবিলসদলকাট্যমুখামুজা ॥ ২৪ ॥

কলঙ্ককার্শ্যনিমুক্তশরচ্ছন্দ্রনিভাননা ।

জাহ্নবীসলিলাবর্তশোভিনাভিবিভূষিতা ॥ ২৫ ॥

মাণিক্যশকলাবন্ধমুদ্রিকাস্থলিভূষিতা ।

পুণ্ডরীকদলাকারনয়নত্রয়সুন্দরী ॥ ২৬ ॥

কল্লিতাচ্ছমহারাগপদ্মরাগোজ্জ্বলপ্রভা ।

রত্নকিঙ্কণিকায়ুক্তরত্নকঙ্কণশোভিতা ॥ ২৭ ॥

মণিমুক্তাসরাপারলসংপদকসমুত্তিঃ ।

রত্নাস্থলিপ্রবিততপ্রভাজাললসংকরা ॥ ২৮ ॥

কপুৎকীণ্ডম্বিতাপারনানারত্নততিদ্ব্যতিঃ ।

মল্লিকামোদিধম্লিমল্লিকালিসরাবৃত্তা ॥ ২৯ ॥

চিস্তাকং কণ্ঠভূষণবিশেষস্তম্ভিন লবিতো যঃ স্বচ্ছমুক্তাণ্ডচ্ছন্তেন বিরাজিতা ॥ ২২—২৪ ॥

কলঙ্ককার্শ্যাত্যাং নিমুক্তো যঃ শরচ্ছন্দ্রস্তম্ভিমাননঃ যন্তাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

কল্লিতঃ শাণঘর্ষণেন সম্পাদিতোহচ্ছমহারাগো যন্ত তাদৃশো যঃ পদ্মরাগস্তব্ধজ্জ্বলা
প্রভা যন্তাঃ সা । কিঙ্কণিকা ক্ষুদ্রঘটিকা ॥ ২৭ ॥

মণিমুক্তাসরেষু মণিমুক্তামালাসু বিদ্যমানা অপরা অমৌল্যা লসংপদকসমুত্তির্যন্তাঃ
সা ॥ ২৮ ॥

মল্লিকারা আমোদী যো ধম্লিতস্তম্ভিন্ বা মল্লিকা মল্লিকামালা তন্তাং বোহলিসরো
ভ্রমরপংক্তিপ্তেনাম্বিতা ॥ ২৯ ॥

কুঙ্কমাদি দ্বারা রঞ্জিত রহিয়াছে ; কঙ্করদেশ বিচিত্র কারুকার্যপচিত শঙ্কর ভ্রায় বিকাশ
পাইতেছে ; তাঁহার দন্তপংক্তি সকল অপর দাড়িমী ফলের ভ্রায় ; শিরোদেশ মহামূল্য
রত্ননির্মিত মুকুট দ্বারা পরিশোভিত ; বদনকমল মন্ত ভ্রমরসদৃশ অলঙ্কা দ্বারা বিরাজিত
এবং কলঙ্করহিত পূর্ণচন্দ্রের ভ্রায় মনোহর ; নাভিদেশ ভাগীরথীর আবর্তের ভ্রায়
শোভিত ; অস্থলি সকল মণিমাণিক্য-খচিত অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত ; তাঁহার পদ্মপত্রের
ভ্রায় মনোহর তিনটি নেত্র ; অঙ্গপ্রভা শাণঘোষিত পদ্মরাগ মণি তুল্য উজ্জ্বল বর্ণ ;
তাঁহার রত্ন কঙ্কণ সকল রত্নকিঙ্কণ দ্বারা পরিশোভিত ; তাঁহার অগন্ধারহিত পদক

স্তব্ধনিবিড়োত্তুঙ্গকূচভারালসা শিবা ।
 বরপাশাকুশাভীতিলসদ্বাহচতুষ্ঠয়া ॥ ৩০ ॥
 সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা স্তুম্বারাস্তরল্লরী ।
 সৌন্দর্য্যধারাসর্বস্বা নিকর্য্যাজকরুণাময়ী ॥ ৩১ ॥
 নিজসংলাপমাধুর্য্যবিনির্ভৎসিতকচ্ছপী ।
 কোটিকোটিরবীন্দনাং কাস্তিং যা বিদ্রুতী পরা ॥ ৩২ ॥
 নানাসখীভির্দাসীভিস্তথা দেবাস্তনাদিভিঃ ।
 সর্বাভিদেবতাভিস্ত সমস্তাং পরিবেষ্টিতা ॥ ৩৩ ॥
 ইচ্ছাশক্ত্যা জ্ঞানশক্ত্যা ক্রিয়াশক্ত্যা সমন্বিতা ।
 লজ্জা তুষ্টিস্তথা পুষ্টিঃ কীৰ্ত্তিঃ কাস্তিঃ ক্ষমা দয়া ॥ ৩৪ ॥
 বুদ্ধির্মোহা স্মৃতির্লক্ষ্মীমূর্ত্তিমত্যোহঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ ।
 জয়া চ বিজয়া চৈবাপ্যজিতা চাপরাজিতা ॥ ৩৫ ॥
 নিত্যা বিলাসিনী দৌদ্ধী স্বঘোরা মঙ্গলা নব ।
 পীঠশক্তয় এতাস্ত সেবন্তে যাং পরাম্বিকাম্ ॥ ৩৬ ॥

স্তব্ধনিবিড়োত্তুঙ্গকূচভারেণালসা শিবা ॥ ৩০ ॥

সংলাপো বাণী তস্তা মাধুর্য্যেণ বিনির্ভৎসিতা কচ্ছপী বীণা যন্তা যয়া বা সা ॥ ৩১-৩৩ ॥

ইচ্ছাশক্ত্যতি । ইদং মূর্ত্তিসমুচ্ছিতক্রয়ং দেব্যাঃ সম্নিপাত্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

জয়াদিনবপীঠশক্তয়োহপি মূর্ত্তিমত্যো দেবীং স্তবন্তীত্যাং জয়া চেতি ॥ ৩৫—৩৬ ॥

সকল মণি ও মুক্তা দ্বারা খচিত ; হস্ত সকল অঙ্গুলিস্থ রত্নকিরণ প্রভায় উদ্ভাসিত ; ধুম্র
 (ধোঁপা) মল্লিকা পুষ্পের মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; বক্ষঃস্থ কাঁচুলী নানাবর্ণের রত্ন দ্বারা
 নির্ম্মিত ॥ ১৮—২০ ॥ মহারাজ ! সেই ভুবনেশ্বরী দেবী স্তম্বগোল অতিশয় উচ্চ স্তনদ্বয়ের
 ভায়ে কিঞ্চিৎ নত হইয়া রহিয়াছেন । তাঁহার চারিটা হস্ত ; ক্রমাগত এক একটা হস্তে
 বর, পাশ, অঙ্কুশ ও অভয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী করুণাময়ী
 দেবী হারভারাবরণে পরিপূর্ণা । কণ্ঠস্থের বীণার ধ্বনিকেও পরাজয় করিয়াছেন ।
 তাঁহার শরীর কাস্তির কথা অধিক আর কি বলিব, কোটি কোটি চন্দ্র ও সূর্য্য উদয় হইলে
 যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাঁহার শরীর কাস্তি তাদৃশ শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৩১-৩২ ॥
 সখীগণ, দাসীগণ ও দেবদেবী সকল সেই ভুবনেশ্বরী দেবীকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া
 রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সততই দেবীর নিকটে বর্ত্তমান
 আছেন । (লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, কীৰ্ত্তি, কাস্তি, ক্ষমা, দয়া, বুদ্ধি, মোহা, স্মৃতি ও লক্ষ্মী) ইহারা
 মূর্ত্তিমতী হইয়া সততই এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন (জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা,

যশাস্ত পার্শ্বভাগে স্তো নিধী তৌ শঙ্খপদ্মকৌ ।

নবরত্নবহা নদ্যস্তথা বৈ কাঞ্চনত্ৰবাঃ ॥ ৩৭ ॥

সপ্তধাতুবহা নদ্যো নিধিভ্যাস্ত বিনির্গতাঃ ।

[সুধাসিক্তস্তগামিচ্ছতাঃ সৰ্বা নৃপসত্তম ! ॥ ৩৮ ॥

সাদেবী ভুবনেশানী তদ্বামাঙ্কে বিরাজতে ।

সর্বেশত্বং মহেশস্তু যৎসঙ্গাদেব নাশ্রুতা ॥ ৩৯ ॥

চিস্তামণিগৃহস্যাস্ত প্রমাণং শৃণু ভূমিপ ! ।

সহস্রযোজনায়ামং মহাস্তস্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৪০ ॥

তত্বত্তরে মহাসালাঃ পূর্বস্মাদ্ দ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ ।

অন্তরিক্ষগতং ত্বৈতমিরাধারং বিরাজতে ॥ ৪১ ॥

সঙ্কোচশ্চ বিকাশশ্চ জায়েতেহস্তু নিরন্তরম্ ॥

পটবৎ কার্য্যবশতঃ প্রলয়ে সর্জনে তথা ॥ ৪২ ॥

দেবীপার্শ্বভাগে নিধী বর্ণয়তি যশাস্তিতি । শঙ্খনিধিঃ পদ্মনিধিঃ ॥ ৩৭ ॥

নিধিভ্যাং নিধিসকাশ্যাদ্বিনির্গতা ঐত্যাৰ্থঃ । তা নবরত্না নদাঃ সুধাসিক্তস্তগাদিক্তাঃ সস্তীত্যনেন মধ্যস্থপ্রাকারাগাং নদীনির্গমনযোগ্যানি দ্বারানি সস্তীভ্যোতচক্ৰং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

এতাদৃশী বা ভুবনেশ্বরী সা ভুবনেশ্বরত্বাঙ্কে তিষ্ঠতীত্যাহ সা দেবীতি ॥ ৩৯ ॥

সহস্রযোজনায়ামগতি । চিস্তামণিগৃহং সহস্রযোজনায়ামম্ ॥ ৪০ ॥

তত্বত্তরসালান্ত পূর্বস্মাদ্ দ্বিগুণবিস্তারা ইত্যর্থঃ । ইদং মণিগুণং ন ভূমিষ্ঠং কিস্তন্তরিক্ষগতমিতি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চাস্ত মণিগুণস্তু প্রলয়েহপি ন নাশস্তথা সৃষ্টিসময়ে নোৎপত্তিঃ কিন্তু প্রলয়ে পটবৎ সঙ্কোচো ভবতি সৃষ্টিসময়ে বিকাশো ভবতি । তথা চ সঙ্কোচবিকাশশালিকমলবৎ পটবচ্ছাতীত্যাহ সঙ্কোচশ্চৈতি । কার্য্যবশত ইত্যনেন প্রতিবুদ্ধাণ্ডবত্তিনাং ভক্তানাং বহুনাং

নিত্যা, বিলাসিনী, দোদ্ধী, অঘোরা ও মঙ্গলা নামে নয়টি পীঠশক্তি এই স্থানে থাকিয়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে সততই সেবা করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥ সেই দেবীর পার্শ্বভাগে শঙ্খ ও

পদ্ম নামে দুইটি নিধি বিদ্যমান আছে । মহারাজ ! সেই উভয় নিধি হইতে নবরত্ন, সুবর্ণ ও সপ্তধাতু প্রভৃতির স্রোত সকল নির্গত হইয়া নদীরূপ ধারণ করত সুধাসিক্ত মধ্যো

পত্তিত হইতেছে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ভুবনেশ্বরী মহেশ্বরের বামাকাং উপবেশন করিয়া আছেন বলিয়াই ভুবনেশ্বরের সর্বেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! এক্ষণে চিস্তামণি গৃহের পরিমাপ কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ইহার বিস্তার সহস্রযোজন পরিমিত । ইহার মধ্যপ্রদেশ অভিশয় মহান । ইহার উত্তরোত্তরস্থিত গৃহসংকল ক্রমশঃ পূর্ক্যাপেক্ষা বিগুণ । ইহা নিরাধারে অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতেছে ॥ ৪০—৪১ ॥ প্রলয়কালে ও সৃষ্টিকালে পটাবাসত্বা ইহার সংকোচ ও বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

সালানানৈকৈব সৰ্বেষাং সৰ্বকান্তিপরাবধি ।
 চিন্তামণিগৃহং প্রোক্তং যত্র দেবী মহোময়ী ॥ ৪৩ ॥
 যে যে উপাসকাঃ সন্তি প্রতিব্রদ্ধাণ্ডবৰ্তিনঃ ।
 দেবেষু নাগলোকেষু মনুষ্যেষু তরেষু চ ।
 শ্রীদেব্যাস্তে চ সৰ্বেহপি ব্রজন্ত্যত্রৈব ভূমিপ ! ॥ ৪৪ ॥
 দেবীক্ষেত্রে যে ত্যজন্তি প্রাণান্দেব্যর্চনে রতাঃ ।
 তে সৰ্বে যান্তি তত্রৈব যত্র দেবী মহোৎসবা ॥ ৪৫ ॥
 স্নতকুল্যা দুগ্ধকুল্যা দধিকুল্যা মধুশ্রবাঃ ।
 স্তন্দন্তি সরিতঃ সৰ্বাস্তথামৃতবহাঃ পরাঃ ॥ ৪৬ ॥
 দ্রাক্ষারসবহাঃ কাশ্চিজ্জম্বুরসবহাঃ পরাঃ ।
 আত্রেক্ষুরসবাহিন্যো নদ্যস্তাস্তু সহশ্রশঃ ॥ ৪৭ ॥
 মনোরথফলা বৃক্ষা বাপ্যঃ কৃপাস্তথৈব চ ।
 যথেষ্টপানফলদা ন ন্যূনং কিঞ্চিদস্তি হি ॥ ৪৮ ॥
 ন রোগপলিতং বাপি জরা বাপি কদাচন ।
 ন চিন্তা ন চ মাৎসর্যং কামক্ৰোধাদিকং তথা ॥ ৪৯ ॥

সংঘর্ষে তথা প্রতিব্রদ্ধাণ্ডবৰ্তিনাং দেবাদীনাঞ্চ সংঘর্ষে বিকাশো ভবতি বুদ্ধিং গচ্ছতি ।
 তদভাবে সঙ্কোচো ভবতীত্যোতদুক্তং ভবতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

অস্মিন্ মণিঘীপে যে ব্রজন্তি তানাহ যে যে উপাসকাঃ সন্ত্যতি । শ্রীদেব্যাঃ পরাশঙ্কে-
 কৃপাসকা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দেবীক্ষেত্রেষু সপ্তমন্ধকোক্তেষু ॥ ৪৫—৫১ ॥

অপরাপর প্রাকার অপেক্ষা এই চিন্তামণিগৃহের কান্তি অতিশয় উজ্জল ও মনোহর । দেবী
 ভগবতী এই স্থানে সর্বদাই বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! প্রতিব্রদ্ধাণ্ডমধ্যে,
 কি দেবলোকে, কি নাগলোকে, কি মনুষ্যালোকে অথবা কি অতুলোকে, শ্রীদেবীর যেসমস্ত
 পরম ভক্ত উপাসক আছে এবং যাহারা তাহার ধ্যানের রত থাকিয়া তাহার ক্ষেত্রে প্রাণ-
 ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই স্থানে আসিয়া দেবীর সহিত মহোৎসবে কাল-
 যাপন করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ইহার চতুর্দিকে কোথাও ঘূতের, কোথাও দুগ্ধের,
 কোথাও দধির, কোথাও মধুর, কোথাও বা অমৃতের, কোনও স্থানে দ্রাক্ষারসের, কোনও
 স্থানে জম্বুরসের, কোনও স্থানে আত্রেক্ষুরসের এবং কোথাও বা ইক্ষুরসের নদী সকল বহনা-
 বহন করিতেছে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল অভিলাষ অল্পসারেই কলদান এবং
 বাপী ও কৃপ সকল তদনুরূপ জলদান করিয়া থাকে ; পরন্তু কোনও বিষয়ের কখনও
 অভাব হয় না ॥ ৪৮ ॥ এই স্থানে কদাচ রোগ, শোক, জরা, পলিত, চিন্তা, ক্রোধ, ঘেব ও

সর্বৈ যুবানঃ সস্ত্রীকাঃ সহস্রাদিত্যবর্চসঃ ।

ভজন্তি সততং দেবীং তত্র শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৫০ ॥

কেচিৎ সলোকতাপস্কাঃ কেচিৎ সামীপ্যতাং গতাঃ ।

সরূপতাং গতাঃ কেচিৎ সান্ধিতাক্ষ পরে গতাঃ ॥ ৫১ ॥

যা যাস্ত দেবতাস্তত্র প্রতিব্রূক্ষাণ্ডবর্তিনাম্ ।

সমষ্টয়ঃ স্থিতাস্তাস্ত্র সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৫২ ॥

সপ্তকোটিমহামন্ত্রা মূর্তিমন্ত উপাসতে ।

মহাবিদ্যাশ্চ সকলাঃ সাম্যাবস্থান্নিকং শিবাম্ ॥ ৫৩ ॥

কারণং ব্রহ্মরূপাস্তাং মায়ামবলবিগ্রহাম্ ॥ ৫৪ ॥

ইথং রাজন্ ! ময়া প্রোক্তং মণিদ্বীপং মহত্তরম্ ।

ন সূর্য্যচন্দ্রৌ নো বিদ্যুৎকোটয়োহগ্নিস্তথৈব চ ॥ ৫৫ ॥

এতস্ম ভাসা কোট্যংশকোট্যংশেনাপি তে সমাঃ ।

কচিদ্ধিদ্ৰুমসঙ্কাশং কচিন্মরকতচ্ছবি ॥ ৫৬ ॥

সমষ্টয় ইতি । যা যা মণিদ্বীপে দেবতাস্তাঃ সর্বাঃ প্রতিব্রূক্ষাণ্ডবর্তিনাং দেবানাং সমষ্টয়ঃ
সম্ভীতার্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

মায়ামবলবিগ্রহামুপাসতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

সমুদিতং মণিদ্বীপং বর্ণয়তি ইথং রাজনिति ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাবের প্রাদুর্ভাব নাই ॥ ৪৯ ॥ এই স্থানের সকল অধিবাসীই
যুবা এবং সহস্র-সূর্য্যসদৃশ কাস্তিবিশিষ্ট । সকলেই সতত সস্ত্রীকে আমোদ আহলাদ
করত শ্রীভুবনেশ্বরীর আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ কেহ বা শ্রীভুবনেশ্বরীর সান্নিধ্য
লাভ করিয়া কেহ বা সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়া কেহ বা সান্ধিতাক্ষ এবং কেহ বা সান্ধিতা লাভ
করিয়া পরম সুখে কাণ্যাপন করিতেছে ॥ ৫১ ॥ প্রতিব্রূক্ষাণ্ডমধ্যে যে যে দেবতা
আছেন, তাহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিয়া দেবীর আরাধনায় রত আছেন ॥ ৫২ ॥
সপ্তকোটি মহামন্ত্র এবং মহাবিদ্যাসকল মূর্তি ধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে থাকিয়া ব্রহ্মরূপিণী
মহামায়া ভগবতীর আরাধনায় রত রহিয়াছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥

মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট মণিদ্বীপের সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলাম । চন্দ্র,
সূর্য্য ও কোটি কোটি বিদ্যুৎ ইহার প্রভার কোটি অংশের কোটি ভাগেরও সাদৃশ্য লাভ
করিতে পারে না । ইহার কোনও স্থান বিজ্রুমনির প্রভার বিভাসিত ; কোন স্থান মরুত-
মণির কাস্তিচ্ছটার সূশোভিত ; কোনও স্থান বা মদাগত প্রথর সূর্য্যকাস্তির তায় প্রথর
কাস্তিতে উদ্ভাসিত ; কোথাও বা কোটি কোটি বিদ্যুতের তায় প্রভা বিক্ষিপ্ত হইতেছে ;

বিদ্যুস্তানুসমচ্ছায়ং মধ্যসূর্য্যসমং কচিৎ ।
 বিদ্যুৎকোটিমহাধারাসারকাস্তি ততং কচিৎ ॥ ৫৭ ॥
 কচিৎ সিন্দূরনীলেন্দ্রমাণিক্যসদৃশচ্ছবি ।
 হীরসারমহাগর্ভধগন্ধগিতদিক্তটম্ ॥ ৫৮ ॥
 কান্ত্যা দাবানলসমং তপ্তাকাঞ্চনসম্মিতম্ ।
 কচিচ্ছন্দ্রোপলোদগাঁরং সূর্য্যোদগারঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৫৯ ॥
 রত্নশৃঙ্গিসমায়ুক্তং রত্নপ্রাকারগোপুরম্ ।
 রত্নপট্রে রত্নফলৈর্বৃক্ষৈশ্চ পরিমণ্ডিতম্ ॥ ৬০ ॥
 নৃত্যশ্মশূরসজ্জৈশ্চ কপোতরণিতোজ্জলম্ ।
 কোকিলাকাকলীলাপৈঃ শুকলাপৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ৬১ ॥
 স্রম্যরমণীয়াশূলক্ষাবধিসরোরতম্ ।
 তন্মধ্যভাগবিলসন্নি কচদ্রত্নপঙ্কজৈঃ ॥ ৬২ ॥
 স্রগন্ধিভিঃ সমস্তান্তু বাসিতং শতযোজনম্ ।
 মন্দমারুতসংভিন্নচলদ্রুমসমাকুলম্ ॥ ৬৩ ॥
 চিস্তামণিসমূহানাং জ্যোতিষা বিততাম্বরম্ ।
 রত্নপ্রভাভিরভিতো ধগন্ধগিতদিক্তটম্ ॥ ৬৪ ॥

রত্নশৃঙ্গিণো রত্নপর্ব্বতাস্তদ্যুক্তম্ ॥ ৬০—৬৬ ॥

কোথাও সিন্দূরের স্রাব, কোথাও ইন্দ্রনীলমণির স্রাব, কোথাও মাণিক্যের তুল্য এবং
 কোথাও হীরকের সদৃশ প্রভা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে; ইহার
 কোন স্থান দাবানল সদৃশ এবং কোন স্থান তপ্ত চামীকর ভূমির স্রাব বোধ হইয়া থাকে;
 কোনও স্থানে চন্দ্রকাস্তমণি সকল বারিধারা উদ্গার করিতেছে; কোথাও বা সূর্য্যকাস্তমণি
 সকল তেজ উদ্গীরণ করিতেছে ॥ ৫৭—৫৯ ॥ এই স্থানের পর্ব্বত রত্নময়, গোপূর ও প্রাকার
 রত্নময় ও বৃক্ষ ও তাহার ফলফুল এবং পত্র সকলও রত্নময়, ফলতঃ এই স্থানে বাহা কিছু
 বিদ্যমান আছে তৎসমস্তই রত্নময় বলিয়া জামিবে ॥ ৬০ ॥ কোথাও ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া
 বেড়াইতেছে, কোথাও কোকিলসমূহ পঞ্চমশ্বরে প্রতিবাসীগণকে মুগ্ধ করিতেছে এবং
 কোথাও কপোতপক্ষী ও শুকশারী প্রভৃতি পক্ষিগণের মনোহর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে ॥ ৬১ ॥
 অতিস্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ লক্ষ লক্ষ সরোবর চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছে; সেই সকলের মধ্যে
 রত্নপদ্ম সকল প্রক্ষুটিত হইয়া কি অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ৬২ ॥ সেই
 পদ্মের মনোহর সদগন্ধ চতুর্দিকে শতযোজনপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আমোদিত করিতেছে;
 এবং মুহুমুদ সমীরণ জননিকরের পত্র সকল কম্পিত করিতেছে ॥ ৬৩ ॥ চিস্তামণি

বৃক্ষত্রাতমহাগন্ধবাতত্রাতম্পূরিতম্ ।

ধূপধূপায়িতং রাজন্ ! মণিদীপায়ুতোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৫ ॥

মণিজালকসচ্ছিত্রতরলোদরকাস্তিভিঃ ।

দিদ্বোহজনকঙ্কতদর্পণোদরসংযুতম্ ॥ ৬৬ ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য শৃঙ্গারস্যখিলস্য চ ।

সর্বজ্ঞতায়াঃ সর্বায়াস্তেজসশ্চাখিলস্য চ ॥ ৬৭ ॥

পরাক্রমস্য সর্বশ্চ সর্বোত্তমগুণস্য চ ।

সকলায়া দয়ায়াশ্চ সমাপ্তিরিহ ভূপতে ! ॥ ৬৮ ॥

রাজ্ঞ আনন্দমারভ্য বৃক্ষলোকাস্তুভূমিষু ।

আনন্দা যে স্থিতাঃ সর্বৈ তেহত্রৈবাস্তুর্ভবন্তি হি ॥ ৬৯ ॥

ইতি তে বর্ণিতং রাজন্ ! মণিদ্বীপং মহত্তরম্ ।

মহাদেব্যাঃ পরং স্থানং সর্বলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭০ ॥

এতস্য স্মরণাৎ সদ্যঃ সর্বপাপং বিনশ্চতি ।

প্রাণোৎক্রমণসঙ্কৌ তু স্মৃত্বা তত্রৈব গচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

ঐশ্বর্যাদীনামুত্তমগুণানাং সমাপ্তিরত্র বর্ত্তত ইত্যাহ ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্তেতি ॥ ৬৭—৬৮ ॥

তৈত্তিরীয়শ্বেতো সার্কভোগানন্দমারভ্য বৃক্ষলোকপর্য্যন্তমনন্দভেদা যে উক্তান্তে সর্বৈ-
হপ্যানন্দা অত্র বসন্তীত্যাহ রাজ্ঞ আনন্দমারভোতি ॥ ৬৯ ॥

মণিদ্বীপবর্ণনমুপসংহরতি ইতি তে বর্ণিতমিতি ॥ ৭০ ॥

প্রাণোৎক্রমণসঙ্কৌ মরণসময়ে এতন্মণিদ্বীপং স্মৃত্বা মৃতঃ প্রাণী তত্রৈব মণিদ্বীপে
এব গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

সমূহের প্রভা নিকর দ্বারা সমস্ত আকাশমার্গে উদ্ভাসিত হইতেছে। তন্মধ্যস্থ-রত্ননিকর-
কাস্তি দ্বারা চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥ মহারাজ! এই রত্ননিকরই সেই
স্থানের অযুত অযুত দীপমালার পর অধিকার করিয়াছে এবং বায়ুকম্পিত অগন্ধি বৃক্ষ
মালার সদগন্ধই ধূপের কার্য্য করিতেছে ॥ ৬৫ ॥ মণিনির্মিত জালকের ছিন্নমধ্য দিয়া
কিরণ সকল গৃহমধ্যস্থ দর্পণে নিপতিত হইয়া এক অপূর্ণ মোহজনক কাস্তি ধারণ করি-
য়াছে ॥ ৬৬ ॥ মহারাজ! এই স্থানের বিষয় আর অধিক কি বলিব, যাবতীর ঐশ্বর্য্য,
অখিল শৃঙ্গারবেশ, নিখিল তেজোরশি, সমস্ত সর্বজ্ঞতা, অশেষ পরাক্রম, সর্বোত্তম গুণ-
রাশি এবং সমস্ত দয়ার পরিশেষ এই স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিক কি, সার্কভোগা-
নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষানন্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত আনন্দ আছে তৎসমস্তই এই স্থানে
নিয়তই বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭—৬৯ ॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট দেবী ভগবতীর
সর্বোত্তম পরম স্থান(মণিদ্বীপের) বিষয় বর্ণন করিলাম ॥ ৭০ ॥ ইহার স্মরণমাত্রই সমস্ত পাপ

অধ্যায়পঞ্চকং হেতুং পঠেদ্বিত্যং সমাহিতঃ ।

ভূতপ্রেতপিশাচাদিবাধা তত্র ভবেদ্বহি ॥ ৭২ ॥

নবীনগৃহনির্মাণে বাস্তব্যাগে তথৈব চ ।

পঠিতব্যং প্রযত্নেন কল্যাণং তেন জায়তে ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
মণিদ্বীপবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অষ্টমাধ্যায়মারভ্য দ্বাদশাধ্যায়পর্য্যন্তং পঞ্চাধ্যায়ঃ সন্তি তেবাং পঠনে যৎ ফলং তৎ
প্রযতি অধ্যায়পঞ্চকং হেতুদিতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

১২ অঙ্কঃ বিনষ্ট হইয়া যায় ; বিশেষত যে ব্যক্তি প্রাণ-প্রয়াণকালে ইহার বিষয় স্মরণ
করিতে পারে সে নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় ॥ ৭১ ॥ মহারাজ ! এই পঞ্চ অধ্যায়
পর্য্যন্ত (অষ্টম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত) যে ব্যক্তি নিত্য
পাঠ করিতে পারে, তাহার ভূত-প্রেত-পিশাচাদি-জনিত কোনও বাধা সংঘটিত হয় না।
বিশেষতঃ নূতন গৃহাদি-নির্মাণে ও বাস্তব্যাগে যত্নপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয়েই
সঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ৭২—৭৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মণিদ্বীপ বর্ণন নামক দ্বাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥



ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তে কথিতং ভূপ ! যদ্যৎপৃষ্ঠং হয়ানদ ! ॥

নারায়ণেন যৎ প্রোক্তং নারদায় মহাত্মনে ॥ ১ ॥

ঐহৈতত্ত্বং মহাদেব্যাঃ পুরাণং পরমাত্মতম্ ।

কৃতকৃত্যো ভবেম্মর্ত্যো দেব্যাঃ প্রিয়তমো হি সঃ ॥ ২ ॥

কুরু চান্দ্রামথং রাজন্ ! অপিত্রক্করণায় বৈ ।

খিমোহসি যেন রাজেন্দ্র ! পিতৃজ্ঞাহা তু দুর্গতিম্ ॥ ৩ ॥

গৃহাণ ত্বং মহাদেব্যা মন্ত্রং সর্বোত্তমোত্তমম্ ।

যথাবিধি বিধানেন জন্মসাফল্যদায়কম্ ॥ ৪ ॥

ত্রিংশৎপদমার্কগদ্যসহিতৈর্জনমেজয়ঃ ।

দেবীমথককরেতি কথ্যমুপবর্ণ্যতে ॥

এতাবৎপর্যাস্তং ত্রীদেবীভাগবতপুরাণং কথিতং তদুপসংহরতি ইতি তে কথিতং ভূপেতি । যৎ পৃষ্ঠং প্রথমমঙ্ককারভ্যাতাবৎপর্যাস্তং যদ্যৎ পৃষ্ঠং তদ্যমোক্তং তত্রাষ্টমঙ্ককারভ্যে যদ্যৎ পৃষ্ঠং তৎ সর্বং নারায়ণনারদসংবাদমুখেন মন্যেব প্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

অথ যৎযা তৃতীয়স্কন্ধে উক্তং মম পিতাপমৃত্যুনা মৃতো দুর্গতিং গতস্তদুচ্চার্যঃ কিঞ্চিদেতি তত্র তদুচ্চার্যঃ দেবীমথং কুর্কিত্যাহ কুরু চান্দ্রামথমিতি ॥ ৩ ॥

অথ চ স্বস্তোদ্ধারায় পিত্রুচ্চারায় চ দেব্যা মহামন্ত্রং গৃহাণেত্যাহ গৃহাণ স্বমিতি ॥ ৪ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! ইতিপূর্বে তুমি আমাকে যে যে প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি সেই সকলেরই উত্তর প্রদান করিলাম ; বিশেষতঃ কথাপ্রসঙ্গে আদিমুনি নারায়ণের সহিত মহাত্মা দেবর্ষি নারদের যে সমস্ত কথা-বার্তা হইয়াছিল তাহাও বলিলাম ॥ ১ ॥ মহারাজ ! এই পরমাত্মতত্ত্ব ভগবতীর পুরাণখানি অর্থাৎ এই দেবীভাগবত পুরাণটী, যে ব্যক্তি সমস্তই শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই দেবীর প্রিয় হয় এবং তাহার সমস্ত কার্য্যই নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি যে জন্ত অতিশয় বিষম আছ, সেই (পিতার দুর্গতি নিবারণ জন্ত) ভগবতীর যজ্ঞ কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পিতার উদ্ধার হইবে ॥ ৩ ॥ আর একটি বিশেষ কথা বলিতেছি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ; তুমি নিজের মঙ্গল জন্ত যথাবিধি সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর সর্বোত্তম মহা-মন্ত্রে দীক্ষিত হও, তাহা হইলেই তোমার মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা নৃপপাদূলঃ প্রার্থয়িত্বা মুনীশ্বরম্ ।

তস্মাদেব মহামন্ত্রং দেবীপ্রণবসংজ্ঞকম্ ॥ ৫ ॥

দীক্ষাবিধিবিধানেন জগ্রাহ নৃপসভমঃ ।

তত আহুয় ধোম্যাদীন নবরাত্রসমাগমে ॥ ৬ ॥

অস্বায়জ্ঞকরাসু শিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।

ব্রাহ্মণৈঃ পাঠয়ামাস পুরাণং ত্বৈতদুভয়ম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যগ্রেহম্বিকাপ্রীতৈ দেবীভাগবতং পরম্ ।

ব্রাহ্মণানু ভোজয়ামাসাপ্যসম্মতান্ স্রবাসিনীঃ ॥ ৮ ॥

কুমারীকটুকাদীংশ্চ দীনানাথাংস্তথৈব চ ।

দ্রব্যপ্রদানৈস্তান্ সর্বান্ সন্তোষ্য বজ্রধাধিপঃ ॥ ৯ ॥

দেবীপ্রণবসংজ্ঞকমিতি । স চ মায়াবীজায়কঃ শ্রীভুবনেশ্বর্যা মন্ত্রস্তং জগ্রাহেত্যর্থঃ । দেবীপ্রণবত্বাদেবৈতত্তোপদেশঃ কাশ্যামুক্তো রুদ্রয়ামলে । কাশীপুত্রীপরিসরে সুরসিন্ধু-তীরে কর্ণে জপতান্মুদিনং কিল দেহভাজাম্ । মোক্ষার্থমেব দয়য়া শশিখণ্ডমৌলিঃ শ্রীশক্তি-বীজমনঘং সুরসম্মতং স্রবাসিনীমিতি । অজ্ঞবচনাত্তপি দুর্গাপ্রদীপে দ্রষ্টব্যানি । তত্র বৈষ্ণবেভ্যো রামমন্ত্রস্ত শৈবেভ্যঃ পঞ্চাক্ষরস্ত বৃহজ্জ্যাবলোক্য শাক্তেভ্যঃ শক্তিবীজস্ত ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্ত যতিভ্যঃ প্রণবস্তোপদেশ ইতি ধ্যেয়ত্বা ॥ ৫ ॥

ইতং দীক্ষাবিধানেন তাস্মাদেব ব্যাসাহুত্বেনেশ্বরীমন্ত্রং গৃহীত্বা দেবীমথসংপাদনার্থং ধোম্যাদিখণীনাহুতবানিত্যাহ তত আহুয়েতি । নবরাত্রসমাগমে ইত্যনেন কোটি-হোমায়কো দেবীমথঃ কৃত ইতি প্রতিভাতি ॥ ৬ ॥

তস্মিন যজ্ঞে ব্রাহ্মণৈঃ কর্তৃভির্দেবীভাগবতং পুরাণং পাঠয়ামাসেত্যাহ ব্রাহ্মণৈরिति । এতৎ পুরাণং শ্রীদেবীভাগবতং পুরাণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যগ্রে ইতি । মণ্ডপস্থলস্থাপিতশ্রীদেব্য অগ্রে ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মহারাজ জনমেজয় বাসের নিকট হইতে সেই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষাগ্রহণ জ্ঞাত্যাসদেবকেই গুরুরূপে প্রার্থনা করিলেন এবং দীক্ষাবিধি অনুসারে ভগবতীর প্রণবরূপ মহামন্ত্রটী গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, নবরাত্র ব্রতের সময় উপস্থিত হইলে ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করাইয়া বিজবাহুগারে দেবীর অতিপ্রিয় নবরাত্রব্রত সম্পাদন করিলেন । এই ব্রত করিবার সময় দেবীর শ্রীতির জ্ঞাত্য তাঁহার সম্মুখে ব্রাহ্মণ দ্বারা এই সর্বোত্তম দেবীভাগবত পুরাণখানি পাঠ করাইয়া ছিলেন, অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং দীন, অনাথ ও ব্রাহ্মণকুমারগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান পূর্বক সন্তুষ্ট করাইয়া ব্রতসমাপন করিয়া-

সমাপ্য যজ্ঞং সংস্থানে সংস্থিতো যাবদেব হি ।

তাবদেব হি চাকাশাৎ নারদঃ সমবাতরং ॥ ১০ ॥

রণয়ন্ মহতীং বীণাং জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ ।

সসংভ্রমঃ সমুখায় দৃষ্টা তং নারদং মুনিম্ ॥ ১১ ॥

আসনাদ্যুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস ভূমিপঃ ।

কৃৎস্না তু কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছাগমকারণম্ ॥ ১২ ॥

•রাজোবাচ ।

কুত আগমনং সাধো ! ব্রহ্ম কিং করবানি তে ।

সনাথোহহং কৃতার্থোহহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ মুনিসত্তমঃ ।

অদ্যাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং দেবলোকে নৃপোত্তম ! ॥ ১৪ ॥

তন্নিবেদয়িতুং প্রাপ্তস্ত্বংসকাশে সবিস্মিতঃ ।

তে পিতা ভুগতিং প্রাপ্তো নিজকৰ্ম্মবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৫ ॥

যাবদেব হীতি । যস্মিন্ কালে রাজা দেবীমথং সমাপ্য হিতস্তদ্বিন্মেব কালে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সসংভ্রমঃ সহর্ষো রাজা সমুখাযেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৪ ॥

নিজকৰ্ম্মবিপর্য্যয়ান্নিজকৰ্ম্মব্যত্যাগেন বাক্ষণ্যপবাধগন্ধগেহ । বিযুভাগবতশ্রবণেনোক্ত ইতি তু কলান্তবাবতিপ্রায়েণ বিযুভাগবতে উক্তম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

ছিলেন ॥ ৫—৯ ॥ ঋষিগণ ! ভূপতি জনমেজয় এইরূপে দেবীগণ সমাপন করিয়া উপ-
বিষ্ট আছেন এমন সময় অগ্নিতুল্য তেজঃশালী দেবর্ষি নারদ বীণা বাদন করিতে করিতে
আকাশ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজাও তাঁহাকে সহসা সমুপস্থিত
দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্ৰোত্থান করিয়া আসনাদি উপচার প্রদান পূর্ব্বক সম্মাননা করিলেন ।
অনন্তর, দেবর্ষির শ্রম দূর হইলে পর অগ্রে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আগমনের
কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ১০—১২ ॥ দেবর্ষে ! আপনি কোথা হইতে কি জ্ঞাত
এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? আজ আমি আপনার আগমনে সনাথ ও কৃতার্থ
হইলাম । এক্ষণে, আমি আপনার কি কার্য্য সাধন করিব, তাহার আদেশ করিয়া
আমাকে অনুগৃহীত করুন ॥ ১৩ ॥

দেবর্ষি নারদ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ; নৃপবর ! আজ
আমি দেবলোকে এক অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়াছি তাহার বিষয় তোমাকে আনাইবার
জন্তই অতি বিস্মিতচিত্তে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । তোমার পিতা
পরীক্ষিত (নিজকৰ্ম্মদ্রোষে ভুগতি লাভ) করিয়াছিল ইহা সকলেই বিদিত আছে ; কিন্তু,

স এবায়ং দিব্যরূপবপুর্ভূত্বাধুনৈব হি ।

দেবদেবৈঃ স্তুতঃ সম্যগপ্সরোভিঃ সমস্তুতঃ ॥ ১৬ ॥

বিমানবরমারুহ্য মণিদ্বীপং গতৌ ভবেৎ ।

দেবীভাগবতশ্রাস্ত্র শ্রবণোৎফলেন চ ॥ ১৭ ॥

অস্মামখফলেনাপি পিতা তে স্নগতিং গতঃ ।

ধন্যোহসি কৃতকৃত্যোহসি জীবিতং সফলং তব ॥ ১৮ ॥

‘নরকাত্মকৃতস্তাতস্তয়া তু কুলভূষণ ! ।

দেবলোকে স্মৃতিকীর্তিস্তবাদ্য বিপুলভিবৎ ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ ।

নারদোক্তং সমাকর্ণ্য প্রেমগদ্যাদিতান্তরং ।

পপাত পাদাম্বুজযোৰ্ক্যাসম্ভাদুতকৰ্ম্মণঃ ॥ ২০ ॥

তবানুগ্রহতো দেব ! কৃতার্থোহহং মহামুনে ! ।

কিং ময়া প্রতিকৰ্ত্তব্যং নমস্কারাদৃতে তব ।

অনুগ্রাহঃ সদৈবাহমেবমেব জয়া মুনে ॥ ২১ ॥

মণিদ্বীপং তৃতীয়স্কন্ধোক্তং দেবীলোকম্ । কেন পুণ্যফলেনেদং জাতং তত্রাহ দেবী-
ভাগবতশ্রাস্ত্রোতি ॥ ১৭ ॥

ভাতঃ পিতা ॥ ১৮—১৯ ॥

ইদং সৰ্ব্বং দুর্ঘটং ফলং বাসগুরুপ্রসাদাদেব ময়া লক্ষ্মিতি তং বাসং প্রণমতি পপা-
তেতি ॥ ২০ ॥

নমস্কারাদৃতে নমস্কারং বিনা কিং ময়া প্রতিকৰ্ত্তব্যং তবোপকারস্ত প্রত্যাশ্যকারো ময়া
কঃ কৰ্ত্তব্যো ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ২১—২৪ ॥

অদ্য দেখিলাম, তিনি দিব্য মুক্তি ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ পূৰ্ব্বক গমন করিতে-
ছেন ; দেবগণ তাঁহাকে স্তুত করিতেছেন এবং অঙ্গরাগণ তাঁহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টন
করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, তিনি ঐরূপ বেশে মণিদ্বীপে গমন করিতেছেন। রাজন !
তুমি যে নবরাত্র ব্রত ও দেবীভাগবত পাঠ করিয়াছ, বোধ হয় সেই ফলেই তোমার
পিতা ঐরূপ সদগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে ধন্য ও কৃতার্থ হইলে, তোমার
জন্ম সার্থক হইল, তুমিই পিতাকে নরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বাসেশ্বর ভূষণ স্বরূপ
হইলে ; আর অধিক কি বলিব, আজ হইতে তোমার কীর্তি দেবলোকে পর্য্যন্ত বিস্তৃত
হইল ॥ ১৪—১৯ ॥

সূত কহিলেন ; ঋষিগণ ! জনমেজয় নারদমুখে তৎসমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া
আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং অদ্ভুতকৰ্ম্ম বাসদেবের শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া কহি-
লেন ॥ ২০ ॥ মুনিবর ! আমি আপনার অনুগ্রহেই কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে, নমস্কার

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রদ্ধাপ্যাশীর্ভিরভিবাদ্য চ ।
 উবাচ বচনং প্লক্ষং ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ২২ ॥
 রাজন্ ! সৰ্ব্বং পরিত্যজ্য ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ।
 দেবীভাগবতশ্চৈব পঠ নিত্যং সমাহিতঃ ॥ ২৩ ॥
 অস্ম্যগং সদা ভক্ত্যা কুরু নিত্যমতন্দ্রিতঃ ।
 অনায়াসেন তেন হং মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাং ॥ ২৪ ॥
 সন্তান্যানি পুরাণানি হরিকৃদমুখানি চ ।
 দেবীভাগবতশ্চাস্ত্র কলাং নাইন্তি মোড়ীশীম্ ॥ ২৫ ॥
 সারমেতৎ পুরাণানাং বেদানীশৈব সৰ্ব্বশঃ ।
 মূলপ্রকৃতিরেবৈষা যত্র তু প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৬ ॥
 সমন্তেন পুরাণং স্ম্যং কথমগ্ৰং নৃপোত্তম ! ।
 পাঠে বেদসমং পুণ্যং যস্য স্মাজ্জনমেজয় ! ॥ ২৭ ॥
 পঠিতব্যং প্রযত্নেন তদেব বিবুধোত্তমৈঃ ।
 ইত্যুক্তা নৃপবর্যং তং জগাম মুনিরাট্ ততঃ ॥ ২৮ ॥

হরিকৃদ্রো মুখে প্রথমং যেষাং পুরাণানাং তানি চ শিবপুরাণবিষ্ণুপুরাণপ্রা-
 তীনি ॥ ২৫ ॥

দেবীভাগবতশ্চৈব সৰ্ব্বোৎকৃষ্টে হেতুমাহ । মূলপ্রকৃতিবেদেষু । মূলপ্রকৃতি
 জ্ঞবিষ্ণুব্রহ্মপ্রভৃতীনামেকৈকগুণোপাধিকানাং প্রতিপাদকানি পুরাণাজ্ঞানানি । দে-

বাত্তিবেক আর আপনার কি প্রভূপকার করিব । প্রার্থনা করি আপনি সৰ্ব্বদাই আম
 প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥ ২১ ॥

ঈশ্বরিণ ! বাদরায়ণ বেদব্যাস নরপতি স্তনমেজয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি
 তাঁহাকে অশীর্ষাদ করিলেন এবং মধুব বাক্যে কহিলেন ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! এক
 সৰ্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বদা দেবীভাগবত পাঠে এবং দেবীর পাদপদ্ম ভজনা
 নিরত হও ; সৰ্ব্বদা (আলম্ব্য পরিশুদ্ধ হইয়া) ভগবতীর সজ্জ করিতে প্রস্তুত থাক ; ত
 হইলে নিশ্চয়ই (অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে) সমর্থ হইবে ॥ ২৩-২৪ ॥
 বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ পুরাণ আছে সত্য ; কিন্তু, সে সমস্ত পুরাণ
 দেবীভাগবতের সহিত তুলনায় ইহার যোগ্য অংশের এক অংশেরও সঙ্গ হইতে প-
 না ॥ ২৫ ॥ ফলতঃ এই পুরাণগানিকেই সমস্ত পুরাণের সার বলিয়া জানিবে । নৃপব-
 র্য পুরাণে (মূলপ্রকৃতিকে প্রতিপাদন) করা হইয়াছে, অতীত পুরাণ সকল তাহার সা-
 কিত্বপে সন্ধান হইতে পাবে ? এই দেবীভাগবতখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স

জগ্মুশ্চৈব যথাস্থানং ধোমাদিমুনয়োহিমলাঃ ।

দেবীভাগবতশ্চৈব প্রশংসাক্কুর্যন্তমাম্ ॥ ২৯ ॥

রাজা শশাস ধরণীং ততঃ সন্তুষ্ট মানসঃ ।

দেবীভাগবতশ্চৈব পঠঙ্কুণ্ম নিরন্তরম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়কৃতদেবীমথবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভাগবতং তু ণ্ডণত্রয়স্যাম্যাবস্থমাযাশবলব্রহ্মরূপমূলপ্রকৃতিপ্রতিপাদকং সাক্ষাৎপ্রবৃতি তদ্বাদি-
দমেব সর্কোংকুষ্ঠমেতৎসদৃশমন্তপুরাণং কথং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদাধ্যয়নের ফল লাভ হইয়া থাকে এজন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সৰ্বদা ইহার পাঠ করিতে যত্ন
পর হইবেন । ঋষিগণ ! ঋষিবর বেদব্যাস জনমেজয়কে এই সমস্ত কথা বলিয়াই স্বস্থানে
প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬—২৮ ॥ অনন্তর, নির্মলাস্ত্রঃকরণ ধোম্মাদি ব্রাহ্মণগণও দেবীভাগ-
বতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে
মহারাজ জনমেজয় তদবধি নিরন্তর দেবীভাগবতের পাঠ ও শ্রবণ করত সন্তুষ্টচিত্তে স্থখে
স্বাভ্যাশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকীভুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়ের দেবীযজ্ঞ বর্ণন

নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥



চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অর্দ্ধশ্লোকোক্তকং যত্নে দেবীভক্তাজনিগতম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম বেদসিদ্ধান্তবোধকম্ ॥ ১ ॥

উপদিক্তং বিষ্ণবে যদ্বটপত্রনিবাসিনে ।

শতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং তৎকৃতং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ২ ॥

তৎসারমেকতঃ কৃৎস্না ব্যাসেন শুকহেতুর্বে ।

অষ্টাদশসহস্রস্ত দ্বাদশস্কন্ধসংযুতম্ ॥ ৩ ॥

দেবীভাগবতং নাম পুরাণং গ্রথিতং পুরা ।

অদ্যাপি দেবলোকে তদ্বহুবিস্তীর্ণমস্তি হি ॥ ৪ ॥

ত্রিংশৎশ্লোকৈর্গতে ব্যাসে ভূপসংহার উচ্যতে ।

পূরণস্ত সমগ্রস্ত কলধর্শনপূর্বকম্ ॥

শ্রীব্যাসগমনোক্তবং শৌনকাদিঋষিভ্যঃ হতো বদতি হত উবাচ অর্দ্ধশ্লোকোক্তি । তৃতীয়-
স্কন্ধে বটপত্রশয়ানার বিষ্ণবে বাসরূপিণে । শ্লোকোক্তেন তদা সর্বং ভগবত্যাখিলার্থদম্ ॥
(সর্বং খণ্ডিদমেবাহং নাশ্বদন্তি সনাতনমিতি) প্রোক্তবচনে যৎ শ্লোকোক্তং শ্রীভগবতীমুখ্যবৃজা-
মির্গতং শ্রীমদ্ভাগবতমর্দ্ধশ্লোকোক্তকং হজরূপং দেবীভাগবতমিত্যর্থঃ । বেদসিদ্ধান্তবোধকং
(সর্বং খণ্ডিদং বহুভেতি) বেদসিদ্ধান্তস্ত বোধকমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তৎ হজরূপং দেবীভাগবতমর্দ্ধশ্লোকোক্তকং পুরা পূর্বং ব্রহ্মণা চতুমুখেন শতকোটি-
প্রবিস্তীর্ণং কৃতং তন্ত হজ্রভাগবতস্ত ব্যাখ্যানরূপেণৈতাবান্ বিস্তারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শুকহেতুর্বে শুককল্যাণার্থম্ ॥ ৩ ॥

তচ্ছতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং কাস্তীতি চেত্তত্রাহ অদ্যাপীতি ॥ ৪ ॥

হত কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্বের ভগবতীর মুখপদ্ম হইতে বেদের সিদ্ধান্তস্বরূপ অর্দ্ধ-
শ্লোকোক্তক যে শ্রীমদ্ভাগবত নির্গত হইয়াছিল; পূর্বের বটপত্রশায়ী বিষ্ণুকে তিনি যাহা
দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বীজভূত মূল বাস্তুটিকে ব্রহ্মা স্বয়ং
শতকোটি শ্লোক দ্বারা দিষ্টার করিয়াছিলেন ॥ ১-২ ॥ অনন্তর, বেদবাস নিম্নপত্র ওক্তমেবকে
অধ্যাপন করাইবার জন্য তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্তক দ্বাদশ-
স্কন্ধসম্বিত এই দেবীভাগবত নামে পূরণখানি রচনা করিয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মার কৃত
সেই শতকোটি শ্লোকোক্তক বিস্তীর্ণ গ্রন্থখানি অদ্যাপিও দেবলোকে প্রচলিত রহিয়াছে ॥ ৩-৪ ॥

নানেন সদৃশং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।

পদে পদেহংমেষু ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫ ॥

পৌরাণিকং পূজয়িত্বা বস্ত্রাদ্যাভরণাদিভিঃ ।

ব্যাসবুদ্ধ্যা তন্মুখাত্তু শ্রুত্বৈতৎসমুপোষিতঃ ॥ ৬ ॥

লিখিত্বা নিজহস্তেন লেখকেনাথবা যুনে ! ।

প্রার্থপদ্যাং পৌর্ণমাশ্রাং হেমসিংহসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥

দদ্যাৎ পৌরাণিকায়ান্থ দক্ষিণাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ।

সালঙ্কতাং সবৎসাঞ্চ কপিলাং হেমমালিনীম্ ॥ ৮ ॥

ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণানন্তেহপ্যধ্যায়পরিসম্বিতান্ ।

সুবাসিনীস্তাবতীশ্চ কুমারীকটুকৈঃ সহ ॥ ৯ ॥

দেবীবুদ্ধ্যা পূজয়েতান্ বসনাভরণাদিভিঃ ।

পায়সান্নবরেণাপি গন্ধশুক্কুমাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

এতত্ত্ব দেবীভাগবতশ্রৌতৈকপদন্ত পাঠেহংমেষু ফলং ভবতীত্যাহ পদে পদেহংমেষ-
স্ততি ॥ ৫ ॥

পূরণস্ত্র বিধির্নাই পৌরাণিকমিতি । প্রথমতো দেবীভাগবতং নিজহস্তেন লেখক-
হস্তেন বা লিখিত্বা তদেব পুস্তকং ব্যাসায় পৌরাণিকায় দত্ত্বা তং ভূষণাদিভিঃ সংপূজ্য
ব্যাসবুদ্ধ্যা তং মত্ত্বা ভস্মখাদিভিঃ ভাগবতং শ্রুত্বা সমাপ্তিদিনে প্রার্থপদ্যাং পৌর্ণমাশ্রাং ভাজ-
পদপৌর্ণমাশ্রাং দেবীতিথৌ হেমসিংহসমন্বিতং দেবীবাহনং হি সিংহং পূরণঞ্চ দেবীস্বরূপং
ততো হেমসিংহে পূরণং দেবীভাগবতং সংস্থাপ্য পৌরাণিকায় দদ্যাৎ । তদুপর্য দক্ষিণার্থং
কপিলাং গাং দদ্যাৎস্তে পূরণদানসাক্ষ্যায় যাবন্তঃ পূরণস্ত্রাধ্যায়্য অষ্টাদশাধিকত্রিশতসংখ্যা-
কান্তাবতো ব্রাহ্মণান্ সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ তাবতীস্তাবটুকৈঃ সহ ভোজয়েৎ পায়সান্নেনে-
তার্থঃ ॥ ৬—১০ ॥

এই দেবীভাগবতের সদৃশ পুণ্যপ্রদ পবিত্রকর ও পাপনাশক পূরণ আর নাই ইহার
প্রত্যেক পদের অধ্যয়ন কালেই অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সংসারাসক্ত
মানবগণ উপবাসাদি দ্বারা সংযত হইয়া (পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে) বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা পূজা
করত বেৎবাস জ্ঞানে যদি তাঁহার মুখ হইতে এই পূরণ পাঠ শ্রবণ করিতে পায়,
অথবা নিজহস্তে কিংবা অজ্ঞ কোনও লেখক দ্বারা ইহার আদ্যোপান্ত লিখিয়া ভাজ্যমাসের
পূর্ণিমা তিথিতে কোনও পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণনির্মিত সিংহের এবং সুবর্ণ ভূষণ ভূষিত
সবৎসা পয়স্বিনী কপিলা শ্বেচ্ছ দক্ষিণার সহিত দান করে; এবং দেবীভাগবতমধ্যে
যতগুলি অধ্যায় আছে ততগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় এবং ততগুলি কুমারীকে
নানাবিধ কুক্কুম চন্দন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা দেবীবদ্বিতে পূজা করে ও পায়সান্নাদি দ্বারা

পূরাণদানেনৈতেন ভূদানশ্চ ফলং লভেৎ ।

ইহ লোকে স্ত্রীষী ভূত্বাপ্যস্তে দেবীপুরং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥

নিত্যং যঃ শৃণুয়াত্তত্বা দেবীভাগবতং পরম্ ।

ন তশ্চ দুর্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ কচিদস্তি হি ॥ ১২ ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনাৰ্থী ধনমাশ্নুয়াৎ ।

বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং কীর্ত্তিমণ্ডিতভূতলঃ ॥ ১৩ ॥

বক্ষ্যা বা কাকবক্ষ্যা বা মৃতবক্ষ্যা চ যাস্মদা ।

শ্রবণাদশ্চ তদোষান্নিবৰ্ত্তেত ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যদোহে পুস্তকং চৈতৎ পূজিতং যদি ত্তিষ্ঠতি ।

তদোহং ন ত্যজেম্মিত্যং রমা চৈব সরস্বতী ॥ ১৫ ॥

নেক্ষন্তি তত্র বেতালডাকিনীরাক্ষসাদয়ঃ ।

জরিতস্ত নরং স্পৃষ্টা পঠেদেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥

মণ্ডলাশ্মাশ্মাপ্পোতি জরো দাহসমম্বিতঃ ।

শতাবৃত্ত্যশ্চ পঠনাৎ ক্ষয়রোগো বিনশ্চতি ॥ ১৭ ॥

এতাদৃশশ্চ পূরাণদানশ্চ ফলমাহ পূরাণদানেনৈতেনৈতি ॥ ১১—১৩ ॥

কাকবক্ষ্যা সত্ত্বংপ্রসববতী । তদোষাবক্ষ্যত্বদোষাৎ ॥ ১৪—১৭ ॥

ভোজন করায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই পূরাণ দান ফলে ভূমিদানের ফললাভ করিয় থাকে এবং ইহলোকে স্ত্রীপুত্রোৎপাদন করিয়া অস্ত্রে দেবীপুরে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬—১১ ॥
যে ব্যক্তি ভক্তিপূৰ্ণক প্রভাহ এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিতে পারে তাহার কোনও কালে কোন বিষয়ে কিছুই অভাব হয় না ॥ ১২ ॥ ভক্তিপূৰ্ণক এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে ধনহীন ব্যক্তির প্রচুর ধন, বিদ্যার্থীর বিদ্যা এবং পুত্রহীনের প্রচুর পুত্র হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥
অধিক কি, যদি কোন ডীলোক বক্ষ্যা, মৃতবক্ষ্যা বা কাকবক্ষ্যা হয় তাহা হইলে এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে তাহার সেই দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥
যে গৃহে এই পুৰাণখানি পূজিত হইয়া থাকে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সপত্নীভাবে পরিত্যাগ করিয়া একত্রে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ এই দেবীভাগবতের প্রভাবে ডাকিনী, বেতাল, রাক্ষসাদি (উপদেবতা) সকল তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। যদি কখন কাহারও জ্বর হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে তাহার সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া থাকে । অধিক কি এই ভাগবতের শতাবৃত্তি পাঠ দ্বা দ্বারোগ্য (ক্ষয় রোগবৎ) শাস্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥
যে ব্যক্তি সন্ধ্যা করিবার প

প্রতিসন্ধ্যাং পঠেদ্যস্ত সন্ধ্যাং কৃৎস্না সমাহিতঃ ।

একৈকমস্ত চাধ্যায়ং স নরো জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

শকুনাংশৈচব বীক্ষেত কার্ঘ্যাকার্যেযু চৈব হি ।

তৎপ্রকারঃ পুরস্তাত্ত্ব কথিতোহস্তি ময়া যুনে ! ॥ ১৯ ॥

নবরাত্রে পঠেমিত্যং শারদীয়েহতিভক্তিতঃ ।

তস্ত্যাম্বিকা তু সন্তুস্তী দদাতীচ্ছাধিকং ফলম্ ॥ ২০ ॥

বৈষ্ণবৈশৈচব শৈবৈশ্চ রমোমাপ্রীতয়ে সদা ।

সৌরৈশ্চ গাণপতৈশ্চ শ্বেতশক্তৈশ্চ তুচ্চয়ে ।

পঠিতব্যং প্রযত্নেন নবরাত্রতুচ্চয়ে ॥ ২১ ॥

বৈদিকৈর্নিজগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিত্যশো যুনে ! ।

পঠিতব্যং প্রযত্নেন বিরোধো নাত্র কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

প্রতিসন্ধ্যামিতি । সন্ধ্যাব্রয়েহপি সন্ধ্যোপাসনাং কৃৎস্না শ্রীগায়ত্রী অগ্রে স্তোত্ররূপেণৈ-
তত্ত্বৈকৈকমধ্যায়ং পঠেত্তেন জ্ঞানং যোক্ষ্যদায়কং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শকুনাংশৈচবতি । কার্ঘ্যাকার্য্যবিষয়ে সন্ধ্যে প্রাপ্তে নবমন্ত্রকোক্তপ্রকারেণ শকুনা-
নীক্ষেত । ততঃ কার্ঘ্যারম্ভং কুর্ঘ্যাদিত্যর্থঃ । ইদং পদ্মপুরাণে শকুনপরীক্ষায়াং চোক্তম্ ।
তদ্বচনং চোপোদ্বাভে এব দর্শিতম্ ॥ ১৯—২০ ॥

ইদঞ্চ দেবীভাগবতং পুরাণং শৈববৈষ্ণবৈর্গাণপতৈঃ সৌরৈঃ শাক্তৈর্বৈদিকৈঃ সর্বেশ্চ
পঠনীয়মিত্যাহ বৈষ্ণবৈরिति । শ্বেতশক্তৈশ্চতুষ্ঠয়ে ইতি । স্বস্ত য ইষ্টো দেবো বিষ্ণুর্বা শিবো
বা গণেশো বা সূর্য্যো বা তস্ত শক্তিঃ পার্শ্বতীরাধালক্ষ্মীসিদ্ধিবুদ্ধিচ্ছায়াক্রুপা তস্ত্যাম্বষ্টয়ে
ইত্যর্থঃ । নবরাত্রচতুষ্ঠয়ে আষাঢ়াশ্বিনমগাধচৈত্রভাদ্রপদনবরাত্রচতুষ্ঠয়ে ॥ ২১ ॥

বৈদিকৈরপি শ্বেতদেবতাগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিরস্তুরমস্ত পাঠঃ কর্তব্য ইত্যাহ বৈদিকৈ-
রिति । বিরোধো নাত্রেতি । অগ্নিন্ দেবীভাগবতে শৈববৈষ্ণবাদীনাং কেবাঞ্চিদপি
বিরোধো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সমাহিতচিত্তে এই ভাগবতের এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া থাকে তাহার শীঘ্রই প্রকৃত
জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥ যুনিবর শোনক ! এই ভাগবত পাঠাদি কার্য্যের সময় অগ্রে
শকুন পরীক্ষা করিয়া তৎপরে কার্ঘ্য আরম্ভ করিবে । এই শকুন পরীক্ষার বিষয় পূর্বেই
আমি আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৯ ॥ শারদীয় পূজায় নবরাত্রব্রতের সময়
অতি ভক্তিপূর্ব্বক এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে ভগবতী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার
ইচ্ছা হইতেও অধিকতর ফল দান করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ কি বৈষ্ণব কি শৈব কি সৌর
কি গাণপত্য কি শাক্ত সকলেই লক্ষ্মী ও উমাপ্রভৃতি শক্তির বা নিজ ইষ্টদেবতার প্রীতির
জন্য নবরাত্র ব্রতের সময় এই পূজাখানি যত পূর্ব্বক পাঠ করিবে ॥ ২১ ॥ পরন্তু বৈদিক
ব্রাহ্মণগণও গায়ত্রীদেবীর প্রীতির জন্য নিত্য ইহার পাঠ করিবে; কলতঃ এই পূজাখানি

উপাসনা তু সর্বেষাং শক্তিসুজ্ঞান্তি সর্বদা ।

তচ্ছক্তেরেব তোষার্থং পঠিতব্যং সদা দ্বিজৈঃ ॥ ২৩ ॥

স্ত্রী শূদ্রো ন পঠেদেতৎ কদাপি চ বিমোহিতঃ ।

শৃণুয়াদ্বিজবক্ত্রাতু নিত্যমেবেতি চ স্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥

কিং পুনর্বহ্নোক্তেন সায়ং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ।

বেদসারমিদং পুণ্যং পুরাণং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ২৫ ॥

বেদপাঠসমং পাঠে শ্রবণে চ তথৈব হি ॥ ২৬ ॥

সচ্চিদানন্দরূপাং তাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্ ।

নমামি হ্রীং ময়ীং দেবীং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৭ ॥

ইতিসূতবচঃ শ্রদ্ধা নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ ।

পূজয়াগ্ন্যস্তরত্নাচ্চৈঃ সূতং পৌরাণিকোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

তত্র হেতুমাং শক্তিসুজ্ঞান্তি । নহি কতাপি বৈষ্ণবস্ত শৈবস্ত গাণপত্যস্ত সৌরস্ত বা উপাসনাশক্তিগহিতান্তি কিন্তু শক্তিসহিতৈব । রাধাকৃষ্ণলক্ষ্মীনারায়ণমাতারামপাক্ষভী-
পরমেশ্ববোপাসনাস্থ সর্গত্র শক্তিসহিতায়া এবোপাসনায়াঃ সঙ্গাৎ । তস্মাত্তত্ত্বজ্ঞানসন্তো-
ষার্থং সর্বৈরপি বৈষ্ণবাদিভিরেতৎপুরাণং পঠিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

গ্রন্থসমাপ্তৌ হতো গায়ত্রীপদ্যটিতং মঙ্গলং করোতি সচ্চিদানন্দরূপান্তামিতি । হ্রীং
ময়ীং হ্রীংবীজবাচ্যাম্ । হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

কোনও মতাবলম্বীর বিরোধী নহে । তাহার কারণ এই যে, যিনি যে উপাসক হউন না কেন,
কোন না কোন শক্তির সহিত তাহার সেই উপাসনা করিতে হইবে । ইহা সর্বত্রই কথিত
আছে ; এজন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তির সন্তোষ জন্ম ইহা পাঠ করিতে পারেন তাহাতে
কোনও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২২—২৩ ॥ স্ত্রী বা শূদ্র (অজ্ঞান বশতঃ)
কখনই অয়ং ইহা পাঠ করিবে না, পরন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিবে ইহাই
শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৪ ॥ অবিগণ ! আর আমি অধিক কি বলিব, এই পুরাণখানি যে সর্বোৎ-
কৃষ্ট পুণ্যপ্রদ ও বেদের সারস্বরূপ তাহা নিশ্চয় করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলি-
লাম ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ইহার পাঠে বা শ্রবণে বেদপাঠ বা বেদ শ্রবণের
কৃত্য কল হইয়া থাকে জানিবেন ॥ ২৫—২৬ ॥ যিনি আমারিগের চিত্তকে নানাবিধরূপে
প্রেরণ করিচ্ছেন এক্ষণে সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী গায়ত্রীপ্রতিপাদিত হ্রীংকাররূপিণী
দেবীকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

পুরাণবক্তা সূত এইরূপে সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া মৌনারগ্রন্থন করিলে পর, নৈমিষা-
গানিধাসী মুনিগণ বিশেষরূপে তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং এই পুরাণশ্রবণ-কলে
মুহুর্তিতে দেবীর পাদপ্রসঙ্গের সেরক হইয়া পরম নির্ভাগ লাভ করিলেন ॥ ২৮—২৯ ॥

প্রসন্নহৃদয়াঃ সর্বৈ দেবীপাদানুজ্ঞাং কৃত্বাঃ ॥

নিরুত্তিঃ পরমাং প্রাপ্তাঃ পুরাণস্ত প্রভাবতঃ ॥ ২৯ ॥

নমশ্চক্লুঃ পুনঃ সূতং ক্রমাপ্য চ মুহূৰ্হুঃ ॥

সংসারবারিধেস্তাত প্লব্ধেহস্মাকং স্বমেব হি ॥ ৩০ ॥

ইতি সন্মুনিবরাণামগ্রতঃ প্রাবয়িত্বা

সকলনিগমগুহ্যং দৌর্গমেতৎ পুরাণম্ ॥

নতমথ মুনিসুজ্ঞঃ বর্দ্ধয়িত্বাশিষ্যাসা-

চরণকমলভূঙ্গো নির্জগামাথ সূতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে

পুরাণকলবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

রামবরুণ (২৬৩) সংগীতৈঃ পট্টাব্যাসকৃতৈঃ শুভৈঃ ।

দেবীভাগবতস্তাস্ত্রাধারশতকঃ পুত্রিতঃ ॥ ১ ॥

নির্জগামেতি । নৈমিষারণ্যক্ষেত্রাদন্তজ গতবানিতার্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদৈছবকুলোৎপন্নো রত্ননাথায়জঃ স্বধীঃ ।

শ্রীশক্তিগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহুতিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতস্তাস্ত্রাধারশতকঃ পুত্রিতঃ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্ তিলকপ্রাণ্যং মহন্তরাম্ ॥ ২ ॥

দ্বাদশস্কন্ধ এতস্তাঃ সমাপ্তোহুভূচ্ছুভার্থদঃ ।

তেন ভূষাতু সাদেবী পঞ্চপ্রকৃতিপুণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরত্ননাথাজলক্ষ্মীগর্ভসমুতবনীল-

কণ্ঠবিরচিতো দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকভিধে

দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

তাঁহারা মুহূৰ্হু স্বপ্নের নিকট দিনয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন; স্বতঃ! তুমিই আমাদেরগকে এই সংসার সমুদ্র হইতে নিষ্কার করিলে ॥ ৩০ ॥ সেই পরম ভাগবত পৌরাণিক সূত ঋষিগণ সমীপে এইরূপে বেদের সারস্বরূপ ভগবতীমাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত পুরাণখানি আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলে পর ঋষিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিকে আশীর্বাদ বাক্যে সংশ্লিষ্ট করিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১ ॥

বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে

পুরাণকলবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥





